

অষ্টম খণ্ড ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-

কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

প্রকাশক

শ্রীস্ববোধচন্দ্র মজুমদার ।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

সন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীশীৱদচন্দ্র মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত ।

“বি, পি, এম্.'জ্ প্রেস্”

২২।৫ বি, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯ ।

সপত্ত্বাখানকনমাহ—তেনেতি । অসপত্ত্বাখানকপ্রাণোপাসনে কলবাক্য প্রমাণয়তি—তদ্রোতি ।
প্রাণস্তাসপত্ত্বাখানকেন সত্ত্বাতি বাবৎ । প্রাসন্নিকথ্যঃ প্রজ্ঞোৎপত্তিঃপ্রসঙ্গাদাগতম্ ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই যে, প্রাজ্ঞাপত্য অন্নরূপে মন উক্ত হইল, দ্র্যলোক হইতেছে ইহার শরীর অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ আশ্রয়, আর এই আদিত্য হইতেছে জ্যোতিঃস্বরূপ কবুণ । আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক মনের বাহা পরিমাণ, জ্যোতির্ষ্ময় করণস্বরূপ মনের আধাররূপে কল্পিত দ্র্যলোকেরও ঠিক সেইরূপই পরিমাণ; এবং তদাধেয় দ্র্যলোকাশ্রিত প্রকাশময় করণস্বরূপ আদিত্যের পরিমাণও ততুল্য; আধিদৈবিক বাক্ ও মনঃস্থানীয় সেই অগ্নি ও আদিত্য মাতাপিতারূপে পরস্পরে সম্বন্ধ লাভ করিল—উভয়ে উপগত হইল; উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক মন ও আধিদৈবিক আদিত্যরূপী পিতাকর্তৃক উৎপাদিত এবং বাক্স্থানীয় অন্নরূপী মাতাকর্তৃক প্রকাশিত হইয়া কৰ্ম্ম সম্পাদন করা; এইরূপ মনে করিয়া দ্র্যলোক ও পৃথিবীর মধ্যে উভয়ে পরস্পর সম্মিলিত হইল । তাহাদেরই সংসর্গের ফলে স্পন্দনাত্মক কৰ্ম্ম করিবার জন্ত প্রাণবায়ু উৎপন্ন হইল । যিনি জন্মিলেন, তিনি ইন্দ্র—পরমেশ্বর (পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন), তিনি যে কেবল ইন্দ্রই বটে, তাহা নহে, পরন্তু অসপত্ত্বও বটে—যাহার সপত্ত্ব (শত্রু) নাই; সপত্ত্ব কে? যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত হয়, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিই ‘সপত্ত্ব’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । সেই হেতু বাক্ ও মনের মধ্যে সন্ধিতীয়ভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা সপত্ত্বভাব (প্রতিপক্ষতা) ভঞ্জন করে না; দেহমধ্যে তাহারা যেরূপ প্রাণের অধীন, অধিদৈবতভাবেও তাহারা তদ্রূপ প্রাণের অধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকে । এ বিষয়ে প্রসঙ্গাগত এই অসাপত্ত্ব-বিজ্ঞানের এইরূপ ফল কথিত হইতেছে যে, যিনি এই প্রকার যথোক্তরূপে প্রাণকে অসপত্ত্ব বলিয়া জানেন, কেহ তাঁহার প্রতিপক্ষ বা শত্রু হয় না ॥ ৬৬ ॥ ১২ ॥

**অথৈতস্ত প্রাণস্তাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্যাবা-
নেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সৰ্ব্ব এব
সমাঃ সৰ্ব্বেহনন্তাঃ, স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেহন্তবন্তঃ স
লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেহনন্তঃ স লোকং
জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥**

সরলার্থঃ ।—অথ (বাক্যারম্ভে) এতস্ত (প্রজ্ঞাপত্যারম্ভতস্ত) প্রাণস্ত
আপঃ (জলানি) শরীরং (কার্য্যং); অসৌ চন্দ্রঃ জ্যোতীরূপং (প্রকাশাত্মক-

করণভূতং); তৎ (স:) প্রাণঃ যাবান্ এব, আপঃ (জলানি) অপি তাবত্যঃ (তৎপরিমাণাঃ), অসৌ চন্দ্রঃ [অপি] তাবান্। তে (পূর্বোক্তাঃ) এতে (বাগাদয়ঃ) সর্কে এব সমাঃ (সদৃশাঃ) সর্কে অনস্তাঃ; সঃ যঃ হ এতান্ অন্তবতঃ (অধ্যাত্মাধিভূতরূপেণ পরিচ্ছিন্নান্ রূপা) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) অন্তবন্তং (পরিচ্ছিন্নং) লোকং (ভোগং) জয়তি (বশীকরোতি); অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ এতান্ অনস্তান্ (অপরিচ্ছিন্নান্) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) অনস্তং (অপরিচ্ছিন্নং) লোকং জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদঃ—এই যে প্রজাপতির অম্বরূপ প্রাণ, জলইহার শরীর এবং চন্দ্র ইহার প্রকাশময়রূপ; এইজন্ত, প্রাণের যেরূপ পরিমাণ, জলেরও সেইরূপই পরিমাণ এবং এই চন্দ্রেরও সেইরূপ পরিমাণ; প্রকৃত পক্ষে ইহারা সকলেই সমপরিমাণ এবং সকলেই অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন। সেই যে কেহ ইহাদিগকে অন্তবান্ বা পরিচ্ছিন্নভাবে উপাসনা করেন, তিনিও অন্তবান্ বা পরিচ্ছিন্ন লোক (ভোগস্থান) লাভ করেন, আর যে ব্যক্তি এ সমস্তকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি অনন্ত লোক লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্।—অথৈতদ্ব্য প্রকৃতদ্ব্য প্রজাপত্যায়দ্ব্য প্রাণদ্ব্য, প্রজোক্তদ্ব্যনন্তরনির্দিষ্টদ্ব্য, আপঃ শরীরং কার্য্যং করণাধারঃ; পূর্ববজ্জ্যোতিরূপমসৌ চন্দ্রঃ; তত্র যাবানেব প্রাণঃ যাবৎপরিমাণঃ অধ্যাত্মাধিভেদেযু তাবদ্ব্যাপ্তিমত্যা আপঃ তাবৎপরিমাণাঃ; তাবানসৌ চন্দ্র অবাধেয়ঃ তাবৎপুণ্ড্রপ্রবিষ্টঃ করণভূতঃ অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ তাবদ্ব্যাপ্তিমানেব। তাত্ত্বোতানি পিত্রাপাঙ্কেনে কৰ্ম্মণা সৃষ্টানি ত্রীণ্যন্নানি বায়নঃপ্রাণাথ্যানি; অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ জগৎ সমস্তম্ এতৈর্কর্য্যাপ্তম্; নৈতেভ্যোহৃদতীরিক্তং কিঞ্চিদন্তি কার্য্যাত্মকং করণাত্মকং বা।

সমস্তানি ত্বেতানি প্রজাপতিঃ, ত এতে বায়নঃপ্রাণাঃ সর্কে এব সমাস্তল্যা ব্যাপ্তিমন্তঃ যাবৎপ্রাণিগোচরং সাধ্যাত্মাধিভূতং ব্যাপ্য ব্যবহিতাঃ; অতএবানস্তাঃ; যাবৎসংসারভাবিনো হি তে। নহি কার্য্যকরণপ্রত্যাখ্যানেন সংসারোহবগম্যতে; কার্য্যকরণাত্মকা হি ত ইত্যুক্তম্। স যঃ কশ্চিৎ হ এতান্ প্রজাপতেষ্বাত্মভূতানন্তবতঃ পরিচ্ছিন্নান্ অধ্যাত্মরূপেণ অধিভূতরূপেণ বোপাস্তে, স চ তদুপাসনাম্বরূপেব ফলমন্তবন্তং লোকং জয়তি পরিচ্ছিন্ন এব জায়তে,

নৈতেষামান্নভূতো ভবতীত্যর্থঃ । অথ পুনর্যো হৈতাননস্তান্ সর্কীয়কান্ সর্কপ্রাণ্যায়ত্নতানপরিচ্ছিন্নান্ উপাস্তে, সোহনস্তমেব লোকং জয়তি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

টীকা।—আধিদৈবিকর্যোদ্ধনসম্বন্ধিতিনির্দেশনগুণমথেষ্টতম্ । নবেতন্তেতো-
তচ্ছেন প্রজ্ঞাবেনোক্তস্ত প্রাণস্ত কিমিতি ন গ্রহণং, তত্রাহ—ন প্রজ্ঞেতি । অন্তঃপ্রাণ-
সমগ্রধানঘেন প্রকৃতবাদেতচ্ছেন প্রধানপরামর্শোপপত্তৌ নাপ্রধানং পরামৃশত ইত্যর্থঃ ।
পূর্বব্যাচো মনসন্ত পৃথিবী চৌচ শরীরং যথা তথেষ্টার্থঃ । দৈবরূপে প্রাণস্তোক্তে ব্যাপ্তি-
মণিষ্টং ব্যাচটে—তত্রেতি । তাবানিত্যাदि প্রতীকমাদায় ব্যাচটে—চন্দ্র ইতি । বায়ু-
প্রাণানামাধিদৈবিকরূপেণোপাসনং বিধাতুং বৃত্তং কীর্তয়তি—জানীতি । এতেভ্যোহতিরিক্ত-
মণিষ্ঠানমন্তোভ্যাগক্য বিশিনষ্টি—কার্য্যায়কমিতি । প্রজ্ঞাপতিরিতেভ্যোহতিরিক্তোহন্তীত্যা-
শক্যাহ—সমজানীতি । সোপস্বয়ং বৃত্তমন্ড বাক্যমাদায় ব্যাচটে—ত এত ইতি । তুল্য-
ব্যাপ্তিম্বেব ব্যনক্তি—যাবদिति । তাবদশেষং জগদ্ব্যাপ্যেতি যোজন-
ন-
জীবাহ—অত এবোতি । তেবাং যাবৎসংসারভাবিভমভিব্যনক্তি—ন হীতি । কার্য্যকরণো-
যাবৎসংসারভাবিভেপি প্রাণানাং কিমায়ত্তমত আহ—কার্যোতি । তেহু পরিচ্ছিন্নঘেন ধ্যানে
দোষমাহ—ন য ইতি । এবং পাতনিকাং কৃষা বিবক্ষিতমুপাসনমুপদিশতি—অথেতি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অর্থ-শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য; আর 'এতন্ত' পদের অর্থ—প্রাজ্ঞাপত্য অন্তরূপে বর্ণিত প্রাণ, কিন্তু অব্যবহিত পূর্বে প্রজ্ঞারূপে উক্ত প্রাণ নহে । সেই প্রাজ্ঞাপত্য অন্তরূপ প্রাণের জল হইতেছে শরীর—করণ অধিকরণস্বরূপ কার্য্য; পূর্কোক্ত এই চন্দ্র হইতেছে তাহার জ্যোতিরূপ (করণস্বরূপ); তন্মধ্যে অধ্যাত্মাদি বিভাগ ক্রমে উক্ত প্রাণের যেরূপ পরিমাণ, জলও ঠিক সেইরূপ ব্যাপ্তি বা ব্যাপক-পরিমাণবিশিষ্ট, জলে স্থিত অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতরূপে সেই জলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করণ-স্বরূপ এই চন্দ্রও ঠিক সেই প্রকার পরিমাণবিশিষ্ট । পিতা (আদিকর্তা প্রজ্ঞাপতি) পূর্কোক্ত পাঙ্কত কর্ম দ্বারা এই বাক্, মন ও প্রাণ-নামক তিনটি অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অধ্যাত্ম (দেহসংবদ্ধ) ও অধিভূত (ভূত—প্রাণিসংবদ্ধ) সমস্ত জগৎই উক্ত ত্রিবিধ অন্নে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এ জগতে উক্ত অন্নত্রয়ের অতিরিক্ত কার্য্য বা করণাত্মক কোন বস্তু নাই ।

উক্ত সমস্ত অন্নই প্রজ্ঞাপতিস্বরূপ, সেই যে এই বাক্, মন ও প্রাণ, ইহার সকলেই সমান, সকলেই তুল্যপরিমাণ, এবং অধ্যাত্ম ও অধিভূতভাবে যত কিছু প্রাণি-বিষয় আছে, তৎসমস্ত ব্যাপিরা অবস্থিত রহিয়াছে; এই কারণেই অনন্তও বটে; কারণ, উহার সকলেই যাবৎসংসারভাবী, অর্থাৎ যতকাল সংসার আছে, ততকাল বর্তমান থাকে । কেন না, কার্য্য-করণ-ভাব ত্যাগ করিলে সংসার

বলিয়া কোন পদার্থ প্রতীতিগোচর হয় না। যে কোন ব্যক্তি প্রজাপতির আশ্ব-
বরূপ এই সমুদ্রকে অন্তবান্ অর্থাৎ অধ্যাত্ম-রূপেই হউক, আর অধিতৃতরূপেই হউক,
পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি সেই উপাসনারই অমুরূপ ফল—অন্তবান্
(পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ) ভোগহানি ভ্রম করেন, অর্থাৎ তিনিও পরিচ্ছিন্নই থাকেন,
কখনও এ সমস্তের আশ্ববরূপ হন না। পক্ষান্তরে যিনি এ সমস্তকে অনন্তরূপে
সর্বাত্মক—সর্ব-প্রাণীর আশ্বরূপে অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করেন, তিনি
অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন লোকই ভ্রম করেন, অর্থাৎ তিনি নিজেও এ সমুদ্রের আশ্বভাব
প্রাপ্ত হন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

আভাস ভাষ্যম্।—পিতা পাঙ্কজেন কর্শণা সপ্তানানি সৃষ্টা ত্রীণ্যমাতা-
শ্বার্থমকরোদিত্যুক্তম্; তাগ্নেতানি পাঙ্কজকর্শফলভূতানি ব্যাখ্যাতানি; তত্র কথং
পুনঃ পাঙ্কজস্ত কর্শণঃ ফলমেতানীত্যাচ্যতে—যন্মাং তেষপি ত্রিষমেষু পাঙ্কজতা
অবগম্যতে, বিস্তকর্শণোরপি তত্র সম্ভবাং। তত্র পৃথিব্যমী মাতা, দিব্যমিত্যে
পিতা, যোহয়মনরোরন্তরা প্রাণঃ, স প্রজ্ঞেতি ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিস্তকর্শণী সন্তা-
বয়িতব্যো, ইত্যারম্ভঃ—

আভাস ভাষ্যানুবাদ।—পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পিতা, পাঙ্কজ
কর্শ বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সৃষ্টি করিয়া—তন্মধ্যে তিনটি অন্ন আপনার জন্য নিদিষ্ট
রাখিলেন; সেই এই অন্নগুলিকে পাঙ্কজ কর্শের ফলরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া-
ছেন। সেই অন্নগুলি যে, পাঙ্কজ কর্শের ফলরূপ হইল কি প্রকারে, এখন
তাহা কথিত হইতেছে,—যেহেতু, উক্ত ত্রিবিধ অন্নেতেও বিস্ত ও কর্শের সম্ভাব
বিস্তমান রহিয়াছে, সেই হেতু উক্ত অন্নত্রয়েরও পাঙ্কজতা বা পক্ষাত্মকভাব অবগত
হওয়া বাইতেছে। তন্মধ্যে পৃথিবী ও অগ্নি হইতেছে মাতা, ছালোক ও আদিত্য
হইতেছেন পিতা, এতদ্বত্বের মধ্যবর্তী যে প্রাণ (বায়ু), তাহা হইতেছে প্রজা বা
সন্তানহানীর; এ কথাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন কেবল অন্নত্রয়ের
মধ্যে বিস্ত ও কর্শের সম্ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহার জন্যই
পরবর্তী শ্রুতির অবতারণা করা হইতেছে—

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব
পঞ্চদশ কলা ঋবৈবাস্ত্র ষোড়শী কলা, স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতে-
ইপ চ ক্ষীয়তে, সোহমাবাস্ত্রাৎ রাত্রিমেতয়া ষোড়শা কলয়া সর্ব-
মিদং প্রাণভদ্রনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে, তন্মাদেতাং রাত্রিঃ

প্রাণভূতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসম্ভৈতস্তা এব দেবতায়্য
অপচিঠৈ ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (অন্নত্ৰয়ায়া) এবং সংবৎসরঃ (সংবৎসরসংজ্ঞকঃ কাল-
স্বরূপঃ) প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলাঃ—অবয়বঃ যন্ত, সঃ তথোক্তঃ) ;
রাত্রয়ঃ (অহোরাত্রঘটিকাঃ প্রতিপদাখ্যাঃ তিথয়ঃ) এব তন্ত্ৰ পঞ্চদশ কলাঃ, ধ্রুবা
(নিত্যা—অমানায়ী মহাকলা) এব অস্ত্র ষোড়শী (ষোড়শানাং পূরণী) কলা
(অবয়বঃ) । সঃ (প্রজাপতিঃ) রাত্রিভিঃ (প্রতিপদাদিভিঃ তিথিভিঃ) এব চ
আপুৰ্ণ্যতে (পূর্ণো ভবতি) চ [শুক্লপক্ষে], অপক্ষীয়তে চ (ক্ষীণশ্চ ভবতি) [কৃষ্ণ-
পক্ষে] ; সঃ (প্রজাপতিঃ) অমাবাস্ত্যাং (তৎসংজ্ঞকাম্) রাত্রিং (তিথিং) [প্রাপ্য]
এতয়া (প্রাপ্তুয়া) ষোড়শা (অমানায়ী) কলয়া ইদং (জাগতিকং) সৰ্বং
প্রাণভূতং (প্রাণিজাতং) অমুপ্রবিশ্ত (সৰ্বেষু প্রাণিষু প্রবিশ্ত) ততঃ (অনন্তরং)
প্রাতঃ (পরদিবসে প্রাতঃকালে) জায়তে (প্রতিপৎ-কলাসংযুক্তঃ প্রাদুর্ভবতি) ।
তয়াং (অমাবাস্ত্যায়াং প্রাণিষু প্রজাপতেঃ প্রবেশাৎ হেতোঃ) এতাং (অমাবাস্ত্যাং)
রাত্রিং [প্রাপ্য] এতস্তা দেবতায়্য এব অপচিঠৈ (পূজ্যৈ—সম্মাননার্থং),
প্রাণভূতঃ (প্রাণিনঃ), [কিং বহুনা], কৃকলাসম্ভৈতস্তা এব প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যং (ন
বিবোধয়েৎ) ; [কৃকলাসো হি দৃষ্টমাত্রোহপি অমঙ্গল্যঃ, সোহপি যত্র ন হস্তব্যঃ,
কিমু বক্তব্যং তত্র অগ্রে ইতি ভাবঃ] ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদঃ।—সেই অন্নত্ৰয়ের আত্মস্বরূপ সংবৎসররূপী
(কালাত্মক) প্রজাপতি ষোড়শ কলাসংযুক্ত ; রাত্রি অর্থাৎ প্রতিপদাদি
পঞ্চদশ তিথিই তাহার পঞ্চদশ কলা (অবয়ব), এবং ধ্রুবা (নিত্যা অমা)
তাহার ষোড়শসংখ্যক কলা ; তিনি এই সমস্ত রাত্রি দ্বারাই [শুক্লপক্ষে]
পূর্ণ হন, আবার [কৃষ্ণপক্ষে] ক্ষীণ হন ; তিনি অমাবাস্ত্যারাত্রিতে সমস্ত
প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে অর্থাৎ প্রতিপৎ
তিথিতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হন ; সেই হেতু সেই রাত্রিতে ঐ দেবতারই
পূজার জন্ত অর্থাৎ সম্মানার্থ কোন প্রাণীর প্রাণবিয়োজন (হিংসা)
করিবে না, এমন কি, কৃকলাসেরও (কঁকলাসেরও) নহে ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাস্যম্।—স এব সংবৎসরঃ—যোহয়ং ত্রায়ায়া প্রজাপতিঃ
প্রকৃতঃ, স এব সংবৎসরায়না বিশেষতো নির্দিষ্টতে । ষোড়শকলঃ—ষোড়শ কলা
অবয়বা অস্ত্র, সোহয়ং ষোড়শকলঃ, সংবৎসরঃ সংবৎসরায়া কালরূপঃ । তন্ত্ৰ চ

কালান্বনঃ প্রজাপতেঃ রাত্রয় এব অহোরাত্রাণি—তিথয় ইত্যর্থঃ, পঞ্চদশ কলাঃ ;
 ঋষা এব নৈত্যেব ব্যবস্থিতা অশ্ব প্রজাপতেঃ ষোড়শী ষোড়শানাং পূরণী কলা । স
 রাত্রিভিরেব তিথিভিঃ কলোক্তাভিঃ আপূৰ্ণ্যতে চ অপক্ষীয়তে চ ; প্রতিপদাশ্চ-
 ভির্হি চন্দ্রমাঃ প্রজাপতিঃ স্তুরূপক্ষে আপূৰ্ণ্যতে কলাভিরপটীয়মানাভির্করীকৃতৈ—
 যাবৎ সম্পূৰ্ণমণ্ডলঃ পৌৰ্ণমীস্থাম্ ; তাভিরেবাপটীয়মানাভিঃ কলাভিরপক্ষীয়তে
 কৃষ্ণপক্ষে যাবদ্বৈক্যং কলা ব্যবস্থিতা অমাবাস্থ্যাম্ । সঃ প্রজাপতিঃ কালান্বা
 অমাবাস্থ্যামমাবাস্থ্যায়ং রাত্রিং রাত্রৌ য়া ব্যবস্থিতা ঋষা কলোক্তা, এতন্না ষোড়শা
 কলয়া সৰ্বসমিধং প্রাণভূৎ প্রাণিছাতমমুপ্রবিশ্ব—যদপঃ পিবতি, যচ্চৌষধীমস্মাতি,
 তং সৰ্বমেবৌষধ্যান্বনা সৰ্বং ব্যাপ্য—অমাবাস্থ্যং রাত্রিমবহায় ততোহপরেজাঃ
 প্রাতর্জায়তে দ্বিতীয়য়া কলয়া সংযুক্তঃ । ১

এবং পাণ্ডুক্তান্ত্রকোহসৌ প্রজাপতিঃ—দিবাদিত্যৌ মনঃ পিতা, পৃথিব্যায়ৌ
 বাগ্‌ছায়া মাতা, তয়োশ্চ প্রাণঃ প্রজা, চান্দ্রমশ্চুত্তিথয়ঃ কলাঃ বিত্তম্—উপচ্যাপ-
 চমধর্ষিত্বা দ্বিত্বৎ, তাসাং চ কালানাং কালাবয়বানাং জগৎপরিণামহেতুত্বম্ কর্ম ;
 এবমেব কৃত্বঃ প্রজাপতিঃ—ছায়া মে স্তাদধ প্রজায়েষ, অথ বিত্তং মে স্তাদধ কর্ম
 কুর্য্যৈ—ইত্যেবগামরূপ এব পাণ্ডুক্তম্ কর্মণঃ ফলভূতঃ সংবৃত্তঃ ; কারণানুবিধায়ি
 হি কার্য্যমিতি লোকেহপি হিতিঃ । ২

যস্মাদেব চন্দ্র এতাং রাত্রিং সৰ্বপ্রাণিছাতমমুপ্রবিশৌ ঋষয়া কলয়া বর্ততে,
 তস্মাক্কেতোঃ এতামমাবাস্থ্যং রাত্রিং প্রাণভূতঃ প্রাণিনঃ প্রাণম্ ন বিচ্ছিন্যাত
 প্রাণিনং ন প্রমাপয়েদিত্যেতৎ—অপি কুকলাসশ্চ—কুকলাসৌ হি পাপান্বা
 শ্বভাবেনৈব হিংস্রতে প্রাণিভির্দৃষ্টৌহপ্যমঙ্গল ইতি কৃত্বা । নমু প্রতিষিদ্ধেব প্রাণি-
 হিংসা “অহিংসন্ সৰ্বভূতাশ্চত্ব তীর্থেভ্যঃ” ইতি ; বাঢ়ম্ প্রতিষিদ্ধা, তথাপি ন
 অমাবাস্থ্যায় অশ্বত্ৰ প্রতিপ্রসবার্থং বচনং হিংসার্যাঃ কুকলাসবিষয়ে বা, কিং তর্হি,
 এতস্মাঃ সোমদেবতায়্য অপচিঠ্যৈ পূজার্থম্ ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

টীকা।—অন্নত্রে কলবন্ধানবিষয়ে ব্যাখ্যাতে বক্তব্যাতাবাং কিমুত্তরগ্রহেনেত্যান্যত্র বৃত্তং
 কীর্তয়তি—পিত্তেতি । তেষাং তৎকলবে প্রমাণাতাবমানায় শব্দতে—তত্রৈতি । প্রকৃতং
 ব্যাখ্যানং সপ্তমার্থঃ । কার্যালিঙ্গকমহুমানঃ প্রমাণয়ন্তুরমাহ—উচ্যত ইতি । অমুমানমেব
 স্টুটিভূতসম্বেদ পাণ্ডুক্তব্যবগতিঃ দর্শয়তি—বদ্যাদিতি । তস্মাৎ কারণমপি তাদৃশমিতি শেঃ ।
 কথং পুনস্তত্র পাণ্ডুক্তব্যবগতিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিস্তেতি । আত্মা জাতি প্রজ্ঞেতি ত্রয়ঃ সংগ্রহীতুমপি শব্দঃ ।
 উক্তং হেতুঃ ব্যক্তীকূর্লস্তং স্মারয়তি—তত্রৈতি । অন্নত্রয়ঃ সপ্তমার্থঃ । তথাপি কথং পাণ্ডুক্ত-
 মিত্যাশঙ্ক্যানস্তরগ্রহমবতারয়তি—তত্র বিস্তেতি । সপ্তমী পূর্ববৎ । অবতারিতঃ গ্রহঃ ব্যাচটে—
 বোহম্বমিত্যাदिना । কথং প্রজাপতেতিতিভিরাপূৰ্ণ্যমাণবমপক্ষীয়মাণতঃ চ, তত্রাহ—প্রতি-

পদাভ্যতিরিত্তি । বৃক্ষকর্ষাদ্যং দর্শয়তি—বাবদিত । অপকরন্ত মর্যাদামাহ—বাবদ্-
ধবেতি । ১

অবশিষ্টামবাস্তায়াং নিবিশ্টিং কলাং অপকরন্ত দ্বিতীয়কলোৎপত্তিং গুরুপ্রতিপাদি দর্শয়তি—
স প্রজাপতিরিত্তি । আদিজাতমেব বিশিনষ্টি—বদপ ইতি । স্বাবরং জন্মং চেত্যর্থঃ । ওষধ্যাঙ্গ-
নেতুপলক্ষণং, জলচ্ছনেতাপি দ্রষ্টব্যম্ । কলভূতে প্রজাপত্যো পাণ্ডিত্যং বক্তৃমূপক্ৰান্তং, তদত্মাপি
নোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি । তদেব পাণ্ডিত্যং ব্যনক্তি—দিবেতি । কলানাং বিস্তবধিত্তে
হেতুমাহ—উপচরেতি । পাণ্ডিত্যনির্দেশেন লক্ষ্যমর্থমাহ—এবমেব ইতি । নম্প্রতি কৃত্বন্ত প্রজা-
পতেরূপক্রমামুসারিত্বং দর্শয়তি—জায়েতি । ভবতু প্রজাপতেরুক্তরীত্যা পাণ্ডিত্যং, তথাপি কথং
পাণ্ডিত্যকর্মফলত্বং, তত্রাহ—কারণেতি । ২

পাণ্ডিত্যকর্মফলত্বং প্রজাপতেরুক্ত্য প্রাসঙ্গিকমর্থমাহ—বস্মাদিতি । অপি কুকলাসন্তেতি
কুতো বিশেষোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কুকলাসো হীতি । কুতন্ত পাপাত্মত্বং, তত্রাহ—দৃষ্টোহপীতি ।
বিশেষনিষেধস্ত শেবামুক্তাপরত্বাদিরোধঃ সামান্ত্যশাঙ্গেন ত্রাদিত্তি শব্দতে—নয়িত্তি । তীর্থশব্দঃ
শাস্ত্রবিহিতপ্রদেশবিষয়ঃ । সাধারণেন সর্বত্র নিষিদ্ধাপি হিংসা বিশেষতোহমাবাস্তায়াং
নিষিধ্যমানা দোষদেবতাপূজার্থী, ততঃ শেবামুক্তাতাবান সামান্ত্যোক্তিবিরোধোহস্তুতি পরি-
হরতি—বাচয়িত্তি । ৬৮ । ১৪ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—‘সঃ এষঃ সংবৎসরঃ’ ইত্যাদি । এই যে ত্রিবিধ অন্নাত্মক
প্রজাপতি বর্ণিত হইলেন, তিনিই বিশেষভাবে সংবৎসররূপেও নির্দিষ্ট
হইতেছেন । ‘ষোড়শকল’ অর্থ—যাহার ষোলটি কলা—অবয়ব আছে, তিনি
ষোড়শকল, সংবৎসর—সংবৎসরাত্মক—কালস্বরূপ । সেই কালস্বরূপ প্রজাপতির
রাত্রিসমূহ—দিবারাত্র অর্থাৎ পঞ্চদশ তিথিই পঞ্চদশ কলা ; আর ধ্রুবা—নিত্যা—
সর্বদা স্থিররূপা [অমানান্তী মহাকলা] এই প্রজাপতির ষোড়শ—ষোড়শসংখ্যার
পূরক কলা । চন্দ্ররূপী সেই প্রজাপতি রাত্রিসমূহ দ্বারা—কলারূপে উক্ত তিথি-
সমূহ দ্বারাই সম্যক পূর্ণ হন, আর অপক্ষীগও—ক্ষয়প্রাপ্তও হন ; চন্দ্ররূপী প্রজাপতি
গুরুপক্ষে পূর্ণিমাতে বাবৎ পরিপূর্ণমণ্ডল না হন, তাবৎ বর্তমান কলা—প্রতিপদাদি
তিথি দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকেন, আবার যে পর্যন্ত অমাবস্তাতিথিতে সেই নিত্যা
কলাতে (অমাতে) পর্য্যবসিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত ক্ষীরমাণ কলাসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ-
পক্ষে ক্ষয় পাইতে থাকেন (১) । অমাবস্তা রাত্রিতে যে ধ্রুবা কলা বর্তমান থাকে

(১) তাৎপৰ্য্য—স্কন্দপুরাণে ষোড়শ কলার কথা এইরূপ লিখিত আছে—“অমা ষোড়শ-
ভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা । সংস্থিতা পরমা দ্বারা দেহিনাং দেহধারিণী । অমাদির্গো-
মাস্তস্তা বা এব শশিনঃ কলাঃ । তিথয়ন্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে ।” ইতি ।

মর্থার্থ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শভাগের অন্তর্গত একটীভাগের নাম ‘অমা’, অমাকে
‘মহাকলা’ বলে, ইহা নিত্য এবং সর্বকলাতে অমৃত্যুতা ও সকলের আশ্রয়ভূতা, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি

বলা হইয়াছে, কালাত্মা প্রজাপতি সেই বোড়শসংখ্যক কলার সাহায্যে এই সমস্ত প্রাণিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—বাহারা জল পান করে, এবং ওষধি—তৃণ-লতাাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, ওষধিরূপে সে সমুদ্রের মধ্যে পরিবাণ্ড হইয়া অমাবস্তা রাত্রিতে বাস করিয়া—তাহার পর পরদিনে অপর কলার সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাতঃকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন । ১

প্রজাপতি বক্ষ্যমাণরূপে পাণ্ডুরূপ—পঞ্চাত্মক ; ছালোক, আদিত্য ও মন হইতেছে পিতা, পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু তাহার জ্ঞানাত্মনীয় মাতা ; তদুভয়ের মধ্য-বর্তী প্রাণ প্রজাস্বরূপ ; চন্দ্রকলা তিথিসমূহ হইতেছে—বিস্ত ; কেন না, বিস্তের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তেমনি চন্দ্রকলারও হ্রাসবৃদ্ধি আছে ; এবং মহাকালের অংশভূত সেই কলাসমূহই জগতের বিচিত্র পরিণাম ঘটাইতেছে ; তজ্জন্ত তাহারাও কর্মস্বরূপ ; এইরূপে অর্থাৎ উক্তপ্রকার পিতা, মাতা (জ্ঞান), পুত্র, বিস্ত ও কর্ম, সম্বন্ধ বশতঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত উক্ত প্রজাপতি—‘আমার জ্ঞান হউক, আমি অগ্নিব ; আমার বিস্ত হউক, আমি কর্ম করিব,’ ইত্যাকার কামনামুযায়ী পাণ্ডুর কর্মের ফলস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ; কেন না, জগতে কারণামুরূপ কার্য্যসৃষ্টিই স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধি । ২

যেহেতু, উক্ত প্রজাপতি এই অমাবস্তা-রাত্রিতে চন্দ্ররূপে সমস্ত প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐশা (অমা) কলার সহিত অবস্থান করেন, সেই হেতু এই অমাবস্তা-রাত্রিতে কোন প্রাণীরই প্রাণবিচ্ছেদ করিবে না,—প্রাণিহিংসা করিবে না ; এমন কি, কুকলাসেরও (কাকলাসেরও) না । কুকলাস স্বভাবতই পাপাত্মা, দর্শন করিলেও অমঙ্গল জন্মায় ; এইজন্য সহজেই তাহাকে হিংসা করিয়া থাকে, [কিন্তু অমাবস্তারাত্রিতে তাহাকেও হিংসা করিবে না] । ভাল কথা, ‘তীর্থ ভিন্ন-স্থলে কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না’ ইত্যাদি ঋতিতে যখন সাধারণভাবে

নাই, চিরদিন একইরূপে থাকে । এই ‘অমা’ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে, চন্দ্রের কলাসমূহ, তাহারাই তিথি নামে বিখ্যাত ; তাহার পরিমাণ বোড়শ, ইহার কমও নহে, বেশীও নহে । ষাটশ বা ত্রয়োদশমাসাত্মক কালের নাম সংবৎসর ; প্রজাপতিকে সংবৎসর বলাতে উহাকেও কালধরূপই বলা হইল, তিথিও কালেরই অংশবিশেষ ; কাজেই উক্ত বোড়শ তিথি কালরূপী প্রজাপতির অবস্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে । প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্তা পর্য্যন্ত যে পঞ্চদশ তিথি (কলা), কৃকপক্ষে সে সমুদ্রের কম হয়, আবার গুরুপক্ষে বৃদ্ধি হয়, ‘অমা’ কলাটি কিন্তু ঠিকই থাকে ; উহাকে আশ্রয় করিয়াই অপর পঞ্চদশ কলা বর্তমান থাকে এইজন্য উহাকে জগদাধাররূপাও বলা হইয়া থাকে ।

প্রাণিমাত্রেরই হিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে ; [তখন এখানে আবার বিশেষ করিয়া নিষেধ করিবার প্রয়োজন কি ?] হাঁ, হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ বটে, তথাপি যে এখানে হিংসার নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—অমাবস্তার অল্পত্ব হিংসার প্রতিপ্রশংসার (অমুমতির) জন্ত নহে, অথবা কুকলাসের হিংসাবিধানের জন্তও নহে ; তবে কি^১ না, এই সোমদেবতার (চন্দ্ররূপী প্রজাপতির) অপচিতির—পূজার জন্ত মাত্র, অর্থাৎ সোমদেবতার প্রতি আদর বা সম্মান প্রদর্শনার্থই এই নিষেধের অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥ ১৪ ॥

যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোহয়মেব সং,
যোহয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্মৈ বিত্তমেব পঞ্চদশ কলা আত্নেবাস্ত
ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্য্যতেহপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্মভ্যম্
যদয়মাত্মা প্রধিবিত্তং তস্মাদ্ যত্বপি সৰ্ব্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা
চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহঃ ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—যঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) সঃ (পুরুষোক্তঃ) সংবৎসরঃ ষোড়শকলঃ
প্রজাপতিঃ, অয়ং এব সঃ ; [কোহসৌ ?] যঃ অয়ং (প্রত্যক্ষগম্যঃ) এবংবিৎ
(ব্রাহ্মাস্ত্রবিৎ) পুরুষঃ ; বিত্তং (সম্পত্তিঃ) এব তস্মৈ (পুরুষস্মৈ) পঞ্চদশ কলাঃ,
আত্মা এব (স্বয়মেব) অস্ত (পুরুষস্মৈ) ষোড়শী কলা (অংশঃ) ; [যতঃ] সঃ
(পুরুষঃ) বিত্তেন এব আপূর্য্যতে (পুষ্টিং লভতে) চ, অপক্ষীয়তে চ । যঃ অয়ং
আত্মা (দেহপিণ্ডঃ), তৎ (সঃ) এতৎ নভ্যং (রথচক্রস্থানীয়ং—সৰ্ব্বপ্রধানম্),
বিত্তং (সম্পৎ) প্রধিঃ (নেমিস্থানীয়ং) ; তস্মাদ্ (হেতোঃ) যত্বপি (সন্তাবনায়াং)
[সঃ] সৰ্ব্বজ্যানিং জীয়তে (সৰ্ব্বস্বাপহরণেন হীয়তে), চেৎ (যদি) আত্মনা
(দেহপিণ্ডেন) জীবতি, [তদা অয়ং] প্রধিনা অগাৎ (বাহেন বিত্তেন ক্ষীণো
ভূতঃ) ইত্যেব আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ] । [রথচক্র-স্থানীয়ঃ আত্মা চেৎ
জীবতি, তদা প্রধিস্থানীয়-বিত্তাদিগমেহপি পুনন্তেন সংযুক্ত্য এবতি
ভাবঃ] ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদঃ।—সেই যে ষোড়শ কলাযুক্ত সংবৎসরাত্মক
প্রজাপতি, তিনিই সেই প্রজাপতি—এই যিনি এবংবিধ-জ্ঞানসম্পন্ন
অর্থাৎ অন্নগ্রাভিজ্ঞ পুরুষ ; বিত্ত তাহার পঞ্চদশ কলা, এবং আত্মা
অর্থাৎ দেহপিণ্ড তাহার ষোড়শ কলা ; সেই পুরুষ এই বিত্ত দ্বারাই

পুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন, আবার ক্ষীণও হইয়া থাকেন; তাহার এই যে, দেহপিণ্ড, ইহা হইতেছে—নভ্য অর্থাৎ রথের চক্রস্থানীয় (প্রধান), আর বিস্ত হইতেছে—প্রধি—রথচক্রের প্রান্তভাগস্থানীয়; এই জ্ঞা পুরুষ কখনও যদি সর্বস্বাপহরণে ক্ষীণও হয়, অথচ আপনি জীবিত থাকে, [তাহা হইলে,] লোকে বলিয়া থাকে—রথচক্রস্থানীয় ইনি বিস্তহীন হইয়াছেন মাত্র । অভিপ্রায় এই যে, যেমি নষ্ট হইয়াও চক্রটি রক্ষা পাইলে যেমন পুনঃ সমাধান করা যায়, তেমনি বিস্ত নষ্ট হইলেও যদি দেহপিণ্ড রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহার পুনঃ পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ ।—যো বৈ সঃ পরোক্ষাভিহিতঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলঃ, স নৈবাত্যন্তং পরোক্ষো মন্তব্যঃ, যন্মাদয়মেব সঃ প্রত্যক্ষ উপলভ্যতে । কোহসাবয়ম্ ? যঃ যথোক্তং ত্রাশ্রয়কং প্রজাপতিমাত্মভূতং বেত্তি, স এবংবিৎ পুরুষঃ; কেন সামান্তেন প্রজাপতিরিতি, তদ্যতে—তস্মৈবংবিদঃ পুরুষস্ত গবাবিবিস্তমেব পঞ্চদশ কলাঃ, উপচয়াপচয়ধর্মিত্বাৎ—তদ্বিস্তসাধ্যাক্ষ কর্ম; তস্ত কৃত্ত্বর্ত্যৈ—আত্মৈব পিণ্ড এব অস্ত বিদ্বঃ ষোড়শী কলা ধ্রুবস্থানীয়া; স চন্দ্রবদ্বিস্তেনৈব আপূর্যতে চ অপক্ষীয়তে চ, তদেতন্মোকে প্রসিদ্ধম্ ।

তদেতৎ নভ্যং—নাটো হিতং নভ্যম্, নাভিঃ বা অর্হতীতি । কিং তৎ ? যদয়ং বোহয়ম্ আত্মা পিণ্ডঃ; প্রধিঃ বিস্তং পরিবারস্থানীয়ং বাহুং—চক্রস্থেবারনেম্যাদি । তন্মাদ্ যত্বেপি সর্বজ্যানিং সর্বস্বাপহরণং জীয়েতে হীয়েতে মানিং প্রাপ্নোতি, আত্মনা চক্রনাভিস্থানীয়েন চেদ্ যদি জীবতি; প্রধিনা বাহেন পরিবারেণায়ম্ অগাৎ ক্ষীণেহম্—যথা চক্রম্ অরনেমিবিমুক্তম্,—এবমাহঃ; জীবন্ চেদরনেমিস্থানীয়েন বিস্তেন পুনরুপচীয়েত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

টীকা ।—ৎপূর্বমাখিদিবিকত্রায়াক্ষকপ্রজাপত্যাশ্রয়সনুভূতং, তদহমস্মি প্রজাপতিরিত্যং-গ্রহণ কর্তব্যমিত্যাহ—যো বা ইতি । প্রত্যক্ষমুপলভ্যমানং প্রজাপতিং প্রমত্ত্বা একটরতি—কোহসাবিতি । তস্ত প্রজাপতিত্বমসিদ্ধমিত্যাপেক্ষা পরিহরতি—কেনেত্যাদিনা । কলানাং জগদপিপরিণামহেতুত্বং কর্তৃত্বত্বং, বিস্তেহপি কর্ত্ত্বহেতুত্বম্ভি, তেন তত্র কলাশব্দপ্রবৃত্তিক্রিান্তে-ত্যাং—বিস্তেতি । যথা চন্দ্রমাঃ কলাভিঃ শুক্লকৃষ্ণকোরাপূর্যতেহপক্ষীয়তে চ, তথা স বিদ্বান্ বিস্তেনৈবোপচীয়েনানাপূর্যতেহপচীয়েনানৈব চাপক্ষীয়তে । এতচ্চ লোকপ্রসিদ্ধস্য প্রতিপাদনসাপেক্ষমিত্যাহ—স চন্দ্রবদ্বিস্তি ।

আত্মৈব ধ্রুবা কলেত্বত্বং, তদেব রথচক্রদৃষ্টোন্তেন স্টষ্টরতি—তদেতদিতি । নাভিঃকপিণ্ডিকা, তৎস্থানীয়ং বা নভ্যং, তদেব প্রমত্ত্বা কোরতি—কিং তদিতি । শরীরস্ত চক্রপিণ্ডিকাহানীয়-

মহত্ত্বং পরিবারাদর্শনাদিত্যশকাহ—প্রতিরিত্তি । শরীরস্ত রথচক্রপিণ্ডিকাস্থানীয়ে কলিত-
মাহ—তন্মাদিত্তি । পদার্থমুক্তা বা ক্যার্থমাহ—জীবৎশেদিত্তি । ৬২ । ১৫ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃ পূর্বে ষোড়শ-কলাযুক্ত সংবৎসরাশ্রয় যে প্রজা-
পতিকে পরোক্ষভাবে (ইন্দ্রিয়ের অগোচররূপে) নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে
নিতান্তই পরোক্ষ বলিয়া মনে করা উচিত নহে ; যেহেতু, ইনিই সেই প্রজাপতি-
রূপে প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানগোচর হইতেছেন ; এই ‘ইনি’ কে ? যিনি উক্তপ্রকার
অমন্ত্রাশ্রয়ক প্রজাপতিকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন
সেই পুরুষ । কিরূপ ধর্ম-সাম্য নিবন্ধন তাহার প্রজাপতিত্ব, তাহা বলিতে-
ছেন—সেই যে, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ, গবাদি বিত্তই তাহার পঞ্চদশ কলা,
কারণ, চন্দ্রকলার গ্রায় বিত্তেরও হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, এবং বিত্ত দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানও
সম্পন্ন হইয়া থাকে (১) । সেই বিদ্বান্ পুরুষের আত্মা—দেহপিণ্ডই তাহার
পূর্ণতা সম্পাদনের উপযোগী ধ্রুবা নামক ষোড়শ কলাস্থানীয় । চন্দ্রের গ্রায় সেই
বিদ্বান্ পুরুষও বিত্তের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পান, আবার বিত্তের অপচয়ে ক্ষীণ
হন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা ।

ইহাই সেই নভ্য । নভ্য অর্থ—নাভির হিতকর, অথবা নাভির যোগ্য ; সেটি
কি ? যাহা এই দেহপিণ্ড ; চক্রের যেমন অর-নেমি প্রভৃতি (চক্রের শলাকা ও
তাহার প্রান্তবেষ্টনী প্রভৃতি), বিত্তও তেমনি পরিবারবর্গস্থানীয় ; এই কারণেই
যদি কখনও সর্বস্বাপহরণে পুরুষের হানি বা গ্লানিও (দুঃখও) ঘটে, আর রথ-
চক্রের নাভিস্থানীয় দেহপিণ্ড জীবিত থাকে, অর্থাৎ সর্বস্বনাশ হইলেও পুরুষ যদি
স্বশরীরে রক্ষা পায়, তাহা হইলে লোকে বলিয়া থাকে—অর ও নেমিপ্রভৃতি-
বিযুক্ত রথচক্রের গ্রায় ইনিও প্রাধি দ্বারা—বিত্তাদি বাহ পরিজনে ক্ষীণ হইয়াছেন ।
অভিপ্রায় এই যে, যদি পুরুষ জীবিত থাকে, তাহা হইলে চক্রের অর-নেমিস্থানীয়
বিত্ত দ্বারা তাহার পুনর্কার বৃদ্ধি প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় ॥ ৬২ ॥ ১৫ ॥

আভাসভাষ্যম্ ।—এবং পাণ্ডুর্জেন দৈববিত্তবিজ্ঞাসংযুক্তেন কর্ম্মণা
ত্য়ান্নাত্মকঃ প্রজাপতির্ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্, অনন্তরঞ্চ জ্ঞানাদিবিত্তং পরিবারস্থানীয়-,
মিত্যুক্তম্, তত্র পুত্রকর্ম্মাপরবিজ্ঞানাং লোকপ্রাপ্তিসাধনত্বমাত্রং সামান্যেনাবগতম্ ;

(১) ভাঃপর্ধ্য—চন্দ্রকলার ধেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, বিত্তেরও সেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি আছে,
এবং চন্দ্রকলা যেমন জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্য (কর্ম্ম) সাধন করিয়া থাকে, পুরুষ বিত্ত দ্বারাও
তেমনি বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে ; এইরূপ সাদৃশ্যানুসারে বিত্তকে কলাস্থানীয়
বলা হইল ।

ন পুত্রাদীনাম্ লোকপ্রাপ্তিফলং প্রতি বিশেষসম্বন্ধনিয়মঃ । সোহয়ং পুত্রাদীনাম্ সাধনানাম্ সাধ্যবিশেষসম্বন্ধো বক্তব্য ইত্যন্তরকণ্ডিকা প্রণীয়তে—

আশাস-ভাষ্যাম্বাদ।—এই প্রকার দৈব বিত্ত ও বিজ্ঞাসম্বিত পাঙ্ক্ত কৰ্ম দ্বারা পুৰুষ অন্নত্ৰয়ায়ক প্রজাপতি হইতে পারেন, একথা বর্ণিত হইয়াছে । সেখানে সাধারণভাবে জানা গিয়াছে যে, পুত্র, কৰ্ম ও অপরা বিজ্ঞা, ইহারা সকলেই লোক-বিশেষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু পুত্র, কৰ্ম ও অপরাবিজ্ঞার যে, বিভিন্ন প্রকার লোক-ফলসাধনের সহিত কোন প্রকার বাধাবাদি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই ; অতঃপর পুত্রাদিরূপ সাধনের সহিত সাধনীয় বিশেষ ফলের বৈরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন্ সাধন হইতে কিরূপ ফলের সিদ্ধি হয়, এখন তাহা বলিতে হইবে ; তজ্জন্ত পরবর্তী কণ্ডিকা (প্রতি) আরম্ভ হইতেছে—

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি, সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জ্যেয়ো নাচ্যেন কৰ্ম্মণা, কৰ্ম্মণা পিতৃলোকো বিজ্ঞয়া দেবলোকঃ, দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিচ্চাং প্রশংসন্তি ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপর) ত্রয়ঃ (ত্রিবিধাঃ) লোকাঃ (ভোগস্থানানি) বাব (প্রসিদ্ধাঃ),—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ—ইতি । সঃ অয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জ্যেয়ো (জ্যেতুং বঙ্গীকৰ্ত্তুং শকাঃ), অচ্যেন কৰ্ম্মণা ন (জ্যেতুন্ অশকাঃ) ; কৰ্ম্মণা পিতৃলোকঃ [জ্যেয়ো] ; বিজ্ঞয়া (অপন্ন-ব্রহ্মবিষয়য়া উপাসনয়া) দেবলোকঃ [জ্যেয়ো] ; লোকানাং (ত্রয়াণাম্ ভোগস্থানানাং মধ্যে) দেবলোকঃ বৈ (এব) শ্রেষ্ঠঃ (প্রশস্তঃ), তস্মাৎ হেতোঃ বিচ্চাং (দেবলোকসাধিনীং উপাসনাং) প্রশংসন্তি (স্তবন্তি) [সন্তঃ ইতি শেষঃ] ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

মুণ্ডাম্বাদঃ।—অতঃপর প্রসিদ্ধ ত্রিবিধ লোক অর্থাৎ ভোগস্থান বর্ণিত হইতেছে—লোক ত্রিবিধ—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক । তন্মধ্যে একমাত্র পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু অন্য দ্বারা—কৰ্ম দ্বারা নহে ; কৰ্মদ্বারা একমাত্র পিতৃলোকই জয় করিতে পারা যায়, এবং একমাত্র বিজ্ঞা দ্বারাই দেবলোক জয় করিতে পারা যায় । লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ ; সেই কারণে পণ্ডিতগণ দেবলোকলাভের সাধনভূত বিজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্।—অথেনি বাক্যোপভাসার্থঃ । ত্রয়ঃ—বাবেত্যবধারণার্থঃ—ত্রয় এব শাক্তোক্তসাধনানী লোকাঃ, ন ন্যূনা নাধিকা বা । কে তে ইত্যুচ্যতে—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি । তেবাং সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রৈর্নৈব সাধনেন জ্ঞ্যঃ জ্ঞেতব্যঃ সাধ্যঃ ; যথা চ পুত্রৈণ জ্ঞেতব্যঃ, তথোত্তরত্র বক্ষ্যামঃ, নান্তেন ,কৰ্ম্মণা বিত্তয়া বেতি বাক্যশেষঃ । কৰ্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণেন কেবলেন পিতৃলোকো জ্ঞেতব্যঃ, ন পুত্রৈণ, নাপি বিত্তয়া । বিত্তয়া দেবলোকঃ, ন পুত্রৈণ, নাপি কৰ্ম্মণা । দেবলোকো বৈ লোকানাং ত্রয়াণাং শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্ততমঃ ; তস্মাৎ তৎসাধনত্বাদিত্যাং প্রশংসন্তি ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

টীকা।—অন্নত্রয়াগ্নিনি প্রজাপত্যবহংগ্রহোপাসনস্ত সফলস্তোক্তবাক্তব্যাতাবাদুত্তরগ্রহ-বৈরর্থমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিষয়ং বক্তুং বৃত্তমনুবদতি—এবমিতি । সাধনোক্ত্যব বলমুক্তং, তয়োর্মিথো বন্ধবাৎ, প্রাজাপত্যং চ কলং প্রাগেব দর্শিতং, তৎ কিমুত্তরগ্রহেনেত্যশঙ্ক্য সামান্যেন তৎপ্রাজাপত্য-বগীদমন্তেতি বিশেষো নোক্তন্তুত্বজার্থমুত্তরা ঋতিরিত্যাহ—তত্রৈতি । পূর্বগ্রহঃ সপ্তমার্থঃ । নিরমোনাবগত ইতি সম্বন্ধঃ । উপভাসঃ প্রারম্ভঃ । বাবশক্ত্যবধারণপমর্থং বিবৃণোতি—ত্রয় এবতি । তদেব লোকত্রয়ঃ গ্রহদ্বারা ক্ষোরয়তি—কে ত ইত্যাদিনা । জয়ো নাম পুত্রৈণ মনুষ্যলোকস্তাতিক্রম ইতি কেচিৎ, তান্ প্রভ্যাহ—সাধ্য ইতি । পুত্রৈণাত সাধ্যত্বমসিদ্ধমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—যথা চেতি । দ্বিবিধো হি মনুষ্যলোকজয়ঃ—কর্তব্যশেষামুষ্ঠানং ভোগশ্চ । তদ্ব্যচ-মশ্রিত্যন্তব্যোগব্যবচ্ছেদমেবকার্যার্থং দর্শয়তি—নান্তেনেতি । দ্বিতীয়ে জ্বযোগব্যবচ্ছেদশুদ্ধার্থে জ্যোতিষমং লোকং জয়তীতি সাধনান্তরেণাপি মনুষ্যলোকজয়ঋতিরিতি ভাবঃ । পূর্ববাক্যাহ-সেবকারমুত্তরবাক্যোরমুত্তরমুপত্য বাক্যদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—কৰ্ম্মণেত্যাদিনা । সাধনদ্বয়ানেক্য-কদম্বারকমুকৰ্ণং বিচার্যাং দর্শয়তি—দেবলোক ইতি ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথ শব্দটি বাক্যারম্ভসূচক । “ত্রয়ঃ বাব” এই বাব শব্দের অর্থ অবধারণ ;—শাক্তোক্ত সাধনলভ্য লোক বা ভোগভূমি নিশ্চয়ই তিনটি, ন্যূনও নয়, অধিকও নয় । সেই লোকত্রয় কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মনুষ্য-লোক, পিতৃলোক ও দেবলোক । ইহাদের মধ্যে এই মনুষ্যলোকটি একমাত্র পুত্ররূপী সাধনের সাহায্যেই জয় করিতে পারা যায়—ভোগায়ত্ত করিতে পারা যায় ; কিন্তু অল্প দ্বারা—কৰ্ম্ম বা বিত্তা দ্বারা জয় করা যায় না ; পুত্রদ্বারা যেরূপে মনুষ্য-লোক জয় করিতে হয়, সেই প্রণালী পরে বলা হইবে । কৰ্ম্ম দ্বারা—উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পিতৃলোক জয় করিতে পারা যায় ; কিন্তু পুত্র বা বিত্তা দ্বারা নহে ; আর কেবল বিত্তা দ্বারা (অপর-ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা দ্বারা) দেবলোক জয় করিতে পারা যায় ; কিন্তু পুত্র বা কৰ্ম্ম দ্বারা নহে । দেবলোকই ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠলোক ; সেই কারণে জ্ঞানিগণ দেবলোকসিদ্ধির উপায়ভূত বিত্তার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

অথাৎ সম্প্রতিৰ্যদা প্রৈশ্যন্নন্যতেহৎ পুত্রমাহ—ত্বং ব্রহ্ম ত্বং
যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি; স পুত্রঃ প্রত্যাশাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোহহং
লোক ইতি । যদৈ কিঞ্চানুক্তং তস্মৈ সৰ্বস্য ব্রহ্মোত্যেকতা,
যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সৰ্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা, যে বৈ কে
চ লোকাস্তেষাং সৰ্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সৰ্ব-
মেতন্মা সৰ্বং সন্নয়মিতোহভুনজদিতি, তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং
লোক্যমাহস্তস্মাদেনমনুশাসতি; স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্য-
থৈতিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি । স যদ্বচনেন কিঞ্চিদ-
ক্ষয়াহকৃতং ভবতি, তস্মাদেনং সৰ্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি;
তস্মাৎ পুত্রো নাম সঃ, পুত্রৈণৈবাস্মিল্লোকে প্রতি-
তিষ্ঠত্যথৈনমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশাস্তি ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ।—[পুত্রস্ত লোকভয়হেতুত্বং কেন রূপেণ, তদাহ—অণেতাদি] ।
অণ (বাক্যারম্ভে), অতঃ (অতঃপরং) সংপ্রতিঃ (সম্প্রদানং—পুত্রে দ্বায়কর্তব্য-
সম্প্রদানং, বক্ষ্যমাণ-কৰ্ম্মনাম চৈতৎ) [উচ্যতে—] [পিতা] যদা (যস্মিন্ কালে)
প্রৈশ্যন্ (মস্মিন্—ইতি) মন্যতে (বিজানতি), অণ (অনন্তরং—তদা) পুত্রম্
[আহুয়] আহ (ত্রবোতি)—ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ, ত্বং লোকঃ ইতি । সঃ (এবমুক্তঃ)
পুত্রঃ প্রত্যাহ (পিতরং প্রতিববতি)—অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং লোকঃ—
ইতি । [এতদেব বিশদীকৃত্যাহ—] যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) অনুক্তং (ময়া
অদীতম্ অনদীতং, চ অবশিষ্টং) তস্মৈ সৰ্বস্য ব্রহ্ম ইতি একতা (ব্রহ্মপদেন একত্বং
বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ); যে কে চ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) যজ্ঞাঃ (মদমুঠেয়াঃ—অচুষ্টিতাঃ
অনমুষ্টিতাশ্চ), তেষাং সৰ্বেষাং যজ্ঞঃ—ইতি একতা (যজ্ঞ-পদেন কৰ্ম্মসামান্য-
বাচিনা একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ) । তথা যে কে চ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) লোকাঃ (মম
জ্ঞেতব্যাঃ সন্তঃ জ্বিতাঃ অজ্বিতাশ্চ), তেষাং সৰ্বেষাং লোকঃ—ইতি একতা,
(লোক-শব্দেন চ লোকসামান্যগ্রহণাৎ একত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ), এতাবস্তং [কালং
যদধ্যায়নং মম কৰ্ত্তব্যমাসীৎ, ইতঃ পরং তৎ সৰ্বং ত্বয়া সম্পাদনীয়ম্; তথা এতাবস্তং
কালং যে যজ্ঞাঃ মম অমুঠেয়া আসন্, তত্র চ কেচিৎ অমুষ্টিতা, অনমুষ্টিতাশ্চ
কেচিৎ, অতঃপরং তে সৰ্ব্বে ত্বয়া অমুঠেয়াঃ; তথা যে লোকাঃ মম জ্ঞেতব্যাঃ সন্তঃ

কেচিং জিতাঃ অজিতাশ্চ কেচিং সন্তি, ইতঃপরং তে সৰ্বে ত্বয়া জেতব্যাঃ । অত্র ব্রহ্মযজ্ঞ-লোকশব্দৈঃ অধ্যয়ন-কৰ্ম্মানুষ্ঠান-লোকভয়-কৰ্ত্তৃতা বিবক্ষিতা] । ইদং সৰ্বং (গৃহিকৰ্ত্তব্যং) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণমেব, যৎ বেদস্ত অধ্যয়নং, যজ্ঞস্ত অনুষ্ঠানং, লোকস্ত চ ভয়ং); এতং সৰ্বং সন্ অয়ং (পুত্রঃ) ইতঃ (অস্ম্যং লোকাৎ) [প্রস্থিতং] মা (মাং) অভ্যুজ্যৎ (পালয়িষ্যতি, ভবিষ্যদৰ্থে লভ্য), ইতি । তস্মাৎ—[যস্মা-
দেবম্,] (তস্মাৎ হেতোঃ) অমুশিষ্টং (পিতুঃ শাসনে স্থিতং) পুত্রং লোকাং
(লোকহিতকরং) আহঃ (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতাঃ]; তস্মাৎ (হেতোঃ) এনং
পুত্রং অনুশাসতি (স্বলোকসাধনায় উপদিশন্তি) [পিতরঃ] । এবংবিৎ (যথোক্ত-
তবজ্ঞঃ) সঃ (উপদেষ্টা পিতা) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্ম্যং লোকাং প্রৈতি
(স্রিয়তে), [তদা] এভিঃ প্রাণৈঃ (বাহুঘনঃপ্রাণৈঃ) সহ পুত্রং আবিশতি
(অধ্যাত্মাব্যং পরিত্যজ্য আদিত্বৈবিকেন রূপেণ ব্যাপ্রোতি); অনেন (আসন্ন-
মৃত্যুনা পিত্রা) যদি কিঞ্চিং (স্বকৰ্ত্তব্যং) অক্ষুয়া (ছিদ্রতঃ প্রমাদতো বা) অকৃতং
(অনমুষ্ঠিতং) ভবতি, [তদা] সঃ পুত্রঃ [স্বয়ং অনুষ্ঠানেন পূরয়িত্বা] তস্মাৎ
(কৰ্ত্তব্যাকরণরূপাং লোকপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধাং) এনং (পিতরং) মুঞ্চতি (মোচয়তি)
যস্মাৎ, তস্মাৎ, (পিতুঃ অসম্পূর্ণকৰ্ম্মপরিপূরণেন ত্রাণকরণাৎ) পুত্রো নাম, (এতদেব
পুত্রনামনির্করচনমিতি ভাবঃ) । সঃ (পিতা) পুত্রং (যথোক্তেন পুত্রং) এব
অস্মিন্ লোকে প্রতিষ্ঠিতি (মৃতোহপি সন্ জীবতীত্যর্থঃ); অথ
(মৃত্যোঃ পরং) এনং (যথোক্তেন প্রকারেণ কৃতসম্প্রতিকং পিতরম্)
এতে অমৃতাঃ (মৃত্যুরহিতাঃ) দৈবাঃ (হিরণ্যগৰ্ভসম্বন্ধীয়াঃ) প্রাণাঃ
(বাগাদয়ঃ) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি), স খন্ মৰ্ত্ত্যধৰ্ম্মাং প্রমুচ্যতে ইতি
ভাবঃ] ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদঃ—অতঃপর ‘সম্প্রতি’ বর্ণিত হইতেছে—[সম্প্রতি
অর্থ সম্প্রদান—পুত্রোহুতে আপনার কৰ্ত্তব্য সম্প্রদানের ভার সমর্পণ] ।
লোক যখন আপনাকে আসন্নমৃত্যু বুঝিতে পারেন, তখন পুত্রকে আহ্বান
করিয়া বলেন—তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ, এবং তুমি লোক ।
[পিতা এইরূপ বলিলে পর] সেই পুত্র প্রতিবচনে বলেন—হাঁ, আমি
ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোক । [ইহার অর্থ এই যে, আমার]
যাহা কিছু অধীত বা অনধীত—অধ্যয়ন করিতে বাকী আছে, তুমিই
সেই সকলের ব্রহ্ম, অর্থাৎ তুমিই তৎস্বরূপ—আমার কৰ্ত্তব্য অধ্যয়ন তুমি

পূর্ণ করিবে ; যে সকল যজ্ঞ [আমার কর্তব্য ছিল], তুমি সে সমুদয়ের যজ্ঞস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি আমার কর্তব্য যজ্ঞ সম্পাদন করিবে ; আর যে কোন লোক (ভোগস্থান) [জয় করা—আয়ত্ত করা আমার উচিত ছিল], তুমি সে সকলের লোকস্বরূপ, অর্থাৎ তুমি সে সমুদয় লোক জয় করিবে ; এ সমস্ত—(গৃহীর কর্তব্য) এই পর্য্যন্তই অর্থাৎ অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও লোকজয়ের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। আমি ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলে পর পুত্র আমার এই কর্তব্যভার বহনপূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিবে ; এই জগ্গই পণ্ডিতগণ অমুশিষ্ট (হুশাসনপ্রাপ্ত) পুত্রকে লোক্য অর্থাৎ পিতার শুভলোকলাভের অমুকূল বলিয়া থাকেন ; এবং এই কারণেই পিতা পুত্রকে [ঐরূপ] উপদেশ দিয়া থাকেন। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময়ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন তিনি এই সমুদয় প্রাণের সহিতই (বাক্, মন ও প্রাণের সহিতই) পুত্রে প্রবেশ করেন। পিতার কোনও কর্তব্য কৰ্ম্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুত্র [নিজে অমুষ্ঠানপূর্ব্বক] সেই কৰ্ম্ম পূরণ করিয়া এই সম্প্রতিকারী পিতাকে সেই কর্তব্যতা-বন্ধন হইতে বিমোচিত করে। এইরূপে পিতার কর্তব্য পূরণ করে বলিয়াই সন্তানের পুত্র নাম প্রসিদ্ধ। সেই পিতা [মৃত হইয়াও] এবংবিধ উপদেশপ্রাপ্ত পুত্ররূপে ইহলোকে বর্তমান থাকেন। মৃত্যুর পর সেই পিতাতে হিরণ্যগর্ভের এই সমুদয় অমর প্রাণ প্রবেশ করে, অর্থাৎ তখন তাহার মর্ত্যভাব চলিয়া যায় ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্।—এবং সাধ্যলোকত্রয়-ফলভেদেন বিনিযুক্তানি পুত্র-কৰ্ম্ম-বিজ্ঞাধ্যানি ত্রীণি সাধনানি ; অস্মা তু পুত্রকৰ্ম্মার্থত্বাৎ ন পৃথক্ সাধনমিতি পৃথক্ নাভিহিতা ; বিস্তং চ কৰ্ম্মসাধনত্বাৎ ন পৃথক্ সাধনম্। বিজ্ঞাকৰ্ম্মণোলোক-জয়হেতুত্বং স্বাস্থ্যপ্রতিলাভেনৈব ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। পুত্রস্ত তু অক্রিয়াক্ষকত্বাৎ কেন প্রকারেণ লোকজয়হেতুত্বমিতি ন জায়তে ; অতন্তত্ত্বকব্যমিতি অথ অনন্তরমারভাতে—

সম্প্রতিঃ সম্প্রদানম্ ; সম্প্রতিরिति বক্ষ্যমাণস্ত কৰ্ম্মণো নামধেয়ম্। পুত্রে হি স্বাস্থ্যব্যাপারসম্প্রদানং করোত্যনেন প্রকারেণ পিতা, তেন সম্প্রতিসংজ্ঞকমিদং

কর্ম । তৎ কস্মিন্ কালে কর্তব্যমিত্যাহ—সঃ পিতা যদা যস্মিন্ কালে প্রৈশ্যন্
মরিশ্যন্ মরিশ্যামীত্যরিষ্টাদিদর্শনেন মন্যতে, অথ তদা পুত্রমাহুয়াহ—ত্বং ব্রহ্ম,
ত্বং যজ্ঞঃ, ত্বং লোক ইতি । স এবমুক্তঃ পুত্রঃ প্রত্যাহ ; স তু পূর্নমেবানু-
শিষ্টো জানাতি—ময়েতৎ কর্তব্যমিতি, তেনাহ—অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং
লোক ইতি, এতদ্রাক্যত্রয়ম্ । ২

এতস্মার্থস্তিরোহিত ইতি মন্যনা শ্রুতির্য্যাখ্যানায় প্রবর্ততে—যদৈ কিঞ্চ যৎ
কিঞ্চ অবশিষ্টম্ অনুক্তমধীতমনধীতঞ্চ, তস্ম সর্বশেষে ব্রহ্মেত্যেতস্মিন্ পদে একতা
একত্বম্ ; যোহধ্যয়নব্যাপারো মম কর্তব্য আসীদেতাবত্ত্বং কালং বেদবিষয়ঃ, স
ইত উক্লং ত্বং ব্রহ্ম ত্বংকর্তৃকোহস্তিত্যর্থঃ । তথা যে বৈ কে চ যজ্ঞা অনুষ্ঠেয়াঃ
সন্তো মন্যনুষ্ঠিতাশ্চ অননুষ্ঠিতাশ্চ, তেবাং সর্বেবাং যজ্ঞ ইত্যেতস্মিন্ পদে একতা
একত্বম্ ; মৎকর্তৃকা যজ্ঞা যে আসন্, তে ইত উক্লং ত্বং যজ্ঞঃ ত্বংকর্তৃকা ভবন্তু
ইত্যর্থঃ । যে বৈ কে চ লোকা মন্যা জ্ঞেতব্যাঃ সন্তো জ্ঞিতা অজ্ঞিতাশ্চ, তেবাং
সর্বেবাং লোক ইত্যেতস্মিন্ পদে একতা ; ইত উক্লং ত্বং লোকঃ ত্বয়া জ্ঞেতব্যাস্তে ।
ইত উক্লং মন্যা অধ্যয়ন-যজ্ঞ-লোকজয়কর্তব্য-ক্রতুশ্চরি সমর্পিতঃ, অহস্ত যুক্তোহস্মি
কর্তব্যতাবন্ধনবিষয়াং ক্রতোঃ । স চ সর্বং তথৈব প্রতিপন্নবান্ পুত্রঃ,
অনুশিষ্টত্বাৎ । ৩

তত্রৈমং পিতুরভিপ্রায়ং মন্যনা আচষ্টে শ্রুতিঃ—এতাবৎ এতৎপরিমাণং বৈ
ইদং সর্বং—যদ্ গৃহিণা কর্তব্যম্, যত্নত বেদা অধ্যেতব্যাঃ, যজ্ঞা যষ্টব্যাঃ, লোকাশ্চ
জ্ঞেতব্যাঃ ; এতন্মা সর্বং সন্নয়ং সর্বং হীমং ভায়ং মদধীনং মতোহপচ্ছিত্ত
আত্মনি নিধায় ইতোহস্মাল্লোকাৎ মা মাম্ অভুনজৎ পালয়িষ্যতি—ইতি নৃড়র্থে
নহ, ছন্দসি কালনিয়মাতাবাৎ । যস্মাদেবং সম্পন্নঃ পুত্রঃ পিতরমস্মাল্লোকাৎ
কর্তব্যতা-বন্ধনতো মোচয়িষ্যতি, তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোকাং লোকহিতং পিতুঃ
আহব্রাহ্মণাঃ । অতএব হেনং পুত্রমমুশাসতি—লোকোহয়ং নঃ শ্রাদ্ধিতি—
পিতরঃ । ৪

স পিতা যদা যস্মিন্ কালে এবংবিৎ পুত্রসমর্পিত-কর্তব্যতাক্রতুঃ অস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স্রিয়তে, অথ তদা এভিরেব প্রকৃতের্বাঘ্ননঃপ্রাণৈঃ পুত্রমাবিশতি পুত্রং
ব্যাগ্নোতি । অধ্যাত্মপরিচ্ছেদহেতুপগমাৎ পিতুর্বাঘ্ননঃপ্রাণাঃ স্নেহাদিদ্বেকেন
রূপেণ পৃথিব্যাগ্ন্যাগ্নানা ভিন্ন-ঘট-প্রদীপপ্রকাশবৎ সর্বমাবিশন্তি ; তৈঃ প্রাণৈঃ
সহ পিতাপি আবিশতি, বাঘ্ননঃপ্রাণাশ্চতাবিধাং পিতুঃ ; অহমস্মানস্তা বাঘ্ননঃপ্রাণা
অধ্যাত্মাদিভেদবিস্তারাঃ—ইত্যেবং ভাবিতো হি পিতা ; তস্মাৎ প্রাণামুত্তিত্বং

পিতুর্ভবতীতি যুক্তযুক্তম্—এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতীতি ; সর্কেবাং হুস-
বাত্মা ভবতি পুত্রস্ত চ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি—যস্ত পিতুরেবমহুশিষ্টঃ পুত্রো ভবতি,
সোহস্মিন্বেব লোকে বর্ততে পুত্ররূপেণ, নৈব মৃতো মন্তব্য ইত্যর্থঃ । তথা চ
ঋতাস্তরে—“সোহস্মায়মিতর আত্মা পুণ্যোভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যঃ প্রতিদীয়তে” ইতি । ৫

অথেদানীং পুত্রনির্কচনমাহ—স পুত্রঃ যদি কদাচিদনন্তে পিত্রা অক্ষয়া
কোণচ্ছিন্নতঃ অন্তরা অকৃতং ভবতি কর্তব্যম্, তস্মাৎ কর্তব্যতারূপাং পিত্রা অকৃত্যং
সৰ্বস্মাল্লোকপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধরূপাং পুত্রো যুক্ততি মোচয়তি, তং সৰ্বং স্বয়মহু-
তিষ্ঠন্ পুররিহা ; তস্মাৎ—পুরণেন ত্রায়তে স পিতরম্ যস্মাৎ, তস্মাৎ পুত্রো নাম ।
ইদং তং পুত্রস্ত পুত্রত্বং—যং পিতুর্শিচ্ছদং পুররিহা ত্রায়তে । স পিতা এবংবিধেন
পুত্রেণ মৃতোহপি সন্ অমৃতঃ অস্মিন্বেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি, এবমসৌ পিতা
পুত্রেণেমং মনুষ্যলোকং জয়তি ; ন তথা বিতাকৰ্ম্মভ্যাং দেবলোক-পিতৃলোকৌ
স্বরূপলাভসত্তামাশ্রয়েণ ; নহি বিতাকৰ্ম্মণী শ্বরূপলাভব্যতিরেকেণ পুত্রবদ্ব্যাপারান্ত-
রাপেক্ষয়া লোকজয়হেতুং প্রতিপদ্যতে । অথ কৃতসম্প্রতিকং পিতরমেনম্ এতে
বাগাদয়ঃ প্রাণা দৈবাব্য হৈরণ্যগৰ্ভা অমৃতান্ অমরণধৰ্ম্মাণ আবিশন্তি ॥ ৭১ ॥ ১৭

টীকা—বৃন্তমহুবদতি—এবমিতি । পুত্রাদিবজ্জান্নাবিত্তয়োরপি একত্বং ফলবিশেষে
বিনিয়োগো বক্তব্যঃ, ইত্যশঙ্ক্যাহ—জ্ঞান্য ইতি । ন পৃথক পুত্রকৰ্ম্মভ্যামিতি শেষঃ । ন পৃথক-
সাধনং কৰ্ম্মণং সকাশাদিতি উষ্টবাম্ । তবদেবং সাধনত্রয়নিয়মন্তথাপি বিতাকৰ্ম্মণী হি
সমনস্তরগ্রেহে কিমিতি পুত্রনিরূপণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিতাকৰ্ম্মণোরিত । যথোক্তে চোক্ত পুত্রস্ত
লোকহেতুবজ্জাপনার্থং সংপ্রতিবাক্যমিত্যাহ—অত ইতি । ১

অথাত ইতি পদদ্বয়ং ব্যাখ্যায় সংপ্রতিপদং ব্যাচষ্টে—সংপ্রতিরিত্তি । কিমিদং সম্প্রদানং
নাম, তদাহ—সংপ্রতিরিত্তি । তদেব কৰ্ম্ম বিশদয়তি—পুত্রে হীতি । অনেন একায়েণেতি
ব্যাক্যমাণপ্রকারোক্তিঃ । অসিষ্টাদিত্যাদিপদেন দ্রুঃস্বপ্নাদিসংগ্রহঃ । প্রত্যাহ ব্যাক্যত্রয়মিতি
সম্বন্ধঃ । পুত্রস্তাহং ব্রহ্মেত্যাদিপ্রতিবচনে হেতুমাহ—স ইতি । ময়া কাৰ্য্যং যদধ্যয়নাদি,
তদেবাবশিষ্টং যদ্য কাৰ্য্যমিতি পুত্রস্ত প্রাগমুশিষ্টতাভাবে প্রতিবচনামুপপত্তিরিত্যর্থঃ । ২

যত্বে কিক্বেত্যাদিবাক্যানাং পুত্রানুমত্ৰণবাক্যরর্থভেদাভাবাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
এতশ্চেতি । যত্বে কিক্বেত্যাদিবাক্যে ব্যাক্যার্থমাহ—যোহধ্যয়নেতি । যং ব্রহ্মেতিবাক্যং যং
যজ্ঞ ইতি ব্যাক্যমপি শক্যং ব্যাখ্যাতুমিত্যাহ—তথেষতি । ব্রাহ্মণার্থং সংগৃহীতি—মৎকৰ্তৃকা
ইতি । যং লোক ইত্যস্ত ব্যাখ্যানং যে বৈ কে চেত্যাদি । তত্র পদার্থানুষ্ঠান্য ব্যাক্যার্থমাহ—
ইত ইতি । কিমিতি যৎকৰ্তৃকমধ্যয়নাদি ময়ি সমর্প্যতে, তত্বেব কিং নানুষ্ঠীয়তে, তদাহ—ইত
উক্তমিতি । কর্তব্যাত্তেব বন্ধনং তদ্বিষয়ঃ কৃতুঃ সৰ্ব্বলভ্যাদিতি যাবৎ । স পুত্র ইত্যাদেতাৎ-
পৰ্য্যমাহ—স চেতি । ৩

তত্রোক্তি যথোক্তানুশাসনোক্তিঃ । এতন্না সৰ্বমিত্যাди প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—সৰ্বং হীতি

অনন্ততনে ভুতৈর্হর্ষে বিহিত্তস্ত লঙো ভবিষ্যদর্শৎ কথমিত্যাশঙ্কাহ—হ্রস্বসীতি । পুত্রামুশানন্ত
কনবৎসমাহ—অশ্বামিত্যাশিনা । ৪

কৃতসংপ্রতিকঃ সন্ পিতা কিং করোতীত্যপেক্ষান্নামাহ—স পিত্তেতি । কোহং প্রবেশঃ ?
ন হি বিশিষ্টস্ত কেবলস্ত বা বিলে সর্পং প্রবেশঃ সম্ভবত্যত আহ—অধ্যাস্তেতি । হেতুর্মিধ্যা-
জ্ঞানাদিঃ । বাগাদিধাবিষ্টেষপি কুতোহর্থাপ্তরস্ত পিতুরাবেশধীরিত্যাশঙ্কাহ—বাগিতি । তদ্বাবিধ-
মেব হোরয়তি—অহমিতি । ভাবনাকলমাহ—তস্মাদিতি । পুত্রবিশেষণাৎ পরিচ্ছিন্নৎ
পিতৃন্তনবহ্মমিত্যাশঙ্কাহ—সর্কেবাং হীতি । মৃতস্ত পিতুরিতো লোকাভ্যাবৃত্তস্ত কথং যথোক্ত-
রূপমিত্যাশঙ্কাহ—এতদ্বৃত্তমিতি । পুত্ররূপেণাত্ম স্থিতিমেব বিভজ্যন্তে—নৈবেত্তি । যুতোহপি
পিতাহ্মশিষ্টপুত্রাশ্বানাত্ম বর্ততে নান্মাদত্যক্তং ব্যাবৃত্তঃ ফলরূপেণ চ পরজ্যেষ্ঠি ভাবঃ । উক্তৈর্হর্ষে
এতরৈরশ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি । বগীপ্রথমাভ্যাং পিতাপুত্রাবুচ্যেতে । ৫

স যদীত্যাদিবাক্যমবতারণ্য ব্যাকরোতি—অধেত্যাশিনা । অকৃতমকৃতাদিতি চ ছেদঃ ।
তস্মাদিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—পূরণেনেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—ইদং তদ্বিতি ।
পুত্রবৈশিষ্ট্যং নিগময়তি—স পিত্তেতি । পুত্রৈগৈতলোকজরমুপসংহরতি—এবমিতি । যথোক্তাৎ
পুত্রাহিত্যকর্মণ্যোবিশেষমাহ—ন তথেনিতি । কথং তর্হি ভাভ্যাং পিতা তৌ জয়তি, তজাহ—
শরপেতি । তদেব শ্রুতয়তি—ন হীতি । অমুশিষ্টপুত্রৈগৈতলোকজয়িনং পিতরমধিকৃত্যাদৈন-
মিত্যাশিনা বাক্যং, তথাকরোতি—অধেত্তি । পুত্রপ্রকরণবিচ্ছেদার্থোহধশব্দঃ ॥ ১১ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যথোক্তপ্রকার সাধনীয় ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তিরূপ ফল-
ভেদানুসারে পুত্র, কর্ম ও অপরা বিত্তা, এই তিন প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে ;
পত্নীও একটি সাধন বটে, কিন্তু পুত্রোৎপাদন ও কর্মসম্পাদনই পত্নীর প্রধান
উদ্দেশ্য ; সুতরাং উহা পৃথক্ স্বতন্ত্রসাধন নহে ; এই কারণেই সাধনরূপে পত্নীর
আর পৃথক্ নির্দেশ করা হয় নাই ; এইরূপ বিত্তও কর্মসম্পাদনেরই উপায়স্বরূপ ;
সুতরাং তাহাও স্বতন্ত্র সাধনরূপে পরিগণিত হয় নাই । তাহার পর বিত্তা (উপা-
সনা) ও কর্ম যে, লোকবিশেষ জন্মে সহায়তা করে, তাহাও আত্মলাভ দ্বারাই
করে, অর্থাৎ বিত্তা ও কর্ম উভয়ই ক্রিয়াত্মক ; সুতরাং তাহারা উৎপন্ন হইবার পর
লোকবিশেষ-প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে ; কিন্তু পুত্র যখন ক্রিয়াত্মক নহে, (সিদ্ধ
বস্ত), তখন সেই পুত্র যে, কি প্রকারে লোকজন্মের হেতু বা সাধন হইতে পারে,
তাহা ত বুঝা যাইতেছে না ; অতএব তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত ; এইজন্ত
পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে—

‘অথ’ অর্থ—অনন্তর—অতঃপর ; সম্প্রতি অর্থ—সম্প্রদান ; ‘সম্প্রতি’ শব্দটি
বক্ষ্যমাণ কর্মের নাম । পিতা নিম্নলিখিত পদ্ধতিক্রমে পুত্রের উপর নিজের অনু-
ষ্ঠেয় কর্মসম্পাদনের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন ; এই কারণে এই কর্মটির নাম
হইয়াছে—‘সম্প্রতি’ । সেই কর্মটি কোন সময়ে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—

সেই পিতা যে সময়ে অরিষ্ঠাদিদর্শনে (১) মনে করেন—‘আমি শীঘ্রই পরলোকে গমন করিব—মরিব’ এইরূপ বুদ্ধিতে পারেন, সে সময় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিতে থাকেন—‘তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই [আমার] লোক । সেই পুত্র এবং প্রকার অভিহিত হইয়া প্রতিবচনে বলেন,—পুত্র পূর্বেই ঐরূপ উপদেশ পাইয়াছিল—জানিয়াছিল যে, আমাকে এইরূপ করিতে হইবে ; তাই সে তখন প্রতিবচনের সময় বলে যে, হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোক ; বুদ্ধিতে হইবে, এই তিনটি পৃথক বাক্য । ২

এই অংশের অর্থ প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট আছে মনে করিয়া শ্রুতি নিজেই তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—আমার যাহা কিছু অনুজ্ঞা, অদীত বা অনদীত অবশিষ্ট আছে, [তুমি] সে সমুদয়েরই ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম-পদে একতা অর্থাৎ একত্ব বা অভিন্নত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে ; অভিপ্রায় এই যে, এককাল বেদ সম্বন্ধে আমার বে, অধ্যয়ন কার্য্য কর্তব্য ছিল, ইতঃপর তুমিই সেই ব্রহ্ম,—তোমার কর্তৃত্বে তাহা সম্পন্ন হউক ; সেইরূপ, যে সমস্ত যজ্ঞ আমার অমুষ্ঠের ছিল, তন্মধ্যে যে সমস্ত যজ্ঞ আমি অমুষ্ঠান করিয়াছি বা করি নাই ; সে সমুদয়েরও তুমি যজ্ঞ ; এখানেও একত্ব বিবক্ষিত । অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্বে যে সমস্ত যজ্ঞে আমার কর্তৃত্ব ছিল, ইহার পর তুমি সেই সকল যজ্ঞ, অর্থাৎ সে সমুদয় যজ্ঞ তোমার কর্তৃত্বে সম্পন্ন হউক ; আর যে সমস্ত লোক বা ভোগতুমি আমার জয় করা (আয়ত্ত করা) উচিত ছিল, তন্মধ্যে জিত ও অজিত উভয় প্রকারই আছে, তুমি সে সমুদয় লোক ; এখানেও লোকপদে একত্ব বিবক্ষিত ; ইতঃপর তুমি সেই লোক, অর্থাৎ তোমাকে সেই সমুদয় লোক জয় করিতে হইবে । বুদ্ধিবে যে, ইহার পরে আমার অধ্যয়ন, যজ্ঞামুষ্ঠান ও লোকজয় করার ভার তোমাতে সমর্পিত হইল ; আমি কিন্তু অবশ্য-কর্তব্যাতারূপ যজ্ঞ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলাম । পুত্র পূর্বেই ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল ; কাজেই সে পিতার কথাগুলি যথাযথরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইবে ।

(১) ভাৎপর্ধ্য—অরিষ্ট অর্থ মৃত্যুবশক চিহ্ন ; তাহা অনেক প্রকার ; উদাহরণরূপ দুই একটি মাত্র বলিতেছি—“দীপনির্কোপজং গন্ধং হৃদয়াকামরুদন্তীম্ । ন চিত্তস্তি ন গৃহস্তি ন পশুস্তি পতায়ুঃ ।” আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি দীপনির্কোপ করিলে যে গন্ধ হয়, সে গন্ধ আশ্রয় করে না, হৃদয়ের হিতকথা গ্রহণ করে না, এবং অরুদন্তী নক্ষত্র দর্শন করে না । তাহার পর, ‘প্রকৃত্তে-বিকৃত্তি বা,’ অর্থাৎ অকস্মাৎ পতাবের পরিবর্তন,—চিরকুণ ব্যক্তি হঠাৎ দাতা হওয়া, দাতা ব্যক্তি কুণ হওয়া ইত্যাদি । হঠাৎ আকাশে ননোহর নগর দর্শন, অথবা স্বপ্নেতে ভীষণ মূর্তি দর্শন ইত্যাদিও অরিষ্ট মধ্যে গণ্য ।

শ্রুতি এ বিষয়ে উক্ত পিতার এইরূপ অভিপ্রায় মনে করিয়া বলিতেছেন—
‘এতাবৎ’ এই পরিমাণই এ সমস্ত অর্থাৎ গৃহীর কর্তব্য কর্ম,—বেদ অধ্যয়ন করিতে
হইবে, যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে, এবং লোক-সমূহ জয় করিতে হইবে। এই
পুত্র আমার কর্তব্য সমস্ত ভার আমা হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ আমার কর্তব্যভার
নিজে গ্রহণ করিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থিত আমাকে পালন করিবে। বেদেতে
কালব্যবহারের বাধাবাধি নিয়ম না থাকায় ভবিষ্যদ্বশত অতীতকালবোধক লঙ্ঘ-
বিতক্তির প্রয়োগ (অভুনজৎ) হইয়াছে। যেহেতু, এবংবিধ সংপুত্র (পিতার কর্তব্য-
ভারগ্রহণকারী পুত্র) ইহলোকে পিতাকে কর্তব্যতা-বন্ধন হইতে বিমোচিত
করিবেন; সেই জন্তই ব্রাহ্মণগণ অনুশিষ্ট (উক্তপ্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত) পুত্রকে
পিতার লোক—স্বর্গালোক জয়ের উপযোগী বলিয়া থাকেন; এই উদ্দেশ্যেই—
এই পুত্র আমার লোকলাভের অমুকুল হইবে মনে করিয়াই জনকগণ পুত্রকে
যথোক্তপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। ৪

এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পিতা যে সময় আপনার কর্তব্যভার পুত্রের উপর
সমর্পণ করিয়া এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করেন,—মৃত্যুগ্রস্ত হন, তখন তিনি এই
প্রস্তাবিত বাক্, মনঃ ও প্রাণ দ্বারাই পুত্রেরে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পুত্রেরে
প্রবিষ্ট হন। অভিপ্রায় এই যে, ঘট ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থিত প্রদীপের প্রভা যেমন
আদরণ নষ্ট হওয়ায় চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, তেমনি সেই পিতার বাক্, মনঃ,
প্রাণও তখন অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদ ছিন্ন করার অর্থাৎ দৈহিক সীমায় আবদ্ধ না
থাকায় স্বীয় প্রকৃত রূপে—আধিদৈবিক পৃথিবী ও অগ্নিপ্রভৃতিরূপে সর্ববস্তুর মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; পিতাও বাক্, মনঃ ও প্রাণকে আত্মভাবে ভাবনা করায়
উক্ত বাক্, মনঃ ও প্রাণের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ, পিতা তখন
এইরূপ ভাবনাসম্পন্ন হন যে, আমি হইতেছি অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিবিধভাবে
বিস্তৃতিপ্রাপ্ত অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন বাক্, মনঃ ও প্রাণস্বরূপ; সেই কারণে পিতা
তখন প্রাণের অমুসৃষ্টি বা অমুসরণ করিয়া থাকেন; অতএব ‘এভিরেব প্রাণৈঃ
সহ’ ইত্যাদি বাক্যে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতঃ
পিতা তখন সকলেরই আত্মস্বরূপ হন; সুতরাং পুত্রের সঙ্গেও অভিন্ন হইয়া
পড়েন, অতএব এখানে যে, ‘এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি’ বলা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যে পিতার পুত্র এইরূপ অনুশিষ্ট
বা সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তিনি পুত্ররূপে ইহলোকেই বর্তমান থাকেন, তাঁহাকে
কখনও মৃত বলিয়া মনে করা উচিত নহে। দেখ, অত্র শ্রুতিতেও সেইরূপ

কথাই আছে—‘তাহার (মৃত পিতার) এই পুত্ররূপী অপর আত্মা পুণ্যকর্ম-সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধিরূপে রক্ষিত হয়’ ইতি । ৫

ইহার পর, এখন পুত্র-শব্দের নির্ভ্রাণ—যোগার্থ বলিতেছেন,—এই পিতা কর্তৃক যদি কখনও কোনপ্রকারে কোন কর্তব্যকর্ম অসম্পাদিত থাকে, তাহা হইলে সেই পুত্র নিজ অস্থান দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া সেই পিতার অসম্পাদিত কর্মলাভ স্বর্গাদি-লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকীভূত সেই কর্তব্যতা-বন্ধন হইতে পিতাকে বিমুক্ত করে; সেই হেতু—যেহেতু পুত্র কর্তব্যপরিপূরণ দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ করে, সেই হেতু পুত্র নামে প্রসিদ্ধ; ইহাই পুত্রের পুত্রত্ব অর্থাৎ পুত্রসংজ্ঞার কারণ যে, সে পিতার হিঙ্গ্র অর্থাৎ অপূর্ণতা পূরণ দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ করে। সেই পিতা মৃত হইয়াও এবংবিধ পুত্র দ্বারা ইহলোকেই প্রতিষ্ঠিত (বর্তমান) থাকেন। এই প্রকারে উক্ত পিতা ঈদৃশ পুত্র দ্বারা এই মহত্ব লোক ভ্রম করেন; কিন্তু বিজ্ঞা ও কর্ম দ্বারা এই প্রকারে দেবলোক ও পিতৃলোক ভ্রম করিতে পারেন না; পুত্র যেরূপ নিষেধ অস্তিত্ব লাভের অতিরিক্ত কর্মাহুষ্ঠান দ্বারা লোক-ভ্রম সম্পাদন করে, বিজ্ঞা ও কর্ম কিন্তু সেরূপ কিছু করে না, তাহার কেবল আত্মলাভ করিয়াই লোকভ্রমে সহায়তা করিয়া থাকে। এইরূপে পুত্রের কর্তব্য কর্মের ভার্য্যাকারী পিতাকে দৈব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভসংস্কীর এই অমর প্রাণসমূহ প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেচ দৈবী বাগাবিশতি, সা বৈ দৈবী বাগ্ যয়া যদহদেব বদতি তত্তদ্বদতি ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ ।—[কথ্যাবিশতিতি প্রতিপাদয়িতুমাং—“পৃথিব্যৈ” ইত্যাদি ।]
পৃথিব্যৈ (পৃথিব্যাঃ) চ অগ্নেঃ চ (পৃথিব্যাগ্নোঃ) দৈবী (অধিদেবতারূপা) বাक् [আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদং ত্যক্তা] এনম্ (কৃতসম্প্রতিকং) আবিশতি । সা বৈ বাक् দৈবী (শুদ্ধা—অনৃতাদিদোষরহিতা); যয়া (দৈব্যা বাচা) যৎ যৎ এব বদতি, তত্তৎ ভবতি (সাফল্যং লভতে,—অমোঘা চাস্ত বাগ্ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদঃ ।—কি প্রকারে প্রবেশ করে, তাহা বলিতেছেন—
পৃথিবী ও অগ্নির অধিদেবতা বাक् যথোক্ত সম্প্রতিকারী পুরুষে প্রবেশ করে। তাহাই দৈবী বাक्, যাহা দ্বারা যাহা যাহা বলা হয়, তাহা তাহাই সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ তাহার অমোঘ বাক্শক্তি লাভ হয় ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

শাক্তর-ভাষ্যম্ ।—কথমিতি বক্ষ্যতি—পৃথিব্যৈ চৈনমিত্যাदि । এবং

পুল্কৰ্ম্মাপরবিধানাং মনুষ্যলোকপিতৃলোক দেবলোকসাধ্যার্থতা প্রদর্শিতা শ্রুত্যা স্বরমেব । অত্র কেচিৎ বাবদুকাঃ শ্রুতাক্তবিশেষার্থানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ পুত্রাদিসাধনানাং মোক্ষার্থতাং বদন্তি ; তেবাং মুখাপিধানং শ্রুত্যেদং কৃতম্—“জায়া মে শ্রুত্যা” ইত্যাদি পাঠকৃত্য কাম্য কৰ্ম্মেতু্যপক্রমেণ, পুত্রাদীনাং চ সাধ্যবিশেষবিনিয়োগোপসংহারেণ চ ; তস্মাদ্ ঋগশ্রুতিঃ অগ্নিহোত্রবিষয়া, ন পরমাত্মবিদ্যবিষয়েতি সিদ্ধম্ ; বক্ষ্যতি, চ— “কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহরমাত্মায়ং লোকঃ” ইতি । ১

কেচিত্তু পিতৃলোক-দেবলোকজয়োহপি পিতৃলোক-দেবলোকাভ্যাং ব্যাবৃতিরেব ; তস্মাৎ পুল্কৰ্ম্মাপরবিধাভিঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠিতাভিঃ ত্রিভ্য এতেভ্যো লোকেভ্যো ব্যাবৃত্তঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেন মোক্ষমধিগচ্ছতীতি পরম্পরয়া মোক্ষার্থাত্তেব পুত্রাদি-সাধনানীচ্ছন্তি । তেষামপি মুখাপিধানায় ইয়মেব শ্রুতিরন্তরা কৃতসম্প্রতিকল্প পুঞ্জিণঃ কৰ্ম্মিণঃ ত্র্যম্নাত্মবিজ্ঞাবিদঃ ফলপ্রদর্শনায় প্রবৃত্তা । ২

ন চেদমেব ফলং মোক্ষফলমিতি শক্যং বক্তুং, ত্র্যম্নসম্বন্ধাৎ মেধাতপঃকার্যা-ভাচ্ছান্নানাং পুনঃ পুনর্জন্ময়ত ইতি দর্শনাৎ, “যদৈতন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ” ইতি চ ক্ষয়শ্রবণাৎ, শরীরং জ্যোতীরূপমিতি চ কার্য্য-করণত্বোপপত্তেঃ, “ত্রয়ং বা ইদম্”-ইতি চ নামরূপকৰ্ম্মভেনোপসংহারাৎ । ন চেদমেব সাধনত্রয়ং সংহতং সৎ কল্প-চিন্নোক্ষং কল্পচিং ত্র্যম্নাত্মফলমিত্যস্মাদেব বাক্যাদবগন্তং শক্যম্, পুত্রাদিসাধনানাং ত্র্যম্নাত্মফলদর্শনেনৈবোপক্ষীণত্বাদ্যাক্যম্ । ৩

পৃথিব্যা পৃথিব্যাশ্চ এনমগ্নেচ্চ দৈবী অগ্নিদৈবাত্মিকা বাক্ এনং কৃতসম্প্রতিকল্প আবিশতি ; সর্কেবাং হি বাচ উপাদানভূতা দৈবী বাক্ পৃথিব্যাগ্নিকক্ষণা ; সা হৃদ্যাগ্নিকাসঙ্গাদিদোবৈনিরুদ্ধা ; বিদ্রবন্তদোষাপগমে আবরণভঙ্গ ইবোদকং প্রদীপপ্রকাশবচ্চ ব্যাপ্রোতি । তদেতচ্ছ্রুত্যা—পৃথিব্যা অগ্নেচ্চেনং দৈবী বাগাবি-শতীতি । সা চ দৈবী বাক্ অন্তাদি-দোষরহিতা শুদ্ধা, যয়া বাচা দৈব্যা যৎ যদেব আত্মনে পরম্ বা বদতি, তৎ তত্ত্ববতি—অমোঘা অপ্রতিবন্ধাস্ত বাগ্ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

টীকা ।—আবেশপ্রকারবৃত্তং সারায়ুত্তরবাক্যপ্রবৃতিঃ প্রতিজ্ঞানীভে—কণমিত্যাদিনা । পৃথিব্যা চেত্যাদিবাক্যস্ত ব্যাবর্ত্য পক্ষং বৃত্তাহুবাদপূর্ব্বকমুপাগতি—এবমিতি । অত্রোক্ত বৈদিকান্নির্দ্ধারয়িতুং সপ্তমী । বহুবদনশীলত্বে হেতুঃ শ্রুতাস্তেতি । মোক্ষার্থতামুগাপাকরণ-শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বদন্তীতি শেষঃ । সীমাংসকপক্ষং প্রকৃতশ্রুতিবিরোধেন দুষ্যতি—তেষামিতি । কণমিত্যাপক্ষ্য শ্রুতেরাদিমণ্যাবসানালোচনায় পুত্রাদেঃ সংসারফলদাবগমায় মুক্তিফলতেত্যাহ—জায়েত্যাদিনা । পুত্রাদীনাং চেতি চকারাদেতাবান্ বৈ কাম ইতি মধ্যসংগ্রহঃ । যদুক্ত-মুগাপাকরণশ্রুতিস্মৃতিভ্যাং পুত্রাদেমুক্তিকলতেতি, তত্রাহ—তস্মাদিতি । পুত্রাদেঃ শ্রুতং সংসার-

কলহঃ পরাশ্রয়ঃ তচ্ছবঃ । প্রতিশব্দঃ স্মৃতেকপলক্ষণার্থঃ । প্রতিস্মৃত্যোরবিরক্তবিষয়ত্বে বাক্য-
শেষমমুদুলয়তি—ব্যক্তি চেতি । ১

মীমাংসকপক্ষং নিরাকৃত্য ভর্গুপ্রপঞ্চপক্ষমুপাশ্রয়তি—কেচিন্ধিতি । মনুষ্যালোকজন্ততো
ব্যাবৃষ্টির্ধেতুতাপেরর্থঃ । পুত্রাদিসাধনাধীনতয়া লোকত্রয়ব্যাবৃত্ত্যাবপি কথং মোক্ষঃ সম্পদ্যতে,
ন হি পুত্রাদীন্তেব মুক্তিসাধনানি বিরক্তত্ববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তুস্মাদিতি । পৃথিব্যে
চেত্যাচোত্তরা প্রতিরেব মীমাংসকমতবভর্গুপ্রপঞ্চমতমপি নিরাকরোতীতি দুষয়তি—তেষামিতি ।
কথং সা তদ্ব্যস্তং নিরাকরোতীত্যাশঙ্ক্য প্রতিং বিশিনষ্টি—কৃতেতি । ২

ত্র্যাস্তোপাসিতুস্তদাশ্রিত্বচনবিরুদ্ধং পরমতমিত্যুক্তং, তদাশ্রয়েব মুক্তিাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
ন চেতি । তথাপি কথং যথোক্তং ফলং মোক্ষো ন ভবতি, তত্রাহ—মেধেতি । ত্র্যাস্তোপাসনো
জ্ঞানকর্মজন্তত্বে হেতুমাহ—পুনঃ পুনরিতি । তদাশ্রয়েব মুক্তিত্বে হেতুস্তরমাহ—বন্ধেতি । কার্য-
করণব্যবহৃতেরপি হৃত্তাবো ন মুক্তিরিত্যাহ—শরীরমিতি । অবিচ্ছাদতদ্ব্যবহৃত্ত ত্র্যাস্তকত্বে-
নোপসংহারাত্তদাস্ত্রহৃত্তাবো বক্তান্তর্ভূতো ন মুক্তিরিতি যুক্তান্তরমাহ—ত্র্যহমিতি ।
নববিরক্তজ্ঞাত্ত তদাশ্রিত্বফলমপি কর্মাদিবিষয়ন্ত বিদ্রোহো মুক্তিফলমিতি ব্যবহৃত্তিনেত্যাহ—ন
চেনমিতি । ন হি পৃথিব্যে চেত্যাদিবাক্যন্তৈবন্ত সত্ত্বং প্রত্যন্তানেকার্থত্বম্ । ভিত্ততে হি তথা
বাক্যমিতি ত্র্যাদিত্যর্থঃ । ৩

পৃথিব্যে চেত্যাদিবাক্যবষ্টেনৈব পক্ষবৎ প্রতিক্ষিপ্য তদক্ষরাপি ব্যাচষ্টে—পৃথিব্যা ইতি ।
এনবিত্তাক্তমনুষ্য বাক্যরোতি—এনমিতি । কথং পুনঃ তদাস্ত্রহৃত্তা বাস্তোপাসকমাবিশতি,
তত্রাহ—সর্গেণাং হীতি । তর্হি তত্তোরন্তেদাহবিদ্রোহেপি ব্যাষ্টেব বাগিতি বিদ্রুপি বিশেষো
নাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সা হীতি । দৈব্যাং বাচি দোষবিগমমুক্তরবাক্যেন সাধয়তি—সা চেতি ।
বিষয়চঃ বরুণঃ সংকি পতি অমোঘেতি । ৭২ । ১৮ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—কি প্রকারে, তাহা বলিতেছেন—“পৃথিব্যে চৈনম্” ইত্যাদি ।
এই প্রকারে পুত্র দ্বারা মনুষ্যালোক, কর্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিত্তা দ্বারা দেবলোক
অন্ন করাই পুত্র, কর্ম ও অপরা বিত্তার (ব্রহ্মবিত্তা ভিন্ন বিত্তার) প্রধান ফল,
ইহা স্বয়ং প্রতিই প্রদর্শন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কোন কোন বাবদুক (বাচাল)
প্রতিবাক্যের বিশেষার্থ বৃত্তিতে না পারিয়া পুত্র, কর্ম ও অপরা বিত্তারও
মোক্ষসাধনতা কল্পনা করিয়া থাকেন । প্রতি নিম্নেই উপক্রমে “জান্না মে স্ত্যাম্”
ইত্যাদি কাম্য পাঙ্ক্ত কর্মের উল্লেখ দ্বারা, এবং উপসংহারেও পুত্রাদিকে ফল-
বিশেষসাধনোদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত করিয়া তাহাদের মুখ বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ; অতএব
পুর্নোক্ত ঋণবোধক প্রতি ব্রহ্মবিদ্যারহিত অজ্ঞ লোকের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাত্মবিং জ্ঞানো লোকের সম্বন্ধে নহে, ইহা সিদ্ধ হইল ; এবং পরেও
বলিবে—‘আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের এই পরমাত্মলাভ
সম্পন্ন হইবে না’ ইতি । ১

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ‘পিতৃলোক ও দেবলোক অন্ন করা’ শব্দের অর্থও পিতৃলোক ও দেবলোক হইতে ব্যাবৃত্তি (বিরক্তি বা নিবৃত্তি) ভিন্ন আর কিছুই নহে ; অতএব একসঙ্গে পুত্র, কৰ্ম্ম ও অগ্নি বিষ্ণুর অমুষ্ঠান করিলে এই ত্রিবিধ লোক হইতে লোকের নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, অনন্তর বৈরাগ্যসম্পন্ন সেই পুরুষই ক্রমে পরমাত্ম-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, তদ্বারা মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন ; অতএব পরম্পরাসম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনত্রয়ও মোক্ষলাভেরই উপায়স্বরূপ ইত্যাদি । অন্নত্রয়ে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পূর্বোক্ত সম্প্রতিকারী পুত্রবান্ কর্ম্মার ফলপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত স্বয়ং শ্রুতিই তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার মত উত্তর দিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, পুত্র ও কর্ম্মাদি সাধনগুলি যদি সত্যসত্যই মোক্ষ-সাধন হইত, তাহা হইলে কখনই মোক্ষসাধন পুত্রকে লৌকিক ফলসাধনে বিনিয়ুক্ত করা হইত না । ২

আর যথোক্ত ফলই যে, মোক্ষফল, একথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, এই ফল অন্নত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ, অন্নত্রয়ও আবার মেধা ও তপস্যার কার্য্য বা ফল । শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ অন্নোৎপাদনের কথা আছে, এবং ‘যদি উৎপাদন না করিতেন, তাহা হইলে সে সমস্ত নিশ্চয়ই ক্ষয় হইত’, এই শ্রুতিতে ক্ষয়েরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ‘শরীর জ্যোতিঃস্বরূপ’ এখানে আবার কার্য্য ও সাধনত্বের নির্দেশ রহিয়াছে ; অধিকন্তু উপসংহারে “ত্রয়ং বা ইদং” শ্রুতিতে উক্ত ফলকে নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক বলিয়া বাক্য-সমাপ্তি করা হইয়াছে । আর একই বাক্য হইতে যে, দুই রকম কল্পনা করিবে—উক্ত সাধনত্রয় একত্র অমুষ্ঠিত হইয়া কাহারো পক্ষে মোক্ষ ফল, আবার কাহারো পক্ষে অন্নত্রয়ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাও নহে, একই বাক্য হইতে ঐরূপে দুই রকম অর্থ কল্পনা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না ; কেন না, পুত্রাদি সাধনত্রয়ের অন্নত্রয়াত্মক ফল প্রদর্শনেই সম্পূর্ণ বাক্যটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং একই বাক্যে ঐ প্রকার দুই রকম ফলের কল্পনা করা ত কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না । ৩

পৃথিবী ও অগ্নির দৈবী—অধিদেবতাস্বরূপা বাক্—ইহাতে যিনি যথোক্ত প্রকারে সংপ্রতি সম্পাদন করেন, তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন । পৃথিবী ও অগ্নিরূপা বাক্ হইতেছে সর্বপ্রাণীর বাক্যের উপাদান বা উৎপত্তির কারণ ; কিন্তু দেহাসক্তিদোষে সেই বাক্ নিরুদ্ধভাবে (পরিচ্ছিন্ন হইয়া) থাকে ; জ্ঞানীর সেই আসক্তি-দোষ দূরীভূত হইয়া যায় ; সুতরাং পরিচ্ছিন্ন-জনক আবরণও ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আবরণভঞ্জে জন ও প্রদীপ-প্রকাশের ত্রায় বাক্ ও বিত্ত্বতি লাভ

করিয়া থাকে ; “পৃথিব্যৈ অমেশ্চ” ইত্যাদি বাক্যে সেই অভিপ্ৰায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই দৈবী বাক্যই অসত্যতাদি-দোষশূন্য অতি বিপুল। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে হউক বা পরের অন্তরে হউক, এই দৈবী বাক্য দ্বারা বাহা বাহা বলেন, তাহার তাহাই শিক্ত হয়, অর্থাৎ ইহার বাক্য অমোঘ—অব্যাহত হয় ॥ ৭২ ॥ ১৮ ॥

দিবশ্চৈচনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি, তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ৭৩ ॥ ১৯ ॥

সরসার্থঃ ।—তথা দিবঃ (দ্যলোকঃ) চ আদিত্যাং (সূর্যাং) চ (অপি) দৈবং (স্বভাবনির্মলং) মনঃ এনং (কৃতসম্প্রতিকং জনং) আবিশতি । তৎ বৈ (এব) দৈবং মনঃ, [কিং তৎ ?] যেন (মনসা) [জনঃ] আনন্দো (আনন্দবান্) এব ভবতি, অথো (পুনঃ) ন শোচতি (ন দুঃখমুভবতি, তৎ) ॥ ৭৩ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদঃ ।—সেইরূপ দ্যলোক এবং আদিত্য হইতেও দৈব মন আসিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হয়। তাহাই সেই দৈব মন, যে মন দ্বারা এই ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দী—কেবলই সুখী হয়, কিন্তু কখনও শোক পায় না; [কারণ, তখন কোন প্রকার দুঃখ-কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না] ॥ ৭৩ ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাস্ময় ।—তথা দিবশ্চৈচনম্ আদিত্যাং চ দৈবং মন আবিশতি,—তচ্চ দৈবং মনঃ, স্বভাবনির্মলত্বাৎ; যেন মনসা অসাবানন্দ্যেব ভবতি সূখ্যেব ভবতি; অথো অপি ন শোচতি, শোকাদিনিমিত্তাসংযোগাৎ ॥ ৭৩ ॥ ১৯ ॥

টীকা ।—বাচি দর্শিতত্বাৎ মনস্তদ্বিশতি—তথেতি । যৎ মনঃ স্বভাবনির্মলত্বেন দৈব-মিত্যুক্তং, তদেব বিশিনষ্টি—যেনেতি । অসাবিতি বিষমুক্তিঃ । যেন মনসা বিদ্যায় শোচত্যপি তদ্বৈতত্বাৎ, তদৈবমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৭৩ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই প্রকার, দ্যলোক হইতে ও আদিত্য হইতে দৈব মন তাহাতে প্রবেশ করে, স্বভাব-শুদ্ধ বলিয়া তাহাই দৈব মন,—যে মন দ্বারা এই ব্যক্তি কেবলই আনন্দী—সুখী হইবে; কখনও শোক করেন না; কারণ, তখন তাহার কোন প্রকার শোক-কারণের সহিত সম্বন্ধ থাকে না ॥ ৭৩ ॥ ১৯ ॥

অদ্যশ্চৈচনং চন্দ্রমশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি, স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরত্শ্চাসঞ্চরত্শ্চ ন ব্যথতেহথো ন রিণ্যতি, স এবংবিৎ সর্কেবাং ভূতানামাত্মা ভবতি, যথৈবা দেবতৈবত্ সঃ, যথৈতাং দেবতাং সর্ক্বাণি ভূতান্নবন্ত্যেবত্

হৈবংবিদং সৰ্ব্বাণি ভূতানুবন্তি । যদু কিঞ্চিমাঃ প্রজাঃ
শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ববতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি, ন হ বৈ দেবান্
পাপং গচ্ছতি ॥ ৭৪ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ।—তথা অদ্ব্যঃ চ চন্দ্রমসঃ চ দৈবঃ প্রাণঃ এনং (কৃতসম্প্রসিকং
জনং) আবিষতি ; সঃ বৈ (এব) দৈবঃ (বিশুদ্ধঃ) প্রাণঃ, যঃ (প্রাণঃ) সঞ্চরন্
(ব্যাপারং কুরুন্) চ অসঞ্চরন্ চ (ব্যাপাররহিতঃ চ—সর্কাস্থ অবস্থাস্থ চ) ন ব্যততে
(ন কাতর্যাম্ অমুভবতি), ন রিষ্ণতি (ন বিনষ্ণতি) অথো (অপি) । সঃ এবং-
বিদং (ব্রাহ্মাশ্রদর্শী জনঃ) সর্কেবাং ভূতানাং আত্মা (সর্কাস্থা) ভবতি ; যথা
এবা (পূর্কোক্তা) দেবতা (হিরণ্যগর্ভঃ), এবং সঃ (ব্রাহ্মাশ্রদর্শী) ; সর্কাস্থি
ভূতানি যথা এতাং দেবতাং (হিরণ্যগর্ভং) অবন্তি (যজ্ঞাদিভিঃ পালয়ন্তি
পূজয়ন্তি), এবং (তথা) হ (এব) সর্কাস্থি এবংবিদং (ব্রাহ্মাশ্রদর্শিনং) অবন্তি
(পূজয়ন্তি) । ইমাঃ প্রজাঃ (জনাঃ) যং উ কিং চ (যংকিঞ্চিং) শোচন্তি,
আসাং (প্রজানাং) তং (শোচনং) অমা (সহ) [প্রজাভিঃ] এব ভবতি ; অমুং
(ব্রাহ্মাশ্রবিদং) তু পুণ্যং (শুভং) এব গচ্ছতি ; ন হ (নৈব) দেক্সন্ পাপং
গচ্ছতি (দেবা ন পাপিনঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৭৪ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদঃ।—জল এবং চন্দ্র হইতেও দৈব প্রাণ আসিয়া
অন্নত্রয়বিদ ব্যক্তিতে প্রবেশ লাভ করে। তাহাই দৈব প্রাণ, যাহা
সঞ্চরণ করুক বা না-ই করুক, কোন অবস্থায়ই ব্যথিত হয় না, এবং
বিনষ্টও হয় না ; যথোক্ত ত্রিবিধ অন্নতত্ত্বজ ব্যক্তি সর্বভূতের আত্ম-
স্বরূপ হন—এই দেবতা—হিরণ্যগর্ভ যেরূপ (সর্বভূতের আত্মা),
তিনিও তেমনি ; এবং সমস্ত ভূতগণ যেমন এই দেবতার (হিরণ্য-
গর্ভের) রক্ষা করেন—যজ্ঞাদি দ্বারা পূজা করেন, তেমনি এই অন্নত্রয়-
বিদ ব্যক্তিকেও সর্বভূতে রক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রাণিগণ যাহা
কিছু শোক করিয়া থাকে, সেই শোক সর্বপ্রাণি-সাধারণ হইয়া থাকে,
কিন্তু অন্নত্রয়াশ্রবিদ ব্যক্তিতে কেবল পুণ্যই গমন করে ; কেননা, পাপ
কখনই দেবগণকে আশ্রয় করিতে পারে না ॥ ৭৪ ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাস্যম্।—তথা অদ্ব্যশ্চেনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিষতি ; সঃ
বৈ দৈবঃ প্রাণঃ কিংলক্ষণ ইত্যাচ্যতে—যঃ সঞ্চরন্ প্রাণিভেদেষু, অসঞ্চরন্ সমষ্টি-

ব্যষ্টিরূপেণ, অর্থবা সঞ্চয়ন্থ স্বদমেবু অসঞ্চয়ন্থ স্বাবরেবু, ন ব্যথতে ন দ্ৰুঃখনিমিত্তেন ভয়েন যুজ্যতে ; অপো অপি ন রিঞ্চতি ন বিনশ্চতি ন হিংসামাপত্ততে । সঃ—
 বো যথোক্রমেবং বেত্তি ত্র্যম্নাস্বদর্শনম্, সঃ—সর্কেবাং ভূতানামাত্মা ভবতি,
 সর্কেবাং ভূতানাং প্রাণো ভবতি, সর্কেবাং ভূতানাং মনো ভবতি, সর্কেবাং
 ভূতানাং বাগ্ভবতি—ইত্যেবাং সর্কভূতাত্মতয়া সর্কজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ, সর্ককৃচ্চ ।
 যথৈবা পূর্কসিদ্ধা হিরণ্যগর্ভদেবতা, এবমেব নাস্ত সর্কজ্ঞে সর্ককৃত্যে বা কচিং
 প্রতিঘাতঃ, স ইতি দাষ্টাণ্ডিকনির্দেশঃ । কিঞ্চ, যথৈতাং হিরণ্যগর্ভদেবতাম্ ইজ্যা-
 দিভিঃ সর্কানি ভূতাত্মবস্তি পূজয়ন্তি, এবং হ এবংবিদং সর্কানি ভূতাত্মবস্তি—
 ইজ্যাদিলক্ষণাং পূজাং সততং প্রযুজ্যত ইত্যর্থঃ । ১

অপেদমাশঙ্ক্যতে—সর্কপ্রাণিনামাত্মা ভবতীত্যুক্তম্ ; তস্মৈ চ সর্কপ্রাণিকার্যা-
 করণায়ত্নে সর্কপ্রাণিনুৎসৃঃখৈঃ সযধ্যোত ইতি । তস্মৈ ; অপরিচ্ছিন্নবুদ্ধিত্যাং—পরি-
 ছিন্নাস্ববুজীনং হি আক্রোশার্থো দ্ৰুঃখসম্বন্ধো দৃষ্টঃ—অনেনাহমাক্রুষ্ট ইতি ; অস্ত
 তু সর্কায়ানো য আকৃণ্ডতে, যচ্চাক্রোশতি—তয়োরাশ্বত্ববুদ্ধিবিশেষাভাবায় তস্মি-
 ন্তং দ্ৰুঃখমুপপত্ততে । মরণদ্ৰুঃখবচ্চ নিমিত্তাভাবাং—যথা হি কশ্মিংশ্চিন্মৃত-
 কশ্চচিদ্ৰুঃখমুৎপত্ততে—মমাসৌ পুত্রো ভ্রাতা চেতি—পুত্রাদিনিমিত্তম্ ; তস্মি-
 ন্তাভাবে তন্মরণদর্শিনোহপি নৈব দ্ৰুঃখমুপজায়তে, তথা স্নেহরম্যাপি অপরি-
 ছিন্নাস্বনো মম-তবতাদিদ্ৰুঃখনিমিত্ত-মিথ্যাজ্ঞানাদিদোষাভাবায়ৈব দ্ৰুঃখমুপজায়তে ।
 তদেতদুচ্যতে— । ২

যং উ কিঞ্চ যংকিঞ্চ ইমাঃ প্রজাঃ শোচন্তি, অমৈব সইহৈব প্রজাভিঃ তচ্ছোকা-
 দিনিমিত্তং দ্ৰুঃখং সংযুক্তং ভবতি, আসাং প্রজানাং পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিজনিতত্যাং ;
 সর্কায়ানন্ত কেন সহ কিং সংযুক্তং ভবেৎ বিযুক্তং বা । অমুং তু প্রোজাপত্যে পদে
 বর্তমানং পুণ্যমেব—শুভমেব ফলমভিপ্রেতং পুণ্যমিতি—নিরতিশয়ং হি তেন
 পুণ্যং কৃতম্, তেন তৎফলমেব গচ্ছতি ; ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি, পাপকল-
 শ্চাবসরাভাবাং—পাপফলং দ্ৰুঃখং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ২০ ॥

টীকা ।—মনস্বাক্ষং স্মারং প্রাণেতিদিশতি—অথেতি । তমেব দৈনং প্রাণং প্রমপূর্ককং
 একটরতি—স বা ইতি । স এবংবিদিত্যানি ব্যাচষ্টে—স য ইতি । বিদিন্ন লভার্থঃ । ন
 কেবলং যথোক্রমেব বিভাক্ষং, কিন্তু কলাত্তরমপ্যতীত্যাহ—কিঞ্চতি ।

সর্কভূতাত্মত্বে তদোষযোগাং প্রোজাপত্যং পরমনাদেবমিত্তত্তরবাক্যব্যাবর্ত্যামাশঙ্ক্যমাহ—
 অথেতি । সর্কপ্রাণিহৃৎস্বঃখৈরিত্যান্দূর্কং সশব্দোৎসাহার্থবাঃ । সর্কাত্মকে বিদ্বন্ত্যেকৈবভূতনিট-
 ত্ৰুঃখযোগো নাতীতত্তরমাহ—অথেন্তি । তদেব প্রপঞ্চতি—পরিচ্ছিন্নেন্তি । অপরিচ্ছিন্নবীড়েনপি
 স্মাত্মকে বিদ্বদ্বি সর্কভূতাত্মত্ববাস্তব্ধুঃখাদিযোগঃ স্তাদেবেত্যশঙ্ক্য জঠরকুহরবিপরিবর্তিক্রি-

দোষৈরম্মাকমদংসর্গবৎ প্রকৃতেহপি সম্ভবাৎ মৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ—স্বরণোতি । নোপপদ্যতে
বিদ্ববো দ্বঃখমিতি পূর্ব্বং সম্বন্ধঃ । দৃষ্টান্তঃ বিদ্বণোতি—বধেতি । মৈত্রস্ত স্বহস্তাভিমান-
বতশ্চদ্বঃখাদিযোগববিদ্ববঃ হস্তান্ননঃ স্বাংশভূতসর্ব্বভূতাত্তিম্যানিনন্তদ্বঃখাদিসংসর্গঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য
দাষ্টীান্তিকমাহ—তথেন্তি । মম-তবতাদীত্যাদিপদেন অহস্তাগ্রহণং, তদেব দ্বঃখনিমিত্তং মিথ্যা-
জ্ঞানম্ । আদিশব্দেন রাগাদিরুক্তঃ । উক্তেহর্থৈঃ শ্রুতিমবতারণ্য ব্যাচষ্টে—তদেতদ্বিতি । শুভমেব
গচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ । ফলরূপেণ বর্ত্তমানস্ত কথং কর্ত্ত্বসম্বন্ধঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কলমিতি । উক্তমেব
ব্যানজি—নিরতিশয়ঃ হীতি । ৭৪ । ২০ ।

ভাস্যানুবাদ ।—পূর্ব্ববৎ অল হইতে এবং চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ আসিয়া
ইহাতে (অন্নত্রয়াশ্রবিদ্ ব্যক্তিতে) ব্যাপ্ত হয় । সেই দৈব প্রাণের লক্ষণ বা
পরিচয় কিপ্রকার, তাহা বলিতেছেন—যাহা বিভিন্নপ্রকার প্রাণিগণের মধ্যে
সঞ্চরণ করে, এবং সমষ্টি-ব্যাপ্তিভেদে সঞ্চরণ নাও করে, অথবা যাহা জন্মমে-
(গতিগীলে) সঞ্চরণ করে, আর স্থাবর—পাষাণাদির মধ্যে সঞ্চরণ করে না, তাহা
কোন অবস্থায়ই ব্যথিত হয় না—দ্বঃখের কারণীভূত অবস্থায়ও ভয়ে কাঁতর হয় না,
এবং বিনষ্টও হয় না, অর্থাৎ কোন প্রকারে হিংসিতও হয় না : তাহাই দৈব প্রাণ ।
সেই ব্যক্তি—যিনি যথোক্তপ্রকারে অন্নত্রয়াশ্রজ্ঞান জ্ঞানেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বভূতের
আত্মস্বরূপ হন, সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ হন, সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ হন, এবং সর্ব্ব-
ভূতের বাক্যস্বরূপ হন—এই প্রকারে সর্ব্বভূতাত্মক ভাবে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বকর্ত্তাও
হন । পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভের ত্রায় ইহার সর্ব্বজ্ঞতায় এবং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বে কোন প্রকার
ব্যাঘাত ঘটে না । শ্রুতির দ্বিতীয় ‘সঃ’ পদে দাষ্টীান্তিক নির্দেশ । অপিচ, সমস্ত
ভূত যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যেমন এই হিরণ্যগর্ভনামক দেবতার পালন—পূজা করিয়া
থাকে, তেমনি সমস্ত ভূতগণ যথোক্ত অন্নত্রয়াশ্রবিদকেও রক্ষা করিয়া থাকে,
অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্যেও সর্ব্বদা যজ্ঞাদিরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ১

অতঃপর এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে—পূর্ব্ব বলা হইয়াছে যে, তিনি
সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ হন, কিন্তু তিনি যদি সর্ব্বপ্রাণীর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত
অভিন্নভাবই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই প্রাণিগণের সুখ-দ্বঃখের সহিত সম্বন্ধ
লাভ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ‘হয় ? না—তাহা সম্ভব হয় না ; কারণ ?
বেহেতু, তখন তাঁহার বুদ্ধি পরিচ্ছিন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত
হয় । যাহার আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই আক্রোশাদি
কারণে দ্বঃখ-সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সর্ব্বাত্মতাবাপন্ন অন্নত্রয়াশ্রদর্শীর
পক্ষে আক্রোশের কর্ত্তা ও আক্রোশের কৰ্ম্ম—উভয়েতেই তুল্যপ্রকার আত্মবুদ্ধি
থাকায় অর্থাৎ সর্ব্বত্র তুল্যরূপে আত্মভাব সমুৎপন্ন হওয়ায় আক্রোশাদিজনিত

দুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ না থাকায় যে, দুঃখের অভাব হয়, মরণদুঃখও তাহার অপর দৃষ্টান্ত । যেমন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ হইয়া থাকে,—‘এই মৃত ব্যক্তি আমার পুত্র কিংবা ভ্রাতা’ ইত্যাদি সম্বন্ধজ্ঞানই সেই দুঃখের নিদান । অপিচ, সেই সম্বন্ধরূপ কারণটি যাহার নাই, মৃত্যুদর্শনেও কিন্তু তাহার সেরূপ দুঃখ জন্মে না ; তেমনি অপরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন তাদৃশ ঈশ্বরের পক্ষেও দুঃখনিদান মনতাদি ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ দোষ বিত্তমান না থাকায় অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় নিশ্চয়ই দুঃখ সমুৎপন্ন হয় না । অতঃপর এখানে এই কথাই বিশেষভাবে বলা হইতেছে ।—২

এই প্রমাণ (প্রাণিসমূহ) যে কিছু শোক করিয়া থাকে, তাহার পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানসম্পন্ন ; এই কারণে সেই প্রাণিগণের সহিতই সেই শোকাদিজনিত দুঃখের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণির সহিত সম্বন্ধবোধই সেই শোকাদি দুঃখের কারণ, কিন্তু যিনি সর্বাত্মক, তাঁহার সহিত কোন বস্তু সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে ? পরন্তু প্রাজ্ঞাপত্য পদে (হিরণ্যগর্ভের অধিকারে) অবস্থিত এই পুরুষে কেবল পুণ্যই আশ্রয় লাভ করে । এখানে পুণ্য-শব্দে পুণ্যফল বুঝিতে হইবে । নতিনি অত্যধিক পুণ্যকর্ম করিয়াছেন, সেই হেতু সেই পুণ্যফলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; দেবগণকে কখনও পাপে আশ্রয় করে না, অর্থাৎ তাঁহাদের পাপফল দুঃখ-সমুৎপত্তির উপযুক্ত অবসরই থাকে না ; স্ত্রতরাং পাপফল দুঃখ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে না বলা হইল ॥ ৭৪ ॥ ২০ ॥

আভাস-ভাঙ্গাম্ ।—“ত এতে সর্ব এব সমাঃ সর্কেহনন্তাঃ” ইত্য-বিশেষণ বাক্যনঃপ্রাণানাশুপাসনমুক্তম্, নাচ্যতমগতো বিশেষ উক্তঃ । কিমেবমেব প্রতিপত্তবাম্, কিংবা বিচার্যমাণে কশ্চিদ্ধিশেষঃ ব্রতমুপাসনং প্রতিপত্তুং শক্যতে, ইত্যাচ্যতে—

আভাস-ভাঙ্গাম্ভাবাদ ।—‘ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যে সাধারণভাবে বাক্, মনঃ ও প্রাণের উপাসনামাত্র উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কাহারো সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ কথা বলা হয় নাই । এখন সন্দেহ হইতেছে যে, যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক সেই ভাবেই অর্থাৎ সাধারণভাবেই বুঝিতে হইবে; কিংবা বিচার করিয়া দেখিলে যে সম্বন্ধে ব্রত ও উপাসনাসম্বন্ধে কোনপ্রকার বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যাইবে ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

অথাতো ব্রতমীমাংসা, প্রজাপতির্হি কর্ম্মাণি সম্বজে, তানি

স্বকীৰ্ত্তোত্তোনাঙ্গস্পর্ধন্ত—বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্‌দধে, দ্রক্ষ্যাম্য-
হমিতি চক্ষুঃ, শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমহ্মানি কৰ্ম্মাণি যথাকৰ্ম্ম,
তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে, তান্মাপ্নোৎ, তান্মাপ্নু। মৃত্যুর-
বারুন্ধ, তন্মাস্থ্যাম্যতোব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথে-
মমেব নাপ্নোদ্‌ যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধিরে ।

অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরত্‌ স্‌চাসঞ্চরত্‌ স্‌চ ন ব্যথতে ন
রিষ্যতি, হস্তাশ্চৈব সৰ্বে রূপমসামেতি, ত এতশ্চৈব সৰ্বে রূপ-
মভবৎ স্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি ; তেন হ বাব তৎ
কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ, য উ হৈবংবিদা
স্পর্ধতেহনুশুশ্র্যত্যানুশুশ্র্য হৈবাস্ততো ত্রিয়ত ইত্যধ্যাত্ম ॥৭৫॥২:॥

সরলার্থঃ ।—অথ (প্রজ্ঞাস্‌ষ্টেরনস্তরং) ব্রতমীমাংসা (ব্রতশ্চ বক্ষ্যমাণো-
পাসন-কৰ্ম্মণঃ মীমাংসা—সিদ্ধান্তঃ) [উচ্যতে]—প্রজ্ঞাপতিঃ কিল (ঐতিহ্যে)
কৰ্ম্মাণি (ক্রিয়াসাধনানি ইন্দ্রিয়ানি) সস্থজে (সৃষ্টবান্) ; তানি সৃষ্টানি
(উৎপাদিতানি সন্তি) অত্থোত্তোনা (পরস্পরং) অঙ্গস্পর্ধন্ত (স্পর্ধাং চক্ষুঃ) ।
[স্পর্ধাপ্রকারমাহ—] ‘অহং বদিষ্যামি এব (শব্দোচ্চারণং করিষ্যামি এব) ন
ততো নিবৃত্তা ভবেয়ম্’ ইতি (এতৎ ব্রতং) বাক্ (বাগিল্লিয়ং কর্তৃ) দধে (ধৃত-
বতী) ; তথা অহং দ্রক্ষ্যামি এব (দর্শনব্যাপারং করিষ্যাম্যেব, ন ততো বিরতং
ভবিষ্যামি) ইতি চক্ষুঃ দধে (এবং ব্রতং ধৃতবৎ) ; তথা ‘অহং শ্রোষ্যামি
(শ্রবণব্যাপারং করিষ্যাম্যেব) ইতি (ব্রতং) শ্রোত্রং [দধে], অহ্মানি কৰ্ম্মাণি
(ত্বৎপ্রভৃতীনি ইন্দ্রিয়ানি) এবং (বাগাদিবং ব্রতং ধৃতবন্তি) । মৃত্যুঃ (মারকঃ)
শ্রমঃ (শ্রমরূপী) ভূত্বা তানি কৰ্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়ানি) উপযেমে (উপগতঃ), তানি
(ইন্দ্রিয়ানি) আপ্নোৎ (শ্রমরূপেণ ব্যাপ্তবান্) । তানি চ আপ্নু। (প্রাপ্য) অবা-
রুন্ধ (অবরোধং কৃতবান্—স্বস্বকৰ্ম্মভ্যো বিরতানি কৃতবান্) ; তন্মাৎ (মৃত্যুনা
আক্রান্তভ্যাং হেতোঃ) বাক্ (বাগিল্লিয়ং) শ্রাম্যতি (স্বকৰ্ম্মণঃ বিরম্যতে) এব
(নিশ্চয়ে), চক্ষুঃ [অপি] শ্রাম্যতি এব, শ্রোত্রং শ্রাম্যতি এব ; অথ ইমম্ এব
ন আপ্নোৎ (স্বকৰ্ম্মণঃ নিবারণিতুং শক্তো ন বভূব) [মৃত্যুরিতিশেষঃ] ;
কোহসৌ ?] যঃ অয়ং মধ্যমঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ (প্রাণনাদিপঞ্চবৃত্তিকঃ) । তানি
মৃত্যুপ্রান্তানি বাগাদীনি ইন্দ্রিয়ানি জ্ঞাতুং দধিরে (তং জ্ঞাতুং মনোনিবেশং

চক্ষুঃ) ; অয়ং (স্ব্যঃ প্রাণঃ) বৈ (এব) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ), যঃ সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ (স্বব্যাপারং কুর্সন্ অকুর্সন্ অপি) ন ব্যাধতে (ন হঃখ-মমুভবতি), অথ (তথা) ন রিণ্যতি (ন বিনশ্যতি) ; হস্ত (আত্মাদে) সর্কে (বয়ং) অস্ত (প্রাণস্ত) এব রূপং অসাম (আত্মত্বেন ভজ্যমহে) ইতি । [ততঃ] তে সর্কে (বাগাদয়ঃ) এতস্ত (প্রাণস্ত) এব রূপং অভবন্ (তমেব আত্মত্বেন প্রাপ্তাঃ) ; তস্মাৎ (বাগাদীনাম্ প্রাণাত্মত্বাৎ হেতোঃ) এতে (বাগাদয়ঃ) এতেন (প্রাণেন প্রাণ-শব্দেন) প্রাণাঃ ইতি আখ্যায়ন্তে (কথ্যন্তে) । যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তপ্রকারং প্রাণতত্ত্বং) বেদ (জানাতি), তেন (বিদ্বা—তন্মাত্রা) তৎ কুলং (বংশং) আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ],—[সঃ] যস্মিন্ কুলে ভবতি (উৎপত্ততে) ; যঃ উ হ (পুনঃ) এবংবিদা (যথোক্তবিজ্ঞানবতা সহ) স্পর্ধিতে, [সঃ] অমুণ্ড্যতি (প্রত্যহং শোবন্ আপত্ততে), অমুণ্ড্য হ (এব) অস্ততঃ (অস্তে) স্মিয়তে (মৃতো ভবতি), ইতি অধ্যাত্মম্ (আত্মানং—দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং ব্রতমিত্যর্থঃ) ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদঃ :—অতঃপর ব্রতমীমাংসা অর্থাৎ উপাসনাত্মক কর্মবিচার আরম্ভ হইতেছে,—পুরাকালে প্রজাপতি কর্মসমূহ অর্থাৎ কর্মনির্বাহক ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; সেই ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্ট হইয়া [স্ব স্ব কর্তব্য বিষয়ে] পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করিতে লাগিল, —বাগিন্দ্রিয় স্থির করিল যে, আমি সর্বদাই কথা বলিব, (কখনও বিরত হইব না) ; চক্ষুঃ নিয়ম করিল যে, আমি সর্বদাই দর্শন করিব, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় নিয়ম গ্রহণ করিল যে, আমি সর্বদাই শ্রবণ করিব ; এইরূপ অগাণ্ড ইন্দ্রিয়গণও যথাযোগ্য নিজ নিজ কর্মসম্বন্ধে [নিয়ম গ্রহণ করিল] ; কিন্তু মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিল। তাহার পর মৃত্যু তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল অর্থাৎ তাহাদের অবিশ্রান্তভাবে কর্মসম্পাদনে বাধা ঘটাইল ; সেই কারণে বাক্যও কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হয়, চক্ষুও পরিশ্রান্ত হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও পরিশ্রান্ত হইয়া (স্বব্যাপার হইতে 'বিরত' হয়) ; পক্ষান্তরে, মৃত্যু কেবল ইহাকেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই, যাহার নাম মধ্যম প্রাণ বা প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণ। সেই ইন্দ্রিয়গণ

তাহাকে জানিবার জন্ত মনোনিবেশ করিল, তাহারাবুঝিল যে, ইনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—যিনি কার্য্য করুন বা না-ই করুন, কিছুতেই শ্রাস্ত হন না, এখন আমরা সকলে ইহারই রূপ ভজনা করি । তাহার সকলে আনন্দসহকারে এতৎস্বরূপই হইল অর্থাৎ প্রাণকেই আত্মরূপে গ্রহণ করিল; সেই হেতুই এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার নামে—প্রাণ-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । যিনি এই তত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ তাঁহারই নামে প্রসিক্তি লাভ করিয়া থাকে । এবংবিধ জ্ঞানীর সহিত যে লোক স্পর্ধা করে, সে লোক দিন দিন শূন্যতা প্রাপ্ত হয়, শূন্য হইতে হইতে শেষে মরিয়া যায়; ইহা হইল অধ্যাত্মাধিকারে ব্রত ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—অধাতঃ. অনন্তরং ব্রত-মীমাংসা উপাসন-কর্ম্মবিচার-
ণেত্যর্থঃ । এষাং প্রাণানাং কশ্চ কর্ম্ম ব্রতত্বেন ধারয়িতব্যম্—ইতি মীমাংসা
প্রবর্ততে । তত্র প্রজ্ঞাপতির্হ—হ-শব্দঃ কিলার্থে,—প্রজ্ঞাপতিঃ কিল প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা
কর্ম্মাণি—করণানি বাগাদীনি—কর্ম্মার্থানি হি তানীতি কর্ম্মাণীত্যাচায়ে, সসৃজে
সৃষ্টবান্ বাগাদীনি করণানীত্যর্থঃ । তানি পুনঃ সৃষ্টানি অতোত্তেন ইতরেতরম-
স্পর্ধন্ত স্পর্ধাং সজ্বৰ্ধং চক্ষুঃ । কথম্? বদিত্বামোষ—স্বব্যাপারাদবদনাদ্ অমুপ-
তৈবাহং স্থামিতি বাক্ ব্রতং দধে ধৃতবতী,—যত্ততোহপি মৎসমোহন্তি স্বব্যাপা-
রাদমুপরন্তং শব্দঃ, সোহপি দর্শয়ত্বাত্মনো বীৰ্য্যমিতি । তথা দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি
চক্ষুঃ; শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রম্; এবমত্যাগ্ৰপি কর্ম্মাণি করণানি যথাকর্ম্ম—বদ
বদ যশ্চ কর্ম্ম—যথাকর্ম্ম; তানি করণানি মৃত্যুমারকঃ শ্রমঃ শ্রমরূপী ভূত্বা উপযেমে
সংজ্ঞগ্রাহ । কথম্? তানি করণানি স্বব্যাপারে প্রবৃত্তাত্মাপ্রোৎ শ্রমরূপেণোদ্যানং
দর্শিতবান্; আপ্তা চ তানি অবাক্রম্য অবরোধং কৃতবান্ মৃত্যুঃ—স্বকর্ম্মভ্যঃ প্রচ্যা-
বিতবানিত্যর্থঃ । তস্মাদত্তত্বেহপি বদনে স্বকর্ম্মাণি প্রবৃত্তা বাক্ শ্রাম্যতোব—
শ্রমরূপিণা মৃত্যুনা সংযুক্তা স্বকর্ম্মতঃ প্রচ্যবতে; তথা শ্রাম্যতি চক্ষুঃ; শ্রাম্যতি
শ্রোত্রম্ । অথ ইমমেব মুখ্যং প্রাণং নাপ্রোৎ ন প্রাপ্তবান্ মৃত্যুঃ শ্রমরূপী,—
যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ, তম্; তেনাত্তত্বেহপি অশ্রাস্ত এব স্বকর্ম্মাণি প্রবর্ততে ।
তানীতরাণি করণানি তং জ্ঞাতুং দধিরে ধৃতবন্তি মনঃ,—অয়ং বৈ নোহস্মাকং
মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্ততমঃ অভ্যধিকঃ, যস্মাৎ যঃ সঞ্চরংচ অসঞ্চরংচ ন ব্যথতে, অথো
ন নিঘৃতি—হস্তেদানীং অষ্টৌষ প্রাণশ্চ সর্কে বয়ং রূপমসাম প্রাণমাত্মত্বেন প্রতি-

পশ্চমহি—এবং বিনিশ্চিত্য তে এতশ্চৈব সৰ্কে রূপমভবন্ প্রাণরূপমেবাত্মস্বেন
প্রতিপন্নঃ প্রাণব্রতমেব দধিরে—অশ্বদ্বৈতানি ন মৃত্যোর্সারণায় পর্য্যাপ্তানীতি ।

বস্মাৎ প্রাণেন রূপেণ রূপবস্তীভরণি করণানি চলনাত্মনা স্বেন চ প্রকাশাত্মনা;
ন হি প্রাণাদত্বাৎ চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ ; চলনব্যাপারপূৰ্ব্বেকাণ্যেব হি সৰ্ব্বদা
স্বব্যাপারেষু লক্ষ্যস্তে,—তস্মাদেতে বাগাদয়ঃ এতেন প্রাণাভিধানেনাখ্যায়স্তেহভি-
ধীয়স্তে—প্রাণা ইত্যেবম্ । য এবং প্রাণাত্মতাং সৰ্ব্বকরণানাং বেত্তি প্রাণশব্দাভি-
ধেয়ত্বং চ, তেন হ বাব তেনৈব বিদ্রুযা তৎকুলমাচক্ষতে লৌকিকাঃ, যস্মিন্ কুলে স
বিদ্বান্ জ্ঞাতো ভবতি—তৎ কুলং বিদ্রুয়ৈব অধিতং ভবতি—অমৃদ্যেদং কুলমিতি,
যথা তাপত্য ইতি । য এবং যথোক্তং বেদ বাগাদীনাং প্রাণস্বরূপতাং প্রাণাখ্যত্বং
চ, তশ্চৈতৎ ফলম্ ।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ উ হ এবংবিদা প্রাণাত্মদর্শিনা স্পর্ধিতে তৎপ্রতিপক্ষী সন্,
সঃ অগ্নিয়েব শরীরে অমৃদ্ব্যতি শোষমুপগচ্ছতি, অমৃদ্ব্য হৈব শোষং গঠেব
অন্ততঃ অস্তে স্মিরতে, ন সহসা অমুপভ্রতো স্মিরতে—ইত্যেবমৃক্ৰমখ্যাত্বাৎ প্রাণাত্ম-
দর্শনমিতি উক্তোপসংহারোহধিদৈবতপ্রদর্শনার্থঃ ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

টীকা—অথৈতাদিবাচ্যন্ত বক্তব্যশেষাভাবাদানর্থক্যামাশ্চ ব্যবহিতোপাসনানুবাদেন
তদ্বস্তববিধানার্থমন্তরং বাক্যমিত্যানর্থক্যং পরিহরতি—ত এত ইত্যাদিনা । ব্রতমিত্যা-
বস্ত্রামৃষ্ঠেরং কন্দোচ্যতে । বিজ্ঞাসায়াঃ সম্বন্দঃশব্দার্থঃ । উপাসনোক্ত্যান্তর্ধ্যমখশব্দার্থঃ
কথয়তি—অনন্তরমিতি । বিচারণামেব ফোরয়তি—এবামিতি । প্রবৃত্তায়াং সৌমাংসায়ঃ
প্রাণব্রতমভ্যধেয়ং ধারয়ীমিতি নির্দ্ধারণার্থমাখ্যায়িকাং প্রণয়তি—তত্তেজ্যাদিনা । কথং
বাগাদিষু করণেষু কর্ধশব্দপ্রবৃতিরিত্যাশঙ্কাহ—কর্ধার্থানীতি । তদীয়যষ্টেরূপযোগমুপদর্শয়িতুং
ভূমিকাং কয়তি—তানীতি । স্পর্ধাপ্রকারং অমুপূৰ্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাাদিনা । যথাকর্ধ
সীমং সীমং ব্যাপারমমুহুত্যা ব্রতং দধিরে বাগাদীনি করণানীত্যর্থঃ ।

প্রাণপতেৰ্কাগাদিষু শ্রমযায়া বকর্ধপ্রচুতিরাঙ্গীদিত্যত্র কার্ধ্যলিঙ্গমহুমানং প্রমাণয়তি—
তস্মাদিতি । বাগাদীনাং ভগ্নব্রতত্বনির্দ্ধারণান্তর্ধ্যমখশব্দার্থঃ । প্রাঙ্গাপত্যে প্রাণে মৃত্যুগ্রস্তভা-
ভাবে কার্ধ্যলিঙ্গকমহুমানং সূচয়তি—তেনেতি । প্রবর্ততে প্রাণ ইতি সন্ধ্যঃ । তথাপি কথং
প্রাণশ্চৈব ব্রতং ধার্যমিত্যাপেকারানাহ—তানীতি । জ্ঞানার্থমহুসন্ধানপ্রকারমেব দর্শয়তি—
অয়মিতি । তন্ত শ্রেষ্ঠেষু কলিতমাহ—হন্তেতি । ইতিশব্দং ব্যাকরোতি—এবং বিনিশ্চিত্যোতি ।
অস্মাকং বাগাদীনাং ব্রতানি মৃত্যোর্সারণায় ন পর্য্যাপ্তানীতি বিনিশ্চিত্য দধিরে প্রাণব্রত-
মেবেতি সন্ধ্যঃ ।

প্রাণরূপত্বমুক্ত্য। করণানাং তদ্রামদনাহ—বস্মাদিতি । বস্মাদিত্যন্ত তস্মাদিতি ব্যবহিতেন
সন্ধ্যঃ । প্রাণরূপং চলনাত্মমিতি কুতো নিশ্চীঃতে, তত্রাহ—ন হীতি । তর্হি করণেষু
প্রকাণাত্মকত্বমেব ন চলনাত্মমিত্যাশঙ্কাহ—চলনেতি । সংপ্রতি বিচাফলমাহ—য এবামিতি ।

ভবেব স্পষ্টমিতি—বিস্মৃতি। তপতী হৃদ্যহতা, তত্ৰা বৎসপত্যঃ । কন্তমঃ কলমিত্যুভে
পুৰোক্তমেব স্মৃতি—এবমিত্যাदिना । ন কেবলং বিভায়া যথোক্তমেব কলং, কিন্তু
কলান্তরমণ্যতীত্যাহ—কিঞ্চেতি । প্রাণবিদ্যা সহ স্পর্ধা ন কর্তব্যেতি ভাবঃ । ইত্যাদ্যন্তমিত্যন্তা-
নর্থক্যানাশক্যা—ইত্যেবমিতি । ১৫। ২১ ।

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর ব্রতমীমাংসা—উপাসনাবিচার [আরও হই-
তেছে], অর্থাৎ উল্লিখিত প্রাণগণের (চক্ষুরাদি করণবর্গের) মধ্যে কাহার কর্ম
ব্রতরূপে (অবশ্যপালনীয়রূপে) গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মীমাংসা (সিদ্ধান্ত)
বলা হইতেছে—

ঋতির হ-শব্দটি ঐতিহ্যচক; পুরাকালে প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া
কর্ম-সমূহ অর্থাৎ বাক্-প্রভৃতি করণবর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কর্ম সম্পাদন করাই
বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, এইজন্য বাক্-প্রভৃতি করণসমূহকেই ‘কর্ম’-
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ হৃষ্ট হইয়া পরস্পরের
সহিত স্পর্ধা—সংঘর্ষ অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ
করিল। তাহা কি প্রকার? বাগিল্লিয় এইরূপ ব্রত ধারণ করিল যে, ‘আমি
বলিবই—নিজের কর্তব্য ব্যাপার—শব্দোচ্চারণ হইতে কখনও বিরত হইব না;
আমার শ্রম আরও যদি কেহ নিজের কর্তব্য কর্ম হইতে বিরত না হইয়া থাকিতে
সমর্থ হয়, তবে সেও নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করুক।’ সেইরূপ চক্ষু [ব্রত ধারণ
করিল যে,] আমি নিরন্তর দর্শন করিব; এবং শ্রবণেন্দ্রিয় [ব্রত ধারণ করিল
যে,] ‘আমি নিরন্তর শ্রবণ করিব।’ এইরূপ অপরাপর করণসমূহও (ইন্দ্রিয়গণও)
যথাকর্ম,—অর্থাৎ যাহার যেরূপ কাজ, তদনুসারে [ব্রত ধারণ করিল]।
মৃত্যু (অর্থাৎ মৃত্যুর হেতু) শ্রমরূপী হইয়া সেই করণগণকে অধিকার
করিল। ১

তাহা কি প্রকার? সেই বাক্-প্রভৃতি করণগণ নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে
পর, মৃত্যু তাহাদিগকে শ্রমরূপে দেখা দিলেন, অর্থাৎ তাহারা কার্যে প্রবৃত্ত
হইয়া শ্রম অনুভব করিতে লাগিল। মৃত্যু এইরূপে তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ
করিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল—স্ব স্ব কর্তব্য কর্মসমূহ হইতে তাহাদিগকে
বিচ্যুত বা বিরত করিল; সেই কারণে আজ পর্যন্তও বাগিল্লিয় স্বকার্য বাক্যো-
চ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হয়, অর্থাৎ শ্রমরূপী মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত
হইয়া নিজের কর্ম হইতে বিরত হয়; সেইরূপ চক্ষুও শ্রান্ত হয়; এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও
শ্রান্ত হয়।

করণবর্ণের মধ্যে এই যে মধ্যম প্রাণ, শ্রমরূপী মৃত্যু কেবল সেই মৃত্যু প্রাণ-কেই (প্রাণাপানাদিভেদযুক্ত পঞ্চবৃত্তি প্রাণকেই) অভিবৃত্ত করিতে পারিল না ; সেই কারণে একমাত্র প্রাণই অবিশ্রান্তভাবে স্বকর্মে (খাসপ্রখাসাদি কার্যে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (অত্রে নহে) । তখন অপরাপর করণগণ সেই প্রাণকে জ্ঞানিবার জন্ত অর্থাৎ মৃত্যু প্রাণের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত মনোনিবেশ করিল ; তখন তাহারা বৃত্তিতে পারিল যে, আমাদের মধ্যে এই মৃত্যু প্রাণই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসাত্মক ; যেহেতু, এই প্রাণ সঞ্চরণ করুক বা না-ই করুক, কিছুতেই ব্যথিত হয় না এবং বিনষ্টও হয় না ; অতএব এখন আমরা সকলে এই প্রাণকেই আত্মস্বরূপে আশ্রয় করিব । এইরূপ অবধারণ করিয়া তাহারা সকলে এই প্রাণস্বরূপই হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রাণের স্বরূপকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করত—আমাদের ত্রতগুলি মৃত্যুনিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ মনে করিয়া প্রাণব্রতই ধারণ করিয়াছিল । ২

যেহেতু অপরাপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রাণরূপে স্বরূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল—প্রাণ-ধর্ম স্পন্দন ও স্বীয় ধর্ম বস্তুপ্রকাশন, এতদ্ব্যতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই হেতু এই বাক্-প্রভৃতি করণবর্ণও প্রাণসংজ্ঞায়—‘প্রাণ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রাণভিন্ন অজ্ঞ কোথাও চলন—স্পন্দন-ব্যাপার দৃষ্ট হয় না ; কারণ, যখনই ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ব্যাপার ঘটে, তখনই অগ্রে কোনরূপ স্পন্দন-ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সমস্ত করণের (ইন্দ্রিয়ের) যথোক্ত প্রাণাত্ম্যভাব এবং প্রাণশব্দ-বাচ্যতা অবগত হন, সাধারণ লোকেরা সেই বংশকে সেই বিদ্বানের নামেই অভিহিত করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই বিদ্বান্ পুরুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশটি, তাঁহার নামেই পরিচিত হইয়া থাকে—‘অমুকের এই বংশ’ ইত্যাদি, যেমন ‘তাপত্য’ একটি বংশের নাম । যিনি বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উক্তপ্রকার প্রাণরূপতা ও প্রাণসংজ্ঞা জানেন, [তাঁহার নামে যে বংশটি পরিচিত হয়], ইহা হইতেছে সেই বিজ্ঞানের ফল । ৩

আরও এক কথা, যে কোন লোক প্রতিপদ হইয়া ইহার সহিত—যথোক্ত প্রাণাত্মদর্শীর সহিত স্পর্শ করে, নিশ্চয় সে লোকও এই শরীরেই (বর্তমান দেহেই) উদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, অল্পে অল্পে গুরু হইয়া অবশেষে মরিয়া যায়, কিন্তু সহসা—কোন পীড়ার উপদ্রব ভোগ না করিয়া কখনই মরে না, অর্থাৎ অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া মরে । এই প্রকারে আধ্যাত্মিক প্রাণাত্মদর্শনের কথা বলা হইল ; ইহার পরে অধিদৈবত-ভাব জ্ঞাপনার্থ এখানেই উক্ত প্রকার উপাসনার উপসংহার করা হইল ॥ ৭৫ ॥ ২১ ॥

অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধে তপ্তশ্রাম্যহমি-
ত্যাদিত্যে। ভাশ্রাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমগ্না দেবতা যথাদৈবতং
ন যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ,
স্নোচন্তি হ্যগ্না দেবতা ন বায়ুঃ, সৈমানস্তমিতা দেবতা
যদ্বায়ুঃ ॥ ৭৬ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) অধিদৈবতং (দেবতাং অধিকৃত্য প্রবৃত্তং
দর্শনম্) [উচ্যতে]—অগ্নিঃ ‘অহং জ্বলিষ্যামি এব’ ইতি ব্রতং দধে (ধৃতবান্) ;
আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) ‘অহং তপ্তশ্রামি (নিরন্তরং তাপং দাস্তামি)’ [এব] ইতি
(ব্রতং) [দধে] ; চন্দ্রমাঃ ‘অহং ভাশ্রামি (নিরন্তরং প্রকাশিষ্যে)’ [এব]
ইতি (ব্রতং) [দধে] ; অগ্নাঃ দেবতাঃ (বায়ুপ্রভৃতয়ঃ) [অপি] এবং বাগাদিবৎ
যথাদৈবতং (স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ) [ব্রতং ধৃতবত্যঃ] । এষাং প্রাণানাং বাগাদীনাং
মধ্যে, সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) মধ্যমঃ (মুখ্যঃ) প্রাণঃ যথা (যদ্বং মৃত্যুনা অনভিভূতঃ),
এবং (তদ্বৎ) এতাসাং দেবতানাং (অগ্নিপ্রভৃতীনাং) মধ্যে বায়ুঃ [অপি মৃত্যুনা
অনভিভূতঃ] । হি—(যস্মাৎ) অগ্নাঃ দেবতাঃ স্নোচন্তি (অন্তং গচ্ছন্তি,—স্বক-
র্ম্মভ্যাঃ বিরতা ভবন্তি), বায়ুঃ ন [স্পন্দনাদ্রাক্যং স্বকর্ম্মণঃ বিরতঃ ভবতি] ; সা
এষা দেবতা অনন্তমিতা (অন্তরহিতা), যৎ (যঃ) বায়ুঃ । [দেবতানাং মধ্যে
বায়ুরেব কেবলং স্বকর্ম্মস্থ নিত্যং লক্ষ্যবৃত্তিরিতিভাবঃ] ॥ ৭৬ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদঃ।—অতঃপর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক
ব্রত মীমাংসিত হইতেছে—অগ্নি ব্রত ধারণ করিল—আমি সর্ব্বদা
প্রজ্বলিত হইব ; আদিত্য [ব্রত ধারণ করিল]—আমি সর্ব্বদা তাপ
দিব ; এবং চন্দ্র [ব্রত ধারণ করিল]—আমি সর্ব্বদা প্রকাশ পাইব ;
অপরাপর দেবতাও এইরূপ এইরূপ করিল । পূর্ব্বোক্ত বাক্যপ্রভৃতির
মধ্যে যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণই কেবল মৃত্যুকর্ত্তক আক্রান্ত হয় নাই
(অপর সকলেই আক্রান্ত হইয়াছে), তেমনি এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার
মধ্যেও কেবল বায়ুই [মৃত্যুকর্ত্তক আক্রান্ত হয় না] ; কারণ, অপরাপর
সমস্ত দেবতাই অন্তর্ম্মিত হয় অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত—
বিরত হয়, কিন্তু বায়ু সেরূপ হয় না ; সেই এই দেবতাই অন্তরহিত—
যাহার নাম বায়ু ॥ ৭৬ ॥ ২২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—অথানন্তরমধিদৈবতং দেবতাবিশেষং দর্শনমুচ্যতে ।
কশ্চ দেবতাবিশেষশ্চ ব্রতধারণং শ্রেয় ইতি মীমাংসতে । অধ্যাত্মবৎ সর্বম্—
জলিঙ্গ্যাম্যোহমিত্যাগ্নির্দধ্রে, তপ্যাম্যাহমিত্যাদিত্যঃ । ভাস্তাম্যাহমিতি চন্দ্রমাঃ ।
এবমগ্না দেবতাঃ যথাদৈবতম্ । সঃ অধ্যাত্মং বাগাদীনামেবাং প্রাণানাং মধ্যে
মধ্যমঃ প্রাণো মৃত্যুনা অনাপ্তঃ স্বকর্মণো ন প্রচ্যাবিতঃ সেন প্রাণব্রতেনাভগ্ন-
ব্রতো যথা, এবমেতাসামগ্নাদীনাং দেবতানাং বায়ুরপি । স্নোচন্তি অন্তং যন্তি—
স্বকর্মভা উপরমন্তে—যথা অধ্যাত্মং বাগাদয়োরগ্না দেবতা অধ্যাত্মাঃ ; ন বায়ুরন্তং
যাতি—যথা মধ্যমঃ প্রাণঃ ; অতঃ সৈবা অনন্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ যোহয়ং বায়ুঃ ।
এবমধ্যাত্মমধিদৈবং চ মীমাংসিত্বা নির্ধারিতং—প্রাণ-বায়ুগ্নোনোত্র তমভগ্ন-
মিতি ॥ ৭৬ ॥ ২২ ॥

টীকা।—অধ্যাত্মদর্শনমুক্ত্যাহিদৈবতদর্শনং বজ্রমন্তরবাক্যমবতারয়তি—অথেতি । তর্হি
জলিঙ্গ্যামীত্যাদি কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কন্তেতি । বদিঙ্গ্যামীত্যাদাবৃত্তং ব্যাখ্যানমিহাপি দ্রষ্টব্য-
মিত্যাহ—অধ্যাত্মবদिति । যথাদৈবতং স্বং স্বং দেবতাব্যাপারমনতিক্রম্যগ্না দেবতা বিদ্বাদ্ভা-
দগ্নিরে ব্রতমিত্যর্থঃ । স যথেষ্টাদি ব্যাচষ্টে—সোহধ্যাত্মমিতি । বায়ুরপি মৃত্যুনাহনাপ্তঃ
স্বকর্মণো ন প্রচ্যাবিতঃ সেন বায়ুব্রতেনাভগ্নব্রত ইতি শেষঃ । তদেব সাধয়তি—স্নোচন্তীতি ।
ব্রাঙ্কণোক্তিবর্ণনসংহরতি—এবমিতি ॥ ৭৬ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-বিশেষক দর্শন (উপা-
সনা) কথিত হইতেছে । দেবতার মধ্যে কোন দেবতার ব্রত (নিয়ম) গ্রহণ করা
শ্রেয়স্কর, তাহা মীমাংসিত (বিচারিত) হইতেছে—

পূর্বোক্ত অধ্যাত্মব্রতের মতই সমস্ত [বৃত্তিতে হইবে] ; আমি কেবলই প্রজ-
লিত থাকিব, অগ্নি এইরূপ ব্রত ধারণ করিল ; আমি নিরন্তর তাপ দিব, আদিত্য
এইরূপ ব্রত গ্রহণ করিল ; আমি সর্বদা প্রকাশ পাইব, চন্দ্র এইরূপ ব্রত ধারণ
করিল । অত্যাগ্ন দেবতাগণও নিজ নিজ কর্মবিষয়ে এইরূপ ব্রত ধারণ করিল ।
অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন সেই একমাত্র মুখ্য প্রাণই কেবল মৃত্যু-
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম হইতে বিনিবৃত্ত হয় নাই, অর্থাৎ একমাত্র প্রাণই
যে রূপ ব্রতপালনে অভগ্নব্রত রহিয়াছে, এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে বায়ুও
তেমনি, অর্থাৎ মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্নব্রত হয় নাই ।

অধ্যাত্ম বাক্ প্রভৃতির ছায় অগ্নি প্রভৃতি অত্যাগ্ন দেবতাগণও অন্তর্গমন করে
অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম হইতে বিরত হয়, কিন্তু মুখ্য প্রাণের ছায় একমাত্র সেই
বায়ু দেবতাই অন্তর্মিত হয় না ; অতএব, এই যে বায়ু, ইহাই একমাত্র অনন্তমিতা
দেবতা । এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ব্রতের মীমাংসা প্রদর্শন করিয়া অব-

ধারণ করিলেন যে, প্রাণ ও বায়ুর ব্রতই একমাত্র অভয় আছে, (তন্নিম্ন আর সকলের ব্রতই ভয় হইয়াছে) ॥ ৭৬ ॥ ২২ ॥

অথৈষ শ্লোকো ভবতি—যতশ্চাদেতি সূর্য্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি, প্রাণাদা এষ উদেতি প্রাণেহস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্ম্মাৎ স এবাচ্চ স উ শ্ব ইতি, যদ্বা এতেহমুর্হ্যধ্বিনস্ত তদেবাধ্যাত্ম কুর্বন্তি ।

তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপাত্মাচ্চ নেন্মা পাপপ্ৰা যত্য়ুরাপ্পবদিতি, যত্য়ু চরেৎ সমাপিপয়িষেভেনো এতশ্চৈ দেব-
তায়ৈ সায়ুজ্যৎ সলোকতাং জয়তি ॥ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (বাক্যারম্ভে) [অগ্নিন্ অর্থে] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্ৰঃ) ভবতি—সূর্য্যঃ (অধিদৈবং, অধ্যাত্মং চ চক্ষুঃ) যতঃ (যস্মাৎ বায়োঃ প্রাণাচ্চ) উদেতি (উদগচ্ছতি); [সায়ংসময়ে স্নয়ুপ্তিসময়ে চ] যত্র (যস্মিন্ বায়ৌ, প্রাণে চ) অস্তং গচ্ছতি, (বিলীয়তে) ইতি ।

[শ্রুতিঃ স্বয়মেব এতস্মা অর্থমাহ]—এষঃ (সূর্য্যঃ চক্ষুঃ চ) প্রাণাৎ [অধি-
দৈবাৎ বায়োঃ চ] উদেতি, প্রাণে [অধিদৈবে বায়ৌ চ] অস্তং চ এতি (অদৃশ্য-
তাম্ আপদ্যতে); দেবাঃ (অধ্যাদিত্যঃ, বাগাদিত্যঃ চ) তং (প্রাণং বায়ুং চ) ধর্ম্মং
চক্রিরে (প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ ধৃতবন্তঃ); সঃ (প্রাণঃ বায়ুঃ চ) এব অচ্চ (বর্ত-
মানসময়ে) [অমুবর্ত্যতে], সঃ উ (এব) শ্বঃ (আগামিনি দিবসে—ভবিষ্যৎ-
কালে চ) [অমুবর্ত্যতে দিবৈরিত্যি শেষঃ] ইতি ।

এতে (বাগাদিত্যঃ অধ্যাদিত্যঃ) অমুর্হি (অমুগ্নিন্—পুরাকালে) যৎ (প্রাণব্রতং
বায়ুব্রতং চ) অধ্বিনস্ত (ধৃতবন্তঃ), অচ্চ (ইদানীং) অপি কুর্বন্তি (তদ্ অমুসরন্তি)
(অত্থাপি বাগাদিত্যঃ অধ্যাদিত্যঃ পূর্কগৃহীতং প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ ন পরিত্যজন্তী-
ত্যাঃ) । তস্মাৎ (হেতোঃ) [অত্থাহপি] একম্ এব ব্রতং চরেৎ (পরিপালয়েৎ)
প্রাণ্যাৎ (প্রাণব্যাপারং কুর্যাৎ), অপাত্মাৎ চ (অপানব্যাপারং চ কুর্যাৎ, প্রাণাপান-
ব্যাপারবর্জম্ ইন্দ্রিয়ান্তরব্যাপারেষু নাস্থরক্তো ভবেদিত্যি ভাবঃ) । [‘নেৎ’ শব্দঃ
‘ভীতিহচকঃ’;] [কৃতঃ ?] মৃত্যুঃ (শ্রমরূপী সন্) না (মাং) আপ্নুবৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)
নেৎ; (‘নেৎ’ শব্দো ভীতিহচকঃ), (যত্য়ং অস্মাৎ ব্রতাৎ ব্রষ্টঃ স্মাং, তদা মৃত্যুগ্রস্তঃ

ভবেয়ম্—ইতি ভীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ] ইতি । উ (বিতর্কে) যদি চরেৎ (ব্রতন্
আরভেত), [তদা] সমাপিপরিষৎ (সমাপয়িতুং ইচ্ছেৎ—ন পুনঃ ভগ্নব্রতো
ভবেৎ); তেন (ব্রতসমাপনেন) উ এতস্মৈ দেবতায়ৈ (এতস্মাঃ দেবতাস্বাঃ—
প্রাণস্ব) সাযুজ্যং (একাত্মভাবং) সলোকতাং (সমানলোকবাসিত্বং বা) জয়তি
(বণীকরোতি); [বিজ্ঞানস্ব উৎকর্ষে সাযুজ্যং, অপকর্ষে চ সলোকতাং ত্যভি-
প্রায়ঃ] ৪ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণস্য সরলার্থঃ ॥ ১ ॥ ৫ ॥]

মূল্যানুবাদ ১—উক্ত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক আছে—
সূর্য যাহা হইতে উদিত হন, এবং যাহাতে অন্তর্মিত হন। ইনি প্রাণহইতে
উদিত হন, এবং প্রাণেই অন্তর্মিত হন ; দেবতাগণ তাঁহাকেই ধর্ম অর্থাৎ
নিজের অমুসরণীয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; আজও তিনি, এবং ভবি-
ষ্যতেও তিনিই [অমুসৃত ও অমুসরণীয় হইতেছেন ও হইবেন] । এই দেব-
গণ পূর্বে যাহা (যে ব্রত) ধারণ করিয়াছিলেন, আজও তাহাই (সেই
ব্রতই) পালন করিতেছেন। অতএব একই ব্রত আচরণ করিবে—আমাকে
পাপে অভিভূত করিবে—ননে করিয়া কেবল প্রাণাপান-ব্যাপারমাত্র
করিবে; আর (ব্রত যদি গ্রহণ করে, তাহা হইলেও অবশ্যই তাহা সমাপন
করিবে) তাহা দ্বারা এই দেবতার (বায়ু ও প্রাণদেবতার) সাযুজ্য (সহ-
যোগিতা) ও সালোক্য (সমানলোকতা) জয় করিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৫ ॥]

শাক্তরশ্মাস্তম্।—অথৈতস্মৈবার্থস্য প্রকাশক এষ শ্লোকো মন্তো
ভবতি । সতচ্চ যস্মাদ্ বায়োরুদেতি উদগচ্ছতি সূর্যঃ, অধাশ্বাং চ চক্ষুরাশ্বনা
প্রাণাং—অন্তরং যত্র বায়ৌ প্রাণে চ গচ্ছতি অপরসম্বাসনময়ে স্বাপনময়ে চ পুরু-
ষস্ত,—“তং দেবাঃ”—তং ধর্মং দেবাঃ চক্রিরে ধৃতবন্তো বাগাদয়োহগ্নাদয়শ্চ
প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ পুরা বিচার্য । স এষ অস্ত ইদানীং যোহপি ভবিষ্যত্যপি
কালেহম্ববর্ত্যতেহম্ববর্তিষ্যতে চ দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ । তত্রৈবং মন্তং সঙ্ক্ষেপতো-
ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণম্—“প্রাণাশ্বা এষ সূর্য উদেতি প্রাণেহন্তমতি” । ১

তং দেবশ্চক্রিরে ধর্মং স এবান্ত স উ শ্ব ইত্যস্ত কোহর্থ ইত্যুচ্যতে—যদৈ এতে
ব্রতমমুর্হি অমুগ্নিন্ কালে বাগাদয়োহগ্নাদয়শ্চ প্রাণব্রতং বায়ুব্রতং চ অগ্নিস্ত, তদে-
বাশ্বাপি কুর্দন্তি অম্ববর্তন্তেহম্ববর্তিষ্যন্তে চ ব্রতং তৈরভগ্নমেব । যন্ত বাগাদি-

ব্রতং অগ্ন্যধিব্রতং চ, তত্ত্বগ্ধমেব, তেবামন্তমনকালে স্বাপকালে চ বারো প্রাণে চ নিম্নুজ্জির্দর্শনাৎ । ২

অধৈতদত্তব্রোক্তম্—“যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিত্তি, প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি, প্রাণং মনঃ, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, যদা প্রব্ধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জায়ন্ত ইত্যধ্যাত্মম্ । অথাধিদৈবতম্—যদা বা অগ্নিরমুগচ্ছতি বায়ুং, তর্হানুদ্বাতি, তস্মাদেনমুদবাসীদিত্যাহরীয়ায় হনুদ্বাতি, যদাদিত্যোহন্তমেতি, বায়ুং তর্হি প্রবিশতি, বায়ুং চক্ৰমাঃ, বারো দিশঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ, বারোরেবাধি পুনর্জায়ন্তে” ইতি । ৩

যস্মাদেতদেব ব্রতং বাগাদিষ্মাদিষু চামুগতং, যদেতদ্বারোশ্চ প্রাণশ্চ চ পরি-
স্পন্দাত্মকত্বং সর্ষেদেবৈবমুদবর্তমানং ব্রতম্—তস্মাদত্তোহপ্যেকমেব ব্রতং চরেৎ ।
কিং তৎ ? প্রাণাৎ প্রাণনব্যাপারং কুর্যাৎ, অপাত্নাৎ অপাননব্যাপারঞ্চ ; ন হি
প্রাণাপানব্যাপারশ্চ প্রাণনাপাননলক্ষণশ্চ উপরমোহস্তি ; তস্মাদ্ভেদৈবকং ব্রতং
চরেৎ হিষেক্সিয়াস্তরব্যাপারম্—নেৎ মা মাং পাণ্মা মৃত্যুঃ শ্রমরূপী আপ্নুৎ আপ্নু-
য়াৎ—নেচ্ছবঃ পরিভয়ে—যত্ত্বহমস্মাদ তাত্ প্রচ্যুতঃ স্মাৎ, গ্রস্ত এবাহং মৃত্যুনা—
ইত্যেবং ব্রন্তো ধারয়েৎ প্রাণব্রতমিত্যতিপ্রায়ঃ । যদি কদাচিৎ উ চরেৎ প্রারভেত
প্রাণব্রতং, সমাপিপরিষেৎ সমাপয়িতুমিচ্ছেৎ । যদি হি অস্মাদ্ভূতানুপরমেৎ, প্রাণঃ
পরিভূতঃ স্মাৎ দেবশ্চ ; তস্মাৎ সমাপয়েদেব । তেন উ তেনানেন ব্রতেন প্রাণা-
নুপ্রতিপত্ত্যা সর্ষভূতেষু—বাগাদয়োহগ্ন্যদয়শ্চ মদাত্মকা এব, অহং প্রাণ আত্মা
সর্ষপরিস্পন্দকৃত্যং, এবং তেনানেন ব্রতধারণেন এতস্মা এব প্রাণদেবতায়াঃ সাযুজ্যং
সযুগ্ভাবমেকাত্মত্বং সলোকতাং, সমানলোকতাং বা একস্থানত্বং—বিজ্ঞানমান্দ্যা-
পেক্ষ্যমেতৎ—অস্মতি প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ পঞ্চমব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

টীকা ।—ব্রাহ্মণার্থদীর্ঘার্থঃ মন্ত্রমবতীর্ঘা ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা । সূর্যোহধিদৈবমুদর-
কালে বাগোরূপগচ্ছতি, তত্র চাপরসঙ্কাসময়েহন্তং গচ্ছতি । স এব চাধ্যাত্মং প্রবোধনময়ে
চকুরাস্তনা প্রাণাদুদেতি, পুরুষশ্চ স্বাপসময়ে চ তন্নিদ্রাবাস্তং গচ্ছতীতি যতশ্চেত্যারো বিভাগঃ ।
লোকস্তোত্তরার্ধঃ প্রাণাদিত্যাদিব্রাহ্মণব্যবহিতং লোকে পূর্ণতাজ্ঞাপনার্থং প্রথমং বাচ্যে—তং
দেবা ইতি । ধারণশ্চ প্রকৃতত্বাৎ সামায়েন চ বিশেষং লক্ষয়িত্বাহ—যতবন্ত ইতি । স এবেতি
ধর্মপারামর্শঃ । তদেতি সপ্তমী সংপূর্ণমন্ত্রমধিকরোতি । ইমং মন্ত্রমিতি পূর্বাকৌত্তিঃ । ১

উত্তরার্ধশ্চ ব্রাহ্মণ্যাকাঙ্ক্ষাপূর্বকমুবাণ্য ব্যাচ্যে—তমিত্যাদিনা । তৈরভগ্নং দেবৈরভগ্নত্বেন
মীমাংসিতং শেহুগচ্ছতীত্যর্থঃ । বিশেষণত্বার্থবৎ সাধয়তি—যত্ত্বিতি । ২

উক্তং হেতুমগ্নিরহস্তমাত্রিত্য বিশদয়তি—অথেতি । যথাহেতুপদার্থোহর্থশব্দঃ । অমুগচ্ছতি

শাস্ত্রোক্তোক্তং । বায়ুমহু তদধীন এব তস্মিন্ কাল উবাভ্যন্তরেতি । উদবাসীদন্তঃ গত ইত্যর্থঃ
ইতিশব্দোহগ্নিরহন্তবাক্যসমাপ্তার্থঃ । ৩

অধ্যাত্মঃ প্রাণব্রতমধিগৈবঃ চ বায়ুব্রতমিত্যেকমেব ব্রতং ধাৰ্য়মিতি । মন্ত্রব্রাহ্মণভ্যাং প্রতি-
পাদ্য তদ্বাদিতি ব্যাচষ্টে—বদ্বাদিতি । ন হি বাগাদয়োঃ প্রাণায়াময়ো বা পরিপূর্ণাবিরহিণঃ স্বাতু-
মৰ্হন্তি, তেন প্রাণাদিব্রতং তৈরমুখ্যতম এবত্যর্থঃ । একমেবেতি নিয়মে প্রাণব্যাপারস্তাভ্যন্তঃ
হেতুর্নান্ন—ন হীতি । তদমুখ্যতমে কলিতমাহ—তদ্বাদিতি । নমু প্রাণনাভ্যন্তাবে জীবনা-
সত্ত্বাসত্ত্বাধিকত্বাসত্ত্বানামবিধেয়মিত্যাশঙ্ক্যৈবকারলভ্যঃ নিয়মঃ দর্শয়তি—হিবেতি ।
নেতিত্যাধিবাক্যাত্মকস্বার্থমুক্তা । তাৎপৰ্য্যার্থমাহ—বচহমিতি । প্রাণব্রতস্ত সক্ষমস্থানমাশঙ্ক্য
সর্কেশ্রিয়বাপারনিবৃত্তিরূপঃ সংশ্রাসামানয়মমুখ্যতমমিত্যাহ—বদ্বীতি । বিপক্ষে বোধ্যমাহ—
যদি হীতি । প্রাণাদিপরিভবপরিহারার্থঃ নিয়মঃ নিগময়তি—তদ্বাদিতি ।

বিভাক্ষনঃ বক্তৃ ভূমিকাং ক্রোড়তি—স্তেনেতি । ব্রতমেব বিশিনষ্টি—প্রাণেতি । প্রতি-
পত্তিমেষ একটয়তি—সর্কভূতেতি । সম্প্রতি বিভাক্ষনঃ কথয়তি—এবমিতি । কথমেকস্মিন্বেব
বিজ্ঞানে ফলবিকল্পঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য বিজ্ঞানপ্রকরণপেকং সামুদ্রায়, তদ্বিকরণপেকং চ সালোক্য-
নিত্যাহ—বিজ্ঞানেতি । ১৪ । ২৩ ।

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকাসাং প্রথমোধ্যায়ের পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণম্ । ১ । ৫ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—সংক্ষেপে যথোক্ত অর্থের প্রকাশক এইরূপ একটি
শ্লোক আছে । স্বর্ঘ্যদেব [আধিদৈবিকরূপে] যাহা হইতে—যে বায়ু হইতে
উদ্ভিত—উর্দ্ধে উদ্ভিত হন, এবং আধ্যাত্মিক চক্ষুরূপে প্রাণ হইতে [উদ্ভিত হন],
(১) আবার অপরসক্ষ্যাসমন্বয়ে (সায়ংকালে) ও স্নমুপ্তিসমন্বয়ে যাহার মধ্যে
অর্থাৎ বায়ুতে ও প্রাণেতে অন্তর্গমন করেন ; দেবতাগণ পুরাকালে তাহাকে ধর্ম-
রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও আধি-
দৈবিক অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা বিচারপূর্বক যথাক্রমে বায়ুব্রত ও প্রাণব্রত
গ্রহণ করিয়াছিলেন । দেবতাগণ বর্তমান সময়ে তাহার অনুবৃত্তি করিতে-
ছেন, এবং ভবিষ্যৎকালেও তাহারই অনুসরণ করিবেন । এই ব্রাহ্মণ (এই

(১) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ স্বর্ঘ্য ও বায়ুপ্রভৃতি দেবতার তিনভাবে একটন দেখিতে
পাওয়া যায়,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক । যেমন—আধিদৈবিক রূপে যিনি
স্বর্ঘ্য, আধিভৌতিকরূপে তিনিই অগ্নি, আবার আধ্যাত্মিকরূপে তিনিই চক্ষুরূপে প্রকটিত
হইয়াছেন । এইরূপ বায়ুদেবতারও আধিভৌতিকভাবে ত্রিণ আধ্যাত্মিক ভাবেও একটি রূপ
আছে ; এই ক্ষণ প্রাতঃকালে বায়ু হইতে স্বর্ঘ্যের, আর প্রবোধকালে প্রাণ হইতে চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং সায়ংকালে বায়ুতে স্বর্ঘ্যের, আর স্নমুপ্তিসমন্বয়ে প্রাণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অন্ত
গমনের কথা বলা হইয়াছে । মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকায় ইহার বিবৃত্ত বিবরণ আছে,
ইচ্ছা থাকিলে সেই স্থান দ্রষ্টব্য ।

শ্রুতি) নিজেই “প্রাণাধা” ইত্যাদি বাক্যে উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন । ১

এখন ‘তৎ দেবাঃ চক্রিরে ধর্মং স এবাশ্র স উ স্বঃ’ এই মন্ত্রটির অর্থ কি, তাহা বলিতেছেন—এই আধ্যাত্মিক বাক্-প্রভৃতি আর আধিদৈবিক অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা-গণ পুরাকালে, যে ব্রত—যে বায়ুব্রত ও প্রাণব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা সেই ব্রত পরিপালন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও পালন করিবেন, অর্থাৎ কখনও তাঁহাদের ব্রতভঙ্গ হয় নাই ও হইবে না । আর বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ও অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার নিজস্ব যে ব্রত, তাহা ভগ্ন হইয়াছে ; কেননা, অন্তর্মিত হইবার সময়ে ও স্মৃষ্টিকালে তাহাদের ব্রতের (নিরন্তর জলন ও শব্দোচ্চারণ কার্যের) নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । অভিপ্রায় এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে, ‘জলিষ্যাম্যেব অহম্’ ইত্যাদি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্তঃগমনকালে তাঁহাদের সেই প্রতিজ্ঞারূপ কার্য্যশক্তি থাকে না, এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও যে, ‘বদিস্যাম্যেব অহম্’ ইত্যাদি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্মৃষ্টিসময় উপস্থিত হইলে, তাহাদেরও সেই বাগ্-ব্যবহারাদি থাকে না ; সমস্তই প্রাণে বিলীন হইয়া যায় ; অথচ বায়ু ও প্রাণ যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সে ব্রত আজ পর্য্যন্তও অক্ষতই রহিয়াছে, এবং সুদূর-ভবিষ্যতেও অব্যাহতই থাকিবে । ২

অতঃপর এ কথা উক্ত আছে—‘পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন বাক্ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রাণে বিলীন হয় ; মনও প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, চক্ষুঃ এবং শ্রবণে—দ্রিয়ও প্রাণে অন্তর্মিত হয় ; আবার যখন প্রবুদ্ধ হয়—পুরুষ জাগরিত হয়, তখন প্রাণ হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় পুনঃ প্রোদ্বর্ত্ত হয় । এই পর্য্যন্ত গেল অধ্যাত্মসম্বন্ধের কথা ; অতঃপর অধিদৈবত সম্বন্ধের কথা বলা হইতেছে—অগ্নি বেসময় বায়ুর অনুগমন করে অর্থাৎ বায়ুতে প্রবেশ করে, তখনই অগ্নি অন্তর্মিত (নির্কীর্ণিত) হয় ; সেই জগ্নিই তাদৃশ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, অগ্নি অন্তর্মিত হইয়াছে ; কারণ, তৎকালে তাহা বায়ুর অনুগত হইয়া থাকে ; আবার আদিত্য যখন অন্তর্মিত হন, তখন তিনিও বায়ুতে প্রবেশ করেন, চন্দ্রও বায়ুতে প্রবেশ করেন, দিক্-সমূহও বায়ুর মধ্যে অবস্থিত হয়, পুনর্বার সেই বায়ু হইতেই তাঁহারা প্রোদ্বর্ত্ত হন’ ইতি । ৩

যে হেতু, বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যে এইরূপ ব্রতই অনুগত রহিয়াছে, অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণের যে পরিস্পন্দনাত্মক ব্যাপার, সমস্ত দেবগণ ব্রতরূপে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন, সেইহেতু অপর লোকেও একই

ব্রত আচরণ (অমুষ্ঠান) করিবে। সেই ব্রতটি কি? “প্রাণ্যাৎ”—প্রাণন-
ব্যাপার করিবে, এবং “অপাত্নাৎ” অপানবায়ুর কার্য সম্পাদন করিবে, অর্থাৎ
কেবল প্রাণ ও অপানের কার্য যাত্র করিবে; কারণ, প্রাণের ব্যাপার—প্রাণন
(শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করা) ও অপানের কার্য—অপানন (মলমূত্রাদির অধোনিয়ন
করা), এই উভয় প্রকার কার্যের কস্মিন্ কালেও নিবৃত্তি হয় না। অতএব অপ-
রাপর ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের ব্যাপারে আসক্ত না
হইয়া,—পাপ্ণা—শ্রমরূপী মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করিবে,—অভিভূত করিবে,
এই ভয়ে একই ব্রতের অমুষ্ঠান করিবে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি
যদি উক্ত প্রাণব্রত হইতে বিচ্যুত হই, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিবে,
এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণব্রত গ্রহণ করিবে। আর যদি কখনও প্রাণব্রত ধারণ
করে, তবে অবশ্যই তাহার সমাপন করিতে ইচ্ছা করিবে—যত্ববান থাকিবে।
যদি উক্ত ব্রত হইতে বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ এবং তদধিষ্ঠাতা
দেবতাগণ পরিভূত (মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত) হয়; অতএব অবশ্যই গৃহীত ব্রত
সমাপন করিবে। ৪

এই ব্রত দ্বারা—প্রাণব্রত-গ্রহণের ফলে প্রাণাশ্রয়তাব্যাপ্তি হয়, তাহা দ্বারা
সর্বভূতে—বাক্-প্রভৃতি ও অগ্নি-প্রভৃতি দেবতা নিশ্চয়ই মৎস্বরূপ (আমা হইতে
পৃথক্ নহে) এবং আমিই সর্বভূতে পরিস্পন্দনের হেতুভূত, এবং বিধ ব্রতধারণের
গুণে তিনি এই প্রাণ-দেবতারই সাযুজ্য—সযুগ্ভাব অর্থাৎ একাশ্রয়তাব কিংবা
লোকোক্তা—সমানলোকে বাস প্রাপ্ত হন; [জ্ঞানের ভারতম্যানুসারে উক্তপ্রকার
কলভেদ কথিত হইল] ॥ ৭৭ ॥ ২৩ ॥

প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ ব্রাহ্মণম্ :

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কৰ্ম, তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেবা-
মুখ্যমতো হি সৰ্ব্বাণি নামান্যুক্তিষ্ঠন্তি ।

এতদেবাং সার্মৈতদ্ধি সৰ্ব্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেবাং ব্রহ্মৈতদ্ধি
সৰ্ব্বাণি নামানি বিভর্তি ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—ইদানীং যথোক্তসাধ্য-সাধনাত্মকস্য সৰ্বস্য জগতঃ ত্রৈবিধ্য-
মাহ—“ত্রয়ং বা” ইত্যাদিনা । ইদং (যথোক্তং সৰ্বমেতৎ) ত্রয়ং বৈ (এব) ;
[কিং তৎ ত্রয়ম্ ?] নাম (সংজ্ঞাশব্দঃ), রূপং (আকৃতিঃ), কৰ্ম (ক্রিয়া চ) ;
তেষাং নাম্নাং [যৎ] বাক্ ইতি (শব্দসামান্যং), এতৎ এবাং (নাম্নাং) উক্তং
(উৎপত্তিস্থানং) ; হি (যস্মাৎ) অতঃ (নামসামান্যং) সৰ্ব্বাণি নামানি উক্তি-
ষ্ঠন্তি (উৎপত্তিস্থে) ; এতৎ (শব্দসামান্যং) এবাং (নাম্নাং) সাম ; হি (যস্মাৎ)
এতৎ সৰ্বৈঃ নামভিঃ সমম্ (সমানম্) ; এতৎ এবাং ব্রহ্ম (আত্মা) ; হি (যস্মাৎ)
এতৎ সৰ্ব্বাণি নামানি বিভর্তি (ধারয়তি) ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ।—পূৰ্বে সাধ্য-সাধনভাবে যে সপ্তপ্রকার অন্নের
কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তই ত্রিবিধ (তিন ভাগে বিভক্ত)—
নাম, রূপ ও কৰ্ম । বাক্ অর্থাৎ সাধারণ শব্দমাত্রই উক্ত নাম-
সমূহের উক্ত অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ; কারণ সমস্ত নামই এই
শব্দসামান্য হইতে সমুদ্ভূত হয় । এই বাক্ই সমস্ত নামের সাম
অর্থাৎ সামান্য ভাব ; কারণ, এই শব্দসামান্য হইতেছে সমস্ত
নামের সমান—এক-ধর্মাক্রান্ত ; আর এই শব্দসামান্যই উক্ত নাম-
সমূহের ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা ; কারণ, শব্দসামান্যই সমস্ত বিশেষ বিশেষ
নামকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ; [কেন না, শব্দাতিরিক্ত নামের
কোনও অস্তিত্ব নাই] ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্।—যদেতদবিজ্ঞাবিষয়ত্বেন প্রস্তুতং সাধ্যসাধনলক্ষণং
ব্যাকৃতং জগৎ প্রাণাত্মপ্রাণাত্মোৎকর্ষবদপি ফলম্, বা চৈতন্য ব্যাকরণাৎ প্রাগবস্থা
অব্যাকৃতশব্দবাচ্যা—বৃক্ষবীজবৎ সৰ্বমেতৎ, ত্রয়ম্ । কিং তৎ ত্রয়ম্ ? ইত্যুচ্যতে—

নাম রূপং কৰ্ম চৈতি অনাদ্বৈব—ন আত্মা যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম ; তদ্বাদব্রহ্ম-
দ্বয়ভ্যোভেদভ্যেদমর্থঃ ত্রয়ং বা ইত্যাত্মারম্ভঃ । ন হস্মাৎ অনাদ্বৈনোহব্যাবৃত্ত-
চিন্তাস্থানমনেব লোকম্—অহং ব্রহ্মস্মীত্বাপসিতুং বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে, বাহ-
প্রত্যগায়প্রবৃত্ত্যোৰ্বিরোধোৎ । তথা চ কাঠকে—

“পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ম্বৃত্তস্মাৎ পরাঃ পশুতি নাস্তরাশ্বন ।

কশিচীদ্রঃ প্রত্যগায়ানমৈক্ষদাবৃত্তচকুরমৃতত্বমিচ্ছন ॥” ইত্যাদি । ১

কথং পুনরশ্ব ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্ত ক্রিয়াকারকফলাশ্বনঃ সংসারস্ত নামরূপ-
কৰ্ম্মাদ্বকৈতব, ন পুনরাশ্বম্—ইত্যেতৎ সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইতি । অত্রোচ্যতে
—তেবাং নাম্নাং বণোপশ্রুতানাং—বাগিতি শব্দসামান্যমুচ্যতে, “যঃ কশ্চ শব্দো
বাগেব সা” ইত্যুক্তবাং বাগিত্যেতস্ত শব্দস্ত যোহর্থঃ শব্দসামান্যমাত্রম্, এতদেতেবাং
নামবিশেষাণামুক্ণং কারণম্ উপাদানম্, সৈন্ধবলবণকণানামিব সৈন্ধবাচলঃ ;
তদাহ—অতো হস্মাদ্ভিন্নসামান্যং সৰ্ব্বাণি নামানি যজ্ঞদন্তো দেবদন্ত ইত্যেবমাদি-
প্রবিভাগানি উত্তিষ্ঠন্তি উৎপত্তস্তে প্রবিভজ্যস্তে লবণাচলাদিব লবণকণাঃ ; কার্যক
কারণেনাব্যতিরিক্তম্ । তথা বিশেষাণাঞ্চ সামান্ত্রেহস্তর্ভাবাৎ । ২

কথং সামান্ত্রবিশেষভাব ইতি—এতৎ শব্দসামান্যম্ এবাং নামবিশেষাণাং
দাম, সমবাং সাম সামান্ত্রমিত্যর্থঃ । এতৎ হি যস্মাৎ সৰ্ব্বৈর্নামভিরাশ্ববিশেষৈঃ
সমম্ । ৩

কিঞ্চ, আত্মলাভাবিশেষাচ্চ নামবিশেষাণাম্—যশ্চ চ যস্মাদাত্মলাভো ভবতি,
প তেনাপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ, যথা ঘটাধীনো মৃদা । কথং নামবিশেষাণাম্ আত্মলাভো
বাচ ইতি ? উচ্যতে—যত এতদেবাং বাক্শব্দবাচ্যং বস্তু ব্রহ্ম আত্মা, ততো
হাত্মলাভো নাম্নাম্, শব্দব্যতিরিক্তস্বরূপানুপপত্তেঃ । তৎ প্রতিপাদয়তি—এতচ্ছব্দ-
সামান্যং হি যস্মাচ্ছব্দবিশেষান্ সৰ্ব্বাণি নামানি বিভক্তি ধারয়তি স্বরূপপ্রদানেন ।
এবাং কার্যকারণত্বোপপত্তেঃ সামান্ত্রবিশেষোপপত্তেরাশ্বপ্রদানোপপত্তেঃচ নাম-
বিশেষাণাং শব্দমাত্রতা সিদ্ধা । এবমুত্তরয়োঃপি সৰ্ব্বং যোজ্যং যথোক্তম্ ॥ ১৮ ॥ ১ ॥

টীকা।—প্রপঞ্চিতপ্রাবিষ্টকাণ্ডস্ত সঙ্ক্ষেপেণোপসংহারার্থং ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—যদেত-
দিতি । কসমপি জ্ঞানকৰ্ম্মণোক্তবিশেষণবদ্ যদেতৎ প্রপ্ততমিতি সৰ্ব্বকঃ । অব্যাকৃতপ্রক্রিয়ান্না-
মুক্তং দ্বারয়তি—বা চেতি । ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্ত জগতঃ সংগৃহীতঃ রূপমাহ—সৰ্ব্বমিতি । বাঘনঃ-
প্রাণাখ্যঃ ত্রয়মিতি শব্দঃ প্রতাহ—কিং ভদিত্যাदिना । কিমর্থঃ পুনরনুপসংহার ইত্যশঙ্ক্যাহ—
অনাদ্বৈতঃ বতি । আত্মপ্রসংহারমাহ—বৎসাক্ষাদিতি । অনাদ্বৈতেন জগতো হেয়ত্বং তচ্ছব্দেন
পরাস্তম্ভে । বৈরাগ্যমপি কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । অবিরক্তোহপি কৃত্বহনিতরা
স্তহাধিকারী স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাহেতি । অনাস্ত্রপ্রবণমপ্যাস্ত্রানং প্রত্যাহনিত্যাশ্বনঃ

সর্কাস্বাৎ, কুতো বিরোধ ইত্যাহ—তথৈতি । কথং তর্হি প্রত্যগাত্মবীত্বাহ—
কচ্চিদিতি ।

উপনংহারস্তেৎ সৎগত্বেইপি সর্কস্তু জগতো নামাদিনাত্বেৎ প্রমাণাত্মবাদযুক্তমিতি
শব্দঃ—কথমিতি । অহুমাইনঃ সম্ভাবনাং দর্শয়তি—অত্রৈতি । তত্র তৎকার্যব্হেতুকমহুমান-
মাহ—তেনামিতি । বাগিত্যেতদ্রূপমিতি সৎকঃ । ইন্দ্রিয়বাবৃত্তার্থং বাক্যপদার্থমাহ—শব্দেতি ।
সংগৃহীতমর্থঃ বিবৃণোতি—যঃ কশ্চেত্যাদিনা । উৎপত্তমূপপাদয়িতুমন্তরং বাক্যমিত্যাহ—
তদাহেতি । কার্যকারণতাবেইপি কিমায়াতমত আহ—কার্যং চেতি । সর্কে নামবিশেষা-
ন্তমাত্রাৎ তত্ত্বতো ন ভিত্ত্বন্তে তৎকার্যত্বাৎ, যৎ যৎকার্যং, তত্ত্বতো ন ভিত্ত্বন্তে, যথা মূদো ঘট
ইত্যর্থঃ । সর্কে নামবিশেষাত্তৎসামান্ত্রে কল্পিতাঃ প্রত্যেকঃ তদমুবিদ্ধত্বাদ্ভিন্নমংশানুবিদ্ধ-
সর্গাদিবদিত্যমুমানান্তরমাহ—তথৈতি । কার্যগাং কারণেত্তত্ত্বাববদিত্তি বাবৎ ।

উক্তস্বয়ং প্রপূর্বকং প্রপঞ্চয়তি—কথমিত্যাদিনা । সামং সাধয়তি—এতদ্বীতি । ইতচ্চ
নামবিশেষা নামমাত্রাৎতত্ত্ববত্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি । নামবিশেষাণাং নামমাত্রাদাত্মলাভাত্তদ্বাদ-
বিশেষাত্তদ্রৈবাত্তত্ত্বাব ইত্যক্ষরার্থঃ । সর্কে নামবিশেষাত্তৎসামান্ত্রাৎ পৃথগন্ততঃ সত্তি,
তেনাস্বব্যাৎ, যে যেনাস্ববস্তন্তে ততোহন্তে বস্তন্তো ন সত্তি, যথা মূদাস্ববস্তো ঘটাদয়ো
বস্তন্তগতোহন্তে ন সত্তীত্বাক্তেহমুমানো ব্যাপ্তিঃ সাধয়তি—বস্ত্ত চেতি । হেতুনাভো ভবতীতি
পেথঃ । তত্রৈব যুক্তিমাহ—ততো হীতি । তত্রৈব বাক্যমবত্যা ব্যাচষ্টে—তদিত্যাদিনা ।
তদ্বাত্তদ্বাত্তদ্রবিশেষাণামাত্মলাভ ইতি বাক্যশেষঃ । প্রথমকৃতিকর্য সিদ্ধমর্থমূপসংস্রতি—
এবমিতি । উপপত্তিপ্রমুত্তরবাক্যস্বরেইপি তুল্যমিত্যাদিশতি—এবমুত্তরয়োঃ ইতি । ৭৮ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তি বা প্রাপ্তাপত্য পদলাভ বাহার
সর্কোৎকৃষ্ট ফল, সেই যে, এই সাধ্যসাধনাত্মক অভিব্যক্ত জগৎ বর্ণিত হইয়াছে,
এবং আরও যে, বুকের বীজাবহার দ্বায় এই জগতের অভিব্যক্তিরও পূর্ববর্তী
অব্যাকৃত শব্দবাচ্য অবস্থা কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই তিনপ্রকার । সেই
তিনটি প্রকার কি কি, তাহা বলা হইতেছে—নাম, রূপ ও কর্ম । এই তিনটিই
অনাত্মা, কিন্তু যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপ আত্মা, তৎস্বরূপ নহে, পরন্তু আত্মা
হইতে ভিন্ন ; অতএব এই সংসার হইতে যাহাতে বিরক্তি (বৈরাগ্য) হইতে
পারে, সেই উদ্দেশ্যে “জয়ং বা ইদম্” ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে ; কেন
না, অনাত্মভূত এই সংসার হইতে যাহার চিত্ত বিরক্ত বা বৈরাগ্যসম্পন্ন না হয়,
তাহার পক্ষে কখনই “অহং ব্রহ্মস্মি” (আমি ব্রহ্ম) এইরূপে আত্ম-লোকের
উপাসনায় বুদ্ধি-প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; কারণ, বাহ্যবিষয়ে অনুবৃত্তি ও
প্রত্যগাত্মবিষয়ে প্রবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব । কঠোপনিষদেও আছে—“স্বয়ন্তু
(আদিকর্তা) ইন্দ্রিয়গণকে পরাস্তুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই হেতু জীব
“পরাক্রি”—বাহ্যপদার্থই দর্শন করিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না ।
অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় বাহার চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টি আবৃত্ত (পরিবর্তিত—অন্তর্মুখী)

হইয়াছে, এমন কোনও (অতি অল্পসংখ্যক) ধীর ব্যক্তিই প্রত্যক্ আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন' ইত্যাদি । ১

ভাল, ক্রিয়া, কারক ও ফলায়ক এই ব্যাকৃত্যব্যাকৃত অর্থাৎ স্থলস্থানায়ক সংসার যে, কেবলই নাম, রূপ ও কর্মায়ক, পরন্তু আত্মস্বরূপ নয়, ইহা কি প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে? তদন্তরে বলা হইতেছে—ঋতির 'বাক্' শব্দে শব্দসামান্য অর্থাৎ সামান্যাকারে শব্দমাত্রই বুঝাইতেছে; কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'যাহা কিছু শব্দ, সে সমস্ত বাক্ই' (বাক্ হইতে পৃথক্ নহে) । 'বাক্' শব্দের যাহা অর্থ—সাধারণ শব্দমাত্র, তাহাই এই যথোক্ত বিশেষ বিশেষ নামের (রাম, শ্রাম ইত্যাদি শব্দের) উক্ত—কারণ—উপাদানস্বরূপ; যেমন সৈন্ধব-পর্বত লবণকণাসমূহের উপাদান (সমষ্টি), তেমনি । এই কথাই বলিতেছেন—যেহেতু, এই নাম-সামান্যায়ক বাক্ হইতেই সমস্ত বিশেষ নাম—'দেবদত্ত' 'যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দসমূহ উৎথিত হয়—উদ্গত হয় অর্থাৎ লবণাচল হইতে লবণকণার শ্রায় বহির্গত হইয়া থাকে, অথচ কার্য বা জ্ঞান পদার্থমাত্রই স্ব স্ব কারণ হইতে অতিরিক্ত নয়; সেইরূপ বিশেষ অবস্থামাত্রই সাধারণ পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট, অতিরিক্ত নয় । ২

ভাল, নাম ও বাক্, এতদ্বয়ের মধ্যে সামান্য-বিশেষভাবে ঘটে কিরূপে? [তদন্তরে বলিতেছেন—] এই যে সামান্য শব্দ—বাক্, ইহাই বিশেষ বিশেষ নামের সাম—সমতা বা সাম্য আছে বলিয়াই সাম অর্থাৎ সমধর্মী । যেহেতু, এই বাক্ সামান্যই স্বীয় অবস্থাবিশেষরূপ নাম-সমূহের সহিত সমান; [সেই যেহেতুই ইহাদের সামান্য-বিশেষভাব সম্ভবপর হয়] । ৩

অপিচ, বিশেষ বিশেষ নামগুলির আত্মলাভে বা অভিব্যক্তিতে বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিও ইহার অপর কারণ,—যাহা হইতে যাহার আত্মলাভ বা উৎপত্তি হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, সে তাহা হইতে অবিভক্ত বা অপৃথক্; যেমন মৃত্তিকার সহিত ঘট-সমূহের (অভেদ, তেমনি) (১) । বাক্ হইতে বিশেষ বিশেষ

(১) তাৎপর্য—এখানে বাক্ শব্দে সাধারণতঃ শব্দমাত্র অভিহিত হইয়াছে । সামান্য শব্দেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থার নাম হইতেছে—'দেবদত্ত, রাম, শ্রাম' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নাম । সর্বত্রই বিশেষ অবস্থাগুলি সামান্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; যেমন বৃক্ষ-সামান্যের অন্তর্গত হয় বৃক্ষবিশেষ—আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি । তাহার পর, সাধারণ বস্তুর ভেদাত্মীয় বিশেষ বস্তুর কারণ হইয়া থাকে, যেমন—সাধারণ মৃত্তিকাই—মৃগ্নয় ঘটাদির কারণ; কার্যমাত্রই স্বকারণের ব্যাপ্য (অধীন); অতএব নামবিশেষও বাক্ সামান্যেরই অন্তর্নিবিষ্ট; অভিন্ন বস্তু ।

নাম-সমূহের আত্মলাভ হয় কি প্রকারে, এখন তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু বাক্শব্দবাচ্য বাক্ বস্তুটি হইতেছে—এই নাম-সমূহের ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা, সেই হেতুই বাক্ হইতে নাম-সমূহের আত্মলাভ স্বীকার করিতে হয়; কারণ, কোন নামেরই শব্দাতিরিক্ত স্বরূপ উপপন্ন হয় না। এ কথার উপপাদনার্থ বলিতেছেন—যেহেতু, এই সামান্য শব্দই (বাক্ই) স্বরূপসমর্পণ করিয়া শব্দগুলিকে—সমস্ত নামকে ধারণ করিয়া রাখে; [অতএব সামান্য ও নামবিশেষের মধ্যে সামান্য-বিশেষ ভাব থাকা অসম্ভব হইতেছে না]। এইরূপে কার্য-ধারণভাবের উপপত্তি হেতু, সামান্য-বিশেষভাবেরও উপপত্তি হেতু এবং উৎপাদকত্ব হেতুও বিশেষ বিশেষ নামগুলির সামান্য-শব্দাত্মকতা সিদ্ধ হইল। এখানে যে সমস্ত কথা বলা হইল, পরবর্তী ঋতিয়গে ইহার সমস্তই যোজনা করিতে হইবে ॥ ৭৮ ॥ ১ ॥

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেদামুচ্ছ্রমতো হি সর্বানি রূপাণ্যুত্তীর্ণন্ত্যেতদেদাং সান্নৈতদ্ধি সর্কৈরূপৈঃ সমমেতদেদাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বানি রূপানি বিভর্তি ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (নাম্নো নির্দেশানন্তরং) চক্ষুঃ (চক্ষুগ্রাহ্যং রূপ-সামান্যম্) ইত্যেতৎ এবাং রূপাণাং (শ্বেতপীতাদীনাম্) উচ্ছ্রং (উৎপত্তিস্থানং); হি যস্মাৎ, অতঃ (অস্মাৎ—রূপসামান্যং) সর্কানি রূপানি (শ্বেতপীতাদিরূপভেদাঃ) উত্তীর্ণন্তি (উদগচ্ছন্তি); তথা এতৎ (রূপসামান্যং) এবাং (রূপবিশেষাণাং) সাম (সমত্বং, সাম্যাবস্থা); হি (যস্মাৎ) এতৎ (রূপসামান্যং) সর্কৈঃ রূপৈঃ (শ্বেতপীতাদিভেদৈঃ) সমং (সমানং—ঐক্যাপন্নং); এতৎ (রূপসামান্যং) এবাং (রূপাণাং) ব্রহ্ম (ব্যাপকং—আত্মা)। হি (যস্মাৎ) এতৎ (সামান্য-রূপমেব) সর্কানি (সর্কান্ রূপভেদান্) বিভর্তি (ধারণতি); [কার্য্যমাত্রশ্চৈব কারণানুপ্রবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ] ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—এখন নামনির্দেশের পর রূপসম্বন্ধে সাম্য নির্দেশ করিতেছেন—চক্ষুঃ অর্থ—চক্ষুর গ্রাহ্য সাধারণ রূপমাত্র। এই চক্ষুঃ হইতেছে—শ্বেতপীতাদি বিভিন্ন রূপের উচ্ছ্র উৎপত্তিস্থান; কারণ, এই সামান্য রূপ হইতেই সমস্ত বিশেষ রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রূপসামান্যই আবার সমস্ত বিশেষ রূপের সাম অর্থাৎ সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি স্বরূপ; কারণ, এই সামান্যরূপই অপর সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপের সহিত সমান—ঐক্যাবস্থা প্রাপ্ত। এই রূপসামান্যই এই সমস্ত

বিশেষ বিশেষ রূপের ব্রহ্ম—ব্যাপক আত্মা ; কারণ, স্থূলসূক্ষ্মাদি বিশেষ রূপমাত্রই এই সামান্য রূপ দ্বারা বিধৃত বা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

শাক্তরশ্মাশ্রম্য ।—অথেনানীং রূপাণাং সিতাসিতপ্রভৃতীনাং—চক্ষুরিতি চক্ষুঃবিষয়সামান্যং চক্ষুঃশকাভিধেয়ং রূপসামান্যং প্রকাশ্যমাত্রমভিধীয়তে । অতো হি সৰ্ব্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্তি, এতদেষাং সাম, এতচ্চি সৰ্ব্বৈঃ রূপৈঃ সমম্, এতদেষাং ব্রহ্ম, এতচ্চি সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিভর্তি ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

টীকা ।—ভদ্র ব্যাখ্যানমাপেক্ষাণি পদানি ব্যাকরোতি—অথেনাদিনা । নামব্যাখ্যানানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ । চক্ষুরিতি চক্ষুঃশকাভিধেয়ং চক্ষুঃবিষয়সামান্যমভিধীয়তে, তদ্রূপসামান্যং, তদপি প্রকাশ্যমাত্রমিতি যোজন্য । ৭৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অথ শব্দের অর্থ—নামনির্দেশের আনুগত্য ; চক্ষুঃ অর্থ—চক্ষুঃগ্রাহ্য সমস্ত বিষয়—চক্ষুর প্রকাশ্য সামান্য রূপমাত্রই অভিহিত হইতেছে । [এই চক্ষুই] রূপ-সমূহের অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মাদি বস্তু ও বর্ণসমূহের [উক্ত] ; কারণ, ইহা হইতেই সমস্ত রূপ উৎপন্ন হয় ; ইহা সমুদয় রূপের সাম ; যেহেতু ইহা সমস্ত রূপের সমান, এবং ইহাই এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ রূপগুলিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে (১) ॥ ৭৯ ॥ ২ ॥

অথ কৰ্ম্মণামাত্মেন্ত্যেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেত্যেতদেষাং সামৈতচ্চি সৰ্ব্বৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতচ্চি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি বিভর্তি, তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাত্মা একঃ সম্মেতৎ ত্রয়ং তদেতদমৃতং সন্তোয় চক্ষ্মং, প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণচ্ছমঃ ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাদ্যায়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

(ব্রাহ্মণক্রমেণ তু তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥)

(১) তাৎপৰ্য্য—শ্রুতির এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে শুদ্ধ একটি অবিশেষিত রূপমাত্র ছিল, কোন বিভাগ ছিল না ; পরে সেই নির্কিশেষ সামান্য রূপ হইতেই বিশেষ বিশেষ বস্তুবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়াছে । বর্তমান সময়ে পাকাতা পণ্ডিতেরা যে, শুভ্র বর্ণটাকে সমস্ত বর্ণের সমষ্টিকৃত বা কোন বর্ণবিশেষ নয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাই কি এই রূপ সামান্য ? এই সামান্য রূপকেই সমস্ত রূপের আকর এবং সমতাবহা , ও ব্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং), [দর্শন-চলনাত্মকানাং সর্বকর্মণাং কর্ম-সামান্ত্রে অন্তর্ভাব উচ্যতে]—আত্মা ইতি [শরীরমুচ্যতে, শরীরসাধ্যত্বাৎ কর্ম-সামান্ত্রাত্মকত্বাচ্চ]। আত্মেতি এতৎ এবাং (লোকসিদ্ধানাং) কর্মণাং (দর্শন-শ্রবণাদীনাম্ স্পন্দনাত্মকানাং চ গমনাদীনাম্ কর্মবিশেষাণাং) উক্তং (উৎপত্তি-স্থানং); হি (যস্মাৎ) সর্বাণি কর্মাণি (কর্মবিশেষাঃ) অতঃ (কর্মসামান্ত্রাত্মকাত্ম শরীরাত্ম) উত্তিষ্ঠন্তি; এতৎ (সামান্ত্রং) এবাং (কর্মবিশেষাণাং) সাম (সমভূৎ); হি (যস্মাৎ) এতৎ সর্বে: কর্মভিঃ সমং (বিশেষস্ত সামান্ত্রানতিরেকাত্ম); এতৎ এবাং (কর্মবিশেষাণাং) ব্রহ্ম (ব্যাপকং—আত্মা.); হি (যস্মাৎ) এতৎ (কর্ম-সামান্ত্রং) সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি। এতৎ (যথোক্তং নাম, রূপং, কর্ম চ) ত্রয়ং (ত্রিবেণীবৎ অতোত্ত্বসংশয়ং) সৎ একং (অভিন্নং) অয়ং আত্মা (দেহপিণ্ডঃ) [নামরূপকর্মণাম্ অনাত্মকত্বাৎ, দেহস্ত চান্নময়ত্বাৎ, দেহে তদৈক্যাৎ সম্পন্নমিতি ভাবঃ]। আত্মা (দেহঃ) উ (অপি) একঃ (সংহতঃ) সন্ এতৎ ত্রয়ং (নামরূপকর্ম-ত্বকং)। এতৎ (ব্যক্ষ্যমাণং) অমৃতং সন্তোষন চ্ছন্নং (ব্যাপ্তং); [কিং তৎ অমৃতং, কিংবা সত্যং, তদাহ—] প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) বৈ (প্রসিদ্ধো) অমৃতং (অমৃতঃ শ্রমাত্মকমরণরহিতঃ); নাম-রূপে সত্যং, তাভ্যাং (নামরূপাভ্যাং) অয়ং প্রাণঃ চ্ছন্নঃ (ব্যাপ্তঃ, সমাবৃত্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ ষষ্ঠব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদব্যাখ্যায়াং সরলার্থঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ।—[অতঃপর কর্মের সামান্ত্র-বিশেষভাব কথিত হইতেছে—] আত্মা—কর্মসম্পাদনের হেতুভূত শরীর হইতেছে—বিশেষ বিশেষ কর্মের উক্ত (উৎপত্তির কারণ); কেন না, সমস্ত কর্মই ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। এই কর্মসামান্ত্রাত্মক শরীর হইতেছে এ সমস্তের (বিশেষ বিশেষ কর্মের) সাম অর্থাৎ সাম্যাবস্থাাত্মক; কারণ, বিশেষ বিশেষ সমস্ত কর্মের সহিত ইহা সম অর্থাৎ সমান; এই কর্ম-সামান্ত্রাত্মক শরীর হইতেছে—সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্মের ব্রহ্ম (ব্যাপক); কারণ, ইহাই অপর সমস্ত কর্মকে ধারণ করিয়া আছে। ইহারা তিন হইয়াও এক—(আত্মা দেহস্বরূপ); আত্মাও আবার এক হইয়াও (দেহরূপে ভেদরহিত হইয়াও) এই তিন; [কারণ, দেহ ত অন্ত্রত্রয়েরই বিকার বা পরিণাম]। প্রসিদ্ধ এই অমৃত সত্য দ্বারা

আচ্ছাদিত আছে । পূর্বোক্ত প্রাণই অমৃত (মরণরহিত) ; নাম ও রূপ হইতেছে—সত্য, সেই নাম ও রূপ দ্বারা এই প্রাণ আচ্ছাদিত বা আবৃত রহিয়াছে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণানুবাদ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভ্যাস্তম্ ।—অথেনানীং সৰ্ব্বকৰ্ম্মবিশেষাণাং মননদৰ্শনাস্থকানাং চলনাস্থকানাং চ ক্রিয়াসামান্ত্রমাভ্যেহন্তৰ্ভাব উচ্যতে । কথম্ ? সৰ্বেষাং কৰ্ম্ম-বিশেষাণাম্, আত্মা শরীরং সামান্ত্রম্ আত্মা—আত্মনঃ কৰ্ম্ম আত্মেতুচ্যতে ; আত্মনা হি শরীরেণ কৰ্ম্ম কৰোতীত্যুক্তম্, শরীরে চ সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাভিভাষ্যতে ; অতস্তাৎস্বাং তচ্ছকং কৰ্ম্ম—কৰ্ম্মসামান্ত্রমাভ্যং সৰ্বেষামুক্তমিত্যাदि পূৰ্ব্ববৎ ।

তদেতদ্ যথোক্তং নাম রূপং কৰ্ম্ম ত্রয়ং ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইতরেতরাভিব্যক্তি-কারণম্, ইতরেতরপ্রণয়ং সংহতং—ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ সংহতং একম্ । কেনাভ্যনৈকত্বম্—ইত্যুচ্যতে—অয়মাত্মা অয়ং পিতৃঃ কার্য্যকরণাত্মসজ্জাতঃ তথান্নত্রে ব্যাধ্যাতঃ—“এতন্নয়ো বা অয়মাত্মা” ইত্যাদিনা ; এতাবদ্ধীদং সৰ্বং ব্যাক্তমব্যাক্ততং চ যদুত নাম রূপং কৰ্ম্মেতি । আত্মা উ একোহয়ং কার্য্যকরণসজ্জাতঃ সন্ অধ্যাত্মা-ধিত্বাধিদৈবভাবেন ব্যবস্থিতম্ এতদেব ত্রয়ং নাম রূপং কৰ্ম্মেতি । তদেতদ্বক্ষ্য-মাণম্ অমৃতং সন্তোয় চক্ষুর্মিত্যেতন্ত বাক্যম্ভার্থমাহ—প্রাণো বা অমৃতং করণাত্মকঃ অন্তরূপশ্চৈকঃ আত্মভূতোহমৃতোহবিনাশী ; নামরূপে সত্যং কার্য্যাত্মকে শরীর-বহে ; ক্রিয়াত্মকস্ত প্রাণন্তরোরূপশ্চৈকঃ বাহ্যাত্মা শরীরাত্মকাত্মানুপজ্ঞানাপায়-ধৰ্ম্মীভ্যাং মৰ্ত্ত্যাত্মাং ছন্দোহপ্রকাশীকৃতঃ । এতদেব সংসারসত্যমবিজ্ঞাবিষয়ং প্রদর্শিতম্, অত উক্তং বিজ্ঞাবিষয় আত্মাধিগন্তব্য ইতি চতুর্থ আরভ্যতে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতো বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

টীকা।—রূপপ্রকরণানন্তর্গতমুচ্যতে । ক্রিয়াবিশেষাণাং ক্রিয়ামাভ্যেহন্তৰ্ভাবং প্রধ্বায়া-কোরয়তি—কথমিত্যাदि । আত্মশব্দেনাত্ম শরীরনির্লক্ক্যকৰ্ম্মগ্রহণে পুরুষবিংশব্রাহ্মণশেবমমু-কুলয়তি—আত্মনা হীতি । তত্রৈবোপপত্তিমাহ—শরীরে চেতি । তথাপি কথমান্বশকঃ শরীরনির্লক্ক্যং কৰ্ম্ম ক্রয়াদিতাপনক্য লক্ষণয়েত্যাহ—অত ইতি ।

সজ্জপস্তাপি সজ্জপান্তরমাহ—তদেতদিতি । তদেতত্রয়ং ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ সংহতং সদেক-মিতি স্বকঃ । কথং সংহতমত আহ—ইতরেতরাশ্রয়মিতি । রূপং বিষয়মাত্রিত্য নামকৰ্ম্মী-সিধ্যতঃ, বাস্তবোপ নিবিষয়য়োস্তয়োঃ সিদ্ধ্যবদর্শনান্নানবকৰ্ম্মী চান্তিত্য রূপং সিধ্যতি । ন হি তে

হিহা কিকিছুৎপত্ত ইত্যর্থঃ । বাচবেন বাচ্যস্ত, তেনেতরস্ত, ভাভ্যাং চ ক্রিয়ায়াঃ, তয়া ভয়োর-
পেক্ষাদর্শনানন্তোত্তমভিযাগ্রকব্ধাহ—ইতরেতরেতি । সতি নাস্তি রূপসংহারদর্শনাক্রমে চ সতি
নামসংহারদৃষ্টে: সতোশ্চ তরো: কর্ণশ্চিন্ত্য সতি তরোরূপসংহারোপলব্ধাদিতরেতরপ্রলয়-
মিত্যাহ—ইতরেতরপ্রলয়মিতি । ত্রয়াণামেকত্বং বিরুদ্ধমিতি শঙ্কিত্য পরিহরতি—কেনেত্যা-
দিনা । কণং কার্যকরণসম্বাতাঙ্কনা ত্রয়াণামেকত্বং, তদাহ—তথেনিতি । নামরূপকর্ণণাং
কার্যকরণসম্বাতাত্বেহপি ততো ব্যতিরিক্তং সম্বাতাদন্ত্যং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদिति ।
নামাদিত্রয়স্ত সম্বাতমাত্রাহে কণং ব্যবহারাসাক্ষ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেনিতি । সম্বাতোহরমাত্ম-
শব্দমিতঃ বরমেকোহপি সন্ন্যাসাদ্বিভেদেন স্থিতং ত্রয়মেব ভবতীতি ব্যবহারাসাক্ষ্যমিত্যর্থঃ ।

একশ্লিষি সম্বাতে কার্যকরণরূপেণাবাস্তববিভাগমাহ—তদেতদिति । আত্মভূতত্ত্বো-
পাধিভেদে স্থিত ইতি যাবৎ । অবিদ্যায়া হুলদেহে গচ্ছতাপি যাবদ্যোক্তং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ ।
সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং ভূতপক্ষং, তদাত্মকে নামরূপে ইত্যাহ—নামেনিতি । কারণবাধ্যাত্ম্যং কথরতি—
ক্রিয়াক্ষরমিতি । পক্ষীকৃতপক্ষমহাত্ম্যকং, তৎকাৰ্য্যং সৰ্ব্বং সচ্চ ত্যচ্চেনিতি ব্যুৎপত্তে: সত্যং
বৈরাগ্যং শরীরং কার্য্যমপক্ষীকৃতপক্ষমহাত্ম্যতৎকাৰ্য্যাত্মককরণরূপসপ্তদশকলিঙ্গত্বাৎ সত্যাত্ম্য-
তনং ভগ্নৈবাত্ম্যকং, তৎ খবনাত্ম্যপি হুলদেহচ্ছন্নদ্বাদ্রবিজ্ঞানং, তেনাপি ছন্নং প্রত্যগ্ভূত-
হুতরামিতি তজ্জ্ঞানেবহিঃতর্ভাবামিতি ভাবঃ । ইদানীমবিভাকার্য্যপ্রপঞ্চমুপসংহরতি—
এতদिति । অবিচারবিষয়বিবরণস্ত বক্ষ্যমাণোপযোগমুপসংহরতি—অত ইতি । প্রপঞ্চে
সত্যবিচারবিষয়ে ততো বিরক্তস্তাত্ম্যানং বিবিদিষোত্তজ্জ্ঞাপনার্থং চতুর্থপ্রমুখঃ সম্ভবো ভবিস্মৃতি ।
তদ্বাদ্বিচারবিষয়বিবরণমুপযোগীতি ভাবঃ । ৮০ । ৩ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর এখন মনন ও দর্শনাত্মক অর্থাৎ আন্তর ও বাহ্য
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারাত্মক এবং কর্মেন্দ্রিয়সাধ্য স্পন্দনাত্মক সমস্ত বিশেষ বিশেষ
কর্মের (ক্রিয়ার) শুধু ক্রিয়াসামান্যে অন্তর্ভাব কথিত হইতেছে । তাহা কি
প্রকার ? আত্মা অর্থ—শরীরসামান্য, কর্মমাত্রই আত্মার্থক ও আত্মসম্পাদ্য ; এইজন্ত
কর্মই ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে । আত্মা দ্বারাই—শরীর দ্বারাই যে, কর্ম
নিষ্পন্ন হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বিশেষতঃ কর্মমাত্রই শরীরমধ্যে
প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এই জন্ত শরীরে অবস্থান করে বলিয়া শরীরই
(আত্মাই) কর্ম—অর্থাৎ সামান্তরূপে কর্মসাধক । ‘উক্ণ’ ইত্যাদি কথার ব্যাখ্যা
পূর্ববৎ ।

সেই যে, এই নাম, রূপ ও কর্মত্রয়, এই তিনটিই পরস্পর পরস্পরকে
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, পরস্পর পরস্পরের অভিব্যক্তির সাহায্য করে,
এবং পরস্পর পরস্পরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহারা ত্রিদণ্ডবিশেষের গ্রায় (১)

(১) ত্র্যংপর্য্য—এখানে যে, ত্রিদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সন্ন্যাসীর ‘ত্রিণ্ড’ নহে,
পরন্তু ইহা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত তিনটি দণ্ড মাত্র (তে কাটি) । সেই তিনটি দণ্ড যেরূপ

সম্মিলিতভাবে অবস্থান করত এক—, কিরূপে ইহাদের একত্ব, তাহা বলা হই-
তেছে—এই আত্মা অর্থাৎ কার্য্যকরণভাবাত্মক এই স্থূলদেহ; ইতঃপূর্বে “এত-
ন্নয়ো বা অন্নমাত্মা” ইত্যাদি বাক্যে সে কথা উক্ত হইয়াছে। এই যে, নাম,
রূপ ও কর্ম্ম, এই তিনটি লইয়া এই স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ, (এতদতিরিক্ত জগতের
সত্তা নাই)। সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট এই আত্মা আবার এক হইয়াও অধ্যাত্ম,
অধিভূত ও অধিদৈবতরূপে অবস্থিত এই ত্রিবিধ নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মকই বটে
(এতদতিরিক্ত নহে)।

সেই এই আত্মা—পরে যাহার কথা বলা হইবে, সেই অমৃত দ্বারা আবৃত
রহিয়াছে। শ্রুতি নিজেই এই বাক্যের অর্থ বলিয়া দিতেছেন; প্রাণই অমৃত অর্থাৎ
দেহাত্মান্তরস্থ দেহবিধারক করণস্বরূপ (দেহরক্ষার সাধন) আত্মস্থানীয় প্রাণ হই-
তেছে অমৃত—অবিনাশী বিনাশরহিত; কার্য্য বা উৎপন্ন দেহাবস্থাত্মক নাম ও
রূপ হইতেছে ‘সত্য’; সেই নাম ও রূপের উপষ্টম্ভক ক্রিয়াস্বভাব প্রাণই জন্ম-
মরণশীল বাহ্য পদার্থ (অনাত্মভূত) শরীরাবস্থাপন্ন নাম ও রূপ দ্বারা আবৃত—
অপ্রকালীকৃত অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। অবিজ্ঞাধিকারে স্থিত সংসারের
তত্ত্ব এই পর্য্যন্তই প্রদর্শিত হইল; অতঃপর বিজ্ঞার বিষয় অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানগম্য
আত্মাকে জানিতে হইবে, এই জ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে ॥ ৮০ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে

শাকর-ভাষ্যের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

পরস্পর পরস্পরের উপর ভর করিয়া দণ্ডারমান থাকে, এবং গুরুতর বস্তুও ধারণ করিতে সমর্থ
হয়, তেমনি এই নাম, রূপ ও কর্ম্মও পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে থাকিয়া সহৎ কার্য্যসাধনে
সমর্থ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ

প্রথমঃ ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্ম।—‘আত্মেত্যেবোপাসীত’ তদন্থেষণে চ সৰ্বমনিষ্টং
শ্রাং, তদেব চাত্মতত্ত্বং সৰ্বশ্রাং প্রেরিত্বাদন্থেষ্টব্যম্—আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মান্মীতি
—আত্মতত্ত্বমেকং বিজ্ঞাবিশয়ঃ। যন্ত ভেদদৃষ্টিবিশয়ঃ, সঃ—“অত্ৰোহসাবত্ৰোহম-
ন্মীতি, ন স বেদ” ইত্যবিজ্ঞাবিশয়ঃ, “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি,
য ইহ নানেষ পশুতি” ইত্যেবমাদিভিঃ প্রবিভক্তৌ বিজ্ঞাবিজ্ঞাবিশয়ো সর্বোপ-
নিষংস্। ১

তত্র চ অবিজ্ঞাবিশয়ঃ সৰ্ব্ব এব সাধ্য-সাধনাদিতেদবিশেষবিনিয়োগেন
ব্যাখ্যাতঃ—আ তৃতীয়াধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ। স চ ব্যাখ্যাতেহবিজ্ঞাবিশয়ঃ সৰ্ব্ব এব
দ্বিপ্রকারঃ—অন্তঃ প্রাণ উপষ্টন্তকো গৃহস্থেব স্তম্ভাদিলক্ষণঃ প্রকাশকোহমৃতঃ, বাহ্যচ
কার্যালক্ষণেহপ্রকাশক উপজ্ঞানাপায়ধর্মকঃ তৃণকুশমৃত্তিকাসমো গৃহস্থেব—সত্যশব-
বাচ্যো মর্ত্যঃ ; তেনামৃতশব্দবাচ্যঃ প্রাণশ্চম্ ইতি চোপসংহতম্। ২

স এব চ প্রাণো বাহ্যধারভেদেধনেকধা বিস্তৃতঃ। প্রাণ একো দেব ইত্যা-
চ্যতে। তস্মৈব বাহ্যঃ পিণ্ড একঃ সাধারণঃ—বিরাড়বৈশ্বানর আত্মা পুরুষবিধঃ
প্রজাপতিঃ কো হিরণ্যগর্ভঃ—ইত্যাদিভিঃ পিণ্ডপ্রধানৈঃ শব্দৈরাখ্যায়তে সূর্যাদি-
প্রবিভক্তকরণঃ। এককানেকঞ্চ ব্রহ্ম এতাবদেব, নাতঃ পরমন্তি, প্রত্যেকঞ্চ
শরীরভেদেষু পরিসমাপ্তং চেতনাবৎ কর্তৃ ভোক্তৃ চ—ইত্যবিজ্ঞাবিশয়মেবাত্ম-
দ্বেনোপগতো গার্গ্যো ব্রাহ্মণো বক্তোপস্থাপ্যতে, তদ্বিপরীতানুদগ্ধজাতশত্রুঃ
শ্রোতা। ৩

এবং হি যতঃ পূর্বপক্ষসিদ্ধান্তাখ্যায়িকাক্রপেণ সমর্প্যমাণোহর্থঃ শ্রোতুশ্চিত্তশ্চ
বশমেতি ; বিপর্যয়ে হি তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলার্থানুগমবাক্যৈঃ সমর্প্যমাণো দুর্কিজ্জেরঃ
শ্রাং, অত্যন্তসূক্ষ্মদারস্থনঃ। তথা চ কাঠিকে—“প্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ”
ইত্যাদিবাক্যৈঃ সুসংস্কৃত-দেববুদ্ধিগম্যত্বং সামান্তমাত্রবুদ্ধ্যগম্যত্বং চ সপ্রপঞ্চং
দর্শিতম্ ; “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ”, “আচার্য্যাক্ষেব বিজ্ঞা” ইতি চ ছান্দোগ্যে ;
“উপদেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ” ইতি চ গীতাসু ; ইহাপি চ শাকল্য-
যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদেনাতিগহ্বরত্বং মহতা সংরম্ভেণ ব্রাহ্মণো বক্ষ্যতি ; তস্মাৎ শ্লিষ্ট
এবাখ্যায়িকাক্রপেণ পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্তরূপমাপাত্ত বস্তুসম্পর্পণার্থ আরম্ভ। ৪

আচারবিধিপদেশার্থঃ—এবম্ আচারবতোর্কৃত্ব-শ্রোত্রোরাখ্যায়িকান্নগতোহর্থো-
হবগম্যতে । কেবলতর্কবুদ্ধিনিষেধার্থাচ্চাখ্যায়িকা—“নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেন্না ।”
“ন তর্কশাস্ত্রদগ্ধার” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ । শ্রদ্ধা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরং সাধন-
মিত্যাখ্যায়িকার্থঃ ; তথাহি—গার্গ্যাজ্ঞাতশত্ৰোরতীব শ্রদ্ধানুতা দৃশ্যতে আখ্যায়ি-
কায়াম্ ; “শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্” ইতি চ স্মৃতিঃ । ৫

টীকা ।—তৃতীয়েহধ্যায়ে হুত্রিতবিচ্যাবিচ্যয়োরবিচ্যাপ্রপঞ্জিতা, সম্ভ্রুতি বিচ্যাপ্রপঞ্জয়িত্বং
চতুর্থমধ্যমারমভমাণো বৃত্তঃ কীর্তয়তি—আস্মেতি । কিমিত্যর্থান্তরেণ সংস্বাস্তত্বমেবানু-
সন্ধান্তব্যং, তত্রাহ—তদেষেব চেতি । তন্ত্ৰৈবাহেইব্যাভ্যে পরপ্রোম্পাদধেন পরমানন্দং
হেবন্তরমাহ—তদেবেতি । আস্তত্বজ্ঞানন্ত সর্বাণ্ডিকলঙ্ঘ্য তদেবাহেইব্যামিত্যাহ—আজ্ঞান-
মিতি । উক্তয়া পরিপাট্যা সিদ্ধমর্থং সংগৃহ্যতি—আস্তত্বমিতি । উক্তমর্থান্তরমনুবদতি—
গতিমিতি । সোহবিচ্যাবিচ্যাবিষয় ইতি সম্বন্ধঃ । কথং ভেদদৃষ্টিবিষয়স্তাবিচ্যাবিষয়ঃ, তত্রাহ—
অন্তোহসাবিতি । যো ভেদদৃষ্টিপরঃ, স ন বেদেত্যবিচ্য তদদৃষ্টমূলং হুত্রিতা, তেন তদ্বিষয়ো
ভেদদৃষ্টিবিষয় ইত্যর্থঃ ।

কথং যথোক্তো বিচ্যাবিচ্যাবিষয়াবসকীর্ণাববসাতুং শক্যতে, তত্রাহ—একথেতি । সপ্তান্ন-
ব্রাহ্মণে বৃত্তমর্থং কথয়তি—তত্র চেতি । বিচ্যাবিচ্যাবিষয়য়োঃ রিত্যিতি যাবৎ । আদিপদং সাধ্য-
সাধনান্তরভেদসংগ্রহার্থম্ । যথোক্তো ভেদ এব বিশেষঃ । তস্মিন্মনিয়েগো ব্যবস্থাপনং,
তেনেত্যর্থঃ । উপসংহারব্রাহ্মণান্তে বৃত্তমণ্ডভাষতে—স চেতি । অথবোক্তো বিচ্যাবিচ্যাবিষয়ো
কথমসকীর্ণো মন্তব্যাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—একথেতি । ১

তত্রোত্তরগ্রন্থস্ত বিষয়পরিদেধার্থঃ পুরুষবিধিব্রাহ্মণশেষমারমভোক্তং দর্শয়তি—তত্র চেতি ।
তর্হি সনাপ্তবাদবিচ্যাবিষয়স্ত কথমবিদ্রবো গার্গ্যস্ত প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তদর্থমবাস্তরবিভাগমনু-
বদতি—স চেতি । তাবেব একারো দর্শয়াদ্যো হুম্ভং শরীরমুপস্তম্বতি—অন্তরিত্তি । তন্ত বাহু-
করণায়া হুলেণ বিধেয়ং প্রকাশকত্বমন্তত্বং চ ব্যুৎপাদিতম্ । বিতীয়ং প্রকারমাচরণঃ হুলং
পরীং দর্শয়তি—বাহুচেতি । তন্ত করাহপি বিধয়া হুম্ভদেহং প্রত্যপ্রকাশকত্বাদপ্রকাশকত্বম্ ।
আগমপাণ্ডিবেনাবহেয়ং সূচয়তি—উপজনেতি । যথা গৃহস্ত তৃণাদি বহিরঙ্গং, তথা হুম্ভস্ত
দেহস্ত হুলো দেহঃ, তথাহপি তৃণাদি বিনা গৃহস্ত ব্যবহার্যবোগাৎবৎ তস্তাপি হুলদেহং বিনা ন
তদ্বোগাৎসমিতি সত্যাহ—তুণেতি । তন্ত পূর্বেপ্রকরণান্তে নামরূপে সত্যমিত্যত্র প্রস্তত্ব-
মতীত্যাহ—সত্যোতি । সর্গবা বাধবৈধূর্যং সত্যত্বমিতি শব্দাঃ নিরসিতুং বিশিনষ্টি—মর্ত্য ইতি ।
তন্ত কার্যং দর্শয়তি—তেনেতি । ২

বৃত্তমন্মজ্ঞাতশত্ৰুব্রাহ্মণমবতারয়তি—স এবেতি । আদিত্যচন্দ্রাদয়ো বাহ্যধারভেদা
অনেকধাত্মভিত্তা মুক্তোদ্যাদিবিক্রমাণগুণবশাদ্ভেদবান্ । কথং তর্হি ভৈন্তেভ্যং, তত্রাহ—প্রাণ
ইতি । প্রাণস্ত নানাত্মমেকত্বং চোক্তং, তত্রৈকত্বং বিদ্রুণোতি—ভৈন্তেবেতি । প্রাণস্তৈব স্বভাব-
ভূতোহনান্নলক্ষণঃ পিতঃ সমস্ত্রিপো হিরণ্যগর্ভাদিশনৈরুপাধিবিস্তেতত্র তত্র শ্রুতিস্মৃত্যোরুচ্যতে ।
স চ “অগ্নিমূর্তী চক্ষুরী চন্দ্রহর্ষো” ইত্যাদিশ্রুতে: সূর্যাদিভিঃ প্রবিভক্তৈঃ করণৈরুপেতো

ভবন্তীত্যর্থঃ । যদ্ ব্রহ্ম সমস্তং বাস্তবং চ তদ্বিদং হিরণ্যগৰ্ভমাত্মমেব, ন তস্মাদধিকমন্তীতি হিরণ্যগৰ্ভং স্তোতি—একং চেতি । একত্বং বিশদীকৃত্য প্রাপ্তস্ত নানাত্বং বিশদয়তি—প্রত্যেকং চেতি । গোমাদিসামান্তভূতানাং ব্যাবৰ্ত্তয়তি—চেতনাবদিতি । কেবলভোক্তৃদ্বগতং বারয়তি—কত্রিতি । বস্তা পূৰ্ণপক্ষবাদীতি যাবৎ । তস্মাদমুখ্যানব্রহ্মণো বিপরীতং মুখ্যং ব্রহ্ম, তন্নিব্রাহ্মদৃষ্টিঃ রাজা শ্রোতা সিন্ধাস্তবাদীত্যর্থঃ ।

কিমিতি বক্তৃশ্রোতৃরূপাখ্যায়িকা প্রণীয়তে, তত্রাহ—এবং হীতি । এবংশব্দার্থমেব স্মৃতিয়তি—পূৰ্ণপক্ষেতি । অতো ভবিতব্যমাখ্যায়িকয়েতি শেষঃ । আখ্যায়িকানসীকারে দোষমাহ—বিশর্ঘ্যয়ে হীতি । যথা তর্কশাস্ত্রেণ সমর্প্যমাণোহর্ষো জ্ঞাতুং ন শক্যতে, ঠংপ্রেক্ষিকতর্কীণাং নিয়ন্তৃশব্দঃ ; তথা কেবলমর্ষোহমুগম্যতে শ্রদ্ধাপ্রতিবচনভাবরহিতৈর্ধৌর্বাক্যৈকোত্তৈঃ সমর্প্যমাণোহপি দুর্কিঞ্জের্যেহর্থঃ জ্ঞাৎ, যদ্বাখ্যায়িকা নানুক্রিয়তে, তেন সা মূখ্যপ্রতিপত্তার্থমমুসর্তব্যোত্যর্থঃ । কুতো দুর্কিঞ্জের্যৎ, তত্রাহ—অত্যন্তেতি । যথোক্তস্ত বস্তুনো দুর্কিঞ্জের্যেৎ শ্রুতিস্মৃতিসংবাদং দর্শয়তি—তথা চেতি । হৃদংকৃত্য পরিপূজ্য দেববুদ্ধিঃ সাত্বিকী বুদ্ধিঃ । সামান্তমাত্রবুদ্ধিস্তামসী রাজসী চ বুদ্ধিঃ । অতিগহ্বরত্মতাস্তগভীরত্বম্ । সংরম্ভস্তাংপর্ধ্যম্ । ব্রহ্মণো দুর্কিঞ্জের্যেৎ কলিতমাহ—তস্মাদিতি ।

আখ্যায়িকারঃ মূখ্যপ্রতিপত্তার্থমুক্তাহর্থাস্তরমাহ—আচারেতি । উক্তমাদধমেন প্রণিপাতোপসদনাদিযারা বিচ্ছা গ্রাহ্য, অধমাস্ত্ উক্তমেন তদ্ব্যতিরেকেণ শ্রদ্ধাদিমাত্রেণ সা লভোতাচারপ্রকারজ্ঞাপনার্থশ্চাচারমারভ্য ইত্যর্থঃ । আখ্যায়িকার যথোক্তেহর্থংহিতং বখয়তি—এবমিতি । বক্তৃশ্রোত্রোর্মধ্যে যথোক্তাচারবতা শ্রোত্রা বিচ্ছা লক্ষ্যাম্ । বস্তা চ তাদৃশেন সোপদেষ্টব্যোতোষোহর্ষোহস্তামাখ্যায়িকায়ামমুগতো গম্যতে । তস্মাদাচারবিশেষং দর্শয়িতুমেবাখ্যায়িকা যুক্তেত্যর্থঃ । আগমামুসারিশুভ্রসম্প্রদায়াদেব তত্ত্ববীর্ণভাতে । যন্ত কেবলমুসর্তৃদ্বগতশাস্ত্রৈবা বুদ্ধিঃ সিধ্যতি । তথা চ কেবলমুসর্তৃপ্রযুক্তা তত্ত্ববুদ্ধিরিতি সত্তাবনানিষেধার্থাখ্যায়িকৈতি পক্ষান্তরমাহ—কেবলেতি । কেবলেন তর্কেণ তত্ত্ববুদ্ধিন্ সিধ্যতীত্যত্র শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তি—নৈবেতি । যন্তিঃ দত্তাদিতি শেষঃ । প্রকারান্তরেণাখ্যায়িকামবত্যাগ্য তত্রাখ্যায়িকানুষ্ঠাৎ দর্শয়তি—তথা হীতি । শ্রদ্ধা ব্রহ্মজ্ঞানে পরমং সাধনমিত্যত্র গুণবতোহপি সম্যগিতিমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি ।

আত্মসভাশ্রানুবাদ ।—পূর্বাধ্যায়ের বলা হইয়াছে যে, “আত্মা ইত্যেব উপাসীত” (আত্মারূপেই উপাসনা করিবে), একমাত্র তদব্ধেষণেই ‘সর্ববিষয়ের অব্ধেষণ সিদ্ধ হইতে পারে ; আর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া সেই আত্মতত্ত্বেরই অব্ধেষণ করা উচিত ; এবং সেই আত্মাকেই ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (‘আমি সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ’) বুদ্ধিতে অবগত হইবে ; এই আত্মতত্ত্বই একমাত্র বিজ্ঞাবিষয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত ; আর যাহা কিছু ভেদজ্ঞানের বিষয়, ‘আমি অগ্নি, এবং আমার উপাস্ত অগ্নি, যে লোক এইরূপ মনে করে, বস্তুতঃ সে লোক [প্রকৃত আত্মাকে] জানে না’ এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সে সমস্তই অবিজ্ঞার বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানের অধিকারভুক্ত । বিশেষতঃ ‘একপ্রকারেই জানিবে’ ‘যে

এই ব্রহ্মেতে নানার মত (বিভিন্নের মত) দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী লোক মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত উপনিষদেই—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । ১

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষপর্য্যন্ত সাধ্য-সাধনাদিভেদে বিভক্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলির বিনিয়োগপ্রদর্শন দ্বারা অবিজ্ঞার বিষয় সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে । সেই ব্যাখ্যাত অবিজ্ঞাবিষয় সমস্তই দুই প্রকার—একটি আস্তর, অপরটি বাহ্য ; তন্মধ্যে প্রাণ হইতেছে—গৃহের বিধারক স্তম্ভাদির স্থায় দেহের উপর্য্যন্তক এবং প্রকাশক ও অমৃতস্বরূপ (মরণরহিত), আর বাহ্য পদার্থটি হইতেছে—গৃহের তৃণ, কুশ ও মৃত্তিকাদির তুল্য এবং উৎপত্তিবিনাশশালী অপ্রকাশস্বভাব সত্যপদবাচ্য ও কার্য্যাত্মক মর্ত্যপদার্থ ; এই কারণেই পূর্বাধ্যানে 'অমৃত'-শব্দবাচ্য প্রাণকে ছন্ন বা আবৃত বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে । ২

সেই প্রাণই বাহ্য অধিকরণের (দেহাদির) প্রভেদাবস্থায় বহুপ্রকারে বিভূতি লাভ করিয়াছে ; অথচ সেই প্রাণকেই আবার এক দেবতা বলা হইয়া থাকে । তাহারই বাহ্য পিণ্ডটি (দেহপিণ্ডটি) এক—সর্বসাধারণের সম্পর্কিত, যাহা সূর্য্যাদি দেহাবয়বরূপে বিভক্ত হইয়া (১) বিরাট, বৈশ্বানর, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি, ক ও হিরণ্যগর্ভ—ইত্যাদি দেহার্থবোধক শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে ; ব্রহ্মের একত্ব ও অনেকত্ব এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই ; সেই একই চেতন বস্তু শরীরভেদে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ দেহভেদে ভেদ প্রাপ্ত হইয়া কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রতীত হইয়া থাকে ; স্তবরাং উহা অবিজ্ঞারই অধিকারভূক্ত ; অবিজ্ঞাধিকৃত সেই বস্তুতেই আত্মারূপে কৃতনিশ্চয় গার্গ্যনামক ব্রাহ্মণকে এখানে বক্তারূপে উপস্থাপ্ত করা হইতেছে এবং তদ্বিপরীত স্বার্থ আত্মদর্শী অজ্ঞাতশত্রুনামক রাজাকে শ্রোতারূপে প্রদর্শন করা হইতেছে । ৩

যেহেতু, কোন হৃদয়ের বিষয়কে এইরূপে—পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপাদন করিলেই তাহাতে সহজে শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে, তর্কশাস্ত্রের স্থায় কেবলই পদার্থমাত্রবোধক শব্দে নিরূপণ করিলে তাহা

(১) ভাষ্যপৰ্য্য—স্বঃ ঋত্বিই সূর্য্যাদি দেবতাকে ব্রহ্মের দেহাবয়ব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ; যথা—“যস্তাগ্নিরাস্তঃ চৌমূর্ত্ত্বা ঋ নাতিন্দ্রিয়ণৌ কিত্তিঃ । সূর্য্যাক্ষুদিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ সর্কাস্বনে নমঃ” ইত্যাদি । এখানে সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতিকে সেই ব্রহ্ম-প্রজাপতির দেহাবয়বরূপে কল্পনা করিয়াছেন । এইরূপ আরও অনেকস্থলে প্রজাপতির অবয়বরূপে বিশেষ বিশেষ পদার্থের রূপক পরিচয় দেথিতে পাওয়া যায় ।

অতিশয় দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে ; কারণ, এই আত্মবস্তুটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ সহজ-
বুদ্ধির অগম্য । দেখ, কঠোপনিষদে—‘বহুনোকে যাহাকে শ্রবণ করিতেও সমর্থ
হয় না’ ইত্যাদি বাক্যে এই আত্মবস্তুকে কেবল পরিমার্জিত শুদ্ধবুদ্ধিগম্য এবং
সাধারণবুদ্ধিমানেরই অগম্য বলিয়া বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার
পর ছান্দোগ্যোপনিষদেও আছে—‘আচার্য্যবান্ পুরুষ তাহাকে জানে’ ‘আচার্য্য
হইতে লব্ধ বিভ্রাৎ উৎকৃষ্টতম’ ইতি ; ভগবদগীতাতেও আছে—‘[হে অর্জুন]
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন’, বিশেষতঃ এই বৃহদারণ্য-
কোপনিষদেও শাকল্যের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনপ্রসঙ্গে বিশেষ আড়-
ম্বরের সহিত আত্মার হুজুয়েত জ্ঞাপন করিবেন ; সেই হেতু গল্পচ্ছলে পূর্ব-
পক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ কল্পনাপূর্বক ব্রহ্মবস্তুনিরূপণোদ্দেশে যে চেষ্টা, তাহা খুব
যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । ৪

বিশেষতঃ আচারবিধির উপদেশ করাও আখ্যায়িকার অপর উদ্দেশ্য-
অর্থাৎ কিরূপ গুণসম্পন্ন লোক বক্তা (আচার্য্য) হইবেন, আর কিরূপ গুণসম্পন্ন
লোক শ্রোতা হইবেন, এবং কি প্রকারেই বা উপদেশ দিতে হয়, আর কি
প্রকারেই বা তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইত্যাদি গুরু-শিষ্যের কর্তব্য উপদেশের
জন্তও ঐরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করা আবশ্যক হয় । প্রত্যেক আখ্যায়িকা
হইতেই বক্তা ও শ্রোতার অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠ গুরু ও শিষ্যের ঐরূপ
আচার জানিতে পারা যায় । তাহার পর, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে শুদ্ধ তর্কবুদ্ধিপ্রয়োগের
নিষেধ করাও ঐরূপ আখ্যায়িকার আর একটি উদ্দেশ্য ; আখ্যায়িকাস্থটির
যে, ইহাও একটি উদ্দেশ্য, তাহা—‘তর্ক দ্বারা (শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা) এই
মতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা অপনীত করা উচিত নহে, তর্ক-
শাস্ত্রদ্বারা যাহার হৃদয় দগ্ধ (নীরস) হইয়াছে, তাদৃশ লোককে [তত্ত্বোপদেশ
দিবে না], ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতেও জানা যায় । আর ব্রহ্মবিজ্ঞান-
লাভে শ্রদ্ধাই যে, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, ইহা জ্ঞাপন করাও আখ্যায়িকার আর একটি
উদ্দেশ্য । দেখ, এই আখ্যায়িকাটিতেও গার্গ্য ও অজাতশত্রুর যথেষ্ট প্রশংসা পরি-
চয় পাওয়া যাইতেছে এবং ‘শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন,’ এইরূপ
স্মৃতিবাক্যও রহিয়াছে । (১)

(১) তাৎপর্য্য—এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, উপনিষদের মধ্যে যে সমস্ত আখ্যায়িকা
বা গল্পভাগ সরিবেশিত আছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কোনও ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল কি না
অর্থাৎ আখ্যায়িকার মধ্যে যে সমস্ত বক্তা ও শ্রোতার নামোন্মেষ আছে, তাহার সত্য সত্যই

॥ ওঁম্ ॥ দৃশ্ববালাকিহীনুগানো গার্গ্য আস, স হোবাচাজাত-
শত্রুঃ কাশ্যং—ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, স হোবাচাজাতশত্রুঃ—
সহস্রমেতস্ত্যাং বাচি দদ্যো জনকো জনক ইতি বৈ জনা
ধাবন্তীতি ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—অনুচানঃ (বচনসমর্থঃ বক্তা) দৃশ্ববালাকিঃ (দৃশ্বঃ—
গর্গ্নিতঃ বলাকায়্য অপত্যম্—বালাকিঃ) গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রীয়ঃ) আস (বভূব) হ
(ঐতিহ্যে); সঃ (গার্গ্যঃ) হ (কিল) কাশ্যং (কাশিরাজং) অজাতশত্রুং (তন্মাম-
থেয়ং রাজানং) উবাচ (উক্তবান্)—তে (তুভ্যং) ব্রহ্ম ব্রবাণি (কথয়ামি) ইতি ।
সঃ (এবমভিহিতঃ) অজাতশত্রুঃ [গার্গ্যং] উবাচ হ—এতস্ত্যাং বাচি (‘ব্রহ্ম তে
ব্রবাণি’ ইতি বচননিমিত্তং) সহস্রং (গবাং সহস্রং) দদ্যুঃ [তুভ্যমিতি শেষঃ];
(‘জনকঃ জনকঃ’ ইতি পদদ্বয়েন বাক্যদ্বয়ং হৃতিতম্); বৈ (প্রসিদ্ধৌ) জনকঃ
[শ্রোতা], জনকঃ [দাতা] ইতি [কৃত্বা] জনাঃ (গুহ্যধবঃ, বিবক্ষ্যবঃ, প্রেতি-
গ্রহীতারশ্চ) অভিধাবন্তি (জনকম্ অভ্যাগচ্ছন্তি), [তদ্বৎ ময্যপি সম্ভাবনং
চাখ্যমিতি ভাবঃ] ৮১ ॥ ১ ॥

মুলামুলাদ ১—গর্গবিশ্বস্তাব গর্গবংশীয় বালাকি নামে একজন
বক্তা ছিলেন; তিনি কাশিরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া
বলিলেন—তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। অজাতশত্রু বলিলেন, তোমাকে
এই কথাতেই আমি সহস্র [গো] দান করিতেছি। [বক্তা, শ্রোতা ও

ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে; হুত্তরাং শ্রুতি সেক্ষপ অসত্য
বা সন্দিক্ আখ্যায়িকার অবতারণা করিলেন কেন? সাক্ষাৎসম্বন্ধেই বা বক্তব্য বিষয়ের উপদেশ
করিলেন না কেন? তদন্তরে ভাষ্যকার আখ্যায়িকাসম্রিবেশের অমূল্যে কয়েকটি হেতুর
উল্লেখ করিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন যে, আখ্যায়িকা সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, তাহাতে
কতিবৃদ্ধি নাই; তবে আখ্যায়িকাসম্রিবেশের উদ্দেশ্য যে, সাধু শিক্ষাপ্রদ, সে বিষয়ে সন্দেহ
নাই। আখ্যায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—অত্যন্ত জটিল ভগ্নকে সরল ও হৃৎবোধ্য করা;
অত্যন্ত দুঃসহ বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ করিলে যে, অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে, ইহা
একরূপ প্রত্যকসিদ্ধ। আখ্যায়িকার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে—আচার ব্যবহার শিক্ষা প্রদান
করা; শিল্পের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, শুদ্ধরই বা কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক।
তাহার পর গুরু ও শিল্প পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, এ সমস্ত বিষয় আখ্যায়িকা
হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়।

প্রতিগ্রহীতা] লোকেরা 'জনক জনক' বলিয়া ধাবিত হয় ; [সুতরাং আমাতেও সে সমস্ত গুণের সম্ভাব মনে করা অসঙ্গত হইবে না] ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

শাক্তপক্ষবাদী—তত্র পূৰ্ব্বপক্ষবাদী অবিজ্ঞা-ব্রহ্মবিৎ দৃষ্টবালাকিঃ—
দৃষ্টঃ গৰ্ভিতঃ অসম্যগ্-ব্রহ্মবিবাদেব, বলাকায়্যাপত্যং বালাকিঃ, দৃষ্টচাসৌ
বালাকিঃচেতি দৃষ্টবালাকিঃ । হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থ আখ্যায়িকায়াম্ ; অনুচানোহম্ম-
বচনসমর্থো বক্তা বাগী, গার্গ্যঃ গোত্রতঃ, আস বভূব কচিৎ কালবিশেষে । স হ
উবাচ অজ্ঞাতশক্রং অজ্ঞাতশক্রনামানং কাশ্যং কাশিরাজম্ অভিগম্য—ব্রহ্ম তে
ব্রবাণীতি—ব্রহ্ম তে তুভ্যং ব্রবাণি কথয়ানি । স এবমুক্তোহজ্ঞাতশক্রবচ—সহস্রং
গবাং দদ্মঃ এতস্মাৎ বাচি—যাং মাং প্রত্যবোচঃ—ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, তাবন্মাত্র-
মেব গোসহস্রপ্রদানে নিমিত্তমিত্যভিপ্রায়ঃ ।

শাক্তদ্বৈতপক্ষকথনমেব নিমিত্তং কস্মিন্নাপেক্ষ্যতে সহস্রদানে, ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি
ইয়মেব তু বাক্ নিমিত্তমপেক্ষ্যতে ? ইতি ; উচ্যতে—যতঃ ঋতিরেব রাজ্ঞোহভি-
প্রায়মাহ—জনকো দাতা, জনকঃ শ্রোতেতি চ এতস্মিন্ বাক্যদ্বয়ে পদদ্বয়মভ্যন্ততে
—জনকো জনক ইতি । বৈশবঃ প্রসিদ্ধাবজ্ঞোতনার্থঃ, জনকো দিংস্নঃ, জনকঃ
ঔশ্ণস্মুরিতি ব্রহ্ম ঔশ্ণস্ববো বিবক্ষবঃ প্রতিজিহ্বক্ষবশ্চ জনা ধাবন্তি অভিগচ্ছন্তি ;
তস্মাত্তং সৰ্বং ময্যপি সম্ভাবিতবানসীতি ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

টীকা ।—আখ্যায়িকার্থে বহুধা হিতে তদক্ষরাপি ব্যাচষ্টে—তত্ত্বেত্যাদিনা । পূৰ্ব্বপক্ষবাদিদে-
হেতুমাং—অবিজ্ঞাবিষয়েতি । গৰ্ভিতদে হেতুমাং—অসম্যগিতি । ইয়মেবতু বাহুনিমিত্তমিত্য-
ত্রাপি কস্মাদিত্যমুখ্যজ্ঞাতে । অতো ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি বাগেব সহস্রদানে নিমিত্তমিতি শেষঃ ।
ঋতিং ব্যাচষ্টে—জনক ইতি । প্রসিদ্ধং জনকস্ত দাতৃত্বাদি, তদবজ্ঞোতনো বৈ নিপাত ইতি
যাবৎ । বাক্যার্থমাহ—জনকো দিংস্নরিত্যাদিনা । সম্ভাবিতবানসীতি প্রাপ্তস্তং বাহ্মাত্ম-
সহস্রদানে নিমিত্তমিতি শেষঃ । তস্মান্ মুহুঃপ্রসিদ্ধ্যভিপ্রায়াদিত্যি বাবৎ । তৎ সৰ্বং দাতৃত্বাদি-
কমিত্যর্থঃ । ইতি শব্দোহভিপ্রায়সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পূৰ্ব্বপক্ষবাদী (অসত্য-পক্ষাবলম্বী) দৃষ্ট-বালাকি—
যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় দৃষ্ট—গৰ্ভাবস্থিত (অভিমानी) ও বলাকানামী মাতার
পুত্র—বালাকি । দৃষ্ট অথচ বালাকি—দৃষ্টবালাকি, [কৰ্ম্মধারয় সমাস] । গৰ্গগোত্রিয়
বলিয়া গার্গ্য নামে প্রসিদ্ধ একজন অনুচান—অমুখবচনসমর্থ অর্থাৎ বক্তা—বাগ্মী
ছিলেন । 'হ' শব্দটি ঐতিহ্যহৃৎক ; [সুতরাং বুঝিতে হইবে যে] কোন এক সময়ে
তিনি প্রাহ্লুর্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি কাশ্য—কাশীরাজ অজ্ঞাতশক্রর নিকট উপ-
স্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব । সেই

অজাতশত্রু এইরূপে অভিহিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—এই কথাই আমি তোমাকে সহস্র গো দান করিব, যে কথা তুমি আমার প্রতি বলিয়াছ—“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণীতি”, [সেই কথাতেই] । রাজার অভিপ্রায় এই যে, এই কথাটিই সহস্র গো-দানের নিমিত্ত বা উপযুক্ত কারণ ।

ভাগ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপদেশকেই সহস্র গো-দানের নিমিত্ত বলিয়া কল্পনা কর না কেন ?—‘তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব’ শুধু এই কথাটিকেই সহস্রগোদানের কারণ বলিতেছ কেন ? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু স্বয়ংপ্রতিই রাজার এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—জনক দাতা, জনক শ্রোতা, এইরূপ দুইটি বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া ‘জনকঃ’ ‘জনকঃ’ এই দুইটিমাত্র পদ বলা হইয়াছে ; [বস্তুতঃ এই দুইটি শব্দে দাতৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব বোধক ঐরূপ দুইটিবাক্য বুঝিয়া লইতে হইবে] । বৈ শব্দটি প্রসিদ্ধিছোতক ; জনক দান করিতে ইচ্ছুক ও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, এই জ্ঞাত ব্রহ্মতত্ত্ব শুশ্রূ ও বিশ্বজ্ঞ (বলিতে ইচ্ছুক) এবং প্রতি-এহেচ্ছু লোকসমূহ তদভিমুখে ধাবমান হয় ; অতএব সে সমস্ত গুণ আমাতেও সম্ভাবিত আছে মনে করিয়াছ ; [কাছেই ঐরূপ বাক্য শ্রবণমাত্রে সহস্রদান করা অজাতশত্রুর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে] ॥ ৮১ ॥ ১ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি ; স হোবাচাহজাতজজ্ঞস্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস-ইতি ; স য এতমেবমুপাস্তেহতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা রাজা ভবতি ॥ ৮২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ (উক্তবান্) হ—যঃ এব অসৌ (দূরতো নিরীক্ষ্যমাণঃ) আদিত্যে (সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতঃ) পুরুষঃ, অহং এতন্ (আদিত্যমধ্যস্থং) পুরুষং এব ব্রহ্ম (ব্রহ্মবুদ্ধ্য) উপাসে (আরাধয়ামি) ইতি ; সঃ (এবমুক্তঃ) অজাতশত্রুঃ হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—এতস্মিন্ (আদিত্যপুরুষে) (মাং প্রতি) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ (সংবাদং—ব্রহ্মবুদ্ধিং মা কার্ষীঃ) ; [যতঃ] অহং বৈ এতং (আদিত্যপুরুষং) সর্বেষাং ভূতানাং অতিষ্ঠাঃ (সর্বোত্তমঃ) মূর্দ্ধা (শিরঃ) রাজা (দীপ্তিমান্) ইতি (এবং অতিষ্ঠাদিগুণবিশিষ্টত্বেন) উপাসে ইতি । সঃ যঃ (যঃ কশিচৎ) এতন্ এবং (অতিষ্ঠাদিগুণবিশিষ্টং) উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] সর্বেষাং ভূতানাং অতিষ্ঠাঃ মূর্দ্ধা রাজা ভবতি [বিজ্ঞানকল্পমেতদিত্যর্থঃ] ॥ ৮২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ—সেই গার্গ্য অজাতশত্রুকে বলিলেন, এই যে
আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা
করি। সেই অজাতশত্রু বলিলেন—না-না এক্রপ ব্রহ্মবিষয়ে আমার
সহিত সংবাদ করিও না, অর্থাৎ আমার নিকট এই আদিত্য-পুরুষকে
ব্রহ্ম বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিও না; কারণ, আমি ইহাকে সর্ববভূতের
অতিষ্ঠা (উপরিস্থিত) মন্তক ও রাজা (দীপ্তিমান্) বলিয়া উপাসনা
করিয়া থাকি। অপরও যে কোন লোক ইহাকে অতিষ্ঠাদি-গুণযুক্ত
বলিয়া উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সর্ববভূতের অতিষ্ঠা মন্তক ও
রাজা হন ॥ ৮২ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—এবং রাজানং শুশ্রুমভিমুখীভূতং স হ উবাচ
গার্গ্যঃ—য এবাসৌ আদিত্যে চক্ষুষি চৈকোহভিমানী চক্ষুর্দ্বারেণেহ হৃদি প্রবিষ্টঃ,
অহং ভোক্তা কর্তা চেত্যবস্থিতঃ,—এতমেবাহং ব্রহ্ম পশ্যামি অগ্নিন্ কার্য্যকরণ-
সজ্জাতে উপাসে। তস্মাৎ তমহং পুরুষং ব্রহ্ম ভূত্যং ব্রবীমি উপাস্বেতি। স
এবমুক্তঃ প্রত্যাচ অজাতশত্রুঃ—মা মামেতি হস্তেন বিনিবারয়ন্—এতস্মিন্ ব্রহ্মনি
বিজ্ঞেয়ে মা সংবদিষ্ঠাঃ; মামেত্যাবাধনার্থং দ্বির্দ্বচনম্,—এবং সমানে বিজ্ঞান-
বিষয়ে আবয়োগঃ, অগ্নান্ অবিজ্ঞানবত ইব দর্শয়তা বাধিতাঃ স্ত্যামঃ; অতো মা
সংবদিষ্ঠাঃ মা সংবাদং কার্য্যরস্মিন্ ব্রহ্মনি; অতুচ্ছেৎ জ্ঞানাসি, তদ্ ব্রহ্ম বক্তু-
মর্হসি; ন তু যন্ময়া জ্ঞায়ত এব। অথ চেৎ মত্সে—জ্ঞানীষে ত্বং ব্রহ্মমাত্ৰম্, ন
তু তদ্বিশেষণোপাসনফলানীতি; তন্ন মন্তব্যম্; যতঃ সর্কমেতদহং জ্ঞানে, বদ
ব্রবাষি/কথম্? অতিষ্ঠাঃ অতীত্য সর্কানি ভূতানি তিষ্ঠতীতি অতিষ্ঠাঃ, সর্কেষাং
চ ভূতানাং মুর্দ্ধা শিরঃ রাজ্যেতি বৈ রাজা দীপ্তিগুণোপেতত্বাৎ, এতৈর্কিংশেষণৈ-
র্কিংশিষ্টমেতদ্ ব্রহ্ম অগ্নিন্ কার্য্যকরণসংঘাতে কর্তৃ ভোক্তৃ চেতি অহমেতমুপাসে
ইতি; ফলমপ্যেবং বিশিষ্টোপাসকস্ত—সঃ যঃ এতমেবমুপাস্তে, অতিষ্ঠাঃ সর্কেষাং
ভূতানাং মুর্দ্ধা রাজা ভবতি; যথাগুণোপাসনমেব হি ফলম্, “তং যথাযথোপাসতে,
তদেব ভবতি ইতি শ্রুতে: ॥ ৮২ ॥ ২ ॥

টীকা।—হৃদি প্রবিষ্টো ভোক্তাহমিত্যাди প্রত্যক্ষঃ প্রমাণরসি—অহমিতি। দৃষ্টিকলং
নৈরন্তর্য্যভাসং দর্শয়তি—উপাস ইতি। তাবতা যম কিমায়াতং, তদাহ—তস্মাদিতি। মা
মেতি প্রতীকমাদায়ভাসস্তার্থমাহ—মা মামেতীতি। বিনিবারয়ন্ প্রত্যাচোচেত সশঙ্কঃ।
একস্ত মাভো নিবারকত্বমপরস্ত সংবাদেন সঙ্গতিরিত্তি বিভাগে সঙ্গতি কুতো দ্বির্দ্বচনমিত্যা-
শঙ্কাহ—মা মেত্যাবাধনার্থমিতি। তদেব স্মৃতিরসি—এবমিতি। বৃহজ্জেন প্রকারেণ যো

বিজ্ঞানবিষয়োৎসর্গশ্চিদ্রিগ্ভাবদে। কিংজ্ঞানসাম্যাদেব সমানেহপি বিজ্ঞানবশে সত্যান্ধানবিজ্ঞানবত ইব
 যীকৃত্য তস্মৈবার্হমন্মান্ প্রত্যুপদেশেন জ্ঞাপরতা ভবন্ত্য বঃ বাধিতাঃ শ্রাম ইতি যোজন।।
 তথাপি গার্গ্যস্ত কথমীযমাখনং, তত্রাহ—অত ইতি ।

অতিষ্ঠাঃ সর্কেবাধিতাদি বাক্য শঙ্কাঘাৱাৎবতার্থ্য ব্যাকরোত্তি—অথেত্যাদিন।। এতৎ
 পুরুষমিতি শেবঃ। ইতিশব্দো গুণোপাতিসমাপ্যর্থঃ। পূর্কোক্তরীত্য ত্রিভিঃ গৈর্কিংশিষ্টং
 ব্রহ্ম, তদুপাসকস্ত কলমপি জানামীত্যুক্ত্। কলবাক্যমুপাদত্তে—স য ইতি। কিমিতি যথোক্তং
 কলমুচ্যতে, তত্রাহ—অথেতি । ৮২ । ২ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—এইরূপে রাজা শ্রবণেচ্ছায় অভিযুখীভূত হইলে পর,
 পূর্কোক্ত গার্গ্য তাহাকে বলিলেন—এই যে আদিত্য ও চন্দ্রর অভিমানী একটি
 পুরুষ, যিনি চক্ষু দ্বারা হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক কর্তা ভোক্তা ও অমৃতবিতারূপে
 বর্তমান আছেন ; আমি ইহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানি এবং কার্য্যকরণ-সমষ্টিভূত
 এই শরীর মধ্যে আমি ইহারই উপাসনা করিয়া থাকি। অতএব আমি তোমাকে
 বলিতেছি—তুমিও ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেই পুরুষের উপাসনা কর। সেই অজাতশত্রু
 এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন—না-না—হস্তধারা নিবারণ করত
 বলিলেন—এরূপ ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের জ্ঞাত সংবাদ করিও না। অত্যন্ত নিষেধ
 জ্ঞাপনের জ্ঞাত ‘মা’ শব্দটির বিরুদ্ধি করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, বক্তব্য
 বিষয়টি যখন আমাদের উভয়েরই বিজ্ঞাত, তখন আমাদিগকে যদি একটা মূর্খের
 মত বুঝাইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইব ; অতএব এ বিষয়ে
 আর সংবাদ করিও না, অর্থাৎ এতাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ে আর কথা বলিও না। যদি
 তুমি আর কিছু জান, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মই বলিতে পার ; কিন্তু যাহা আমার
 জানাই রহিয়াছে, তাহা আর বলিও না।

আর যদি তুমি মনে করিয়া থাক যে, আমি কেবল ব্রহ্মমাত্রই জানি, কিন্তু
 বিশেষগুণযোগে তাহার উপাসনা ও উপাসনার ফল জানি না ; না,—তাহাও
 তোমার মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার সমস্তই
 আমি জানি। কি প্রকার ? [বলিতেছি—] ইহা হইতেছে সর্বভূতের অতিষ্ঠা
 মন্তক ও রাজা স্বরূপ ; সর্বভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে বলিয়া অতিষ্ঠা
 এবং দীপ্তিগুণ থাকায় রাজা (প্রকাশমান)। এই সমুদয় বিশেষগুণবিশিষ্ট এই
 ব্রহ্মকে আমি এই বেহমধ্যে কর্তা ও ভোক্তারূপে উপাসনা করিয়া থাকি। এবং-
 বিধ গুণবিশেষযোগে যিনি উপাসনা করেন, তাহার ফলও এইরূপই হইয়া থাকে,
 —যে কোন ব্যক্তি ইহাকে যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি নিষেও
 সর্বভূতের অতিষ্ঠা শিরঃ ও রাজা হন ; কেননা, যেরূপ গুণযোগে উপাসনা করা

হয়, ফলও তদনুরূপই হয় ; কারণ, ঋতি বলিতেছেন—‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেইরূপই ফল হইয়া থাকে’ ॥ ৮২ ॥ ২ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি ; স হোবাচাজাতশত্রুশ্চ মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, বৃহন্ পাণ্ডুরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি ; স য এতমেবমুপাস্তেহহরহী সূতঃ প্রসূতো ভবতি, নাস্ত্যন্নং ক্ষীয়তে ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—[এবমুক্তঃ] সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অসৌ চন্দ্রে [অবস্থিতঃ] পুরুষঃ, অহং এতং (চন্দ্রমণ্ডলস্থং পুরুষম্) এব ব্রহ্ম (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাসে (উপাসিতবান্ অস্মি) ইতি ; [এবমভিহিতঃ] সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (চন্দ্রস্থ-পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ (সংবাদং মা কার্য্যঃ) ; অহং এতং (বৃহন্তং পুরুষং) বৃহন্ (মহান্) পাণ্ডুরবাসাঃ (পাণ্ডুরং শুভ্রং জলং, জলময়-শরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিপুরুষশ্চ ; বাসঃ বস্ত্রং যশ্চ, সঃ তথোক্তঃ), সোমঃ রাজা (দীপ্তিমান্ চন্দ্রঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ (অস্ত্রোহপি কশিৎ) এতং (চন্দ্রাভিমানিনং পুরুষং) এবং (বৃহদ্বাদিশুণবিশিষ্টং) উপাস্তে, অশ্চ (উপাসকশ্চ) অহরহঃ (প্রত্যহং) সূতঃ (যজ্ঞে সোমঃ অভিসূতঃ) প্রসূতঃ (বিকৃতি-যোগেষু চ প্রকর্ষণে সূতঃ) ভবতি ; (প্রকৃতি-বিকৃতিবাগানুষ্ঠানসামর্থ্যমশ্চ সম্পত্ততে ইতি ভাবঃ) । অশ্চ অন্নং ন ক্ষীয়তে (অক্ষয়মস্ত্যন্নং ভবতী-ত্যর্থঃ) ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ ।—[অজাতশত্রু এইরূপ বলিলে পর] গার্গ্য পুনশ্চ তাহাকে বলিলেন—এই যে, চন্দ্রে পুরুষ (চন্দ্রাভিমানী প্রাণ-পুরুষ), আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি । [এই কথা শ্রবণ করিয়া] অজাতশত্রু বলিলেন—না না—এরূপ কথা বলিও না ; আমি ইহাকে বৃহন্ [মহৎ] পাণ্ডুরবাসাঃ [জলরূপ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত] সোম ও রাজা (দীপ্তিমান্ চন্দ্র) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যে লোক ইহাকে এইরূপে উপাসনা করে, প্রত্যহ তাহার সূত ও প্রসূত নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতিসংজ্ঞক যোগে নিত্য সোমাভিষব করিবার সামর্থ্য হয় ; কখনও তাহার অন্নক্ষয় হয় না ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

শাক্তরশ্মাশ্রম।—সংবাদেনাদিত্যব্রহ্মণি প্রত্যাখ্যাতে অজাতশক্রণা, চন্দ্রমসি ব্রহ্মান্তরং প্রতিপেদে গার্গ্যঃ। য এবাসৌ চন্দ্রে মনসি চৈকঃ পুরুষঃ তোক্তা কৰ্ত্তা চেতি পূৰ্ববদ্বিশেষণম্। বৃহন্ মহান্, পাণ্ডরং শুক্লং বাসো যশ্চ, সোহয়ং পাণ্ডরবাসাঃ, অপশরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিনঃ প্রাণস্ত। সোমো রাজা চন্দ্রঃ, যশ্চান্নভূতোহভিযুজতে লতাস্বকো যজ্ঞে, তমেকীকৃত্য এতমেবাহং ব্রহ্মোপাসে। বধোক্তগুণং য উপাশ্তে তস্মাহরহঃ সূতঃ সোমোহভিযুতো ভবতি যজ্ঞে, প্রমৃতঃ প্রকৃষ্টং সূতরাং সূতো ভবতি বিকারে—উভয়বিধযজ্ঞানুষ্ঠানসামর্থ্যাং ভবতীত্যর্থঃ; অন্নং চাস্ত ন কীর্তয়ত অন্নাস্বকোপাসকস্ত ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

টীকা।—মনসি চেতি চকারাদ্ বুদ্ধৌ চেত্যর্থঃ। য একঃ পুরুষন্তমেবাহং ব্রহ্মোপাসে, যং চেৎপুণ্যমথৈতাজ্ঞে যা যেত্যাदिना प्रत्यावाचेत्याह—ইতি পূৰ্ববদ্বিতী। ভামুগলতো দ্বিগুণং চন্দ্রমণলমিতি এসিক্ৰিষাশ্রিত্যাহ—মহানিতি। কথং পাণ্ডরং বাসশ্চন্দ্রাভিমানিনঃ প্রাণস্ত সত্ত্ববতীত্যানব্ধাহ—অপশরীষাদিতি। পুরুষো হি শরীরেণ বাসসেব বেষ্টিতো ভবতি, পাণ্ডরত্বং চাপাং এসিক্ৰিয, আপো বাসঃ প্রাণস্তেতি চ প্রতিরতো যুক্তং প্রাণস্ত পাণ্ডরবাসত্বমিত্যর্থঃ। ন কেবলং সোমশমেন চন্দ্রম্ গৃহ্ণেত, কিং তু লতাপি, সমাননামর্থম্ভাদিত্যাহ—যশ্চেতি। তং চন্দ্রময়ং লতাস্বকং বুদ্ধিনিষ্ঠং চ পুরুষমেকীকৃত্যাহংগ্রহোপাশ্রিত্যর্থঃ। সস্ত্রতাপাশ্রিত্যনব্ধাহ—যথোক্তেতি। যজ্ঞশমেন প্রকৃতিব্রহ্মণা। বিকারশমেন বিকৃতয়ো গৃহ্ণেত। যথোক্তোপাসকস্ত প্রকৃতিবিকৃত্যানুষ্ঠানসামর্থ্যাং লীলয়া লভ্যমিত্যর্থঃ। অন্নাস্বস্তোপাসনানুসারিত্বাদুপপন্নমভি-প্রত্যোপাসকং বিশিনষ্টি—অন্নাস্বকেতি ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কথোপকথনক্রমে অজাতশক্র পূৰ্বোক্ত আদিত্য-ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিলে পর, গার্গ্য পুনশ্চ চন্দ্রমধ্যে অজবিধ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন—চন্দ্রে ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত এই যে, একটি পুরুষ পূৰ্ববৎ কর্ত্তব্য ভোক্তৃবাদি গুণবিশেষবিশিষ্ট। বৃহন্—মহৎ, পাণ্ডর—শুক্লবর্ণ, বাসঃ—আচ্ছাদন যাহার, তিনি পাণ্ডরবাসাঃ; অল হইতেছে চন্দ্রাভিমानी প্রাণের

(১) তাৎপর্য—আদিত্যমণল অপেক্ষা চন্দ্রমণল দ্বিগুণ বড়, এইরূপ লোকপ্রবাদ আছে, সেই লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে এখানে চন্দ্রকে আদিত্য অপেক্ষা ‘বৃহন্’ বলা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য—সাধারণতঃ প্রকৃতি ও বিকৃতিভেদে যজ্ঞ দ্বিবিধ; যে সমস্ত যজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞাদগুলি পুখাদপুখরূপে কথিত থাকে, সে সমস্ত যজ্ঞকে বলে ‘প্রকৃতি’, আর যে সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞাদগুলি সম্পূর্ণরূপে কথিত না হইয়া অন্ততঃ কথিত যজ্ঞাদগুলির অনুষ্ঠানের কথা মাত্র বলা হইয়া থাকে, সে সমস্ত যজ্ঞকে বলে ‘বিকৃতি’।

যজ্ঞে সোমলতার বানাদি সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়, সেই সংস্কারকে ‘অভিষব’ বলা হইয়া থাকে।

শরীর ; [এই ব্রহ্ম প্রাণকে ‘পাণ্ডুরবাসা’ বলা হইয়াছে] ; সোম রাজা (দীপ্তি-
মান) চন্দ্র ; যে সোম লতা যজ্ঞে অভিস্মৃত (সংস্কৃত) হইয়া থাকে, তাহার সহিত
এক করিয়া অর্থাৎ সোমলতা ও সোমনামক চন্দ্র, এই উভয়কেই এক অভিন্নরূপে
গ্রহণ করিয়া আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকি । যে ব্যক্তি যথোক্ত গুণ-
সম্পন্ন উক্ত পুরুষের উপাসনা করে, প্রত্যহ তাহার যজ্ঞে সোমলতা অভিবিক্ত
হয়, এবং বিকৃতি যজ্ঞেও উত্তমরূপে সোমাভিবব স্নসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও
বিকৃতি উভয়বিধ যজ্ঞানুষ্ঠানেই তাহার শক্তিনাভ হইয়া থাকে ; সেই অন্নাত্মক
ব্রহ্মোপাসকের অন্ন কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮৩ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্ব্যতি পুরুষঃ, এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশক্রশ্চা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা-
স্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি ; স য এতমেবমুপাস্তে
তেজস্বীহ ভবতি, তেজস্বিনী হাশ্চ প্রজা ভবতি ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—[পুনশ্চ] সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অসৌ বিদ্ব্যতি
(বিদ্বাদভিমানী) পুরুষঃ, অহং এতং (পুরুষং) এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ
অজাতশক্রঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (বিদ্ব্যৎপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহম্ এতং
‘তেজস্বী’ ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতং এবম্ উপাস্তে, সঃ তেজস্বী হ
ভবতি ; অশ্চ প্রজা (সন্ততিঃ) তেজস্বিনী হ [এব] ভবতি, [ব্যাখ্যা
পূর্ববৎ] ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ ।—গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে, বিদ্বাদভিমানী
পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি । অজাতশক্র
বলিলেন—না—না—এরূপ কথা বলিও না ; আমি ইহাকে
‘তেজস্বী’ বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যে লোক এইরূপে
ইহার উপাসনা করেন, তিনি নিজেও তেজস্বী হন ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—তথা বিদ্ব্যতি ষ্টি হৃদয়ে চৈকা দেবতা ; তেজস্বীতি
বিশেষণম্ ; তস্মাস্তং ফলম্—তেজস্বী হ ভবতি তেজস্বিনী হাশ্চ প্রজা ভবতি ।
বিদ্ব্যতাং বহুতস্মাদীকরণাদান্নানি প্রজায়াং চ ফলবাহন্যম্ ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

টীকা ।—সংবাদদোষণে চন্দ্রে ব্রহ্মণ্যপি প্রত্যাখ্যাত্তে ব্রহ্মান্তরমাহ—তথেষ্টি । কথমেক-
মুপাসনমনেকফলমিভ্যাশঙ্কাহ—বিদ্ব্যতামিতি ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ বিদ্ব্যতে—হৃদয়ে এবং স্বকেও একই দেবতা

অবস্থিত । ‘তেজস্বী’ পদটি পুরুষের বিশেষণ । উক্ত উপাসনার ফল এই যে, তিনি তেজস্বী হন, এবং তাহার প্রজাও (সন্তানও) তেজস্বী হইয়া থাকে । এখানে, বিদ্যাতের বহুত্ব স্বীকার করায় তদুপাসনার ফলস্বরূপ আত্মাতে অর্থাৎ উপাসকে এবং তৎসন্তানেও ভিন্ন ভিন্ন ফল উক্ত হইল ॥ ৮৪ ॥ ৪ ॥ ১৪

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশক্রয়্যা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ ; পূর্ণমপ্রবর্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ, নাস্মান্মল্লোকাৎ প্রজোদ্বর্ততে ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

সন্নলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং আকাশে পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম (ব্রহ্মত্বেন) উপাসে ইতি । সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (আকাশপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহং এতং পূর্ণং (ব্যাপি) অপ্রবর্তি (অক্রিয়ং) ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতং (আকাশপুরুষং) এবং উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] প্রজয়া (সন্তানেন) পশুভিঃ [চ] পূর্য্যতে (পূর্ণো ভবতি) ; অস্ম (উপাসকস্ম) প্রজা অস্মাৎ লোকাৎ ন উদ্বর্ততে (ন বিচ্ছিগতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

মুশাস্ত্রানুবাদঃ ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে, আকাশাভিমানী পুরুষ, আমি ইহাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করি । সেই অজাতশত্রু বলিলেন—না—না—আমাকে ইহা বলিবেন না ; আমি ইহাকে ব্যাপক ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া উপাসনা করি । যে লোক এইরূপে ইহার উপাসনা করে, সে লোক কখনও সন্তান ও পশুসম্পদে হীন হয় না, এবং এজগতে কখনও তাহার সন্তান-বিচ্ছেদ হয় না ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—তথা আকাশে হৃদাকাশে হৃদয়ে চৈকা দেবতা ; পূর্ণম্ অপ্রবর্তি চেতি বিশেষণধ্বন্যম্ । পূর্ণত্ববিশেষণফলমিদম্—পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ ; অপ্রবর্তিবিশেষণফলম্—নাস্ম অস্মাল্লোকাৎ প্রজা উদ্বর্ততে ইতি, প্রজা সন্তানাবিচ্ছিন্তিঃ ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

টীকা ।—অপ্রবর্তিব্যবর্তকত্বমক্রিয়বৎ বা ॥ ৮৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ আকাশে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে ও হৃদয়ে একই দেবতা ; পূর্ণ (ব্যাপক) ও অপ্রবর্তি (নিশ্চল), এই দুইটি তাহার বিশেষণ । পূর্ণত্ববিশেষণবিশিষ্টরূপে উপাসনার ফল—প্রজা ও পশুগণে পূর্ণ থাকা ; আর অপ্র-

বর্জি-বিশেষণযোগে উপাসনার ফল—ইহলোক হইতে তাহার সম্ভান বিচ্ছিন্ন না হওয়া ; না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না ॥৮৫॥৫॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বার্যৌ পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি ; স হোবাচাজাতশক্রশ্চা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, ইন্দ্রে। বৈকুণ্ঠোহপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, জিহ্বুর্হাপরাজিষুর্ভবত্যন্ততন্ত্যজ্যায়ী ॥৮৬॥৬॥

সরলার্থঃ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং বার্যৌ (বায়ুভিমানী পুরুষঃ), অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি ; সঃ (এবমুক্তঃ) অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (বায়ুপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহং এতং (বায়ু-পুরুষং) ইন্দ্রেঃ (পরমেশ্বর্যাবান্) বৈকুণ্ঠঃ (কুণ্ঠারহিতঃ—অপ্রতিহতশক্তিঃ) অপরাজিতা (ন পরৈঃ জিতপূর্বা) সেনা (সমষ্টিভূতা) ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে ; [সঃ] জিহ্বুঃ (জয়শীলঃ) অপরাজিষুঃ (বিজ্ঞেতৃত্বহিতঃ) অন্ততন্ত্যজ্যায়ী (অন্ততন্ত্যানাং অন্ততঃ আগতানাং শত্রুগাং জয়শীলঃ চ) ভবতি ॥৮৬॥৬॥

মূলানুবাদঃ।—সেই গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে, বায়ু-অভিমানী পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি ; অজাতশত্রু বলিলেন—না—না—এবিষয়ে কথা বলিবেন না ; আমি ইহাকে ইন্দ্র (পরমেশ্বর্যশালী) বৈকুণ্ঠ (অপ্রতিহতশক্তি) ও অগ্নের অপরাজিতা সেনা (সমষ্টিভূত) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । অতঃপরে যে লোক উক্তপ্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে লোকও জয়শীল, পরের অপরাধে এবং শত্রুজয়ী হয় ॥ ৮৬ ॥ ৬ ॥

শাক্তব্রহ্মণ্যম্।—তথা বার্যৌ প্রাণে হৃদি চৈকা দেবতা ; তস্তা বিশেষণম্—ইন্দ্রেঃ পরমেশ্বরঃ, বৈকুণ্ঠঃ অপ্রসহঃ, ন পরৈর্জিতপূর্বা অপরাজিতা, সেনা—মরুতাং গণবপ্রসিদ্ধেঃ । উপাসনফলমপি—জিহ্বুর্হ জয়শীলঃ, অপরা-জিহ্বুঃ ন চ পরৈর্জিতত্বাবাবো ভবতি, অন্ততন্ত্যজ্যায়ী অন্ততন্ত্যানাং সপত্নানাং জয়শীলো ভবতি ॥৮৬॥৬॥

টীকা।—কথমেকস্মিন্ বার্যাবপরাজিতা সেনেতি শ্রুণুঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—মরুতাসমিতি । বিশেষণত্রয়স্ত ফলত্রয়ঃ ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি—জিহ্বুরিত্যাধিনা । অন্ততন্ত্যানামন্ততো মাতৃতো জাতানাম্ ॥ ৮৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ বায়ুতে—প্রাণেতে এবং হৃদয়মধ্যেও একই

দেবতা ; তাহার বিশেষণ—ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর (উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন), বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ অপরের অনভিভবনীর এবং অপরাধিতা অর্থাৎ শত্রু বাহাকে কখনও জয় করিতে পারে না, এমন সেনা ; কারণ, বায়ুর গণত্ব (সমষ্টিভাব) প্রসিদ্ধ আছে, [তন্নিবন্ধন বায়ুসমষ্টিকে সেনা বলা হইয়াছে] । উপাসনারও ফল এই যে, তিনি জিহ্বা অর্থাৎ জয়শীল, অপরাধিহীন—অশ্রুতর্ক্য অপরাধের—পরাদিত হইবার অযোগ্য, এবং অশ্রুতন্ত্যজ্ঞায়ী—অশ্রুতন্তোর—শত্রুগণের জয়কারী হন ॥৮৬৭॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি ; স হোবাচাজাতশত্রুশ্চ মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ ; বিম্বাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, বিম্বাসহির্ভবতি, বিম্বাসহির্হাস্ত প্রজা ভবতি ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ম্ অগ্নৌ পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (অগ্ন্যভিমানিনি পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহম্ এতং বিম্বাসহিঃ (অগ্নৌ যং হবিঃ বিম্বাতে ক্ৰিপ্যতে, তং ভস্মীকরণেন সহতে ইতি বিম্বাসহিঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, সঃ বিম্বাসহিঃ ভবতি, অস্ত প্রজা (সন্ততিঃ চ) বিম্বাসহিঃ ভবতি ॥৮৭॥৭॥

মূলোক্তান্তঃ ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে, অগ্নিস্থ পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ; অজাতশত্রু বলিলেন—না না—এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না ; আমি ইহাকে ‘বিম্বাসহি’ বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যে লোক উক্তপ্রকারে ইহার উপাসনা করেন, তিনি নিজেও বিম্বাসহি হন, এবং তাঁহার সন্তানও বিম্বাসহি হয় । ‘বিম্বাসহি’ অর্থ—অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ প্রভৃতিকে যিনি সহ করেন, অর্থাৎ ভস্মীভূত করিয়া থাকেন ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

শাক্তরত্নাঙ্কম্ ।—অগ্নৌ বাচি হৃদি চৈকা দেবতা ; তস্মা বিশেষণম্—বিম্বাসহিঃ মর্ষয়িতা পরেয়াম্ । অগ্নিবাহন্যং পূর্ব্ববৎ ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

টীকা ।—যদ্বির্লিখ্যতে ক্ৰিপ্যতে, তং সর্বং ভস্মীকরণেন সহতে, তেনাগ্নির্বিম্বাসহিঃ । যথা পূর্ব্বং বিদ্যতাং বাহন্যাম্বানি প্রজায়াং চ ফলবাহন্যমুক্তং, তথাত্রাপ্যগ্নীনাং বহনত্বাদুপাসকত্বানি প্রজায়াং নীপ্যগ্নিহা সিত্যতীত্যাহ—অগ্নীতি ॥ ৮৭ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অগ্নিতে বাগিদ্রিয়ে ও হৃদয়ে একই দেবতা ; তাহার বিশেষণ—‘বিবাসহি’ ; বিবাসহি অর্থ—পরের প্রতি ক্ষমানীল । পূর্বের স্থায় এখানেও অগ্নির বহুত্ব নিবন্ধন ফলের বাহ্য উক্ত হইল ॥৮৭॥১॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্সু পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মো-
পাস ইতি, স হোবাচাজাতশক্রম্মা মৈতগ্নিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, প্রতি-
রূপ ইতি বা অহমেতমুপাস-ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, প্রতি-
রূপত্বেইবেনমুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোহস্মা-
জ্জায়তে ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং অপ্সু (জলেষ্—জলাভি-
মানী) পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ অজাতশক্রঃ উবাচ হ—
এতগ্নিন্ (জলাভিমানিনি পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহম্ এতং প্রতিরূপ ইতি
বৈ উপাসে ইতি ; সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, প্রতিরূপং (অমুকুলং রূপং) এব
এনং (উপাসকং) উপগচ্ছতি, অপ্রতিরূপং ন ; অথো (অপি) অস্মাৎ
(উপাসকং) প্রতিরূপঃ (অমুরূপঃ এব) জায়তে, (ন তু বিরূপঃ) ॥৮৮॥৮॥

মূলানুবাদঃ ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে জলাভিমानी
পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ।
অজাতশক্র বলিলেন—না না, এবিষয়ে সংবাদ করিবেন না ; আমি
ইহাকে প্রতিরূপ [আশ্রয়ানুরূপ] বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ।
অপরও যে ব্যক্তি এইরূপে ইহার উপাসনা করে, প্রতিরূপ অর্থাৎ
অমুকুল বিষয়ই তাহাকে প্রাপ্ত হয়, কখনও অপ্রতিরূপ প্রাপ্ত হয়
না, এবং ইহা হইতে অমুকুল বিষয়ই সংঘটিত হয় ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

শাক্তভাষ্যম্ ।—অপ্সু রেতসি হৃদি চৈকা দেবতা ; তস্মা বিশেষণম্
—প্রতিরূপঃ অমুরূপঃ শ্রুতিস্মৃত্যপ্রতিকূল ইত্যর্থঃ । ফলম্—প্রতিরূপং শ্রুতি-
স্মৃতিশাসনানুরূপমেব এনমুপগচ্ছতি প্রাপ্নোতি, ন বিপরীতম্ ; অত্রচ্চ—অস্মাৎ
তথাবিধি এবোপজ্জায়তে ॥৮৮॥৮॥

টীকা ।—প্রতিরূপঃ প্রতিকূলব্রহ্মভ্যোবর্তয়তি—অমুরূপ ইতি । অত্রচ্চ কলম্বতি
সদৃশঃ । অস্মাদুপাসিতুরিত্যর্থঃ । তথাবিধিঃ শ্রুতিস্মৃত্যনুকূল ইতি বাবৎ ॥ ৮৮ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—জলে, শুক্রে ও হৃদয়ে একই দেবতা অবস্থিত ; তাহার
বিশেষণ—প্রতিরূপ ; প্রতিরূপ অর্থ—অমুরূপ, অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের

অবিরোধী । ইহার ফল এই যে, প্রতিক্রম অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শাসনের অমুরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়, কখনও বিপরীত প্রাপ্ত হয় না ; অধিকন্তু তাহার নিকট হইতে তাদৃশ পুরুষই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৮৮॥৮॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ ; রোচিষ্কুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে, রোচিষ্কুর্হ ভবতি, রোচিষ্কুর্হাস্ত প্রজা ভবতি, অথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্বাত্ স্থানতিরোচতে ॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং আদর্শে (আদর্শপদং ঋজাদীনামুপলব্ধকম্, তেন দর্পণ-ঋজাদৌ) পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (আদর্শাচ্ছভিমানিনি পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহং পুনঃ এতং রোচিষ্কুঃ (দীপ্তিস্বভাবঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] রোচিষ্কুঃ ভবতি, অস্ত প্রজা রোচিষ্কুঃ ভবতি ; অথো (অপি) যৈঃ সহ সন্নিগচ্ছতি (সংগতো ভবতি), তান্ সর্বান্ অতিরোচতে (অতীত্য দীপ্যতে সর্বাতিশায়ী-দীপ্তিমান্ ভবতীত্যর্থঃ) ॥৮৯॥৯॥

মূলানুবাদঃ ।—সেই গার্গ্য বলিলেন—এই যে, দর্পণাদিস্থিত পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ; সেই অজাতশত্রু বলিলেন—না না—এই বিষয়ে সংবাদ করিবেন না ; আমি ইহাকে রোচিষ্কু (দীপ্তিশীল) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে ইহার উপাসনা করিয়া থাকে, সে নিজেও রোচিষ্কু হইয়া থাকে, এবং তাহার সন্তানও রোচিষ্কু হয়, অধিকন্তু সে ব্যক্তি যাহাদের সহিত সন্মিলিত হয়, তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক দীপ্তিসম্পন্ন হয় ॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—আদর্শে প্রসাদস্বভাবে চাত্ত্বত ঋজাদৌ, হার্দে চ সবক্তদ্বিষাভাবো চ একা দেবতা ; তস্মা বিশেষণম্—রোচিষ্কুঃ দীপ্তিস্বভাবঃ ; ফলম্ তদেব ; রোচনাধারবাহল্যাৎ ফলবাহল্যম্ ॥৮৯॥৯॥

টীকা ।—হার্দে চেত্যেভদেব স্ট্রৈর্ভেদ—সংভেদ । সর্বত্রৈকেতি বিশেষণত্বং দেবভেতি বিশেষত্বস্য সম্বন্ধে । তদেব রোচিষ্কুর্মিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আদর্শে (দর্পণে) এবং স্বভাবনির্মল ধ্বজপ্রভৃতিতে আর বিস্তৃত সবপ্রধান হৃদয়েও একই দেবতা অবস্থিত ; তাহার বিশেষণ—
রোচিস্কু। রোচিস্কু অর্থ—স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তিমান্ ; ফলও তাহার তদনুরূপই ; দীপ্তির
আশ্রয়বাহন্য নিবন্ধন উপাসনা-ফলেও বহুত উক্ত হইল ॥ ৮৯ ॥ ৯ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছকোহনূদেতি,
এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি, স হোবাচাজাতশত্রুগ্না মৈতস্মিন্
সংবদিষ্ঠাঃ ; অহুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে
সর্বম্ হৈবাস্মি ল্লোক আয়ুরেতি, নৈনং পুরা কালাং প্রাপো
জহাতি ॥ ৯০ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যন্তং (গচ্ছন্তং) পুরুষং অম্ (লক্ষী-
কৃত্য) পশ্চাৎ (পশ্চাত্তাগে) যঃ এব অয়ং শব্দঃ উদেতি (উপগচ্ছতি), অহং
এতম্ (শব্দং) এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্
(যথোক্তে শব্দে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহং পুনঃ এতং অম্ (প্রাণঃ) ইতি বৈ
উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, [সঃ উপাসকঃ] অস্মিন্ লোকে সর্বম্
এব আয়ুঃ (সম্পূর্ণম্ আয়ুঃ—বর্ষশতম্) এতি (প্রাপ্নোতি), প্রাণঃ কালাং
(কর্মফলভোগামুগতাং সময়ং) পুরা (অগ্রে) এনং (উপাসকং) ন জহাতি
(পরিত্যজতি), (নাসৌ অকালে ত্রিয়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৯০ ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ ।—পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন—মানুষ গমন করি-
বার সময় তাহার পশ্চাতে যে, একরকম শব্দ উথিত হয়, আমি তাহা-
কেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি ; এ কথা শুনিয়া অজাত-
শত্রু বলিলেন—না—না—এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না ; আমি
ইহাকে ‘অম্’ (প্রাণ) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যে ব্যক্তি
এইরূপে ইহার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু
লাভ করে, এবং কর্মভোগ শেষ হইবার পূর্বে প্রাণ তাহাকে ত্যাগ
করে না ॥ ৯০ ॥ ১০ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—যন্তং গচ্ছন্তং য এবায়ং শব্দঃ পশ্চাৎ পৃষ্ঠভোহ-
নূদেতি, অধ্যায়ঞ্চ জীবনহেতুঃ প্রাণঃ, তমেকীকৃত্যহ ; অম্ প্রাণঃ, জীবনহেতু-
রिति গুণঃ, তস্য ফলম্ সর্বমায়ুরস্মিন্ লোকে এতীতি—যথোপাত্তং কর্মণা আয়ুঃ,

কৰ্মফলপরিচ্ছিন্নকালং পূৰ্বা পূৰ্বং রোগাদিভিঃ পীড়্যমানমপ্যেনং প্রাণো ন
জহতি ॥ ১০ ॥ ১০ ॥

টীকা।—আইহতমেবাহমিত্যানীতি শেধঃ । তত্ত্ব স্তবদ্ব্যপাসনস্তেতর্থঃ । সৰ্বমায়ুরিতো-
তদ্যচষ্টে—অথোপাসনমিতি ॥ ১০ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—গমনকারী ব্যক্তির পশ্চাতে যে একরকম শব্দ উথিত
হয়, সেই শব্দ এবং জীবনের হেতুভূত অধ্যাত্ম প্রাণ, এই উভয়কে এক করিয়া
এখানে ‘শব্দ’ বলা হইয়াছে । অম্ম অর্থ—প্রাণ, ‘জীবনহেতু’ কথাটি তাহার
শুণ (বিশেষণ) । ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করা তাহার ফল । প্রাক্তন কৰ্ম্মানু-
সারে যে পরিমাণ আয়ু তাহার নির্দিষ্ট আছে, কৰ্ম্মফলানুযায়ী সেই পরিমিত
আয়ুকালের পূর্বে রোগাদি দ্বারা পীড়্যমান হইলেও প্রাণ তাহাকে পরিত্যাগ
করে না ॥ ১০ ॥ ১০ ॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিম্বু পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মো-
পাস ইতি, স হোবাচাজাতশক্রম্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ,
দ্বিতীয়োহনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেব-
মুপাস্তে, দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি, নাম্মাদাগণচ্ছিত্ততে ॥ ১১ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং দিম্বু পুরুষঃ, অহং এতম্
(দিগতিমানপুরুষঃ) এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ অজাতশক্রঃ উবাচ হ—এত-
স্মিন্ (দিক্পুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহম্ এতং দ্বিতীয়ঃ অনপগঃ (অবিয়ুক্ত-
স্বভাবঃ) ইতি বৈ উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতম্ এবম্ (যথোক্তশুণযোগেন)
উপাস্তে, [সঃ] দ্বিতীয়বান্ (সহিতীয়ঃ) ভবতি, অস্মাৎ (ইমং প্রাপ্য) গণঃ
(স্বগণঃ) ন চ্ছিত্ততে (বিচ্ছেদ্য অভাবং ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—সেই গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে, দিক্-
সমূহে অভিমানী পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া
থাকি । অজাতশক্র বলিলেন—না—না—এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন
না ; আমি ইহাকে দ্বিতীয় ও অনপগ অর্থাৎ অবিয়ুক্তস্বভাব বলিয়া
উপাসনা করিয়া থাকি । যে কোন লোক উক্তপ্রকারে ইহার উপা-
সনা করে, সে ব্যক্তিও দ্বিতীয়বান্ (সহায়যুক্ত) হয়, কখনও
তাহার স্বগণ-বিচ্ছেদ হয় না ॥ ১১ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—দিম্বু কর্ণয়োঃ হবি চৈকা দেবতা অগ্নিনো দেবাব-

বিযুক্তস্বভাবো; গুণস্তস্য দ্বিতীয়বস্তু, অনপগতম্ অবিযুক্ততা চাত্তোহন্তম্, দিশামখিনোশ্চৈবধর্ম্মিতাৎ; তদেব চ ফলমুপাসকস্য—গণাবিচ্ছেদো দ্বিতীয়-বস্তু ॥১১॥১১॥

টীকা।—ক। পুনরসাবেক। দেবতা, তত্রাহ—অখিনাবিতি। তন্ত দেবন্তেতি যাবৎ। যথোক্তং গুণদ্বয়মুপাদয়তি—দিশামিতি। দ্বিতীয়বস্তু সাধুভূত্যাদিপরিবৃত্তম্। ১১। ১১।

ভাষ্যানুবাদ।—দিক্‌সমূহে—কর্ণদ্বয়ে ও হৃদয়ে একই দেবতা। সেই দেবতা হইতেছেন অবিযুক্তস্বভাব অখিনী-কুমারদ্বয়। সদ্ধিতীয়ভাব ও অনপগত অর্থাৎ পরম্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন না হওয়া ইহার গুণ; কারণ, দিক্‌সমূহ ও অখিনী-কুমারদ্বয়ের ইহাই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; উপাসকও তদনুরূপ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, কখনও তাহার স্বগণ-বিচ্ছেদ হয় না, এবং সদ্ধিতীয়ভাবও নষ্ট হয় না, অর্থাৎ কখনও তাহার সহায়ের অভাব ঘটে না ॥১১॥১১॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ, এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি। স হোবাচাজাতশত্রুশ্চ মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ, মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে, সর্ব্বং হৈবাস্মি ল্লোক আয়ুরেতি, নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি ॥১২॥১২

সরলার্থঃ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (ছায়াপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; অহম্ এতং মৃত্যুঃ ইতি বৈ উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবং উপাস্তে, [সঃ] অস্মিন্ লোকে (জগতি) সর্ব্বং (সমগ্রং) আয়ুঃ এতি; কালং (কর্ম্মফলভোগাবচ্ছিন্নং কালং) পুরা (অগ্রে) মৃত্যুঃ এনং (উপাসকং) ন আগচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি) ॥১২॥১২॥

মূলোক্ত্যানুবাদঃ।—গার্গ্য পুনরপি বলিলেন—এই যে ছায়াময় (ছায়াভিমানী) পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি। অজাতশত্রু বলিলেন—না—না, এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না; আমি ইহাকে মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন, কখনও নির্দিষ্ট কালের পূর্বে মৃত্যু ইহাকে আক্রমণ করে না, অর্থাৎ সে ব্যক্তি অকালে মরে না ॥ ১২ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—ছায়াময় বাহ্যে তমসি অধ্যাত্ম চাবরণাত্মকে

অজ্ঞানে হৃদি চৈকা দেবতা ; তস্মা বিশেষণম্—মৃত্যুঃ ; ফলং সৰ্বং পূৰ্ব্ববৎ ;
মৃত্যোয়নাগমনেন রোগাদিপীড়াভাবো বিশেষঃ ॥৯২॥১২॥

টীকা ।—শব্দব্রহ্মোপাসকস্তেব তমোব্রহ্মোপাসকস্তাপি ফলদিত্যাহ—ফলমতি । ফলভেদা-
ভাবে বৎসুপাসনভেদঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃত্যোরিতি ॥ ৯২ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ছায়াতে অর্থাৎ বহিঃস্থিত অন্ধকারে এবং দেহস্থ আবরণাত্মক
অজ্ঞানে ও হৃদয়ে একই দেবতা অবস্থিত আছেন ; মৃত্যু শব্দটি তাহার বিশেষণ ।
উপাসনার ফল সমস্তই পূর্ববৎ ; কেবল বিশেষ এই যে, মৃত্যুর অনুপস্থিতিতে
রোগাদিজনিত পীড়াও তাহার ঘটে না (১) ॥৯২॥১২॥

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মান্বনি পুরুষঃ, এতমেবাহং
ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজাতশক্রশ্চা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ,
আত্মস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স য এতমেবমুপাস্তে আত্মস্বী হ
ভবত্যাত্মস্বিনী হাশ্চ প্রজা ভবতি, স হ তুস্বীমাস গার্গ্যঃ ॥৯৩॥১৩॥

সরলার্থঃ ।—সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অয়ং আত্মনি (প্রজাপত্যৌ)
পুরুষঃ, অহং এতম্ এব ব্রহ্ম উপাসে ইতি । সঃ অজাতশক্রঃ উবাচ হ—এতস্মিন্
(আত্মপুরুষে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; অহম্ এতম্ আত্মস্বী (আত্মবান্) ইতি বৈ
উপাসে ইতি । সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে, [সঃ] আত্মস্বী (আত্মবান্ বশ্যাত্মা
শুদ্ধবুদ্ধিঃ) ভবতি হ ;—অশ্চ প্রজা চ আত্মস্বিনী ভবতি হ । সঃ (গার্গ্যঃ)
[এতৎ শ্রুত্বা] তুস্বীম্ আস (অতঃ কিঞ্চিৎ বক্তৃমশক্ৰূবন্ নিঃশব্দো বভূব) ।
হ-শব্দঃ (ঐতিহ্যে) ॥৯৩॥১৩॥

মূলানুবাদঃ ।—গার্গ্য পুনশ্চ বলিলেন—এই যে আত্মস্থ
(বুদ্ধিস্থ) পুরুষ, আমি ইহাকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকি ।
অজাতশক্র বলিলেন—না—না, এ বিষয়ে সংবাদ করিবেন না ; আমি
ইহাকে আত্মস্বী (আত্মবান্) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । যে ব্যক্তি
যথোক্ত প্রকারে ইহার উপাসনা করেন, তিনিও আত্মস্বী (প্রশান্তাত্মা

(১) ভাৎপর্থা—অতীত নশম শ্রুতির ফলের সহিত ইহার পৌনরুক্ত্য শব্দ পরিহার্য্য
বলিতেছেন যে, উপাসনার ফলসত্ত সাম্য থাকিলেও বিশেষ এই যে, সেখানে বলা হইয়াছে—
অজ্ঞানে মৃত্যু হয় না, কিন্তু রোগাদি ব্যতন। হইতে পারে ; আর ইহার ফল হইতেছে—
উপাসকের অকালমৃত্যু ত হইই না, অধিকন্তু রোগাদি-ব্যতনাও তাহার হয় না ।

বশীকৃতচিত্ত) হন, এবং তাহার সন্তানও প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হয় । গার্গ্য [ইহার পর] তুষ্ণীভূত হইলেন ॥ ৯৩ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—আত্মনি প্রজাপতৌ বুদ্ধৌ চ হৃদি চৈকা দেবতা ; তস্মাৎ আত্মস্বী আত্মবানিতি বিশেষণম্ ; ফলম্—আত্মস্বী হ—ভবতি আত্মবান্ ভবতি, আত্মস্বিনী হাশু প্রজা ভবতি, বুদ্ধিবহলত্বাৎ প্রজায়াং সম্পাদনমিতি বিশেষঃ । স্বয়ং পরিজ্ঞাতত্বেনৈবং ক্রমেণ প্রত্যাখ্যাতেষু ব্রহ্মসু স গার্গ্যঃ ক্ষৌণ্ডব্রহ্মবিজ্ঞানোহ-প্রতিভাসমানোস্তরতুষ্ণীম্ অবাক্শিরা আস ॥৯৩॥১৩॥

টীকা ।—যজ্ঞানি ব্রহ্মগুণস্তত্ত্ব সমস্তং ব্রহ্মোপদিশতি—প্রজাপতাবিতি । আত্মবৎ ব্রহ্মাত্মকত্বম্ । ফলস্তান্নগামিত্বাৎ প্রজায়াং তদভিধানমুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বুদ্ধীতি ॥ ৯৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আত্মাতে অর্থাৎ সমষ্টিবুদ্ধিভূত প্রজাপতিতে এবং হৃদয়ে একই দেবতা অধিষ্ঠিত ; তাহার বিশেষণ—আত্মস্বী । আত্মস্বী অর্থ—আত্মবান্, যাহার আত্মা—বুদ্ধি স্বরূপে আসিয়াছে । উপাসনার ফল—উপাসক আত্মস্বী হয়—আত্মবান্ অর্থাৎ আত্মবশ্ব হয়, এবং তাহার সন্তানও আত্মস্বী হয় । বুদ্ধির সংখ্যাবাহুল্য বশতঃ সন্তানেও আত্মবৎ ফল সম্পাদন করা অসম্ভব হয় না । গার্গ্য যথোক্তক্রমে যে সমস্ত ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তৎসমস্তই অজ্ঞাতশক্রর পরিজ্ঞাত থাকায় ক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, গার্গ্যের ব্রহ্মবিজ্ঞান নিঃশেষ হইয়া গেল ; তখন তিনি আর কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না, এবং অধোমুখ হইয়া চূপ করিয়া রহিলেন ॥৯৩॥১৩॥

স হোবাচাজ্ঞাতশক্ররেতাবম্ ৩ ইতি, এতাবদ্বীতি, নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি, স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বা যানীতি ॥ ৯৪ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ ।—[গার্গ্য তুষ্ণীভূতে সতি] সঃ অজ্ঞাতশক্রঃ উবাচ হ—এতাবৎ নু ! (এতাবদেব ত্বদীয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ !) ইতি ; [প্লুতত্বাৎ দৈর্ঘ্যম্] । [এবমুক্তঃ গার্গ্যঃ উবাচ—] এতাবৎ হি (এতাবদেব) [মম ব্রহ্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ] ইতি । [তৎশ্রদ্ধা অজ্ঞাতশক্রঃ আহ—] এতাবতা (এতাবন্মাত্রবিজ্ঞানেন) ন বিদিতং (বিজ্ঞাতং) ভবতি [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ] ইতি । [এবমুক্তঃ] সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—ত্বা (ত্বাং) উপযানি (শিষ্যত্বেন উপগচ্ছ্যম্) [অহমিতি শেষঃ] ইতি ॥৯৪॥১৪॥

মূলানুবাদ ।—[গার্গ্য এইরূপে নির্বাক্ হইলে পর,] সেই অজ্ঞাতশক্র গার্গ্যকে বলিলেন—এ পর্য্যন্তই ত ! অর্থাৎ তোমার ব্রহ্ম-

বিজ্ঞান এখানেই পরিসমাপ্ত হইল কি ? [তদন্তরে গার্গ্য বলিলেন]—
হাঁ, এই পর্য্যন্তই; ইহার অধিক আর আমার জানা নাই। অজাতশত্রু
বলিলেন—শুধু এইমাত্র জ্ঞানেই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হয় না, অর্থাৎ তোমার
যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানে যথেষ্ট নহে। গার্গ্য বলিলেন—
আমি শিষ্টভাবে আপনার আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করি ॥ ৯৪ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—তৎ তথাভূতমালক্ষ্য গার্গ্যং স হোবাচ অজাতশত্রুঃ—
এতাবৎ নু ৩ ইতি, কিমেতাবদ্ ব্রহ্ম নিষ্কর্তৃত্বম্ ? অহোষ্মিদ্ধিকমপ্যস্তি ? ইতি ।
ইতর আহ—এতাবদ্বীতি । নৈতাবতা বিদিতেন ব্রহ্ম বিদিতং ভবতীত্যাহ
অজাতশত্রুঃ—কিমর্থং গর্বিতোহসি “ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি” । কিমেতাবদ্বিদিতং
বিদিতমেব ন ভবতীত্যাচ্যতে ? ন, ফলবদ্বিজ্ঞানশ্রবণাৎ ; ন চার্থবাদত্বমেব বাক্যা-
নামবগন্তব্যং শক্যম্ ; অপূর্ববিধানপর্য্যাপি হি বাক্যানি প্রত্যাশাসনোপদেশং লক্ষ্যন্তে
—অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানামিত্যাদৌনি ; তদ্ব্যবস্থাপি চ ফলানি সর্বত্র শ্রয়ন্তে
বিভক্তানি ; অর্থবাদত্বে এতদসমঞ্জসম্ । কথং তর্হি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি ?
নৈব দোষঃ, অধিকৃতাপেক্ষত্বাৎ—ব্রহ্মোপদেশার্থং হি শুভ্রববে অজাতশত্রবে অমুখ্য-
ব্রহ্মবিদ্ গার্গ্যঃ প্রবৃত্তঃ ; স যুক্ত এব মুখ্যব্রহ্মবিদা অজাতশত্রুণা অমুখ্যব্রহ্মবিদ্
গার্গ্যো বক্তৃম্—যদুখ্যং ব্রহ্ম বক্তৃং প্রবৃত্তত্বম্, তন্ন জানীষ ইতি । যদুখ্যব্রহ্ম-
বিজ্ঞানমপি প্রত্যাখ্যায়েত, তদা “এতাবতা” ইতি ন জ্ঞাৎ, ন কিঞ্চিজ্ঞাতং
ত্বয়েত্যেবং জ্ঞাৎ । তস্মাদ্ভবন্তি এতাবন্তি অবিশ্রাবিশয়ে ব্রহ্মাণি ; এতাবদ্বিজ্ঞান-
দ্বারদ্বাচ্চ পরব্রহ্মবিজ্ঞানমু যুক্তমেব বক্তৃম্—নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি ।
অবিশ্রাবিশয়ে বিজ্ঞেয়ত্বং নামরূপকস্মাত্মকত্বকৈব্যাং তৃতীয়েহধ্যায়ে প্রদর্শিতম্ ।
তস্মাৎ “নৈতাবতা বিদিতং ভবতি” ইতি ব্রহ্মতা জ্ঞাতব্যমন্তীতি দর্শিতং ভবতি ;
তচ্চ অগুপসন্নয় ন বক্তব্যমিত্যাচারবিধিঞ্জো গার্গ্যঃ স্বয়মেবাহ—উপ ত্বা যানীতি
—উপগচ্ছানীতি—তাম্, যথাতঃ শিষ্যো গুরুম্ ॥ ৯৪ ॥ ১৪ ॥

টীকা।—বিচারার্থ মূর্তিরিত কথরতি—কিমেতাবদ্বিতি । বাক্যার্থ চোচ্চসমাধিত্বাৎ
শ্রুতরতি—কিমিত্যাদিনি । আদিত্যাদেয়বিদিতত্বনিবেশ প্রতিজ্ঞায় হেতুমাং—ন ফলবদ্বিতি ।
নৈতানি বাক্যানি ফলবদ্বিজ্ঞানপর্য্যাপ্যর্থবাদবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ফলবদ্বাচ্চাপূর্ববিধি-
পরাণ্যেতানি বাক্যানীতাহ—তদ্ব্যবস্থাপীতি । অর্থবাদত্বেইপি তেভ্যমপূর্বার্থত্বং কিং ন
স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থবাদত্ব ইতি । বাক্যানাং ফলবদ্বিজ্ঞানপরত্বমুপেত্য নিষেধবাক্যস্ত গতিং
পূঙ্কতি—কথং তর্হীতি । তত্চানবর্ক্য পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি । অধিকৃতাপেক্ষত্বাৎ
প্রতিবেশন্তেত্বাৎ : শ্রুতরতি—ব্রহ্মত্ব । নৈতাবতেত্যবিশেষণামুখ্যব্রহ্মজ্ঞানমপি নিষিদ্ধমিতি

চেদেভাহ—ঋতীতি । নিষ্কামেন(৭) চেদেভাহ্যপাসনাস্তমুদ্রীয়াস্তে, তদৈতেবাং ব্রহ্মজ্ঞানার্থবাদমুখ্য-
ব্রহ্মজ্ঞাননিবেশমন্তরেণ নিবেশোপপত্তিরিত্যাহ—এতাবদ্বিজ্ঞানেতি । আদিত্যাদিকমেব মুখ্যং
ব্রহ্মেতি নিবেশানর্থক্যং তদবত্মিত্যাশঙ্ক্যাহ—ঋতীতি । আদিত্যাদেমুখ্যব্রহ্মজ্ঞানস্তবানিবেশ-
তোপপন্নতত্ত্বসামর্থ্যাসিদ্ধমুপপত্ততি—তস্মাদিতি । উপগমনবাক্যমুবাণ্য বাচ্যে—তচ্ছোতি ।

“অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপ্যকালে বিধীয়তে ।

অমুব্রজ্যা ৫ শুক্রবা যাবদধ্যয়নং শুরোঃ ।

নাব্রাহ্মণে শুরৌ শিষ্টো বাসমাত্যস্তিকং বসেৎ”

ইত্যাদীস্মাচারবিধিশাস্ত্রাণি । ৯৪ । ১৪ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই অজ্ঞাতশত্রু উক্ত গার্গ্যকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এতাবৎ নৃ ৩ ! এই পর্য্যন্তই কি তোমার সম্পূর্ণ
ব্রহ্মজ্ঞান ? অথবা এতদতিরিক্ত আরও কিছু আছে ? গার্গ্য বলিলেন—এই
পর্য্যন্তই । অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, শুধু এই পর্য্যন্ত জানিলেই ত ব্রহ্মকে জানা হয়
না ; তবে কেন ‘আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব’ বলিয়া গর্ভ প্রকাশ করিয়া-
ছিলে । ভাল, তুমি কি বলিতেছ যে, এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞান বিজ্ঞানই নয় ? না,
সে কথা বলিতেছি না ; কেন না ; উক্ত বিজ্ঞানসমূহেরও পৃথক্ পৃথক্ ফলশ্রুতি
রহিয়াছে ; উক্ত কলবোধক বাক্যগুলিকে অর্থবাদ বা স্ততিবাদ বলিয়াও গ্রহণ
করা যাইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যেক উপাসনার উপদেশস্থলেই প্রমাণান্তরা-
বিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশে বাক্যের তাৎপর্য্য পরিমল্লিত হইতেছে, যথা—
“অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাম্” ইত্যাদি । উপদেশের অমুরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফলো-
ল্লেখও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু উক্ত বাক্যগুলিকে ‘অর্থবাদ’ বলিলে
এ সমস্ত বিষয় কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না ।

ভাল কথা ; তাহা হইলে “নৈতাবতা বিদিতং ভবতি” অর্থাৎ শুধু এই পর্য্যন্ত
বিজ্ঞানেই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হয় না ; এই কথা সঙ্গত হয় কিরূপে ? না, ইহাতে দোষ
হয় না ; কারণ ; ইহা হইতেছে অধিকৃত-সাপেক্ষ কথা ; অভিপ্রায় এই যে, গার্গ্য
নিজে অমুখ্য-ব্রহ্মবিৎ—পরব্রহ্মজ্ঞানরহিত হইয়াও শুক্রবু অজ্ঞাতশত্রুকে ব্রহ্মোপদেশ
দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; কাজেই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞাবিশারদ অজ্ঞাতশত্রু অমুখ্যব্রহ্ম-
বিদ্ গার্গ্যকে অবশ্যই বলিতে পারেন যে, তুমি আমাকে, যে মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ
দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, প্রকৃত পক্ষে তুমি নিজেই তাহা জান না । আর এখানে
যদি অমুখ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানও প্রত্যাখ্যাত বা নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে কখনই
‘এতাবতা’ বলিতেন না, পরন্তু তুমি কিছুই জান না, এইরূপই বলিতেন ; অতএব
বুঝিতে হইবে, গার্গ্য, যে সমস্ত ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়াছেন ; অবিজ্ঞাধিকারে সে

সমুদয়ও অবশ্যই ব্রহ্মরূপে পরিগ্রহণীয়, এবং তদ্বিবয়ক বিজ্ঞানও পরব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের দ্বার বা উপায় স্বরূপ ; সুতরাং শুধু ইহা দ্বারাই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হয় না বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ।

বিশেষতঃ এ সমস্তও যে, বিজ্ঞেয় এবং নামরূপ-কৰ্ম্মাণ্ডক, তাহা এই বৃহদারণ্যকেন্দ্রেই তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হইবে ; অতএব ‘এই পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্ম জানা হয় না’ বলিয়া অজ্ঞাতশত্রু জানাইলেন যে, এতদতিরিক্ত মুখ্য ব্রহ্ম জানিতে বাকী রহিয়াছে । গার্গ্য দেখিলেন যে, অমুপসন্ন অর্থাৎ শিষ্যভাবে উপস্থিত না হইলে তাহাকে ইহা বলা যাইতে পারে না ; এই জ্ঞাত তিনি নিজেই বলিলেন—অপর শিষ্য বেক্রপ গুরুর নিকট উপস্থিত হয়, আমিও তদ্রূপ আপনায় নিকট উপস্থিত হইতেছি ; [অতএব আমাকে সেই জ্ঞাতব্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিন] ॥৯৪॥১৪॥ ১৪৬

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতৎ, যদ্ ব্রাহ্মণঃ কল্পিয়মুপেয়াদ্—ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি, ব্যোব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি, তং পাণাবাদায়োভস্থৌ, তৌ হ পুরুষং স্পৃশ্বমাজগতুঃ, তমেতৈর্নামভিরামন্তয়াঞ্চক্রে—বৃহন্ পাণ্ডুরবাসঃ সোম রাজমিতি, স নোভস্থৌ, তং পাণিনাপেযং বোধয়াঞ্চকার, স হোভস্থৌ ॥৯৫॥১৫॥

সরলার্থঃ ।—সঃ অজ্ঞাতশত্রুঃ উবাচ হ—প্রতিলোমং (বিপরীতং) চ এতৎ, যৎ ব্রাহ্মণঃ—মে (মন্ত্ৰং) ব্রহ্ম বক্ষ্যতীতি [কৃত্বা] কল্পিয়ং উপেয়াৎ (শিষ্যবৃত্ত্য উপাগচ্ছৎ) ; [অতঃ স্বং আচার্য্য এব তিষ্ঠ ; অহং] ত্বা (ত্বাং) জ্ঞপয়িষ্যামি (ব্রহ্ম উপদেক্ষ্যামি) এব ইতি । [এবম্ উক্তা] তং (গার্গ্যং) পাণৌ আদায় (হস্তে ধৃত্বা) উভস্থৌ (উভিতবান্) ।

তৌ (গার্গ্যাজাতশত্রু) স্পৃশ্বং (নিদ্রিতং) পুরুষং আজগতুঃ ; তং (স্পৃশ্বং পুরুষং) এতৈঃ বক্ষ্যমাণৈঃ গার্গ্যোক্তৈঃ বৃহদ্বাদিনামভিঃ আশ্রয়য়াঞ্চক্রে (আকরিতবান্) [অজ্ঞাতশত্রুঃ]—হে বৃহন্ পাণ্ডুরবাসঃ সোম রাজন্ ইতি । সঃ (স্পৃশ্বঃ পুরুষঃ) ন উভস্থৌ (ন উভিতঃ) ; পাণিনা আপেযং (আপিষ্য আপিষ্য) বোধয়াঞ্চকার (বোধিতবান্) ; সঃ (স্পৃশ্বঃ পুরুষঃ) উভস্থৌ হ ॥৯৫॥১৫॥

মূলানুবাদ ২—সেই অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন—‘ইনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিবেন’ এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ যে, কল্পিয়ের নিকট উপস্থিত হয়, ইহা প্রতিলোম অর্থাৎ আচারবিরুদ্ধ । [যাহা হউক], আমি

অবশ্যই তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব । এই কথা বলিয়া তাহাকে হস্তে ধারণপূর্বক উখিত হইলেন ; তাঁহারা উভয়ে একজন স্তম্ভ পুরুষের সমীপে গমন করিলেন । অজাতশত্রু সেই স্তম্ভ পুরুষকে গার্গ্যোক্ত ‘হে বৃহন্, পাণ্ডুরবাসঃ, সোম, রাজন্’ ইত্যাদি নামে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে জাগরিত হইল না ; তখন হস্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিয়া জাগরিত করিলেন, তখন সে উঠিল ॥ ১৫ ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—স হোবাচ অজাতশত্রুঃ—প্রতিলোমং বিপরীতক্লেতং । কিং তৎ ? যৎ ব্রাহ্মণ উত্তমবর্ণ আচার্য্যত্বেহধিকৃতঃ সন্ কলিয়ন্নমার্চার্য্যস্বভাবম্ উপেয়াং উপগচ্ছেৎ শিষ্যবৃত্ত্যা—ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতি ইতি ; এতদাচারবিধিশাস্ত্রেণ নিষিদ্ধম্, তস্মাৎ তিষ্ঠ ত্বমার্চার্য্য এব সন্ ; স্তপসিষ্যাম্যেব ত্বমহম্, যস্মিন্ বিদিতে ব্রহ্ম বিদিতং ভবতি, যত্তন্মুখ্যং ব্রহ্ম বেত্তম্ । তৎ গার্গ্যং সলজ্জমালক্ষ্য বিশ্রম্ভজননায় ‘পার্ণে’ হস্তে আদায় গৃহীত্বা উত্তরো উখিতবান্ । তৌ হ গার্গ্যাজাতশত্রু পুরুষং স্তম্ভং রাজগৃহ-প্রদেশে কচিদাঙ্গগতুঃ আগতৌ । তৎ চ পুরুষং স্তম্ভং প্রাপ্য এতৈর্নামভিঃ—বৃহন্ পাণ্ডুরবাসঃ সোম রাজন্—ইত্যেতৈঃ আমন্ত্রয়াৎক্রে । এবমামন্ত্র্যমাণেহপি স স্তম্ভো নোত্তরো । তমপ্রতিবুধ্যমানং পাণিনি আপেযং আপিষ্যাপিষ্য বোধয়াৎকর প্রতিবোধিতবান্ ; তেন স হ উত্তরো । তস্মাদ যো গার্গ্যেণাভিপ্রেতঃ, নাসাবস্মিন্ শরীরে কর্তা ভোক্তা ব্রহ্মেতি । ১

টীকা ।—আদিভ্যাদিব্রহ্মভ্যো বিশেষমাহ—যস্মিন্স্থিতি । প্রাপ্তস্ত ব্যাপ্রিয়মাণস্তেব সম্বোধনার্থং প্রবৃত্তনামাত্রবগাদাপেযাচ্চোবাচাত্তাত্ত্বাত্তোক্তং সিধ্যতীতি ফলিতমাহ—অস্মাদিতি । ১

শাক্তরভাষ্যম্ ।—কথং পুনরিদমবগম্যতে—স্তম্ভপুরুষগমন-তৎসম্বোধনানু-খানৈর্গার্গ্যাভিমতস্ত ব্রহ্মণোহিব্রহ্মত্বং জ্ঞাপিতমিতি? জাগরিতকালে যো গার্গ্যাভিপ্রেতঃ পুরুষঃ কর্তা ভোক্তা ব্রহ্ম, স সন্নিহিতঃ করণেষু যথা, তথা অজাত-শত্রুভিপ্রেতোহপি তৎস্বামী ভূত্যেধিব রাজ্ঞা সন্নিহিত এব ; কিন্তু ভূত্যস্বামিনোঃ গার্গ্যাজাতশত্রুভিপ্রেতয়োঃ যদ্বিবেকাবধারণকারণম্, তৎ সঙ্কীর্ণত্বাদনবধারিত-বিশেষম্,—যৎ দ্রষ্টৃত্বমেব ভোক্তৃঃ, ন দৃশ্যত্বম্, যচ্চ অভোক্তৃদৃশ্যত্বমেব, ন তু দ্রষ্টৃত্বম্, তচ্চোভয়মিহ সঙ্কীর্ণত্বাদ্বিবিচ্য দর্শয়িতুমশক্যম্, ইতি স্তম্ভপুরুষগমনম্ । ২

টীকা ।—তৌ হ স্তম্ভমিত্যাদিহস্তপুরুষগত্ব্যুক্তিমাক্ষিপতি—কথমিতি । গার্গ্যাজ্ঞাভিম-তয়োক্তয়োহপি জাগরিতে করণেষু সন্নিধানাবিশেষান্তদ্বৈব কিমিতি বিবেকে। ন দর্শিত ইত্যর্থঃ । জাগরিতে করণেষু যয়োঃ সন্নিধানেনাপি সাক্ষ্যাদ্ভ্রমং বিবেচনমিতি পরিহরতি—জাগরিতেতি ।

ব্রহ্মণ্যবৃত্তং সৎসনম্যাহতা বোধনা । তর্হি ষামিত্তাত্ম্যেন তন্নোবিবেকোহপি হৃকঃ
স্তাদিত্যাশকাহ—কিং বিত্তি । কিং তদ্বিবেকাবধারণকারণং, তদাহ—যদ্বত্বেত্মমিত্তি । কথং
ভবনব্যবহিতবিশেষমিত্তি, তদাহ—তচ্চেত্তি । ইহেতি জাগরিতোক্তিঃ । ২/১১৬

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—নহু যুগ্মেহপি পুরুষে বিশিষ্টৈর্নামভিরামস্তিতো ভৌক্তৈব
প্রতিপৎস্তুতে, নাতোক্তা—ইতি নৈব নির্গতঃ স্তাদিত্তি । ন, নির্দ্বারিতবিশেষত্বাদ্
গার্গ্যাভিপ্রেতস্ত—যো হি সত্যেন চ্ছদঃ প্রাণ আত্মা অমৃতঃ বাগাদিহ্ননস্তমিতো
নিম্নোচ্যন্তু, যস্তাপঃ শরীরং—পাণ্ডুরবাঙ্গাঃ যন্ত অসপত্ত্বত্বং বৃহন্, যন্ত লোমো রাস্তা
বোড়শকলঃ, স স্বব্যাপারাক্তো যথানির্জাত এব অনন্তমিত্ত্বত্বাব আন্তে । ন
চাত্তস্ত কস্তচিৎপ্যাপারস্তমিন্ কালে গার্গ্যাভিপ্রেতস্তে তদ্বিরোধিনঃ; তস্মাৎ
স্বনামভিরামস্তিতেন প্রতিবোধ্যম্, ন চ প্রত্যবুধ্যত; তস্মাৎ পারিশেষাত্মাং
গার্গ্যাভিপ্রেতস্তাতোক্তম্ ব্রহ্মণঃ । ৩

টীকা ।—যতপি জাগরিতং হিতা যুগ্মে পুরুষে বিবেকার্থং তন্নোরূপগতিস্তত্র চ ভৌক্তৈব
সংযোজিতঃ স্বনামভিত্ত্বকং স্তোত্র্যতি নাচেতনঃ, তথাপি নেতীবিবেকসিদ্ধিগার্গ্যাকাত্মাভীষ্টাশ্রনোর-
বিত্তিসংশয়াদিত্তি শব্দন্তে—নহিত । সংশয়ং নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা । বিশেষাবধারণমেব
বিশদয়তি—যো হীত্যাদিনা । স্বব্যাপারস্ত মূলশকাদিঃ । যথানির্জাতো যথৌক্তৈবিশেষগৈরূপলক্ষ-
রূপমনভিত্ত্যম্ বর্তমানঃ । প্রাণস্তোক্তবিশেষণবতঃ স্বাপ্নেত্বস্থানেহপি তত্ত্ব তদা ভোগ্যতাবঃ, তত্র
তোক্তুত্তরাভ্যুপগমাদিত্যাশকাহ—ন চেতি । তত্শ্চৈব ভৌক্তৃত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিত্তি । অন্ত
তত্ত্ব প্রাণলক্ষণং, তদাহ—ন চেতি । পারিশেষসিদ্ধমহাহ—তস্মাদিত্তি । ৩

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—ভোক্তৃস্বভাবশ্চেৎ ভুক্তীতৈব স্বং বিষয়ং প্রাপ্তম্;
ন হি দধৃস্বভাবঃ প্রকাশয়িত্বস্বভাবঃ সন্ বহিঃ তৃণোলপাদি দাহং স্ববিষয়ং প্রাপ্তং
ন দহতি, প্রকাশ্যং বা ন প্রকাশয়তি । ন চেৎ দহতি প্রকাশয়তি বা প্রাপ্তং স্বং
বিষয়ম্, নাসৌ বহির্দৃষ্টা প্রকাশয়িতা বেতি নিশ্চীরতে; তথা অসৌ প্রাপ্তশব্দাদি-
বিষয়রোপলক্ষ্য স্বভাবশ্চেৎ গার্গ্যাভিপ্রেতঃ প্রাণঃ, বৃহন্ পাণ্ডুরবাস ইত্যেবমাদিশব্দং
স্বং বিষয়মুপলভেত—যথা প্রাপ্তং তৃণোলপাদি বহির্দৃষ্টেৎ প্রকাশয়েচ্চ অব্যভি-
চারেণ, তদ্বৎ । তস্মাৎ প্রাপ্তানাং শব্দাদীনাম্ অপ্রতিবোধ্যভোক্তৃস্বভাব ইতি
নিশ্চীরতে; ন হি যস্ত যঃ স্বভাবো নিশ্চিতঃ, স তৎ ব্যভিচরতি কদাচিদপি;
অতঃ সিদ্ধং প্রাণস্তাতোক্তম্ । ৪

টীকা ।—প্রাণস্তাতোক্তব্যং ব্যতিরেকব্যারা সাধয়তি—ভোক্তৃস্বভাবশ্চেদিত্তি । ন চ ভুক্তে,
তস্মাত্তোক্তেতি শেব । উক্তমর্থঃ দৃষ্টায়েন স্টমতি—ন হীত্যাদিনা । উপলং বালত্বম্ । বিপক্ষে
দেয়মাহ—ন চেদিত্তি । উক্তমর্থঃ সাক্ষিপ্যাহ—যথেষ্ট্যাদিনা । প্রাণস্তাতোক্তমুক্তমুপলংহরতি—
তস্মাদিত্তি । যতপি প্রাণঃ স্বাপ্নে শব্দাদীন্ত প্রতিবুধ্যতে, তথাপি ভোক্তৃস্বভাবো ভবিষ্যতি, নেতাহ
—ন হীতি । সংযোজনশব্দপ্রণয়নতঃ শব্দার্থঃ । ৪

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—সম্বোধনার্থ-নামবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণাদপ্রতিবোধ ইতি চেৎ—শ্রাদেতৎ,—যথা বহুধামীনেষু স্বনামবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণাৎ—মাময়ং সম্বোধয়তীতি শৃঙ্গপি সম্বোধ্যমানো বিশেষতো ন প্রতিপত্ততে; তথেষানি বৃহস্মিত্যেবমাদৌনি মম নামানীত্যগ্রহীতসম্বন্ধত্যাং প্রাণো ন গৃহ্নাতি সম্বোধনার্থং শব্দম্, ন ত্বিজ্ঞাতৃত্বাদেবেতি চেৎ; ন; দেবতাত্ত্বাপগমে অগ্রহণামুপপত্তে: । যন্ত হি চন্দ্রাভিমানিনি দেবতা অধ্যাত্ম্য প্রাণো ভোক্তা অভ্যুপগম্যতে, তন্ত তয়া সংব্যবহারায় বিশেষনাত্মা সম্বন্ধোহিবশ্যং গ্রহীতব্য: ; অতথা আহ্বানাদিবিশয়ে সংব্যবহারোহনুপপন্ন: শ্রাৎ । ৫

টীকা ।—তন্ত স্বনামগ্রহণং সম্বন্ধগ্রহণকৃতং, নানাত্ত্বকৃতমিতি শব্দতে—সম্বোধনার্থেতি । শব্দমেব বিশদয়তি—শ্রাদেতদিতিাদিনা । দেবতারা: সম্বন্ধগ্রহণমমূল্যং সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিত্যুত্তরমাহ—ন দেবতেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—যন্ত হীত্যাদিনা । তথেষতি গ্রহণকর্তৃনির্দেশ: । অবশ্যমিতি হৃতিস্তামনুপপত্তিমাহ—অন্তর্থেতি । আদিপদেন যাপ্তস্ততিনমস্তাদি গৃহ্যতে । সংব্যবহারোহভিজ্ঞাভোগপ্রসাদাদি: । ৫

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—ব্যতিরিক্তপক্ষেহপি অপ্রতিপত্তেরযুক্তিমিতি চেৎ,—যন্ত চ প্রাণব্যতিরিক্তো ভোক্তা, তস্যাপি বৃহস্মিত্যাদিনামভি: সম্বোধনে বৃহস্মাদিনায়াং তদা তদ্বিষয়ত্যাং প্রতিপত্তিযুক্তা, ন চ কদাচিদপি বৃহস্মাদিশব্দৈ: সম্বোধিত: প্রতিপত্তমানো দৃশ্যতে । তস্মাৎ অকারণমভোক্তৃত্বে সম্বোধনাপ্রতিপত্তিরিতি চেৎ; ন, তদন্ততাবস্মাত্তাভিমানানুপপত্তে: ; যন্ত প্রাণব্যতিরিক্তো ভোক্তা, সঃ প্রাণাদি-করণবান্ প্রাণী; তন্ত ন প্রাণদেবতামাত্রেহভিমান:—যথা হস্তে; তস্মাৎ প্রাণ-নাম-সম্বোধনে কৃত্বাভি-মানিনো যুক্তৈবাপ্রতিপত্তি: ; ন তু প্রাণস্তাসাধারণ-নাম-সংযোগে; দেবতাত্ত্বত্বানভিমানাচ্চ আত্মন: । ৬

টীকা ।—সম্বোধননামগ্রহণত্বকৃতানাত্ত্বদোষক বৃহস্মাদিনোহপি ভূত্ব ইতি শব্দতে—ব্যতিরিক্তেতি । সংগৃহীতং চোক্তং বিরূপেতি—যন্ত চেতি । তদা হৃদ্বস্তিনশায়াং প্রতিপত্তিযুক্তেতি সম্বন্ধ: । তদ্বিষয়ত্বাদিত্যতিরিক্তত্ববিষয়ত্বাদিতি যাবৎ । অস্ত্যেব্যতিরিক্তস্তাত্মন: সম্বোধনশব্দ-প্রবণমিতি চেয়েত্যাৎ—ন চ কদাচিদিতি । বৃহস্মাদিন: সম্বোধনশব্দাপ্রতিপত্তাবশিতোক্তব্রাহ্মীকর-শুদ্ধার্থ: । অতোক্তৃত্বে প্রাণেতি শেব: । যথা হস্ত: পাদোহঙ্গুলিরিত্যাदि-নামোক্তো মৈত্রো নোত্তিষ্ঠতি, সৰ্বদেহাভিমানিভেন তস্মাত্তানভিমানিত্যাং, এবং কাশ্ঠেষ্ঠাত্মন: সৰ্ব্বকার্যকরণাভি-মানিত্বাদঙ্গুলিস্থানীরপ্রাণমাত্রে শুদভাবান্তরমাত্রগ্রহণং, ন ত্বেতেনত্বাদিতি পরিহরতি—ন তদন্ত ইতি । তদেব স্কটরতি—যন্তেতি । প্রাণমাত্রে প্রাণাদিকরণবতোহভিমানাভাবে কলিতমাহ—তস্মাদিতি । চন্দ্রাশ্রয়ি প্রাণৈকদেশত্বান্তরমভি: সম্বোধনে কৃত্বাভিমানী স নোত্তিষ্ঠতি । অত্রাপ্য-ঙ্গুল্যাদিদ্ভেদোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । গোত্রবৎ তন্ত সৰ্ববস্তু সমাপ্তেরহমিতি সৰ্ব্বভাভিমানসত্ত্বাচন্দ্রনামোক্তাবধি নাপ্রতিপত্তিযুক্তিত্যর্থ: । প্রাণবচ্চিদাত্মনোহপি পূর্ণতয়া

সৰ্বাস্বাভিমানসিদ্ধৈরৌধাবোধো তুল্যাবিত্যাশক্যাহ—দেবতেতি । বিশিষ্টস্বাত্মনো দেবতাস্তা-
নাস্বাভিমানাতাবাদিতরস্ত চ কুটস্থজ্ঞপ্তিমান্যত্বেন তদযোগান্ন তুল্যতেত্যর্থঃ । ৬

শাক্তরভাষ্যম্ ।—স্বনাম-প্রয়োগেহ্যপ্রতিপত্তির্দর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ,—
স্বযুগ্মস্ত যৎ লৌকিকং দেবদত্তাদি নাম, তেনাপি সম্বোধ্যমানঃ কদাচিৎ ন
প্রতিপত্ততে স্বযুগ্মঃ, তথা ভোক্তাপি সন্ প্রাণো ন প্রতিপত্তত ইতি চেৎ ; ন ;
আত্মপ্রাণয়োঃ সুপ্তাস্বপ্তবিশেষোপপত্তেঃ ; স্বযুগ্মত্বাৎ প্রাণগ্রস্ততরোপরতকরণ
আত্মা স্ব-নাম প্রযুজ্যমানমপি ন প্রতিপত্ততে ; ন তু তৎ অস্বপ্তস্ত প্রাণস্ত ভোক্তৃত্বে
উপরতকরণত্বং সম্বোধনগ্রহণং বা যুক্তম্ । ৭

টীকা ।—প্রকারান্তরেণ প্রাণস্তাভোক্তৃত্বং বারংরাশকতে—স্বনামেতি । অযুক্তং প্রাণতরস্ত
ভোক্তৃত্বমিতি শেষঃ । তদেব বিবৃণোতি—স্বযুগ্মেতি । বিশেষঃ দর্শনশূন্যত্বমাহ—নাস্বাভি ।
কাত্মাষ্টীয়াস্বনঃ স্বপ্তবিশেষপ্রযুক্তং ফলমাহ—স্বযুগ্মবাদিতি । প্রাণস্তাপি সংহতকরণত্বাৎ
স্বনামগ্রহণমিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্বাহস্বপ্তকৃতং কার্যং কথয়তি । ন ত্বিতি । ন হি করণস্বামিনি
ব্যাপ্রিয়মাণে করণোপগমঃ সম্ভবতি, তস্ত চামুপরতকরণস্ত স্বভাবগ্রহণমযুক্তমিত্যর্থঃ । ৭

শাক্তরভাষ্যম্ ।—অপ্রসিদ্ধনামভিঃ সম্বোধনমযুক্তমিতি চেৎ,—সন্তি হি
প্রাণবিষয়াণি অপ্রসিদ্ধানি প্রাণাদিনামানি ; তাত্পোহ অপ্রসিদ্ধৈর্বৃহতাদি-নামভিঃ
সম্বোধনমযুক্তম্, লৌকিকস্ত্রায়াপোহাৎ ; তস্মাভোক্তুরেব সতঃ প্রাণস্তাপ্রতিপত্তিরিতি
চেৎ ; ন ; দেবতাপ্রত্যখ্যানার্থত্বাৎ ; কেবলসম্বোধনমাত্রাপ্রতিপত্তৌব অস্বপ্ত-
ত্বাধ্যাত্মিকস্ত প্রাণস্তাভোক্তৃত্বে সিদ্ধে, যৎ চন্দ্রদেবতাবিষয়ৈর্নামভিঃ সম্বোধনম্, তৎ
চন্দ্রদেবতা প্রাণোহস্মিন্ শরীরে ভোক্তেতি গার্গ্যস্ত বিশেষপ্রতিপত্তিনিরাকরণার্থম্ ;
ন হি তৎ লৌকিকনাম্না সম্বোধনে শক্যং কর্তৃম্ । প্রাণপ্রত্যখ্যানেনৈব প্রাণগ্রস্তত্বাৎ
করণান্তরাগাৎ প্রবৃত্তামুপপত্তেৰ্ভোক্তৃতাশঙ্কামুপপত্তিঃ ; দেবতাস্তরাভাবাচ্চ । ৮

টীকা ।—প্রাণনামত্বেনাপ্রসিদ্ধনামভিঃ সম্বোধনং তদমুখানম্, নানাস্বত্বাদিতি শঙ্কতে—
অপ্রসিদ্ধেতি । তদেব স্পষ্টয়তি—সন্তি ইতি । অসিদ্ধমন্ত অপ্রসিদ্ধং বিধেয়মিতি লৌকিকো
ত্বাঃ । অপ্রসিদ্ধসংজ্ঞাভিঃ সম্বোধনস্তায়ুক্তত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । চন্দ্রদেবতাস্মিন্ দেহে
কত্রী ভোক্তৃ চাস্মেতি গার্গ্যাভিপ্রায়নিবেশে দেবতানামগ্রহস্ত তৎপৰ্থ্যাৎ তদগ্রহোহর্থবানিতি
পরিহরতি—ন দেবতেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—কেবলেতি । প্রাণাদিনামভিঃ সম্বোধনেহপি
স্তরিয়াকরণং কর্তৃং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । লৌকিকনাম্নো দেবতাবিষয়ত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ।

প্রাণস্তাভোক্তৃত্বেহপি ইন্দ্রিয়াণাং ভোক্তৃত্বমিতি কেচিৎ, তান্ এতাহ—প্রাণেতি । প্রাণ-
করণচন্দ্রদেবতানামভোক্তৃত্বেহপি দেবতাস্তরমত্র ভোক্তৃ ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবতাস্তরাভাবাচ্চেতি ।
ভোক্তৃতাশঙ্কামুপপত্তিরিতি পূৰ্বেণ সন্ধ্যকঃ । ৮

শাক্তরভাষ্যম্ ।—নহু ‘অতিষ্ঠাঃ’ ইত্যাত্মাত্মবীত্যন্তেন গ্রহেহ্ন গুণবদেবতা-
ভেদস্ত দর্শিতবাদিতি চেৎ ; ন ; তস্ত প্রাণ এতৈকত্বাত্ত্বাপগমাৎ সৰ্ব্বশ্রুতিষু

অন্ননাভিনিদর্শনেন, “সত্যেন চ্ছন্নঃ” “প্রাণো বাহুতম্” ইতি চ প্রাণবাহুত্ম্যস্ত
অনভ্যুপগমাত্তোক্তঃ । “এষ উ হেব সর্কে দেবাঃ, কতম একো দেবঃ ? ইতি,
প্রাণঃ” ইতি চ সর্কদেবানাং প্রাণএবৈকত্বোপপাদনাচ্চ । ৯

টীকা ।—তত্রোপক্রমবিরোধঃ শব্দতে—নবিত্তি । দর্শিতত্বাদেবতাস্তরাভাবো নাস্তীতি শেষঃ ।
বতস্ত্রো দেবতাভেদো নাস্তীতি সমাধস্তে—ন তন্তেতি । প্রাণে দেবতাভেদত্বেক্যে হুক্তিমাহ—
অন্ননাভীতি । ন দেবতাস্তরস্ত ভোক্তৃৎ, গার্গ্যস্ত স্বপক্ষবিরোধাদিতি শেষঃ । সর্কশ্রুতিষিদ্ধত্বং,
স্তাঃ সজ্জপতো দর্শয়তি—এব ইতি । কতি দেবা বাজবল্যোত্যাদিনা সজ্জপবিস্তরাভ্যাং
সর্কেবাং দেবানাং প্রাণায়ত্তেবৈকত্বমুপপাদ্যতে । অতো ন দেবতাভেদোহস্তীত্যাহ—সর্ক-
দেবানামিতি । প্রাণাং পৃথগ্ভূতস্ত দেবতাস্মাতিত্বেক্যে সত্যসম্বাপত্তেচ্চ প্রাণান্তর্ভাবঃ সর্ক-
দেবতাভেদেত্তেতি বক্তৃং চ-শব্দঃ । ৯ ✓ 1918

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তথা করণভেদেদ্বনাশক্কা, দেহভেদেদ্বিষ স্বত্বিজ্ঞানেচ্ছাদি-
প্রতিসন্ধানামুপপত্তেঃ । ন হি অতদৃষ্টম্ অতঃ স্মরতি জ্ঞানীতি ইচ্ছতি প্রতিসন্ধাতি
বা ; তস্মাৎ ন করণভেদবিষয়া ভোক্তৃত্বাশক্কা বিজ্ঞানমাত্রবিষয়া বা
কদাচিদপ্যুপপত্ততে । ১০

টীকা ।—করণানামভোক্তৃৎ হেতুস্তরমাহ—তথেষতি । দেবতাভেদেদ্বিষেতি যাবৎ । অনাশক্কা
ভোক্তৃৎস্তেতি শেষঃ । ততোদগাহরণাত্তরমাহ—দেহভেদেদ্বিষেতি । ন হি হস্তাদিষু ঐত্যেকং
ভোক্তৃৎ শব্দতে । তথা শ্রোত্রেণৈতাদিষপি ন ভোক্তৃত্বাশক্কা হুক্তা । তেষু স্মৃতিরূপজ্ঞানেন্তেচ্ছায়াঃ,
যোহহং রূপমত্রাকং, স শব্দং শৃণোমীত্যাদিপ্রতিসন্ধানস্ত চাযোগাদিত্যর্থঃ । অমুপপত্তিম্বেব
স্মৃতয়তি—ন ইতি । কণিকবিজ্ঞানস্ত নিরাশ্রয়স্ত ভোক্তৃত্বাশক্কাপি প্রতিসন্ধানাসম্ভবাদেব
প্রত্যুক্তেত্যাহ—বিজ্ঞানেতি । ১০

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—ননু সজ্বাত এবাস্ত ভোক্তা, কিং ব্যতিরিক্তকল্পনয়েতি ।
ন ; আপেষণে বিশেষদর্শনাৎ ; যদি হি প্রাণশরীর-সজ্বাতমাত্রো ভোক্তা স্তাৎ,
সজ্বাতমাত্রাবিশেষাৎ সদা আপিষ্টস্ত অনাপিষ্টস্ত চ প্রতিবোধে বিশেষো ন স্তাৎ ;
সজ্বাতব্যতিরিক্তে তু পুনর্ভোক্তরি সজ্বাত-সম্বন্ধবিশেষানেকত্বাৎ পেষণাপেষণকৃত-
বেদনারাঃ স্পৃহঃখমোহমধ্যমাদিমোস্তমকর্ম্মফলভেদোপপত্তেচ্চ বিশেষো যুক্তঃ ; ন
তু সজ্বাতমাত্রো সম্বন্ধকর্ম্মফলভেদামুপপত্তের্বিশেষো যুক্তঃ । ১১

টীকা ।—প্রাণাদীনামনাস্ত্রয়মুক্তা হুলদেহস্ত তদন্তঃ পূর্ব্বপক্ষয়তি—নবিত্তি । সজ্বাতো
ভূতচতুষ্টয়সমাহারঃ স্থলো দেহ ইতি যাবৎ । গৌরোহং পশামীত্যাদিপ্রত্যক্ষেণ তস্তাস্ত্রয়দৃষ্টেরিতি
ভাবঃ । প্রমাণভাবাদতিরিক্তকল্পনা ন যুক্তেত্যাহ—কিং ব্যতিরিক্তেতি । সজ্বাতস্তাস্ত্রয়ং দৃশয়তি—
নাপেষণ ইতি । বিশেষদর্শনং ব্যতিরিক্তদ্বারা বিশদয়তি—যদি হোতি । প্রাণেন সহিতং স্থলং
শরীরমেব সজ্বাতস্ত্রয়মাত্রো যদি ভোক্তা স্তাদিতি যোজন্য । তৎপক্ষেহপি কথং পেষণাপেষণয়ো-
রুপানে বিশেষঃ স্তাদিত্যাশক্যাহ—সজ্বাতেতি । তস্ত সজ্বাতেন সম্বন্ধবিশেষাঃ স্বকর্ম্মারম্ভা-
দ্ব্যহংসপ্রাপরিপালনাদয়ঃ, ভেদাধিনেকত্বাৎ পেষণাপেষণোরিতির্যোস্তবাভিভবকৃতবেদনারাঃ

ক্ষুটান্ক্ষুটান্ধাকো বিশেষো যুক্তঃ, হৃৎহঃখমোহানামুত্তমমধ্যমাধমকর্দ্দ্বলানাম্ কপ্পোক্তবাভিত্ব-
কৃত্তবিশেষসম্ভবাচ্চ যথোক্তে বিশেষঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । পরপক্ষেহপি তথৈব বিশেষঃ স্তাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন তিতি । ন হি তত্র স্বকর্দ্দ্বারভ্যাদয়ঃ সম্বন্ধবিশেষাঃ কর্দ্দ্বকলভেদো বা বুধ্যতে,
সজ্ঞাতবাদিনাঃতীন্দ্রিয়কর্দ্দ্বানস্বীকারাৎ । অতঃ সজ্ঞাতমাত্রে ভোক্তরি প্রতিবোধে বিশেষা-
সিদ্ধিরিত্যর্থঃ । ১১

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তথা শব্দাদিপটুমান্দ্যাদিকৃতশ্চ । অস্তি চায়ং বিশেষঃ—বস্মাৎ
স্পর্শমাত্রোপপ্রতিবুধ্যমানং পুরুষং সূপ্তং পাগিনা আপেষম্ আপিগ্য়াপিগ্য়
বোধস্বাক্ষকার অজ্ঞাতশব্দঃ, তস্মাৎ য আপেষণেন প্রতিবুদ্ध्ये—অলম্ভিব ক্ষুরম্ভিব
কৃত্তশ্চিদাগত ইব পিণ্ডঞ্চ পূর্ক্সবিপরীতং বোধচেষ্টাকারবিশেষাদিমন্বেন আপাদয়ন্,
সোহজ্ঞোহস্তি গার্গ্যাভিমতব্রহ্মভ্যো ব্যতিরিক্ত ইতি সিদ্ধম্ । ১২

টীকা ।—স্বকর্দ্দ্বারভ্যাদয়ঃ পটুহমতিপটুঃ মালামতিমালামতিভেদবাদিনা কৃতো বিশেষো
বোধে দৃষ্টতে, সোহপি সজ্ঞাতবাদে ন সিধ্যতীত্যাহ—তথেষতি । অযুক্ত ইতি যাবৎ । চকারো
বিশেষাৎকর্দ্দ্বার্থঃ । য়া তর্হি প্রতিবোধে বিশেষো ভূদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অণ্ডি চেতি । বিশেষদর্শন-
কলমাহ—তস্মাদিতি । আদিশম্ভেন তদাদি গৃহ্যতে । অস্তঃ সজ্ঞাতাদিতি শেষঃ । ১২

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—সংহতত্বাচ্চ পারার্থোপপত্তিঃ প্রাগস্ত । গৃহস্ত স্তত্ত্বাদিবৎ
শরীরস্ত অন্তরূপষ্টম্ভুক্তঃ প্রাণঃ শরীরাদিভিঃ সংহত ইত্যবোচাম । অরনৈমিবং চ,
নাভিহানীয়ে—এতস্মিন্ সর্বমিতি চ ; তস্মাদ্গৃহাদিবৎ স্বাবয়বসমুদায়জাতীয়-
ব্যতিরিক্তার্থং সংহতত্ব ইত্যেবমবগচ্ছাম । ১৩

টীকা ।—দেহাদেয়নাস্তবমুক্ত্য প্রাণস্তানাস্তদে দেবস্তরমাহ—সংহতত্বাচ্চেতি । হেতুঃ সাধয়তি
—গৃহ্যতেতি । যথা নৈমিরসাক্ মিথঃ সংহতত্বং, তথৈব প্রাণস্ত সংহতিরিত্যাহ—অরনৈমিবচ্চেতি ।
কিং চ প্রাণে নাভিহানীয়ে সর্বং সমর্থমিতি অরতে, তদ্ব্যুক্তং তস্ত সংহতত্বমিত্যাহ—নাভীতি ।
সংহতত্বকলমাহ—তস্মাদিতি । ১৩

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—সুপ্তকুড্যাভূগকাষ্ঠাদিগৃহাবয়বানাং স্বায়ত্ত্বমোপচর্যাপচয়-
বিনাশ-নামাকৃতি - কার্য্যধর্ম্মনিরপেক্ষ - লক্ষসত্ত্বাদি-তদ্বিয়বদ্রষ্ট্রশ্রোতৃমন্ত্ বিজ্ঞাত্বর্থৎ
দৃষ্ট্বা মন্ত্রামহে—তৎসজ্ঞাতস্ত চ—তথা প্রাণাত্তবয়বানাং তৎসজ্ঞাতস্ত চ
স্বায়ত্ত্বমোপচর্য্যাপচর - বিনাশ-নামাকৃতিকার্য্যধর্ম্মনিরপেক্ষলক্ষ-সত্ত্বাদি--তদ্বিয়বদ্রষ্ট্র-
শ্রোতৃ-মন্ত্-বিজ্ঞাত্বর্থৎ ভবিতুমর্হীতি । ১৪

টীকা ।—প্রাণস্ত গৃহাদিবং পারার্থোহপি সংহতশেষিবমিতিব্যং, গৃহাদেনুত্থা দর্শনাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তথেষতি । স্বায়নাম্ স্তত্ত্বাদীনাম্ জন্ম চোপচর্য্যাপচর্য্য বিনাশশ্চ নাম চাকৃতিক-
কার্য্যং চেতোস্তে বর্দ্দ্যন্ত্রনিরপেক্ষতয়া লক্ষ্য সত্ত্বা ক্ষুরণং চ যেন, স চ তেহু স্তত্ত্বাদিহু বিষয়েহু ত্রষ্টা
চ শ্রোতা চ মন্ত্রা চ বিজ্ঞাতা চ, তদর্থৎ তেষাং তৎসজ্ঞাতস্ত চ দৃষ্ট্বা প্রাণাদীনামপি তথাত্বং ভবিতুম-
র্হীতিমন্ত্রামহ ইতি সম্বন্ধঃ । প্রাণাদিঃ ব্যতিরিক্তদ্রষ্ট্রশেষঃ সংহতত্বং, গৃহাদিবং, ইত্যাদ্যনামাং

সভায়াং তৎ শ্রুতীভ্যো চ প্রাণাদিবিজ্ঞানপেক্ষতয়া সিদ্ধো ব্রহ্মা নিবিকারে। যুক্তন্তু বিকারবধে
হেতুভাবাদিত্য ভাবঃ । ১৪

শাক্তরশ্মাস্তম্ ।—দেবতাচেতনাবশ্বে সমত্বাৎ গুণভাবাহুপগম ইতি চেৎ,—
প্রাণস্ত বিশিষ্টৈর্নামভিরামদ্রুগদর্শনাৎ চেতনাবস্তুভূপগতম্ ; চেনাবশ্বে চ
পারার্থোপগমঃ সমত্বাদুপগম ইতি চেৎ ; ন, নিরূপাধিকন্তু কেবলন্তু
বিজিজ্ঞাপয়িতব্যং । ১৫

টীকা ।—প্রাণদেবতাপারার্থ্যাহুমানং ব্যাপ্যন্তরবিরুদ্ধমিতি শব্দে—দৈবতেতি ।
প্রাণদেবতায়াক্তনবস্তুমেব কথমভূপগতং, তত্রাহ—প্রাণন্তেতি । শুধাহপি প্রকৃতেহহুমানো কথং
ব্যাপ্যন্তরবিরোধন্তত্রাহ—চেতনাবশ্বে চেতি । যো যেন সমঃ স তচ্ছবো ন ভবতি, যথা দীপো
দীপান্তরেণ তুল্যো ন তচ্ছব ইতি ব্যাপ্তিবিরোধঃ স্মারিত্যর্থঃ । নারং বিরোধঃ সমাধাতব্যঃ,
শেষশেবিভাবস্তাত্রাপ্রতিপাদ্যাদিতি পরিহরতি—ন নিরূপাধিকন্তেতি । ১৫

শাক্তরশ্মাস্তম্ ।—ক্রিয়াকারকফলাত্মকতা হি আত্মনো নামরূপোপাধিজনিতা
অবিজ্ঞাধ্যারোপিতা ; তন্নিমিত্তো লোকন্তু ক্রিয়াকারকফলাভিমানলক্ষণঃ সংসারঃ ;
স নিরূপাধিকান্ত্রস্বরূপবিজ্ঞয়া নিবর্তয়িতব্যঃ—ইতি তৎস্বরূপবিজিজ্ঞাপয়িষয়া
উপনিষদারম্ভঃ—“এক তে ব্রাবাণি” “নৈতাবতা বিদিতং ভবতি” ইতি চোপক্রম্য
“এতাবদরে ঋষমৃতম্” ইতি চোপসংহারায় ; নচ অতোহজ্ঞদন্তরাণ্যে বিবক্ষিত-
মুক্তং বা অস্তি ; তস্মাদনবসরঃ সমত্বাদ্গুণভাবাহুপগম ইতি চোক্তম্ । ১৬

টীকা ।—তদেব স্মৃটরম্ভ—ক্রিয়েভ্যাদিনি । উপনিষদারম্ভো নিরূপাধিকং স্বরূপং জ্ঞাপয়িতু-
মিত্যত্র গমকমাহ—ব্রহ্মেতি । যে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চেত্যাদিদর্শনাদস্মাদুপনিষদি
সোপাধিকমপি ব্রহ্ম বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । দ্বিত্ববাদস্ত কল্পিতবিষয়বস্তুভাৱেতি
নেতীতি নির্কিংশেষবস্তুসমর্ণপাদোহজ্ঞদর্শনমিতি চোক্তেত্রয় নিরূপাধিকমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যমিতি
ভাবঃ । শেষশেবিভাবস্তাত্রাপ্রতিপাদ্যে কল্পিতমাহ—তস্মাদিতি । ১৬

শাক্তরশ্মাস্তম্ ।—বিশেষবতো হি সোপাধিকন্তু সংব্যবহারার্থো গুণগুণিভাবঃ,
ন বিপরীতন্তু ; নিরূপাখ্যো হি বিজিজ্ঞাপয়িতব্যঃ সর্বস্থাহুপনিষদি, “স এষ নেতি
নেতি” ইত্যুপসংহারায় । তস্মাদাদিত্যাদিব্রহ্মভ্য এতেভ্যোহবিজ্ঞানময়েভ্যো
বিলক্ষণোহন্তোহস্তি বিজ্ঞানময় ইত্যেতৎ সিদ্ধম্ ॥ ১৫ ॥ ১৭ ॥

টীকা ।—কিমর্থঃ ভূর্হি শেষশেবিভাবস্তত্র তত্রোক্তন্তত্রাহ—বিশেষবতো হীতি । সোপাধিকন্তু
শেষশেবিভাবো বিবক্ষিতস্তত্র চ স্বামিত্বাত্মন্যে ন বিশেষসত্ত্ববাদসিদ্ধং সমত্বমিত্যর্থঃ । ন বিপরীতন্তু
নিরূপাধিকন্তু শেষশেবিদ্বমতীতাত্র হেতুমাহ—নিরূপাখ্যো হীতি । শেষশেবিভাবস্তেষবিশেষবস্তু
ইত্যর্থঃ । পাণিপেষবাক্যবিচারার্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি—আদিত্যাদীতি ॥ ১৫ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন—ইহা হইতেছে প্রতিলোম
অর্থাৎ সন্যাসবিরুদ্ধ । ইহা কি ? উত্তম বর্ণ ব্রাহ্মণ আচার্য্য-কার্য্যে অধিকারী
হইয়াও যে, স্বভাবতঃ অনাচার্য্য (আচার্য্য কার্য্যে যাহার অধিকার নাই), সেই

কত্রিয়ের নিকট শিষ্যরূপে ‘ইনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিবেন’ বলিয়া উপস্থিত হওয়া ; আচার-বিধায়ক শাস্ত্রে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি আচার্য্য-রূপেই থাক, আমি নিশ্চয় তোমাকে সেই বিজ্ঞের মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ দিব, বাহা অবগত হইলে সেই বিজ্ঞের মুখ্য ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে। অজ্ঞাতশত্রু গার্গ্যকে সমাজে বুদ্ধিতে পারিয়া তাঁহার আশ্বাসসমুৎপাদনার্থ তাঁহার পাণ্ডিতে—হস্তে হস্ত ধারণ-পূর্বক গাত্রোথান করিলেন। তাঁহার উভয়ে গার্গ্য ও অজ্ঞাতশত্রু মিলিত হইয়া রাজত্ববনের অংশবিশেষে কোন এক সুপ্ত পুরুষের সমীপে সমাগত হইলেন। সেই সুপ্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত বৃহন, পাণ্ডরবাসঃ, সোম, রাজন, এই সমস্ত নামে তাহাকে আমন্ত্রণ (আহ্বান) করিলেন ; কিন্তু সেই সুপ্ত পুরুষ এই-রূপে আমন্ত্রিত হইয়াও গাত্রোথান করিল না। জাগরিত হইতেছে না, দেখিয়া তখন তাহাকে হস্ত দ্বারা বারংবার সঞ্চালন করিয়া বোধিত (জাগরিত) করিলেন ; তাহার ফলে সেই সুপ্ত ব্যক্তি গাত্রোথান করিল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, গার্গ্য যাহাকে কর্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এই দেহমধ্যে তাহা কখনই কর্তা ভোক্তা ও ব্রহ্ম নহে। ১

তাল, ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইতেছে যে, সুপ্ত পুরুষের সমীপে গমন, এবং তাহার সম্বোধন (আহ্বান) ও অনুথান দ্বারা গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্মের অত্রক্ষত বিজ্ঞাপিত হইল ? [উত্তর—] হাঁ, গার্গ্যাভিমত কর্তা ভোক্তা ব্রহ্ম পুরুষ ধেরূপ জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সম্মিলিত, অজ্ঞাতশত্রুর অভিপ্রেত করণাধিপতি আত্মাও তদ্রূপ। রাজা যেমন ভৃত্যবর্গের সম্মিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও করণ-সম্মিহিত থাকে সত্য ; কিন্তু সে অবস্থায় গার্গ্যাভিপ্রেত ভৃত্যস্থানীয় আর অজ্ঞাত-শত্রুর অভিপ্রেত স্বামিস্থানীয় আত্মার যে-কারণে বিবেক বা পার্থক্য অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করা যায় না ; কারণ, তদবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সংকীর্ণ বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, ভোক্তার যে দ্রষ্টৃৎ ভিন্ন কখনও দৃশ্য নাই, আর অভোক্তারও যে, কেবল দৃশ্য ব্যতীত দ্রষ্টৃৎ নাই, এই উভয়ই জাগ্রদবস্থায় পরস্পর সম্মিলিত থাকায় পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা অসম্ভব হয় ; এই অজ্ঞ তাহাদের সুপ্ত পুরুষসমীপে গমন করা আবশ্যক হইয়াছে। ২

তাল কথা, সুপ্ত পুরুষের নিকট বিশেষ বিশেষ নামে বাহার আহ্বান করা হইয়াছে ; তাহাকে যে ভোক্তা বলিয়াই বুদ্ধিতে হইবে, অভোক্তা বলিয়া নহে, এরূপ ত নির্ণয় হইতেছে না ? না,—এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে না ; কারণ,

ইহা দ্বারা গার্গ্যের অভিপ্রেত আত্মার স্বরূপগত বিশেষ ধর্মও অবধারিত হইয়াছে, —যাহা পূর্বোক্ত সত্য-সমাবৃত প্রাণ আত্মা ও অমৃতশব্দবাচ্য, এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তর্মিত বা নির্ম্যাপার হইলেও যাহা অন্তর্মিত বা সব্যাপার থাকে, পাণ্ডুরবাসঃ (খেতবস্ত্র পরিহিত), জল বাহার শরীর, অসপত্ন বা নিঃশত্রু বলিয়া বাহা ব্রহ্ম, এবং যাহা বোড়শ-কলাবিশিষ্ট সোমরাজ চন্দ্রস্বরূপ (দীপ্তিমান), তাহা ত স্বীয় ব্যাপার সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও পূর্ববিজ্ঞানামুসারে অন্তর্মিত-ভাবেই বিদ্যমান আছে । সে সময়ে গার্গ্য যে, তদ্বিরুদ্ধ অগ্র কাহারও ব্যাপার বা ক্রিয়ামুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও নহে ; অতএব গার্গ্যাভিপ্রেত আত্মাই যদি দেহস্বামী হইত, তাহা হইলে, তাহার নাম ধরিয়া আহ্বান করায় নিশ্চয়ই তাহার জাগরিত হওয়া উচিত ছিল ; অথচ তাহাতেও সে জাগরিত হয় নাই ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, গার্গ্যের অভিপ্রেত ব্রহ্ম কখনই ভোক্তা নহে । ৩

গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্ম যদি স্বভাবতই ভোক্তা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিজের উপস্থিত বিষয় ভোগ করিত, অর্থাৎ ঐ সমস্ত নামে আহৃত হইয়া অবশ্যই জাগরিত হইত ; কেন না, স্বভাবতঃ দাহ ও প্রকাশকারী অগ্নি আপনাদেহ দাহ তৃণাদি বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও দগ্ধ করে না, কিংবা প্রকাশ বিষয়কে লাভ করিয়াও প্রকাশ করে না, এরূপ ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না ; পক্ষান্তরে, অগ্নি যদি স্ব-বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও দগ্ধ না করে, কিংবা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে অবশ্যই নিশ্চিত হয় যে, অগ্নি দাহকও নহে এবং প্রকাশকও নহে ; সেইরূপ, উপস্থিত শব্দাদি বিষয় ভোগ করাই যদি গার্গ্যাভিমত প্রাণের স্বভাব হইত, তাহা হইলে নিজের উপভোগ্য (শ্রবণযোগ্য) বিষয় ‘ব্রহ্ম পাণ্ডুরবাসঃ’ ইত্যাদি শব্দগুলিকে অবশ্যই উপলব্ধি করিত ; বহিঃরূপ উপস্থিত তৃণাদি বিষয়কে দগ্ধ ও প্রকাশ করিয়া থাকে, কখনও তাহার ব্যতিক্রম করে না, তদ্রূপ । অতএব উপস্থিত শব্দাদি বিষয় গ্রহণ না করায় নিশ্চয় হইতেছে যে, গার্গ্যাভিমত প্রাণ স্বভাবসিদ্ধ ভোক্তা নহে ; কেননা, বাহার যাহা স্বভাব বলিয়া অবধারিত, সে কখনও আপনাদেহ সেই স্বভাব অতিক্রম করে না, বা করিতে পারে না ; অতএব ইহা হইতেও গার্গ্যাভিপ্রেত প্রাণের অভোক্তৃত্বই সিদ্ধ হইল । ৪

যদি বল, সম্বোধনার্থ প্রযুক্ত নামগুলির সহিত সন্ধন না হওয়ায় স্তম্ভ পুরুষের নিজ্রা ভঙ্গ হয় নাই, [কিন্তু তাহার অভোক্তৃত্ব নিবন্ধন নহে] ; অভিপ্রায় এই যে, যেমন একত্র উপবিষ্ট বহুলোকের মধ্যে কোন এক জনের নাম ধরিয়া ডাকিলেও

‘এ ব্যক্তি আমাকে ডাকিতেছে’ এইরূপ সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে না পারায় [বৃত্তিতে না পারায়] সম্বোধ্যমান ব্যক্তি সেই শব্দ শুনিয়াও আপনার সম্বোধন বলিয়া বৃত্তিতে পারে না, তেমনি এখানেও ‘বৃহন্ পাণ্ডুরবাসঃ’ প্রভৃতি নামগুলি আমার অর্থাৎ এইসমস্ত নামে আমার সম্বোধন করিতেছে, এইরূপ বৃত্তিতে না পারায়, প্রাণ [প্রকৃত ভোক্তা হইয়াও] সম্বোধনার্থের অগ্রহণপ্রযুক্ত ঐ সমস্ত শব্দ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু সে যে বিজ্ঞাতা নয় বলিয়াই গ্রহণ করে নাই, তাহা নহে ; এ কথা বদি বল, তদন্তরে বলি, না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, দেবত্বস্বীকার করায় নাম-গ্রহণের অভাব হইতেই পারে না ; অর্থাৎ বাহার মতে চন্দ্রমণ্ডলাদির অভিমানী দেবতাবিশেষট অধ্যাত্মপ্রাণরূপে ভোক্তা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহার মতে ত ব্যবহার নির্বাহের জন্ত সেই সেই দেবতার সহিতই বিশেষ বিশেষ নামের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে ; তাহা না হইলে আহ্বানাদি বিষয়ে লোকব্যবহারট অসুগম হইয়া পড়ে । ৫

আপত্তি হইতে পারে যে, ব্যতিরিক্ত পক্ষেও [প্রাণাতিরিক্ত ভোক্তা স্বীকার পক্ষেও] সম্বোধন-নামের অগ্রহণ বৃত্তিবিরুদ্ধ হইতেছে—যে অজ্ঞাতশত্রুর মতে প্রাণাতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা, তাহার মতেও ‘বৃহন্’ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিবার পর, সেই ভোক্তাবিষয়েই প্রযুক্ত ‘বৃহন্’ প্রভৃতি নাম উপলব্ধি করা ত উচিত ছিল ; অথচ উক্ত ‘বৃহন্’ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিলে কখনও তাহা উপলব্ধি করিতে দেখা যায় না ; অতএব সম্বোধন-শব্দ গ্রহণ না করা কখনই প্রাণের অভোক্তৃত্বের কারণ (জ্ঞাপক) হইতে পারে না । না—এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, সর্বাভিমানীর একদেশে (শুধু প্রাণমাত্র) অভিমান থাকা কখনই সম্ভব হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞাতশত্রু বাহাকে ভোক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই আত্মা হইতেছে প্রাণপ্রভৃতি সমস্ত দেহোপকরণের স্বামী—প্রাণী ; কেবল প্রাণ-দেবতামাত্র তাহার মমত্বাভিমান নাই ; যেমন দেহাবয়ব হস্তমাত্র দেহীর অভিমান হয় না, তেমনি ; এই জন্তই কেবল প্রাণনামে সম্বোধন করায় সর্বাভিমানী আত্মার উপলব্ধি না হওয়া বৃত্তিসম্বতই হইয়াছে ; কিন্তু গার্গ্যাভিমত প্রাণের অসাধারণ বা সুখ্য নাম উচ্চারণেও জাগরিত না হওয়া কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না ; বিশেষতঃ আত্মার দেবত্বাভিমান না থাকাও এ পক্ষে অধৌক্তিকতার অপরাধ কারণ । ৬

বদি বল, নিম্নের নাম ধরিয়া ডাকিলেও যখন সময় সময় অপ্রতিবোধ বা জাগরিত না হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উক্তপ্রকার আপত্তি করা সম্ভব

হইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, লোকপ্রসিদ্ধ যে, দেবদত্ত প্রভৃতি নাম, সে সমস্ত নাম ধরিয়া সন্মোদন করিলেও সময়বিশেষে সন্মোদ্যমান সুযুগ্ম ব্যক্তি যেরূপ প্রতি-
বুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রাণ ভোক্তা হইয়াও স্বীয় সন্মোদন-শব্দ শুনিতে না পারায়
অপ্রতিবুদ্ধ থাকিতে পারে ? না,—এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা ও
প্রাণের স্পৃহা ও অস্পৃহরূপ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই পার্থক্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ
সুযুগ্মসময়ে আত্মার ভোগোপকরণ ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্তই প্রাণশক্তিদ্বারা কবলীকৃত
হইয়া পড়ে ; সুতরাং তৎকালে স্বীয় নাম উচ্চারিত হইলেও আত্মার পক্ষে তাহা
গ্রহণ না করাই সম্ভবপর হয় ; কিন্তু প্রাণের যখন সুযুগ্ম নাই, অথচ তখন সেই
প্রাণই যদি ভোক্তা হয়, তাহা হইলে তাহার করণ-বিরতি কিংবা সন্মোদন শ্রবণ
না করা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । ৭

যদি বল, অপ্রসিদ্ধ নামে সন্মোদন করাটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; অর্থাৎ প্রাণ-
বাচক প্রাণপ্রভৃতি বহুতর নাম বিদ্যমান সত্ত্বেও সে সমস্ত প্রসিদ্ধ নাম পরিত্যাগ
করিয়া ‘বৃহন্’ প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ নামে সন্মোদন করাটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; কারণ,
ইহাতে লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম পরিত্যাগ করা হইয়াছে ; অতএব স্বীকার করিতে
হইবে যে, প্রাণ ভোক্তা হইলেও এই কারণেই তাহার আগরণ হয় নাই । না,
একথাও হইতে পারে না ; কারণ, গার্গ্যাভিমত চন্দ্রাদি দেবতার কর্তৃত্বাদি প্রত্যা-
খ্যান করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য । অভিপ্রায় এই যে, সন্মোদন-শব্দের অশ্রবণেই
আধ্যাত্মিক প্রাণের অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি যে, চন্দ্র-দেবতাবাচক ঐ
সকল নামে সন্মোদন করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, দেহে
গার্গ্যাভিপ্রেত চন্দ্র-দেবতার ভোক্তৃত্ব নিরাকরণ করা ; তাহা ত আর লোকপ্রসিদ্ধ
প্রাণবাচক নামে সন্মোদন করিলে সুসম্পন্ন হইত না । এইরূপে প্রাণের ভোক্তৃত্ব
প্রত্যাখ্যান করাতেই প্রাণগ্রস্ত অর্থাৎ প্রাণে বিলীন অপরাপর করণবর্গেরও
ভোক্তৃত্বসম্ভাবনা পরিহৃত হইল ; বিশেষতঃ চন্দ্রদেবতাভিন্ন অপর কোনও দেবতার
ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত না হওয়াতেও এ পক্ষে ভোক্তৃত্ব ব্যবস্থা উপপন্ন হইতেছে না । ৮

যদি বল, শ্রুতিবাক্যে যখন ‘অতিষ্ঠাঃ’ হইতে ‘আত্মবী’ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ
গুণসম্পন্ন দেবতাবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন অগ্নি দেবতারই বা ভোক্তৃত্ব
সম্ভাবনা নাই কেন ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, ‘অর-নাভির’
(রথচক্রগত শলাকাধার রক্তের) দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত শ্রুতিতে, প্রাণেই সমস্ত
দেবতার একীভাব (বিলয়) স্বীকার করা হইয়াছে । বিশেষতঃ ‘সত্যদ্বারা আবৃত’
এবং ‘প্রাণই একমাত্র অমৃত (মরণরহিত)’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রাণাতিরিক্ত

কোনও ভোক্তার সন্ধান স্বীকৃত হয় নাই। 'ইহাই সৰ্বদেবতাস্বরূপ। সেই একটি দেবতা কে?—প্রাণ', এই প্রতিভেও প্রাণেই সৰ্বদেবতার একত্ব বা অভেদ উপপাদিত হইয়াছে। ৯

এইরূপ বিভিন্ন দেহের জ্ঞান অপরাপর ইন্দ্রিয়াদিতেও ভোক্তৃস্বাক্ষর হইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে স্মরণ, জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রভৃতির অনুসন্ধানই হইতে পারে না (১); কারণ, অস্ত্রের দৃষ্ট পদার্থ অস্ত্রে কখনও স্মরণ, উপলব্ধি, কিংবা তদ্বিবয়ে ইচ্ছা বা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয় না; অতএব চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় কিংবা কণিক জ্ঞান সম্বন্ধেও ভোক্তৃস্বাক্ষর উৎপন্ন হইতে পারে না। ১০

ভাল, তাহা হইলে দৃশ্যমান দেহ-সজ্জাতই ভোক্তা হউক? অতিরিক্ত ভোক্তা কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? না; যেহেতু আপেক্ষণে (হস্তদ্বারা সঞ্চালনে) বিশেষ বা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এই প্রাণ ও শরীর-সমষ্টিই ভোক্তা হইত, তাহা হইলে যখন তাহার কোন অবস্থাতেই বৈলক্ষণ্য নাই, তখন পাণিপেষণ করুক বা নাই করুক, জাগরণ সম্বন্ধে কখনই বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না; কিন্তু ভোক্তা যদি দেহসজ্জাতের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলেই সেই ভোক্তার সহিত সজ্জাতের সম্বন্ধগত বৈচিত্র্য থাকায় পেষণ ও অপেষণজনিত বেদনামুভবের, স্নেহদুঃখাদিমুভূতির ও মোহের উত্তমাধমভাবনিবন্ধন এবং কর্মফলেরও প্রভেদবশতঃ ঐরূপ বোধগত বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইতে পারে; পক্ষান্তরে শুধু দেহ-সজ্জাতের সহিত শব্দাদির সম্বন্ধ ও কর্মফলের প্রভেদ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই জাগরণগত ঐ প্রকার প্রভেদ হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। ১১

এইরূপ, শব্দাদির মূহুতীত্বাদিজনিত প্রভেদও বর্তমান রহিয়াছে—যেহেতু শুধু স্পর্শমাত্রের অপ্রতিবুদ্ধ সুপ্ত পুরুষকে অজাতশত্রু হস্তদ্বারা বারংবার আঘাত

(১) ভাৎপথ্য—ভিন্ন ভিন্ন দেহাবচ্ছিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ একের দৃষ্ট পদার্থে অপর স্মরণ বা ইচ্ছা করিতে পারে না, তদ্রূপ চক্ষুঃপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কর্তা ভোক্তা বলিলেও, এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূত বিষয় অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা কখনই স্মরণীয় বা স্পৃহণীয় হইতে পারে না। মনে কর, একব্যক্তি প্রথমে যে চক্ষুদ্বারা বাহ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ঘটনাক্রমে সেই চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে, দে আর সেই পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি স্মরণ করিতে পারে না; অথচ সকল দেশে ও সকল কালে সকলেই সেরূপ বস্তুর স্মরণ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কর্তা ভোক্তা বলা যায় না; পরন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত নিত্য হির কোন একটি পরার্থকেই আশ্রয় বলিতে হয়। কাজেই গার্হ্য্যভিমত কোন পদার্থই আশ্রয়েণীভূত হইতে পারিল না। এইরূপে বৌদ্ধসম্মত কণিক বিজ্ঞানকে কর্তা ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও স্মরণনি কার্যের অনুপপত্তি দোষ উপস্থিত হয়।

করিয়া জাগরিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, যাহা হস্তসঞ্চালনের ফলে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিল—যেন প্রজ্বলিত হইয়া, যেন ক্ষুরিত হইয়া, অথবা অগ্নি কোনও প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া এবং যেন বোধ, চেষ্টা ও আকারাদিগত বৈচিত্র্য-সমাবেশ দ্বারা দেহটিকে পূর্ববিপরীত (অচেতনায়মান দেহকে চেতনা-বিশিষ্ট) করিয়াই যেন জাগরিত হইয়াছিল, গার্গ্যাভিমত ব্রহ্মসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাদৃশ একটি ভোক্তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল । ১২

অপিচ, সংহতত্ব নিবন্ধনও গার্গ্যাভিমত প্রাণের পরার্থত্ব বা পরাধীনত্ব উপপন্ন হইতেছে। গৃহের বিধারক স্তম্ভাদির স্থায় শরীরধারক অভ্যন্তরস্থ প্রাণও যে, শরীরাদির সহিত সংহত বা সম্মিলিত, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার সংহতত্বপক্ষে ‘অর-নাভি’ এবং আরও দৃষ্টান্ত আছে; কারণ, ঋতিও বলিয়াছেন ‘রথচক্রের নাভিস্থানীয় এই প্রাণেই সমস্ত নিহিত আছে’। অতএব ইহা হইতে আমরা এইরূপই বুঝিতেছি যে, গৃহাদি ধেরূপ নিজের অবয়বভূত অংশসমূহের অতিরিক্ত অপর কাহারও জ্ঞান সংহত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণও স্বীয় অবয়ব-সমুদয়ের অতিরিক্ত পৃথগ্ভূত অপর কোনও বস্তুর জ্ঞান সম্মিলিত হইয়াছে। ১৩

সুপ্ত, কুডা (ভিত্তি), তৃণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি গৃহাবয়ব সমূহের জন্ম, বৃদ্ধি, অপচয় (বিনাশ), নাম, আকৃতি, কার্য ও ধর্মের (স্বভাব বা গুণাদির) অপেক্ষা না করিয়া যাহারা জন্মস্থিতি প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গৃহাদি-সংহত পদার্থগুলিও তাদৃশ দ্রষ্টা, শ্রোতা ও অনুভবিতার উদ্দেশ্যেই স্থিতিলাভ করিয়া থাকে। এতদর্শনে আমরা যেরূপ মনে করি, সেই গৃহাবয়বসমূহের অবস্থাও-তদনুরূপ; সেইপ্রকার প্রাণাদির অবয়বসমূহের এবং তৎসমষ্টিভূত পদার্থেরও এতদতিরিক্ত এমন কোনও এক অসংহত পদার্থের উদ্দেশ্যে সংহত হওয়াই সমীচীন, ইহাদের জন্ম-নাশাদির সহিত তাহার কোনও সংঘর্ষ নাই (১)। ১৪

যদি বল, দেবতার চৈতন্য স্বীকার করিলে গুণগত সাম্য থাকায় তাহাদের

(১) তাৎপৰ্য্য—‘সংহত’-অর্থ—একত্রিত—মিলিত বা সাবয়ব। ‘অরনাভিবৎ’ অর্থ (রথচক্রের মধ্যস্থ ছিত্রের বক্র শলাকাসমূহ যাহাতে আবদ্ধ থাকে, সেই নাভিরন্ধের স্থায়) প্রাণেতেও সমস্ত শরীর সমর্পিত রহিয়াছে। এই ঋতিই শরীর-সংঘর্ষ বশতঃ প্রাণের সংহতত্বের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রাণাপানাদি বায়ু-পঞ্চকের সমষ্টিভূত বলিয়াও প্রাণের সংহতত্ব বুঝিতে পারা যায়। সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ অর্থাৎ কেবল পরের ভোগসাধন করাই তাহাদের প্রয়োজন; তদতিরিক্ত নিজের কোনও প্রয়োজন নাই। যেমন বৃক্ষ, লতা, গৃহ প্রভৃতি সংহত অর্থাৎ পরস্পরের মিলনে সৃষ্ট বস্তু-সকল নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পরের উদ্দেশ্যেই ফল,

মধ্যে আর গুণভাব অর্থাৎ অস্ত্রের প্রতি ভোগসাধনতা উপপন্ন হইতে পারে না । অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ বিশেষ নাম ধরিয়া সংযোজন করায় নিশ্চয়ই প্রাণের চেতনাবস্থা (সচেতনতাব) স্বীকার করা হইয়াছে ; যখন সচেতনতাই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে, প্রাণদেবতার দ্বারা সকল দেবতাই তুল্যগুণ-সম্পন্ন—চেতন ; সুতরাং উহাদের পরার্থত্ব সন্দত হইতে পারে না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, উপাধি-রহিত শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করাই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত, গুণপ্রধানতাব নহে । ১৫

আত্মায় যে, ক্রিয়া, কারক ও ফলাত্মকতা অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রভৃতির সহিত আত্মায় যে সঙ্ঘ, তাহা হইতেছে নাম-রূপাত্মক উপাধিজনিত ; কাজেই সে সমস্ত অবিজ্ঞা দ্বারা আরোপিত এবং সেই অধ্যারোপই জীবগণের ক্রিয়া-কারক-ফলাভিমানাত্মক সংসারের একমাত্র কারণ । সর্বোপাধিবিনিমুক্ত আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানদ্বারা তাহার নিরুত্তি সাধন করিতে হইবে ; সেই উদ্দেশ্যেই এই উপনিষদের প্রারম্ভ হইয়াছে ; কেন না, ‘আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব’ এবং ‘শুধু ইহাতেই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হন না’ এইরূপ বাক্যোপক্রম করিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, ‘অরে অমৃতত্ব বা মুক্তির স্বরূপ এই পর্য্যন্তই’ । উক্ত উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে যে, অত্র কোনও বিষয় বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) বা উক্ত আছে, তাহাও নহে ; অতএব শক্তি-সাম্য নিবন্ধন গুণভাব বা পরার্থত্ব উপপন্ন হয় না ; হয় না বলিয়াই কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবারও সুযোগ ঘটিতেছে না । ১৬

বিশেষ-ধর্মসম্পন্ন সোপাধিক বস্তুই লোক-ব্যবহার-নিম্পত্তির জন্ত গুণগুণিতাব (অদ্বাদিতাব) হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীত—নিরূপাধিকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না ; অথবা সমস্ত উপনিষদের মধ্যে নীত্য নিরূপাধ্য অর্থাৎ নিবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত ; কারণ, উপসংহারে ইহা ‘সেই আত্মা নহে’ ইত্যাদি বাক্যে নিবিশেষের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব অবিজ্ঞানময় (জড়তাব) ষথোক্ত আদিত্যাদি ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত অত্র বিজ্ঞানময় আত্মারই অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

পুল, ছাত্র-দান প্রভৃতি প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বসিষ্ঠা পাকে, ঠিক তেমনি । একজ্ঞ জ্ঞান-ব্রহ্ম-কপিলও “সংহত-পর্য্যবৃত্তাং” এই সাংখ্যদ্বয়ে নিঃশব্দভাবে বলিয়াছেন যে, এই জগতে প্রকৃতি-পর্য্যবৃত্ত বস্তু কিছু সংহত অর্থাৎ সাবয়ব বস্তু আছে, তৎসমস্তই পরার্থ, পরের ভোগ সম্পাদন করাই সে সমুদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এতদ্ব্যসারে প্রাণেরও সংহততাব ও তদ্বিবন্ধন পরার্থতা অনুমান করা বাইতে পারে, তাহার কল প্রাণের অভোক্তৃত্বই প্রমাণিত হইতেছে ।

স হোবাচাজাতশত্রুর্ষত্রৈষ এতৎ স্পৃগোহভূৎ য এষ বিজ্ঞান-
ময়ঃ পুরুষঃ, কৈষ তদাভূৎ, কুত এতদাগাদিতি, তদ্ব হ ন মেনে
গার্গ্যঃ ॥ ৯৬ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং
বুদ্ধিঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ পুরুষঃ বিজ্ঞানময় উচ্যতে) পুরুষঃ, এষঃ যত্র
(যস্মিন্ কালে) এতৎ (স্বপনং যথা স্মৃৎ তথা) স্পৃগুঃ অভূৎ, এষঃ তদা
(তস্মিন্ স্বপ্নকালে) ক (কুত) অভূৎ (আসীৎ)? কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ
বা) এতৎ (জাগরণং যথা স্মৃৎ, তথা) আগাৎ (আগতঃ)? ইতি ।
[এবমুক্তঃ] গার্গ্যঃ তৎ (অজাতশত্রুপৃষ্ঠং) উ ন মেনে (ন জাতবান্) হ
(কিল) ॥ ৯৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদঃ ।—অজাতশত্রু গার্গ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
এই যে বিজ্ঞানময়—বুদ্ধিপ্রধান পুরুষ (আত্মা), ইনি যে সময়
এইরূপে নিদ্রিত ছিলেন, তখন কোথায় ছিলেন, এবং কোথা হইতেই
বা এইরূপে আসিলেন? গার্গ্য কিন্তু অজাতশত্রুর জিজ্ঞাসিত এই
বিষয় বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৯৬ ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—স এবমজাতশত্রুব্যতিরিক্তাত্মান্তিস্থং প্রতিপাত্ত
গার্গ্যমুবাচ—যত্র যস্মিন্ কালে এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ এতৎ স্বপনং স্পৃগুঃ অভূৎ
প্রাক্ পাণিপেষ-প্রতিবোধাৎ; বিজ্ঞানং—বিজ্ঞায়তেহেনেনেত্যন্তঃকরণং বুদ্ধি-
রুচ্যতে; তন্ময়ঃ তৎ-প্রায়ো বিজ্ঞানময়ঃ । কিং পুনস্তৎপ্রায়ত্বম্? তস্মিন্ন পলভ্যত্বম্,
তেন চোপলভ্যত্বম্, উপলব্ধত্বং চ । ১

কথং পুনশ্চয়টোহনেকার্থত্বে প্রার্থ্যতৈবাবগম্যতে? “স বা অন্নমাত্মা ব্রহ্ম
বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ” ইত্যেবমাদৌ প্রার্থ্য এব প্রয়োগদর্শনাৎ, পরবিজ্ঞান-
বিকারত্বত্বাপ্রসিদ্ধবাদ্, “য এষ বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি চ প্রসিদ্ধবদনুবাদাদ্ অবয়বোপ-
মার্থরোচ্যত্বাসম্ভবাৎ পারিশেষ্যাৎ প্রার্থ্যতৈব; তস্মাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃ-
করণম্, তন্ময় ইত্যেতৎ; পুরুষঃ পুৰি শয়নাৎ । ২

কৈষ তদা অভূদিতি প্রশ্নঃ স্বভাববিজিজ্ঞাসয়িষয়া,—প্রাক্ প্রতিবোধাৎ ক্রিয়া-
কারকফলবিপরীতস্বভাব আত্মেতি কার্য্যভাবেন দিগদর্শয়িত্বম্ । ন হি প্রাক্
প্রতিবোধাৎ কৰ্ম্মাদি-কার্য্যং সুখাদি কিঞ্চন গৃহ্যতে; তন্মাদকৰ্ম্মপ্রযুক্তত্বাৎ তথাস্বা-
ভাব্যমেবাগ্নিনোহবগম্যতে—যস্মিন্ স্বভাব্যেহভূৎ, যতশ্চ স্বভাব্যাৎ প্রচ্যুতঃ

সংসারী স্বভাববিলক্ষণ ইতি—এতদ্বিবক্ষ্যমাণা পৃচ্ছতি গার্গ্যঃ প্রতিভান-রহিতঃ
বুদ্ধিহ্যুৎপাদনায় । ৩

‘কৈষ তদাহত্বং কৃত এতদাগাং’ ইত্যেতদুত্তরং গার্গ্যেণৈব প্রষ্টব্যমাসীৎ ;
তথাপি গার্গ্যেণ ন পৃষ্টমিতি নোদান্তে অজ্ঞাতশব্দঃ ; বোধয়িতব্য এবমিতি প্রবর্ততে,
জ্ঞাপয়িতব্যম্বেতি প্রতিক্রান্তত্বাৎ । এবমসৌ ব্যুৎপাদ্যমানোহপি গার্গ্যঃ—যত্রৈব
আত্মাহুং প্রাক্ প্রতিবোধাত্, যতশ্চ এতদাগমনমাগাং—তদুত্তরং ন ব্যুৎপেদে
বক্তুং বা প্রষ্টুং বা—গার্গ্যো হ ন মেনে ন জ্ঞাতবান্ ॥ ৯৬ ॥ ১৬ ॥

টীকা ।—বৃত্তমন্ধানধরগ্রন্থমবতার্ধ্য ব্যাচষ্টে—স এবমিত্যাদিনা । এতৎ স্বপনং যথা ভবতি
তথেন্দি বাবৎ । যত্রোক্তং কালং বিশিনষ্টি—প্রাগিতি । তদা বাভূদিতি সম্বন্ধঃ । বিজ্ঞানময়ঃ
ইত্যত্র বিজ্ঞানঃ পরঃ ব্রহ্ম, তদ্বিকারো জীবন্তেন বিকারার্থে ময়ড়িতি কেচিৎ, তন্নিরাকরোতি—
বিজ্ঞানমিতি । অতঃকরণপ্রারম্ভমাত্মনো ন একজ্ঞাতে, তত্তাসমস্ত তেনাসম্বন্ধাদিত্যাঙ্কিপতি—
কিং পুনরিতি । অসমস্তাপ্যাবিত্তং বুদ্ধাদিসম্বন্ধমুপেক্ষ্য পরিহরতি—তন্নিমিত্তি । তৎসাক্ষিকত্বাচ্-
তৎপ্রারম্ভমিত্যাহ—উপলব্ধং চেতি । ১

নিরামকভাবঃ শক্তিঃ পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা । একস্মিন্নেব বাক্যে পৃথিবীময়
ইত্যাদৌ প্রারম্ভযোগপলভ্যবিজ্ঞানময় ইত্যত্রাপি তদর্থত্বমেব ময়টো নিশ্চিতমিত্যুক্তম্, ইদানীং
জীবন্ত পরমাত্মরূপবিজ্ঞানবিকারত্বস্ত অতিদূতোরপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ প্রারম্ভত্বমেবেত্যাহ—পরেতি ।
অপ্রসিদ্ধমপি বিজ্ঞানবিকারত্বঃ প্রতিবশাদিত্যভ্যাসিত্যাহ—য এব ইতি । য এব বিজ্ঞানময়
ইত্যত্র বিজ্ঞানময়ত্বৈব ইতি প্রসিদ্ধবদমুবাদপ্রসিদ্ধবিজ্ঞানবিকারত্বঃ সর্বনামপ্রতিবিরুদ্ধ-
মিত্যর্থঃ । জীবো ব্রহ্মবরত্বংসমূশো বা, তদর্থো ময়ডিভ্যাশক্যাহ—অবয়বেতি । ব্রহ্মণো
নিরবয়বত্বপ্রত্যয়ত্বৈব জীবরূপেণ এবৈবপ্রবণাচ্চ একুতে বাক্যে ময়টোহবয়বাত্তর্থাযোগান্নি-
ল্লিবয়বত্বসত্ত্বাচ্চ পারিশেষত্বাৎ পূর্বেক্তা প্রারম্ভত্বৈব তত্ত প্রত্যুতব্যোভ্যর্থঃ । বিজ্ঞানময়-
পদার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । ২

যত্রোতাদি ব্যাখ্যায় বাক্যশেষমবতার্ধ্য তৎপদ্যমাহ—কৈষ ইতি । স্বরূপজ্ঞাপনার্থং প্রশ্ন-
প্রস্থিতিরিত্যেতৎ একটয়তি—প্রাগিতি । কার্ধ্যাকারেণোক্তং ব্যনক্তি—ন হীতি । তন্মাদি-
ভ্যন্তার্থমাহ—অকর্ষপ্রযুক্তবাদিতি । কিং তথাবাত্তাব্যমিতি, তদাহ—যন্নিমিত্তি । দ্বিতীয়-
প্রদর্শনঃ সাক্ষিপতি—বতচেতি । ৩

উক্তেহর্থে প্রশ্নমুৎপাদয়তি—এতদিতি । তথাবাত্তাব্যমেবেতি সম্বন্ধঃ । এতদিত্যধিকরণ-
মপাদানং চ গৃহ্যতে । কিমিতি তৎ প্রত্যুতবঃ পৃচ্ছ্যতে ? স্বকীরং প্রতিজ্ঞাঃ নির্কোচমিত্যভি-
প্রোক্তাহ—বুদ্ধীতি । নমু শিশুত্বাদ্গার্গ্যেণৈব প্রষ্টব্যং, স চেদজ্ঞানং পৃচ্ছতি, তর্হি রাজ্ঞস্তান্নম্নো-
দাসীদমেব বক্তুং, তদাহ—ইত্যেতদুত্তরমিতি । তদ্ব ইত্যাদি ব্যাকরোতি—এবমিতি ।
এতদাগমনং যথা ভবতি, তথেন্দি বাবৎ । তত্র ত্রিাপদমোহর্ধ্বাক্রমঃ বক্তুং প্রষ্টুং বেত্যাভ্যাং
সম্বন্ধঃ । ৯৬ । ১৬ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—অজ্ঞাতশব্দ এইরূপে প্রাণাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতি-

পাঠন করিয়া গার্গ্যকে বলিলেন—এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে—পাণিপেবণে জাগরিত হইবার পূর্বে এইরূপে নিদ্রিত ছিল, সে সময়ে এই পুরুষ কোথায় ছিল? বিজ্ঞান-শব্দে এখানে জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণ—বুদ্ধি অভিহিত হইয়াছে; বিজ্ঞানময় অর্থ—তৎপ্রায় অর্থাৎ প্রায় তৎস্বরূপ । ভাল, ‘তৎপ্রায়’ (বিজ্ঞানপ্রায়) কথার অর্থ কি? [উত্তর—] বুদ্ধিতে উপলভ্য, বুদ্ধি দ্বারা উপলভ্য (উপলব্ধির বিষয়) এবং যাহাকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, ও যাহা বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞেয় বিষয় অবগত হয়, (তাহা), এই জ্ঞাত পুরুষকে বিজ্ঞান-প্রায় (বিজ্ঞানময়) বলা হয় । ১

জিজ্ঞাসা করি, “ময়টু” প্রত্যয়ের বহু অর্থ সত্ত্বেও এখানে ‘প্রাস্নার্থ’ গ্রহণ করা হইতেছে কেন? (১) [উত্তর—] যেহেতু ‘সেই এই ব্রহ্মরূপ আত্মা বিজ্ঞানময় ও মনোময়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাস্নার্থেই ময়টু প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং পরবিজ্ঞানস্বরূপ আত্মার বিকার বা পরিণামও প্রসিদ্ধ নাই । বিশেষতঃ এখানে প্রসিদ্ধার্থবোধকের মত করিয়া এই ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দটির ব্যবহার করায় এবং ‘অবয়ব’ ও ‘উপমা’ অর্থেরও এখানে সম্ভাবনা না থাকায়, ফলেফলে অবশিষ্ট প্রাস্নার্থেই গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, বিজ্ঞান অর্থ সংকল্পবিকল্পধর্মক অন্তঃকরণ; আত্মা তন্ময় বলিয়া ‘বিজ্ঞানময়’ পদ-বাচ্য । সেই আত্মাই আবার পূর্বে (বুদ্ধিতে) শয়ন (অবস্থান) করে বলিয়া ‘পুরুষ’ শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে । ২

সে সময় এই পুরুষ কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য—আত্মার প্রকৃত স্বরূপটি জ্ঞাপন করা,—জাগরণের পূর্বে কোনপ্রকার কার্য্য না থাকায় আত্মা যে, ক্রিয়া কারক ও ফলের বিপরীতস্বভাব, তাহাও প্রদর্শন করা, ইহাই উক্ত প্রশ্নের অভিপ্রেত অর্থ; কেননা, জাগরণের পূর্বে ক্রিয়াফল সূত্রঃখাদি কোন কিছুই লক্ষিত হয় না; অতএব কর্ম্ম-প্রযুক্ত বা কর্ম্মাধীন নয় বলিয়া, উহাই আত্মার প্রকৃত স্বভাব বলিয়া বুঝা যাইতেছে । তৎকালে যেরূপ স্বভাবে ছিল, এবং যেরূপ স্বভাব হইতে প্রচ্যুত হইয়া নিজের বিপরীত-স্বভাব সংসারধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়াছে,

(১) তাৎপর্য্য—বিকার, অবয়ব, প্রায় ও প্রাচুর্য্যার্থে “ময়টু” প্রত্যয়ের বিধান আছে । যেমন যুক্তিকার বিকার যুক্তর, লৌহের অবয়ব লৌহময়, অগ্নির সদৃশ অগ্নিময়, ব্রাহ্মণপ্রচুর গ্রাম ব্রাহ্মণময় ইত্যাদি । আশঙ্কা হইয়াছিল, এখানেও “ময়টু” প্রত্যয়ের অন্ত কোনও অর্থ সন্নিবিষ্ট করিলে দোষ কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—উপনিষদে আত্মার্থে বিজ্ঞান-শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে ময়টের ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং নিত্য বিজ্ঞানের বিকারও সম্ভব হয় না, কালোই এখানে অবশিষ্ট প্রাচুর্য্যার্থই গ্রহণ করিতে হইবে ।

তাহা বুঝাইবার জন্যই, অপ্রতিভ গার্গ্যের প্রকৃত জ্ঞানোৎপাদনার্থ এই বাক্যের অবতারণা করিতেছেন । ৩

“ক এষ তদা অভূৎ ?” এবং “কুতঃ এতদাগাৎ ?” এই দুইটি প্রশ্ন করা গার্গ্যেরই উচিত ছিল সত্য, কিন্তু গার্গ্য তাহা করেন নাই ; তথাপি অজ্ঞাতশত্রু উপেক্ষা করিলেন না ; এ বিষয়টি গার্গ্যকে অবশ্যই বুঝাইতে হইবে, এই বিবেচনায় তিনি নিজেই বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কারণ, অজ্ঞাতশত্রু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি অবশ্যই তোমাকে বুঝাইয়া দিব ; তদনুসারে তিনি নিজেই সে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন । অজ্ঞাতশত্রু এইরূপ বুঝাইয়া দিলেও গার্গ্য বৃত্তিতে পারিলেন না যে, এই পুরুষ আগরণের পূর্বে কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল,—এই দুইটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে কিংবা প্রকাশ করিয়া বলিতে গার্গ্যের বুদ্ধিসূক্ষ্মি হইল না ॥ ৯৬ ॥ ১৬ ॥

স হোবাচাজাতশত্রুর্বাৎস্রেয এতৎ স্তুপ্তোহভূদ্ য এষ বিজ্ঞান-ময়ঃ পুরুষঃ, তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষো-হন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্জেতে, তানি যদা গৃহ্নাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, তদগৃহীত এষ প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ ॥ ৯৭ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ।—[প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রবোধনায়] সঃ অজ্ঞাতশত্রুঃ [গার্গ্যঃ] উবাচ হ—যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ), [সঃ] এষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) -এতৎ (স্বপনং যথা স্থাৎ, তথা) স্তুপ্তঃ অভূৎ, তৎ (তদা) [এষঃ] বিজ্ঞানেন (অন্তঃকরণাধীন-বিশেষজ্ঞানেন সহ) এষাং প্রাণানাং (বাক্প্রভৃতীনাং) বিজ্ঞানং (স্বস্ববিষয়গ্রহণসামর্থ্যং) আদায় (গৃহীত্বা) যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়মধ্যে) আকাশঃ (আকাশস্বভাবঃ পরঃ আত্মা), তস্মিন্ (পরমাত্মনি) শেতে (বর্ততে) ; যদা (যস্মিন্ কালে) তানি (বাগাদিবিজ্ঞানানি) গৃহ্নাতি (আদতে), অথ (তদা) হ (এব) পুরুষঃ এতৎ (যথা স্থাৎ, তথা) স্বপিতি নাম (স্বং রূপং অপীতি প্রাপ্নোতি ইতি ব্যাপ্ত্য স্বপিতি-নাম প্রসিদ্ধো ভবতি) । তৎ (তদা স্বপনকালে) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) গৃহীতঃ (উপসংহৃতঃ) এব ভবতি, তথা বাক্ গৃহীতা, চক্ষুঃ গৃহীতং, শ্রোত্রং গৃহীতং, মনঃ [চ] গৃহীতং [ভবতীতি শেষঃ । তদা সূর্কেন্দ্রিয়-ব্যাপারোপরমঃ ভবতীতি ভাবঃ] ॥ ৯৭ ॥ ১৭ ॥

মুনোমুনোদ ১—অজ্ঞাতশত্রু নিজেই গার্গ্যকে বলিলেন—এই

বিজ্ঞানময় পুরুষ, যে সময়ে এতদবস্থায় স্থপ্ত ছিল, সে সময়ে এই পুরুষ অন্তঃকরণোৎপন্ন বিশেষজ্ঞানের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান গ্রহণ করত, এই যে, হৃদয়-মধ্যবর্তী আকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মা, তন্মধ্যে অবস্থান করে। এই পুরুষ যে সময়ে সেই বিজ্ঞানসমুদয় গ্রহণ করে, সে সময়ে সে এইরূপে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া স্বপিতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে সময়ে পুরুষকর্তৃক নিশ্চয়ই প্রাণ [ব্রাহ্মেন্দ্রিয়] গৃহীত হয়, বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, এবং মনও গৃহীত হয় ॥ ৯৭ ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভ্যায়ম্।—স হোবাচ অজাতশত্রুঃ বিবিক্ষিতার্থসমর্পণায় ।
বত্রেষ এতৎ সুপ্তোহভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ,—“কৈষ তদা অভূৎ, কুত এত-
দাগাৎ ইতি যদপুচ্ছাম, তৎ শৃণু উচ্যমানম্—বত্রেষ এতৎ সুপ্তোহভূৎ, তদা তস্মিন্
কালে এবাং বাগাদীনাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন অন্তঃকরণগতাভিব্যক্তবিশেষবিজ্ঞা-
নেন উপাধিস্থতাবল্লনিতেন আদায় বিজ্ঞানং বাগাদীনাং স্বস্ববিষয়গতসামর্থ্যং
গৃহীত্বা, য এষঃ অন্তর্যম্বে হৃদয়ে হৃদয়স্থ আকাশঃ—যঃ আকাশশব্দেন পর এব স্ব
আয়োচ্যতে, তস্মিন্ য়ে আত্মত্বাকাশে শেতে স্বাভাবিকেহংসাংসারিকে ; ন কেবল
আকাশ এব, স্রুতান্তরসামর্থ্যাৎ—“সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” ইতি ।
নিদোপাধি-সম্বন্ধকৃতং বিশেষায় স্বরূপমুৎসৃজ্য অবিশেষে স্বাভাবিকে আত্মত্বে
কেবলে বর্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ । ১

যদা শরীরেন্দ্রিয়াধাকৃতামুৎসৃজতি, তদা অসৌ স্বাত্মনি বর্তত ইতি কথমব-
গম্যতে ? নাম-প্রসিদ্ধ্যা ; কাসৌ নামপ্রসিক্তিরিত্যাহ—তানি বাগাদিবিজ্ঞানানি
যদা যস্মিন্ কালে গৃহীতি আদত্তে, অথ তদা হ এতৎ পুরুষঃ স্বপিতিনাম এতন্নাম
অস্থ পুরুষস্থ তদা প্রসিদ্ধং ভবতি ; গোণমেবাস্থ নাম ভবতি,—স্বমেবা-
জ্ঞানমপীতি অপিগচ্ছতীতি স্বপিতীত্যাচ্যতে । ২

সত্যং স্বপিতীতিনাম-প্রসিদ্ধ্যা আত্মনঃ সংসারধর্ম-বিলক্ষণং রূপমবগম্যতে,
নতু অত্র যুক্তিরন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎ তত্র স্বাপকালে গৃহীত এব প্রাণো ভবতি,
প্রাণ ইতি ব্রাহ্মেন্দ্রিয়ম্, বাগাদিপ্রকরণাং ; বাগাদিসম্বন্ধে হি সতি তদুপাধিভাৱস্য
সংসারধর্মিত্বং লক্ষ্যতে ; বাগাদিব্রহ্মোপসংস্কৃতা এব তদা তেন ; কথম্ ? গৃহীতা
বাক্, গৃহীতং চক্ষুঃ, গৃহীতং শ্রোত্রং, গৃহীতং মনঃ ; তন্মাত্রপসংস্কৃতেষু বাগাদিস্ব
ক্রিয়াকারক-ফলাদ্রুতাবাবাং স্বাত্মস্থ এবাত্মা ভবতীত্যবগম্যতে ॥ ৯৭ ॥ ১৭ ॥

টীকা।—কুটুম্বদেবকরসোহমাস্তা তত্র ক্রিয়াকারকফলব্যবহারো বস্তুতো নাস্তীতি বিবক্ষিতোর্থঃ, তন্ত একটীকরণার্থং প্রত্যতঃ প্রথমমুপদতি—যত্রৈতি । উপাধিরন্তঃকরণ, তন্ত বলাবত্ত্বপাদানবজ্ঞানং, তেন জনিতমতঃকরণগতমভিব্যক্তং বিশেষবিজ্ঞানং চৈতন্ত্যভাসলক্ষণং, তেন করণেনৈত্বার্থঃ । বাগদীনানং স্বববিষয়গতং প্রতিনিয়তং প্রকাশনসামর্থ্যং বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ । য এযোহন্তরিত্তি প্রতীকমানায় ব্যাচষ্টে—মধ্য ইতি । আকাশশব্দস্ত তৃত্বাকালবিষয়ত্বমাক্ষ্য-কাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যাপবেশাদিত্তি স্ত্রাহেনাহ—আকাশশব্দেনৈতি । সজপে ব্রহ্মণ্যেব হৃৎপুস্ত শয়নং তৃত্বাকাশে তু ন ভবতীত্যত্র ছানোগ্যশ্রুতিসম্মতিমাহ—শ্রুতান্তরেতি । কীদৃগত্র শয়নং বিবক্ষিতমিত্যাপন্যাহ—লিঙ্গেনৈতি । স্বাপাধিকারে স্বাভাবিকত্বমনিচ্ছামাত্রসংমিশ্রিতত্বং ‘সতি সম্পদ ন বিদুঃ’ ইত্যাদিশ্রুতেরিত্তি উষ্টবান্ । ১

তানি যদেত্যাদিবাক্যমাক্ষ্যপূৰ্ব্বকমাদন্তে—যদেত্যাদিনা । বিজ্ঞানানি তৎসাধনা-নীতোত্তমং । পুরুষ ইতি প্রথম বচ্যার্থে, অতো বক্ষ্যতি—অন্ত পুরুষত্বেনৈতি । অবকর্ণাদিনাম্যো বিশেষমাহ—গৌণমেবেতি । গৌণত্বং ব্যাংপাদয়তি—স্বমেবেতি । নায়োহর্থবাচিচারত্বাপি দৃষ্টয়ার তদ্ব্যপং স্বাপে পরপাবস্থানমিতি শব্দাননুচ্চ তদৃগ্গৃহীত এবেত্যাদি বাক্যমুপাখ্য ব্যাচষ্টে—সত্যমিত্যাদিনা । কা পুনরাস্তনঃ স্বাপাবস্থায়ামসংসারিব্রহ্মণেহবস্থানমিত্যত্র যুক্তিরিহোক্তা ভবতি, তত্রাহ—বাগদীতি । তদা হৃৎপুস্তাবস্থানং তেনাস্তন চৈতন্ত্যভাসেন হেতুনৈত্বার্থঃ । স্বাপে করণোপসংহারঃ বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা । তদ্রূপসংহারকলং কথয়তি—তন্মা-দিত্তি । ২৭ । ১৭ ।

ভাষ্যামুবাদ ।—সেই অজ্ঞাতশব্দে নিজের অভিপ্রেতার্থ প্রকাশনার্থ বলিলেন, এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে এইরূপে স্তম্ভ ছিল, ‘সে সময় এই পুরুষ কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতে আসিল’ ? এই কথা যে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর শ্রবণ কর ; আমি বলিতেছি—যে সময় এই পুরুষ স্তম্ভ ছিল, সে সময় বিজ্ঞানের সহিত অর্থাৎ অন্তঃকরণে বিষয়াভিব্যক্তিজনিত বিশেষজ্ঞানের সহিত বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিজ্ঞান (বিষয়-গ্রহণে সামর্থ্য) গ্রহণ করিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তরে—মধ্যে এই যে আকাশ—আপনার স্বাভাবিক অসংসারী আত্মা, সেই আকাশে শয়ন (অবস্থান) করে । কেবল যে, আকাশেই শয়ন করে, তাহা নহে, পরন্তু ‘হে সোম্য সে সময় সংস্করূপ পরমাত্মার সহিত সম্পন্ন—একীভাবাপন্ন হয়’ এই শ্রুতিবাক্যমুসারে বুঝা যায় যে, লিঙ্গশরীররূপ উপাধির (১) সহিত সৎক-নিবন্ধন আত্মার যে সবিশেষভাবে ঘটিয়াছিল, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপ-নার স্বভাবসিদ্ধ নির্বিশেষ বিস্তৃতভাবেই অবস্থান করে । এখানে ‘আকাশ’ শব্দে স্বরূপ পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছে । ১১

(১) তাৎপৰ্য্য—“পকপ্রাণ-মনোবুদ্ধিশৈল্লিয়সমবিতম্ । শরীরঃ সপ্তদশভিঃ স্কন্ধঃ তৎ লিঙ্গমুচ্যতে ।” ইহার অর্থ—পক প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান), মন, বুদ্ধি, পক

ভাল কথা, এই পুরুষ যে সময় শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের অধ্যক্ষতা বা পরিচালকতা পরিত্যাগ করে, সে সময় জীব যে, স্বীয় আত্মাতে মিলিত হয়, ইহা জানা যায় কিসে? ইঁা, নামপ্রসিদ্ধি অনুসারে। সেই প্রসিদ্ধ নামটি কি, তাহা বলিতেছেন—পুরুষ যে সময়ে সেই বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিজ্ঞান সমূহ সংগ্রহ করে—আপনাতে উপসংহার করে, তখন পুরুষের ‘স্বপিত্তি’ নাম হয়, অর্থাৎ তখন পুরুষ এই ‘স্বপিত্তি’ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার এই নামটি নিশ্চয়ই গোণ—যোগার্থ-মূলক; কেন না, সে সময় নিজেই প্রকৃত স্বরূপ স্ব—আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই জ্ঞাতাহাকে ‘স্বপিত্তি’ বলা হয় [স্ব+অপীতি=স্বপিত্তি; পৃষাদরাদি নিয়মে ‘অ’ লোপ ও ঙ্কার হ্রস্ব] । ২

ভাল ‘স্বপিত্তি’ এইরূপ নামপ্রসিদ্ধি অনুসারে তৎকালে আত্মার যে সংসারধর্ম-বিলক্ষণ অর্থাৎ অসংসারী স্বরূপ লাভ হয়, ইহা জানা যায় সত্য, কিন্তু এবিষয়ে ত কোনও যুক্তি দেখা যায় না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সেই স্মৃষ্টি সময়ে প্রাণ নিশ্চয়ই গৃহীত হয় (শক্তিহীন হয়)। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকরণে পঠিত হওয়ায় এখানে ‘প্রাণ’ অর্থ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; প্রকৃত পক্ষে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধনই আত্মার সংসারধর্ম প্রকাশ পাইয়া থাকে; স্মৃষ্টি সময়ে সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ পুরুষকর্তৃক উপসংহৃত হইয়া থাকে। কি প্রকারে? না, বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, এবং মনও গৃহীত হয়। অতএব বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় গৃহীত হওয়ার ক্রিয়া কারক ও ফলায়ক ব্যবহারও তখন থাকে না; কান্ধেই তখন পুরুষ স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয় বুঝা যাইতেছে ॥ ৯৭ ॥ ১৭ ॥

স যত্রৈতৎ স্বপ্নায়া চরতি তে হাশ্র লোকাস্তদুত্তেব মহারাজো ভবতু্যতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি, স যথা মহারাজো জ্ঞানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্তেত, এবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্তেত ॥ ৯৮ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং স্বপ্নাবস্থায় বিশেষঃ দর্শয়িতুমাহ—স যত্রৈতি] । সঃ

কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, মলমূত্র ও মূত্রবার) এক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ভ্রু), এই সপ্তদশ অবয়বনির্মিত শরীরের নাম লিঙ্গ-শরীর বা হৃদয়শরীর। এই লিঙ্গ-শরীরই জীবের উপাধি; ইহার যোগেই জীব হৃদয়প্রাণাদি ভোগ করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে।

(বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ) যত্র (যস্মিন্ কালে) স্বপ্নায়া (দর্শনাত্মিকয়া স্বপ্নবৃত্ত্যা)
 চরতি (ব্যবহরতি), তৎ (তদা) অশ্রু (পুরুষশ্চ) হতে (জাগ্রদনুভবগোচরাঃ)
 লোকাঃ (ভোগাঃ, কৰ্মফলানি) [যথা—] উত (অপি) মহারাজ ইব ভবতি,
 উত মহাত্মাশ্রুণঃ (শ্রেষ্ঠত্বাশ্রুণঃ) ইব ভবতি, তথা উত (অপি) উচ্চাবচং (উচ্চং
 উন্নতং—দেবাদিভাবং, অবচং অপকৃষ্টং পশ্বাদিভাবং) ইব চ নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ।
 [অত্র ইব-শব্দপ্রয়োগং স্বপ্নদৃশ্য-মহারাষ্ট্রাদিভাবানাং মিথ্যাত্বং দর্শিতম্] । সঃ
 (প্রসিদ্ধঃ) মহারাজঃ যথা জ্ঞানপদান্ (জনপদে রাষ্ট্রে ভবান্ ভোগান্) গৃহীত্বা
 (আদায়) স্বে (স্বকীয়ৈ) জনপদে (স্বাধিকৃতপ্রদেশে) যথাকামং (ইচ্ছানু-
 রূপং) পরিবর্তেত (পরিভ্রমতি), এবং (তথা) এব এষঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ)
 প্রাপান্ (বাগাদীন্) গৃহীত্বা (আগরিতস্থানেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য) স্বে (স্বকৰ্ম্মলক্ষে)
 শরীরে যথাকামং পরিবর্তেত ; [স্বপ্নাবস্থায় বাগাদিকরণানাং ব্যাপারোপপন্নমেহপি
 অন্তঃকরণং সব্যাপারমেব বর্ততে, স্মৃপ্তৌ তু অন্তঃকরণশ্চাপি ব্যাপারোপপন্ন ইতি
 বিভেদঃ] ॥ ৯৮ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ :—সম্প্রতি, স্মৃপ্তি ও স্বপ্নাবস্থার প্রভেদ প্রদর্শন
 করিতেছেন,—সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে [স্বপ্নাবস্থায়] বিচরণ
 করে, সে সময় তাহার জাগ্রদনুভূত ভোগস্থানগুলি উপসংহত হয় ।
 যেমন—সে যেন মহারাজই হয়, যেন শ্রেষ্ঠ ত্রাশ্রুণই হয়, অথবা যেন
 উত্তমাধম ভোগ্য বিষয়ই প্রাপ্ত হয় । লোকপ্রসিদ্ধ মহারাজ যেরূপ রাষ্ট্রীয়
 ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া স্বীয় জনপদে যথেষ্ট পরিভ্রমণ করেন, তদ্রূপ
 এই বিজ্ঞানময় পুরুষও নিজের বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে জাগরিত স্থান
 হইতে সংগৃহীত করিয়া স্বকৰ্ম্মার্জিত শরীরের মধ্যে বিচরণ করিয়া
 থাকে । স্বপ্নাবস্থায় বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য স্বগিত থাকিলেও অন্তঃ-
 করণের কার্য চলিতে থাকে, কিন্তু স্মৃপ্তি সময়ে সেই অন্তঃকরণের
 কার্যও স্বগিত হইয়া যায় । ইহাই উভয় অবস্থার প্রভেদ ॥ ৯৮ ॥ ১৮ ॥

শাক্তরসায়নম্ ।—নহু দর্শনলক্ষণায়াং স্বপ্নাবস্থায়াম্ কার্যকরণবিয়োগেহপি
 সংসারধর্ম্মিৎশ্চ দৃশ্যতে—যথা চ জাগরিতে স্মৃখী হৃখী বহুবিসৃক্তঃ শোচতি
 বৃহতে চ ; তস্মাৎ শোকমোহধর্ম্মবান্বেষ্যম্ ; নাস্ত শোকমোহাদয়ঃ স্মৃতঃখাদয়ঃ
 কার্যকরণসংযোগজনিত-ভ্রান্ত্যা অধ্যারোপিতা ইতি । ন, স্মৃতাঃ—সঃ
 প্রকৃত আত্মা যত্র যস্মিন্ কালে দর্শনলক্ষণয়া স্বপ্নায়া স্বপ্নবৃত্ত্যা চরতি বর্ততে,

তদা তে হ অশ্ব লোকাঃ কৰ্মফলানি—, কে তে ? তৎ তত্র উত অপি মহারাজ ইব ভবতি ; সোহয়ং মহারাজমিবাশ্ব লোকাঃ, ন মহারাজমিব জাগরিত ইব ; তথা মহাব্রাহ্মণ ইব ; উত অপি, উচ্চাবচং—উচ্চঞ্চ দেবতাদি, অবচঞ্চ তিৰ্য্যাক্তাদি, উচ্চমিব অবচমিব চ নিগচ্ছতি ; মূষেব মহারাজত্বাদয়োহশ্ব লোকাঃ, ইবশব্দ-প্রয়োগাৎ ব্যভিচারদর্শনাচ্চ ; তস্মান্ বহুবিরোগাদিহ্ননিত-শোকমোহাদিভিঃ স্বপ্নে স্বেদ্যতএব । ১

নমু চ যথা জাগরিতে জাগ্রৎকালব্যভিচারিণো লোকাঃ, এবং স্বপ্নেহপি তে অশ্ব মহারাজত্বাদয়ো লোকাঃ স্বপ্নকালভাবিনঃ স্বপ্নকালব্যভিচারিণ আশ্বভূতা এব, ন তু অবিজ্ঞানারোপিতা ইতি,—নমু চ জাগ্রৎকার্য্যকরণাত্মনং দেবতাত্মকং অবিজ্ঞানারোপিতম্, ন পরমার্থতঃ, ইতি ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানময়প্রদর্শনেন প্রদর্শিতম্ ; তৎ কথং দৃষ্টান্তেন স্বপ্নলোকশ্চ, মৃত ইবোজ্জীবিশ্চ প্রাচীর্ভবিষ্যতি ? সত্যম্, বিজ্ঞানময়ে ব্যতিরিক্তে কার্য্যকরণদেবতাত্মপ্রদর্শনমবিজ্ঞানারোপিতম্—শক্তিকার্য্যমিব রজতত্বদর্শনম্—ইত্যেতৎ সিধ্যতি ব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্বপ্রদর্শন-জ্ঞানেনৈব ; ন তু তদ্বিশুদ্ধিপরতয়েরৈব জ্ঞান উক্তঃ, ইতি—অসমপি দৃষ্টান্তো জাগ্রৎ-কার্য্যকরণদেবতাত্মদর্শনলক্ষণঃ পুনরুক্ত্যবাত্তে ; সর্বো হি জ্ঞানঃ কঞ্চিদ্বিশেষ-মপেক্ষমাণোহপুনরুক্তৌভবতি । ২/২১৭

ন তাবৎ স্বপ্নে অশ্বভূতমহারাজত্বাদয়ো লোকা আশ্বভূতা আশ্বনোহশ্বশ্চ জাগ্রৎপ্রতিবিম্বভূতশ্চ লোকশ্চ দর্শনাৎ ; মহারাজ এব তাবৎ ব্যস্তমুপাস্ত প্রকৃতিমূ পর্য্যঙ্কে শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশুশ্চ পুংসংহতকরণঃ পুনরুপগতপ্রকৃতিং মহারাজমিবাশ্বানং জাগরিত ইব পশুতি—যাত্রাগতং ভুজ্ঞানমিব চ ভোগান্ । ন চ তস্ম মহারাজশ্চ পর্য্যঙ্কে শয়নাৎ দ্বিতীয়োহশ্বঃ প্রকৃত্যুপেতো বিষয়ে পর্য্যটনহনি লোকে প্রসিদ্ধো-হস্তি, যমসৌ স্তম্ভঃ পশুতি । ন চোপসংহতকরণশ্চ রূপাদিমতো দর্শনমুপপত্ততে ; ন চ দেহে দেহান্তরশ্চ তত্ত্বল্যশ্চ সম্ভবোহস্তি, দেহস্থশ্চৈব হি স্বপ্নদর্শনম্ । ৩

নমু পর্য্যঙ্কে শয়ানঃ পথি প্রবৃত্তমাত্মানং পশুতি, ন বহিঃ স্বপ্নান্ পশুতীত্যেত-দাহ—সঃ মহারাজঃ জ্ঞানপদান্ জনপদে ভবান্ রাষ্ট্রোপকরণভূতান্ ভূত্যান্ত্যাংশ্চ গৃহীত্ব উপাদায় স্বে আত্মায়ৈ এব জ্ঞাদিনোপার্জ্জিতে জনপদে যথাকামং—যো যঃ কামোহশ্ব যথাকামম্—ইচ্ছাতো যথা পরিবর্ততে ইত্যর্থঃ ; এবমেব এব বিজ্ঞান-ময়ঃ । এতদ্বিত্তি ক্রিয়াবিশেষণম্, প্রাণান্ গৃহীত্ব জাগরিতস্থানেভ্য উপসংহৃত্য স্বে শরীরে স্ব এব দেহে ন বহিঃ, যথাকামং পরিবর্ততে—কামকৰ্ম্মভ্যামুদ্ভাসিতাঃ পূৰ্ব্বাশ্বভূতবস্ত্রদৃশীকাসনা অশ্বভবতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ স্বপ্নে মৃষাধ্যারোপিতা এবাশ্ব-

ভূতত্বেন লোক অবিশ্রুতানা এব সন্তঃ ; তথা জাগরিতেহপীতি প্রত্যোতবাম্ ।
তন্মাদ্বিত্বোহক্রিয়াকারকফলাত্মকো বিজ্ঞানময় ইত্যেতৎ সিদ্ধম্ । যস্মাদ্দৃশ্যন্তে
দ্রষ্টৃর্বিষয়ভূতাঃ ক্রিয়াকারকফলাত্মকাঃ কার্য্যকরণলক্ষণা লোকাঃ, তথা স্বপ্নেহপি ;
তস্মাদন্তোহসৌ দৃশ্তেভ্যঃ স্বপ্নজাগরিতলোকেভ্যো দ্রষ্টা বিজ্ঞানময়ো
বিশুদ্ধঃ ॥ ৯৮ ॥ ১৮ ॥

টীকা।—অদ্বয়ব্যতিরেকাত্মাঃ বাগাদ্রূপাধিকমান্বনঃ সংসারিত্বমুক্তং, তত্র ব্যতিরেকাসিদ্ধি-
মানব্রতে—নথিতি । ব্যতিরেকাসিদ্ধৌ ফলিতমাহ—তন্মাদিতি । স্বপ্নস্ত রজ্জুসর্ববন্ধিথ্যাত্মেন
বস্ত্ত্বর্থাভাবান্নান্বনঃ সংসারিত্বমিত্যন্তরমাহ—ন যথাহাদিতি । তদ্রূপাদদ্বয়মর্থো ন যথো-
দীত্বকরাণি যোজয়তি—ন একুত ইত্যাদিনা । অথাত্ব স্বপ্নব্রতাবো নির্দিষ্টতে, ন তন্ত মিথ্যাত্ব
কথ্যতে, তত্ৰাহ—সূষেবেতি । স্বপ্নে দৃষ্টানাং মহারাজত্বাদীনাং জাগ্রত্যমুভূতিরাহিত্যাং ব্যভিচার-
দর্শনম্ । স্বপ্নস্ত মিথ্যাত্বে সিদ্ধমর্থমাহ—তন্মাদিতি । ১

বিষয়া লোকা ন মিথ্যা তৎকালাব্যভিচারিভাজ্জাগ্রলোকবদিতি শব্দতে—ননু চ যথেষ্টি ।
সাধ্যবৈকল্যং বক্তুং সিদ্ধান্তী পাণিপেষবাক্যোক্তং স্মারয়তি—ননু চেতি । জাগ্রলোকস্ত মিথ্যাত্বে
ফলিতমাহ—তৎ কথমিতি । প্রাদুর্ভাবে জাগ্রলোকস্ত কর্ত্ত্ব্য আকরণিকমেষ্টবাম্ । তত্র
পূর্ববাবী দৃষ্টান্তঃ সাধয়তি—সত্যমিত্যাদিনা । অদ্বয়ব্যতিরেকাত্মো জ্ঞায়ঃ । দেহদ্বয়স্তান্নন-
বৈবেকমাত্রঃ প্রাপ্তস্ত, ন তু প্রাধাণ্যেনান্বনঃ শুদ্ধিক্ষেপ্তেতি বিভাগমঙ্গীকৃত্য বস্ত্ত্বোহসমুদয়মপি
দৃষ্টান্তঃ সন্তঃ কুহা তেন স্বপ্নসত্যত্বমাপকা তন্নিরাসনাত্যন্তিকী শুদ্ধিরান্বনঃ স্বপ্নবাক্যেনোচ্যতে ।
তথা চ জাগ্রতোহপি তথা মিথ্যাত্বাদিত্যেকরসঃ শুদ্ধঃ স্মাদিত্যাশয়বানাহ—ইত্যসন্নপীতি ।
পাণিপেষবাক্যে জাগ্রমিথ্যাত্বোক্ত্যন্তর্থাভূত্বা শুদ্ধিরত্রাপি সৈবোচ্যতে চেৎ, পুনরুক্তিরিত্যা-
শঙ্কাহ—সর্বৌ হীতি । যৎকিঞ্চিৎ-সামান্তাৎ পৌনরুক্ত্যং সর্বত্র ভূল্যম্ । অবাস্তরভেদাদ-
পৌনরুক্ত্যং একুতেনপি সমং, পূর্ব্বত্র শুদ্ধিরন্তার্থিকত্বাদিহ বাচনিকত্বাদিতি ভাবঃ । ২

জাগ্রদৃষ্টান্তেন স্বপ্নসত্যত্বচোভসম্ভবাচ্যাস্তস্ত সমাধিরিতি পূর্ব্ববাদিমুখেনোক্তা সমাধিমধুনা
কথয়তি—ন তাবদিতি । বিষয়া ন দ্রষ্টৃরান্বনো ধর্ম্মা বা তদ্রূপাদ্ যটাদিবদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ,
স্বপ্নদৃষ্টানাং জাগ্রদৃষ্টাদর্থান্তরত্বেন দৃষ্টেমিথ্যাত্বমিত্যাহ—মহারাজ ইতি । তেষাং জাগ্রদৃষ্টা-
দর্থান্তরত্বমসিদ্ধমিত্যাশঙ্কাহ—ন চেতি । প্রমাণসামগ্র্যাতাবাচ স্বপ্নস্ত মিথ্যাত্বমিত্যাহ—ন
চেতি । যোগ্যদেশাতাবাচ তদ্বিত্যাহমিত্যাহ—ন চেতি । দেহাদিহিরেব স্বপ্নদৃষ্টাস্তীকারাদ-
যোগ্যদেশসিদ্ধিরিত্যাশঙ্কাহ—দেহহন্তেতি । ৩

এতদেব সাধরিতুঃ শব্দতে—নথিতি । তত্র ন যথেষ্টাদিবা ক্যমুত্তরত্বেনাবত্যাং ব্যাচষ্টে—
ন বহিরিত্যাদিনা । যথাকামঃ তৎ তৎ কামমনতিক্রম্যোত্যাঃ । এতদ্বিতি ক্রিয়ান্ন গ্রহণস্ত
বিশেষণম্, এতৎগ্রহণং যথা ভবতি তথোত্যাঃ । পরিবর্তনমেব বিবৃণোতি—কামেতি । যোগ্য-
দেশাতাবে সিদ্ধে সিদ্ধমর্থং দর্শয়তি—তন্মাদিতি । স্বপ্নস্ত মিথ্যাত্বে তদ্রূপত্বেন জড়বাদিহেতুনা
জাগরিতস্তাপি তথাঃ শব্দং নিস্কৃত্ত্বমিত্যাহ—তথেষ্টি । যমোর্মিথ্যাত্বে প্রতীচো বিশুদ্ধিঃ
সিদ্ধেতু্যসংযয়তি—তন্মাদিতি । অক্রিয়াকারকফলাত্মক ইতি বিশেষণং সমর্থয়তে—যস্মা-

দিত্তি । জাগরিতং দৃষ্টান্তীকৃত্য দাষ্টান্তিকমাহ—তথোতি । ব্রহ্মদৃষ্টভাবে সিদ্ধে কনিতমাহ—
তন্মাদিত্তি । অন্তবকলং কথয়তি—বিশুদ্ধ ইতি । ১৮ । ১৮ ।

ভাষ্যামুবাদ ।—পুরুষ জাগ্রদবস্থায় যেমন সুখী দুঃখী হয়, এবং বন্ধু-
বিষ্মত হইয়া শোক-মোহান্বিত হয়, ঠিক তেমনি বিবরানুভূতিযুক্ত স্বপ্নাবস্থায়ও
দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার বিরত থাকিলেও সংসারধর্ম্ম সুখদুঃখাদির সম্বন্ধ অব্যাহতই
দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব শোক মোহাদি ধর্ম্মই পুরুষের স্বাভাবিক, উক্ত
শোক-মোহাদি ও সুখদুঃখাদি ধর্ম্মগুলি কখনই দেহেন্দ্রিয়-সংযোগজনিত ভ্রান্তি-
মূলক নহে । না, একথাও হইতে পারে না ; যেহেতু পুরুষের ঐক্যাত্মীয় সুখ-
দুঃখাদি ধর্ম্মগুলি মিথ্যা অসত্য ;—এই আলোচ্য আত্মা যে সময়ে স্বপ্নবৃত্তি অব-
লম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে, তখন তাহার সেই সমস্ত লোক কর্ম্মফল,—সে সমস্ত
লোক কি কি ? [তাহা বলিতেছেন—] সেখানে যেন মহারাজাই হয় ; সেই এই
মহারাজাই যেন তাহার লোক—কর্ম্মফল ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু জাগ্রদবস্থায় তায়
ঠিক মহারাজাই হয় না । সেইরূপ যেন মহাব্রাহ্মণই (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই) [হয়], এবং
উচ্চাবচ—উচ্চ দেবত্ব প্রভৃতি, আর অবচ অপকৃষ্ট পশুপক্ষিপ্ৰভৃতিভাব ; এই উচ্চ-
বচভাবই যেন প্রাপ্ত হয় ; ইহার এই মহারাজাদি লোকসমূহ নিশ্চয়ই মিথ্যা ;
কারণ, এখানে ইব-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে এবং ব্যভিচারও দৃষ্ট হইতেছে,
অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট কোন পদার্থই জাগরণের সময়ে বর্তমান থাকে না বা অনুভূত
হয় না । অতএব বৃত্তিতে হইবে, আত্মা স্বপ্নাবস্থায় যথার্থই বন্ধুবিরোগাদি-
জনিত শোক-মোহাদি ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয় না । ১

এখন আপত্তি হইতেছে যে, জাগ্রৎকালে দৃশ্যমান লোকসমূহ বৈরূপ
জাগ্রৎকালাব্যভিচারী অর্থাৎ যতক্ষণ জাগ্রদবস্থা, ততক্ষণ মাত্র স্থায়ী, ঠিক তদ্রূপ
স্বপ্নকালে দৃশ্যমান মহারাজাদি লোকসমূহও স্বপ্নকালভাবী (স্বপ্নকালমাত্র
স্থায়ী) হয়, এবং স্বপ্নসময়ে তাহার ব্যভিচারও (অসত্যতাও) দৃষ্ট হয় না ;
সুতরাং সে সমস্ত তাহার আনুভূতই (স্বাভাবিকই) বটে, কিন্তু কখনই অবিজ্ঞা-
পরিকল্পিত মিথ্যা হইতে পারে না । বিশেষতঃ জাগ্রৎকালীন কার্য্যকারণভাব-
সম্বন্ধ ও দেবতাস্বত্ব—উভয়ই যে, অবিজ্ঞা-পরিকল্পিত অপারমর্ষিক, ইহা ত
পার্শ্বপেষণ দ্বারা প্রাণাদির অতিরিক্ত বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপপ্রদর্শনেই
প্রদর্শিত হইয়াছে, তবে মৃতসঞ্জীবনের তায় কেবল দৃষ্টান্তের সহায়তায় তাহার
আর পুনরুত্থান হইবে কি প্রকারে ? হাঁ, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু শুক্লিতে রজত-
প্রতীতির ত্রায় প্রাণাদি-ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানময় আত্মাতেও যে, কার্য্যকরণ—

দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ এবং দেবতাস্বভাব প্রদর্শন, প্রাণাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-প্রদর্শক বুদ্ধিদ্বারাই তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপপ্রদর্শনের জ্ঞত সেখানে কোন বুদ্ধির উল্লেখ করা হয় নাই; এই জ্ঞতই জাগ্রৎ-কালীন কার্য্যকরণসম্বন্ধ ও দেবতাস্বভাব-প্রদর্শনাত্মক দৃষ্টান্তটি অসত্য হইলেও এখানে তাহার পুনরুদ্ভাবন করা আবশ্যক হইতেছে; কেননা, সমস্ত বুদ্ধিই অতি সামান্য মাত্র বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইলেও পুনরুজ্জ্বলিত দোষ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, পূর্বে কেবল স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্যমাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং বস্তুটিকেও সত্যব্যৎ ধরিয়া লইয়া তাহার দৃষ্টান্তে স্বপ্নদৃশ্যেরও সত্যতা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। ২

[প্রকৃত, কথা এই যে,] স্বপ্নসময়ে অমুভূত মহারাজত্বপ্রভৃতি বিষয়গুলি যে, ষণ্মার্থই আয়ত্বত্ব অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা নহে; কারণ, তৎকালে যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমস্তই আত্মা হইতে ভিন্ন—জাগ্রদমুভূত পরার্থের প্রতিবিম্ব বা অমুরূপ মাত্র; নিশ্চয়ের অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ যে সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে প্রকৃত মহারাজই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারবিহীন অবস্থায় পর্য্যক্কে শয়ান থাকিয়া স্বপ্রদর্শন করত আপনাকে জাগ্রৎ-কালের জ্ঞান সমুৎপাদিত অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত এবং উৎসবে উপস্থিত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ করিতেছেন—দেখিতে পান; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পর্য্যক্কে শয়ান সেই মহারাজ হইতে স্বতন্ত্র, ভোগস্থানে পর্য্যটনকারী অমাত্যাদিসমন্বিত দ্বিতীয় মহারাজের অস্তিত্ব দ্বিবাভাগে (স্বপ্নভিন্ন সময়ে) প্রসিদ্ধই নাই, যাহাকে তিনি স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করিবেন; বিশেষতঃ যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার পক্ষে রূপাদিসম্পন্ন বস্তু-দর্শন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর একই দেহের মধ্যে যে, তত্ত্বল্য অপর দেহেরও সন্ধান সম্ভব হয়, তাহাও নহে; কেননা, স্বপ্রদর্শন দেহই ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। ৩

আশঙ্কা হইতেছে যে, পর্য্যক্কে শয়ান ব্যক্তিই ত আপনাকে পথে (দেহের বাহিরে) বর্ত্তমান দেখিয়া থাকে? তদন্তরে বলিতেছেন যে, না, বাহিরে স্বপ্রদর্শন করে না,—সেই প্রসিদ্ধ মহারাজ যেমন জ্ঞানপদ—জনপদোৎপন্ন (দেশজাত) রাজভোগ্য ভৃত্য ও অন্তান্ত বস্তুনিচয় গ্রহণ করিয়া জ্ঞানদিল্লী স্বীয় জ্ঞানপদের মধ্যেই (রাজ্যমধ্যেই) ষণ্মকাম—যেমন যেমন কামনা হয়, তদনুসারেই অবস্থান করেন, ঠিক তেমনি এই বিজ্ঞানময় আত্মাও এইরূপে প্রাণসমূহকে গ্রহণ করিয়া—জাগ্রদবস্থা হইতে আহরণ করিয়া স্বীয় শরীরমধ্যেই ইচ্ছানুসারে অব-

হান করে, অর্থাৎ পূর্বতন কাম ও কর্মামুসারে সমুদ্ভূত পূর্বানুভূত বস্তুর অনুরূপ বাসনারাশি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু বাহিরে কিছুই অনুভব করে না । অতএব স্বপ্নে যে সমস্ত বিষয় অনুভূত হয়, সে সমস্তই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান না থাকায় আত্মধর্মরূপে মিথ্যা আরোপিত হয় যাত্র ; জাগ্রদবস্থায়ও সেইরূপই বুঝিতে হইবে । অতএব বিজ্ঞানময় আত্মা বে, স্বভাবগুণ এবং ক্রিয়া কারক ও ফল-সম্বন্ধরহিত, ইহা প্রমাণিত হইতেছে । যে হেতু দ্রষ্টার বিষয়ীভূত (দৃশ্য পদার্থ) ক্রিয়া কারক ও ফলাত্মক কার্য্য-কারণভাববিশিষ্ট লোকসমূহই স্বপ্নে ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই হেতু স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট লোকসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রষ্টা বিজ্ঞানময় আত্মা বিগুণ অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধ ॥ ৯৮ ॥ ১৮ ॥

আভাসভাষ্যম্ ।—দর্শনবৃত্তৌ স্বপ্নে বাসনারাশেদৃশ্যত্বাদ্ অতদ্ব্যবহিত্যেতি বিগুণতা অবগতা আত্মনঃ ; তত্র “যথাকামং পরিবর্ততে” ইতি কামবশাৎ পরিবর্তনমুক্তম্ ; দ্রষ্টৃদৃশ্যসম্বন্ধশ্চ অস্মা স্বাভাবিকঃ—ইত্যুক্ততা শক্যতে ; অতত্তদ্বিগুণার্থমাহ—

আভাসভাষ্যের অনুবাদ ।—বিষয়দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থায় বাসনা বা জাগ্রৎকালীন সংস্কার দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ স্বপ্নধর্মের সহিত আত্মার অসম্বন্ধ ও বিগুণতা জানা গিয়াছে, এবং ‘যথাকামং পরিবর্ততে’ এই কথায় সে অবস্থায় বাসনানুরূপ পরিবর্তন কথিত হইয়াছে ; অতএব স্বপ্নদর্শীর সেই দৃশ্যসম্বন্ধ স্বাভাবিক বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে, তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন—

অথ যদা স্মৃপ্তো ভবতি যদা ন কশ্চচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপুতিঃ সহস্রাণি হৃদয়াং পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিস্বীমানন্দশ্চ গত্বা শয়ীতৈবমৈবৈষ এতচ্ছেতে ॥ ৯৯ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ যদা (যন্মিন্ কালে) [পুরুষঃ] স্মৃপ্তঃ ভবতি, যদা কশ্চচন (শব্দাদেঃ কশ্চাপি কিঞ্চন) ন বেদ (বিজ্ঞানতি), [তদা]—[যাঃ] দ্বাসপুতিঃ সহস্রাণি (দ্বাসপুতিসহস্রসংখ্যাকাঃ) হিতাঃ নাম (হিতাখ্যাঃ) নাড্যঃ হৃদয়াং (হৃৎপিণ্ডাং) পুরীততং (হৃদয়বেষ্টনম্—তদুপলক্ষিতং দেহং) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) প্রতিষ্ঠন্তে (প্রতিষ্ঠাঃ—নির্মিতাঃ), তাভিঃ (নাড়ীভিঃ) প্রত্যবস্থপ্য

(শরীরং ব্যাপ্য) পুরীততি (শরীরে) শেতে (বৰ্ততে) ; সঃ (স্বযুগ্মঃ) যথা কুমারঃ বা মহারাজঃ বা মহাব্রাহ্মণঃ বা আনন্দস্ত অতিগ্নীং (অতিশায়িনীম্ অবস্থং) গহ্না (প্রাপ্য) শরীত (অবতিষ্ঠেত), এবমেব (তদ্বৎ এব) এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) এতৎ (শয়নং যথা স্মাতং তথা) [সৰ্ব্বসংসারধৰ্ম্মান্ অতীত্য] শেতে (বৰ্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ৯৯ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ ১—এই বিজ্ঞানময় পুরুষ যে সময়ে স্বযুগ্ম হয়, যে সময়ে কোন বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকে না, [সে সময়ে], হিতানামক যে বাহাস্তর হাজার নাড়ী স্পর্শপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পুরীততে—হৃদয়বেক্টেনে অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট শরীরাবিশেষে বহির্গত হইয়াছে, সেই সমস্ত নাড়ীদ্বারা নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। পূর্বপ্রদর্শিত সেই কুমার কিংবা মহারাজ অথবা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেমন (স্বপ্নদশায়) আনন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিজ্ঞানময়ও ঠিক সেইরূপে শয়ন করে (অবস্থান করে) ॥ ৯৯ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাস্যম্।—অথ যদা স্বযুগ্মো ভবতি—যদা স্বপ্নায়া চরতি, তদাপ্যয়ং বিশুদ্ধ এব ; অথ পুনর্যদা হিতা দর্শনবৃত্তিং স্বপ্নম্, যদা যস্মিন্ কালে স্বযুগ্মঃ সূষ্ট স্বপ্নঃ সম্প্রসাদং স্বাভাব্যং গতঃ ভবতি—সলিলমিব অগ্ন্যসম্বন্ধকালম্ হিতা স্বাভাব্যেন প্রসীদতি।

কদা স্বযুগ্মো ভবতি ? যদা যস্মিন্ কালে, ন কশ্চন ন কিঞ্চনেত্যর্থঃ ; বেদ বিজ্ঞানাতি ; কশ্চন বা শব্দাদেঃ সৎকি বস্তুস্তরং কিঞ্চন ন বেদ—ইত্যধ্যাহার্যম্ ; পূর্ব্বং জ্ঞানম্, সূপ্তে তু বিশেষবিজ্ঞানাভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ । ১

এবং তাবদ্বিশেষবিজ্ঞানাভাবে স্বযুগ্মো ভবতীত্যুক্তম্ ; কেন পুনঃ ক্রমেণ স্বযুগ্মো ভবতীত্যুচ্যতে—হিতাঃ নাম হিতা-ইত্যেবংনাম্যো নাভ্যঃ শিরাঃ ধেহস্তায়নসবিপরিণামভূতাঃ, তাস্চ দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি—দে সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি—তাঃ দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি ; হৃদয়াং—হৃদয়ং নাম মাংসপিণ্ডঃ, তদ্ব্যং মাংসপিণ্ডাৎ পুণ্ডরীকাকার্যং, পুরীততং হৃদয়পরিবেষ্টনমাচক্ষতে—তদ্ব্যং লক্ষিতং শরীরমিহ পুরীতচ্ছন্দেনাভিপ্রেতং—পুরীততমভিপ্রেতিষ্টমুহিত—শরীরং ক্লেশং ব্যাপ্তবৃত্ত্যঃ অথথপর্ণরাজয় ইব বহির্ভূত্যাঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । ২

তত্র বুদ্ধেরন্তঃকরণস্ত হৃদয়ং স্থানম্ ; তত্রস্থ-বুদ্ধিতত্ত্বাণি চেতরাণি বাহ্যানি করণানি ; তেন বুদ্ধিঃ কর্ম্মবশাৎ শ্রোত্রাদীনি তাভিনাডীভিঃ যংস্তজ্জালবৎ কর্ণ-

শঙ্কল্যাধিস্থানেভ্যঃ প্রসারয়তি ; প্রসার্য চাধিতিষ্ঠতি আগরিতকালে ; তাং বিজ্ঞান-
ময়োহভিব্যক্তিস্বাত্মৈতেত্তাবভাসতয়া ব্যাপ্নোতি ; সঙ্কোচনকালে চ তস্মা অমুসঙ্কু-
চতি ; সোহম্ম বিজ্ঞানময়স্ত স্বাপঃ ; জাগ্রদ্বিকাসামুভবো ভোগঃ (১) ; বুদ্ধ্যুপাধি-
স্বভাবানুবিধায়ী হি সঃ, চন্দ্রাদিপ্রতিবিম্ব ইব জলাদ্রুমবিধায়ী । তস্মাৎ তস্মা
বুদ্ধেৰ্জাগ্রদ্বিধায়ীঃ তাভিঃ নাড়ীভিঃ প্রত্যবসর্পণমমু প্রত্যবস্প্য পুরীততি শরীরে
শেতে তিষ্ঠতি—তশুমিব লোহপিণ্ডম্ অবিশেষেণ সংব্যাপ্য অগ্নিবৎ শরীরং
সংব্যাপ্য বর্তত ইত্যর্থঃ । স্বাভাবিক এব স্বাত্মনি বর্তমানোহপি কৰ্ম্মানুগত-
বুদ্ধানুসৃত্তিভ্যাং পুরীততি শেতে ইত্যুচ্যতে । ন হি সৃষ্টিকালে শরীর-
সম্বন্ধোহস্তি ; “তীর্ণো হি তদা সৰ্ব্বাঙ্কোকান্ হৃদয়ন্ত” ইতি হি বক্ষ্যতি । ৩ ✓ !

সৰ্ব্বসংসারদুঃখবিযুক্তেন্নমবস্তুত্যা দৃষ্টান্তঃ,—স যথা কুমারো বা অত্যন্তবালো
বা, মহারাজো বা অত্যন্তবৃদ্ধপ্রকৃতিঃ যথোক্তকৃতং, মহাব্রাহ্মণো বা অত্যন্তপরিপক-
বিশ্রাবিনয়সম্পন্নঃ, অতিয়ীম্—অতিশয়েন দুঃখং হস্তীত্যতিয়ী আনন্দস্বাবস্থা,
তাং প্রাপ্য গচ্ছা শরীত অবতিষ্ঠেত । এষাঞ্চ কুমারাদীনাং স্বভাবস্থানাং সুখং
নিয়তিশয়ং প্রসিদ্ধং লোকে ; বিক্রিয়মাণানাং হি তেষাং দুঃখম্, ন স্বভাবতঃ ;
তেন তেষাং স্বাভাবিক্যবস্থা দৃষ্টান্তভেনোপাদীয়তে, প্রসিদ্ধত্বাং ; ন তেষাং স্বাপ
এবাভিপ্রেতঃ, স্বাপস্ত দাৰ্ষ্টান্তিকভেন বিবক্ষিতত্বাং বিশেষাভাবাচ্চ ; বিশেষে হি
সতি দৃষ্টান্ত-দাৰ্ষ্টান্তিকভেদঃ স্তাৎ ; তস্মান্ন তেষাং স্বাপো দৃষ্টান্তঃ,—এবমেব,
যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এষ বিজ্ঞানময় এতৎ শরীরং শেতে ইতি—এতচ্ছবঃ ক্রিয়াবিশে-
ষণার্থঃ,—এবময়ং স্বাভাবিকে স্মে আত্মনি সৰ্ব্বসংসারধৰ্ম্মাভীতো বর্ততে স্বাপ-
কালে ইতি ॥ ৯৯ ॥ ১৯ ॥

টীকা ।—বৃত্তানুবাদপূৰ্ব্বকমন্তরঃ প্রতিনিঃস্থামাশঙ্কামাহ—দর্শনবৃত্তাবিত্যাদিনা । তত্রৈতি
প্রপোক্তিঃ । কামাদিসম্বন্ধককার্থঃ । নিবর্ত্যশঙ্কাসত্তাবান্নিবর্তকানন্তরঃ প্রতিপ্রবৃতিঃ প্রতি-
জানীতে—অত ইতি । অগ্নেহপি শুদ্ধিকল্পা, কিং সৃষ্টিগ্রহণেপেতাশঙ্কাহ—যদেতি । গতৌ
ভবতি, তদা স্ততরামন্ত শুদ্ধিঃ সিধ্যতীতি শেষঃ । তমেব সৃষ্টিকালং প্রমুখপূৰ্ব্বকং প্রকটয়তি—
কদেতি । বিকল্পং ব্যাবৰ্ত্তয়তি—পূৰ্ব্বং বিতি । ১

বৃত্তমমু প্রমুখপূৰ্ব্বকং ‘সৃষ্টিগতিপ্রকারং’ দর্শয়তি—এবং তাবদ্বিতি । হিতফলপ্রাপ্তি-
নিমিত্তব্রাহ্মণো হিতা উচ্যন্তে । তাসাং দেহসম্বন্ধানামবয়ব্যাতিরেকাত্যামন্নরসবিকারত্বমাহ—
অগ্নেতি । তাসামেব মধ্যমসংখ্যাং কথয়তি—তাক্ষেতি । তাসাং চ হৃদয়সম্বন্ধিনীনাং ততো
নির্গত্যা দেহব্যাপ্ত্যা বহিমুৎত্বমাহ—হৃদয়াদ্বিতি । ২

তাভিরিত্যাদি ব্যাকর্ষ্য ভূমিকাং করোতি—তথ্রেতি । শরীরং সপ্তমার্থঃ । শরীরে করণানাং বুদ্ধিতত্ত্বং কিং স্তাভ্যাহ—ভেনেতি । তথাপি জীবন্ত কিমায়ত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
তাং বিজ্ঞানময় ইতি । ভোগশঙ্কো জাগরবিষয়ঃ । বুদ্ধিবিকারমহত্তব্রাহ্মা জাগর্তীভূত্যাতে,
তৎসংকোচঃ চামুভবন্ বপিতীভ্যত্র হেতুমাং—বুদ্ধীতি । বুদ্ধ্যমুখিধাঃ পরামুখ্য তাভিরিত্যাদি
ব্যাচষ্টে—তন্মাদিতি । প্রত্যবসর্পণং ব্যাবর্তনম্ । পদার্থমুক্তা বাক্যার্থমাং—তপ্তমিবেতি ।
কর্ষয়ে দেহন্ত কর্ষয়ে চারুনো দৃষ্টান্তময়ম্ । হ্রদরূপাশে ব্রহ্মণি শেতে বিজ্ঞানাস্তেভ্যক্তা
পুরীতন্তি শয়নমাচক্ষাণন্ত পূর্ণাগরবিরোধঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিক ইতি । ঔপচারিকমিনঃ
বচনমিত্যত্র হেতুমাং—ন হীতি । ৩

ইহমবহেতি প্রকৃতা হৃদগুরুচ্যতে । উক্তেষু দৃষ্টান্তেষু বিবক্তিতমঃশঃ দর্শয়ন্তি—এবাং চেতি ।
দ্রঃশমপি তেবাং প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিক্রিয়মাণানাং হীতি । কুমারাদিশ্বাপস্তৈব দৃষ্টান্তঃ
কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন তেবামিতি । তৎস্বাপন্ত দৃষ্টান্তমস্বৎস্বাপন্ত দাষ্টীষ্টিকত্বমিতি
বিশাগমাশঙ্ক্যাহ—বিশেষাভাবাদিতি । কৈব তদ্বাহুদিতি প্রশস্তোত্তরমূপাদিতমূপসংহরতি—
এবমিতি । ২২।১২।

ভাষ্যানুবাদ ।—অতএব বলা হইতেছে যে, জীব যে সময় সুষুপ্ত হয়—তখন
স্বপ্নবর্ণনে অবস্থিত হয়, তখনও এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বিস্তৃতই থাকে ; তাহার পর
যখন দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সুষুপ্ত—সম্যকরূপে সুপ্ত হয়—
সম্প্রসাদরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনও জল বেরূপ দ্রব্যান্তর-সংযোগজ কলুষতা
পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বচ্ছতা লাভে প্রসন্ন (নির্মল) হয়, তদ্রূপ প্রসন্ন হয় । ভাল,
জীব কোন সময়ে সুষুপ্ত হয়?—যে সময়ে কাহারও অর্থাৎ কিছুও জানে না ;
অথবা শব্দাদিবিষয়-সম্পর্কিত অস্ত্র কোনও কিছু জানে না ;—এই অংশটুকু অধ্যা-
হার বা পূরণ করিয়া লইতে হইবে । এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমোক্ত
ব্যাখ্যাই চ্যাব্য ; কারণ, এখানে সর্বপ্রকার বিশেষ-বিজ্ঞানের অভাব প্রতিপাদন
করাই ঐশ্বর্যের অভিপ্রেত । ১

এই কথা বলা হইতেছে যে, যে সময় কোনপ্রকার বিশেষবিজ্ঞান থাকে না,
বিজ্ঞানময় আত্মা তখনই সুষুপ্ত হয় । কি প্রকারে সুষুপ্ত হয়, এখন তাহা বলা
হইতেছে—দৈহিক অঙ্গ-রসের পরিণামভূত 'হিতা' নামে প্রসিদ্ধ কতকগুলি
নাড়ী (শিরা) আছে ; সেই নাড়ীর সংখ্যা দ্বাসপ্ততি সহস্র—হুই হাজার অধিক
সত্তর হাজার । সেই বাহ্যন্তর হাজার নাড়ী হ্রদয় হইতে পুরীতৎনাড়ীর
অভিযুগে গিয়াছে । হ্রদয় অর্থ—মাংসখণ্ডবিশেষ ; সেই মাংসখণ্ডটি পদ্মের সদৃশ ।
হ্রদয়-বেষ্টন মাংসখণ্ডকে 'পুরীতৎ' বলে ; এখানে কিন্তু সেই পুরীতৎবিশিষ্ট দেহই
পুরীতৎ-শব্দের অভিপ্রেত অর্থ । 'পুরীতত্তের ষিকে নির্গত হইয়াছে' কথার অর্থ

এই যে, অস্থাপত্র বেরূপ শিরাজালে বেষ্টিত, তদ্রূপ ঐ নাড়ীসমূহও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া বহির্দিকে প্রসৃত হইয়াছে । ২

শরীরাত্মকত্ব সেই ক্ষণেই বুদ্ধির—অন্তঃকরণের স্থান বা আশ্রয় ; অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ তত্রত্য বুদ্ধির অধীন ; সেই হেতু ঐ বুদ্ধিই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে মৎস্ত-জালের ছায় ওত-প্রোতভাবে পন্ন উক্ত নাড়ীসমূহ দ্বারা কর্ণশঙ্কুলি (কর্ণছিদ্র) প্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থানে প্রসারণ করিয়া থাকে, এবং প্রসারণ করিয়া নিজেই জাগ্রৎ-কালে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করে অর্থাৎ পরিচালনাদি কার্য্যে কর্তৃত্ব করে । বিজ্ঞানময় আত্মা আবার স্বীয় অভিব্যক্ত চৈতন্য দ্বারা সেই বুদ্ধিকে ব্যাপিয়া থাকে, অর্থাৎ বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে । সেই বুদ্ধি যখন সঙ্কোচিত হয়, তখন বিজ্ঞানময়ও যেন সঙ্কোচদশাই প্রাপ্ত হয় । সেই সঙ্কোচ-দশাই বিজ্ঞানময় আত্মার স্বপ্নদশা ; আর জাগ্রৎকালীন যে চৈতন্য-বিকাশাত্মক অনুভব, তাহাই তাহার ভোগ অর্থাৎ জাগরণ দশা ; কেন না, চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেমন জলানুসারী হইয়া থাকে, তেমনি বিজ্ঞানময় আত্মাও বুদ্ধির সমান স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [সুতরাং বুদ্ধির সঙ্কোচ ও বিকাশানুসারে তাহারও সঙ্কোচ-বিকাশাদি প্রাপ্তি যুক্তিব্যুক্তই বটে ।] সেই হেতুই জাগ্রৎকালে বুদ্ধি যখন পূর্বোক্ত নাড়ীসমূহ দ্বারা প্রাণে সমর্পিত হয়, তখন বিজ্ঞানময়ও তদনুসারে সর্ব্বশরীরে অধিষ্ঠান করে ; তদুপলব্ধির অগ্নি বেরূপ সমস্ত লৌহখণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনি বিজ্ঞানময়ও তখন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে থাকে । যদিও আত্মা সর্ব্বদাই স্বস্বরূপে অবস্থিত আছে সত্য, তথাপি প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগামী হয় বলিয়া পুরীতনাড়ীতে (শরীরে) অবস্থান করে—বলা হইয়া থাকে মাত্র ; কারণ, স্বযুপ্তিকালে আত্মার পূর্ব্বের ছায় শরীরসম্বন্ধ বিद्यমান থাকে না (১) । স্বয়ং শ্রুতিই পরে বলিবে যে, ‘সেই সময়ে (স্বযুপ্তি সময়ে) হৃদয়ের সর্ব্ববিধ দুঃখ অতিক্রম করিয়া থাকে’ । ৩

(১) তাৎপৰ্য্য—“স্বযুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তনোহভিভূতঃ স্বরূপম্ভবতি ।

পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ বলিতি প্রবৃদ্ধঃ ॥”

শাস্ত্রে আছে, স্বযুপ্তি সময়ে এই জড়দেহের সমস্তই কারণশরীর অজ্ঞানে বাইয়া বিলীন হয়, এমন কি, তাঁহার দৃশ্যমান স্থল দেহও তখন থাকে না ; অপরলোকে যে, স্বযুপ্তের স্থলদেহ দর্শন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ভ্রান্তিমাত্র ; জীব সে সময়ে তমোণ্ডে অতিভূত হইয়া কর্ম্ম সহযোগে কেবল আনন্দময় অবস্থা অনুভব করিতে থাকে ; আবার প্রাক্তন কর্ম্মের প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া সেই জীবই আবার ক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

এই স্রুষ্টি অবস্থা বে, সৰ্ব্বপ্রকার সাংসারিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তদ্বিবরে দৃষ্টান্ত এই বে, প্রসিদ্ধ কুমার অর্থাৎ অত্যন্ত বালক, অথবা সৰ্ব্বস্বামী এবং স্বেচ্ছাকারী মহারাজ, কিংবা অতিশয় পরিগণকতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞা-বিনয়াদিগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেরূপ অতিয়ী—দুঃখের অতিশয় নিরুত্তিসাধক আনন্দাবস্থা (সুখাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করে—অবস্থান করে। প্রকৃতিস্থ উক্ত কুমারপ্রভৃতির সর্বাধিক সুখসমৃদ্ধি জগতে সুপ্রসিদ্ধ; তাহারা যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয়, তখনই তাহাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, নচেৎ হয় না; এই জ্ঞত তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থাকেই স্রুষ্টির দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইতেছে; কারণ, তাহাদের সুখাবস্থা জগতে সুপ্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহাদের স্রুষ্টি অবস্থাটিমাত্র দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; কারণ, স্রুষ্টি অবস্থাটিকে দার্ষ্টান্তিকরূপে প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রেত; বিশেষতঃ স্রুষ্টিবিষয়ে সাধারণের সঙ্গে উহাদের কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্যও নাই; বাহ্যতে আংশিক কিছু বিশেষ থাকে, তাহাই দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, (অবিশেষ পদার্থ হয় না); অতএব তাহাদের স্রুষ্টি-দশা কখনই ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ঠিক সেইরূপ বিজ্ঞানময় আত্মাও এইরূপে শয়ন করে—অবস্থান করে, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তের জ্ঞান বিজ্ঞানময় আত্মাও নিজস্বসময়ে সৰ্ব্ববিধ সংসার-ধর্ম অতিক্রমপূর্বক স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থান করে ॥ ৯৯ ॥ ১০ ॥

আভাসভাষ্যম্।—কৈব তদাভূদিত্যশ্চ প্রশ্নশ্চ প্রতিবচনমুক্তম্; অনেন চ প্রশ্ননির্ণয়েন বিজ্ঞানময়স্য স্বভাবতো বিপৃক্তিরসংসারিত্বঞ্চোক্তম্। কূত এতদাগাদিত্যশ্চ প্রশ্নস্তাপাকরণার্থ আরম্ভঃ। নহু যস্মিন্ গ্রামে নগরে বা যো ভবতি, সোহন্তত্র গচ্ছন্ তত এব গ্রামাৎ নগরাধা গচ্ছতি, নাত্ততঃ; তথাসতি “কৈব তদাভূৎ” ইত্যেতাবানেষান্ত প্রশ্নঃ; যত্রাভূৎ, তত এবাগমনং প্রসিদ্ধং স্মৃৎ, নাত্ততঃ, ইতি “কূত এতদাগাৎ” ইতি প্রশ্নো নিরর্থক এব। কিং শ্রুতিরূপালভ্যতে ভবতা? ন; কিং তর্হি? দ্বিতীয়শ্চ প্রশ্নস্তার্থান্তরং শ্রোতুমিচ্ছামি; অত আনর্থক্যং চোদয়ামি। ১

এবং তর্হি “কূতঃ” ইত্যপাধানার্থতা ন গৃহ্যতে; অপাদানার্থত্বে হি পুনরুক্ততা, নাত্তার্থত্বে; অস্ত তর্হি নিমিত্তার্থঃ প্রশ্নঃ—কূত এতদাগাৎ—কিন্নিমিত্তমিহাগমন-মিতি। ন নিমিত্তার্থতাপি, প্রতিবচনবৈরূপ্যাৎ; আত্মনশ্চ সর্বশ্চ জগতোহয়ি-বিশ্বলিঙ্গাদিবহুংপত্তিঃ প্রতিবচনে শ্রুয়তে; ন হি বিশ্বলিঙ্গানানং বিদ্রবণে অধি-নিমিত্তম্; অপাদানমেব তু নঃ; তথা পরমাত্মা বিজ্ঞানময়স্তাত্মনোহপাদানমেব।

শ্রয়তে—“অস্মাদান্মনঃ” ইত্যেতন্নি বাক্যে; তস্মাৎ প্রতিবচনবৈলোম্যাৎ “কুতঃ” ইতি প্রশ্নস্ত নিমিত্তার্থতা ন শক্যতে বর্ণয়িতুम् । ২২।^{১০}

নমু অপাদানপক্ষেহপি পুনরুক্ততাদোষঃ স্থিত এব । নৈষ দোষঃ, প্রশ্নাত্যা-
মান্মনি ক্রিয়াকারকফলাদ্ব্যতাপোহস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । ইহ হি বিজ্ঞাবিজ্ঞাবিষয়া-
বৃপত্ত্বো, —“আত্মেত্যেবোপাসীত”, “আত্মানমেবাৰেৎ”, “আত্মানমেব লোকমুপা-
সীত” ইতি বিজ্ঞাবিষয়ঃ; তথা অবিজ্ঞাবিষয়ঃ চ পাতৃকৃত্যং কৰ্ম্ম তৎফলফলান্নত্বং নাম-
রূপকৰ্ম্মাত্মকমিতি । তত্রাবিজ্ঞাবিষয়ে বক্তব্যং সৰ্ব্বমুক্তম্ । বিজ্ঞাবিষয়স্ত আত্মা
কেবল উপত্ত্বঃ, ন নির্ণীতঃ; তন্নির্ণয়ঃ চ “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ইতি প্রক্ৰান্তম্,
“জ্ঞপয়িষ্যামি” ইতি চ । অতস্তদ্ ব্রহ্ম বিজ্ঞাবিষয়ভূতং জ্ঞাপয়িতব্যং বাখ্যাত্যতঃ ।
তস্ত চ বাখ্যাত্য ক্রিয়াকারকফলভেদশূন্যম্ অত্যন্তবিশুদ্ধমদ্বৈতম্—ইত্যেতদ্বি-
ক্ষিতম্; অতন্তদনুরূপো প্রশ্নাবুৎপাদ্যেতে শ্রুত্যা—“কৈষ তদাত্বং, কুত এতদা-
গাৎ” ইতি । ৩

তত্র—যত্র ভবতি, তদধিকরণম্; যদ্ভবতি, তদধিকৰ্ত্তব্যম্; তন্মোক্ষাধি-
করণাধিকৰ্ত্তব্যম্মোর্ভেদো দৃষ্টো লোকে । যথা—যত আগচ্ছতি তদপাদানম্, য
আগচ্ছতি স কৰ্ত্তা তস্মাদন্তো দৃষ্টঃ । অত্রথা আত্মা কাপ্যভূতশ্চিন্নম্নঃ, কুতশ্চি-
দাগাৎ অত্স্মাদন্তঃ—কেনচিস্তিহ্নেন সাধনাস্তরেণ—ইত্যেবং লোকবৎ প্রাপ্তা বুদ্ধিঃ,
স প্রতিবচনেন নিবৰ্ত্তয়িতব্যেতি । নান্মাত্মা অন্তঃ অত্স্মাদাত্বং, অতো বা
অত্স্মাদাগতঃ, সাধনাস্তরং বা আত্মত্বন্তি; কিং তর্হি? স্বাত্মত্বেবাভূৎ—
“স্বাত্মানমপীতো ভবতি” “সত্যো লোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিবৃত্তঃ” “পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ; অতএব নাত্মঃ
অত্স্মাদাগচ্ছতি; তৎ শ্রুতৌব প্রদশ্রুতে—“অস্মাদান্মনঃ” ইতি, আত্মব্যতি-
য়েকেণ বস্তুস্তরাভাবাৎ । নবন্তি প্রাণাদি আত্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তরম্; ন;
প্রাণাদেস্তত এব নিম্পত্তে: । তৎ কথম্? ইত্যাচ্যতে—

টীকা ।—স যথেষ্টাদে: সঙ্গতিং বক্ত্বং বৃত্তং সঙ্কীৰ্ত্তয়তি—কৈষ ইতি । কিং পুনরাভ্যর্থ-
নির্ণয়েন ফলতি? ষংপদার্থশুদ্ধিরিত্যাহ—অনেনেতি । শুদ্ধিয়ারা ব্রহ্মণঃ চ তন্তোক্তমিত্যাহ—
অসংসারিত্বং চেতি । উত্তরগ্রন্থস্ত ত্যাংপদ্যমাহ—কুত ইতি । পূৰ্বেণোত্তরস্ত গত্যর্থঃ শব্দতে—
নবন্তি । হিতাবধেয়েব নির্দারিতত্বাদাগত্যবধে নির্দিধারয়িতব্যঃ প্রাণে প্রতিবচনং সাবকাশ-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা সত্যিতি । অপৌলব্ধৌ শ্রুতিরশেবদোষশূন্যত্বাদনতিশব্দনীয়ন্তি সিদ্ধান্তী
গুঢ়াভিসন্ধিরাহ—কিং শ্রুতিরিতি । ন শ্রুতিরাক্ষিপ্যতে, নির্দোষত্বাদিতি পূৰ্বেবাচ্যাহ—নেতি ।
শ্রুতেরনাক্ষেপে বদীয়ঃ চোচং নিরবকাশমিত্যাহ—কিং তর্হিতি । তস্ত সাবকাশত্বং পূৰ্বেবাদী
সাধয়তি—বিতীয়ন্তেতি । ১

পূর্ববাদিস্তপাদানাদর্থান্তরে পঞ্চম্যাঃ শুভ্রবর্ণাশে সত্যোক্তদেবী ব্রহ্মীতি—এবং শুভ্রীতি ।
কথমন্ত্যর্থঃ, তদাহ—অবিত্তি । তর্হি তত্তাপাদানাদর্থেন পুনরুক্ত্যাবস্থানামিতার্থঃ । এক-
দেশিনং পূর্ববাদী দুষয়তি—নেতি । অপাদানাদর্থতাবদিত্যপেত্বঃ । তদেব স্মৃতি—
আত্মনশ্চেতি । ভ্রগতঃ সর্বস্ত চেতনস্তাচেতনস্ত চেতি বক্তৃং চশবঃ । ২

তর্হি ভবতাপাদানাদর্থ পঞ্চমীত্যাশক্য পূর্ববাদী পূর্বোক্তং স্মারয়তি—নহিতি । সর্বাভিভা-
তজ্জনিমুক্তং প্রত্যগবয়ং ব্রহ্ম প্রথমব্যাক্ষেপে প্রতিপাদয়িত্বিতমিত্তি ন পুনরুক্তিরিতি সিদ্ধান্তী
ব্রাহ্মসঙ্কিমুদ্বাটয়তি—নৈব দোষ ইতি । যথোক্তং বস্তু প্রমাণ্যং বিবক্ষিতমিত্তি কুতো জ্ঞাত-
মিত্যাশক্য তদ্বক্তৃং তাত্ত্বিকমর্থমুবদতি—ইহ হীতি । বিভাবিষয়নির্য়স্ত কৰ্তব্যত্বম্ ন প্রতি-
ভাতীত্যাশক্যাহ—তন্নির্য়য় চেতি । অগ্রথা প্রথমভঙ্গঃ স্তাদিতি ভাবঃ । কিং তদ্বাখ্যাস্ত্য,
তদাহ—স্তস্ত চেতি । ৩

কথং যথোক্তবাস্তবাস্তবান্যোনোগোপিতং প্রয়োরিত্যাশক্য তয়োঃ প্রৌত্তমর্থমাহ—তদ্বৈতি ।
প্রথমব্রহ্মনিমুক্তা, প্রতিবচনপ্রবৃত্তিমাহ—সেতি । নিবর্তিতব্যোতি তৎপ্রবৃত্তিরিতি শেষঃ ।
সম্প্রতি প্রতিবচনয়োস্তাৎপর্যমাহ—নারমিতি । স্বাস্ত্রোক্তবাহুদিত্যত্র প্রমাণমাহ—বাস্ত্রান-
মিতি । হৃদ্বন্তো স্বাস্ত্রোক্তব হিত্তিরন্তঃশকার্থঃ । এবোধদশায়াস্মান এবাগমনাদপাদানমিত্যত্র
মানবেনানন্তরশ্চিতিমুখাপয়তি—তৎ প্রত্যৈবেতি । স্থিত্যাগতোয়াস্মান এবাবিধিমিত্যত্রোপ-
পত্তিমাহ—আস্মৈতি ।

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—‘এই বিজ্ঞানময় আত্মা তৎকালে কোথায় ছিল ?’
এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলা হইয়াছে ; এবং সেই প্রশ্নার্থ নিরূপণ দ্বারাই বিজ্ঞানময়
আত্মার বিস্তৃতি ও অসংসারিত্ব উভয়ই বলা হইয়াছে । অতঃপর ‘কোথা
হইতে এইরূপে আসিল ?’ এই প্রশ্নের উত্তরপ্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রুতির অবতারণা
হইতেছে । এখন শঙ্কা হইতেছে এই যে, যে লোক যে গ্রামে বা যে নগরে বাস
করে, সে লোক অত্র বাইবার সময় সেই গ্রাম বা সেই নগর হইতেই প্রশ্নান
করিয়া থাকে, কিন্তু অত্র স্থান হইতে করে না ; ইহাই যখন লোকসিদ্ধ নিয়ম,
তখন “কৈষ তদাভূৎ” এই একটি মাত্র প্রশ্নই হওয়া উচিত ; কেননা, যেখানে থাকে,
সেখান হইতে আগমনই প্রসিদ্ধ, অত্র স্থান হইতে নহে ; সূত্ররাং “কুত এতদা-
গাৎ” (‘কোথা হইতে এইরূপে আসিল’) এই প্রশ্নটি নিশ্চয়ই নিরর্থক হইতেছে ।
তাল, তবে কি তুমি শ্রুতির উপরেও অভিযোগ করিতেছ ? না—তাহা নহে ;
তবে কি না, দ্বিতীয় প্রশ্নের অগ্রপ্রকার অর্থ স্তুতিতে ইচ্ছা করি ; এই জন্তই
আনর্থক্য দোষের উত্থাপন করিতেছি । ১

তাহা হইলে বলিতেছি, এখানে ‘কুতঃ’ পদের অর্থ অপাদান নহে, অর্থাৎ
(কোথা হইতে—এরূপ অপাদানাদর্থতা) গ্রহণ করা হইতেছে না ; কারণ,
অপাদান-অর্থ গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে, কিন্তু অগ্রপ্রকার অর্থ

গ্রহণ করিলে আর সে দোষ ঘটে না। আচ্ছা, তাহা হইলে, এখানে ‘কিসের জ্ঞান আগমন’ এইরূপ নিমিত্তার্থেই প্রশ্ন হউক? না—নিমিত্তার্থতাও হইতে পারে না; কারণ, প্রতিবচন অতরূপ দেখা যায়। প্রতিবচনে দেখা যায় যে, অগ্নিশূলিঙ্গাদির জ্ঞান আত্মা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; অথচ অগ্নিশূলিঙ্গ-জননে অগ্নি কখনই নিমিত্ত কারণ নহে; পরন্তু অগ্নি তাহার উপাদান কারণ; সেইরূপ পরমাত্মা যে, বিজ্ঞানময় আত্মার অপাদান, এ কথা “অত্মাদাত্মনঃ” (এই আত্মা হইতে) এই শ্রুতিতেও শ্রুত হইতেছে। অতএব প্রতিবচনের সহিত সাম্য না থাকায় “কৃতঃ?” এই প্রশ্নের নিমিত্তার্থও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। ২

ভাল কথা, অপাদানপক্ষেও পুনরুক্তি দোষ ত আছেই; না—এপক্ষে সে দোষ হয় না; কারণ, আত্মাতে আরোপিত ক্রিয়া-কারণ-ফলাত্মক ভাব দূরীকরণ করাই প্রশ্নধর্মের অভিপ্রের্ত্তা অর্থ। এখানে দুইটি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, একটি বিচার বিষয়, অপরটি অবিচার বিষয়; তন্মধ্যে ‘আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে’ ‘আত্মাকেই জানিবে’ ‘আত্মাস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে’ এ সমস্ত হইল বিচারবিষয়ের কথা, আর পূর্কোক্ত পাণ্ডুর্ত্ত কৰ্ম্ম ও তৎফল নামরূপ-কৰ্ম্মাত্মক অজ্ঞ সমস্ত হইল অবিচার বিষয়। ইহার মধ্যে অবিচারাদিকারে বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলা হইয়াছে; আর বিচার বিষয় (বিজ্ঞেয়) আত্মার কেবল উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু নির্ণয় করা হয় নাই। সেই আত্মার স্বরূপনির্ণয়ের জ্ঞানই “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” (আমি তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব) এবং “জ্ঞপয়িষ্যামি” (বুঝাইব) এই কথার উপক্রম করা হইয়াছে। অতএব বিচার বিষয়ীভূত সেই ব্রহ্মই এখানে যথাযথরূপে বিজ্ঞাপনীয়, আর ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটি যে, ক্রিয়া, কারণ ও ফলাত্মক ভেদশূন্য অত্যন্ত বিস্তৃত অদ্বৈত, তৎপ্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রের্ত্তা; সেই জ্ঞানই শ্রুতি সেই অভিপ্রায়ানুযায়ী দুইটি প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন—“ক এষ তদা অভূত, কৃত এতদাগাৎ” ইতি। ৩

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বাহ্যতে থাকে, তাহা অধিকরণ, আর বাহ্য থাকে, তাহা হয় অধিকর্ত্তব্য বা আধেয়; এই অধিকরণ ও অধিকর্ত্তব্য (আধেয়) পদার্থ দুইটির ভেদ বা পার্থক্য সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বাহ্য হইতে আইসে বা বহির্গত হয়, তাহা অপাদান, আর বাহ্য আইসে, তাহা হয় কর্ত্তা। কর্ত্তাকেও অপাদান হইতে ভিন্নই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ লোকব্যবহার দৃষ্টে মনে হইতে পারিত যে, অজ্ঞ—অধিকরণ হইতে ভিন্ন আত্মা কোথাও ছিল,

এবং অপর কোনও সাধনের সাহায্যে অথ কোনও স্থান হইতে অথ আত্মাই আসিয়াছে। সেই আশঙ্কাই প্রত্যুত্তর দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে; [এই অশঙ্ক এখানে বলা হইতেছে যে,] এই আত্মা অথ বা পৃথক্ বস্তু নহে, অশঙ্কও ছিল না, বা অশঙ্ক আত্মা যে, অথ স্থান হইতে আসিয়াছে, তাহাও নহে, এবং আত্মার এই আগমনে অথ কোন সাধনও নাই, (যাহা দ্বারা আত্মার সেরূপ হইতে আগমন হইতে পারে); তবে কিনা, “স্বমাত্মানমপীতো ভবতি” “সত্য সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আত্মা তখনও আপনাতেই ছিল; অথ কোন স্থান হইতে আইসেও নাই, এবং “অস্মাৎ আত্মনঃ” এই শ্রুতিও বলিতেছে যে, আত্মার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নাই। কেন?—আত্মাতিরিক্ত প্রাণপ্রভৃতি আরও ত অনেক বস্তু রহিয়াছে? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, প্রাণাদি বস্তুগুলি এই আত্মা হইতেই প্রোত্খ্যুত হইয়াছে, [অতএব প্রাণ-প্রভৃতি কোন বস্তুই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্ পদার্থ নহে]। তাহা কিপ্রকারে বলা হইতেছে—

স যথোর্ণানাভিস্তস্তনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বৈ প্রাণাঃ সর্বৈ লোকাঃ সর্বৈ
দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি, তশ্চোপনিষৎ সত্যস্ম
সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ১০ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—[প্রস্তুতম্ অর্থং দৃষ্টাস্তেন দ্রুতরিতুমাহ—“সঃ যথা” ইতি ।]
সঃ (প্রসিদ্ধঃ) উর্ণনাভিঃ (লুতাকীটঃ) যথা তন্তনা (স্বপ্রস্তুতেন সূত্রেণ) উচ্চরেৎ
(উর্দ্ধং গচ্ছেৎ), অগ্নেঃ (বহুঃ সকাশাৎ) যথা ক্ষুদ্রাঃ বিক্ষুলিঙ্গাঃ (বহিঃকণাঃ)
ব্যুচ্চরন্তি (বিবিধাকারেণ প্রসর্পন্তি), এবমেব (উক্তদৃষ্টান্তদ্বয়বদেব) অস্মাৎ
(বিজ্ঞানময়শ্চ প্রতিবোধপ্রাক্কানীনাং সংস্করণাৎ) সর্বৈ প্রাণাঃ (বাক্প্রভৃতঃ)
সর্বৈ লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) সর্বৈ দেবাঃ (প্রাণাধিষ্ঠাতারঃ লোকাধিষ্ঠাতারশ্চ অগ্নি-
প্রভৃতঃ), সর্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তানি) ব্যুচ্চরন্তি (নানাকারেণ প্রো-
ত্খ্যন্তি), তস্মৈ অস্ম (সর্বকারণভূতস্ম ব্রহ্মণঃ) উপনিষৎ (রহস্যং নাম)—সত্যস্ম
সত্যম্ ইতি । [কিমিদং সত্যং নাম? তদাহ] প্রাণাঃ বৈ (এব) সত্যং (সত্য-
নামানঃ); এষঃ (আত্মা) তেবাং সত্যম্ (সত্যতাপাদক ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদঃ।—উক্ত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ ‘দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন করিতেছেন;—প্রসিদ্ধ উর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন স্বশরীরোৎপন্ন সূত্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করে, এবং অগ্নি হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তরূপ এই আত্মা হইতেও—বিজ্ঞানময় আত্মা জাগরিত হইবার পূর্বপর্য্যন্ত, যে আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করে, সেই আত্মা হইতেও সমস্ত প্রাণ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সমস্ত লোক—ভোগস্থান স্বর্গাদি, সমস্ত দেবতা—ইন্দ্রিয় ও ভোগস্থানের অধিপতিগণ এবং সমস্ত ভূত (প্রাণিগণ) নানাকারে—দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদিরূপে উৎথিত হয়। সেই আত্মার রহস্য নাম হইতেছে—সত্যের সত্য; প্রাণসমূহ সত্য, এই আত্মা সে সমুদায়েরও সত্য, অর্থাৎ সত্যতা-সম্পাদক ॥ ১০০ ॥ ২০ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—তত্র দৃষ্টান্তঃ,—যথা লোকে উর্ণনাভিঃ লুতাকীটঃ এক এব প্রসিদ্ধঃ সন্ স্বাত্মাপ্রবিভক্তেন তন্তুনা উচ্চরেৎ উদগচ্ছেৎ; নচাস্তি তস্তো-
দগমনে স্বতোহতিরিক্তং কারকান্তরম্; যথা চ একরূপাদেকস্বাদয়েঃ ক্ষুদ্রা অগ্না
বিস্ফুলিঙ্গাঃ ক্রুটরঃ অগ্ন্যবয়বাঃ ব্যাচরন্তি বিবিধং নানা বা উচ্চরন্তি। যথৈমৌ
দৃষ্টান্তৌ কারকভেদাভাবেনপি প্রবৃতিং দর্শয়তঃ, প্রাক্ প্রবৃত্তেশ্চ স্বভাবতঃ একত্বম্,
এবমেব অস্মাদাশ্বনঃ বিজ্ঞানময়স্য প্রাক্ প্রতিবোধাদ্ যৎ স্বরূপম্, তস্মাদিত্যর্থঃ।
সর্বের প্রাণা বাগাদয়ঃ সর্বের লোকাঃ—সর্বাণি কর্মফলানি, সর্বের দেবাঃ প্রাণ-
লোকাধিপত্যায়ঃ অগ্ন্যাদয়ঃ, সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিত্যপরিপূর্ণতানি প্রাণিজাতানি—
'সর্বের এত আশ্বানঃ' ইত্যশ্বিন্ পাঠে উপাধিসম্পর্কজনিতপ্রবৃত্ত্যমানবিশেষাশ্বান
ইত্যর্থঃ; ব্যাচরন্তি। ১

টীকা।—বস্তুতঃপ্রতিমাশ্রিত্যাহ শাক্তিঃ দুষয়তি—নদিত্যাদিনা। ক্রিচ্চাবতো মৃদাদেখটা-
দ্ব্যংপত্তিনর্গনাদ্রক্ষণোহক্রিয়ভাবতো ন প্রাণাদ্ব্যংপত্তিরিতি শব্দতে—তৎ কথমিতি। স্বষ্টেঋদ্যা-
ময়ত্বমাত্রিত্য ভ্রমো পরিহরতি—উচ্যত ইতি। স্বাত্মাপ্রবিভক্তেন ত্যক্তময়ঃ ব্যতিরেকদ্বারা
ক্ষোরয়তি—ন চেতি। অসহারস্য কারণে দৃষ্টান্তমুক্তা। কৃটস্থস্ত তদ্বাবে দৃষ্টান্তমাহ—যথা
চেতি। মাধ্যমিনঃপ্রতিমাশ্রিত্যাহ—সর্ব এত ইতি। ১

অস্মাদাশ্বনঃ হাবর-অঙ্গমং জগদিদম্ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবদ্ ব্যাচরত্যানিশম্, যস্মিন্বেব
চ প্রলীয়তে জলবুদ্বুদবৎ, যদাশ্বকং চ বর্ততে স্থিতিকালে, তস্মাস্ত আশ্বনঃ ব্রহ্মণ
উপনিষৎ—উপ—সমীপং নিগময়তীত্যভিধায়কঃ শব্দ উপনিষদিত্যুচ্যতে,—শাস্ত্র-
প্রামাণ্যাদেতচ্ছঙ্গগতো বিশেষবোহবসীয়তে—উপনিগময়িতৃৎ নাম। কাশাবুপ-
নিষৎ? ইত্যাহ—সত্যস্ত সত্যমিতি। সা হি সর্বত্র চোপনিষৎ অলৌকিকার্থত্বাৎ

দ্বিবিজ্ঞেয়ার্থী, ইতি তদর্থমাচষ্টে—প্রাণা বৈ সত্যম্, তেবামেব সত্যমিতি । এতশ্চৈব বাক্যস্ত ব্যাখ্যানায়োক্তরং ব্রাহ্মণদ্বয়ং ভবিষ্যতি ॥ ২

তন্ত্বেত্যান্তবতীর্ধ্য বাচষ্টে—যজ্ঞাদিত্যাদিনা । নমু প্রত্যগ্ভূতস্ত ব্রহ্মণো বাচকেহু-
শব্দান্তরেণপি সংহু কিমিত্যেতচ্ছবদ্বিষয়মাদরণং ক্রিয়তে, তত্রাহ—শাস্ত্রেতি । ব্রাহ্মণবাক্যার্থো-
হপি কথং নিন্দীয়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতশ্চেতি । ২

ভবতু তাবদ্রূপনিষদ্ব্যখ্যানায় উক্তরং ব্রাহ্মণদ্বয়ম্ ; তন্ত্বেত্যানিষদিত্যুক্তম্ ;
তত্র ন জানীমঃ কিং প্রকৃতস্তাত্মনো বিজ্ঞানময়স্ত পাণিপেষণোখিতস্ত সংসারিণঃ
শব্দাদিভূজ ইয়মুপনিষৎ ? আহোস্থিৎ অসংসারিণঃ কশ্চচিৎ ? কিঞ্চাতঃ ? যদি
সংসারিণঃ, তদা সংসার্যেব বিজ্ঞেয়ঃ ; তদ্বিজ্ঞানাদেব সর্বপ্রাপ্তিঃ, স এব ব্রহ্মশব্দ-
বাচ্যঃ, তদ্বিষ্টেব ব্রহ্মবিশ্লেষিতঃ ; অথ অসংসারিণঃ, তদা তদ্বিষয়া বিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা,
তস্মাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ সর্বভাবাপত্তিঃ ; সর্বমেতচ্ছাত্রপ্রামাণ্যাস্তবিশ্লেষিতঃ ; কিন্তু
অস্মিন পক্ষে “আত্মৈত্যেবোপাসীত” “আত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি পর-
ব্রহ্মকত্বপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ কুপোরন্, সংসারিণশ্চাত্মাতাবে উপদেশানর্থ-
ক্যাৎ । যত এৎ পণ্ডিতানামপ্যেতৎ মহামোহস্থানম্ অনুক্তপ্রতিবচনপ্রশ-
বিষয়ম্, অতো যথাশক্তি ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রতিপাদকবাক্যেষু ব্রহ্মবিজ্ঞানান্ বুদ্ধিব্যুৎ-
পাদনায় বিচারয়িষ্যামঃ । ৩

উক্তমস্মীকৃত্য বিশেষাদৃষ্টা সংশয়ানো বিচারঃ শ্রোতীতি—ভবতীতি । সন্নিধিং সমুপোজ্ঞানং
চ বিচার্যমিতি স্থায়েন সন্দেহমুক্ত্য । বিচারপ্রয়োজকং প্রয়োজনং পূচ্ছতি—কিং চাত ইতি ।
কস্মিনপক্ষে কিং কলমীতি পৃষ্টে প্রথমপক্ষমন্ড তস্মিন্ কলমাহ—যদীতি । যদ্বিজ্ঞানানুজ্ঞিতশ্চৈব
জ্ঞেয়তা, ন জীবন্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বিজ্ঞানাদিতি । ব্রহ্মজ্ঞানাদেব সা, ন সংসারিজ্ঞানাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—স এবতি । যদ্বিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা, তদেব ব্রহ্ম, ন সংসারীত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বিষ্টেবেতি ।
আত্মকরীকলসমাপ্তাবিত-শব্দঃ । পক্ষান্তরমন্ড তস্মিন্ কলমাহ—অথেষ্টাদিনা । কিমত্র
নিয়ামকমিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্ম বা ইদমিত্যাди শাস্ত্রমিত্যাহ—সর্বমেতদিতি । ব্রহ্মোপনিষৎপক্ষে
শাস্ত্রপ্রামাণ্যং সর্বং সমগ্রসং চেত্তদৈবাস্ত, কিং বিচারেণেত্যাশঙ্ক্য জীবব্রহ্মগোষ্ঠেদোহভেদো
বেতি বিকল্পাভে দোষমাহ—কিস্তিতি । অভেদপক্ষং দুষয়তি—সংসারিণশ্চেতি । উপদেশানর্থ-
ক্যাভেদপক্ষানুপপত্তিরিতি শেষঃ । বিশেষানুপলব্ধস্ত সংশয়হেতুত্বমনুবদতি—যত ইতি ।
পক্ষদ্বয়ে কলপ্রতীতিঃ পরামুশতি—এবমিতি । অদ্বয়ব্যাতিরেককৌশলং পাণ্ডিত্যম্ । এত-
দিত্যোক্তোক্ত্যক্তিঃ । মহতঃ মোহস্ত বিচারোখনির্গমঃ বিনাহুচ্ছিন্নম্, তস্ত স্থানমালম্বনং ।
কেনাপি নোক্তং প্রতিবচনং যত—কিং তদৈকাস্মামিতি প্রশস্ত, তস্ত বিষয়ভূতমিতি যাবৎ ।
ন হি যেন কেনচিৎকৈকাস্ম্যঃ প্রত্নঃ প্রতিবক্তৃং বা শক্যতে । ‘প্রবণায়াপি বহুভির্ধো ন লভাঃ’
ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ । বিচারপ্রয়োজকমুক্ত্য তৎকার্যং বিচারমুপসংহরতি—অত ইতি । ৩

ন তাবৎ অসংসারী পরঃ—পাণিপেষণপ্রতিবোধিতাৎ শব্দাদিভূজোহবস্থাস্তর-

বিশিষ্টাং, উৎপত্তিশ্রুতে: । ন প্রশাসিতা অনান্যাদিবর্জিত: পরো বিজ্ঞতে কস্মাৎ? যস্মাৎ 'ব্রহ্ম জগপরিম্যামি' ইতি প্রতিজ্ঞায়, সুপ্তং পুরুষং পাণিপেষং বোধ-
য়িত্বা, তৎ শব্দাদিতোক্তবিশিষ্টং দর্শয়িত্বা, তত্শেব স্বপ্নদ্বারেন সুপ্তপ্ৰাথমবস্থা-
স্তরমুরায়, তস্মাদেবাত্মন: সুপ্তাবস্থাবিশিষ্টাদ্ অগ্নিবিন্দুলিকোর্ণানাভিদৃষ্টান্তাত্ম্যম
উৎপত্তিং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“এবমেবাস্মাৎ” ইত্যাদিনা । ন চাত্তো জগদুৎপত্তি-
কারণমন্তরালে শ্রুতোহস্তি, বিজ্ঞানময়শ্চৈব হি প্রকরণম্ । ৪

সংশয়াদিনা বিচারার্থাত্মনত্যাগা পূর্বপক্ষরতি—ন ভাবদতি । জগৎকর্তা হীমরো
বিবক্ষ্যতে, প্রকৃতে চ সুপ্তিবিশিষ্টাজ্জীবাজ্জগজ্জ্যোচ্যতে, তস্মাদীমরো জীবাদতিরিক্তো
নাস্তীত্যর্থঃ । তদেব প্রপঞ্চরতি—নেত্যাদিনা । প্রকৃতেহপি জীবে জগৎকারণত্বমীমরশ্চৈবাত্ত
শ্রুতিমিত্যাশঙ্কাহ—ন চেতি । তত্ প্রকরণবিরোধং হেতুমাহ—বিজ্ঞানেতি । ৪

সমানপ্রকরণে চ শ্রুতান্তরে কোষীতকিনাম্ আদিত্যাদি-পুরুষান্ প্রস্তুত্যা
“স হোবাচ, যো বৈ বালাকে, এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা, যস্ত চৈতৎ কর্ম, স বৈ
বেদিতব্যঃ” ইতি প্রবৃদ্ধশ্চৈব বিজ্ঞানময়স্ত বেদিতব্যতাং দর্শয়তি, নার্থান্তরস্ত ।
তথা চ “আত্মনস্ত কামায় সর্কং প্রিয়ং ভবতি” ইত্যুক্তা, য এবাত্মা প্রিয়ঃ প্রসিদ্ধঃ,
তত্শেব দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য-মন্তব্য-নিদিধ্যাসিতব্যতাং দর্শয়তি । তথা চ বিদ্যোপন্যাস-
কালে “আত্মেত্যেবোপাসীত”, “তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং প্রেয়ো বিত্যাং”, “তদাত্মা-
নমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি” এবমাদিবাক্যানামানুলোম্যং স্মৃতাং পরাভাবে । বক্ষ্যতি
চ—“আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ” ইতি । ৫

শ্রুতান্তরবশাদপি জীব এবাত্ত জগৎকর্তৃত্যাহ—সমানপ্রকরণে চেতি । শ্রুতান্তরস্ত চ
জীববিষয়তঃ জগৎবাচিকাধিকরণপূর্বপক্ষস্তায়েন দ্রষ্টব্যম্ । বাক্যশেষবশাদপি জীবত্শেব বেদিতব্যতঃ
বাক্যাবস্থাধিকরণপূর্বপক্ষস্তায়েন দর্শয়তি—তথা চেতি । জীবাত্তিরিক্তস্ত পরস্ত বেদিতব্যস্তাভাবে
পূর্বোক্তরবাক্যানা(ণা)মানুলোম্যং হেতুস্তরমাহ—তথাচেত্যাদিনা । ৫

সর্ববেদান্তেষু চ প্রত্যগাত্মবেদন্তেব প্রদর্শ্যতে অহমিতি, ন বহির্কেততা
শব্দাদিবৎ প্রদর্শ্যতে—অসৌ ব্রহ্মেতি । তথা কোষীতকিনামেব “ন বাচং বি-
জিহাসীত, বক্তারং বিজ্যাং” ইত্যাদিনা বাগাদিকরণৈক্যাপ্তস্ত কর্তুরেব বেদি-
তব্যতাং দর্শয়তি । ৬

ইতচ্চ জীবত্শেব বেদন্তেত্যাহ—সর্কেতি । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—তথাচেতি । স বৈ বেদিতব্য
ইত্যত্র ন স্পষ্টং জীবস্ত বেদিতব্যমিহ তু স্পষ্টমিতি ভেদঃ । ৬

অবস্থান্তরবিশিষ্টোহসংসারীতি চেৎ—অথাপি স্মৃতাং, যো জাগরিতে শব্দাদিভূগ্
বিজ্ঞানময়ঃ, স এব সুপ্তপ্ৰাথমবস্থান্তরং গতঃ অসংসারী পরঃ প্রশাসিতা অজ্ঞা-
স্তাদিতি চেৎ; ন, অদৃষ্টত্যাং; নহেবৎধর্মকঃ পদার্থো দৃষ্টোহজ্ঞত্ব বৈনাশিক-

সিদ্ধান্তাৎ । নহি লোকে গোঃ তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ বা গোৰ্ভবতি, শয়ানস্ত অখাদি-
জাতান্তরমিতি । ত্রায়াচ্চ—যদ্বর্ষকো যঃ পদার্থঃ প্রমাণেনাবগতো ভবতি, স
দেশকানািবহাস্তরেষপি তদ্বর্ষক এব ভবতি ; স চেৎ তদ্বর্ষকত্বং ব্যভিচরতি, সৰ্বঃ
প্রমাণব্যবহারো নুপ্যেত । তথাচ ত্রায়বিদঃ সাংখ্য-মীমাংসকাদয়ঃ অসংসারিণো-
হভাবং যুক্তিশতৈঃ প্রতিপাদয়ন্তি । ৭

ষাপাবহাজ্জীবাঙ্গজ্জন্মশ্রুতন্তুশ্চৈব বেদ্যদৃষ্টেচ্চ জগদ্ধেতুরীথরো বেদান্তবেত্তো নাস্তীত্যুক্তে
সেবরবাদী চোদয়তি—অবস্থান্তরেতি । চোদ্যেব বিবৃণোতি—অখাপীতি । উক্তোপপত্তি-
সংযোগীতি যাবৎ । নাবহাজ্জীবাঙ্গজ্জন্মভেদদ্ব্যবহাঃ ননুভবাদপরাক্রান্ত্যাক্ষেতি পরিহরতি—ন
দৃষ্টাদিতি । অবস্থান্তেদাদ্ব্যবহাভাবঃ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—স হীতি । তত্রৈব হেতুসমাহ—
ত্রায়াচ্চ । জাগরাদিবিপ্লবশ্চৈব ষাপবৈশিষ্ট্যাত্ত সৎসারিত্বান্নেবরোহস্তীত্যুক্ত । তদভাবে
বাদিসম্মতিমাহ—তথা চেতি । আদিশব্দো লোকায়তাদি-সমস্তনিরীশ্বরবাদিসংগ্রহার্থঃ—যুক্তি-
শতৈরिति । তস্ত দেহিহেতুসমাদিতুল্যাত্তদভাবে মূলবজ্জগৎকর্তৃব্যোগাজ্জীবানামেবাদৃষ্টদ্বারা
তৎকর্তৃবস্তুবাস্তত্যাকিঞ্চিকরত্বমিত্যাদিভিরিত্যর্থঃ । ৭

সংসারিণোহপি জগদ্রূপপত্তিস্থিতিলয়-ক্রিয়াকর্তৃত্ববিজ্ঞানস্বাভাবাদযুক্তমিতি চেৎ ;
যৎ মহতা প্রপঞ্জন স্থাপিতং ভবতা, শব্দাদিভুক্ সংসার্যোবাবস্থান্তরবিশিষ্টো জগত
ইহ কৰ্ত্তেতি, তদসৎ ; যতো জগদ্রূপপত্তিস্থিতিলয়ক্রিয়াকর্তৃত্ববিজ্ঞানশক্তিসাধনা-
ভাবঃ সৰ্বলোকপ্রত্যক্ষঃ সংসারিণঃ ; স কথমশ্রদাদিঃ সংসারী মনসাপি চিন্তয়িতুম-
শক্যং পৃথিব্যাদিবিত্যাসবিশিষ্টং জগৎ নির্মিগুণাৎ ? অতোহযুক্তমিতি চেৎ ; ন,
শাস্ত্রাৎ ; শাস্ত্রং সংসারিণঃ “এবমেবাস্মাদান্নমঃ” ইতি জগদ্রূপত্বাদি দর্শয়তি ;
তস্মাৎ সৰ্বং শ্রদ্ধেয়মিতি স্মাদয়মেকঃ পক্ষঃ । ৮

জীবো জগজ্জন্মাদিহেতুর্ন ভবতি তদ্রাসমর্থত্বাৎ, পাষণবৎ, তচ্চ সংসারিত্বাদিতি শব্দে—
সংসারিণোহপীতি । ইবরত্ববেত্তাপেরর্থঃ । অযুক্তং প্রাণাদিকর্তৃত্বমিতি শেষঃ । সংগ্রহবাক্য
বিবৃণোতি—যদ্বহত্তেত্যাদিনা । কালাত্ময়্যাপদেশেন দৃশয়তি—ন শাস্ত্রাদিতি । নিরীশ্বরবাদ-
মুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ৮

“যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ” “যোহশনায়াপিপাসে অত্যেতি” “অসন্ধ্যো নহি সন্ধ্যতে”,
“এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে” “যঃ সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নন্তর্যাম্যমৃতঃ” “সমন্তান্
পুরুষান্ নিরুহাত্যাক্রামৎ” “স বা এব মহানজ্ঞ আত্মা” “এব সেতুর্বিধরণঃ” “সৰ্বশ্চ
বগী সৰ্বশ্চেশানঃ” “য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমূহূঃ” “তৎ তেজোহস্রজত”
“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” “ন লিপ্যতে লোকদ্রুগ্ধেন বাহুঃ” ইত্যাদিশ্রুতি-
শতেভ্যঃ—স্বতেচ্চ “অহং সৰ্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে” ইতি—পরোহস্তা-
সংসারী, শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞানৈভ্যশ্চ, স চ কারণং জগতঃ । ৯

সেবরবাদমুখাপরতি—সঃ সর্গজ ইত্যাদিনা । তান্ পুৰিষাচ্চভিমানিনঃ পুরুষারিক্ হোংপাত
যোতিঃক্রান্তবান্, স এব সর্গবিশেষশূন্ত ইতি যাবৎ । উদাহৃত্যঃ ক্রান্তঃ স্ততঃ । স্তূঃস্ত—
বিচিত্রঃ কার্য্যঃ বিশিষ্টজ্ঞানবৎপূৰ্ণকং, আসানাদৌ তথোপলভ্যাদিত্যাदि । ৯

নমু “এবমেবান্নাদান্ননঃ” ইতি সংসারিণ এবোৎপত্তিং দর্শয়তীত্যুক্তম্ ; ন,
“য এবোহস্তর্হৃদয় আকাশঃ” ইতি পরম্ প্রকৃতত্বাৎ “অন্নাদান্ননঃ” ইতি যুক্তঃ
পরম্ভেব পরামর্শঃ । “কৈষ তদাহভূৎ” ইত্যস্মৈ প্রমত্তাঃ প্রতিবচনত্বেনাকাশ-শব্দবাচ্যঃ
পর আয়োকঃ—“য এবোহস্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্জৈতে” ইতি ; “সতা সোম্য তদা
সম্পন্নো ভবতি”, “অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতৎ ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি”, “প্রাজেনান্নান্না
সংপরিধক্”, “পর আয়ানি সম্প্রতিষ্ঠতে” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ আকাশশব্দঃ পর
আয়ৈতি নিশ্চীয়তে । “দহরোহস্মিন্স্তরাকাশঃ” ইতি প্রস্তুত্যা তস্মিন্বেবান্নশব্দ-
যোগাচ্চ—প্রকৃত এব পর আয়ান্না, তস্মাদ্যুক্তম্ “এবমেবান্নাদান্ননঃ” ইতি
আয়ান এব সৃষ্টিরिति ; সংসারিণঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারজ্ঞানসামর্থ্যাভাবৎ
চাভোচাম । ১০

প্রকরণমুহুত্যা জীবন্ত প্রাণাদিকারণত্বমুক্তং স্মারয়তি—নহিতি । নেদং জীবন্ত প্রকরণ-
মিতি পরিহরতি—নৈত্যাদিনা । প্রতিবচনত্বাকাশশব্দস্ত পরবিষয়ত্বমসিদ্ধমিত্যাপেক্ষ্যাহ—কৈষ
ইতি । ইতচ্চাকাশশব্দস্ত পরমাত্রাবিবর্ততেত্যাহ—দহরোহস্মিন্ ইতি । য আয়ান্নাহতপাপে ত্যায়-
শব্দপ্রয়োগঃ । প্রতিবচনে পরমাত্রাকাশশব্দবাচ্যত্বে কলিতমাহ—প্রকৃত এবৈতি । স্তত্ প্রকৃতত্বে
লক্ষণমাহ—তস্মাদিতি । ইতচ্চ পরমাত্রাদেব প্রাণাদিসৃষ্টিরিত্যাহ—সংসারিণ ইতি । যৎ মহতা
প্রপঞ্চেত্যাদাবিতি শেষঃ । ১০

অত্র চ “আয়ৈতেষোপাসীত”, “আয়ান্নমেবাবেদহং ব্রহ্মস্মি” ইতি ব্রহ্মবিদ্যা
প্রস্তুত্যা ; ব্রহ্মবিষয়ঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি, “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ইতি “ব্রহ্ম জগপরিষ্ণামি”
ইতি প্রারম্ভম্ । তত্রৈদানীমসংসারি ব্রহ্ম জগতঃ কারণমশনায়ান্ততীতং নিত্য-
শুদ্ধবুদ্ধমুক্তম্ভাবম্, তদ্বিপরীতশ্চ সংসারী ; তস্মাদহং ব্রহ্মস্মিতি ন গৃহীয়াৎ । পরং
হি দেবমীশানং নিরুপঃ সংসারী আয়ত্বেন স্মরন্ কথং ন দোষভাক্ স্মাৎ ? তস্মা-
ন্নাহং ব্রহ্মস্মিতি যুক্তম্ । ১১

অতীতরো জগৎকারণং ব্রহ্ম, তদেব জীবন্ত স্বরূপং, তস্তেহমুপনিবদতি সিদ্ধান্তমাশঙ্ক্য
দুষয়তি—অত্র চেতি । তৃত্যোহধ্যায়ঃ সপ্তমার্থঃ । কা পুনঃ সা ব্রহ্মবিভেতি, তত্রাহ—ব্রহ্ম-
বিষয়ঃ চেতি । ইতি ব্রহ্মবিদ্যাং এসিদ্ধমিতি শেষঃ । চতুর্থে ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তুতেত্যাহ—ব্রহ্মেতি ।
সত্যমস্তি প্রস্তুত্যা ব্রহ্মবিদ্যা, সা জীববিদ্যাহপি ভবতি, জীবব্রহ্মণোরভেদাদিত্যাপেক্ষ্যাহ—
তত্রৈতি । ব্রহ্মবিদ্যারাগ প্রস্তুত্যামিতি যাবৎ । ইদানীং ন গৃহীয়াদিতি সব্যকঃ । মিথোবিরুদ্ধত্ব-
প্রতীত্যবহারামিত্যেতৎ । অস্তোক্তবিরুদ্ধত্বং তচ্ছব্যর্থঃ । বিপক্ষে দোষমাহ—পরমিতি । ১১

তস্মাৎ পুস্পোদকাজলিস্ততিনমস্কারবল্লুপহারস্বাধ্যায়ধানযোগাদিভিঃ আরিরা-

ধয়িবেত । আরাধনেন বিদিত্বা সর্বেশিতৃ ব্রহ্ম ভবতি ; ন পুনরঙ্গস্যারি ব্রহ্ম সংসার্যাশ্রয়েন চিস্তয়েৎ—অগ্নিমিব শীতয়েন, আকাশমিব মূর্ত্তিময়েন । ব্রহ্মাশ্রয়-প্রতিপাদকমপি শাস্ত্রম্ অর্থবাদো ভবিষ্যতি । সৰ্ব্বতর্কশাস্ত্রলোকতায়ৈশ্চৈব-মবিরোধঃ স্ত্যং । ১২ ১-১১

কথং তর্হীযে মতিং কুখ্যাতিত্যাশক্য, ষামিৎসেনেত্যাহ—ভদ্রাদিতি । আদিপদং এনক্ষিণাদিসংগ্রহার্থম্ । ঐকান্ত্যগাত্তাদাস্ত্রমতিরেব ব্রহ্মণি কৰ্ত্তব্যেত্যাশক্যাহ—ন পুনরিতি । কা তর্হি শাস্ত্রগতিস্তত্ৰাহ—ব্রহ্মেতি । মুখ্যার্থত্বেসম্ভবে কিমিত্যর্থবাদতেত্যাশক্যাহ—সর্কেতি । সংসারিত্বাসংসারিত্বাদিনা মিপো বিরুদ্ধমোজ্জীবেরয়োঃ শীতোক্তবৈক্যামুপপত্তিন্যাঃ । ১২

ন, মন্ত্র-ব্রাহ্মণবাদেভ্যস্তেব প্রবেশপ্রবণাং, “পুরুষক্ষে” ইতি প্রকৃত্য “পুরুষ আবিশৎ” ইতি, “রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব, তদশ্চ রূপং প্রতিক্রপায়”, “সর্কানি রূপানি বিচিত্রা ধীরো নামানি কৃত্যভিবদন্ যদান্তে” ইতি সর্কশাখাস্থ সহস্রশো মন্ত্রবাদাঃ সৃষ্টিকর্ত্তুরেবাসংসারিণঃ শরীরপ্রবেশং দর্শয়ন্তি ; তথা ব্রাহ্মণ-বাদাঃ—“তৎ সৃষ্টা তদেবাহুপ্রাবিশৎ”, “স এতমেব সীমানং বিদার্যেত্যতয়া দ্বারা প্রাপত্তত”, “সেয়ং দেবতা—ইমান্সিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাশ্রয়নামুপ্রবিশত”, “এষ সর্কেষু ভূতেষু গূতোত্মা ন প্রকাশতে” ইত্যাত্তাঃ । সর্কশ্রুতিষু ব্রহ্মণ্যাস্থ-শব্দপ্রয়োগাৎ আশ্রয়বদশ্চ চ প্রত্যগাত্তাভিধায়কত্যাং, “এষ সর্কভূতাস্তুরাত্মা” ইতি চ শ্রুতেঃ পরমাত্ম-ব্যতিরেকেণ সংসারিণোহভাবাৎ “একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “ব্রহ্মে-বেদম্”, “আত্মবেদম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো যুক্তমেব “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যেবাব-ধারণিতুম্ । ১৩

বিজ্ঞানাস্ত্রবিষয়ঃ তটস্থেববিষয়ঃ চোপনিষদো নিবারয়ন্ পরিহরতি—নেত্যাদিনা । পরস্তেব প্রবেশবানী মন্ত্রব্রাহ্মণবাদাহুদাহরতি—পুরু ইত্যাদিনা । যৎহং ব্রহ্মেতি ন গৃহীতাদিতি, তত্ৰাহ—সর্কশ্রুতিষু চেতি । ১৩

যদৈবং স্থিতঃ শাস্ত্রার্থঃ, তদা পরমাত্মনঃ সংসারিত্বম্ ; তথা চ সতি শাস্ত্রান-র্থক্যম্, অসংসারিত্বে চোপদেশানর্থক্যং স্পষ্টো দোষঃ প্রাপ্তঃ । যদি তাবৎ পরমাত্মা সর্কভূতাস্তুরাত্মা, সর্কশরীর-সম্পর্কজনিতদুঃখাশ্রমভবতীতি স্পষ্টং পরম-সংসারিত্বং প্রাপ্তম্ ; তথাচ পরমাসংসারিত্ব-প্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ কুপ্যোরন্-স্বতন্ত্রশ্চ, সর্কে চ স্তায়াঃ । অথ কথঞ্চিৎ প্রাণশরীরসম্বন্ধভেদঃ ন সম্ভবত-ইতি শক্যং প্রতিপাদয়িতুম্, পরমাত্মনঃ সাধ্য-পরিহার্যাভাবাৎ উপদেশানর্থক্য-বোবো ন শক্যতে নিবারয়িতুম্ । ১৪

শাস্ত্রীয়পোকবননিগ্রহসম্বন্ধে বীকর্ত্তব্যমিতি শ্রুতে—বদতি । পরম সংসারিত্বে তদ-সংসারিত্বগাত্তানর্থক্যং কলিতমাহ—তথা চেতি । সংসারিণোহনন্তস্তাপি পরমাসংসারিত্বে

সংসারিষাভিন্নতোহ্যাসংসারীত্বাপদেশানর্থক্যং, তং বিনৈব মুক্তিসিদ্ধিরিতি দোষান্তরমাহ—
অসংসারিষে চেতি । তত্রাতঃ সোমং বিবৃণোতি—যদি তাবদिति । ‘ন লিপ্যন্তে লোকহুঃখেন-
বাহুঃ’ ইত্যাতাঃ শ্রুতঃ । ‘বস্ত্র নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিবন্ত ন লিপ্যন্তে’ ইত্যাতাঃ শ্রুতঃ ।
কুটস্থাদম্ভবাদয়ো স্তায়াঃ । দ্বিতীয়ঃ সোমঃ এসম্ভবাপাচ্চ একটয়তি—অথেষ্যাদিনা । ১৪

অত্র কেচিৎ পরিহারমাচক্ষতে,—পরমাত্মা ন সাক্ষাদ্ ভূতেশ্বমুপ্রবিষ্টঃ স্নেন-
রূপেণ ; কিং তর্হি ? বিকারভাবমাপনো বিজ্ঞানাত্মত্বং প্রতিপেদে । স চ বিজ্ঞা-
নাত্মা পরমাত্মত্বঃ অনন্তঃ ; যেনাত্মঃ, তেন সংসারিত্বসম্বন্ধী, যেনানন্তঃ, তেন অহং
ব্রহ্মেতি ধারণার্থঃ ; এবং সর্বমবিরুদ্ধং ভবিষ্যতীতি । ১৫

সোমম্বয়ে বহুধ্যয়মাধিমুখাপরমিতি—অত্রোতি । কথং তর্হি তত্ত্ব কার্যে এবিষ্টস্ত জীবত্বং,
তত্রাহ—কিং তর্হীতি । জীবন্ত ব্রহ্মবিকারত্বংপি ততো ভেদমাহং ব্রহ্মেতি ধীঃ, অভেদে-
ব্রহ্মণোহপি সংসারিতেত্যান্যক্যাহ—স চেতি । তথাপি কথং শক্তিদোষাতাবত্ত্বমাহ—
যেনেতি । এবমিতি ভিন্নাভিন্নত্বপরামর্শঃ । সর্বমিভুপদেশাদিনর্দেশঃ । ১৫

তত্র বিজ্ঞানাত্মনো বিকারপক্ষে এতা গত্যঃ—পৃথিবীদ্রব্যবদনেকদ্রব্যাস-
মাহারস্ত্র সাবয়বস্ত্র পরমাত্মন একদেশবিপরিয়ামো বিজ্ঞানাত্মা ঘটাদিবৎ ; পূর্ব-
সংস্থানাবস্থন্ত্র বা পরশ্চৈকদেশো বিক্রিয়তে, কেশোষরাদিবৎ ; সর্ব এব বা পরঃ
পরিণমেৎ, ক্ষীরাদিবৎ । তত্র সমানজাতীয়ানেকদ্রব্যাসমূহস্ত্র কশ্চিদ্ দ্রব্যবিশেষো
বিজ্ঞানাত্মত্বং প্রতিপত্ততে যদা, তদা সমানজাতীয়ত্বাদেকত্বমুপচরিতমেব, ন তু
পরমার্থতঃ ; তথা চ সতি সিদ্ধান্তবিরোধঃ । ১৬ ✓

একদেশমতঃ নিরাকর্ত্বং বিকল্পমিতি—তত্রোতি । এতা গত্য ইত্যোক্তে পক্ষা বক্ষ্যমাণাঃ
সম্ভবন্তি, ন গতান্তরমিতার্থঃ । যথা পৃথিবীশক্তিত্বং দ্রব্যমনেকাবয়বসমুদায়স্তথা ভূত-
ভৌতিকাস্থকানেকদ্রব্যাসমুদায়ঃ সাবয়বঃ পরমাত্মা, তস্তৈকদেশশৈষ্ঠ্যন্তলক্ষণগুণবিকারো জীবঃ,
পৃথিব্যেকদেশমুদিকারগুণবিশিষ্টত্বাবিত্যেকঃ কল্পঃ । যথা ভূময়ঃপ্রাদিশেষো নথকেশাদিকর্বা
পুরুষস্ত্র বিকারগুণাবয়বিনঃ পরশ্চৈকদেশবিকারো জীব ইতি দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ । যথা ক্ষীরঃ স্বর্ণঃ
বা সর্বাশ্বনা দধিরূঢ়কাদিরূপেণ পরিণমতে, তথা কৃত্ব এব পরো জীবভাবেন পরিণমেদिति
কল্পান্তঃ । তত্রাত্মনুত্ব দুষয়তি—তত্রোত্যাদিনা । নানাভাবাণাং সমাহারো বা তানি
বাস্তোক্তাপেক্ষাশি পরশ্চৈ, ন তস্তৈক্যং স্ত্রাৎ, ন হি বহুনাং মুখ্যমৈক্যং ; ন চ সমুদারাপরপর্ধ্যাস্ত্র
মুদায়িত্যো ভেদাভেদাত্মা হর্ভগৎসে কল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ । তর্হি সমাহারস্ত্র ব্রহ্মণো মুখ্যমৈক্যং
বা হুৎ, তত্রাহ—তথা চেতি । ন হি তন্নানাত্বং কস্তাপি সম্ভবমিতি ভাবঃ । ১৬

অথ নিত্যাবৃত্তিসিদ্ধাবয়বানুগতোহবয়বী পর আত্মা, তস্ত্র তদবস্থশ্চৈকদেশো
বিজ্ঞানাত্মা সংসারী ; তথাপি সর্বাবয়বানুগতত্বাদবয়বিন এব অবয়বগতো দোষো
গুণো বা, ইতি বিজ্ঞানাত্মনঃ সংসারিত্বদোষণে পর এবাত্মা সম্বধ্যতে, ইতীয়মপ্য-
নষ্টী কল্পনা । ক্ষীরবৎ সর্বপরিণামপক্ষে সর্বশ্রুতিস্মৃতিকোপঃ, স চানিষ্টঃ । ১৭

বিতীৰ্ণমন্ত নিরাকরোতি—অথেনাদিনা । সৰ্বদৈব পৃথগবস্থিতেষবয়বেষু জীবেষমুহ্যত-
শ্চেতনোহিবদনী পরচেৎ, তর্হি যথা প্রত্যাবয়বং মলসঃসর্গে দেহস্ত মলিনত্বং, তথা পরস্ত জীবগতৈ-
র্দুঃখৈহুহুৎসং জ্ঞানিতি অপনকমনাবদ্বিতীয়াপি কল্পনা ন যুক্তত্বার্থঃ । তৃতীয়ং প্রত্যাহ—
‘কীরবদ্বিতি । ‘ন জায়তে ত্রিযতে বা বিপশিৎ’ ইত্যাত্মাঃ শ্রুতঃ । ‘ন জায়তে ত্রিযতে বা
কদাচিৎ’ ইত্যাত্মাঃ স্মৃতঃ । প্রত্যাদিকোপন্তেষ্টম্যাক্ষ্য বৈদিকং প্রত্যাহ—সচেতি । ১৭

“নিষ্কণ্ডং নিষ্কিরণং শাস্তং”, “দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পূৰ্ব্বঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হুজঃ”,
“আকাশদং সৰ্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ”, “স বা এব মহানজ্ঞ আত্মাজরোহ্মরোহ্মতঃ”, “ন
জায়তে ত্রিযতে বা কদাচিৎ”, “অব্যাক্তোহয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতি-চ্যায়বিরুদ্ধা এতে
সৰ্গে পক্ষাঃ । অচলস্ত পরমাত্মন একদেশপক্ষে বিজ্ঞানাত্মনঃ কৰ্ম্মকল-দেশ-সংসরণাত্ম-
পপত্তিঃ, পরস্ত বা সংসারিত্বমিত্যুক্তম্ । ১৮

প্রতিদ্বীতী বিবেচয়ন্ত পক্ষত্রয়সাধারণঃ দৃষণমাহ—নিষ্কলমিত্যাধিনা । কূটস্থ নিরবয়বস্ত
কাংহৌকদেশোক্ত্যাং পরিণামাসত্ত্বো জ্ঞাঃ । জীবস্ত পরমাত্মৈকদেশত্বে দোষান্তরমাহ—
‘অচলশ্চেতি । একদেশশ্চক্ৰদেশব্যতিরেকেণাভাবজীবস্ত স্বর্গাদিষু গতাহুপপত্তিরিত্যুক্তম্,
‘অন্তথা পরস্তাপি গতিঃ স্তাৎ ; ন হি পটাবয়বেষু ত্বৎস পটো ন চলতীত্যাহ—পরস্ত বেতি ।
‘উক্তং যদি তাবৎ পরমাত্মৈকতাবাবিতি শেষঃ । ১৮

পরশ্চৈকদেশোহয়িবিষ্মুল্লিঙ্গবৎ স্মৃতিতো বিজ্ঞানাত্মা সংসরতীতি চেৎ, তথাপি
পরস্তাবয়ব-স্মৃটেনৈব কৃতপ্রাপ্তিঃ, তৎসংসরণে চ পরমাত্ম-প্রদেশান্তরাবয়বব্যা-
চ্ছিত্ততা প্রাপ্তিরত্রণ্ডবাক্য-বিরোধশ্চ ; আত্মাবয়বভূতস্ত বিজ্ঞানাত্মনঃ সংসরণে
পরমাত্ম-শূন্তপ্রদেশাভাবাবয়বান্তর-নোদনবাহনাত্মাং হৃদয়শূলেণৈব পরমাত্মনো
দ্রুঃখিতপ্রাপ্তিঃ । ১৯

জীবস্ত সংসারিত্বেহপি পরস্ত ভ্রান্তীতি শব্দতে—পরস্তেতি । পরস্ত নিরবয়বত্বশ্চৈকদেশব-
স্মৃতিতাহুপপত্তিঃ মথানো দৃষয়তি—ভূতাপীতি । যত্র পরস্তাবয়বঃ স্মৃতি, তত্র তস্ত কৃতং
প্রাপ্তোতি, তদীয়াবয়বসংসরণে চ পরমাত্মনঃ প্রদেশান্তরেহবয়বানাং ব্যা-হে সত্যাপচয়ঃ স্তাৎ, তথা
‘চ পরস্তাবয়বো যতো নির্গচ্ছতি তত্র চ্ছিত্ততা প্রাপ্তিঃ, যত্র চ তে গচ্ছতি তত্রোপচয়ঃ স্তাদিত্য-
কায়মগ্রমহুলমগ্রমহুত্বমিত্যাধিবাক্যবিরোধো ভবেদিত্যর্থঃ । পরশ্চৈকদেশো বিজ্ঞানাত্মেতি
পক্ষে দ্রুঃখিমপি তস্ত দূর্কীরম্যাপ্তেদিত্তি দোষান্তরমাহ—আত্মাবয়বেতি । ২০

অয়িবিষ্মুল্লিঙ্গাদিদৃষ্টান্তশ্রুতেন দোষ ইতি চেৎ ; ন, প্রত্যেকপক্ষত্যাৎ—
‘ন শাস্ত্রং পদার্থানন্তথা কর্ত্ত্বং প্রবৃক্তম্, কিং তর্হি ? যথাভূতানামজ্ঞাতানাং জ্ঞাপনে ।
কিংচাতঃ ? শূণ্—অতো বহুবতি ; যথাভূতা মুর্ত্ত্যামূর্ত্তাদিপদার্থধর্ম্মা লোকে
প্রসিদ্ধাঃ ; তদৃষ্টান্তোপাদানেন তদবিরোধেয বহুবস্তরং জ্ঞাপয়িত্বং প্রবৃক্তং শাস্ত্রং,
ন লৌকিকবস্ত-বিরোধজ্ঞাপনার লৌকিকমেব দৃষ্টান্তমুপাদান্তে ; উপাদীয়মানোহপি
‘দৃষ্টান্তোহনর্থকঃ স্তাৎ, দাষ্টাণ্টিকাসদন্তে ; নহি অগ্নিঃ শীতঃ, আদিত্যো ন তপ-

তীতি বা দৃষ্টান্তশতেনাপি প্রতিপাদয়িতুং শক্যম্, প্রমাণাস্তরেণ অতথাধিগতত্বাদ্-
বস্তনঃ । ২০

যুগ্মোহবিশ্বুল্লিঙ্গদৃষ্টান্তশ্চতিবশাৎ পরস্তাবয়বা জীবাঃ সিধ্যতীত্যতো জীবানাং পরৈকদেশজ্ঞে-
নোক্তো দোষোহবতরতি, যুক্ত্যপেক্ষয়া শ্রুতৈরুলবধাদিতি শব্দভে—অগ্নিবিশ্বুল্লিঙ্গাদীতি ।
শাস্ত্রার্থো যুক্তিবিরুদ্ধো ন সিধ্যতীতি দৃষ্যতি—ন শ্রুতেরিতি । ন অর্থঃ বিবৃণোতি—ন শাস্ত্র-
মিতি । হেতুভাগমাকাক্ষাপূরকং বিভজ্যতে—কিং তহীতি । শ্বতাদিবিদ্যাবৃত্ত্যর্থমজ্ঞাতানা-
মিত্যুক্তম্ । অস্ত শাস্ত্রমজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকং, তথাপি পরস্ত নাস্তি সাবয়বত্বমিত্যত্র কিমান্নাতমিতি
পৃচ্ছতি—কিং চাত ইতি । শাস্ত্রস্ত যথোক্তত্বভাবঘেদে যৎ পরস্ত নিরবয়বত্বং কলতি, তদুচ্যমানং-
সমাহিতেন জ্ঞোতব্যমিত্যাহ—শূরীতি । তত্র প্রথমং লোকবিরোধেন শাস্ত্রপ্রযুক্তিং দর্শয়তি—
যথেনি । আদিপদেন ভাবভাবাদি গৃহ্যতে । পদার্থেদেব ভোক্তৃপাত্রস্ত্রাচ্ছন্দশব্দশব্দভেদাং লোক-
প্রসিদ্ধপদার্থানাং দৃষ্টান্তানামুপস্থাপনেতি যাবৎ । তদবিরোধি লোকপ্রসিদ্ধপদার্থাবিরোধী-
ত্বার্থঃ । বস্তুস্তরং নিরবয়বাদি দাষ্টান্তিকম্ । তদবিরোধোবেত্তব্যকারণং ব্যাবর্ত্যমাহ—ন-
লৌকিকেতি । বিপক্ষে দোষমাহ—উপাদীয়মানোহপীতি । সাম্যান্তেনোক্তমর্থঃ দৃষ্টান্তবিশেষ-
নিবিষ্টতয়া স্পষ্টয়তি—ন হীতি । অগ্নৈরেকত্বমাদিত্যস্ত তাপকত্বমন্তথোচ্যতে । ২০

ন চ প্রমাণং প্রমাণাস্তরেণ বিরুদ্ধ্যতে ; প্রমাণাস্তরাবিষয়মেব হি প্রমাণাস্তরং-
জ্ঞাপয়তি । ন চ লৌকিকপদ-পদার্থপ্রয়ণব্যতিরেকেণ আগমেন শক্যমজ্ঞাতং-
বস্তুস্তরমবগময়িতুম্ ; তস্মাৎ প্রসিদ্ধত্বায়মমুসরতা ন শক্যা পরমাত্মনঃ সাবয়বাং-
শাংশিত্বকল্পনা পরমার্থতঃ প্রতিপাদয়িতুম্ । ২১

নমু লৌকিকং প্রমাণং লৌকিকপদার্থাবিরুদ্ধমেব স্বার্থঃ সমর্থয়তি, বৈদিকং পুনরপেক্ষয়েৎ-
তবিরুদ্ধমপি স্বার্থঃ প্রমাণয়েদলৌকিকবিষয়ত্বাদিত্যাহ—ন চেতি । নমু শ্রুতৈরজ্ঞাতজ্ঞাপকভেদে-
লোকানপেক্ষত্বাৎবিরোধেহপি কা হানিস্তত্বাহ—ন চেতি । লোকাবগতসামর্থ্যঃ শব্দো-
বেদেহপি বোধক ইতি স্মারাস্তদনপেক্ষা শ্রুতিনীজ্ঞাতং জ্ঞাপয়িতুমনমিত্যর্থঃ । শাস্ত্রস্ত লোকামু-
সারিষ্যে সিদ্ধে কলিতমাহ—তদ্বাদিতি । প্রসিদ্ধো স্মারো লৌকিকে দৃষ্টান্তঃ । ন হি-
নিত্যন্তাকাশাদেঃ সাবয়বত্বং, পরন্ত নিত্যোহভূপগতঃ, তন্ন তন্ত সাবয়বভেদাংশাংশিত্বকল্পনা-
বস্তন্তঃ সম্ভবতি লোকবিরোধাদিত্যর্থঃ । ২১

“যুগ্মা বিশ্বুল্লিঙ্গাঃ” “মমৈবাংশঃ” ইতি চ শ্রুয়তে স্বর্থ্যতে চেতি । ন, একত্ব-
প্রত্যয়ার্থপরত্বাৎ ; অগ্নেহি বিশ্বুল্লিঙ্গোহগ্নিরেব, ইত্যেকত্বপ্রত্যয়ার্হো দৃষ্টো লোকে ;-
তথা চ অংশঃ অংশিনৈকত্বপ্রত্যয়ার্হঃ । তত্রৈবং সতি বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনঃ-
বিকারাংশত্ববাচকাঃ শব্দাঃ পরমাত্মৈকত্ব-প্রত্যয়াভিধিংসবঃ । ২২

জীবস্ত পরাংশদানদীকারে শ্রুতিশ্রুত্যাগতিরীকৃত্যেতি শব্দভে—যুগ্মা ইতি । তস্ম্যাগতি-
মাহ—নেত্যাদিনা । বিশ্বুল্লিঙ্গে দর্শিতং স্মারং সর্করাদংশমাত্রেন্নতিদিশতি—তথা চেতি ।
দৃষ্টান্তে যথোক্তনীত্যা হিতে দাষ্টান্তিকমাহ—তত্রৈতি । পরমাত্মনা সহ জীবত্বৈকত্ববিষয়ং-
প্রত্যয়মাধাতুমিচ্ছতীতি তথোক্তাঃ । ২২

উপক্রমোপসংহারাভ্যাক,—সর্কাসু হি উপনিষৎসু পূৰ্বেকৈকং প্রতিজ্ঞায়
‘দৃষ্টান্তৈর্হেতুভিচ্চ পরমাত্মনো বিকারাংশাদিতং জগতঃ প্রতিপাদ্য পুনরেকত্ব-
মুপসংহরতি ; তদ্বাণ ইহৈব তাৎ—“ইদং সৰ্গং বদয়মায়া” ইতি প্রতিজ্ঞায়
উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুদৃষ্টান্তৈর্কিকারবিকারিত্বাশ্চেকত্বপ্রত্যয়হেতুন্ প্রতিপাদ্য “অনন্ত-
রমবাহু” “অয়মায়া ব্রহ্ম” ইতুপসংহরিষ্যতি ; তস্মাদুপক্রমোপসংহারাভ্যাম্
‘অয়মর্থো নিশ্চীয়তে—পরমাত্মৈকত্ব-প্রত্যয়-দ্রষ্টিয়ে উৎপত্তিস্থিতিলয়প্রতিপাদকানি
বাক্যানীতি ; অন্তপা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাচ্চ । ২৩

তেষামেকত্বপ্রত্যয়বতারহতুযে হেতুত্বং সংগৃহীতি—উপক্রমেতি । তদেব স্মৃষ্টান্ত-
সর্কাসু হীতি । উক্তমর্থমুদাহরণনিষ্ঠতয়া বিতরণ্তে—তদ্বাণেতি । ইহেতি একতোপনিষদ্বৃতিঃ ।
আদিপদেনাংশাংশিহাদি গৃহ্যন্তে । বিবৃতং সংগ্রহবাক্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । তেষাং বার্থ-
নিষ্ঠেযে দোষঃ বরংপ্রেক্ষপ্রত্যয়ার্থেযে হেতুত্বমাত্র—অন্তর্থেতি । ২৩

সর্কোপনিষৎসু বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বপ্রত্যয়ো বিধীয়তে—ইত্যবিপ্রতি-
পত্তিঃ সর্কোমামুপনিষদাদিনাম্ । তদ্বিধোকবাক্যযোগে চ সম্ভবতি উৎপত্তাদি-
বাক্যানাং বাক্যাস্তরত্বকল্পনারাং ন প্রমাণমন্তি ; ফলাস্তরত্ব কল্পয়িতব্যং স্মৃৎ ;
তস্মাদুৎপত্তাদিশ্রুতয় আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাঃ । ২৪

‘সম্ভবতোকবাক্যে বাক্যভেদচ্চ নেহ্যতে’ ইতি স্মারেনোক্তঃ প্রপঞ্চস্তি—সর্কোপনিষৎ-
স্বিত্তি । কিঞ্চ, তেষাং বার্থনিষ্ঠেযে স্তত্বকলাভাবাৎ কলাস্তরং কল্পনীহ্ম । ন চৈকত্বপ্রত্য-
য়বিষয়তয়া তৎকলে দিরাঙ্কালেক্ষু তেবু তৎকল্পনা যুক্তা, দৃষ্টে সত্যদৃষ্টকল্পনাবকাশাদিত্যাহ—
কলাস্তরং চেতি । উৎপত্তাদিশ্রুতানাং বার্থনিষ্ঠাসম্ভবে কল্পিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ২৪

অত্র চ সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকাং সম্প্রচকৃতে—কশ্চিৎ কিল রাজপুত্রো
জাতমাত্র এব মাতাপিতৃভ্যামপবিত্রো ব্যাধগৃহে সংবদ্ধিতঃ ; সোহমুখ্য বংশতা-
মজানন্ ব্যাধজাতিপ্রত্যয়ো ব্যাধজাতিকর্মাণ্যোবামুবর্ততে, ন রাজাস্মীতি রাজ-
জাতিকর্মাণ্যামুবর্ততে । বদা পুনঃ কশ্চিৎ পরমকারুণিকো রাজপুত্রস্ত রাজত্ব-
প্রাপ্তিযোগ্যতাং জানন্ অমুখ্য পুত্রতাং বোধয়তি—ন ত্বং ব্যাধঃ, অমুখ্য রাজঃ
পুত্রঃ কণকিহ্মাশস্ত গৃহমমুপ্রবিষ্ট ইতি । স এবং বোধিতস্তাক্তা ব্যাধজাতিপ্রত্যয়-
কর্মাণি পিতৃপৈতামহীমায়নঃ পদবীমমুবর্ততে—রাজাহমস্মীতি । তথা কিল অয়ং
পরমাদয়িবিবৃদ্ধিলিঙ্গাদিবং তজ্জাতিরেব বিভক্ত ইহ দেহেন্দ্রিয়াদিগহনে প্রবিষ্টঃ
অসংসারী সন্ দেহেন্দ্রিয়াদিসংসারধর্মমুবর্ততে—দেহেন্দ্রিয়সজ্বাতোহস্মি, কৃশঃ
হূলঃ স্থলী হৃৎশীতি—পরমাত্মতামজানন্নায়নঃ । ‘ন ত্বম্ এতদাত্মকঃ, পরমেব
ব্রহ্মাসি অসংসারী’ ইতি প্রতিবোধিত আচার্য্যেণ, হিহৈবগাত্ররামুবর্ত্তিং ব্রহ্মৈবাস্মীতি
প্রতিপত্ততে । ২৫

তবমত্ৰাদিবাক্যবৈক্যপঃ তচ্ছবং যষ্টাদিবাক্যমিত্যুক্তার্থে ত্রিবিদ্যার্চ্যাসম্মতিমাহ—অত্র
চেতি । তত্র দৃষ্টান্তরূপামাখ্যায়িকায়ঃ প্রণয়তি—কচ্চিদিতি । জ্ঞাতমাত্রে প্রাগবহ্মারামেব
রাজাহ্মনীত্যতিমানাভিযুক্তেরিত্যর্থঃ । তাত্য়া তৎপরিভাষ্যে নিমিত্তবিশেষজ্ঞানিচ্ছিতত্বোক্ত-
নার্থঃ কিলেতুক্তম্ । ব্যাখ্যাত্তিপ্রত্যাহতংপ্রযুক্তো ব্যাখ্যাহ্মনীত্যতিমানো বস্ত, স তথা ।
ব্যাখ্যাত্তিকর্মানি তৎপ্রযুক্তানি মাসংক্রমণাদীনি । রাজাহ্মনীত্যতিমানপূর্বকং তজ্জাতি-
প্রযুক্তানি পরিপালনাদীনি কর্মানি অজ্ঞানং তৎকার্যং চোক্তা জ্ঞানং তৎফলং চ
অর্থয়তি—যদেতাদিনা । বোধনপ্রকারমভিনয়তি—ন ভুমিতি । কথং তর্হি শব্দবৎ-
প্রবেশস্তজ্জাহ—কথঞ্চিদিতি । রাজাহ্মনীত্যতিমানপূর্বকমাজ্ঞানঃ পিতৃপৈতামহীং পদবীমমু-
বর্তত ইতি সত্বকঃ । দাষ্টান্তিকরূপামাখ্যায়িকামাচটে—তথ্যেতি । জীবন্ত পরম্মাদিত্যগে
নিমিত্তমজ্ঞানং তৎকার্যং চ প্রসিদ্ধমিতি চোক্তয়িত্ব কিলেতুক্তম্ । তজ্জাতিত্বংবতাবো বস্ততঃ
পরম্মাস্থেবেতি বাবৎ । ইহেতাপরোক্ষানুভবগম্যতোক্তিঃ । গহনং গভীরং বনম্ । সংসার-
ধর্ম্মানুবর্তনে হেতুমাহ—পরম্মাস্থতামিতি । উক্তাবিচ্যাতৎকার্যবিরোধিনীঃ ব্রহ্মাস্থবিচ্যাং
লভয়তি—ন ভুমিতি । ২৫

অত্র রাজপুত্রস্ত রাজপ্রত্যয়বদ্ ব্রহ্মপ্রত্যয়ো দৃঢ়ীভবতি—‘বিশ্বুলিঙ্গবদেব ত্বং
পরম্মাদ ব্রহ্মণো ভট্ট ইত্যুক্তে, বিশ্বুলিঙ্গস্ত প্রাগগ্বেদংশাদৈক্যত্বদর্শনাৎ ।
তস্মাদেবৈক্যপ্রত্যয়দাঢ্যায় সুবর্ণমণিলোহাণ্ডিবিষ্ণুলিঙ্গদৃষ্টান্তাঃ, নোৎপত্তাদিভেদ-
প্রতিপাদনপরাঃ । সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞপ্তোকরসনৈরন্তর্য্যাবধারণাৎ “একধৈবানু-
দ্রষ্টব্যম্” ইতি চ । যদি চ ব্রহ্মণশ্চিত্রপটবদ্ বুদ্ধসমুদ্রাদিবচ্চ উৎপত্ত্যাগ্ননেকধর্ম্ম-
বিচিত্রতা বিজিগ্রাহয়িষিতা, একরসং সৈন্ধবঘনবদনন্তরমবাহম্—ইতি নোপ-
সমহয়িগ্যং, “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” ইতি চ ন প্রাযোক্ত্যত, “য ইহ নানেনব গম্ভতি”
ইতি নিন্দাবচনং চ । ২৬

রাজপুত্রস্ত রাজাহ্মনীতি প্রত্যয়বদ্যাক্যাদেবাধিকারিণি ব্রহ্মাহ্মনীতি প্রত্যয়শ্চেৎ, কৃতং
বিশ্বুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্ততোত্যাশংকাহ—অত্রোক্তি । তথাপি কথং ব্রহ্মপ্রত্যয়দাঢ্যং, তজ্জাহ—
বিশ্বুলিঙ্গতোতি । দৃষ্টান্তেবৈক্যদর্শনং তস্মাদিতি পরামৃষ্টম্ । উৎপত্তাদিভেদে নাস্তি শাস্ত্র-
তাৎপর্য্যমিত্যত্র হেতুস্তরমাহ—সৈন্ধবেতি । চকারোহবধারণাদিতি পদমযুক্তম্ । সংগৃহীতমর্থং
বিবৃণোতি—যদি চেতাদিনা । নিন্দাবচনং চ ন প্রাযোক্ত্যতোতি সত্বকঃ । ২৬

তস্মাদেকরূপৈক্যপ্রত্যয়-দাঢ্যায়ৈব সর্ববেদান্তেষু উৎপত্তিস্থিতিলয়াদিকল্পনা,
ন তৎপ্রত্যয়করণায় । ন চ নিরবয়বস্ত পরম্মানোহসংসারিণঃ সংসার্য্যেক-
দেশকল্পনা ত্রায়া, স্বতোহদেশত্বাৎ পরম্মাজ্ঞানঃ । অদেশস্ত পরম্মৈক্যদেশ-
সংসারিত্বকল্পনায় পর এব সংসারীতি কল্পিতং ভবেৎ । ২৭

একত্বাবধারণকলমাহ—তস্মাদিতি । একত্বস্ত ভেদমহত্বং বারহিভুমেকরূপবিশেষণম্ ।
স্মাদিশব্দেন প্রবেশনিয়মেন গৃহ্যেতে । ন তৎপ্রত্যয়করণাতোত্র তচ্ছবকেনোৎপত্তাদিভেদো

বিবেকিতঃ । কিং, পরমৈকদেশো বিজ্ঞানাত্মেনো তদেকদেশঃ বাতাবিকো বা ত্রাসোপাধিকঃ-
বেতি বিকল্পাতঃ স্বরূপিত্ব—ন চেতি । বিপক্ষে বোধবাহ—অনেনান্তেতি । ২৭

অথ পরোপাধিকৃত একদেশঃ পরম স্বটকরূপাকাশবৎ ; ন তথা তত্র-
বিবেকিনাং পরমাত্মৈকদেশঃ পৃথক্ সংব্যবহারভাগিতি বুদ্ধিরূপপত্ততে । অবিবে-
কিনাং বিবেকিনাঞ্চোপচরিতা বুদ্ধিদৃষ্টেতি চেৎ ; ন, অবিবেকিনাং মিথ্যাবুদ্ধিত্বাৎ-
বিবেকিনাং চ সংব্যবহারমাত্রাবলম্বনার্থত্বাৎ—যথা ক্লমো রক্তশ্চাকাশ ইতি বিবে-
কিনামপি কদাচিত্ ক্লমতা রক্ততা চাকাশস্ত সংব্যবহারমাত্রাবলম্বনার্থত্বং প্রতি-
পত্ততে ইতি, ন পরমার্থতঃ ক্লমো রক্তো বা আকাশো ভবিতুমর্হতি । অতো ন-
পণ্ডিতৈশ্চ ব্রহ্মরূপপ্রতিপত্তিবিষয়ে ব্রহ্মণোহংশাংশেকদেশৈকদেশিবিচারবিকারিত্ব-
কল্পনা কার্যা, সৰ্ব্বকল্পনাপনয়নার্থসারপরত্বাৎ সৰ্ব্বোপনিষদাম্ । অতো হিহা সৰ্ব্ব-
কল্পনামাকাশশ্চেব নির্বিশেষতা প্রতিপত্তব্য—“আকাশবৎ সৰ্বগতশ্চ নিত্যঃ”, “ন-
লিপ্যাতে লোকদুঃখেন বাহুঃ” ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ । ২৮ ॥

বীতীকমুপাধিত্ব—অপেতি । একদেশন্তোপাধিকরণকে পরমিত্ব বিবেকবত্যা তদন্তত্ব-
বুদ্ধিত্বাৎ তদেকদেশো বস্তুতঃ পৃথক্ভূত্বা ব্যবহারালম্বনমিতি নৈব বুদ্ধির্জ্ঞানতে ঐপাধিক-
কটিকদৌহিত্যবিধায়াবিত্যুত্তরমাহ—ন তদেতি । নহু জীবৈ কৰ্ত্তাহং ভোক্তাহমিতি-
পরিচ্ছিন্নবীঃ সৰ্ব্বোপলভ্যতে । সা চ তত্ত্ব বস্তুতোহপরিচ্ছিন্নব্রহ্মমাত্রাক্রোশনবীৰূপ-
চরিতা । তস্মাদ্ভুতমৈকমাত্রবুদ্ধিদৰ্শনাৎ পরমাত্মৈকদেশত্বঃ জীবস্ত দ্রবীণমিতি চোদয়তি—
অবিবেকিনামিতি । তত্রাবিবেকিনাং যথোক্তা বুদ্ধিরূপচরিতা ন ভবত্যন্তঃসত্ত্ববুদ্ধিভেদা-
বিভায়াবিত্যুত্তরমাহ—নেতাদিনা । তথাপি বিবেকিনামীদৃশী বীৰূপচরিতোতি চেৎ-
তত্রাহ—বিবেকিনাং চেতি । তেষাং সংব্যবহারোহতিজ্ঞাত্তিবলম্বনাক্রোশব্রহ্মজ্ঞানালম্বনমাতাস-
ত্বতোহর্থভাবিবরণাস্তদ্বুদ্ধিরপি মিথ্যাবুদ্ধিভাৱুপচরিতত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

বিবেকিনামবিবেকিনাং চাত্মনি পরিচ্ছিন্নবীৰূপলভ্যকৃত্যেত্যবত্যা ন তত্ত্ব বস্তুতো ব্রহ্মাংশাদি-
মিথ্যাতীত্যন্তত্বদৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যপেতি । অবিবেকিনামিবেত্যপেরর্থঃ । ব্রহ্মপি বস্তুতোহংশ-
াদিকল্পনা ন কৰ্ত্তব্যোতি দাষ্টান্তিকমুপসংহরতি—অত ইতি । অংশাঃশিনোর্শিনীকরণ-
মেকদেশৈকদেশীতি । অতঃশব্দোপাস্তম্বেব হেতুঃ স্মৃটয়তি—সৰ্ব্বকল্পনেতি । সৰ্ব্বানাং কল্পনা-
নামপনয়নম্বেবার্থঃ সারবেনাতীষ্ট, তৎপরত্বাদুপনিষদাং, তদেকসমধিগম্যে ব্রহ্মণি ন কদাচিত্ দলি-
কল্পনাত্তীত্যর্থঃ । উপনিষদাং নির্বিকল্পকবস্ত্রপরম্বে কলিতমাহ—অতো হিহেতি । ২৮

ন আত্মানং ব্রহ্মবিলক্ষণং কল্পয়েৎ—উকাশ্বক ইবার্মো শীতৈকদেশম্,
প্রকাশাত্মকে বা সবিতরি তমএকদেশম্, সৰ্ব্বকল্পনাপনয়নার্থসারপরত্বাৎ-
সৰ্ব্বোপনিষদাম্ । তস্মাৎ নামরূপোপাধিনিমিত্তা এব আত্মন্তসংসারধর্ম্মিণি সৰ্ব্ব-
ব্যবহারঃ—“রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।” “সৰ্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্রা-
দীঃ, নামানি কৃত্যভিবদন্ বদান্তে” ইত্যেবমাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ, ন যত আত্মন-

সংসারিত্বম্ ; অলঙ্কৃত্যপাধিসংযোগজনিত-রক্তক্ষটিকাদিবুদ্ধিবদ্ ব্রাস্তমেব, ন পরমার্থতঃ । ২৯

ব্রহ্মণো নির্কিংশেষত্বেপ্যাস্তনন্তদেকদেশস্ত স বিশেষত্বঃ কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাস্তান-
মিতি । আস্তান্ন নির্কিংশেষশ্চেৎ, কথং তস্মিন্ ব্যবহারত্বেমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । আস্তানি
সর্বো ব্যবহারো নামরূপোপাধিশ্রুত ইত্যত্র এমাগমাহ—রূপং রূপমিতি । অসংসারধর্মীভুক্তং
বিশেষণং বিশদয়তি—ন স্ত ইতি । ২৯

“ধ্যায়তীব লোয়াতীব”, “ন কর্মণা বদ্ধতে নো কনীয়ান্ ।” “ন কর্মণা
লিপ্যতে পাপকেন”, “সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তুং পরমেশ্বরম্ ।” “ভুনি চৈব
খপাকে চ” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিত্বেভ্যঃ পরমাত্মনোহসংসারিত্বৈব ; অত একদেশঃ
বিকারঃ শক্তিরী বিজ্ঞানাত্মা অত্রো বেতি বিকল্পবিত্ত্বং নিরবয়বত্বাভ্যুপগমে বিশে-
ষতো ন শক্যতে । অংশাদিশ্রুতিস্মৃতিবাদাশ্চৈকত্বার্থাঃ, ন তু ভেদপ্রতিপাদকাঃ,
বিবক্ষিতার্থৈকবাক্যযোগাদিত্যবোচাম । ৩০

ব্রাহ্মা সংসারিত্বমাস্তনীত্য মানমাহ—ধ্যায়তীতি । কূটস্থাসঙ্গতাদিঃ স্থায়ঃ । পরমাত্মনঃ
সাংশত্বকো নিরাকৃতঃ । নমু তস্ত নিরংশত্বেপি কুতো জীবন্ত তস্মাদ্ভ্যং ? তদেকদেশত্বাদি-
সংভবাৎ, অস্ত আহ—একদেশ ইতি । কথং তর্হি ‘পাদোহস্ত বিধা ভূতানি’ ‘মমৈবাংশো
জীবনোকে’ ‘অংশো নানাব্যাদেশাৎ ।’ ‘সর্ব এত আস্তানো বাচরন্তি’ ইতি শ্রুতিস্মৃতি-
বাদান্তত্বাহ—অংশাশীতি । ৩০

সর্বোপনিষদাং পরমাত্মৈকত্বজ্ঞাপনপরত্বে, অথ কিমর্থং তৎপ্রতিকূলোহর্থো
বিজ্ঞানাত্মভেদঃ পরিকল্প্যতে ? ইতি, কর্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবিরোধপরিস্ফারিত্যেত্যেকৈ ;
কর্মপ্রতিপাদকানি হি বাক্যানি অনেকক্রিয়া-কারক-ফলভোক্তৃকত্রাশ্রয়ানি, বিজ্ঞা-
নাত্মভেদাভাবে হি অসংসারিণ এব পরমাত্মন একত্বে, কথমিষ্টফলাস্ত ক্রিয়াস্ত
প্রবর্তয়েয়ুঃ ? অনিষ্টফলাভ্যো বা ক্রিয়াভ্যো নিবর্তয়েয়ুঃ ? কন্ত বা বদ্ধস্ত মোক্ষা-
য়োপনিষদারভ্যেত ? অপি চ পরমাত্মৈকত্ববাদিপক্ষে কথং পরমাত্মৈকত্বোপদেশঃ ?
কথং বা তদুপদেশগ্রহণকলম্ ? বদ্ধস্ত হি বন্ধনাশায়োপদেশঃ, তদভাবে উপ-
নিষছাত্ত্বং নির্বিষয়মেব । ৩১

স্থায়াগমাত্মাং জীবৈশ্বর্যোরংশাশ্রয়াদিকল্পনাং নিরাকৃত্য বেদান্তানামৈক্যপরত্বে স্থিতে
সতি যৈতাদিক্টিঃ ফলতি, ইত্যাহ—সর্বোপনিষদামিতি । একত্বজ্ঞানস্ত সনিদানত্বৈতৎসংসিদ্ধ-
মণশকার্যঃ । প্রকৃতং জ্ঞানং তৎপদেন পরামৃশ্যতে । ইত্যবৈতমেব তদ্ব্যমিতি শেষঃ । কিমর্থ-
মিতি প্রশ্নঃ মহানো যৈতিনাং মতমুবাণয়তি—কর্মকাণ্ডেতি । বেদান্তানামৈক্যপরত্বেপি কথং
তৎপ্রামাণ্যবিরোধপ্রসঙ্গত্বাহ—কর্ণেতি । তথাপি কথং বিরোধাবকাশঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
বিজ্ঞানাত্মেতি ।

কেবলাবৈতপক্ষে কর্মকাণ্ডবিরোধমুক্তা, তত্রৈব জ্ঞানকাণ্ডবিরোধমাহ—কন্ত বেতি । পরস্ত

নিরামুক্তবাদস্তত্ত্বং বতঃ পরতো বা বদ্ধতাভাবাচ্ছিত্ত্যাতাবতঃ চাধিকাৰ্য্যতাভাবাপ্নিবদ্যন্তাসিদ্ধি-
 রিত্যর্থঃ । কৰ্ম্মকাণ্ডস্ত কাত্যন্তস্ত চ প্রামাণ্যমুপপত্তিৰ্বিজ্ঞানান্ধাধিত্বং কল্পমতীভাৰ্থা-
 পত্তিব্যবহৃতং, তত্র দ্বিতীয়ান্বৰ্থাপত্তিঃ প্রণকর্য্যত—অপি চেতি । ক। পুনরুপদেশস্তাহু-
 পপত্তিঃপ্রাহ—বদ্ধতেতি । তদতাব ইত্যত্র তচ্ছবো বদ্ধমধিকরোতি । নির্দিষ্টত্বং নিরধিকারম্ ।
 কিংচ, যত্বৰ্থাপত্তিব্যবহৃত্য বিধয়োস্তিষ্ঠতি, তর্হি তেদন্ত দুর্নিরূপণং কথং কৰ্ম্মকাণ্ডঃ প্রমাণমিতি
 বদ্ ব্রহ্মবাদিনা কৰ্ম্মবাদী চোচতে, তদ্ ব্রহ্মবাদস্ত কৰ্ম্মবাদেন তুল্যম্ ; ব্রহ্মবাদেহপি শিষ্টশাসি-
 ত্রানিভেদাতাবে কথমুপনিষৎপ্রামাণ্যমিত্যাক্ষেপঃ স্বকরবাৎ, যক্ষোপনিষদাং প্রতীকমানঃ
 শিষ্টশাসিত্রানিভেদমাপ্তিত্য প্রামাণ্যমিতি পরিহারঃ, স কৰ্ম্মকাণ্ডস্তাপি সমানঃ । ৩১/১৮

এবং তর্হি উপনিষদাদিপক্ষস্ত কৰ্ম্মকাণ্ডাদিপক্ষেণ চোচ্চ-পরিহারয়োঃ সমানঃ
 পদ্যঃ—যেন ভেদাভাবে কৰ্ম্মকাণ্ডং নিরালম্বনমাত্মানং ন লভতে প্রামাণ্যং প্রীতি,
 তথোপনিষদপি । এবং তর্হি, যন্ত প্রামাণ্যে স্বার্থবিষাতো নাস্তি, তত্শ্চৈব কৰ্ম্ম-
 কাণ্ডস্তান্ত প্রামাণ্যম্ ; উপনিষদাং তু প্রামাণ্যকল্পনারাং স্বার্থবিষাতো ভবেৎ—
 ইতি মাতুং প্রামাণ্যম্ । ন হি কৰ্ম্মকাণ্ডং প্রমাণং সদপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি ; ন
 হি প্রদীপঃ প্রকাশঃ প্রকাশয়তি, ন প্রকাশয়তি চ ইতি । ৩২

তত্রাপি প্রতীতিকভেদমাদায় প্রামাণ্যস্ত হুপ্রতিপন্নত্বাৎ ; ন চ ভেদপ্রতীতিত্রাণ্তিৰ্বাধাতা-
 বাদিত্যভিপ্রোক্তাহ—এবং তর্হীতি । চোচনামাং বিরূপোতি—যেনেতি । ইতি চোচনামাং
 পরিহারস্তাপি সাম্যমিতি শেষঃ । নমু কৰ্ম্মকাণ্ডং তেদপরাং ব্রহ্মকাণ্ডমভেদপরাং প্রতিষ্ঠাতি ; ন চ
 বস্তনি বিকল্পঃ সম্ভবত্যতোহন্তস্তত্ত্বাপ্রামাণ্যমত আহ—এবং তর্হীতি । তুল্যমুপনিষদামপি
 স্বার্থবিষাতকল্পমিত্যাপকাহ—উপনিষদামিতি । স্বার্থঃ লক্ষণান্তিবশাং প্রতীকমানঃ হৃষ্টাদিভেদঃ ।
 যত্বচ্চোচতে কৰ্ম্মকাণ্ডস্ত ব্যবহারিকং প্রামাণ্যং ন তাৎক্ষিকং ; তাৎক্ষিকস্ত কাত্যন্তস্তেতি, তত্রাহ—ন
 হীতি । যন্ধি প্রামাণ্যস্ত ব্যবহারিকত্বং, তদেব তন্ত তাৎক্ষিকত্বং, ন হি প্রমাণং তত্বং চ নাবেদয়তি
 ব্যাঘাতাদিত্যভিপ্রোক্তা বৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি । স্বার্থবিষাতাং কৰ্ম্মকাণ্ডবিরোধাক্ষোপনিষদাম-
 প্রামাণ্যমিত্যুক্তমুপসংহতুঁমিতিশব্দঃ । ৩২

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিপ্রতিষেধাচ্চ—ন কেবলমুপনিষদো ব্রহ্মৈকত্বং প্রতিপাদ-
 যন্ত্যঃ স্বার্থবিষাতং কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবিষাতঞ্চ কুর্কন্তি, প্রত্যক্ষাদিনিশ্চিতভেদ-
 প্রতিপত্ত্যর্থৈঃ প্রমাণৈশ্চ বিরুদ্ধ্যন্তে ; তন্মাদপ্রামাণ্যমেবোপনিষদাম্, অতীর্থতা বা
 অস্ত ; ন ত্বেব ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থতা । ৩৩

উপনিষদপ্রামাণ্যে হেতুস্তরমাহ—প্রত্যক্ষাদীতি । প্রত্যক্ষাদীনি নিশ্চিতানি ভেদপ্রতি-
 পত্ত্যর্থানি প্রমাণানি, তৈরিত্তি বিগ্রহঃ । অধ্যয়নবিধুপপাদিতানাং কৃত্তান্তামপ্রামাণ্যমিত্যা-
 পকাহ—অস্তীর্থতা বেতি । ৩৩

ন, উক্তোত্তরত্বাৎ । প্রমাণস্ত হি প্রমাণত্বমপ্রমাণত্বং বা প্রমাণত্বপাদনামুৎ-
 পাদননিমিত্তম্, অন্তথা চেৎ, তন্তাদীনাম প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ শব্দার্থো প্রমেয়ে ।

কিং চাতঃ ? যদি তাবদুপনিষদো ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্তি-প্রমাণং কুর্বন্তি, কথমপ্রমাণং ভবেয়ুঃ ? ন কুর্বন্ত্যেবেতি চেৎ—যথাগ্নিঃ শীতম্ ইতি ; স ভবানেবং বদন্ বক্তব্যঃ—উপনিষৎপ্রামাণ্যপ্রতিষেধার্থং ভবতো বাক্যমুপনিষৎপ্রামাণ্যপ্রতিষেধং কিং ন করোত্যেব, অগ্নিরীক রূপপ্রকাশম্ ? অথ করোতি, যদি করোতি ভবতু তদা প্রতিষেধার্থং প্রমাণং ভবদ্বাক্যম্, অগ্নিচ রূপপ্রকাশকো ভবেৎ ; প্রতিষেধ-বাক্যপ্রামাণ্যে ভবত্যেবোপনিষদাং প্রামাণ্যম্ ; অত্র ভবন্তো ব্রুবন্ত কঃ পরি-হায় ইতি । ৩৪

সিদ্ধান্তরতি—নেত্যাদিনা । তদেব স্মৃতিযুক্তং সামান্তস্যায়মাহ—প্রমাণন্তেতি । স্বার্থে প্রমোৎপাদকত্বাত্যবেহপি প্রামাণ্যমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—অন্তর্থেতি । যথোক্তপ্রযোজকপ্রযুক্তং প্রামাণ্যমপ্রামাণ্যং বেতোতস্মিন্ পক্ষে কিং ফলভীতি পৃচ্ছতি—কিঞ্চেতি । তত্র কিমুপনিষদঃ স্বার্থং বোধয়ন্তি ন বেতি বিকল্প আভ্যমন্ত দুযয়তি—যদি তাবদिति । দ্বিতীয়মুপাধ্য নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা । অগ্নির্ধৃতা শীতং ন করোতি, তথোপনিষদোহপি ব্রহ্মৈকত্বে প্রমাণং ন কুর্বন্তীতি বদন্ত্য প্রতি প্রতিবন্ধিগ্রহে । ন যুক্তোহনুভববিরোধাদিত্যাশঙ্কাহ—যদীতি । তর্হি স্বার্থে-অমিতিগ্ননকত্বাভাক্ত প্রামাণ্যং তাদিত্যাশঙ্কাহ—প্রতিষেধেতি । উপনিষদ-প্রামাণ্যে ভবদ্বাক্যপ্রামাণ্যং, তৎপ্রামাণ্যে তুপনিষৎপ্রামাণ্যং দুর্যায়মিতি সাম্যে প্রাপ্তে ব্যবস্থাপকঃ সমাধিকল্পব্য ইত্যাহ—অত্রোতি । ৩৪

নযত্র প্রত্যক্ষা মদ্বাক্যে উপনিষৎপ্রামাণ্যপ্রতিষেধার্থপ্রতিপত্তিঃ, অগ্নৌ চ রূপ-প্রকাশনপ্রতিপত্তিঃ প্রমাণং ; কন্তর্হি ভবতঃ প্রদেবো ব্রহ্মৈকত্বপ্রত্যয়ে—প্রমাণং প্রত্যক্ষাং কুর্বন্তীযু উপনিষৎসু উপলভ্যমানাসু ? প্রতিষেধানুপপত্তেঃ । শৌক-মোহাদিনিবৃতিশ্চ প্রত্যক্ষং ফলং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্তিপারম্পর্য্যজ্ঞানিতমিত্যেবাচাম । তস্মাদুক্তোত্তরতাদুপনিষদং প্রতি অপ্রামাণ্যশঙ্কা তাবদাস্তি । ৩৫

উক্তমেবার্থং চোক্তসমাধিভ্যাং বিশদয়তি—নহিত্যাদিনা । প্রতিষেধমদীকৃত্যোক্তা যথোক্তো-পনিষদুপলভ্যে সত্তি তত্ত নিরবকাশত্বাৎ প্রদেবানুপপত্তিরিত্যাহ—প্রতিষেধেতি । উপনিষদুপায়া-ধিরো বৈকল্যাভাসামমানতেত্যাশঙ্কাহ—শৌকেতি । একত্বপ্রতিপত্তিস্তাবদাপাতেন জায়তে, সা চ বিচোরঃ প্রযুক্তা মননাদি দ্বারা দৃঢ়ীভবতি । সা পুনরশেষং শৌকাদিকমপনয়তীতি পারম্পর্য্যজ্ঞানিতং ফলমিতি ব্রটব্যম্ । স্বার্থে প্রমাজনকত্বাদুপনিষদাং প্রামাণ্যমিত্যুক্তমুপ-সংহরতি—তস্মাদিতি । ৩৫

যচ্ছোক্তং স্বার্থবিধাতকরত্বাদপ্রামাণ্যমিতি ; তদপি ন, তদর্থপ্রতিপত্তের্কীধকা-ভাবাৎ । ন হি উপনিষন্ত্যো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্, নৈব চ,—ইতি প্রতিপত্তিরন্তি—যথা অগ্নিরূকঃ শীতশ্চেত্যাদ্যাকাং বিরুদ্ধার্থদ্বয়প্রতিপত্তিঃ । অভ্যুপগম্য চৈতদবোচাম ; ন তু বাক্যপ্রামাণ্যসময়ে এষ ত্রায়ঃ—যত একম্ বাক্যস্থানে— কার্থ্যম্ ; সতি চানেকার্থত্বে স্বার্থশ্চ স্তাৎ, তদ্বিধাতকুচ্চ বিরুদ্ধোহন্তোহর্থঃ ।—ন

যেতৎ বাক্যপ্রমাণকানাং বিরুদ্ধমবিরুদ্ধকৈকং বাক্যমনেকমর্থং প্রতিপাদয়তীত্যেক
সময়ঃ ; অর্থৈকত্বাচ্চ একবাক্যতা । ৩৬

প্রামাণ্যহেতুসম্ভাব্যপনিষদাং প্রামাণ্য প্রতিপাত্ত তদপ্রামাণ্য পরোক্তমযুবদতি—
যচ্চোক্তমিতি । কথং হি তাসাং বার্থবিঘাতকথং ? কিং তাভ্যো ব্রহ্মৈকমেবাধিত্যঃ নৈব
চেতি প্রতিপত্তিরূপপ্ৰত্যে, কিং বা কান্দিদুব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্তিমন্ত্রাশোপনিষদন্তঃপ্রতিবেদ্যং
কুর্ব্বতীতি বিকল্যাতঃ দূষয়তি—তদপি নেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি । একস্ত বাক্য-
স্তানেকার্থব্রহ্মীকৃত্য বৈবক্ষ্যোদাহরণদ্বক্তনিত্যাহ—অভূপগম্যোতি । তত্ত্বাদীকারবাদেহে হেতু-
মাহ—ন দ্বিতি । উক্তমর্থঃ ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—সতি চেতি । ভবৎকেষু বাক্য-
স্তানেকার্থত্বং, নেতাহ—ন দ্বিতি । কথং হি তেহাং সমন্বয়োহ—অর্থৈকত্বাদিতি । তদ্বক্তঃ
প্রথমে তত্ত্বে—অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাক্ষ্যং চেদিত্যগঃ স্তাদিতি । ৩৬

ন চ কানিচিহ্নপনিষদাক্যানি ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিবেদ্যং কুর্ব্বন্তি । যত্ন লৌকিকং
বাক্যম্—অগ্নিরূক্ষঃ শীতশ্চেতি, ন তত্রৈকবাক্যতা, তদেকদেশস্ত প্রমাণান্তর-
বিষয়ানুবাদিত্যাং—অগ্নিঃ শীত ইত্যেতদেকং বাক্যম্ ; অগ্নিরূক্ষ ইতি তু প্রমাণান্ত-
রানুভবস্মারকম্, ন তু স্বয়মর্থাববোধকম্ ; অতো ন অগ্নিঃ শীতঃ ইত্যনেনৈক-
বাক্যতা, প্রমাণান্তরানুভবস্মারকেনৈবোপক্ষীণত্যাং । যত্ন বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক-
মিদং বাক্যমিতি যত্তে, তৎ শীতোক্ষপদাভ্যাম্ অগ্নিপদসামাধিকরণ্যপ্রয়োগ-
নিমিত্তা ভ্রান্তিঃ ; ন য়েবৈকস্ত বাক্যস্তানেকার্থত্বং লৌকিকস্ত বৈদিকস্ত বা । ৩৭

দ্বিতীয়ঃ দূষয়তি—ন চেতি । একস্ত বাক্যস্তানেকার্থত্বং লোকে দৃষ্টমিত্যাপন্যাহ—যদ্বিতি ।
তদেকদেশন্তেতাদিবাক্যং বিবৃণোতি—অগ্নিরিতি । অনুবাদকবোধকভাগ্যোরেকবাক্যত্যা-
ভাবঃ কনিতমাহ—অত ইতি । হেতুর্দ্বন্দ্বমেব দৃষ্টয়তি—প্রমাণান্তরেতি । শীতঃ শৈলিরো-
হগ্নিরিত্যেতদ্বোধকমেব চেবাক্যং, কথং তদ্বি তত্র লোকস্ত বিরুদ্ধার্থবীরিত্যাপন্যাহ—যদ্বিতি । ৩৭

যচ্চোক্তং—কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্য-বিঘাতকুহ্পনিষদাক্যমিতি ; তন্ন, অতীর্থত্যাং ।
ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপর্য হি উপনিষদঃ ন ইষ্টার্থপ্রাপ্তৌ সাধনোপদেশঃ, তস্মিন্ বা
পুরুষনিয়োগং বারয়ন্তি, অনেকার্থত্বানুপপত্তেরেব । ন চ কর্ম্মকাণ্ডবাক্যানাং
স্বার্থে প্রমা নোৎপত্ততে ; অসাধারণে চেৎ স্বার্থে প্রমাম্ উৎপাদয়তি বাক্যম্,
কুতোহন্তেন বিরোধঃ স্ত্যাং । ৩৮

স্বার্থবিঘাতকত্বানপ্রামাণ্যমুপনিষদানিত্যেতদ্বিরাকৃত্য চোক্তান্তরমন্ড নিরাকরোতি—
যচ্চোক্তাদিনা । তদ্বিহিতীষ্টার্থপ্রাপকসাধনোক্তিঃ । ননুপনিষদাক্যং ব্রহ্মৈকত্বং সাক্ষ্যংপ্রতি-
পাদয়ন্ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবিঘাতকমিতি চেৎ, তত্র তদপ্রামাণ্যমহুৎপত্তিলক্ষণং বিপর্যাস-
লক্ষণং বেতি বিকলান্তরমন্ড দূষয়তি—ন চেতি । বিদিতপদ-স্তদর্থসদন্তেকীকার্থস্তাহবিদন্তদর্থেষু
প্রবোৎপত্তির্দর্শনাদিত্যর্থঃ । স্বার্থে প্রমামুৎপাদয়দপি বাক্যং মানান্তরবিরোধাদপ্রামাণ্যমিত্যা-
পন্যাহ—অসাধারণে চেদিতি । স্বগোচরশূন্যং প্রমাণানানিত্যর্থঃ । ৩৮

ব্রহ্মৈকত্বে নির্বিষয়ত্বাৎ প্রমা নোৎপত্তত এবতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ
প্রমায়াঃ । “দর্শপূর্ণমাসাত্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত ।” “ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ” ইত্যেব-
মাদিবাচ্যোক্তাঃ প্রত্যক্ষা প্রমা জায়মানা, সা নৈব ভবিষ্যতি, যদ্যপনিষদো ব্রহ্মৈকত্বং
বোধয়িষ্যন্তীত্যহুমানম্ । ন চাহুমানং প্রত্যক্ষবিরোধে প্রামাণ্যং লভতে ; তস্মাদস-
দেবৈতকীয়তে—প্রমৈব নোৎপত্তত ইতি । ৩৯

বিমতঃ ন এসোৎপাদকং অমাগাপকৃতবিষয়ত্বাদহুগাঘিবাচ্যবদিতি শব্দে—ব্রহ্মৈতি ।
অত্যক্ষবিরোধাদহুমানমনবকাশমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । ৩৯

অপি চ, যথাপ্রাপ্তশ্চেবাভিহা-প্রতাপস্থাপিতস্য ক্রিয়াকারকফলশ্রাশ্রয়ণেন
ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারোপায়সামান্ত্রে প্রবৃন্তস্য তদ্বিশেষমজ্ঞানতত্ত্বদাচক্ষাণা শ্রুতিঃ
ক্রিয়াকারকফলভেদস্য লোকপ্রসিদ্ধস্য সত্যতামসত্যতাং বা নাচষ্টে, ন চ বারয়তি,
ইষ্টানিষ্টফলপ্রাপ্তিপরিহারোপায়বিধিপরিহাৎ । ৪০

ইতচ্চ কর্মকাণ্ডস্য নাপ্রামাণ্যমিতি বদন্ দ্বিতীয়ঃ প্রত্যাহ—অপি চেতি । যথাপ্রাপ্ত-
শ্চেতাশ্চৈব বাধ্যানমবিচা-প্রতাপস্থাপিতশ্চেতি । সাধ্যসাধনসম্বন্ধবোধকস্য কর্মকাণ্ডস্য ন
বিপধ্যাসাঃ, মিথার্থত্বেহপি তত্ত্বার্থক্রিয়াকারিত্বসামর্থ্যানপহার্যাং প্রামাণ্যোপপত্তিরিতি
ভাবঃ । ৪০

যথা কাম্যেযু প্রবৃত্তা শ্রুতিঃ কামানাং মিথ্যাজ্ঞানপ্রভবত্বে সত্যপি যথাপ্রাপ্ত-
নৈব কামাহুপাদায় তৎসাধনাত্তেব বিধস্তে, ন তু—কামানাং মিথ্যাজ্ঞানপ্রভবত্বা-
দনর্থরূপত্বেতি ন বিদধাতি ; তথা নিত্যাগ্নিহোত্রাদিশাস্ত্রমপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রভবং
ক্রিয়াকারকভেদং যথাপ্রাপ্তমেবাদায় ইষ্টবিশেষপ্রাপ্তিম্ অনিষ্টবিশেষপরিহারং বা
কিমপি প্রয়োজনং পশ্যৎ অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মণি বিধস্তে, ন অবিচাগোচরা-
সদ্বস্তবিষয়মিতি ন প্রবর্ততে,—যথা কাম্যেযু । ন চ পুরুষা ন প্রবর্তেয়ন্
অবিচাবস্তঃ, দৃষ্টত্বাৎ,—যথা কামিনঃ । বিচাবতামেব কর্ম্মাধিকার ইতি চেৎ ;
ন, ব্রহ্মৈকত্ববিদ্যায়াং কর্ম্মাধিকারবিরোধশ্চোক্তত্বাৎ । এতেন ব্রহ্মৈকত্বে নির্বি-
ষয়ত্বাহুপদেশেন তদগ্রহণফলাভাবদোষ-পরিহার উক্তো বেদিতব্যঃ । ৪১

নমু কর্ম্মকাণ্ডস্য মিথার্থত্বে মিথ্যাজ্ঞানপ্রভবত্বাদনর্থনিষ্টত্বেনাপ্রবর্তকত্বাদপ্রামাণ্যমত আহ—
যথেনিতি । বিমতমপ্রমাণং মিথার্থত্বাভিপ্রলম্বকব্যাক্যবদিত্যাশক্য ব্যভিচারমাহ—যথা কাম্যে-
ষিতি । অগ্নিহোত্রাদিষু কাম্যেযু কর্ম্মহ মিথ্যাজ্ঞানজনিতং মিথ্যাত্বতঃ কামমুপাদায় শাস্ত্র-
প্রবৃত্তিব্রিত্তিভোপি তেযু সাধনমসদেবাদায় শাস্ত্রং প্রবর্ততাং, তথাপি বুদ্ধিমত্তো ন প্রবর্তিষ্যন্তে,
বেদান্তেভান্তমিথ্যাত্বাবগমাদিত্যাশক্যাহ—ন চেতি ।

অবিচাবতাং কর্ম্মহ প্রবৃত্তিমাক্ষিপতি—বিচাবতামেবেতি । ত্রব্যাদেবতাদিজ্ঞানং বা
ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞানং বা কর্ম্মহ প্রবর্তকমিতি বিকলানুসঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ঃ দুষয়তি—নেত্যাদিনা । কর্ম্ম-

কাণ্ডপ্রামাণ্যাদুপপত্তিরিত্যচাৰ্মৰ্থপত্তিঃ নিরাকৃত্য দ্বিতীয়াৰ্মৰ্থপত্তিমতিদেপেন নিরাকরোতি—
এতেনেতি । কল্পকাণ্ডতাজ্ঞঃ প্রতি সার্বকৰ্ষোপপাদনেনেতি যাবৎ । ৪১

পুরুষেচ্ছাৱাগাদিবৈচিত্র্যাক্ষ—অনেকা হি পুরুষাণাং ইচ্ছা ৱাগাদয়শ্চ দোবা
বিচিত্রাঃ ; ততশ্চ বাহুবিশয়-ৱাগান্তপহতচেতসো ন শাস্ত্রং নিবৰ্ত্তয়িতুং শক্তম্ ; নাপি
স্বভাবতো বাহুবিশয়বিরক্তচেতসো বিষয়েষু প্রবৰ্ত্তয়িতুং শক্তম্ ; কিন্তু শাস্ত্রাদেতা-
বদেব ভবতি—ইদমিষ্টসাধনমিদম্ অনিষ্টসাধনমিতি সাধ্যসাধনসম্বন্ধবিশেষাভি-
ব্যক্তিঃ—প্রদীপাদিবৎ তমসি রূপাদিজ্ঞানম্ ; ন তু শাস্ত্রং ভূত্যানিব বলাৎ নিবৰ্ত্তয়তি
নিয়োজয়তি বা ; দৃশুস্তে হি পুরুষা ৱাগাদিগৌরবাৎ শাস্ত্রমপ্যতিক্রামন্তঃ । তস্মাৎ
পুরুষমতিবৈচিত্র্যমপেক্ষা সাধ্যসাধনসম্বন্ধবিশেষান্ অনেকধোপদিশতি । ৪২

নহু কৰ্মকাণ্ডঃ সৰ্বকঃ বোধয়ৎপ্রবৃত্তাদিপৰমতো ৱাগাদিবশান্তদযোগাচ্ছাত্রীঃপ্রবৃত্তাদি-
বিশয়স্ত বৈতস্ত সত্যমন্তথা তবিশয়বাদুপপত্তিরিত্যৰ্থপত্ত্যন্তরমাত্মমিত, তত্রাহ—পুরুষে-
চ্ছেতি । ন প্রবৃত্তিনিবৃত্তী শাস্ত্রবশাদিতি শেবঃ । তদেব স্মৃটয়তি—অনেকা হীতি । শাস্ত্রস্তা-
কারকত্বাৎ প্রবৰ্ত্তকত্বাত্ভাবমুক্তা তত্রৈব বৃত্তান্তরমাহ—দৃশুস্তে হীতি । তর্হি শাস্ত্রস্ত কিং
কৃত্যমিত্যশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । ৪২

তত্র পুরুষাঃ স্বয়মেব যথাকৃতি সাধনবিশেষেষু প্রবৰ্ত্তন্তে, শাস্ত্রস্ত সবিতৃ-
প্রদীপাদিবদ্রূপান্ত এব । তথা কশ্চচিৎ পরোহপি পুরুষার্থঃ অপুরুষার্থবদবভাসতে ;
যস্ত যথাবভাসঃ, স তথাক্রপং পুরুষার্থং পশ্যতি ; তদমুরূপাণি সাধনান্যুপাদিৎসতে ।
তথা চার্ধবাদোহপি—“ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমুযুঃ”
ইত্যাদিঃ । তস্মাৎ ন ব্রহ্মৈকত্বং প্রাপয়িষ্যন্তো বেদান্তা বিধিশাস্ত্রস্ত বাধকঃ । ন
চ বিধিশাস্ত্রমেতাবতা নিব্বিবরণ্য স্মাৎ, নাপি উক্তকারকাদিভেদং বিধিশাস্ত্রম্ উপ-
নিষদাৎ ব্রহ্মৈকত্বং প্রতি প্রামাণ্যং নিবৰ্ত্তয়তি ; স্ববিশয়মুরাণি হি প্রামাণ্যনি
শ্রোত্রাদিবৎ । ৪৩

তত্র সৰ্বকবিশেষোপদেশে সতীতি যাবৎ । যথাকৃতি পুরুষাণাং প্রবৃত্তিভেৎ পরমপুরুষার্থং
কৈবল্যমুদ্ভিক্ত সমাগজ্ঞানসিক্ষরে তদুপায়প্রবণাদিহু সংস্তাসপুষ্কিকা প্রবৃত্তিঃ বুদ্ধিপূর্বকারিণা-
মুচিত্তেত্যশঙ্ক্যাহ—তথেনিতি । ৱাগাদিবৈচিত্র্যাদুসারেণেনিতি যাবৎ । উক্তং হি—

‘অপি বৃলাবনে শূন্তে শৃগালভং স ইচ্ছতি ।

নতু নির্বিষয়ং মোক্ষং গন্তমহঁতি গোতম’ । ইত্যাদি ।

তর্হি কথং পুরুষার্থবিবেকসিদ্ধিত্তত্রাহ—যন্তেতি । পুরুষার্থদর্শনকার্য্যমাহ—তদমুরূপাণীতি ।
যান্তিপ্রায়াদুসারেণ পুরুষাণাং পুরুষার্থপ্রতিপত্তিরিত্যত্র গমকমাহ—তথা চেতি । যথা দকারত্বরে
প্রজাপতিনোক্তে দেবায়ঃ যান্তিপ্রায়েণ দমাত্ত্বত্রয়ঃ অগ্রহন্তথা যান্তিপ্রায়বশাদেব পুরুষাণাং
পুরুষার্থপ্রতিপত্তিরিত্যৰ্থবাদতোহবগতমিত্যর্থঃ । পূর্বোক্তরকাণ্ডেরাবিরোধমুপসংহরতি—তস্মা-
দিতি । একস্ত বাক্যস্ত ত্বর্থব্যবোধাদিতি যাবৎ ।

অর্থাধাক্ষমাপ্যাহ—ন চেতি । এতাবতা বেদান্তানাং ব্রহ্মৈকত্বাপকল্পমাত্রেণৈতৎ ।
বেদান্তানামধাক্ষমেষুপি কর্মকাণ্ডস্ত তৎপ্রামাণ্যনিবর্তকত্বমতীত্যাশঙ্ক্যাহ—নাগীতি । ৪৩

তত্র পণ্ডিতম্ভাঃ কেচিৎ স্বচিন্তবশাৎ সর্বং প্রমাণমিতরেতরবিরুদ্ধং মন্তন্তে
তথা প্রত্যক্ষাদিবিরোধমপি চোদয়ন্তি ব্রহ্মৈকত্বে,—শব্দাদয়ঃ কিম শ্রোত্রাদিবিষয়া
ভিন্নাঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যন্তে ; ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতাং প্রত্যক্ষবিরোধঃ স্মাৎ ; তথা
শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদ্যুপলকারঃ কর্তারশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রতিশরীরং ভিন্না অমুমীয়ন্তে
সংসারিণঃ ; তত্র ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতামমুমানবিরোধশ্চ । তথাচ আগম-বিরোধং
বদন্তি—“গ্রামকামো যজ্ঞেত”, “পশুকামো যজ্ঞেত”, “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেব-
মাদিবাক্যেভ্যঃ গ্রামপশুস্বর্গাদিকামাস্তৎসাধনাত্মহুষ্ঠাতারশ্চ ভিন্না অবগম্যন্তে । ৪৪

ষপক্ষে সর্ববিরোধনিরাসযায়া ষাৰ্ধে বেদান্তানাং প্রামাণ্যমুক্তং ; সংপ্রতি তাত্ত্বিকপক্ষ-
মুখাপয়তি—তত্রোতি । একো শাস্ত্রগম্যে স্বীকৃতে সতীতি যাবৎ । সর্বপ্রমাণমিত্যাগমবাক্যং
প্রত্যক্ষাদি চেত্বার্থঃ । কথমেক্যাবৈদক্যমাগমবাক্যং প্রত্যক্ষাদিনা বিরুদ্ধতে, তত্রাহ—তথেষতি ।
যথা ব্রহ্মৈকত্বে প্রবৃত্তস্ত শাস্ত্রস্ত প্রত্যক্ষাদিবিরোধং মন্তন্তে, তথা তদ্বদান্ প্রতি চোদয়ন্তাগীতি
যোজন্য ।

তত্র প্রত্যক্ষবিরোধং প্রকটয়তি—শব্দাদয় ইতি । সংপ্রত্যমুমানবিরোধমাহ—তথেষতি ।
ষদেহসমবেতচেষ্টোতুল্যচেষ্টো দেহান্তরে দৃষ্টা, সা চ প্রযত্নবৎপূর্ব্বিকা বিশিষ্টচেষ্টাভ্যাং সংমত-
বদিতামুমানবিরুদ্ধমবৈতশাস্ত্রমিত্যর্থঃ । তত্রৈব প্রমাণান্তরবিরোধমাহ—তথা চেতি । ৪৪

অত্রোচ্যতে—তে তু কুতর্কদুর্বিভাস্তঃকরণা ব্রাহ্মণাদিবিবর্ণাপসদা অমুকম্পনীয়াঃ
—আগমার্থবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়বুদ্ধয় ইতি । কথম্ ? শ্রোত্রাদিঘোরৈঃ শব্দাদিভিঃ
প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানৈর্ব্রহ্মণ একত্বং বিরুদ্ধতে—ইতি বদন্তো বক্তব্যঃ—কিং
শব্দাদীনাং ভেদেনাকাশৈকত্বং বিরুদ্ধতে ? ইতি । অথ ন বিরুদ্ধতে ; ন তর্হি
প্রত্যক্ষবিরোধঃ । ৪৫

মানদ্রব্যবিরোধাৎ ন ব্রহ্মৈক্যমিতি প্রাপ্তে প্রত্যাহ—তে তু কুতর্কেতি । ইতি দৃষ্টতা-
ভেদামিতি শেবঃ । বৈশ্বাত্মাহিপ্রমাণবিরুদ্ধমবৈতমিতি বদতাং কথং শোচ্যতেতি পৃচ্ছতি—
কথমিতি । তত্র ব্রহ্মৈকত্বে প্রত্যক্ষবিরোধং পরিহরতি—শ্রোত্রাদীতি । তথাধে তদেকত্বা-
ভূপগমবিরোধঃ স্মাদিতি শেবঃ । যথা সর্বভূতস্বমেকমাকাশমিত্যত্র ন শব্দাদিভেদগ্রাহি-
প্রত্যক্ষবিরোধত্বৈকং ব্রহ্মৈক্যত্বাপি ন তবিরোধোহতীত্যাহ—অথেষতি । তস্ত কল্পিতভেদ-
বিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ । ৪৬

যচ্চোক্তম্ প্রতিশরীরং শব্দাদ্যুপলকারো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্তারো ভিন্না অমু-
মীয়ন্তে ; তথাচ, ব্রহ্মৈকত্বে অমুমানবিরোধঃ—ইতি ভিন্নাঃ কৈরমুমীয়ন্ত ইতি
প্রষ্টব্যঃ । ৪৬

অমুমানবিরোধং পরোক্তমমুবদতি—বচেষতি । যা চেষ্টা সা প্রযত্নবৎপূর্ব্বিকেত্যেতাবতা

নাস্তভেদঃ, ব্রহ্মব্রহ্মপূৰ্ণকল্পস্তাপি সম্ভবাৎ, অমূলকবিবরোধে ব্রহ্মমানন্তৈবামুখানাং, ব্রহ্মহেচেষ্টায়াঃ
ব্রহ্মব্রহ্মপূৰ্ণকল্পবৎ পরব্রহ্মহেচেষ্টায়াস্তদ্বৎপূৰ্ণকল্পে চার্যাবেব ব্রহ্মরভেদঃ সিম্বোৎ, স চ নাধাক্ষাৎ
পরস্তানধাক্ষারামুখানামন্তোস্তাশ্রাদিত্যাশ্রয়বানাহ—ভিন্না ইতি । ৪৬

অথ যদি ক্রয়ঃ—সৰ্বৈরম্মাভিরমুমানকুশলৈরিতি ! কে যুগ্মমুমানকুশলাঃ ?
ইত্যেবং পৃষ্ঠানং কিমুত্তরম্ ? শরীরেন্দ্রিয়মনআত্মস্থ চ প্রত্যেকমমুমানকৌশল-
প্রত্যাখ্যানে, শরীরেন্দ্রিয়মনঃসাধনা আত্মানো বয়মমুমানকুশলাঃ, অনেককারক-
সাধ্যত্বাৎ ক্রিয়াগাম্—ইতি চেৎ । ৪৭

যোবাস্তরাভিধিংসরা শব্দরতি—অপেতি । অম্মদর্থঃ পৃচ্ছতি—কে ব্রহ্মমিতি । স হি ব্রহ্ম-
মেহো বা করণজাতঃ বা দেহব্রহ্মাদন্তো বা । নাভৌ, তত্ত্বোরচেনতদ্বাদমুমাভূত্বাধোগাৎ । ন
তৃতীয়তত্ত্বাবিকারিবাধিতি ভাবঃ । কিং শব্দস্ত প্রদ্বার্ততাং মত্বা পূৰ্ব্ববাচ্যাহ—শরীরেতি । আত্মা
মেহাদিবিষয়সাধনবিশিষ্টোহমুমাভ্য ক্রিয়াগামনেককারকসাধ্যত্বাদেবঃ বিশিষ্টাঙ্গকৰ্তৃকামুমানাৎ
প্রতিদেহমাস্তভেদবীরতিার্থঃ । ৪৭

এবং তর্হি অমুমানকৌশলে ভবতামনেকত্বপ্রসঙ্গঃ । অনেককারকসাধ্যা হি
ক্রিয়েতি ভবন্তিরেবাভূতাপগতম্ । তত্রাহুমানং চ ক্রিয়া, সা শরীরেন্দ্রিয়মন-আত্ম-
সাধনৈঃ কারকৈরাত্মকৰ্তৃকা নির্কর্তৃভাভে—ইত্যেতৎ প্রতিজ্ঞাতম্ । তত্র ‘বয়মমু-
মানকুশলাঃ’ ইত্যেবং বদন্তিঃ শরীরেন্দ্রিয়মনঃসাধনা আত্মানঃ প্রত্যেকং বয়মনেকে
—ইত্যভূতাপগতং জ্ঞাৎ ; অহো অমুমানকৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তাকিক-
বলীবর্দৈঃ ! যো হি আত্মানমেব ন জ্ঞান্নাতি, স কথং শূদ্রস্তদগতং ভেদমভেদং বা
জানীয়াৎ । ৪৮ ১১/৪✓

বিশিষ্টাঙ্গান্নোহমুমানকৰ্তৃক্বে ক্রিয়াগামনেককারকসাধ্যত্বাদিতি হেতুশ্চেষ্টন্য তব দেহা-
শেষ্টৈকৈকত্বাপানেকত্বঃ স্তাদিত্যুত্তরমাহ—এবং তর্হীতি । তদেব বিবৃণোতি অনেকতি ।
আত্মনো দেহাদীনং চাহুমানকারকাণাং প্রত্যেকমবাস্তরক্রিয়া অস্তি, বহ্মাদিশু তথা দর্শনাৎ, তথা
চাঙ্গান্নোহবাস্তরক্রিয়া কিমনেককারকসাধ্যা ? কিং বা ন ? আত্মত্বপ্যাত্মাতিরিক্তানেককারক-
সাধ্যা ? কিং বা তদনতিরিক্ত-তৎসাধ্যা বা ? নাভোহনবহ্মানাং । দ্বিতীয়ে স্বাত্মনোহনেকত্বাপস্তে-
নৈরাস্ত্রাং স্তাৎ, ন চাবাস্তরক্রিয়া নানেককারকসাধ্যা, প্রধানক্রিয়ায়মপি তথাৎপ্রসঙ্গাৎ, । এতেন
দেহাদিধিপি কারকত্বঃপ্রত্যুক্তমিতি ভাবঃ । বহ্মাস্ত্রাহংস্রপ্রতিযোগিকভেদবান্ বস্তৃত্বাৎ, ঘটবদিতি ।
তত্রাস্ত্রা প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বেতি বিকল্পা দ্বিতীয়ঃ প্রত্যাহ—যো হীতি । ৪৮

তত্র কিমমুনোতি ? কেন বা লিঙ্গেন ? ন হি আত্মনঃ স্বতো ভেদপ্রতি-
পাদকং কিঞ্চিৎ লিঙ্গমস্তি, যেন লিঙ্গেনাত্মভেদং সাধয়েৎ । যানি লিঙ্গানি আত্ম-
ভেদসাধনায় নামরূপবস্তি উপশ্রুতস্তি, তানি নামরূপগতানি উপাধাঃ এবাস্ত্রনঃ—
ঘটকল্পকাপদারকভৃচ্ছিদ্রাণীবাকাশস্ত । যদা আকাশস্ত ভেদলিঙ্গং পশ্যতি, তদা
আত্মনোহপি ভেদলিঙ্গং লভেত সঃ ; ন হ্যাত্মনঃ পরতো বিশেষমভ্যুপগচ্ছতি-

স্তাৰ্দ্ধিকশতৈরপি ভেদলিঙ্গমাশ্রনো দর্শয়িতুং শক্যতে ; স্বতস্ত দূরাদপনীতমেব,
অবিষয়বাদাশ্রয়নঃ । ৪৯

প্রতিপন্নত্বপক্ষেপি ভেদেনাভেদেন বা তৎপ্রতিপত্তিঃ ? উত্তরথাংপি নামুমানপ্রবৃত্তিরিত্যাহ
—তত্রৈতি । ইতস্তান্নভেদানুমানানুমানমিত্যাহ—কেনেতি । কিংশকস্তাক্ষেপার্থং দৃষ্টম্ভূতি—
ন হীতি । অম্মাদীনাম্ প্রতিনিয়মাদিলিঙ্গবশাবাস্তভেদঃ সংসৃত্তি চেত্তেত্যাহ—যানীতি ।
আশ্রয়নঃ সন্মাতীরভেদে লিঙ্গাভাবং দৃষ্টাস্থেন সাধয়তি—যদেতি । কিংচৌপাধিকো বা
বাস্তাবিকো বা আস্তভেদঃ সাধ্যতে, নাচঃ, সিদ্ধসাধ্যবাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—ন হীতি । ন দ্বিতীয়
ইত্যাহ—স্বত্বিতি । ৪৯

যদ্যৎ পর আত্মধর্মত্বেনাভ্যুপগচ্ছতি, তস্মৈ তস্মৈ নামরূপাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ,
নামরূপাত্ম্যং চ আত্মনোহস্তত্বাভ্যুপগমাৎ, “আকাশো বৈ নামরূপয়ো-
নির্ধরিতা, তে যদন্তরা, তদ ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ, “নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি
চ । উৎপত্তিপ্রলয়াত্মকে হি নামরূপে, তদ্বিলক্ষণং চ ব্রহ্ম, অতঃ অনুমানশ্চৈবা-
বিষয়তাং কুতোহনুমানবিরোধঃ । এতেন আগমবিরোধঃ প্রত्यूক্তঃ । ৫০

আত্মা ব্রহ্মত্বাতিরিক্তাপরমাতীরোহস্তাবগবিশেষভগবৎবাদে ঘটবদিত্যনুমানান্তরমাপেক্ষান্তরা-
সিদ্ধিঃ দর্শয়তি—যদ্যদেতি । তাত্ম্যামাত্মনোহস্তত্বাভ্যুপগমে মানমুপস্থত্বতি—আকাশ ইতি ।
স্তত্রৈবোপপত্তিমাহ—উৎপত্তীতি । অনুমানাবিরোধমুপসংহরতি—অত ইতি । আগমবিরোধ-
মুক্তস্তাত্ম্যাদিশেন নিরাকরোতি—এতেনেতি । ঔপাধিকভেদাশ্রয়েন ব্যবহারস্তোপপন্নত্বোপ-
দর্শনেতি যাবৎ । ৫০

যদ্বক্তৃং ব্রহ্মৈকত্বে যত্মৈ উপদেশঃ, যস্মৈ চোপদেশগ্রহণফলম্, তদভাবাদেকত্বো-
পদেশানর্থক্যমিতি ; তদপি ন ; অনেককারকসাধ্যত্বাৎ ক্রিয়াণাং কশ্চোতো
ভবতি ? একস্মিন ব্রহ্মণি নিরূপাধিকে নোপদেশঃ, নোপদেশো, ন চোপদেশগ্রহণ-
ফলম্ ; তস্মাদুপনিষদাং আনর্থক্যমিত্যেতদভ্যুপগতমেব । অথ অনেককারক-
বিষয়ানর্থক্যং চোত্ততে ; ন, স্বতোহভ্যুপগমবিরোধাদানুবাদিনাম্ । ৫১

প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরবেতস্তাবিরোধেংপি স্তাবিরোধোহর্থাপত্ত্যেতি চেৎ, অত আহ—যদ্বক্তৃ-
মিতি । উপদেশো যত্মৈ ক্রিয়তে, যস্মৈ চোপদেশগ্রহণফলম্ ফলং, তয়োত্রৈকৈকত্বে সত্যুপদেশা-
নর্থক্যমিত্যনুবাদার্থঃ । কিং ক্রিয়াগমনেককারকসাধ্যত্বাদেবং চোত্ততে ? কিং বা ব্রহ্মণো নিত্য-
মুক্তত্বাৎ ? ইতি বিকল্যাচ্চ দৃষয়তি—তদপীতি । তানামনেককারকসাধ্যত্বস্য প্রত্যাদস্তবাদিতি
ভাবঃ । যদি ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বাভিপ্রায়েণোপদেশানর্থক্যং চোত্ততে, তত্র নিত্যমুক্তে ব্রহ্মণি
জ্ঞাত্তেজ্ঞাত্তে বা তদানর্থক্যং চোত্ততে ইতি বিকল্যাচ্চমঙ্গীকরোতি—একস্মিন্নিতি । দ্বিতীয়-
অুপপত্তি—অপেতি । উপদেশস্তাবনেকত্বাৎ সাধ্যত্বাৎ বিষয়স্তদানর্থক্যমজ্ঞাত্তে নিত্যমুক্তে
ব্রহ্মণি চোত্ততে চেদিত্যর্থঃ । সর্গৈরানুবাদিভিন্নপদেশস্তাজ্ঞানার্থমিষ্টত্বাভিপ্রোবাদজ্ঞাত্তে ব্রহ্মণি
স্তদানর্থক্য-চোত্তমুপপত্তিমিত্যাহ—ন স্বত ইতি । ৫১

তস্মাৎ তাক্ষিক-চাটতটরাজাপ্রবেশম্ অভয়ং হৃগমিদম্ অন্নবৃক্ষাগম্য শাস্ত্র-
গুরুপ্রসাদমহিতৈশ্চ । “কন্তুং মদ্যমদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমহিতি”, “দেবৈরত্রাপি
বিচিকিৎসিতং পূরা”, “নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়া”—বরপ্রসাদলভ্য-ঐতিহ্য-
বাদেভ্যশ্চ, “তদেজতি তদৈজতি তদ্বরে তদন্তিকে” ইত্যাদিবিবৃদ্ধধর্মসমবারিড-
প্রকাশক-মন্তব্যবর্ণেভ্যশ্চ । গীতাসু চ—“মৎস্থানি সর্গভূতানি” ইত্যাদি ; তস্মাৎ
পরব্রহ্মব্যতিরেকেণ সংসারী নাম নাত্তদ্বৎসরমন্তি । তস্মাৎ সৃষ্ট্যতে—“ব্রহ্ম
বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি”, “নাত্তদতোহন্তি ব্রহ্ম-
নাত্তদতোহন্তি শ্রোতৃ” ইত্যাদিঐতিহ্যতেভ্যঃ । তস্মাৎ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সত্যম্
সত্যং নাম উপনিষৎ পরা ॥ ১০০ ॥ ২০ ॥

অথৈতে বিরোধান্তরাভাবেপি তাক্ষিকসময়বিরোধোহস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—তন্মাদিতি । এমাণ-
বিরোধাতাবশ্যার্থঃ । আধর্মধর্মাঃ ভিন্মানাস্টা বিবক্ষ্যন্তে, ভটাস্ত সেবকা মিথ্যাতাষণিঃ,
তেষাং সর্বেষাং রাজানতাক্ষিকাতৈশ্চরপ্রবেশমনাক্রমণীরমিদং ব্রহ্মাত্মৈকভূমিতি বাবৎ । শাস্ত্রাদি-
প্রসাদশূন্যৈরগম্যে এমাণমাহ—কবমিতি । দেবতাদেবেরপ্রসাদেন লভ্যমিত্যত্র ঐতিহ্য-
বাদাঃ সন্তি, তেভ্যশ্চ শাস্ত্রাদিপ্রসাদহীনৈরনভ্যাং ভবমিতি নিশ্চিতমিত্যর্থঃ । শাস্ত্রাদিপ্রসাদ-
বতামেব তথ্যং হৃগমমিত্যত্র শ্রোতাঃ স্মার্ত্তঃ চ লিঙ্গান্তরং দর্শয়তি—তদেজতীতি । ব্রহ্মণোহ-
বিতীতয়ে সর্গপ্রকারবিরোধাতাবে কলিতমাহ—তন্মাদিতি । সংসারিণো ব্রহ্মণোহর্থাত্তরত্বাভাবে
ঐতীনামাহুক্যং দর্শয়তি—তন্মাদিতি । অথৈতে ঐতিহ্যে বিচারনিপন্নমর্থমুপসংহরতি—
তস্মাৎ পরশ্চৈব ॥ ১০০ ॥ ২০ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাদ্যটীকারাং বিতীরাখ্যায়ন্ত এণমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্বে যাহা বলা হইল, তদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত
এই :—সেই উর্গনাভি—মৃত্যুকীট (মাকড়শ) যেমন এক হইয়াও আপনার
অপৃথগ্ভূত সূত্র দ্বারা উপরে উঠে, অথচ তাহার উর্দ্ধগমনে আপনার অতিরিক্ত
অপর কোনও সহায় অপেক্ষা করে না, এবং একই প্রকার অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র-
ক্ষুদ্র বহু দিম্বুল্লিঙ্গ অর্থাৎ ছোট ছোট বহু অগ্নিকণা বহুবিধভাবে অথবা অনেকা-
কারে বহির্গত হয় । উক্ত দৃষ্টান্ত দুইটি যেমন কারকের (ক্রিয়াসাধনের) অভেদেও
প্রভৃতি বা ক্রিয়াগত পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছে, অথচ কার্য্যায়ত্তের পূর্বে একত্ব বা
অভিন্নতাবই বুঝাইতেছে, ঠিক তেমনি এই আত্মা হইতেও, জাগরিত হইবার পূর্বে
বিজ্ঞানময় আত্মার বাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপ হইতে সমস্ত প্রাণ (বাক্-প্রভৃতি
ইন্দ্রিয়), সমস্ত লোক (কর্মফলাদ্বক ভূ-প্রভৃতি স্থান), সমস্ত দেবতা—প্রাণ ও
লোকের অধিপতি অগ্নি প্রভৃতি এবং সমস্ত ভূত (ব্রহ্মাদি ভূগণ্যস্ত) নিঃসৃত হয় ।
[কোন কোন পুস্তকে “সর্গাণি ভূতানি” স্থানে “সর্গ এত আত্মানঃ” পাঠ আছে,

তাহার অর্থ এই যে, উপাধিসম্বন্ধ বশতঃ বাহার আগরিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত আত্মা (শুদ্ধ আত্মা নহে) ; সেই সমস্ত আত্মাই নির্গত হয়] । ১

হাবর-জন্মদাত্ত্বক এই জগৎ বাহা হইতে অগ্নিস্থূলিঙ্গের দ্বারা নিরন্তর নির্গত হয়, বিনাশকালেও জলবৃষ্ণের দ্বারা বাহাতে বিলীন হয়, স্থিতিকালেও যৎস্বরূপে অবস্থান করে ; সেই এই আত্মার উপনিষৎ—উপ অর্থ সমীপ ; আত্ম-সমীপে লইয়া যায় বলিয়া তদ্ব্যচক শব্দকে “উপনিষৎ” বলা হইয়া থাকে । তদ্ব্যচক উপনিষদ শব্দের যে, ঐক্য বিশেষার্থ বুঝাইবার ক্ষমতা আছে, তাহা শাস্ত্র-প্রামাণ্য হইতে অবধারিত হইয়া থাকে । সেই উপনিষদটি কি, তাহা বলিতেছেন—‘সত্যন্ত সত্যম্’ (সত্যেরও সত্য অর্থায় সত্যতা-বিধায়ক) । উপনিষৎ-শব্দটি অলৌকিক (লোকব্যবহারের অতীত) ; সুতরাং উহার অর্থও দুর্বিজ্ঞেয় ; এই জন্ত স্বয়ং ঋতিই উহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—প্রাণসমূহ হইতেছে—সত্য, আত্মা আবার সে সমূহেরও সত্য । পরবর্তী বাক্যদ্বয় ইহারই ব্যাখ্যারূপে উল্লিখিত হইবে । ২

আচ্ছা, উপনিষৎ-ব্যাখ্যায় জন্ত পরবর্তী বাক্যদ্বয় আরম্ভ হয়, হউক ; এখানে কেবল “তন্ত উপনিষদ” (তাহার উপনিষৎ) এই কথামাত্র আছে ; কিন্তু আমরা বুঝিতেছি না যে, এই উপনিষৎ কি প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার ?—যিনি পাণিপেষণে উদ্ভিত এবং শব্দাদি বিষয়োপভোক্তা সংসারী, তাহার নাম ? অথবা অপর কোনও অসংসারীর নাম ? ভাল, ইহা জানাতেই বা ফল কি ? [হাঁ, ফল এই যে,] যদি সংসারীর উপনিষৎ হয়, তবে সংসারীই বিজ্ঞেয় হইবে ; তাহার জ্ঞানেই সর্কার্থ লাভ হইবে, তিনিই ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য হইবেন ; এবং তদ্বিসয়ক বিজ্ঞা বা জ্ঞানই ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে ; আর এই উপনিষৎ যদি অসংসারীর হয়, তাহা হইলে তদ্বিসয়ক বিজ্ঞাই ব্রহ্মবিজ্ঞা হইবে, এবং তাদৃশ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই সর্কার্থ সাধিত হইবে । অবশ্য, শাস্ত্র-প্রামাণ্যের বলেই যথোক্ত বিষয়গুলি নিরূপিত হইবে, (কিছুই অসম্ভব হইবে না) ; কিন্তু এই পক্ষে অর্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদপক্ষে দোষ এই যে, ‘তাহাকে আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে’ ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাকারে, আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন’ জীব ও পরব্রহ্মের অভেদবোধক এইজাতীয় ঋতিসমূহ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; [আর অভেদপক্ষেও দোষ এই যে,] ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত সংসারী যদি না থাকে, তাহা হইলে উপদেশই নিরর্থক হইয়া পড়ে ; [কারণ, অভেদ হইলে, কে কাহাকে উপদেশ দিবে ?] । যেহেতু প্রশ্নবিষয়ে (জিজ্ঞাসিত বিষয়ে),

কোন প্রকার উত্তর প্রদত্ত হয় নাই, সেই হেতুই এই স্থানটি পণ্ডিতগণেরও মহা-
মোহকর স্থান অর্থাৎ বিশেষ ভ্রান্তিজনক ; অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রতিপাদক শ্রুতি-
বাক্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের বথার্থ বোধ সমুৎপাদনার্থ যথাশক্তি বিচার
করিব । ৩

এখানে অসংসারী পরমাত্মা ইহার অর্থ নহে ; কারণ, পাণিপেথণে আগরিত
ও শব্দাদিবিষয়োপভোক্তা স্বতন্ত্র অবস্থাবিশিষ্ট আত্মা হইতে তাহার উৎপত্তির
উল্লেখ রহিয়াছে । ভোক্তানাদিবিষয়ে স্পৃহাশূন্য অপর কেহ যে, প্রশাসিতা বা সর্ক-
শাসনকর্তা আছে, তাহাও নহে ; কারণ, যেহেতু ‘আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন
করিব’ এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর স্তম্ভ পুরুষসমীপে গমন, শব্দাদিবিষয়ের উপভোক্তা
সেই পুরুষের স্বরূপ প্রদর্শন, এবং স্বপ্নাবস্থা প্রদর্শন দ্বারা অহুমানের সাহায্যে
সেই পুরুষের সম্বন্ধেই স্মৃশ্চিন্তনামক অবস্থাটিও অবধান করিয়া শ্রুতি নিজেই
অগ্নিস্থলিঙ্গ ও উর্গনাভির দৃষ্টান্ত দ্বারা স্মৃশ্চিন্তা-অবস্থাবিশিষ্ট সেই আত্মা হইতেই
জগতের উৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—“এবমেব অস্মাৎ” ইত্যাদি । এই
প্রকরণের মধ্যে কোথাও অত্র কোনও জগৎপত্তি-কারণের উল্লেখ দেখা যায়
না ; কেননা, এটা হইতেছে—বিজ্ঞানময়েরই প্রকরণ । ৪

বিশেষতঃ কোষীতকৌ উপনিষদে তুল্যপ্রকরণে (অর্থাৎ ইহারই অমুরূপ
প্রকরণে) আদিত্যাদি পুরুষের প্রস্তাবের পর ‘তিনি বলিলেন—হে বালাকি, যিনি
এই আদিত্যাদি পুরুষের কর্তা, এবং এই জগৎ যাহার কর্ম, তাহাকে জানিবে’
ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্ত বা নিদ্রোথিত বিজ্ঞানময়কেই বিজ্ঞের বলিয়া প্রতিপাদন
করিয়াছেন, কিন্তু অত্র কোনও পদার্থের বিজ্ঞেয়তা প্রতিপাদন করেন নাই ।
এই প্রকার [এই উপনিষদেরই অত্র] ‘আত্মতৃপ্তির জগৎই সমস্ত বস্তু প্রিয় হইয়া
থাকে’ এই কথা বলিয়া প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ আত্মাকেই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও
নিদিধ্যাসিতব্য বলিয়া প্রদর্শন করা হইবে । এইরূপ হইলেই এতৎপ্রকরণীয়
বিজ্ঞান প্রায়স্তে যে, ‘আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে, সেই এই আত্মা পুত্র ও
বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়’ ‘আমি ব্রহ্ম—ইত্যাকারে সেই আত্মাকেই অবগত
হইয়াছিলেন’ ইত্যাদি যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মার অভাবপক্ষেও সে সমস্ত
বাক্য অহুলোম বা অহুকূল হইতে পারে । পরেও বলিবেন—‘পুরুষ যদি আপ-
নাকে বৃষিতে পারে যে, আমি হঠতেছি—এই প্রকার (সর্কপ্রকার দোষ-
বর্জিত)’ ইত্যাদি । ৫

বিশেষতঃ সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে অহমাকারেই পরমাত্মার বিজ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শিত

হইয়া থাকে, কিন্তু কোথাও শব্দাদি বাহ্য পদার্থের ছায় 'ইহা ব্রহ্ম' ইত্যাকারে বিস্তৃততা প্রদর্শিত হয় না। দেখ, কৌযীতকীয় ঋতিতেও 'বাক্যকে জানিবে না, কিন্তু বক্তাকে জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত কর্তারই বিস্তৃততা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ৬

পক্ষান্তরে যদি বল, ইহা অবস্থান্তরবিশিষ্ট সংসারীও হইতে পারে, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে বিজ্ঞানময় আত্মা শব্দাদি-বিষয় উপভোগ করে, সেই বিজ্ঞানময়ই সূক্ষ্মপ্তিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া সংসারধর্মবর্জিত (অসংসারী) অতরূপ—পরমেশ্বর হয়। না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, সেরূপভাবে কোথাও দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তভিন্ন অত্র কোথাও এরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না যে, গো যখন গমন করে বা দাঁড়াইয়া থাকে, তখনই সে গো-পদবাচ্য হয়, আর শয়ন করিলেই সে অশ্বাদিজাতীয় অত্র পদার্থ হইয়া যায়। ছায় বা যুক্তিও ইহার সমর্থক। কারণ, প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুর যেরূপ ধর্ম বা স্বভাব নির্দ্ধারিত হয়, দেশ, কাল ও অবস্থাভেদেও তাহার সেই ধর্মই অক্ষুণ্ণ থাকে, (কখনও অত্রথা হয় না)। বস্তুগুলি যদি তাদৃশ স্বাভাবিক ধর্ম-সম্বন্ধও পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্বপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। যুক্তিবিশারদ সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকগণও শত শত যুক্তির সাহায্যে অসংসারী (সংসারধর্মরহিত) আত্মার সদ্ভাব সমর্থন করিয়া থাকেন। ৭

যদি বল, সংসারী আত্মার পক্ষেও যখন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়াদি কার্যের কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন সে পক্ষও ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। অতিপ্রায় এই যে, তুমি বিশেষ প্রয়াস সহকারে যে, শব্দাদি বিষয়োপভোক্তা ও সূক্ষ্মপ্তিরূপ অবস্থান্তরগত সংসারী আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ, তাহাও সমীচীন হইতেছে না; কেননা, সংসারী আত্মার যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদন করিবার উপযুক্ত জ্ঞান, শক্তি ও সাধনসম্পদ নাই, ইহা সর্বলোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং আমাদের সেই সংসারী আত্মা—বাহার নির্মাণকৌশল মনে মনেও চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না, বিচিত্র সন্নিবেশ-সম্পন্ন সেই পৃথিব্যাদি জগতের নির্মাণ কিরূপে করিবে? অতএব এই পক্ষটি যুক্তিসম্মত নহে, একথা যদি বল; [আমরা বলি,] না—ইহা অযুক্ত হয় না; কারণ, শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ; “এবমেব অস্মাদাত্মনঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রেই সংসারী আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তিপ্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব সমস্ত

কথাই প্রদেয় ও সঙ্গত হইতেছে ; সুতরাং উক্তপ্রকারেও আর একটি পক্ষ (সিদ্ধান্ত পক্ষ) হইতে পারে । ৮

তাহার পর ‘যিনি সর্সজ্ঞ ও সর্সবিৎ অর্থাৎ সামান্ত ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জ্ঞানেন’, ‘যিনি ক্ষুধা-পিপাসা অতিক্রম করিয়াছেন’, ‘তিনি অসদ, অতএব কোথাও আসক্ত হন না’ ‘এই অগ্নির (ব্রহ্মের) শাসনে’ ‘যিনি সমস্ত ভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী অনৃতস্বরূপ’ ‘সেই যিনি সমস্ত পুরুষকে (জীবকে) অভিভবপূর্বক অতিক্রম করিয়াছেন’ ‘তিনিই এই মহান্ অজ্ঞ আত্মা’ ‘ইনিই সর্বলোক-বিধারক সেতু’, ‘তিনি অজ্ঞা-মরণবর্জিত নিম্পাপ আত্মা’, ‘তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন’, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক আত্মরূপেই বিদ্যমান ছিল’ ‘সর্সধর্ম্মাভীত তিনি জাগতিক দ্বংসে লিপ্ত হন না’ ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে এবং ‘আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ, আমি হইতেই সমস্ত প্রাচীভূত হয়’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে এবং তদনুকূল যুক্তি হইতেও জানা যায় যে, সংসারীর অতিরিক্ত একজন পরমাত্মা আছেন, তিনিই জগতের মূল কারণ । ৯

এখন আপত্তি হইতেছে যে, “এবমেব অস্মাদাশ্রয়ঃ” এই শ্রুতি অনুসারে সংসারী আত্মা হইতেই জগতের উৎপত্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে ; [এখন আবার তদ্বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন ?], না সেরূপ কথা বলা হয় নাই ; কারণ, ‘এই যে, হৃদয়মধ্যবর্তী আকাশ’ এইবাক্যে আকাশ-শব্দে পরমাত্মার প্রত্যাবকাশ্য উক্ত বাক্যেও সেই পরমাত্মারই পরামর্শ (সম্বন্ধ রক্ষা) করা যুক্তিসঙ্গত । ‘এই বিজ্ঞানময় তখন কোথায় ছিল ?’ এই প্রশ্নের উত্তরেও আকাশ-শব্দবাচ্য পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা—‘এই যে, হৃদয়মধ্যস্থ আকাশ, তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন’ ইতি । পরমাত্মাও যে, আকাশ-শব্দের একটি অর্থ, তাহাও—‘হে সোম্য, তখন সংব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়’, ‘এই প্রাণিগণ প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও তাহাকে লাভ করে না’, ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরমাত্মাতে অবস্থান করে’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবধারিত হইতেছে । কারণ, ‘ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে’ এইরূপ উপক্রমের পর, সেই আকাশেই আবার আত্ম-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব যুক্তিতে হইবে যে, পরমাত্মাই এখানে প্রস্তাবিত ; সুতরাং “এবমেবাস্মাদাশ্রয়ঃ” এই স্থানে পরমাত্মা হইতে সৃষ্টি নির্দেশ হওয়াই যুক্তিযুক্ত ; আর সংসারী আত্মার যে, সৃষ্টি স্থিতি ও সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান ও সামর্থ্য নাই, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । ১০

বিশেষতঃ এখানেও ব্রহ্মবিষ্ণুর প্রস্তাব রহিয়াছে ; বথা—‘আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে’, ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপেই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন’ । ব্রহ্মবিজ্ঞান অর্থ—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ; ‘আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ দিব’ এবং ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম বুঝাইব’ ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই কথা আরম্ভ হইয়াছে । এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেছেন অসংসারী, অশনারাদি-ধর্ম্মাভীত এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব ; আর সংসারী জীব হইতেছে ঠিক তাহার বিপরীত ; সুতরাং ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ (আমি ব্রহ্ম) বাক্যে কখনই তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কেন না, অপকৃষ্ট সংসারী জীব, স্বপ্রকাশ সর্বেশ্বর পরমেশ্বরকে আপনার অভিন্ন আত্মরূপে গ্রহণ করিলে, সে অপরাধী হইবে না কেন ? অতএব ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ (আমি ব্রহ্ম) ইত্যাকার বুদ্ধি বা উপাসনা করা উচিত নহে । ১১

অতএব পুষ্প-জলাঞ্জলি, স্তুতি, নমস্কার, উপহারপ্রদান, নামজপ, ধ্যান ও যোগাদি দ্বারা ই ভগবদারাধনার ইচ্ছা করিবে ; কিন্তু অগ্নিকে শীতলরূপে অথবা আকাশকে মূর্ত্তিমান্ সাকাররূপে চিন্তা করার ত্রায় অসংসারী পরমাত্মাকে কখনই সংসারী জীবের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিবে না । সংসারী, আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব চিন্তাপ্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিকে ‘অর্থবাদ’ (প্রশংসাবাক্য) বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে (১) । এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলেই সমস্ত তর্ক-শাস্ত্র, লোকব্যবহার ও যুক্তির সহিত অবিরোধ স্থাপন হইতে পারে । ১২

না—এরূপ কথা হইতে পারে না ; কেন না, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবাক্য হইতে

(১) তাৎপৰ্য্য—প্রথমতঃ বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) মন্ত্র ও (২) ব্রাহ্মণ । মন্ত্রভাগ প্রধানতঃ ক্রিয়া ও তৎসাধন সঙ্কলনে নিযুক্ত, আর ব্রাহ্মণভাগ ইতিহাস ও ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রভৃতি প্রতিপাদনে ব্যাপ্ত । উভয়ভাগের মধ্যেই কতকগুলি অর্থবাদ বাক্য আছে । বিধির প্রশংসাপ্রকাশক আর নিষেধের নিষা-প্রতিপাদক বাক্যকে ‘অর্থবাদ’ বলে । অর্থবাদ তিন প্রকার—“বিরোধে গুণবাদঃ শ্রাদ্ধমুবানোহবধারণে । ভূতার্থবাদস্তু কান্নাবর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ ।” অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের বিকৃষ্টার্থ প্রকাশক হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলে গুণবাদ ; প্রমাণান্তরের অবধারিত বিষয় প্রতিপাদক বাক্যকে বলে—অনুবাদ, আর যেখানে প্রত্যক্ষাদি বিরোধ নাই এবং প্রমাণান্তরেও অবধারিত হয় নাই, সেরূপ বিষয়প্রতিপাদক বাক্যকে বলে—ভূতার্থবাদ । গুণবাদ—যেমন ‘আদিত্যো যুগঃ’ ; যুগকাঠ যে, আদিত্য নয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । অনুবাদ বথা—অগ্নিহোমস্ত তেষম্নয়ঃ ; অগ্নি যে হিমের ঔষধ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ । ভূতার্থবাদ বথা—‘বায়ুর্ধৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা’ ; বায়ু যে শীতল শীত্র কল প্রদান করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় ; অতএব ইহা ভূতার্থবাদ ।

জানা যায় যে, সেই পরমাত্মাই জীবরূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—প্রথমতঃ ‘প্রথমে বিপদসৃষ্টি’ এইরূপ উপক্রম করিয়া ‘পুরুষ সেই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন’, ‘প্রত্যেক রূপের অমুরূপ হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার প্রকাশ-
 বোধ্য রূপ’, ‘ধীর (ব্রহ্ম) দৃষ্টমান সমস্ত রূপ নির্মাণ করিয়া সে সমুদ্রের
 বিশেষ বিশেষ নাম প্রদানপূর্বক সেই সেই নানে ব্যবহার করতঃ তন্মধ্যে
 অবস্থান করেন’ ইত্যাদি সর্বশাস্ত্রীয় সহস্র সহস্র মন্ত্র ও অর্থবাদবাক্য অসংসারী
 সৃষ্টিকর্তারই শরীরমধ্যে প্রবেশের কথা প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ ‘তিনি
 ভূতব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন’, ‘তিনি এই সীমা অতিক্রম-
 পূর্বক ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন’, ‘সেই দেবতা (পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—)
 আমি এই জীবাত্মারূপে এই তিনটি দেবতার (অগ্নি, জল ও পৃথিবীর) মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,]’ এই পরমাত্মা সর্বভূতের অভ্যন্তরে
 গূঢ় বা প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, সেইজন্য প্রকাশ পান না’, ইত্যাদি ব্রাহ্মণভাগও
 পরমাত্মারই জীবদেহে প্রবেশ প্রতিপাদন করিতেছে। বিশেষতঃ সমস্ত শ্রুতিতে
 ব্রহ্মোক্তেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায়, সেই আত্মা-শব্দই আবার প্রত্যগাত্মা
 জীবেরও বাচক হওয়ায় এবং ‘ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা’ এইরূপ স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য
 থাকায় জানা যায় যে, পরমাত্মার অতিরিক্ত সংসারী বলিয়া কোন পদার্থ নাই;
 এবং ‘নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’ ‘এ জগৎ ব্রহ্মই’ ‘এ জগৎ আত্মস্বরূপই’ ইত্যাদি
 শ্রুতি অমুরারেও আত্মার ব্রহ্মস্বরূপতা অবধারণ করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। ১৩

ভাল কথা, এইরূপই যখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নির্ণীত হইল, তখন সংসারিত্ব বা
 জীবভাবও পরমাত্মারই বৃত্তিতে হইবে; তাহা হইলে ত শাস্ত্রের কথা বিরুদ্ধ
 হইয়া পড়ে; [কারণ, শাস্ত্রে পরমাত্মার অসংসারিত্বই বর্ণিত আছে।] আর
 আত্মা যদি অসংসারী হয়, তাহা হইলেও শাস্ত্রোপদেশের আনর্থক্যদোষ স্পষ্টরূপেই
 প্রতিভাত হয়; [কারণ, অসংসারী আত্মার সম্বন্ধে আর বিধিনিষেধ সম্ভব হয়
 না।] সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মা যদি দেহসমূহের সহিত সংসৃষ্ট থাকার দরুণই
 বৈধিক হুঃখ অমুভব করেন বল, তাহা হইলেও তাহার সংসারিত্ব ধর্ম স্পষ্টই
 স্বীকার করা হয়; অথচ সেরূপ হইলে পরমাত্মার অসংসারিত্ববোধক সমস্ত শ্রুতি,
 স্মৃতি, গ্রন্থ ও যুক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর যদি বা প্রাণ ও শরীরসম্বন্ধ
 হুঃখের সহিত আত্মার কথঞ্চিৎ অসদ্বন্ধও প্রতিপাদন করিতে পার, তাহা হইলেও
 পরমাত্মার পক্ষে গ্রাহ ও পরিত্যাজ্য কিছু না থাকায় উপদেশের আনর্থক্যরূপ দো
 ষোষ, কিছুতেই তাহার বারণ করিতে পার না। ১৪

এ আপত্তির পরিহার উপলক্ষে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরমাত্মা যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বীয়রূপেই ভূতগণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন, তাহা নহে ; তবে কি না, পরমেশ্বরই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবতাব গ্রহণ করেন ; সেই জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে । যে ভাবে ভিন্ন, সেই ভাবেই তাহার সংসারিত্ব (স্থখদুঃখাদি সম্বন্ধ), আর যে ভাবে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, সেই ভাবেই 'অহং ব্রহ্ম' বলিয়া গ্রহণার্থ হন ; এইরূপ বলিলে সমস্ত কথাই অবিকল হইতে পারে, ইত্যাদি । ১৫

উক্ত সিদ্ধান্তে—বিজ্ঞানাত্মা জীবের বিকারিত্বপক্ষে এই কয়টি পক্ষ অবলম্বিত হইতে পারে—দ্রব্যপদার্থ পৃথিবী যেরূপ বহুদ্রব্যের সমাহার বা সমষ্টিভূত সাবয়ব, তেমনি পরমাত্মাও বহু দ্রব্যের সমষ্টিভূত একটি সাবয়ব দ্রব্যপদার্থ । পৃথিবীর আংশিক পরিণাম ঘটাদির দ্বারা তাঁহারও একাংশমাত্রের পরিণাম জীবাত্মা ; অথবা কেশ ও উবরাদিভূমি যেরূপ নিজে পূর্বাবস্থায় অবস্থান করিলেও, তাহার একাংশমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ স্বাভাবিক অবস্থায় বর্তমান পরমাত্মারও একদেশমাত্র বিকার প্রাপ্ত হয় ; অথবা দৃষ্ট প্রভৃতি বস্তু যেরূপ সর্বাংশেই দখ্যাদি-আকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাও সর্বাদ্বীপ-ভাবেই জীবরূপে পরিণত হয় । উক্ত পক্ষত্রয়ের মধ্যে, যদি সজ্জাতীয় বহুবিধ দ্রব্যবিশিষ্ট পরমাত্মার অংশবিশেষ জীবতাব প্রাপ্ত হইতে বল ; তাহা হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সমানজাতীয় বহুবিধ দ্রব্য বিद्यমান থাকায় পরমাত্মার একত্ব-বোধক কথাটি নিশ্চয়ই উপক্রান্ত বা গোণার্থবোধক, কখনই উহা পারমাণ্বিক বা সুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই । এরূপ হইলে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক বিবরণ হইয়া পড়ে । ১৬

যদি বল, পরমাত্মা হইতেছেন—সর্বদাই অমৃত-সিদ্ধ অবয়ব-সমন্বিত—অবয়বী (১) ; সুতরাং তিনি স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ না করিলেও তাঁহার

(১) তাৎপৰ্য্য—বস্তুর অবয়ব সাধারণতঃ দুই প্রকার—যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধ ; যে সমস্ত অবয়ব সংযোগ দ্বারা মিলিত হয়, সে সমস্ত যুতসিদ্ধ, যেমন—একত্রিত কতকগুলি কেশ । এখানে কেশগুলি পরস্পর পৃথক্, পরে একত্রিত হইয়া একটি অবয়বী আকার ধারণ করে । আর অযুতসিদ্ধ অবয়ব—যেমন ঘটের অবয়ব সমূহ ; ঘটের অবয়বগুলি কস্মিনকালেও ঘট ছাড়িয়া পৃথক্ থাকে না ; ঘটের অবয়বনাশে ঘটেরও বিনাশ হইয়া যায়, তেমনি জীবাত্মাকেও পরমাত্মার নিত্য অযুতসিদ্ধ অবয়ব বলিলে বুঝিতে হইবে যে, কস্মিনকালেও জীবের সহিত পরমাত্মার ছাড়াছাড়ি হয় না ; সুতরাং জীবের দোষ পরমাত্মাত্তেও ঘাইতে পারে ।

একদেশ সংসারী জীবাকার ধারণ করিতে পারে ; তাহা হইলেও অবয়বী বধন সমস্ত অবয়বে অঙ্গুত বা অঙ্গুহত, এবং অবয়বীই বধন অবয়বের ষোড়শগুণভাগী, তখন জীবাত্মার সংসারিত্ব ঘোষ পরমাত্মাতেও অবশ্যই সংক্রামিত হইতে পারে ; অতএব উক্তপ্রকার কল্পনাও অনিষ্ট অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির প্রতিকূল। আর চতুর্দশ হ্রায় সর্বতোভাবে পরিণামপক্ষেও সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৭

‘তিনি নিরংশ নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বভাব’, ‘ব্রহ্মপ্রকাশ অমূর্ত ও জন্মরহিত পুরুষ (পরমাত্মা) বাহিরে ভিতরে অবস্থিত’, ‘আকাশের হ্রায় সর্বব্যাপী ও নিত্য’ ‘সেই এই আত্মা মহান্ (ব্যাপক), জন্মরহিত, অজন্ম, অমর ও অমৃত’ ‘কখনও জন্মে না বা মরে না’ ‘এই আত্মা অব্যক্ত’ ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি সমস্তই এ পক্ষে বিরুদ্ধ হয়। আর অচল বা গতিহীন পরমাত্মার একদেশ জীবাত্মা, এই পক্ষেও জীবাত্মার কর্মফলভোগোপযোগী প্রদেশে গমন করা সম্ভবপর হয় না ; আর গতিসম্ভব হইলেও যে, পরমাত্মারই সংসারিত্ব সম্ভাবনা হয়, এ কথা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮

যদি বল, অগ্নিশূলিদের হ্রায় পরমাত্মারই একাংশ বিজ্ঞানাত্মারূপে (জীব-ভাবে) সংসারী হয় ; তাহা হইলেও পরমাত্মার অবয়ব বা অংশবিশেষ স্মৃতিত হওয়ায়, তাহার সেই অংশে ত ক্ষত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আর সেই স্মৃতিত অংশই যদি অস্ত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও পরমাত্মার অপরাপর অংশবিশেষে নিশ্চয়ই ছিদ্র (গর্ত) উপস্থিত হইতে পারে, অধিকন্তু পরমাত্মার অত্রগত (ক্ষতস্থত)-বোধক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ পরমাত্মার অংশস্বরূপ বিজ্ঞানাত্মার সংসরণ বা নিঃসরণ স্বীকার করিলে, সর্বব্যাপী পরমাত্মারহিত কোনও স্থান বা প্রদেশ না থাকায়, ফলতঃ নিজের মধ্যেই অপর অবয়বের নিঃসরণ ও প্রবেশ হইলে, উহা ত হৃদয়ে শূল বিদ্ধ হইলে বেরূপ বেদনা হয়, পরমাত্মারও ঠিক তদ্রূপই বেদনা উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর। ১৯

যদি বল, শ্রুতিতে বধন অগ্নিশূলিদের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তখন এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না ; না, সে কথাও হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতি কেবল জ্ঞাপক মাত্র, অর্থাৎ কোন শাস্ত্রই কোন পদার্থকে রূপান্তরিত করিতে পারে না, পরন্তু যে বস্তু যেরূপ, তাহার সেই রূপটিকেই কেবল যথাযথভাবে জ্ঞাপন করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বস্তুগত কোন শক্তি বা স্বভাবের বিপর্যয় ঘটায় না। ভাল, তাহাতেই বা কি হইল ? হ্যাঁ, ইহাতে বাহ্য হইল, তাহা বলিতেছি ; শ্রবণ কর, —সাবয়ব বা

নিরবয়ব যে সমস্ত পদার্থ যেরূপ ধর্মসম্পন্ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, সে সমুদায়ের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনদ্বারা তদনুরূপ অপর কোনও বস্তু প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ; সুতরাং শাস্ত্র কখনই কেবলই বিরোধ-জ্ঞাপনের জন্ত কোনও লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারে না ; আর যদি তাদৃশ দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করে, তাহা হইলেও সেরূপ দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই নিরর্থক হয় ; কারণ, দার্ষ্টান্তিকে—যাহার জন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্তের কোনই উপযোগিতা থাকিতে পারে না ; কেন না, শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারাও অগ্নির শীতলতা বা আদিত্যের অতাপ-করতা প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না ; কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অগ্নি ও আদিত্যাদি বস্তুর অতপ্রকার স্বভাবই প্রমাণিত হইয়া থাকে । ২০

আরও এক কথা, এক প্রমাণ কখনই অপর প্রমাণের বিরোধী হয় না বা হইতে পারে না ; বরং অপর প্রমাণের যাহা অবিসম্বাদ্য অর্থ্যাৎ অপর প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় না ; সেইরূপ বিষয়ই জ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র । বিশেষতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ কখনই লোকসিদ্ধ-বিষয়ের সাহায্য না লইয়া অবিজ্ঞাত কোনও অলৌকিক বস্তু জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হয় না ; এই জন্ত লৌকিক নিয়মের অনুসরণ করা হয় মাত্র, কিন্তু কেবলই লোক-প্রসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিয়া কেহই পরমাত্মার সাবয়বত্ত্ব বা অংশাংশিতাব কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না । ২১

যদি বল, ‘যেমন অগ্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ-সমূহ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং ‘জগতে আমারই অংশ জীবভূত’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও [জীবকে পরমাত্মারই অংশ বলা হইয়াছে ; সুতরাং উহা অবিজ্ঞাত কিসে ?] ; না—এ কথাও বলা চলে না ; কারণ, [জীব ও পরমাত্মার] একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনেই ঐ সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতির তাৎপর্য্য ; কেন না, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে অগ্নিই বটে, অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে ; সুতরাং জগতে অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ এক অভিন্ন বলিয়াই ব্যবহারের যোগ্য ; অতএব অংশমাত্রই অংশীর সহিত একত্ব-ব্যবহারযোগ্য । এতদনুসারে বুঝিতে হইবে, যে সমস্ত শব্দ প্রমাণ জীবাত্মাকে পরমাত্মার বিকার বা অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত শব্দই জীবের সহিত পরমাত্মার একত্ব-প্রতীতিমাত্রের বিধায়ক । ২২

বাক্যের উপক্রম উপসংহারও ইহার অপর সমর্থক,—সমস্ত উপনিষদেই প্রথমে একত্ব (ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা) প্রতিজ্ঞা করিয়া, (প্রতিজ্ঞা—প্রকৃত বিষয়ের নির্দেশ) দৃষ্টান্ত ও যুক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎকে পরমাত্মার বিকার ও অংশাদিভাবে প্রতিপাদন করত উপসংহারকালে পুনশ্চ সেই একত্বের কথাই বলিয়াছেন, উদাহরণ যথা—

এখানেই প্রথমে ‘এই সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, কারণ সম্বন্ধেও—বিকার ও বিকারীর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের একত্বপ্রতীতির অম্লকূলে বহুবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া উপসংহারহলে বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্ম কোন বস্তুরই ভিতরে বা বাহিরে নাই’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি । ২৩

অতএব বাক্যের প্রারম্ভ ও উপসংহার হইতে এই সিদ্ধান্তই অবধারিত হইতেছে যে, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়-প্রতিপাদক বাক্যগুলি কেবল পরমাত্ম-জ্ঞানের দৃঢ়তাহাপনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে ; এরূপ স্বীকার না করিলে বাক্যভেদ হইবার সম্ভাবনা হয় । [একটি বাক্যের দুইপ্রকার অর্থ করাকে বাক্যভেদ বলে] । ২৪

এ বিষয়ে উপনিষৎ-সম্প্রদায়বিশারদগণ একটি আখ্যায়িকা (গল্প) বলিয়া থাকেন । তাহা এইরূপ,—কোন এক রাজপুত্র জন্মের পরই পিতামাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ব্যাধভবনে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল । বংশ-পরিচয় না জানা থাকায় সে আপনাকে ব্যাধজাতীয় মনে করিয়া ব্যাধ-জাত্যুচিত কৰ্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান করিতে লাগিল, কিন্তু ‘আমি রাজা বা রাজপুত্র’ এইরূপ মনে করিয়া কখনও রাজোচিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল না । যখন কোন এক পরম দয়ালু মহাপুরুষ সেই রাজপুত্রের রাজ্যসম্পদ পাইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে তাহার রাজপুত্র জ্ঞাপনের জন্য বলিলেন—‘তুমি ব্যাধজাতি নও, তুমি অম্লক রাজার পুত্র ; কোন কারণে ব্যাধগৃহে প্রবেশ করিয়াছ মাত্র ইত্যাদি’ । সে তখন এইরূপ প্রবোধ লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ব্যাধজাতীয় জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানপ্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে রাজা মনে করিয়া আপনার পিতৃপিতামহাদির আচার ও রীতি পদ্ধতির অনুসরণ করিতে লাগিল । ঠিক সেইরূপ এই জীবাত্মাও অয়িমুল্লিঙ্গের জ্ঞান পরমাত্মার তুল্যস্বভাব হইয়াও পরমাত্মা হইতে বিতৰ্ক হওয়ায় এই দেহেন্দ্রিয়াদিময় অরণ্যে প্রবেশ করাতো, নিজে সংসার-ধর্ম্মবিবর্জিত হইয়াও দেহেন্দ্রিয়াদিগত সংসার-ধর্ম্মের অনুবৃত্তি করিয়া থাকে,—আপনার পরমাত্মস্বভাব জানা না থাকায় আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াত্মক ক্লেশ স্থূল সূক্ষ্ম হ্রস্বী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু যখন সে আচার্য্যের নিকট হইতে ‘তুমি এই দেহেন্দ্রিয়াত্মক নও, তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপ সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে আপনার স্বীকৃত্য ও পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদি-বিষয়ক কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ‘আমি ব্রহ্ম’ ইত্যাকার ব্রহ্মাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয় । ২৫

উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে রাজপুত্রের রাজত্ববুদ্ধির স্থায় ‘তুমিও অগ্নিস্থূলিঙ্গের স্থায় পরব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছ’, এই কথা শ্রবণমাত্র জীবেরও ব্রহ্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া থাকে ; কারণ, অগ্নি হইতে বহির্গমনের পূর্বে স্থূলিঙ্গ ও অগ্নির একত্ব বা অভিন্নভাব প্রত্যক্ষদৃষ্ট ; সুতরাং অসন্দিগ্ধ ; অতএব শাস্ত্রে যে, সুবর্ণ, মণি, লৌহ ও স্থূলিঙ্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, জীব-ব্রহ্মের অভেদবুদ্ধির দৃঢ়তাসম্পাদনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ; কিন্তু উৎপত্তি প্রভৃতি দ্বারা ভেদপ্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। সৈন্ধবপিণ্ড যেরূপ সর্বতোভাবে লবণরসে পূর্ণ, তদ্রূপ আত্মাও একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ—চৈতন্যমাত্র, এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে। কারণ, ঋতি বলিতেছেন,—‘তাঁহাকে একরূপেই দর্শন করিতে হইবে’। চিত্রপটের স্থায় এবং বৃক্ষ ও সমুদ্রাদির স্থায় ব্রহ্মের সত্যকেও যদি উৎপত্তি-বিনাশাদি বহু ধর্ম্ম প্রতিপাদন করাই ঐসকল ঋতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনই উপসংহারস্থলে আত্মাকে সৈন্ধবখণ্ডের স্থায় ভিতরে বাহিরে সর্বত্র একরূপ (জ্ঞানরূপ) বলিতেন না, এবং ‘একরূপেই দর্শন করিতে হইবে’ এরূপ বাক্যেরও প্রয়োগ করিতেন না ; আর ‘যে লোক এই ব্রহ্মেতে নানাভাবে মত দর্শন করে’ ইত্যাদি নিন্দাবাক্যও নির্দেশ করিতেন না। ২৬

অতএব বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র একত্বপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্তই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু সেক্ষেপেই জানিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার পর, সংসারী জীবাত্মাকে নিরবয়ব ও অসংসারী পরমাত্মার একদেশ বা অংশ বলিয়া কল্পনা করাটা যুক্তিযুক্তও হয় না ; কারণ, পরমাত্মা স্বভাবতঃই অ-দেশ অর্থাৎ অবয়ববিহীন ; পক্ষান্তরে অদেশ (নিরবয়ব) পরমাত্মার একদেশে সংসারিত্ব কল্পনা করিলে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মারই সংসারিত্ব কল্পিত হইয়া পড়ে ; [অতএব এরূপ কল্পনা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না]। ২৭

যদি বল, ঘট-করকাদি উপাধিকৃত আকাশৈকদেশের স্থায় পরমাত্মারও স্বতন্ত্র উপাধি দ্বারা একদেশ কল্পিত হইতে পারে ? না, তাহা হইলেও বিবেকী লোকদিগের নিকট কখনই পরমাত্মার একদেশ (জীব) পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। যদি বল, বিবেকী অবিবেকী সকলেরই ত ঔপচারিক জ্ঞান (গৌণার্থবিষয়ক জ্ঞান) হইতে দেখা যায় ; না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাদৃশ স্থলেও অবিবেকী অঙ্গলোকদিগের বুদ্ধি ভ্রান্তিময়—মিথ্যা, আর বিবেকী লোকদিগের বুদ্ধি হয়—কেবল ব্যবহার-নিষ্পাদক মাত্র (সত্য নহে) ; উদাহরণ—যেমন নীরূপ আকাশও সময়বিশেষে বিবেকী লোকদিগের নিকটও

কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয় সত্য; বৃত্তিতে হইবে যে, আকাশের তাদৃশ কৃষ্ণতা ও রক্ততা কেবল ব্যবহারিক দশায় সত্তা লাভ করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু আকাশ কখনও সত্য সত্যই তাহাদের নিকট কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ বলিয়া সত্যতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব বাহারা পণ্ডিত, তাহাদের সহস্রক্রেত্ররূপনিরূপণের অগ্র ব্রহ্মের অংশাংশিভাব, বিকার-বিকারিভাব বা একদেশ-একদেশিত্ব কল্পনা করা উচিত হয় না; কারণ, সর্বপ্রকার কল্পনার নিরসন করাই সমস্ত উপনিষদের সার মর্ম্ম। অতএব সর্বপ্রকার কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশের গ্রায় ব্রহ্মেরও নির্বিশেষত্বই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, শত শত শ্রুতি বলিতেছেন—‘তিনি আকাশের গ্রায় সর্বগত ও সর্ববাহ্য পরমাত্মা শোকদ্বঃখে লিপ্ত হন না’ ইত্যাদি। ২৮

অপিচ, উষ্ণত্বাব অগ্নির একদেশে শীতত্ব কল্পনার গ্রায়, অথবা প্রকাশশীল সূর্য্যের একাংশ অন্ধকার কল্পনার গ্রায় জীবাত্মাকেও কখনই ব্রহ্মবিলক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া কল্পনা করিবে না; কারণ, সর্বপ্রকার ভেদ-কল্পনার অপনয়নেই সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য। অতএব সংসার-ধর্ম্মবিবর্জিত আত্মাতে যে সমুদয় ভেদব্যবহার, তৎসমস্তই নাম-রূপাত্মক উপাধি-সম্বন্ধজনিত, (স্বাভাবিক নহে); কারণ, ‘ব্রহ্ম প্রত্যেক রূপের (আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের) অমুরূপ হইয়াছেন’, ‘ধীর (বিবেকী) পরমেশ্বর সমস্ত রূপ (আকৃতি) নির্মাণ করিয়া এবং সে সমুদায়ের নামকরণপূর্ব্বক সেই সমস্ত নামে সম্বোধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন’, এবং বিধি বহু মত্ৰ হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মার সংসারিত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে, পরন্তু অলঙ্কাদি (আলতা প্রভৃতি) উপাধি-সংযুক্ত দৃষ্টিকে লৌহিত্য-প্রতীতির গ্রায় আত্মার সংসারিত্ব-বুদ্ধিও ভ্রমাত্মকই বটে, পারমার্থিক নহে। ২৯

‘তিনি যেন ধ্যানই করেন, ক্রিয়াই করেন’, ‘কোন কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিও পান না, অথবা কমিয়াও যান না’, ‘পাপকর্মে লিপ্ত হন না’, ‘তিনি সর্বভূতে সমানভাবে অবস্থিত’, ‘কুঙ্কর এবং খণাক চাওলে [সমদর্শী]’ ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার অসংসারিত্বই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মকে যখন নিরবয়ব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, তখন বিজ্ঞানাত্মা জীবকে তাহার একদেশ, বিকার, শক্তি কিংবা অগ্র কিছু বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। অংশাদি-ভাবপ্রকাশক শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করা, কিন্তু ভেদপ্রতিপাদন করা নহে; কারণ, তাহা হইলেই

শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থে একবাক্যতা (একরূপতা) রক্ষা পাইতে পারে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি । ৩০

তাল কথা, পরমাত্মা—পরব্রহ্মের একত্ব জ্ঞাপন করাই যদি সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধ অর্থ—বিজ্ঞানাত্মভেদ কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ?—ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন,—কর্ম্মকাণ্ডের (কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের) প্রামাণ্য ও অবিরোধ রক্ষা করাই উহার প্রয়োজন ; কারণ, কর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যাংশগুলি প্রধানতঃ বহুবিধ ক্রিয়া, কারক, কর্ম্মফল, ভোক্তা ও কর্তার অপেক্ষিত ; সুতরাং জীব না থাকিলে, পক্ষান্তরে অসংসারী পরমাত্মার একত্ব হইলে, সেগুলি কিপ্রকারে লোকের অভীষ্ট ফলসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিতে পারে ? অর্থাৎ জীবাত্মার যদি ভেদই না থাকে, আর যদি অসংসারী পরমাত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ হন, তাহা হইলে ক্রিয়াকারকাদি ভেদসাপেক্ষ কর্ম্মকাণ্ডের কোনই সার্থকতা থাকে না, এবং অনিষ্ট-ফলসাধক কর্ম্ম হইতেও লোকদিগকে বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ; আর কোন বদ্ধ জীবের জন্মই মোহচ্ছেদক উপনিষদেরও অবতারণা হইতে পারে না । অধিকন্তু পরমাত্মার একত্ববাদীর পক্ষে পরমাত্মার একত্বোপদেশই বা কিরূপে হইতে পারে ? আর সেই একত্বোপদেশের ফলই বা কি হইবে ? কেন না, বদ্ধ ব্যক্তিরই বন্ধননাশের জ্ঞান উপদেশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই বন্ধনই যদি না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রই ত নির্বিষয় বা নিরর্থক হইয়া পড়ে । ৩১

অতএব পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইলেই কর্ম্মকাণ্ডবাদী পক্ষের সহিত উপনিষদবাদী পক্ষেরও বিরোধ-পরিহারের পথ বা উপায় সমান হইতে পারে । ভেদ না থাকিলে কর্ম্মকাণ্ড যেমন নির্বিষয়ত্ব হেতু প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না, উপনিষদের পক্ষেও তাহা সমান । আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অন্য কাহারও স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে না, সেই কর্ম্মকাণ্ডেরই প্রামাণ্য হউক ; উপনিষৎসমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, যখন স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে, তখন উপনিষৎ-সমূহেরই বরং অপ্রামাণ্য হউক । বিশেষতঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড (বেদের কর্ম্মভাগ) প্রথমে প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া কখনই আবার অপ্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না ; কেন না, প্রদীপ নিজের প্রকাশ বস্তুকে কখনও প্রকাশ করে, আবার কখনও করে না, এরূপ ত হইতে পারে না ; অতএব উপনিষদপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ডেরই প্রামাণ্য হওয়া সম্পূর্ণ উচিত । ৩২

বিশেষতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরোধও এ পক্ষে অপর কারণ ; উপনিষৎ-

শাস্ত্রগুলি ত্রৈলোক্য প্রতিপাদন করিয়া কেবল যে, কৰ্ম্মকাণ্ডেরই প্রামাণ্য ব্যাঘাত করিতেছে, তাহা নহে, পরন্তু যে সমস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে দৃঢ়তর ভেদ-প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই সমস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সন্দেহ বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব উপনিষৎ-সমূহেরই অপ্রামাণ্য অথবা অত্ৰ্য্যপ্রকার অর্থ হয় হউক, কিন্তু ত্রৈলোক্য প্রতিপাদন করাই যে, উহাদের অর্থ নয়, ইহা নিশ্চিত। ৩৩

না—এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, ইহার উত্তর পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অভীষ্ট প্রমাণের যে, প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য, যথার্থ জ্ঞানের উৎপাদন ও অমুৎপাদনই তাহার একমাত্র কারণ, অর্থাৎ যে প্রমাণ প্রমা—যথার্থ জ্ঞান জন্মায়, তাহাই প্রমাণ, আর যে প্রমাণ প্রমা—যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ; ইহা না হইলে শব্দাদি প্রমের বিষয়ে স্তম্ভ প্রভৃতি জড়বস্তুর প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। আচ্ছা, ইহাতেই বা ফল কি? [ফল এই যে,] উপনিষৎ-সমূহ যদি ত্রৈলোক্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদনই করে, তবে তাহা অপ্রমাণ হইবে কেন? যদি বল, না—যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করে না, যেমন—‘অগ্নি শীতল’ এই কথায় যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না, তেমনি। এরূপ বলিলে, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, উপনিষদের প্রামাণ্য-নিষেধার্থ তুমি, যে বাক্যের প্রয়োগ করিতেছ, (‘উপনিষৎ প্রমাণ নয়’ বলিতেছ,) সে বাক্যও কি নিশ্চয়ই উপনিষদের প্রামাণ্য-নিষেধক হইতেছে না? অথবা অগ্নি কি স্বপ্রকাশ রূপাদি প্রকাশ করে না? অর্থাৎ অগ্নি যেমন নিয়তই রূপ প্রকাশ করে, তেমনি তোমার বাক্যও নিশ্চয়ই উপনিষদের প্রামাণ্য-নিষেধ করিতেছে; অতএব তোমার বাক্যও নিশ্চয়ই প্রমাণ; [তবেই হইল,] তোমার নিষেধক বাক্য যদি প্রমাণ হয়, তবে উপনিষৎ শাস্ত্রেরই বা প্রামাণ্য না হইবে কেন? অবশ্যই প্রামাণ্য হইবে; অতএব মহাশয়েরাই বলুন যে, ইহার পরিহার বা মীমাংসা ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?। ৩৪

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আমার বাক্য হইতে যে, উপনিষদের প্রামাণ্য-প্রতি-বেধের বোধ, এবং অগ্নির যে, রূপ-প্রকাশকত্বজ্ঞান, ঐ উভয়ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং তাহা প্রমাণ। ভাল কথা, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যপ্রতীতি বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমা-সমুৎপাদক উপনিষৎ-সমূহের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন? শোকমোহাদি অনর্থনিবৃত্তি যে, ত্রৈলোক্যজ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব এ প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হওয়ার পুনরায় আর উপনিষদের অপ্রামাণ্য শকা করিতে পার না। ৩৫

আরও যে, বলা হইয়াছে—স্বার্থব্যাঘাতকর (উপনিষদ্ নিজেই নিজের

স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটায়) বলিয়া উপনিষদ্ শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, উপনিষদশাস্ত্র ষে-অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার ব্যাঘাতক বা অসত্যতাবোধক অপর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না । ‘অগ্নি উষ্ণ ও ষটে, শীতল ও বটে’ এই বাক্য হইতে যেমন বিরুদ্ধ দুইটি (শীতোষ্ণত্ব) অর্থের বোধ হইয়া থাকে, [স্মৃতরাং ঐ বাক্য অপ্রমাণ হয়] ; উপনিষদশাস্ত্র ত সেরূপ একবার ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’, আবার ‘নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় নহে’, এই প্রকার বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিতেছে না ; [অতএব উপনিষদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইবে কেন ?] তাহার পর, আমরা এই একই বাক্যের যে, অনেক অর্থ স্বীকার করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতেছে—‘অভ্যুপগমবাদ’ মাত্র (১) ; কিন্তু বাক্যের প্রামাণ্য নিরূপণের সময়ে সে নিয়ম—একই বাক্যের অনেকার্থত্ব কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না । অনেকার্থত্ব হইলেই স্বার্থবোধকত্ব ও স্বার্থ-বিষাতকত্ব—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ আর একটি অর্থ হইতে পারে সত্য, কিন্তু যাহারা বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, একই বাক্য কখনও বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ—অনেকার্থ প্রতিপাদন করে না বা করিতে পারে না ; কারণ, অর্থের একত্ব হইলেই একবাক্যতা হয়, (কিন্তু অনেকার্থত্ব পক্ষে সেই একবাক্যতার সম্ভব হয় না, পরন্তু বাক্যভেদই উপস্থিত হয়) । ৩৬

আর উপনিষদের মধ্যেও যে, কোন কোন বাক্য ব্রহ্মৈকত্ব নিষেধ করিতেছে, এরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না । তবে ‘অগ্নি শীতল ও উষ্ণ’ এইরূপ যে দৌকিক বাক্য আছে, সেখানে ত একবাক্যতা (একার্থে সমন্বয়) কখনই হয় না ; কারণ, ঐ বাক্যের একদেশ যে, ‘উষ্ণত্ব’, তাহা ত প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ; [স্মৃতরাং ঐ অংশটুকু প্রসিদ্ধের অনুবাদ মাত্র] ; অতএব ‘অগ্নি শীতল’ এই একটি মাত্র বাক্যই যথার্থ ; ‘অগ্নি উষ্ণ’ অংশটি কেবল প্রমাণান্তরানুভূত বিষয়ের স্মারক মাত্র, কিন্তু স্বার্থবোধক নহে ; কাজেই ‘অগ্নি শীতল’ এই অংশের সহিত উহার একবাক্যতা হইতে পারে না ; প্রত্যক্ষানুভূত উষ্ণতার স্মরণ

(১) তাৎপৰ্য্য—পরপক্ষের অভিমত কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বাহা বলা হয়, তাহাকে ‘অভ্যুপগমবাদ’ বলে । সেরূপ স্বীকারোক্তি দ্বারা স্বপক্ষের কোনও হানি হয় না । আলোচ্য স্থলেও বিপক্ষ যে, একই উপনিষদ-বাক্যের স্বার্থব্যাঘাতকতা ও স্বার্থপ্রকাশকতা দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাষ্যকার এ পর্য্যন্ত সে কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই সমাধান করিতেছিলেন ; এখন বলিতেছেন যে, না, বিপক্ষের এরূপ আপত্তিই হইতে পারে না ; কারণ, ঐ কথা আমাদের সিদ্ধান্তসম্মত নহে, অভ্যুপগমমাত্র ; অভ্যুপগমবাদ ধরিয়া দোষ ক্ষেপ করা শাস্ত্রীয় নিয়মবিরুদ্ধ ।

করাইয়াই উহা চরিতার্থতা লাভ করে। কেহ যদি এই বাক্যটিকে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র; ‘শীত’ ও ‘উষ্ণ’ পদদ্বয়ের সহিত অগ্নি-শব্দের সামান্যধিকরণ-প্রয়োগই (সমানবিভক্তিসূক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই) ঐরূপ ভ্রান্তি-সমুৎপাদনের কারণ; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, লৌকিক বা বৈদিক প্রয়োগের কোণাও একটি বাক্য অনেকার্থবোধক হয় না। ৩৭

আরও যে আপত্তি হইয়াছিল—উপনিষদশাস্ত্রগুলি কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য হানি করিতেছে; (২) তাহাও নয়; কারণ, উপনিষদের অর্থ বা তাৎপর্য অন্ত-প্রকার অর্থে, (কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য-বিঘাতে নহে)। ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য; কিন্তু কোন উপনিষদই পুরুষের অভীষ্ট বিষয়প্রাপ্তির উপযোগী সাধনোপদেশের কিংবা তদ্বিষয়ে লোকনিয়োগের কোন বাধা দিতেছে না; কেন না, তাহা হইলে উপনিষদ্বাক্যেরও সেই অনেকার্থতা দোষ ঘটে; অথচ তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না। আর কর্মকাণ্ডের বাক্যগুলি যে, নিজ নিজ অর্থ বিষয়ে প্রমা—যথার্থজ্ঞান সমুৎপাদন করে না, তাহাও নহে; অসাধারণ বিষয়ে—যাহা অন্ত বাক্যের বিষয় নয়, সেরূপ অর্থবিষয়ে যদি প্রমা সমুৎপাদন করে, তাহা হইলেই বা অন্ত বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ হইবে কেন? ৩৮

যদি বল, অদ্বৈতব্রহ্মবাদে নিষোজ্যাদি বিষয় থাকে না বলিয়াই ঐ সকল বাক্য প্রমা সমুৎপাদন করিতে পারে না; না, এ কথাও বলা চলে না; কারণ, “স্বর্গাভিলাষী পুরুষ দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে” “ব্রাহ্মণ-বধ করিবে না” ইত্যাদি বাক্য হইতে যে, প্রমা জ্ঞান জন্মিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; আর উপনিষৎ শাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করায় প্রমা জ্ঞান জন্মিবে না, এ কথাটা হইতেছে অসম্ভবমাত্র; কিন্তু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অসম্ভব ত প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না; অতএব উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে যে, কর্মকাণ্ডীয় বাক্যের প্রমা জ্ঞান সমুৎপাদনে অসামর্থ্য কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ৩৯

(২) তাৎপর্য—কর্মকাণ্ডে আছে—জীবগণ ধর্মকর্ম করে ফলের ভ্রষ্ট; কর্মোৎপানিত সেই ফল—কর্মকর্তা জীবগণ ভোগ করিয়া আনন্দলাভ করে, এইরূপ পাপকর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে; এই ভ্রাতীয়ে ভেদবুদ্ধি লইয়াই কর্মকাণ্ডের আবির্ভাব; আর উপনিষৎ বলিতেছেন, না—জীবগণ কর্মীও নয়, ভোক্তাও নয়; জীবগণ নিত্য নির্মিকার ব্রহ্মরূপ; একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, তিনিই জীবরূপে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন মাত্র; প্রকৃত পক্ষে জীবগণ ব্রহ্ম হইতে বহুত্ব পদার্থ নয়। অতএব কর্মকাণ্ডীয় দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবোধক উপনিষদের বিরোধ ঘটিতেছে।

আরো এক কথা, যে সমস্ত লোক অবিজ্ঞাপ্রসূত স্বখাদৃষ্ট ক্রিয়া, কারক, ও ফলের উপর নির্ভর করিয়া ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় বা সাধন অবলম্বন করে, অথচ তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন তত্ত্বই জানে না, তাহাদের অজ্ঞ ক্রিয়াফলাদি-বিধায়ক শ্রুতি কখনই লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া-কারকাদি বিভাগের সত্যতা বা অসত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা নিষেধও করিতেছে না; কেননা, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায়বিধানেই ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য, (কিন্তু সত্যাসত্যতা নিরূপণ বিষয়ে নহে) । ৪০

কাম্য বিষয়গুলি মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত হইলেও তদ্বিধায়ক শ্রুতি যেমন কেবলই লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে সেই সকল কাম্য-বিষয় অবলম্বন করিয়া—তত্বেদেগ্রেই উপযুক্ত সাধনের বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু কাম্যবিষয়গুলি মিথ্যাজ্ঞানমূলক বলিয়া সেগুলির অনর্থকরত্ব প্রতিপাদন করে না, অথবা তদ্বিধানেও বিরত থাকে না; তেমনি নিত্য অগ্নিহোত্রাদি-বিষয়ক শাস্ত্রও প্রসিদ্ধি অনুসারেই মিথ্যাজ্ঞান-মূলক লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া কারকাদি বিভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক ইষ্টপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট-পরিহাররূপ কোন একটি প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মগুলির বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু ‘এ সমস্তই অবিজ্ঞাধিকারস্থিত অসৎ’ ইহা মনে করিয়া কখনই তদ্বিধানে ক্ষান্ত থাকে না; কাম্য-কৰ্ম্ম-বিধি ইহার দৃষ্টান্তস্বল। আর অবিজ্ঞাশালী লোকেরা যে, ইহাতে প্রবৃত্ত হইবে না, তাহাও নহে; কারণ, কামনাশীল পুরুষেরা যেমন কাম্যকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তেমনি ইহাতেও তাহা-দিগকে প্রবৃত্ত দেখা যায়। যদি বল, কেবল বিদ্বান্ লোকদিগেরই কৰ্ম্মেতে অধিকার; না—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞা যে, কৰ্ম্মাধিকারবিরোধী, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মৈকত্ব পক্ষে উপদেশের বিষয় (ক্রিয়াকারকাদি) না থাকায় উপদেশ গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া যে, উপদেশের নিফলত্ব দোষ উত্থাপিত হইয়াছিল, কথিত যুক্তিতে সে আপত্তিরও পরিহার সিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। ৪১

এ পক্ষে কৰ্ম্মায়ুষ্ঠাতা পুরুষদিগের ইচ্ছা ও অনুরাগাদিগত বৈচিত্র্যও অপর হেতু। লোকদিগের ইচ্ছা ও অনুরাগ অনেকপ্রকার এবং বিচিত্র; স্মৃতির বাহ্য বিষয়ে বাহাদের হৃদয় নিতান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্র কিছুতেই তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় হইতে বিরত করিতে সমর্থ হয় না; আর বাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই বাহ্যবিষয় হইতে বিরক্ত, তাহাদিগকেও বাহ্যবিষয়ে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু শাস্ত্র হইতে এইমাত্র সিদ্ধ হয় যে, প্রতীপাদি আলোক যেরূপ অন্ধকার-মধ্যস্থ বস্তু

বিষয়ে জ্ঞানমাত্র জ্ঞানাইরা দেয়, সেইরূপ—‘ইহা ইষ্টসাধন, উহা অনিষ্টসাধন’—এইরূপে সাধ্যসাধন-বিষয়ক সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু লোকে ভৃত্য-প্রভৃতিকে যেমন বলপূর্বক নিয়োগ করে, শাস্ত্র কখনই সেরূপ কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করে না, বা নিবৃত্তও করে না; কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়—বহুলোক অমুরাগের আধিক্যবশতঃ শাস্ত্রবিধিও অতিক্রম করিয়া চলে। সেই হেতু সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কৰ্ম্মশাস্ত্র নানাপ্রকার ক্রিয়াবিধি উপদেশ করিয়া থাকে। ৪২

শাস্ত্র কেবল সাধ্যসাধনভাবমাত্র প্রতিপাদন করে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা যাহা হইতে পারে, কেবল তাহাই বুঝাইয়া দেয়, পরে অস্ত্র লোকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সূর্য্য ও প্রদীপপ্রভৃতির দ্বারা শাস্ত্রও সে বিষয়ে উদাসীনই থাকে, অর্থাৎ কাহাকেও প্রবর্তিত বা নিবর্তিত করে না। ব্যক্তিবিশেষের নিকট পরমপুরুষার্থ মুক্তিও অপুরুষার্থ—পুরুষের অপ্রার্থনীয় বলিয়া প্রতিপাত হয়। যাহার যেরূপ প্রতীতি, সে তদনুরূপই পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকে, এবং তদনুরূপ সাধনসমূহই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। এতদনুরূপ অর্থবাদও আছে—‘প্রজাপতির সন্তানত্রয় প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক বাস করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। অতএব বলিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করিলেও, উহা বিধিশাস্ত্রের বাধক হয় না। বিশেষতঃ শুধু এই ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপাদন করাতেই বিধিশাস্ত্র একেবারে নির্বিষয় হইতে পারে না, এবং ক্রিয়াকারকাদি ভেদ প্রতিপাদন করে বলিয়া বিধিশাস্ত্রও ব্রহ্মৈকত্ব-বিষয়ে উপনিষদের প্রামাণ্য নিবারণ করে না; কেননা, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমাণসমূহও নিজ নিজ বিষয়েই প্রমাণ বা সার্থক, (বিষয়ান্তরে নহে)। ৪৩

এ বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিতসম্মত ব্যক্তি মনে করেন যে, সমস্ত প্রমাণই প্রমাতার চিস্তাবৃত্তি অনুসারে পরস্পর বিরুদ্ধ; সূত্ররাং ব্রহ্মৈকত্বপক্ষেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থাপিত করে,—শব্দস্পর্শাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেই বুঝা যায়; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মৈকত্ব বা ব্রহ্মবাদ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ-বিরোধ সম্ভাবিত হয় এবং শরীরভেদে শব্দাদি বিষয়ের অনুভবিতা ও ধর্মাধর্মের অমুচ্ছাভা সংসারী আত্মাও ভিন্ন ভিন্নই অহুমিত হয়; সূত্ররাং লেখানেও ব্রহ্মৈকত্ববাদীর পক্ষে অহুমানবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। এইপ্রকার তাঁহারা আগম-বিরোধেরও

উল্লেখ করিয়া থাকেন ; যথা—‘গ্রামাভিলাষী যজ্ঞ করিবে’, ‘পশুকামী যজ্ঞ করিবে’, ‘স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, গ্রাম, পশু ও স্বর্গ প্রভৃতি কাম্য বস্তু এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত যজ্ঞাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠাতৃগণও ভিন্ন ভিন্ন—এক নহে, অতএব ব্রহ্মৈকত্ববাদ অপ্রমাণ । ৪৪

উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—কুতর্ক-কনুযিতচিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণাপশদ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কলঙ্কস্বরূপ) যে সমস্ত লোক এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই দয়ার পাত্র ; কারণ, তাহারা বেদার্থনিরূপণে সম্প্রদায়পরম্পরাগত বিশ্বদ্বুবুদ্ধিলাভে বঞ্চিত আছে। [তাহারা দয়ার পাত্র] কেন ? [বলিতেছি—] শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধিগোচর শব্দাদি বিষয়ের স্থলে প্রমাণের সহিত ব্রহ্মের একত্ববাদ বিরুদ্ধ হইতেছে—যাহারা বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, শব্দাদি বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আকাশের একত্ব বিরুদ্ধ হয় কি ? যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে আলোচ্য বিষয়েও প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয় না স্বীকার করিতে হইবে ; [কারণ, উভয় পক্ষেই যুক্তি সমান] । ৪৫

আরও যে বলা হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন শরীরে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধিকর্ত্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আত্মা পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে ; স্মৃত্যুতঃ ব্রহ্মের একত্বপক্ষে সেই অনুমানের বিরোধ উপস্থিত হয় । এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, কর্ত্তার প্রভেদ অনুমান করে কাহার ? যদি বলেন—অনুমান কুশল আমরা সকলে [অনুমান করিয়া থাকি] । জিজ্ঞাসা করি, অনুমানবিজ্ঞা-বিশারদ তোমরা কাহার ? এ কথার উত্তর কি ? যদি বল, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, ইহাদের প্রত্যেকগত কর্ত্ত্ব যখন যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, তখন শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহার সাধন বা ভোগোপকরণ, তাহাই আত্ম-পদবাচ্য, এবং সেই আত্মাই হইতেছি—অনুমানকুশল আমরা ; কারণ, ক্রিয়ামাত্রই বহুকারকসাধ্য অর্থাৎ অনেক কারকের সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় না, অতএব শরীরেন্দ্রিয়াদি সহকৃত আত্মাই ‘আমরা’ কথার অর্থ । ৪৭

ভাল, তোমাদের অনুমানকৌশল এই প্রকার হইলে ত তোমাদের (আত্মার) বহুত্ব স্বীকার করিতে হয় ! কারণ, ক্রিয়া যে, অনেক-কারকসাধ্য, ইহা ত তোমাদিগেরই অঙ্গীকৃত কথা ; অনুমানও ক্রিয়া ; সেই ক্রিয়াও যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি সাধনের সাহায্যে আত্মাকর্ত্ত্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ; অতএব ‘আমরা অনুমানকুশল’ বলিলে, শরীর,

ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ সাধনবিশিষ্ট আত্ম-পদবাচ্য প্রত্যেক আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত হইয়া পড়ে ; অহো ! তাক্ষিক-বলীবর্দকর্তৃক কি চমৎকার অমুমানকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে ! যে অস্ত্র আপনাকেই জানে না, সে আবার কি প্রকারে সেই আত্মগত ভেদাভেদ চিন্তা করিতে সমর্থ হইবে ? । ৪৮

তাহার পর কথা হইতেছে যে, কোন্ হেতু দ্বারা কিসের অমুমান করিবে ?— আত্মার তত্ত্বতঃসিদ্ধ ভেদপ্রতিপাদক এমন কোনও লিঙ্গ বা জ্ঞাপক চিহ্ন নাই, বাহ্য দ্বারা আত্মভেদ অমুমান করিতে পারা যায় ; আর আত্মভেদ-প্রতিপাদনার্থ নামরূপাত্মক যে সমস্ত হেতুর উপভ্রাস করা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আকাশের উপাধি ঘটপটাদির স্থায় কেবলই নামরূপগত ; সেগুলি ত আত্মার উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে । সে, যেদিন আকাশেরও ভেদসাধক হেতু প্রদর্শন করিতে পারিবে, সেইদিন আত্মারও ভেদগ্রাহক হেতু প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে । অভিপ্রায় এই যে, ঘটপটাদি উপাধি দ্বারা যেমন অথও আকাশের ভেদ বা বিভাগ সিদ্ধ হয় না, তেমনি নামরূপাত্মক দেহেজিয়াদি-উপাধি দ্বারা অথও আত্মারও ভেদ প্রমাণিত হয় না ; কেন না, আত্মার উপাধিক ভেদবাদী শত শত তাক্ষিক একত্রিত হইলেও আত্মার ভেদগ্রাহক কোনপ্রকার লিঙ্গ বা হেতু প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না ; সুতরাং আত্মার যে, তত্ত্বতঃসিদ্ধ ভেদসাধক কোনও লিঙ্গাত্মসন্ধান, তাহা ত নিশ্চয়ই সূদূরপরাহত ; কারণ, আত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ অবিস্ময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগম্য । ৪৯

প্রতিপক্ষবল বাহ্য কিছু আত্ম-ধর্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই নামরূপাত্মক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় এবং ‘আকাশই (আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই) নাম ও রূপের (নামরূপাত্মক স্বরূপের) নির্বাহক ; সেই নাম ও রূপ বাহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম’ এই শ্রুতি অনুসারে নাম-রূপ হইতে আত্মার পার্থক্য স্বীকৃত হওয়ায়, অধিকন্তু ‘আমি নাম ও রূপ প্রকটিত করিব’ এই শ্রুতিতে নাম ও রূপের উৎপত্তি-বিনাশ এবং আত্মার তদ্বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদিত হওয়ায় আত্মার সম্বন্ধে অমুমানেরই সম্ভাবনা নিরস্ত হইয়াছে ; সুতরাং তদ্বিশেষে অমুমান-বিরোধের সম্ভাবনাই বা কোথায় ? ইহা দ্বারা অর্থাৎ আত্মার অবিস্ময়ত্ব প্রতিপাদন করার তৎসম্বন্ধে আশঙ্কিত আগমবিরোধও পরিস্কৃত হইল । ৫০

আরও যে, আপত্তি করা হইয়াছে—ব্রহ্মৈকত্ব স্বীকার করিলে, বাহার উদ্দেশ্যে উপদেশ এবং সেই উপদেশের বাহ্য ফল, সেই দুইই না থাকায় ব্রহ্মৈকত্বোপদেশ অনর্থক হইবে । না—সে আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, ক্রিয়া-

মাত্রই যখন বহু কারকসাধ্য, তখন কেইবা উক্তপ্রকার অনুযোগের ভাগী হইবে ? সর্বোপাধিবিস্তৃত ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে বস্তুতঃ উপদেষ্টা, উপদেশ ও উপদেশের ফল, কিছুই নাই ; সেই হেতু উপনিষৎ-সমূহেরও যে আনর্থক্য, তাহা ত স্বীকৃতই বটে । যদি বল, অনেককারকসাধ্য উপদেশেরই আনর্থক্য উত্থাপিত হইতেছে, (উপদেশমাত্রের আনর্থক্য নহে) ; তাহাও আপত্তিযোগ্য হয় না ; কারণ, দেহাদির অতিরিক্ত আত্মাতিত্ব সর্ববাদিসম্মত । সকলেই যখন আত্মজ্ঞানার্থ উপদেশের আবশ্যকতা অঙ্গীকার করিয়া থাকে, [স্তুতরাং তোমাদেরও তাহা অঙ্গীকৃতই আছে] ; অতএব উক্ত আপত্তিটি অঙ্গীকৃত-বিরুদ্ধ অর্থাৎ তোমরাও বাহা অঙ্গীকার করিয়া থাক, ঐ কথা তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে । ৫১

অতএব ‘আমি ভিন্ন আর কে সেই মদামদ (মন্তও বটে অমন্তও বটে, এমন) দেবকে (ব্রহ্মকে) জানিতে সমর্থ হয়’, ‘দেবগণও এই আত্মতত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন’, ‘ঋতু তর্ক দ্বারা এই আত্মবিজ্ঞান লাভ করা যায় না’ ইত্যাদি—দেবমন্ড বর ও অনুগ্রহের বলে আত্মবোধ-প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে, এবং ‘তিনি স্পন্দন করেন, আবার তিনি স্পন্দন করেনও না, তিনি দূরে আছেন, এবং তিনি নিকটে আছেন’ ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্মসম্বন্ধবোধক মন্তব্যাক্য হইতেও জানা যায় যে, সর্বভয়নিবারক সেই দুর্গটি (ব্রহ্মদ্বৈতবাদ) বাকুপটুপ্রবর তार्কিক-গণের প্রবেশের অযোগ্য ; মন্দমতি জনের অলভ্য এবং যাহারা শাস্ত্র ও গুরু-প্রশাদলাভে বঞ্চিত, তাহাদেরও অগম্য । ভগবদগীতাতেও আছে—‘সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত [অথচ আমি কিছুতেই নাই’] ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মাতিরিক্ত সংসারী জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই ; অতএব ইহা খুব সঙ্গত কথাই বলা হইতেছে যে, ‘অগ্রে এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম-রূপ ছিল, সেই ব্রহ্ম আবার আপনাকে ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বলিয়া অবগত হইয়া-ছিলেন । ‘এতদতিরিক্ত অণু দ্রষ্টা নাই, অণু শ্রোতা নাই’ ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতেও এ কথা সমর্থিত হইতেছে । অতএব ‘সত্যন্ত সত্যম্’ এইটি পর-ব্রহ্মেরই পরা উপনিষৎ অর্থাৎ পরম রহস্য নাম ॥ ১০০ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ১ ॥

টীকা।—বৃত্তবস্তিস্থমাগদ্যোঃ সম্ভবতি বন্ধুঃ বৃত্তং কীর্তয়তি—ব্রহ্মোক্তি । ব্রহ্ম স্তে ব্রহ্মণীতি
 একবচঃ 'বোব ভা জ্ঞপতিস্থ্যামি' ইতি শ্রুতিজ্ঞায় জগতো জন্মান্ময়ো যতঃ, তদধীতীয়ং ব্রহ্মোক্তি
 ব্যাখ্যাস্তিমিত্যর্থঃ । জন্মান্দিবিবহন্ত জগতঃ স্বরূপং পৃচ্ছতি—কিমাস্মকমিতি । বিশ্রুতিপত্তিনিরা-
 সার্থং তৎস্বরূপমাহ—পক্ষেতি । কথং তর্হি নামরূপকর্ণাস্মকং জগদিত্যুক্তং, তত্রাহ—ভূতানীতি ।
 তত্র গমকমাহ—নামরূপে ইতি । ভূতানাং সত্যং কথং ব্রহ্মণঃ সত্যত্বাচৌক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
 তন্ত্বেতি । তৎসত্যমিত্যবধারণায়াথোযু ভূতেশু সত্যত্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কয়িত্বা সমাধত্তে—কথমিত্যা-
 দিবা । সচ ত্যক্ত সত্যমিতি গুণপত্তা ভূতানি সত্যপদ্ব্যাচ্যানি বিবক্ষ্যন্তে চেৎ, কথং তর্হি
 কার্যকরণসম্ব্যক্তন্তু প্রাপ্যানাং চ সত্যত্বমুক্তং, তত্রাহ—মূর্তেতি । যথোক্তভূতরূপত্বাৎ কার্য-
 করণানাং তদাস্মকানি ভূতানি সত্যানীত্যদীকার্যং কার্যকরণানাং সত্যত্বং, প্রাণা অপি
 তদাস্মকাঃ সত্যপদ্ব্যাচ্যা ভবন্তীতি প্রাণা বৈ সত্যমিত্যবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । এবং পাতনিকাঃ
 কৃষোত্তরব্রাহ্মণব্রহ্মণ্য বিবরমাহ—স্তেবামিতি । উপনিষদ্ব্যাখ্যানায় ব্রাহ্মণদ্বয়মিত্যুক্তিবিরুদ্ধ-
 মেতদ্বিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৈবেতি । কার্যকরণাস্মকানাং ভূতানাং স্বরূপনির্দ্ধারণেনৈবোপনিষ-
 ব্যাশেয্যতত্র হেতুমাহ—কাণ্ডোতি । ব্রাহ্মণদ্বয়মবমবত্যাং শিশুব্রাহ্মণস্তাবাস্তবসম্ভবমাহ—
 অত্রোক্তাদিবা । উপনিষদঃ কাঃ কিয়তোযো বেতুপসংখ্যাতব্যমিত্যাকাঙ্ক্ষারামিতি শেষঃ । ব্রহ্ম
 চেবমহারিরিতুমিষ্টং, তর্হি তদেবাবধারণাতঃ, কিমিতি মধ্যে করণস্বরূপমবধারণ্যতে, তত্রাহ—
 পদ্বীতি ।

আভাসভাষ্যের অনুবাদ ।—অতীত ব্রাহ্মণে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, আমি তোমাকে ‘ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিব’, তন্মধ্যে, জগৎ বাহ্য হইতে অন্ত্রিয়াছে, বাহ্যতে বর্তমান আছে এবং স্বরূপতও বহ্যত্বক, এবং পরিশেষেও বাহ্যতে বিলীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম—ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সেই জগৎ কিরূপ উপাধানে গঠিত হইয়া জন্ম লাভ করে এবং বিলীন হয়? অর্থাৎ সেই জ্ঞায়মান ও জীর্ণমান জগতের স্বরূপটা কি প্রকার? [উত্তর—] পঞ্চভূতাত্মক, অর্থাৎ সেই জগৎ পঞ্চভূতে রচিত । সেই পঞ্চভূতই নামরূপাত্মক । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নাম ও রূপ ‘সত্য’ নামে কথিত । পঞ্চভূতাত্মক সেই সত্যেরও সত্য হইতেছেন—পরব্রহ্ম । পঞ্চভূতই বা কেন ‘সত্য’ নামে অভিহিত হয়, তন্নিরূপণার্থ এই ‘মূর্ত্যামূর্ত’ নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে ।

উক্ত পঞ্চভূতই মূর্ত ও অমূর্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, এবং কার্য্যাকারে (দেহরূপে) ও করণরূপে (ইন্দ্রিয়ভাবে) পরিণত হইয়া প্রাণনামে অভিহিত হয়, সেই প্রাণসমূহও ‘সত্য’ । অতঃপর কার্য্যকরণাত্মক সেই ভূতসমূহের সত্যতা অবধারণের জন্য পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয় আরম্ভ হইতেছে; ইহাই ‘সত্য’-উপনিষদের ব্যাখ্যাস্বরূপ; কেননা, কার্য্যকরণের সত্যতানিরূপণেই ‘সত্যন্ত সত্যম্’—ব্রহ্মও অবধারিত হয় । এখানেই কথিত হইয়াছে যে, প্রাণসমূহই সত্য, এই আত্মা আবার সে সমুদায়েরও সত্য । পথিক যেমন পথ চলিতে চলিতে সমীপবর্তী কূপ ও উত্তানাদি দর্শন করিয়া থাকে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মোপনিষৎ নিরূপণ-প্রসঙ্গে সেই প্রাণটি কে, প্রাণের উপনিষদই বা কতগুলি এবং উহার স্বরূপই বা কিরূপ—এইরূপে দেহোপকরণীভূত প্রাণসমূহের স্বরূপ অবধারণ করিতেছেন ।

যো হ বৈ শিশু ॥ সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্তুণং সদামং বেদ,
সপ্ত হ দ্বিস্তো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্বি । অয়ং বাব শিশুর্যোহয়ং
মধ্যমঃ প্রাণস্তশ্চেদমেবাবধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্তুগামং
দাম ॥ ১০১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—যঃ হ বৈ শিশুঃ (ইতরকরণবৎ বিষয়েষু অব্যাপৃতত্বাৎ শিশু-
মিব নিদ্রাত্মকং প্রাণম্), সাধানং (আধীযতে অগ্নিন্—ইতি আধানং অধিষ্ঠানভূতং
স্থূলশরীরং, তেন সহিতং), সপ্রত্যাধানং (প্রত্যাধানং শিরঃ, তেন সহিতম্), সস্তুণং
(স্তুগা বন্ধনকৌলং, তেন সহিতম্), সদামং (দাম্না বন্ধন-রজ্জ্বা-অগ্নেন সহিতং) বেদ

(বিজ্ঞানীতি), [সঃ বিজ্ঞাতা] সপ্ত (সপ্তসংখ্যাকান্) দ্বিতঃ (দ্বৈতকারিণঃ)
 ভ্রাতৃব্যান্ (শক্রস্থানীয়ানি শীর্ষগ্যানি—চক্ষুঃ-শ্রোত্রপ্রাণমুখাধ্যানি করণানি) অবরুণজি
 (পরাভবতি বশীকরোতীত্যর্থঃ) । [শ্রুতিঃ স্বয়মেব শিশুপ্রভৃতীন ব্যাচষ্টে—] অয়ং
 বাব (প্রসিদ্ধৌ) শিশুঃ (বৎসঃ) ; [কঃ ?] যঃ অয়ং (অমৃতময়ানঃ) মধ্যমঃ
 (শরীরমধ্যস্থঃ) প্রাণঃ, [ইতর-করণবৎ ভোগাসক্তিবিরহাৎ তস্মৈ শিশুভাবঃ
 বিবক্ষিতঃ] ; তস্মৈ (মধ্যমপ্রাণস্মৈ) ইদমেব (দৃশ্যমানং শরীরমেব) আধানং
 (অধিষ্ঠানং), ইদং (শিরঃ) প্রত্যাধানং (প্রদেশবিশেষে রক্ষণীয়ত্বাৎ) ; প্রাণঃ
 (শরীরধারণকঃ পঞ্চবৃত্তিঃ বায়ুঃ) স্থগা (কীলং), অন্নং (ভুক্তং দ্রব্যং) দাম (বন্ধন-
 রজ্জুঃ, অন্নভাবে শরীর-স্থিত্যসম্ভবাৎ অন্নস্ত দামত্বমিতি ভাবঃ) । [যঃ খলু ইত্থং
 বৎসমিহ নিদ্রায়ুক্তং প্রাণং বেদ, তস্মৈ যথোক্তং ফলং নিশ্পত্ততে ইত্যাময়ঃ] ॥১০১॥১১॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি শিশুকে আধানের—আশ্রয়ের সহিত,
 প্রত্যাধানের সহিত, স্থগার সহিত এবং দামের—রজ্জুর সহিত জ্ঞানেন,
 তাহার অপকারী সপ্তপ্রকার ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শক্রস্থানীয় চক্ষুঃ কর্ণ শ্রোত্র
 প্রভৃতি মস্তকস্থ ইন্দ্রিয়গণ পরাভূত (বশীভূত) হয় । [শ্রুতি নিজেই
 শিশুপ্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—] ইহাই
 শিশুপদবাচ্য, যাহা এই মধ্যম অর্থাৎ দেহমধ্যবর্তী প্রাণ ; সেই সূক্ষ্মাত্মক
 প্রাণই এখানে শিশুপদবাচ্য বৎস । ইহাই অর্থাৎ দৃশ্যমান এই শরীরই
 তাহার আধান—আশ্রয়স্থান ; ইহা—মস্তক তাহার প্রত্যাধান,
 [প্রত্যাধান অর্থ—মানাদিকে রক্ষিত শয্যোপকরণ ।] প্রাণ অর্থাৎ
 প্রাণাপনাদি পঞ্চবিধ ব্যাপারবিশিষ্ট প্রাণবায়ু তাহার স্থগা (খুঁটি),
 অন্ন অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য তাহার দাম—বন্ধনরজ্জু । [করণসমষ্টিরূপ
 দেহকে যে লোক উক্তপ্রকার বৎসস্বরূপ চিন্তা করে, তাহার চক্ষুঃ-
 প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত হয়] ॥ ১০১ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—যো হ বৈ শিশুঃ সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থগং সদামং
 বেদ, তস্মৈদং ফলম্ । কিন্তু ? সপ্ত—সপ্তসংখ্যাকান্ হ দ্বিতো দ্বৈত-কর্তৃনু ভ্রাতৃব্যান্
 —ভ্রাতৃব্যা হি দ্বিবিধা ভবন্তি—দ্বিত্বঃ অদ্বিত্বশ্চ ; তত্র দ্বিত্বো যে ভ্রাতৃব্যাঃ, তান্
 দ্বিত্বো ভ্রাতৃব্যান্ অবরুণজি ; সপ্ত যে শীর্ষগ্যাঃ প্রাণাঃ বিষয়োপলক্ষিয়ারাণি,
 তৎপ্রভবা বিষয়রাগাঃ সহজত্বাদ্ ভ্রাতৃব্যাঃ ; তে হি অশ্ব স্বাশ্বহাং দৃষ্টিং বিষয়-
 বিবচ্যং কুর্ন্তুস্তি ; তেন তে ঘেটোরো ভ্রাতৃব্যাঃ, প্রত্যাগায়েক্ষণপ্রতিষেধকরত্বাৎ

কাঠকে চোক্তম্—“পরাক্রি থানি ব্যতৃণং স্বহৃন্তস্মাৎ পরাচ্ পশুতি নান্তরাশ্রয়” ইত্যাদি । তত্র যঃ শিখাদীনং বেদ—তেষাং যথাস্বাধ্যমবধারয়তি, স এতান্ ভাতৃব্যান্ অবরুণন্ধি অপাবৃণোতি বিনাশয়তি । ১ ॥

তন্মৈ ফলশ্রবণেনাভিমুখীভূতায়াহ অয়ং বাব শিঙঃ । কোহসৌ ? যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ—শরীরমধ্যে যঃ প্রাণো লিঙ্গাত্মা, যঃ পঞ্চধা শরীরমাবিষ্টঃ—বৃহন্ পাণ্ডুরবাসঃ সোম রাজন্—ইত্যুক্তঃ, যস্মিন্ বায়নঃপ্রভৃতীনি করণানি বিষক্তানি—পড়ীশশস্থনিদর্শনাৎ ; স এব শিঙরিব, বিষয়েদ্বিতরকরণবদপটুত্বাৎ । শিঙঃ সাধান-মিত্যুক্তম্, কিং পুনস্তস্মৈ শিরোৰ্কংসস্থানীয়স্তু করণায়নঃ আধানম্ ? তস্তু ইদমেব শরীরম্ আধানং কার্যাত্মকম্, আধীয়তেহস্মিন্নিত্যাধানম্ ; তস্তু হি শিশোঃ প্রাণস্তু ইদং শরীরমধিষ্ঠানম্ ; অস্মিন্ হি করণাচ্ছিষ্টিতানি লক্ষ্যাত্মকান্যুপলব্ধিদ্বারানি ভবন্তি, ন তু প্রাণমাত্রৈ বিষক্তানি ; তথা হি দর্শিতমজাতশক্রণা—উপসং হতেবু করণেষু বিজ্ঞানময়ো নোপলভ্যতে ; শরীর-দেশব্যাচেষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যমান উপলভ্যতে ; তচ্চ দর্শিতং পাণিপেষণপ্রতিবোধনেন । ২ ॥

ইদং প্রত্যাধানং শিরঃ, প্রদেশবিশেষেষু প্রতি—প্রতি আধীয়ত ইতি প্রত্যাধা-নম্, প্রাণঃ স্থূণা অনপানজনিতা শক্তিঃ—প্রাণো বলমিতি পর্যায়ঃ ; বলাবষ্টম্ভো হি প্রাণোহস্মিন্ শরীরে “স যত্রায়মাআবল্যং নেত্য সম্মোহমিব” ইতি দর্শনাৎ,—যথা বৎসঃ স্থূণাবষ্টম্ভঃ, এবম্ । শরীরপক্ষপাতী বায়ুঃ প্রাণঃ স্থূণেতি কেচিৎ । ৩ ॥

অয়ং দাম—অয়ং হি ভুক্তং ত্রেধা পরিণমতে ; যঃ স্থূলঃ পরিণামঃ, স এতদয়ং ভূত্বা ইমামপোতি—যুক্তঞ্চ পুরীষঞ্চ ; যো মধ্যমো রসঃ সারঃ, স রসঃ লোহিতাদি-ক্রমেণ স্বকার্য্যং শরীরং সাপ্তধাতুকম্ উপচিনোতি, স্বযোক্তান্নাগমে হি শরীরমুপ-চীরতে, অন্নময়ত্বাৎ ; বিপর্য্যয়েহপক্ষীরতে পততি ; যন্ত অগিষ্ঠো রসঃ—অমৃতম্ উৰ্ক্ প্রভাব ইতি চ কথ্যতে ; স নাভেরুর্দ্ধং হৃদয়দেশমাগত্য, হৃদয়াদিপ্ৰসংহতেষু দ্বাসপ্ততিনাড়ীসহশ্ৰেষু অনুপ্রবিশ্তি, যন্তংকরণসজ্জাতরূপং লিঙ্গং শিঙ-সংজ্ঞকং, তস্তু শরীরে স্থিতিকারণং ভবতি বলমুপজন্ময়ং স্থূণাধ্যম্ ; তেনান্নমুভয়তঃপাশবৎ সদামবৎ প্রাণশরীরয়োনিবন্ধনং ভবতি ॥১০১৥১॥

টীকা।—ব্রাহ্মণত্বংপর্য্যমুক্তা ভদ্রকরাণি যোজয়তি—যো হেত্যাদিনা । বিশেষণস্তার্থবজ্ঞার্থং ভাতৃব্যান্ ভিনন্তি—ভাতৃব্য হীতি । কে পুনরত্র ভাতৃব্য বিবক্ষ্যন্তে, তত্রাহ—সংগতি । কথং শ্রোত্রাদীনাম্ সপ্তকং, দ্বারভেদাবিত্যাহ—বিষয়েতি । কথং তেষাং ভাতৃব্যদ্বিমিত্যাশঙ্ক্য বিষয়া-ভিনামদ্বারেনোতাহ—তৎপ্রভবা ইতি । তথাপি কথং তেষাং বেদ্বৎমত আহ—তে হীতি । অথেন্দ্রিয়ার্ণি বিষয়বিষয়াং দৃষ্টিং কুর্কন্তোবাস্ত্রবিষয়মপি তাং করিষ্যতি, তন্ন যথোক্তভাতৃব্যত্বং তেষামিতি, তত্রাহ—প্রত্যগিতি । ইন্দ্রিয়ার্ণি বিষয়প্রবণানি তত্রৈব দৃষ্টিহেতবো ন প্রত্যগায়নানি

তত্র প্রমাণমাহ—কাঠকে চেতি । কলোক্তিমুপসংহরতি—তত্রৈতি । উক্তবিশেষণেষ্ ভাতৃবোন্মু
সিদ্ধেবিত্তি যাবৎ । ১

প্রাণে বাগাদীনাম্ বিষক্তয়ে হেতুমাহ—পড়ীশেতি । যথা জাত্যো হৃৎচতুরোহপি পাদ-
বন্ধনকীলান্ পর্ধ্যায়েণোংপাট্যোংক্রামতি, তথা প্রাণাঃ—বাগাদীনীতি নিদর্শনবশাৎ প্রাণে
বিষক্তানি বাগাদানি সিদ্ধানীতার্থঃ । শরীরস্ত প্রাণঃ প্রত্যাধানবৎ সামর্থ্যত—তস্ত হীতি ।
শরীরস্তাধিষ্ঠানহং শৃটয়তি—অগ্নিন্ হীতি । প্রাণমাত্রে বিষক্তানি করণানি নোপলক্ষিয়ারাণীত্যত্র
প্রমাণমাহ—তথা হীতি । দেহাধিষ্ঠানে প্রাণে বিষক্তানি ভাম্যুপলক্ষিয়ারাণীত্যত্রাহুভবমহু-
কূলয়তি—শরীরেতি । তত্রৈবাজাতশক্রব্রাহ্মণসংবাং দর্শয়তি—তচ্চেতি । শরীরান্ত্রিতে
প্রাণে বাগাদিষু বিষক্তেষ্ণলক্ষ্যরূপলভ্যমানত্বমিতি যাবৎ । ২

প্রত্যাধানবৎ শিরসো ব্যুৎপাদয়তি—প্রদেগেতি । বলপর্ধ্যায়স্ত প্রাণস্ত হৃগাৎ সমর্থ্যতে—
বলেতি । অগ্নমুর্ধ্বায়া যগ্নিন্ কালে দেহমবলভাবং নীত্বা সম্বোহমিব প্রতিপত্ততে, তদোং-
ক্রামতীতি যথে দর্শনাদিতি যাবৎ । বলাবষ্টেস্তোহগ্নিন্ দেহে প্রাণ ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি ।
ভর্তৃপ্রপঞ্চপঞ্চ দর্শয়তি—শরীরেতি । উক্তং হি প্রাণ ইত্যুচ্ছাসনিধানকর্ম্মা বায়ুঃ শারীরঃ শরীর-
পক্ষপাতী গৃহতে । এতন্ত্রাং হৃগায়া শিশুঃ প্রাণঃ করণদেবতা লিঙ্গপক্ষপাতী গৃহতে । স দেবঃ
প্রাণ এতগ্নিন্ বাহে প্রাণে বদ্ধ ইতি । তদ্ব্যাখ্যাতুঃ ভূমিকায় করোতি—অগ্নঃ হীতি । ষ্ণগৃহ্মান-
মেদোমজ্জাহ্বিতুক্রেভাঃ সপ্তভো ধাতুভো জাতঃ সাপ্তধাতুকন্ । তথাপি কথমগ্নস্ত দামহং,
তদাহ—তেনেতি । ১০১ । ১ ।

ভাস্যানুবাদ ।—যে লোক শিশুকে (বৎসস্থানীয় হৃন্ম প্রাণকে)
আধানের সহিত, প্রত্যাধানের সহিত, হৃগার সহিত এবং দামের সহিত জানেন,
তাহার এইরূপ ফল হয় । সেই ফল কিরূপ ? [বলা হইতেছে]—তিনি সপ্ত-
সংখ্যক (সাতটি) ঘেষকারী ভাতৃব্যকে (শত্রুকে) অবরুদ্ধ করেন—পরাজিত
করেন । ভাতৃব্য (শত্রু) সাধারণতঃ দুই প্রকার—ঘেষকারী এবং ঘেষহীন ;
তন্মধ্যে ঘেষকারী যে সমস্ত ভাতৃব্য, তিনি তাহাদিগকেই পরাভূত করিয়া থাকেন ।
শীর্ষ্যা অর্থাৎ মস্তকস্থ যে সাতটি প্রাণ শব্দাদি বিষয়ানুভূতির দ্বার, এবং তজ্জনিত
যে, বিবিধ বিষয়ে অনুরাগ ; সহজ বা সন্দেহে জাত বলিয়া তাহারাই এখানে
ভাতৃব্য শব্দে অভিহিত হইয়াছে । কারণ, তাহারাই উপাসকের আত্মবিষয়ক
জ্ঞানদৃষ্টিকে বসয়ানুভূতি নিয়োজিত করিয়া থাকে ; সেই হেতু প্রত্যগাত্মদর্শনের
প্রতিবন্ধ ঘটায় বলিয়াই তাহারাই ঘেষকারী (অনিষ্টকারী) ভাতৃব্যমধ্যে গণ্য
(১) । কঠোপনিষদেও সে কথা উক্ত আছে । যথা—‘স্বয়ন্তু (পরমেশ্বর)

(১) তাৎপৰ্য্য—শত্রু সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; এক সহজ, অপর কৃত্রিম । তন্মধ্যে
যাহারা জন্মানধীন শত্রুমধ্যে গণ্য, তাহারাই সহজ শত্রু, যেমন—দান্যাদগণ, আর যাহারা অনিষ্ট-
সাধন করিয়া কার্য্যতঃ শত্রু হয়, তাহারাই কৃত্রিম শত্রু । সহজ শত্রুগণও অনিষ্টকারী না হইতে

ইন্দ্রিয়গণকে পরাশ্রুত অর্থাৎ বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাশ্রিতকে দর্শন করে না' ইত্যাদি। যে ব্যক্তি উক্ত শিশুপ্রভৃতিকে জানেন—উহাদের প্রকৃত স্বভাব অবধারণ করিতে পারেন, তিনি নিম্নের ভ্রাতৃব্যগণকে (শত্রুগণকে) অবরুদ্ধ করেন—অপারুত করেন অর্থাৎ বিনষ্ট করেন। ১

যথোক্ত ফল শ্রবণে অভিযুখীভূত শিষ্যকে [শিশু প্রভৃতি কথার অর্থ] বলিতেছেন—ইহাই শিশু বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহা কি? যাহা এই মধ্যম প্রাণ;—শরীরমধ্যে যাহা লিঙ্গাত্মক প্রাণ, যাহা [প্রাণাপানাদি] পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী 'পড্বীশ-শকু'র দৃষ্টান্তানুসারেও জানা যায় যে, চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় যাহার আয়ত্ত, এখানে তাহাই এই শিশু অর্থাৎ শিশুর সদৃশ বলিয়া শিশু উক্ত হইয়াছে; কারণ, অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহার বিষয়াসক্তি প্রবল নহে। স্রুতিতে শিশুকে 'সাধান' বলা হইয়াছে। বৎসস্থানীয় করণাত্মক সেই শিশুর 'আধান' বস্তুটি কি? [উত্তর—] ইহাই—কার্য্যাত্মক (২) এই শরীরই তাহার আধান; আধান অর্থ—যাহাতে আহিত (রক্ষিত) হয়; এই শরীরই সেই প্রাণরূপী শিশুর অধিষ্ঠান—আশ্রয়; কারণ, ইন্দ্রিয়গণ এই শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়াই আশ্রয়লাভে সমর্থ—বিষয়োপলব্ধির দ্বারা বা উপায়ভূত হয়, কিন্তু কেবলই ইন্দ্রিয়সাধনে থাকিয়া সমর্থ হয় না। দেখ, অজ্ঞাতশত্রুও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—'স্বয়ংপ্তিকালে ইন্দ্রিয়নিচয় শরীর হইতে সমাহৃত হইলে পর বিজ্ঞানময় জীবের কোন উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ শরীরস্থ হইলে পর বিজ্ঞানময় আত্মাকে বিষয়ানুভূতি করিতে দেখা যায়'; এ কথা ত পাণিপেষণজনিত প্রতিবোধন-ব্যাপারেই প্রকাশিত হইয়াছে। ২

পারে, কিন্তু তথাপি তাহার ভ্রাতৃত্ব সংজ্ঞা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না; এইজন্য স্রুতি শুধু 'ভ্রাতৃত্ব' বলিয়াই নিশ্চিত হইলেন না, 'দ্বিবতঃ' বলিলেন। ইহা দ্বারা বুঝাইলেন যে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি কেবল সহজ শত্রু নহে, পরন্তু কৃত্রিম শত্রুও বটে; হুতরাং উহাদের পরাভব করা নিতান্ত আবশ্যক।

(২) এই বেহনসংঘাতকে কার্য্য ও করণভেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবের ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বলা হয় "করণ", আর তত্ত্বির অংশগুলিকে বলা হয় "কার্য্য"। ফল কথা, কার্য্যাত্মক বলিলে স্থল দেহটিমাত্র বুঝায়, "করণ" বলিলে ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সাধন-নিচয়কে বুঝায়।

এই শির (মন্তক) তাহার প্রত্যাধান। অংশবিশেষে সংহিত (স্থাপিত) বলিয়া শিরকে প্রত্যাধান বলা হয়। প্রাণ অর্থাৎ অন্নপানাদিজনিত শক্তি তাহার হুণা (বন্ধনাধার ধুঁটা); প্রাণ ও বল একপর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ সমানার্থক শব্দ; কেননা, প্রাণই হইতেছে এই শরীরে বলের উদ্বোধক; কারণ, [এই অভিপ্রায়েই বর্ধ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে,] ‘এই আত্মা যে সময় অবলম্ব্য অর্থাৎ বলহীনভাবে প্রাপ্ত করাইয়া সম্মোহ—অচেতন ভাবই যেন [প্রাপ্ত হয়]’ ইতি। তদ্বশতঃ বলা যায় যে, গবাদি পশুশবক যেরূপ ধুঁটার ভর করিয়া থাকে, প্রাণও তদ্রূপ বলাবর্ধক হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন—এখানে হুণা অর্থ শরীরবর্তী প্রাণ-বায়ু। ৩.

অন্ন তাহার দাম,—ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে পরিণত হয়; তন্মধ্যে বাহা স্থূল পরিণাম, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া—মূত্র ও বিষ্ঠারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; বাহা মধ্যম ভাগ—রস, সেই রসই ক্রমশঃ রক্তপ্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া স্বকর্ষ্য সপ্তধাতুময় শরীরের উপরে বা বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে; কেননা, শরীর অন্নময় (অন্নের পরিণাম) বলিয়া স্বীয় উপাদান অন্নপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, আবার অন্নের অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া বিনষ্ট হয়; আর বাহা সূক্ষ্মতম রস, অমৃত, উর্ক্‌ ও প্রভাব বা শক্তি বলিয়া বাহা কথিত, তাহা নাভিমণ্ডলের উপরিস্থিত হৃদয়প্রদেশে আসিয়া, হৃদয় হইতে ইতস্ততঃ বিস্তৃত দ্ব্যসপ্ততিসংস্রসংখ্যক (৭২০০০) নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই যে, করণসমষ্টিক্রম শিশু নামক লিঙ্গদেহ, তাহার বলাধান করত শরীর মধ্যে অবস্থিতির হেতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশুরূপে কল্পিত সূক্ষ্ম শরীরকে এই স্থূলদেহে রক্ষা করে বলিয়া উহার নাম “হুণা”; সেই কারণে, উভয়দিকে পাশবৃক্ত (বন্ধন-বৃক্ত) বৎস-বন্ধনের রজ্জুর স্থায় এই অন্নও প্রাণ এবং শরীরের বন্ধন-সাধন হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১ ॥ ২৪/১/৪২

আভাসভাষ্মানু।—ইদানীং তদ্বৈব শিশোঃ প্রত্যাধানে উক্ত্য চক্ষুশি কাশ্চনোপনিষদ উচ্যন্তে,—

আভাসভাষ্মানুবাদ।—এখন প্রত্যাধানে নিহিত সেই শিশুরই চক্ষুবিষয়ে কতকগুলি উপনিষদ (রহস্য নাম) কথিত হইতেছে—

তমেতাঃ সপ্তাঙ্কিতয় উপতিষ্ঠন্তে, তদ্ যা ইমা অক্ষন্ লোহিত্যো রাজয়স্তাভিরেনথ রুদ্রোহন্যায়ন্তঃ, অথ বা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জন্তঃ, বা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃৎ তেনাঘির্ষচ্চূরুং তেনেন্দ্রো-

হধর্যৈনং বর্ত্ততা পৃথিব্যায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া, নাস্তান্নং ক্ষীয়তে
য এবং বেদ ॥ ১০২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং তস্মৈব শিশোঃ চক্ষুৰি কাশ্চনোপনিষদ উচ্যন্তে—
'তমেতাঃ' ইত্যাদিনা] । এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) সপ্ত অক্ষিতয়ঃ (ক্ষয়নিবারকাঃ দেবাঃ)
তং (চক্ষুৰি নিহিতং করণাত্মকং প্রাণং) উপতিষ্ঠন্তে (আরাধয়ন্তি) । [কাস্তা
অক্ষিতয়ঃ ? ইত্যা—] তং (তত্র) অক্ষন্ (অক্ষিণি) যাঃ ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ)
লোহিত্যঃ (লোহিতাঃ) রাক্ষসঃ (রেখাঃ), তাভিঃ (লোহিতয়েথাভিঃ দ্বারা)
রুদ্রঃ (তদাত্মো দেবঃ) এনং (মধ্যমং প্রাণং) অঘায়ন্তঃ (অমুগতঃ সন্)
[উপতিষ্ঠতে]; অথ (অপি) অক্ষন্ (অক্ষিণি) যাঃ আপঃ (ধূমাদিসংযোগেন
অভিব্যাজ্যমানানি জলানি), তাভিঃ (অস্তিঃ দ্বারা) পৰ্জ্জন্তঃ (মেঘদেবতা)
[অঘায়ন্তঃ সন্ এনং উপতিষ্ঠতে ইতি সৰ্ব্বত্রায়য়ঃ] । যা কনীনকা (দৃক্শক্তিঃ,
অক্ষিতারকা বা) তয়া (দ্বারভূতয়া) আদিত্যঃ; যৎ কৃষ্ণং (চাক্ষুঃ
কৃষ্ণরূপং), তেন (দ্বারভূতেন) অগ্নিঃ; যৎ শুক্লং (চাক্ষুঃ শুক্লরূপং), তেন
(দ্বারভূতেন) ইন্দ্রঃ; অথরয়া বর্ত্ততা (নিম্নপক্ষণা দ্বারা) পৃথিবী এনং অঘায়ন্তা
সতী [উপতিষ্ঠতে], উত্তরয়া (উর্দ্ধবর্ত্ততা) 'ত্বোঃ [এনম্ অঘায়ন্তা সতী উপ-
তিষ্ঠতে] । যঃ এবম্ বেদ, অশ্ব (বিহ্বঃ) অন্নং ন ক্ষীয়তে (স অক্ষয়ান্নো
ভবতীতি ভাবঃ) ॥ ১০২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—অক্ষিতি অর্থাৎ ক্ষয় না হইবার হেতুভূত এই
সাতটি দেবতা সেই অন্নসম্বন্ধ প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকেন । [কে
কে, তাহা বলিতেছেন—] চক্ষুর মধ্যে যে, এই সমস্ত লোহিতবর্ণ রেখা
আছে, সে সমস্ত দ্বারা রুদ্রদেব ইহার অনুগত থাকিয়া [আরাধনা
করেন]; আর চক্ষুর মধ্যে, যে সমস্ত জল আছে, তদ্বারা পৰ্জ্জন্তদেব
অমুগত থাকিয়া [উপাসনা করেন], চক্ষুর যে কনীনকা অর্থাৎ
দর্শনশক্তি বা তারকা, তাহা দ্বারা আদিত্য, চক্ষুর যে কৃষ্ণ রূপ, তাহা
দ্বারা অগ্নিদেব, যাহা শুক্লরূপ, তাহা দ্বারা ইন্দ্র, চক্ষুর নিম্ন পক্ষ দ্বারা
পৃথিবী এবং উর্দ্ধপক্ষ দ্বারা দ্যুলোকদেবতা ইহার অনুগত থাকিয়া
আরাধনা করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি এই উপাসনা-তত্ত্ব জানে, কখনও
তাহার অন্নক্ষয় হয় না ॥ ১০২ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তমেতাঃ সপ্ত অক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে,—তং করণাত্মকং

প্রাণং শরীরে অন্নবন্ধনং চক্ষুষ্টং, এতা বক্ষ্যমাণাঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যকা অক্ষিতয়ঃ অক্ষিতিহেতুভ্যাং, উপতিষ্ঠন্তে । বস্ত্রপি মন্ত্রকরণে তিষ্ঠতিরূপপূৰ্ণ আত্মনেপদী ভবতি, ইহাপি সপ্ত দেবতাভিধানানি মন্ত্রস্থানীমানি করণানি ; তিষ্ঠতেৱতো- হত্রাপি আত্মনেপদং ন বিরুদ্ধম্ । কান্তা অক্ষিতয় ইত্যাচ্যন্তে—তৎ তত্র বা ইমাঃ প্রসিদ্ধা অক্ষন্ অক্ষিণি লোহিত্তো লোহিতা রাশ্বরো রেধাঃ, তাভির্দ্বারভূতাভিরেতং মধ্যমং প্রাণং রত্ন অদ্বায়ন্তঃ অমুগতঃ । অথ যাঃ অক্ষন্ অক্ষিণি আপঃ ধূমাদি- সংযোগেন অভিব্যাজ্যমানাঃ, তাভিঃ অস্তির্দ্বারভূতাভিঃ পৰ্জ্জন্তো দেবতাস্মা অদ্বায়ন্তঃ অমুগত উপতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । সচায়ভূতোহক্ষিতিঃ প্রাণশ্চ, “পৰ্জ্জন্তো বর্ষতি আনন্দিনঃ প্রাণা ভবন্তি” ইতি শ্রুত্যন্তরাং ।

যা কনীনকা দৃকশক্তিঃ, তয়া কনীনকয়া দ্বারেন আধিত্যঃ মধ্যমং প্রাণমুপ- তিষ্ঠতে ; যৎ কক্ষং চক্ষুশি, তেনৈনম্ অগ্নিরূপতিষ্ঠতে ; যৎ শুক্লং চক্ষুশি, তেনেন্দ্রঃ ; অধরয়া বর্ত্তা পশ্চগা এনং পৃথিবী অদ্বায়ন্তা, অধরত্বসামাভ্যাং । শ্রোঃ উত্তরয়া, উৰ্দ্ধত্বসামাভ্যাং । এতাঃ সপ্ত অন্নভূতাঃ প্রাণশ্চ সন্ততমুপতিষ্ঠন্তে—ইত্যেবং যো বেদ, তশ্চৈতৎ ফলম্—নাশ্চাঙ্গং কীর্ততে, য এবং বেদ ॥১০২॥২॥

টীকা।—যো হ বৈ শিউমিত্যাদৌ শূত্রিতশিখাদিপদার্থান্ ব্যাখ্যানান্তরসম্ভন্ত ভাংপর্ধ্যা দর্শয়ন্তুঃ স্বাক্ষরানুপাং ব্যাকরোতি—ইদানীমিত্যাदि। নমু যত্র মন্ত্ৰেণোপস্থানং ক্রিয়তে, তত্রৈবোপপূৰ্ণন্ত তিষ্ঠতেৱাত্মনেপদং ভবতি । উক্তং হি—উপাশ্রয়করণে [পা হু ১। ৩। ২৫] ইতি ; দৃশ্যতে চাদিত্যং গায়ত্র্যোপতিষ্ঠত ইতি । ন চাত্র মন্ত্ৰেণ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে, কিঞ্চিন্নাক্ষ্যাহেতুভ্যাং প্রাণশ্চ সপ্তাট্মিকন্ত ইত্যাশ্রয়নিবদো বিবক্ষান্তে, তত্রাহ—যচ্- পীতি । নন্ত্ৰেণ কত্ৰচিদমুষ্ঠানন্ত করণে বিবক্ষিতে তিষ্ঠতিরূপপূৰ্ণো যতপাশ্রয়নেপদী ভবতি, তথাপাত্র সপ্ত রত্নাদিদেবতানামানি মন্ত্রবদবস্থিতানি, তৈশ্চ করণাত্ম্যোপাসনামুষ্ঠান- শ্চত্র ক্রিয়ন্তে ; অততিষ্ঠতেৱপূৰ্ণস্তাত্মনেপদমবিরুদ্ধমিতি যোজন্য । লোহিতরেখাভী- রুদ্রশ্চ প্রাণঃ প্রত্যমুগতেনরন্তরমিত্যৰ্থশ্চকার্থঃ । পৰ্জ্জন্তস্তাদ্বারা প্রাণাক্ষয়হেতুভে প্রমাণ- নাহ—পৰ্জ্জন্ত ইতি । কণঃ পুনরেতেষাং প্রাণঃ প্রত্যক্ষিত্বঃ সৰ্কেষাং সিধাতি, তত্রাহ— এতা ইতি । সংপ্রভুপাশ্রয়কনমাহ—ইত্যেবমিতি ॥১০২॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—“তন্ এতাঃ সপ্ত অক্ষিতয়ঃ উপতিষ্ঠন্তে” ইতি । বক্ষ্য- মাণ সপ্তসংখ্যক এই অক্ষিতি—ক্ষয়নিবারক দেবগণ, শরীরে অন্ন-বন্ধনে আবদ্ধ এবং চক্ষুতে নিহিত সেই করণাত্মক প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকেন । যদিও মন্ত্রপূৰ্ণক উপাসনা অর্থেই উপপূৰ্ণক “হা” ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয় সত্য ; তথাপি এখানেও উক্ত সাতটি দেবতার নাম মন্ত্রস্থানীয় করণস্বরূপ হইয়াছে ; সেইহেতু এখানেও ‘হা’ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ (উপতিষ্ঠন্তে) হওয়া

অসদত হয় নাই । সেই 'অক্ষিতি' দেবতা কাহার, তাহা বলা হইতেছে—
সেই চক্ষুর মধ্যে এই যে, প্রসিদ্ধ লোহিনী অর্থাৎ লোহিতবর্ণ রাজি—
রেখাসমূহ, সে সমুদয় দ্বারা রুদ্রদেব ইহাতে অমুগত বা সম্বন্ধ থাকিয়া এই
মধ্যম প্রাণের উপাসনা করিয়া থাকেন ; এবং চক্ষুর মধ্যে যে জল—যাহা ধূমাদি-
সংযোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই জল দ্বারা পর্জন্তদেব (মেঘাধিষ্ঠাত্রী
দেবতা) অমুগত থাকিয়া উপাসনা করেন ; এই পর্জন্তই প্রাণের অন্তরূপ
অক্ষিতি ; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—পর্জন্ত বারি বর্ষণ করিলে প্রাণ আন-
ন্দিত হয় ইত্যাদি ।

চক্ষুর যে কনীনকা—দর্শনশক্তি, সেই কনীনকা দ্বারা [তাহাতে অমুগত
থাকিয়া] আদিত্যদেব শরীরমধ্যস্থ প্রাণের উপাসনা করেন ; চক্ষুর যে কৃষ্ণ রূপ,
তাহা দ্বারা অগ্নিদেব ইহার উপাসনা করেন, আর চক্ষুতে যে শুক্ল রূপ আছে,
তদ্বারা ইন্দ্র [উপাসনা করেন] ; অথবা বর্তনী—চক্ষুর নিম্ন পক্ষ দ্বারা পৃথিবী
ইহাতে অমুগত থাকিয়া উপাসনা করেন ; কেননা, চক্ষুর নিম্ন পক্ষ ও পৃথিবী,
উভয়েরই নিম্নত্বার্থ সমান ; উর্দ্ধস্থ পক্ষ দ্বারা দ্যুলোকদেবতা [উপাসনা করিয়া
থাকেন] । এই সাতটি অক্ষিতি—প্রাণরক্ষার হেতুভূত পদার্থ সর্বদা ইহার উপাসনা
করিয়া থাকেন, যিনি এবম্প্রকার জ্ঞানলাভ করেন ; তাঁহার এই ফল হয় যে,
কখনও তাঁহার অনক্ষয় হয় না, অর্থাৎ অনাভাব ঘটে না ॥ ১০২ ॥ ২ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি—অর্কবাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধস্তস্মিন্
যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্, তস্মাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগ্যক্টমী
ব্রহ্মণা সম্বিদানেতি । অর্কবাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ ইতীদং তচ্ছিরঃ,
এষ হর্কবাগ্বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি,
প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ । তস্মাসত ঋষয়ঃ সপ্ত
তীর ইতি, প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ, বাগ্যক্টমী ব্রহ্মণা সম্বিদা-
নেতি, বাগ্যক্টমী ব্রহ্মণা সংবিদে ॥ ১০৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সজ্জি-
প্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি—“অর্কবাখিলশ্চমসঃ” ইত্যাদিঃ । অর্কবাখিলঃ (অধোগর্ভঃ)
উর্দ্ধবুধঃ (উপরিভাগে বক্রঃ স্থলো বা) চমসঃ (দর্কীসদৃশঃ সোমাদারঃ পাত্রবিশেষঃ)
[অস্তি], তস্মিন্ (চমসে) বিশ্বরূপং (সর্ববিধং) যশঃ নিহিতং (রক্ষিতং
অস্তি), তস্ম (চমসম্) তীরে সপ্ত ঋষয়ঃ (ইন্দ্রিয়রূপাঃ) আসতে (বর্তন্তে) ;

ব্রহ্মণা সংবিদানা (ব্রহ্মণা সহ সংবাদং কুর্তী তদ্বিস্রমালোচয়ন্তী) বাক্ (বাগি-
ন্দ্রিয়ং) অষ্টমী [তত্র আস্তে] ইতি । [অথ শ্রুতিঃ স্বয়মেব মন্ত্রার্থমাহ—অৰ্বাণ্-
বিলঃ চমসঃ উৰ্দ্ধবুধঃ ইতি বহুতম্, ইদং শিরঃ]—তৎ (স চমসঃ) ; হি (বস্মাৎ)
এবঃ (শিরঃ পরার্থঃ) অৰ্বাণ্‌বিলঃ (অৰ্বাণি অধোভাগে বুধগহ্বরায়াকং বিলং
বস্তু, সঃ তথোক্তঃ), উৰ্দ্ধবুধঃ (উৰ্দ্ধে উপরিভাগে বুধঃ স্থলায়কঃ) চমসঃ (চমসা-
কৃতিশ্চ) । তস্মিন্‌ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্—ইত্যেতৎ (মন্ত্রবাক্যং) প্রাণান্
আহ—বৈ (বতঃ) প্রাণাঃ (শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি বায়বশ্চ) বিশ্বরূপং (ব্যাপকং)
যশঃ (যশঃ কারণম্) । তস্মৈ আস্তে ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে—ইত্যেতৎ [মন্ত্রবাক্যং
অপি] প্রাণান্‌ (যথোক্তলক্ষণান্‌) আহ (কথয়তি) ; বৈ (যতঃ) প্রাণাঃ
(শ্রোত্রাদীনি বায়বশ্চ) ঋষয়ঃ (ঋষিপদবাচ্যাঃ) ; বাক্ হি অষ্টমী ব্রহ্মণা
সংবিদানা ইতি ; অষ্টমী (শ্রোত্রাদি-সম্প্রাপেক্ষয়া অষ্টমী) বাক্ হি (এব)
ব্রহ্মণা সংবিত্তে (সংবাদং তৎপ্রকাশনরূপং কৰোতি ; অতঃ ব্রহ্মণা সংবিদানা
বাগিত্যর্থঃ) ॥ ১০৩ ॥ ৩ ॥

মূলোক্ত্যন্বয়ঃ—পূর্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক—
সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে। যথা—“অৰ্বাণ্‌বিলশ্চমসঃ” ইত্যাদি
“সংবিদানা” পর্য্যন্ত। অধোভাগে বা নিম্নপ্রদেশে যাহার গর্ভ আছে,
তাহা অৰ্বাণ্‌বিল, আর উৰ্দ্ধভাগ যাহার বুধ অর্থাৎ গোলাকার উচ্চ,
তাহা উৰ্দ্ধবুধ ; চমস অর্থ—সোমাদার পাত্রবিশেষ (হাতার মত) ;
সেই চমসের মধ্যে নানাবিধ যশঃ নিহিত আছে ; তাহার তীরে
(পার্শ্বে) সপ্ত ঋষি এবং ব্রহ্ম-সংবাদকারিণী অষ্টমী বাক্ [বাগিন্দ্রিয়]
অবস্থান করে ইতি ।

ইহার মধ্যে অৰ্বাণ্‌বিল ও উৰ্দ্ধবুধ চমস হইতেছে এই শির (মস্তক) ;
কারণ, ইহাই অধোভাগে বুধ-গহ্বরবিশিষ্ট এবং উপরিভাগে গোলাকৃতি
চমসের সদৃশ। ‘তাহাতে বিশ্বরূপ যশঃ নিহিত আছে’ এই মন্ত্রবাক্যটি
প্রাণের কথা বলিতেছেন ; কারণ, প্রাণই নানাবিধ যশঃ অর্থাৎ যশের
কারণ। ‘তাহার তীরে সপ্ত ঋষি বাস করিতেছেন’ এই মন্ত্রও ইন্দ্রিয়ের
কথাই বলিতেছেন ; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহই সপ্ত ঋষিরূপে প্রসিদ্ধ ; সুতরাং
এখানে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই বুঝিতে হইবে। ‘অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মের সহিত

সংবাদকারিণী' মন্ত্রটি বলিতেছেন—পূর্ববাপেক্ষা অষ্টম বাগিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের সহিত সংবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক আলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; অতএব বাগিন্দ্রিয়টি 'ব্রহ্ম-সংবিদানা' ॥ ১৭৩ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভ্যাসম্।—তৎ তত্র এতদ্বিন্মথৈ এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি—
অর্কাগ্‌বিল্‌চমস ইত্যাদিঃ । তত্র মন্ত্যর্থনাচষ্টে শ্রুতিঃ—অর্কাগ্‌বিল্‌চমস উর্দ্ধবুধ্ । ইতি । কঃ পুনরসৌ অর্কাগ্‌বিল্‌চমস উর্দ্ধবুধ্ : ? ইদং তৎ—শিরঃ, চমসাকায়ং হি তৎ ; কথম্ ? এষ হি অর্কাগ্‌বিল্‌, মুখস্ত বিল্লরূপত্বাৎ, শিরসো বুদ্ধাকারত্বাৎ উর্দ্ধবুধ্ : । তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি—যথা সোমঃ চমসে, এবং তস্মিন্ শিরসি বিশ্বরূপং নানারূপং নিহিতং স্থিতং ভবতি । কিং পুনস্তৎ ? যশঃ—প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপম্, প্রাণাঃ শ্রোত্রাদয়ঃ বারবশ্চ মরুতঃ সপ্তধা তেষু প্রসূতা বশঃ ইত্যোক্তবাহ মন্ত্রঃ, শব্দাদিজ্ঞানহেতুত্বাৎ । তস্মাস্ত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি—প্রাণাঃ পরিস্পন্দাত্মকাঃ, ত এব চ ঋষয়ঃ, প্রাণানেতদবাহ মন্ত্রঃ । বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি—ব্রহ্মণা সংবাদং কুর্কন্তী অষ্টমী ভবতি ; তদ্বক্তৃত্বমাহ—বাগ্‌হি অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদে ইতি ॥ ১০৩ ॥ ৩ ॥

টীকা।—রুদ্রাদিশক্তানাং দেবতাবিষয়ত্বানুময়স্তাপি তদ্বিষয়তেত্যাশঙ্ক্য চক্ষুষি রুদ্রাদি-
গণশ্রোত্রবাদিন্দ্রিয়সম্বন্ধান্তস্ত করণগ্রামত্বপ্রতীতেত্তদ্বিষয়ঃ শ্লোকে ন প্রসিদ্ধদেবতাবিষয় ইত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—তৎ ভবতি । মন্ত্রস্ত ব্যাখ্যানদাপেক্ষকং তত্রৈত্বাচ্যতে । শিরস্চমসাকারত্বম-
শ্লষ্টমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—কথমিত্যাদিনা । বাগষ্টমীত্যাশুভং, তস্তাঃ সপ্তমযেনোক্তত্বাৎ, ন চৈকস্তা বিশ্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণেতি । শব্দরাশির্ব্রহ্ম, তেন সম্বাদঃ সংসর্গন্তঃ গচ্ছতী শব্দরাশি-
মুক্তারমস্তা বাগষ্টমী স্তাদিতি যাবৎ । তথাপি সপ্তমত্বং বিহায় কথমষ্টমত্বং, তত্রাহ—তদ্বক্তৃ-
মিতি । বক্তৃত্বাত্ত্বভেদেন দ্বিধা বাগিষ্টা, তত্র বক্তৃত্বেনাষ্টমী, সপ্তমী চাত্ত্বভেদেনত্যবিরোধঃ ।
রসনা তুপলকিহেতুরিতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—
“অর্কাগ্‌বিল্‌চমসঃ” ইত্যাদি । শ্রুতি নিজেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—“অর্কাগ্‌বিল্‌চমসঃ উর্দ্ধবুধ্ঃ” ইতি । এই অর্কাগ্‌বিল্‌—অধো-
ভাগে গর্ভ-বিশিষ্ট, এবং উর্দ্ধবুধ্‌ অর্থাৎ উপরের দিকে বর্তুলাকার চমসটি কি ?
[উত্তর—] এই মন্তক হইতেছে সেই চমস ; কারণ, মন্তক স্বভাবতঃই চমসের সদৃশ । কি প্রকারে ? যেহেতু, মুখটি গর্ভাকার বলিয়া ইহা অর্কাগ্‌বিল্‌, এবং মন্তকটি বুদ্ধাকার (বর্তুলাকার) বলিয়া উর্দ্ধবুধ্‌ও বটে । ‘তাহাতে বিশ্বরূপ যশঃ নিহিত আছে’ ইহার অর্থ—চমসে যেমন সোম থাকে, তেমনি এই মন্তকেও বিশ্বরূপ অর্থাৎ নানাবিধ রূপ নিহিত (অবস্থিত) আছে । সেই যশঃ কি ? প্রাণ-

সমুহই বিশ্বরূপ বশঃ । মন্ত্র বলিতেছেন বে, প্রাণ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও বায়ুসমূহ বশোক্তরূপে মন্তকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ; কেন না, উহারা ই শব্দাদি উপলব্ধির উপায় স্বরূপ । ‘তাহার তীরে সপ্ত ঋষি অবস্থান করেন’ ইহার অর্থ—স্পন্দনশীল প্রাণই এখানে ঋষি-পদবাচ্য ; উক্ত মন্ত্রে সেই প্রাণের বিষয়ই বলা হইয়াছে । ‘ব্রহ্মের সহিত সংবাদকারিণী বাক্ তাহাদের অষ্টমী’ ইহার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত সংবাদ করে—ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া বাগিন্দ্রিয় তাহাদের অষ্টম ; এ কথার সমর্থক হেতু বলিতেছেন—যেহেতু অষ্টসংখ্যার পূরক—অষ্টম বাগিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের সহিত সমানভাবে জ্ঞানদান করিয়া থাকে, [অতএব বাগিন্দ্রিয়ই অষ্টমী] (১) ॥ ১০৩ ॥ ৩ ॥ ১১

ইমাবেব গোতম-ভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোহয়ং ভরদ্বাজঃ, ইমাবেব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী, অয়মেব বিশ্বামিত্রঃ অয়ং জমদগ্নিঃ, ইমাবেব বসিষ্ঠ-কশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠঃ অয়ং কশ্যপো বাগেবাত্তি-র্বাচা হ্রস্মমত্ততেহভির্ বৈ নাটমৈতদ্ যদত্রিরিতি, সর্বস্তুভা ভবতি সর্বমস্তুস্মৎ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০৪ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং তানেব সপ্ত ঋষীন্ বিভজ্য দর্শয়িতুমাং—“ইমাবেব” ইত্যাদি] । ইমৌ (নির্দিষ্টমানৌ কর্ণৌ) এব (নিশ্চয়ে) গোতম-ভরদ্বাজৌ । [কো ভৌ ? ইত্যাহ—] অয়ং (দক্ষিণঃ কর্ণঃ) এব গোতমঃ (তদাখ্য-ঋষি-স্থানীয়ঃ), অয়ং (বামঃ কর্ণঃ) ভরদ্বাজঃ (ভরদ্বাজাখ্য-ঋষিস্থানীয়ঃ); [চক্ষু-দ্বয়ং দর্শয়ন্ আহ—] ইমৌ এব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী ; অয়ং (ইদং দক্ষিণং চক্ষুঃ) এব বিশ্বামিত্রঃ, অয়ং (ইদং বামং চক্ষুঃ) এব জমদগ্নিঃ ; [নালিকুদ্বয়ং দর্শয়ন্ আহ—] ইমৌ এব বসিষ্ঠ-কশ্যপৌ—অয়ং (দক্ষিণঃ নাসাপুটঃ) এব বসিষ্ঠঃ, অয়ং

(১) ভাৎপর্ধ্য—পূর্বে তৃতীয় শ্রুতিতে বাক্কে অষ্টমী বলা হইয়াছে ; এখানে আবার ভাষ্যকার বাক্কে সপ্তম বলিয়া উল্লেখ করিলেন । ইহার মীমাংসা এইরূপ—চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি অপেক্ষা করিয়া বাগিন্দ্রিয় বহিঃ সপ্তম হউক, তথাপি তাহাকে অষ্টম বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাগিন্দ্রিয়ের দুইটি কার্য—(১) অন্নভক্ষণ করা, (২) শব্দব্রহ্ম উচ্চারণ করা ; তদ্ব্যতীত অন্ন-ভক্ষণের কর্তৃক ঋষিগণ বাক্কে সপ্তম বলা হইয়াছে, আর শব্দোচ্চারণশক্তি ধরিয়া তাহাকেই তৃতীয় শ্রুতিতে অষ্টম বলা হইয়াছে । অতএব উল্লিখিত ধর্ম্মসমূহ অনুসারে অষ্টমত্ব নির্দেশ করা অসম্ভব হইতেছে না ।

(বামনাসাপুটঃ) এব কশ্যপঃ ; বাক্ বাগিন্দ্রিয়ং এব অত্রিঃ ; হি (ষম্মাৎ) বাচা এব অয়ং অগ্নতে ; (তস্মাদেব বাক্ অত্রিঃ), যৎ ‘অত্রিঃ’ ইতি নাম, এতৎ বৈ (এব) অত্রিঃ হ (প্রসিদ্ধম্, অত্রিঃ অদনকর্তা এব সন্ অত্রিরিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ) । যঃ এবং বেদ (জানাতি), [সঃ বিধান্] সৰ্বশ্চ (অন্নশ্চ) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি, সৰ্বং চ অশ্চ (বিহ্বঃ) অন্নং ভবতি (ভোগ্যত্বম্ আপত্ততে ; ন পুনরন্নশ্চ ভোগাতাং লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১০৪ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—[অতঃপর পূর্বোক্ত সপ্ত ঋষিদের নাম ও স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে—] এই দুইটিই গোতম ও ভরদ্বাজ ; তন্মধ্যে এই দক্ষিণ কর্ণই গোতম ও বামকর্ণই ভরদ্বাজ ঋষি । এই দুইটিই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি ; তন্মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই বিশ্বামিত্র, এবং এই বাম চক্ষুই জমদগ্নি । এই দুইটিই বসিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষি ; তন্মধ্যে এই দক্ষিণ নাসাপুট বসিষ্ঠ ও বাম নাসাপুট কশ্যপ ; আর বাগিন্দ্রিয় হইতেছে—অত্রি ঋষি ; কারণ, লোকে বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অন্নভোগ করিয়া থাকে । এই যে, অত্রি নাম, ইহা বস্তুতঃ ‘অত্তি’ নামেরই রূপান্তর মাত্র । যিনি এইরূপে ঋষিতত্ত্ব জানেন, তিনি সর্ববিধ অন্নভোগের অধিকারী হন, সমস্তই তাহার অন্ন হয় ॥ ১০৪ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ॥ ২ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—কে পুনশ্চ চমসশ্চ তীরে আসতে ঋষয়ঃ ইতি ৭ ইমাবেব গোতম-ভরদ্বাজৌ কর্ণৌ—অয়মেব গোতমঃ, অয়ং ভরদ্বাজঃ—দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ, বিপর্যায়েন বা । তথা চক্ষুৰী উপদিশন্ বাচ—ইমাবেব বিশ্বামিত্র-জমদগ্নৌ, দক্ষিণং বিশ্বামিত্রঃ, উত্তরং জমদগ্নিঃ, বিপর্যায়েন বা । ইমাবেব বসিষ্ঠ-কশ্যপৌ—নাসিকে উপদিশন্ বাচ ; দক্ষিণঃ পুটৌ ভবতি বসিষ্ঠঃ, উত্তরঃ কশ্যপঃ, পূর্ববদ্বা । বাগেব অত্রিঃ, অদনক্ৰিয়াযোগাৎ সপ্তমঃ ; বাচা হি অন্নম্ অগ্নতে ; তস্মাদত্তিঃ বৈ প্রসিদ্ধং নামৈতৎ—অতুত্বাদত্রিরিতি, অত্তিরেব সন্ যদত্রিরুচ্যতে পরোক্ষেণ ।

সৰ্বশ্চৈতন্মাত্ম্যভাতশ্চ প্রাণশ্চ অত্রিনির্ধনেন-বিজ্ঞানাৎ অত্তা ভবতি, অষ্টৈব ভবতি, নামুগ্নিরগ্নেন পুনঃ প্রত্যগ্নতে ইত্যেতদুক্তং ভবতি—সৰ্বমশ্চান্নং ভবতীতি । ব এবমেতদ্ব্যথোক্তং প্রাণদ্বাধ্যায়ং বেদ, স এবং মধ্যমঃ প্রাণোঃ

হৃদা আধান-প্রত্যাধানগতো ভোক্তৈব ভবতি, ন ভোজ্যম্ ; ভোজ্যাধ্যাবর্তত-
ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ২ ॥ ২ ॥

টীকা।—বিপধ্যায়ণ বেতোত্তং পূর্ব্ববিদ্যুচ্যতে । অত্রিঃ সপ্তম ইতি সঙ্খ্যঃ । অত্রিহে
হেতুরনক্রিয়াযোগাদিত্তি । হেতুং সাধয়তি—বাচ্য হীতি । সাধামর্থং নিগময়তি—তন্মাদিত্তি ।
তর্হি কথমত্রিরিত্তি ব্যপদিশ্রুতে, অত আহ—অত্রিরেবেতি । প্রাণস্ত যদম্ভাতনেতন্ত
সম্পত্তাত্তা ভবতাত্তিনির্কলেনবিজ্ঞানাদিত্তি সঙ্খ্যঃ । সর্ব্বমন্তেত্যাদিবাক্যমর্থোক্তিপূর্ব্বকং
প্রকটয়তি—অন্তেবেতি । ন কেবলমত্রিনির্কলেনবিজ্ঞানকৃতমেতৎ ফলং, কিন্তু প্রাণাধ্যাবেনন-
প্রকৃতিস্তাহ—য এবমিত্তি ॥ ২০৪ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কোন্ কোন্ ঋষি সেই চমসের তীরে বাস করেন,
এখন তাহা বলিতেছেন—এই কর্ণ দুইটিই গোতম ও ভরদ্বাজ ; তন্মধ্যে এই
দক্ষিণ কর্ণই গোতম, আর বাম কর্ণই ভরদ্বাজ, অথবা ইহার বিপরীতভাবেও
ধরা যাইতে পারে, অর্থাৎ বাম কর্ণও গোতম হইতে পারে, এবং দক্ষিণ কর্ণও
ভরদ্বাজরূপে কল্পিত হইতে পারে । সেইরূপ চক্ষুর্দ্বয় প্রদর্শন করত বলিলেন—
এই দুইটিই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি ; তন্মধ্যে দক্ষিণ চক্ষু বিশ্বামিত্র, আর বাম
চক্ষু জমদগ্নি ; বিপরীতভাবেও ধরা যাইতে পারে । নাসিকাদ্বয় প্রদর্শন করত
বলিলেন—এই দুইটিই বসিষ্ঠ ও কশ্যপ ; তন্মধ্যে দক্ষিণ নাসাপুট বসিষ্ঠ, আর
বাম নাসাপুট কশ্যপ ; এখানেও দক্ষিণ বামের কোন নিয়ম নাই । অদন—ভক্ষণ
ক্রিয়ার সহিত সঙ্খ্য আছে বলিয়া বাগিল্লিয়ই ইহাদের সপ্তম ঋষি । অত্রি একজন
ঋষি ; অদনকর্তা বলিয়া তাঁহার এই ‘অন্নি’ নাম প্রসিদ্ধ ; প্রকৃত নাম ‘অন্নি’
হইলেও ‘অত্রি’ শব্দে প্রকারান্তরে তাহার সেই নাম অভিহিত হইয়াছে ।

এই ‘অত্রি’ নামের প্রকৃতার্থ বিজ্ঞানের ফল এই যে, বিজ্ঞাতা এই সর্ব্বপ্রকার
প্রাণভোজ্য অরের ভোক্তা হন ; সমস্তই ইহার অন্ন (ভোগ্য) হয় । ইহা দ্বারা বলা
হইল যে, পরলোকেও সে কেবল ভোক্তাই হয়, কিন্তু অপর কেহ তাহাকে ভোগ
করিতে সমর্থ হয় না । যিনি যথোক্ত প্রকার প্রাণতত্ত্ব জানেন, তিনি এইরূপে
দেহস্থ প্রাণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং আধানস্বরূপ দেহে ও প্রত্যাধানরূপ শিরে
অবস্থিতি করত কেবল ভোক্তাই হন, কিন্তু অপরের ভোজ্য হন না, অর্থাৎ
তাঁহার ভোজ্যতাব নিবৃত্ত হইয়া যায় ।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়া ব্রাহ্মণম্ :

দে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ
যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ১০৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—বাব (প্রসিদ্ধো), ব্রাহ্মণঃ দে রূপে প্রসিদ্ধে—মূর্ত্তং (মূর্ত্তি-
বিশিষ্টং পরিচ্ছিন্নং) চ, অমূর্ত্তং (মূর্ত্তিরহিতম্ অপরিচ্ছিন্নং) এব চ ; তথা
মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) চ, অমৃতং (অমরণশীলং) চ ; তথা স্থিতং (গতিরহিতং)
চ, যৎ (গচ্ছৎ) চ, সৎ (বিद्यমানং) চ, ত্যৎ (সর্বদা পরোক্ষং)
চ ॥ ১০৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ।—ব্রাহ্মণ দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ,—একটি মূর্ত্ত
(মূর্ত্তিসম্পন্ন পরিচ্ছিন্ন), অপরটি অমূর্ত্ত ; একটি মর্ত্ত্য (মরণশীল),
অপরটি অমৃতস্বভাব, একটি স্থিত—গতিহীন, অপরটি যৎ (গমনশীল),
এবং একটি সৎ (বিद्यমান), অপরটি ত্যৎ (সর্বসময়ে পরোক্ষ) ॥ ১০৫ ॥ ১

শাক্তরভাষ্যম্।—তত্র প্রাণা বৈ সত্যমিত্যুক্তম্। যাঃ প্রাণানামূপ-
নিষদঃ, তাঃ ব্রহ্মোপনিষৎপ্রসঙ্গেন ব্যাখ্যাতাঃ—“এতে তে প্রাণাঃ” ইতি চ।
তে কিমাত্মকাঃ, কথং বা তেষাং সত্যত্বম্—ইতি চ বক্তব্যমিতি পঞ্চভূতানাং
সত্যানাং কার্য্য-করণাত্মকানাং স্বরূপাবধারণার্থাদিৎ ব্রাহ্মণমাত্রভাষ্যে—যদুপাধি-
বিশেষোপনয়দ্বায়েণ “নেতি নেতি” ইতি ব্রাহ্মণঃ সত্যত্বং নির্দিধায়মিষিতম্। ১

তত্র দ্বিরূপং ব্রহ্ম পঞ্চভূতজনিতকার্য্যকরণসম্বন্ধং মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যামৃত-
স্বভাবং তজ্জনিতবাসনারূপঞ্চ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সোপাখ্যং ভবতি ; ক্রিয়াকারক-
ফলাত্মকঞ্চ সর্বব্যবহারান্বেষ্যম্। তদেব ব্রহ্ম বিগতসর্বোপাধিবিশেষং সম্যগ-
দর্শনবিষয়ম্ অজমজরমমৃতমভয়ম্, বাহ্যনসংসারপ্যবিষয়ম্ অদ্বৈতত্বাৎ “নেতি
নেতি” ইতি নির্দিষ্টত্বে। তত্র যদপোহদ্বায়েণ “নেতি নেতি” ইতি নির্দিষ্টত্বে
ব্রহ্ম, তে এতে দে বাব—বাব-শব্দোহবধারণার্থঃ—দে এবৈত্যর্থঃ, ব্রাহ্মণঃ
পরমাত্মনঃ রূপে,—রূপ্যতে যাত্যাম্ অরূপং পরম্ ব্রহ্ম অবিজ্ঞাধ্যারোপ্য-
মাণাত্ম্যাম্। ২

কে তে দে ? মূর্ত্তং চৈব মূর্ত্তমেব চ ; তথা অমূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তমেব চেত্যর্থঃ।
অন্তর্গীতস্বাদ্ব্যবিশেষণে মূর্ত্ত্যামূর্ত্তে দে এবৈত্যর্থার্থোক্তে*। কানি পুনস্তানি বিশে-

বগানি মূর্ত্যামূর্ত্যোরিতি ? উচ্যন্তে—মর্ত্যং চ, মর্ত্যং মরণধর্মি, অমৃতঞ্চ তদ্বি-
পরীতম্ ; স্থিতং পরিচ্ছিন্নং গতিপূর্বকং বৎ স্থানু ; যচ্চ—বাতীতি বৎ—ব্যাপি-
অপরিচ্ছিন্নং স্থিত-বিপরীতম্ ; সচ্চ—সদিত্যন্তেভ্যো বিশেষ্যমাণাসাধারণধর্ম-
বিশেষবৎ, তচ্চ—তদ্বিপরীতম্, তাদিত্যেব সর্বত্র পরোক্ষাভিধানার্থম্ ॥ ১০৫ ॥ ১ ॥

টীকা।—সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—তদ্রোতি । অত্রাতশক্রব্রাহ্মণাবমানং সপ্তমার্থঃ ।
উপনিষদঃ ক্রত্বাভিধানাদি । চকারাদ্রুতমিত্যুৎপন্নঃ । উত্তরব্রাহ্মণতাৎপর্যমাহ—তে কিমাস্তকা
ইতি । ব্রহ্মণো নির্দ্বারীগীর্ষ্যং কিমিতি তুতানং সতবঃ নির্দ্বারীত্যে ? তত্রাহ—যদুপাধীতি ।
তেষামুপাধীতানাং ব্রহ্মণাবধারণার্থং ব্রাহ্মণমিতি সম্বন্ধঃ । সত্যস্ত সত্যানিত্যত্র যন্তুস্তস্য-
শব্দিতং হেতুঃ, প্রথমাস্তস্যশব্দিতমাদেয়ং, তদ্বারাচব্রহ্মণোক্তার্থমপেত্যতঃ প্রাক্তনং বাক্যং,
তদুর্দ্ধম্ আব্রাহ্মণসমাপ্তোত্তরাদেয়নিরূপণার্থমিতি সমুদ্যমার্থঃ । ১

সবিশেষমেব ব্রহ্ম ন নির্কিংশেবমিতি কেচিৎ, তারিরাবকণ্ঠঃ বিতর্জতে—তদ্রোতি । ব্রাহ্মণার্থে
পূর্বোক্তরীতিয়া স্থিতে সত্যীতি যাবৎ । ‘যে বাব’ ইত্যাদিশব্দেঃ সোপাধিকং ব্রহ্মরূপং বিবৃণোতি—
পকভূতেতি । শব্দশ্রুতায়বিষয়ঃ সোপাধ্যায়ম্ ; নিরূপাধিকং ব্রহ্মরূপং দর্শয়তি—তদেবেতি ।
এবং তুমিকানারচ্যোক্ষরাপি ব্যাকরোতি—তদ্রোত্যাধিনা । বৈকল্যে সত্যীতি যাবৎ । ২

অমূর্তং চেত্যত্র চকারাদেবকারাদুৎপত্তিঃ । বিবক্ষিতব্রহ্মণো রূপময়মধারণিতং চেৎ, মূর্ত্যবাদীনি
বক্ষ্যমাণবিশেষণান্তবধারণবিরোধাদমূর্ত্যবাদীনাশাখ্যাহ—অন্তর্গতেতি । মূর্ত্যামূর্ত্যোরন্তর্ভাবিতানি
বাস্তবানি যানি বিশেষণানি, ভাস্ত্রাকাল্পাদারা দর্শয়তি—কানি পুনরিত্যাধিনা । যৎ গতিপূর্বকং
বাণ্, তৎ পরিচ্ছিন্নং স্থিতমিতি যোজন্য । বিশেষ্যমাণস্যং প্রত্যক্ষণোপলভ্যমানম্ ॥ ১০৬ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃপূর্বে প্রাণকে ‘সত্য’ বলা হইয়াছে ; তাহার পর,
প্রাণ-সমূহের যে সমস্ত উপনিষৎ বা রহস্যাত্মক নাম আছে, ব্রহ্মোপনিষৎ-
বর্ণনাপ্রসঙ্গে সে সমস্তও ব্যাখ্যাত হইয়াছে—“এতে তে প্রাণাঃ” ইতি । সেই
প্রাণ-সমূহের স্বরূপ কি প্রকার, এবং তাহাদের সত্যতাই বা কি প্রকারে
উপপন্ন হয়, তাহা বলা আবশ্যক হইয়াছে ; এই জন্ত এখানে, যে উপাধি
নিরসনপূর্বক ‘নেতি নেতি’ করিয়া ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করা ঐতিহ্য-
অভিপ্রেত, আরোপিত কার্য্য-করণভাবে (দেহেন্দ্রিয়রূপে) পরিণত সেই সত্য-
সংস্কৃত পঞ্চভূতের স্বরূপাবধারণার্থ এই তৃতীয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে—

ব্রহ্মের দুইটি রূপ ; তন্মধ্যে একটি রূপ মূর্ত্যনামে প্রসিদ্ধ—মরণশীল এবং পঞ্চ-
ভূতজনিত দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ, আর অপর রূপটি অমূর্ত্য-নামক অমরণশীল এবং মূর্ত্য-
বাসনাশূন্য ; তিনিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ও সোপাধ্যায় অর্থাৎ শব্দগম্য বা বর্ণনার
যোগ্য হন, এবং ক্রিয়া কারক ও ফলাশ্রয় সর্ববিধ ব্যবহারের গোচরীভূত হন ;
তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত সেই ব্রহ্মই আবার উপাধিকৃত সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যবিশাল

অস্মাশ্রয়বর্জিত ও সর্বভয়নিস্তারক এবং বাক্য-মনেরও অগোচর হন ; অদ্বৈত বা নির্বিশেষ বলিয়া তিনিই ‘নেতি নেতি’ বাক্যে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । তাহাতেও আবার এখানে বিশেষ এই যে, ‘নেতি নেতি’ কথায় যাহা যাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ নির্দেশ করিতে হইবে, ইহাই সেই দুইটি পরিত্যাগ্য বিষয় । ‘বাব’ শব্দের অর্থ—অবধারণ বা নিশ্চয় ; সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ব্রহ্মের পারমার্থিক রূপ কেবল দুইটি, (কম বেশী নহে) । অরূপ (নিরাকার) ব্রহ্মও অবিচ্ছাদ্যমারোপিত যে দুইটি বস্তু দ্বারা রূপিত—প্রকটীকৃত হন, এখানে তাহারই নাম—রূপ ।

সেই দুইটি রূপ কি কি ?—মূর্ত ও অমূর্ত । ‘এব’ শব্দে অবধারিত হইতেছে যে, এতদন্তর্ভূত বিশেষণসম্পন্ন রূপ মূর্ত্যামূর্তভেদে কেবলই দুইটি, (ইহার অধিকও নয়, কমও নয়) । মূর্ত ও অমূর্ত রূপ দুইটির পৃথক্ পৃথক্ সেই বিশেষণগুলি কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মর্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও যৎ, এবং সৎ ও ত্যৎ । তন্মধ্যে মর্ত্য অর্থ—মরণশীল ; অমৃত অর্থ—মর্ত্যের বিপরীত—মরণরহিত ; স্থিত অর্থ—পরিচ্ছিন্ন—যাহা গমন করিয়া স্থিতি লাভ করে, আর যৎ অর্থ—যাহা গমন করে, তাহাই যৎ—ব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন—ঠিক স্থিতের বিপরীতস্বভাব ; সৎ অর্থ—অপর সমস্ত পদার্থে যাহা নাই, এরূপ অসাধারণ গুণযুক্ত ; আর ত্যৎ অর্থ—সত্তের বিপরীত, অর্থাৎ যিনি সর্বদাই ‘ত্যৎ’ বলিয়া পরোক্ষভাবে ব্যবহার-যোগ্য, (তাহা ত্যৎ) ॥ ১০৫ ॥ ১ ॥

তদেতন্মূর্তং যদন্তদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাক্ষৈতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিত-
মেতৎ সৎ, তস্মৈতস্য মূর্ত্যৈতস্য মর্ত্যৈতস্য স্থিতৈতস্য সত
এষ রসো য এষ তপতি, সতো হ্রেষ রসঃ ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[যৎ পূর্বে বিশেষণচতুষ্টয়বিশিষ্টং মূর্তং অমূর্তং চ প্রোক্তং, তয়োর্নির্দেশণানি বিভজ্য দর্শয়তি—“তদেতৎ” ইত্যাদিনা ।]

তৎ (পূর্বোক্তং) মূর্তং (মূর্তরূপম্) এতৎ । [এতৎ কিম্ ?] বায়োঃ চ অন্তরিক্ষাং চ যৎ অত্ৰং (ভিন্ন ভূতত্রয়ম্), এতৎ (ভূতত্রয়াশ্রয় রূপং) মর্ত্যং (মরণধর্মকং), এতৎ স্থিতং, এতৎ সৎ, [এতৎ সর্বং প্রাগেব কৃতব্যাকথানম্] ; তস্য এতস্য মূর্তস্য, এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) রসঃ (সারঃ), যঃ এষঃ (হৃদ্যঃ) তপতি (তাপং দদাতি) ; হি (যতঃ) এষঃ (হৃদ্যঃ) সতঃ (সঙ্গপশু ভূতত্রয়স্য) রসঃ (সারঃ) ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—তাহাই এই মূর্তরূপ, যাহা বায়ু ও আকাশ

হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ বায়ু ও আকাশ ভিন্ন পৃথিব্যাदि ভূতত্রয় হইতেছে—ত্রয়ের মূর্ত রূপ । এই ভূতত্রয়াত্মক মূর্ত রূপই মর্ত্য (মরণশীল), ইহাই স্থিত এবং ইহাই সৎ ; এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতের এবং এই সত্যের ইনিই রস অর্থাৎ সার পদার্থ, যিনি এই তাপ দিতেছেন ; কারণ, এই সূর্য্যই হইতেছেন সত্যের—পৃথিব্যাदि ভূতত্রয়ের রস বা সারভূত ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তত্র চতুষ্টিবিশেষণবিশিষ্টং মূর্তং, তথা অমূর্তক । তত্র কানি মূর্তবিশেষণানি, কানি চেতরাণিতি বিভজ্যন্তে । তদেতৎ মূর্তং—মূচ্ছিতা-বয়বম্ ইত্যেতন্নানুপ্রবিষ্টাণ্যবং ঘনং সংহতমিত্যর্থঃ । কিং তৎ ? যথাত্বং ; কস্মাদত্বং ? বারোচ অন্তরিক্ষাচ্চ ভূতত্বাৎ—পরিশেবাৎ পৃথিব্যাদিভূতত্রয়ম্ ; এতন্মর্ত্যম্—যদেতৎ মর্ত্যাৎ ভূতত্রয়ম্, ইদং মর্ত্যাং মরণধর্মি । কস্মাৎ ? যস্মাৎ হিতমেতৎ ; পরিচ্ছিন্নং হি অর্থাস্তরেণ স্পষ্টঘূষ্যমানং বিরূধ্যতে—যথা ঘটঃ শুভ্রকুড্যাদিনা ; তথা মূর্তং, স্থিতং পরিচ্ছিন্নমর্থাস্তরসম্বন্ধি, ততোহর্থাস্তরবিরোধাৎ মর্ত্যম্ ; এতৎ নৎ বিশেষ্যমাণাসংসারগধর্ম্যবৎ ; তস্মাক্মি পরিচ্ছিন্নম্, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ মর্ত্যম্, অতো মূর্তম্ ; মূর্তত্বাৎ মর্ত্যাং, মর্ত্যাৎ হিতম্, স্থিতত্বাৎ সৎ ; অতোহতোক্তা-বাভিচার্য্যং চতুর্গাং ধর্ম্যাণাং যথেষ্টং বিশেষণবিশেষ্যভাবো হেতু-হেতুমস্তাবশ্চ দর্শয়িতব্যঃ । সর্বথাপি তু ভূতত্রয়ং চতুষ্টিবিশেষণবিশিষ্টং মূর্তং রূপং ত্রয়ণঃ । ১

তত্র চতুর্গামেকস্মিন্ গৃহীতে বিশেষণে ইত্যত্র গৃহীতমেব বিশেষণম্, ইত্যাহ—তস্মৈতস্ম মূর্তস্ম, এতস্ম মর্ত্যস্ম, এতস্ম স্থিতস্ম, এতস্ম সতঃ—চতুষ্টিবিশেষণস্ম ভূতত্রয়স্মেত্যর্থঃ—এব রসঃ সার ইত্যর্থঃ । ত্রয়াণাং হি ভূতানাং সারিষ্টঃ সবিতা ; এতৎসারানি ত্রিণি ভূতানি, যত এতৎকৃতবিভজ্যমানরূপবিশেষণানি ভবন্তি । আধিদৈবিকং কার্য্যাস্মৈতদ্ রূপম্—যৎ সবিতা—যদেতন্নাগুলং তপতি ; সতো ভূতত্রয়স্ম হি বস্মাদেব রস ইত্যেতদ্ গৃহীতে ; মূর্তো হেব সবিতা তপতি, সারিষ্টশ্চ । বহু আধিদৈবিকং করণং মণ্ডলস্তাত্ত্বয়ম্, তদ্ বক্ষ্যামঃ ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

টীকা ।—তত্রৈতি নির্দ্ধারণার্থী সন্তমী, তত্র প্রত্যেকং মূর্তামূর্তচতুষ্টিবিশেষণবশে সত্তীতি বাবৎ । কথং হিতত্বে মর্ত্যত্বং, তত্রাহ—পরিচ্ছিন্নং হীতি । তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেষ্টা-দিনা । অতো মর্ত্যত্বাৎ মূর্তমিতি শেবঃ । মূর্তমমর্ত্যত্বয়োঃস্তোক্তহেতু-হেতুমস্তাবং স্তোত্রিত্বং বা-শব্দঃ । কথং পুনশ্চতুর্- বিশেষণবিশেষ্যভাবো হেতু-হেতুমস্তাবশ্চ নিকটবাত্তোহ—অতোক্তেতি । রূপরূপিতাবস্তাপি বাবহ্যভাবমানাক্ষাহ—সর্বথাপীতি ।

তস্মৈতস্মৈব রস ইত্যেব বক্তব্যো, কিমিতি মূর্তস্মেত্যাদিনা বিশেষণচতুষ্টিমন্মত্রে ? তত্রাহ—

তদ্রেতি । সারস সাধয়তি—ব্রাহ্মণাং হীত । তত্র প্রতিজ্ঞামন্যুং হেতুমাং—এতদতি । এতেন সবিতৃমণ্ডলেন কৃতানি বিভজ্যমানান্তসকীর্ণানি কৃৎঃ শুল্লং লোহিতমিত্যেতানি রূপাণি বিশেষণানি যেষাং পৃথিব্যপ্তেজস্যাং, তানি ভবা । ততো ভূতত্রয়কার্যমধ্যে সবিতৃমণ্ডলস্ত্রাণ্যন্তমিত্যর্থঃ । ৭ এষ তপতীত্যন্তার্থমাহ—আধিদৈবিকশ্রেতি । হেতুবাক্যমাদায় ভূতত্রাৎপৰ্য্যমাহ—সত্য ইতি । মণ্ডলমেবৈতচ্ছকার্যঃ । মণ্ডলপরিগ্রহে হেতুমাং—মূর্ত্তো হীতি । মূর্ত্তগ্রহণস্তোপলক্ষণত্বাক্ততুর্গামনয়ো হেত্বর্থঃ । অতশ্চ মণ্ডলাস্তা সবিতা ভূতত্রয়কার্যমধ্যে ভবতি প্রধানঃ ; কার্যকরণয়োঃকরণ্যস্তোৎসর্গিকত্বাদিত্যাহ—সারিষ্টশ্রেতি । মণ্ডলং চেনাধিদৈবিকং কার্যং, কিং পুনস্তথাবিধং করণমিতি ? তদাহ—যথিতি । ১০৬ । ২ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই চারিটি বিশেষণে বিশিষ্ট ; তন্মধ্যে কোন্‌গুলি মূর্ত্তের বিশেষণ, আর কোন্‌গুলি অমূর্ত্তের বিশেষণ, তাহা বিভাগ করিয়া দিতেছেন । ইহা হইতেছে সেই মূর্ত্ত—যাহা অবয়বে উপচিত—পরস্পর সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন সংহত পদার্থ । তাহা কি ? যাহা অগ্নি ; কিসের অগ্নি ? বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয় হইতে অগ্নি, অর্থাৎ আকাশ ও বায়ু বাদ দিয়া অবশিষ্ট ভূতত্রয়—পৃথিবী, জল ও ভেজ । ইহা মর্ত্য—এই যে মূর্ত্তসংজ্ঞক ভূতত্রয়, ইহার মর্ত্য—মরণশীল ; কারণ ? যেহেতু ইহার স্থিত ও পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত । পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যেমন একটি ঘট স্তম্ভ-প্রভৃতি অপর পদার্থ দ্বারা [বাধা প্রাপ্ত হয়], তেমনি মূর্ত্ত পদার্থও । যেহেতু ইহা স্থিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সেই হেতু অপর সর্বপদার্থের সহিত বিরুদ্ধ ; বিরুদ্ধ বলিয়াই মর্ত্য (বিনাশশীল) । ইহাই সৎ অর্থাৎ যাহা অজ্ঞত নাই, ঈদৃশ গুণবিশেষযুক্ত ; সেই হেতুই পরিচ্ছিন্ন ; পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই মর্ত্য ; এই জগ্‌ই উহার মূর্ত্ত ; অথবা মূর্ত্ত বলিয়াই মর্ত্য, মর্ত্যত্বহেতু স্থিত, স্থিতত্ব নিবন্ধন সৎ । অতএব পরস্পর পরস্পরের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় উক্ত মূর্ত্তাদি চারিটি বিশেষণের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ও হেতু-হেতুমন্ডাব (সাধ্য-সাধনভাব) ইচ্ছানুসারেও গ্রহণ করিতে পারা যায় । যথোক্ত চারি প্রকার বিশেষণবিশিষ্ট উক্ত ভূতত্রয়ই ব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ ।

উক্ত বিশেষণ চতুষ্টয়ের মধ্যে, যে কোন একটি বিশেষণ গ্রহণ করিলেই অপর বিশেষণগুলি গ্রহণ করা হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—সেই এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্যের, এই স্থিতের, এই সত্যের, অর্থাৎ চতুর্বিধ বিশেষণ-বিশিষ্ট উক্ত ভূতত্রয়ের ইহা (স্বর্য্য) হইতেছে—রস অর্থাৎ সার ; কেননা, স্বর্য্যদেবই ভূতত্রয়ের সারতম পদার্থ । আধিদৈবিক দেহাকারে পরিণত কার্য্যের ইহাই যথার্থ স্বরূপ—যিনি এই সবিতা (স্বর্য্যমণ্ডল) ; যিনি এই সৌরমণ্ডলরূপে তাপ দিতেছেন ; কারণ, এই মণ্ডলাধিষ্ঠাতাই সত্যের—ভূতত্রয়ের রস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া

ধাকেন ; কারণ, মূর্তরূপ এই স্বর্গ্যই তাপ দিতেছেন এবং সকলের শ্রেষ্ঠতম পদার্থও বটে । আর যাহা আধিদৈবিক করণ—মণ্ডলের মধ্যবর্তী, তাহার কথা পরে বলিব ॥ ১০৬ ॥ ২ ॥

অথামূর্তং—বায়ুশ্চাস্তুরিক্ষং চৈতদমৃতমেতদ্ যদেতৎ ত্যৎ, তস্মৈতস্মামূর্তস্মৈতস্মামৃতস্মৈতস্ম যত এতস্ম ত্যস্মৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্ম হোষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপরম্) অমূর্তং (রূপম্) [উচ্যতে]—বায়ুশ্চ অস্তুরিক্ষং চ [অমূর্তং রূপম্] ; এতৎ (বায়ুস্তুরিক্ষাত্মকং ভূতদ্বয়ং) অমৃতং (অমরগণধর্মকম্), এতৎ যৎ, এতৎ ত্যৎ । তস্ম (পূর্বোক্তস্ম) এতস্ম অমূর্তস্ম, এতস্ম অমৃতস্ম, এতস্ম যতঃ, এতস্ম ত্যস্ম এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) রসঃ । [কঃ ?] যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে (সূর্য্যামণ্ডলে অধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ । হি (যস্মাৎ) ত্যস্ম (সর্বদা পরোক্ষভূতস্ম অমূর্তস্ম) এষঃ (মণ্ডলাধিষ্ঠিতঃ পুরুষঃ) রসঃ (সার্বভূতঃ), ইতি অধিদৈবতং (দেবতাত্মকং রূপমিত্যর্থঃ) ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ।—অতঃপর ব্রহ্মের অমূর্ত রূপ কথিত হইতেছে—বায়ু ও আকাশ [ব্রহ্মের অমূর্ত রূপ] । ইহাই অমৃত (অবিনাশী) ইহাই যৎ, ইহাই ত্যৎ (সর্বদা পরোক্ষাত্মক) । সেই এই অমূর্তের—এই অমূর্তের—এই যতের এবং এই ত্যতের ইহা হইতেছে রস অর্থাৎ সার্বভূত পদার্থ, যাহা এই সূর্য্যামণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ (দেবতা) । ইহাই ‘ত্যৎ’-সংজ্ঞক রূপের রস ; ইহা হইতেছে—অধিদৈবত অর্থাৎ মণ্ডলাধিষ্ঠাতৃদেবতাত্মক রূপ ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

শাক্তরসাত্মকম্।—অথামূর্তম্—অথ অধুনা অমূর্তমুচ্যতে—বায়ুশ্চ অস্তুরিক্ষং চ—যৎ পরিশেষিতং ভূতদ্বয়ম্, এতদমূর্তম্ অমূর্তত্বাৎ, অস্থিতম্ অতোহবিরুদ্ধা-মানং কেনচিৎ, অমৃতম্ অমরগণধর্মি ; এতৎ যৎ স্থিতিবিপরীতং, ব্যাপি অপরিচ্ছিন্নম্ ; যস্মাদ্ এতদ্ অন্তোভ্যোহপ্রবিভজ্যমানবিশেষম্, অতঃ ত্যৎ, তাদৃশিতি পরোক্ষাভিধানার্থমেব পূর্ববৎ । ১

তস্মৈতস্ম অমূর্তস্ম এতস্মামৃতস্ম এতস্ম যতঃ এতস্ম ত্যস্ম—চতুর্দশবিশেষণ-স্মামূর্তস্ম এষঃ রসঃ । কোহসৌ ? ঐ এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ—করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইত্যভিধীয়তে যঃ, স এষঃ অমূর্তস্ম ভূতদ্বয়স্ম রসঃ পূর্ববৎ সারিষ্ঠঃ ।

এতৎ-পুরুষসারঞ্চ অমূর্তং ভূতদ্বয়ম্—হিরণ্যগৰ্ভলিঙ্গারম্ভায় হি ভূতদ্বয়াভিব্যক্তি-
রব্যাক্রতাৎ; তস্মাৎ তাৎপর্যাৎ তৎসারং ভূতদ্বয়ম্ । তস্মাৎ হেব রসঃ—সমাদ্ বো
মণ্ডলস্থঃ পুরুষো মণ্ডলবৎ ন গৃহ্যতে সারশ্চ ভূতদ্বয়ম্, তস্মাদস্তি মণ্ডলস্থ পুরুষশ্চ
ভূতদ্বয়ম্ চ সাধৰ্ম্যম্ । তস্মাদ্ভুক্তং প্রসিদ্ধবন্ধেতুপাদানম্—‘তস্মাৎ হেব রসঃ’
ইতি । ২

রসঃ কারণং হিরণ্যগৰ্ভং-বিজ্ঞানাত্মা চেতন ইতি কেচিৎ । তত্র চ কিম্ হিরণ্য-
গৰ্ভবিজ্ঞানাত্মনঃ কৰ্ম বায়ুস্তরিক্ষয়োঃ প্রয়োক্তৃ; তৎকৰ্ম বায়ুস্তরিক্ষাধারং সৎ
অন্তেষাং ভূতানাং প্রয়োক্তৃ ভবতি; তেন স্বকৰ্মণা বায়ুস্তরিক্ষয়োঃ প্রয়োক্তেতি
তয়োঃ রসঃ কারণমুচ্যত ইতি । তন্ম, মূর্তরসেন অতুল্যত্বাৎ; মূর্তশ্চ তু ভূতত্রয়ম্
রসঃ মূর্তমেব মণ্ডলং দৃষ্টং ভূতত্রয়-সমানজাতীরম্, ন চেতনঃ; তথা অমূর্তয়োরাপি
ভূতয়োস্তৎসমানজাতীর্যেনৈব অমূর্তরসেন যুক্তং ভবিতুম্; বাক্যপ্রবৃত্তেস্তল্যাৎ,—
বথা হি মূর্তাস্মৃতে চতুর্দ্বয়ধৰ্ম্মবতী বিভজ্যেতে, তথা রস-রসবতোরপি মূর্তামূর্তয়ো-
স্তল্যোনৈব জ্ঞায়েন যুক্তো বিভাগঃ; ন চাক্ষিবেশম্ । ৩

মূর্তরসেহপি মণ্ডলাধিপশ্চেতনো বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ, অত্যান্মমিদমুচ্যতে,
সৰ্বত্রৈব তু মূর্তামূর্তয়োঃ স্ফুরপেণ বিবক্ষিতত্বাৎ । পুরুষশব্দোহচেতনোহম্পপন্ন
ইতি চেৎ; ন, পক্ষপৃচ্ছাদিবিশিষ্টৈশ্চ লিঙ্গশ্চ পুরুষশব্দদর্শনাৎ, “ন বা ইথাং সন্তঃ
শক্ষ্যামঃ প্রজাঃ প্রজ্ঞনয়িতুম্, ইমান্ সপ্ত পুরুষানেকং পুরুষং করবামেতি, ত-
এতান্ সপ্ত পুরুষানেকং পুরুষমকুর্ষন” ইত্যাদৌ অন্নরসময়াদিশ্চ শ্রুতান্তরেণ
পুরুষশব্দপ্রয়োগাৎ । ইত্যাদিদৈবতমিতি উক্তোপসংহারঃ অধ্যায়বিভাগো-
ক্ত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

টীকা।—আধিদৈবিকং মূর্তমভিধায় তাদৃগেবামূর্তং প্রতীকোপাদানপূৰ্ব্বকং স্মৃটয়তি—
অথেন্যাদিনা । অমূর্তমুভয়ং হেতুত্বেন সংবধ্যতে । অপরিচ্ছিন্নত্ববিরোধে হেতুঃ । অমূর্তত্বা-
দীনাং মিথো বিশেষণবিশেষণ্যভাবো হেতুহেতুমত্বাবশ্চ যথেষ্টং দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যাহ—পূৰ্ব্ববদिति ।
পুনরুক্তিরপি পূৰ্ব্ববৎ । ১

য এষ ইত্যাদি প্রতীকগ্রহণং, তস্ত বাখ্যানং করণাস্তক ইত্যাদি । যথা ভূতত্রয়ম্ মণ্ডলং
সারিষ্টমুক্তং, তদ্বদিত্যাহ—পূৰ্ব্ববদिति । সারিষ্টমমুচ্য হেতুমাং—এতদिति । তাদর্থ্যাদ্ভূতত্রয়ম্,
ভূতত্রয়োপসর্জনস্ত স্যৎ প্রধানস্ত হিরণ্যগৰ্ভারম্ভাৎ ইতি যাবৎ । ভূতত্রয়ং ভূতত্রয়োপসর্জন-
মিতি শেষঃ । হেতুমবত্যাং ব্যাচষ্টে—তস্ত হীতি । পুরুষশব্দাদুপরিষ্টাৎ সশব্দো দ্রষ্টব্যঃ ।
অমূর্তত্বাদি বিশেষণচতুর্দ্বয়বৈশিষ্ট্যং সাধৰ্ম্যম্ । তৎফলমাং—তস্মাদिति । ২

সমতমুক্তা। ভক্তপ্রপঞ্চমতমাং—রস ইতি । তস্মাৎ ইত্যাদৌ রসশব্দেন ভূতত্রয়কারণমুক্তং,
ন চ তচ্চেতনাদিস্তং, ন চ জীবঃ; তথাহ্যসামর্থ্যাৎ, নাপি পরং কোটীত্বাৎ । তস্মাচ্ছেতনঃ

দূত্বেকেন্দ্রজ্ঞপ্তেত্যর্থঃ । সোহপি কথং ভূতদ্বয়কারণমত আহ—তত্রৈতি । পরকীরপক্ষঃ
সপ্তমার্থঃ । তৎকর্ষণন্তরাসাধারণ্যমসম্ভ্রতিপরিমিতাভিপ্রেত্য কিলেতুক্তম্ । যথাহঃ—যৌ
হেতুদ্বয়গুণে বিজ্ঞানাস্থৈষ খববিভাকর্ষণপূর্ণপ্রজ্ঞাপরিষ্কৃতো বিজ্ঞানাস্থদ্ব্যমাপত্ততে, তদেতৎ-
কর্ষণং বিজ্ঞানাস্থনন্তব্যস্তরিক্ণপ্রবোক্ত ভবতীতি । নমু হিরণ্যগর্ভদেহস্ত পঞ্চভূতাস্থকদ্বাদ-
ভূতদ্বয়োংগন্তাবপীতরভূতোংগন্তিঃ বিনা কৃতোহস্ত ভোগঃ সিধ্যাতত আহ—তৎকর্ষেতি ।
বায়ুস্তরিকাধারং তদ্রূপং পরিণতমিতি যাবৎ । বায়ুস্তরিক্কয়োভূতত্রয়োপসর্জনয়োরিতি শেষঃ ।
প্রয়োক্তা হিরণ্যগর্ভবিজ্ঞানাস্থা ।

নিরাকরোতি—তত্রৈতি । কথং মূর্তরসেন সহ যথোক্তামূর্তরসস্তাতুল্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ—মূর্ত-
ন্তৈতি । অমূর্তশাসৌ রসশ্চেতামূর্তরসন্তেনেতি যাবৎ । অমূর্তরসস্ত চেতনদে তু রসয়োর্কৈজাত্য
জাদিতি ভাবঃ । অস্ত তয়োর্কৈজাত্য, নেত্যাহ—যথা হীতি । মূর্তং মর্ত্যং স্থিতং সদিতি
মূর্তস্ত ধর্মচতুষ্টয়ম্, অমূর্তনমূর্তং ব্যাপি তাদিত্যমূর্তস্ত বিভজনমসকীর্ণত্বেন প্রদর্শনং, যথা রসবতো-
মূর্তামূর্তমোন্তলাভমূর্তং, তথা রসধোরপি তয়োন্তলেনৈব প্রকারেণ প্রদর্শনমুচিতং, নত্বমূর্তরস-
শ্চেতনো মূর্তরসস্তচেতন ইতি যুক্তো বিভাগঃ, অর্দ্ধজরতীরস্তাপ্রামাণিকত্বাদিত্যাহ—তথৈতি । ৩

অর্দ্ধবৈশম্যং পরিহর্ন্তুং শকতে—অমূর্তরসোহপীতি । অমূর্তরসবন্মূর্তরসশঙ্কেনাপি চেতনস্তৈব
ত্রকোণে মণ্ডনাপন্নস্ত গ্রহণমিত্যেতৎ দৃষ্যতি—অভ্যাসমিতি । মণ্ডনস্ত চেতনকার্য্যতয়া চেতনদে
সর্বস্ত তৎকার্য্যতয়া তদ্ব্যবহারপ্রসারোচ্চেনেতি বিশেষণানর্থক্যমিত্যর্থঃ । মণ্ডনাধারস্ত চেতনত্বং
পুরুষশব্দপ্রতিবশাদেহ্যমিতি শকতে—পুরুষশব্দ ইতি । অনুপপত্তিঃ পরিহরতি—নেত্যাধিনা ।
তদেব ব্যাকরোতি—ন বা ইতি । ইং বিজ্ঞানঃ সন্তো নৈব শঙ্ক্যামৌ যাবহারং প্রজনয়িতু-
মিত্যালোচ্য ত্বেচ্চমুঃশ্রোত্রজিহবাশ্রাণবান্নানুরূপান্কেইমান্ সপ্ত পুরুষানেকং পুরুষং সংহতং লিঙ্গং
করবামেতি চ নিশ্চিত্যামৌ প্রাণাঃ সপ্ত পুরুষানুজ্ঞানেকং পুরুষং লিঙ্গাস্থানং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ।
আদিশব্দেন লৌকিকমপি দর্শনং সংগৃহ্যতে । ত্রত্যন্তরং তৈত্তিরীয়কম্ । পুরুষশব্দপ্রয়োগঃ
“স বা এষ পুরুষোঃপরমময়ঃ” ইত্যাদিঃ । পরকীর্যং ব্যাখ্যানং প্রত্যাখ্যায় প্রকৃতং ত্রতিব্যাখ্যান-
মমূর্তরতি—ইত্যাদিদৈবতমিতি । ১০৭ । ৩ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—“অথ অমূর্তম্”—এখন অমূর্ত রূপের কথা বলা হইতেছে
—বায়ু ও অন্তরিক্ষ (আকাশ) এই যে দুইটি ভূত অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহার
অমৃত ; যেহেতু, ইহার অমূর্ত ; এবং ইহারাই অস্থিত অর্থাৎ কোথাও অবস্থিত
নয়—সাবয়ব নয় ; এই কারণে কাহারো সঙ্গে বিরুদ্ধ হয় না ; এখানে অমৃত অর্থ
—বাহ্য মরণশীল নয় । ইহা যৎ, অর্থাৎ পূর্বেক্ত ‘স্থিতের’ বিপরীত—ব্যাপক—
অপরিচ্ছিন্ন ; যেহেতু ইহা যৎ, অর্থাৎ অগ্ৰান্ত পদার্থ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য পৃথক্
করিয়া ধরা যায় না, সেই হেতুই ইহা ত্যৎ ; ‘ত্যৎ’ অর্থ বাহ্য সর্বদাই পরোক্ষ
বা ইন্দ্রিয়ের অগোচররূপে উল্লেখযোগ্য ; এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে । ১

সেই এই অমূর্তের—এই অমৃতের—এই ‘বতের’ ‘ত্যতের’ অর্থাৎ উক্ত প্রকার

চতুর্বিধ বিশেষণবিশিষ্ট অমূর্তের ইহাই রস (সার) । ইহা কি ? যাহা এই দৃশ্য-মান সৌরমণ্ডলস্থ পুরুষ—যাহা করণস্বরূপ (কার্য্যস্বরূপ নহে), হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই মণ্ডলস্থ সেই পুরুষই পূর্ব্ববৎ অমূর্ত ভূত-দ্বয়ের রস অর্থাৎ সারতম পদার্থ । অমূর্ত ভূত দুইটি আবার এই মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষের সারভূত ; কারণ, হিরণ্যগর্ভের সূক্ষ্ম শরীর-নির্মাণের জন্যই অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে উক্ত ভূতদ্বয়ের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে ; সেই হেতু পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য আবির্ভূত বলিয়া এই ভূতদ্বয় তাহার সার । ইহাই ‘তাতের’ (নিত্য পরোক্ষের) রস বা সারভূত,—যিনি এই মণ্ডলস্থ পুরুষ । যেহেতু এই মণ্ডলস্থ পুরুষ মণ্ডলের ত্রায় প্রত্যক্ষগোচর হন না, অথচ ভূতদ্বয়ের সারভূতও বটে, সেই হেতু মণ্ডলস্থ পুরুষে উক্ত ভূতদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য বা ধর্ম্মগত সাম্য আছে । অতএব ‘যেহেতু ইহা তাতের রস’ এইরূপ প্রসিদ্ধবৎ হেতুর উপগ্রাস করা যুক্তি-সঙ্গতই হইয়াছে । ২

এস্থলে ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন—রস অর্থ—কারণ, তাহাই হিরণ্য-গর্ভের আত্মা—চেতন পদার্থ । এপক্ষে হিরণ্যগর্ভাভিমানী বিজ্ঞানাত্মার, ক্রিয়াই বায়ু ও অন্তরিক্ষের প্রযোজক বা প্রেরক ; তাহার সেই ক্রিয়াই বায়ু ও অন্তরিক্ষে থাকিয়া অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া অপরাপর ভূতে ক্রিয়া সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; সেইজন্য হিরণ্যগর্ভাভিমানী আত্মা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা বায়ু ও অন্তরিক্ষের প্রেরণা করেন বলিয়া তদ্ব্যবস্থার রস—কারণ বলিয়া অভিহিত হন । তাঁহাদের এইরূপ কল্পনা সঙ্গত হয় না । কেননা, তাহা হইলে পূর্বেকৃত মূর্ত-রসের সহিত ইহার কিছুমাত্র সাম্য থাকে না । সেখানে মূর্ত (আকৃতিবিশিষ্ট) সৌরমণ্ডলকে মূর্ত ভূতত্রয়ের রস বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে ; সেই মণ্ডল ও ভূতত্রয় উভয়ই এক-জাতীয়—মূর্ত ও জড় পদার্থ ; কিন্তু কেহই চেতন নহে ; অতএব তদনুসারে অমূর্ত ভূতদ্বয়ের সম্বন্ধেও তৎসমজাতীয় অমূর্ত পদার্থই রসরূপে কল্পিত হওয়া উচিত, কিন্তু তদ্বিজাতীয় চেতন পদার্থ ঐরূপে কল্পিত হওয়া সঙ্গত হয় না ; কারণ, এরূপ না হইলে বাক্য-ব্যবহারেরও সমতা রক্ষা পায় না । পূর্বে মূর্ত ও অমূর্তকে যে নিয়মে চতুর্বিধ গুণযোগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তেমনি রস এবং রসবানেরও ঠিক সেই নিয়মেই বিভাগ করা যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু “অর্দ্ধবৈশস” ত্রায় অর্থাৎ অর্দ্ধেক ত্যাগ করা আর অর্দ্ধেক রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না (১) । ৩

(১) তাৎপর্য্য—“অর্দ্ধবৈশস” শ্রাৱ্টি এইরূপ—একজনের একটি ছাগল ছিল, তাহার ইচ্ছা হইল, ঐ ছাগলটি ছেদন করিয়া মাংস খায়, কিন্তু তাহার বাড়ীতে যে পরিমাণ লোক ছিল,

যদি বল, পূর্বে মণ্ডলকে যে, মূর্তরসরূপে কর্ত্তনা করা হইয়াছে, সেখানেও মণ্ডলস্থ চেতনের প্রতিপাদন করাই ঐতির অভিপ্রেত ; না, সেকথাও অতি অকিঞ্চিংকর ; কারণ, ঐতির সর্বত্রই মূর্ত ও অমূর্ত পদার্থমাত্রকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করাই ঐতির অভিপ্রেত ; সুতরাং এখানে আর বিশেষ বলিবার কি আছে ? যদি বল, পুরুষ-শব্দটি অচেতনে প্রযোজ্য হইতে পারে না ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, পক্ষ ও পুচ্ছাদিবিশিষ্ট লিঙ্গদেহ সম্বন্ধেও পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—‘আমরা এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া প্রজ্ঞাসমূহ-পাদনে সমর্থ হইতেছি না, অতএব এই সাতটি পুরুষকে (চক্ষুঃাদি ইন্দ্রিয়কে) এক পুরুষ করিব । এইরূপ আলোচনার পর তাহারা এই সাতটি পুরুষকে (স্বক্, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্ ও মনকে) এক পুরুষে অর্থাৎ একটি লিঙ্গশরীরে পরিণত করিল ইত্যাদি ঐতিহ্যে এবং অপরূপ ঐতিহ্যেও কেবল অন্তর-রসের পরিণতিভূত দেহেও পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । “ইতি অধিদৈবতম্” বলিয়া উপসংহার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অতঃপর যে, কেবল আধ্যাত্মিক বিভাগের কথাই বলা হইবে, তাহা জ্ঞাপন করা ॥ ১০৭ ॥ ৩ ॥

অথাধ্যাত্মম্—ইদমেব মূর্ত্তং যদন্তং প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাশ্চ-
ম্মাকাশঃ, এতন্মর্ত্ত্যমেতং স্থিতমেতং সৎ, তস্মৈতস্ম মূর্ত্তৈতস্ম
মর্ত্ত্যৈতস্ম স্থিতৈতস্ম সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ, সতো হেয
রসঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপরম্) অধ্যাত্মং (আত্মানং—দেহম্ অধিকৃত্য
প্রবৃত্তম্) [রূপম্ উচ্যতে]—ইদং (বক্ষ্যমাণম্) এব (নিশ্চয়ে) মূর্ত্তং (মূর্ত্তার্থং
রূপম্) । [কিং তৎ ?] যৎ চ প্রাণাৎ (প্রাণবায়োঃ) অতঃ, যশ্চ অয়ং অন্তরাশ্চ
(অন্তরাশ্চনি—দেহাভ্যন্তরে) আকাশঃ (নভঃ), [তস্মাদন্তং শরীরোপাদানভূতং
ভূতব্রহ্ম] । এতং (প্রাণাকাশভিন্নং ভূতব্রহ্ম) মর্ত্ত্যম্, এতং স্থিতম্, এতং সৎ ।
তস্ম এতস্ম মূর্ত্তস্ম, এতস্ম মর্ত্ত্যস্ম, এতস্ম স্থিতস্ম, এতস্ম সতঃ এষ রসঃ (সারভূতঃ)

তাহাতে এত মাংস একদিনে আবশ্যক হইতে পারে না, অথচ মাংসটা নষ্ট করাও বুদ্ধিমানের
কার্য্য নয়, বিবেচনা করিয়া সে মনে করিল যে, আজ ইহার অর্ধেক ছেদন করিয়া মাংস থাই,
অবশিষ্ট অংশে ছাগলটি চলাচল করুক, অপর সময়ে সে অংশ ভক্ষণ করা যাইবে । এরূপ
ব্যবস্থার যেমন ছাগল বাঁচিয়া থাকে না, তেমনি কর্ত্তনা-রাজ্যেও এরূপ ব্যবহারে কার্য্য হয় না ।
এইরূপ ব্যবস্থাকে বলে ‘অর্দ্ধবৈশস’ ।

—যং চক্ষুঃ ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (এতং চক্ষুঃ) সতঃ (সৎসংজ্ঞকশ্চ মূর্তশ্চ) রসঃ সারঃ ; [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ—অতঃপর অধ্যাত্ম—দেহ-সম্বন্ধী [মূর্ত-রূপ-
কথিত হইতেছে]—ইহাই মূর্ত রূপ—যাহা প্রাণবায়ু ও দেহাভ্যন্তরস্থ
আকাশ হইতে ভিন্ন—দেহোৎপাদক ভূতত্রয় । ইহাই মর্ত্য, ইহাই
স্থিত, ইহাই সৎ ; সেই এই মূর্তের সেই এই মর্ত্যের সেই এই স্থিতের
এবং সেই এই সতের ইহাই রস অর্থাৎ সারভূত, যাহার নাম চক্ষুঃ ;
কারণ, ইহাই অধ্যাত্ম সতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

শাক্তরশ্মাস্যম্—অথ অধুনা অধ্যাত্মং মূর্ত্যামূর্ত্যোর্বিভাগ উচ্যতে—
কিং তং মূর্তম্ ? ইদমেব ; কিঞ্চিদম্ ? যদন্তং প্রাণাচ্চ বায়োঃ, যচ্চায়ম্ অন্তঃ
অভ্যন্তরে আত্মনু আত্মত্বাকাশঃ খং, শরীরস্থচ যঃ প্রাণঃ—এতদ্বয়ং বর্জয়িত্বা
যদন্তং শরীরারম্ভকং ভূতত্রয়ম্, এতন্মর্ত্যমিত্যাदि সমানমন্তং পূর্বেণ ।

এতশ্চ সতো হেব রসঃ—যচ্চক্ষুরিতি ; আধ্যাত্মিকশ্চ শরীরারম্ভকশ্চ কার্য্যাত্মৈষ
রসঃ—সারঃ ; তেন হি সারেণ সারবদিদং শরীরং সমন্তম্,—যথা অধিদৈবতমা-
দিত্যমণ্ডলেন ; প্রাথম্যাচ্চ—চক্ষুযী এব প্রথমে সম্ভবত ইতি, “তেজো রসো
নিরবর্ততাযিঃ” ইতি লিঙ্গাৎ ; তৈজসংগৃহি চক্ষুঃ ; এতৎসারমাধ্যাত্মিকং ভূতত্রয়ম্ ;
সতো হেব রস ইতি মূর্ত্ত-সারত্বে হেতুর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

টীকা—চক্ষুযো রসং প্রতিজ্ঞাপূর্বকং প্রকট্যতি—আধ্যাত্মিকত্বতোয়াদিনি । চক্ষুঃ সারত্বে
শরীরাবয়ববু প্রাণমাং হেতুত্তরমাহ—প্রাথম্যাক্ষেতি । তত্র প্রশ্নমাহ—চক্ষুযী এবতি ।
সম্ভবতো জ্ঞানমানস্ত জ্ঞানোচ্চক্ষুযী এব প্রথমে প্রধানেন সম্ভবতো জ্ঞানেতি । “শব্দ বৈ রতসঃ
সিদ্ধস্ত চক্ষুযী এব প্রথমে সম্ভবতঃ” ইতি হি ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ । চক্ষুঃ সারত্বে হেতুত্তরমাহ—তেজ
ইতি । শরীরমাত্রাবিশেষেণ নিষ্পাদকং, তত্র সর্বত্র সন্নিহিতমপি তেজো বিশেষতশ্চক্ষুযি
স্থিতম্ । “আদিত্যশ্চক্ষুত্বাৎকিঞ্চি প্রাণিনং” ইতি শ্রুতেঃ । অন্তস্তেজঃশব্দপর্ধ্যায়-রসশব্দশ্চ
চক্ষুযি প্রবৃত্তিরবিরুদ্ধেতি ভাবঃ । ইতশ্চ তেজঃশব্দপর্ধ্যায়ো রসশব্দশ্চক্ষুযি সম্ভবতীত্যাহ—
তৈজসং ইতি । প্রতিজ্ঞার্থমুপসংহরতি—এতৎসারমিতি । হেতুসবত্যাং তত্বার্থমাহ—সতো
ইতি । চক্ষুযো মূর্ত্তভান্ মূর্ত্তভূতত্রয়কার্য্যতঃ সূক্তং, সাধ্যার্থাদেহাবয়ববু প্রাধান্যাক
তত্বাধ্যাত্মিকভূতত্রয়সারত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

ভাস্যানুবাদ—অতঃপর মূর্ত ও অমূর্তের আধ্যাত্মিক বিভাগ কথিত
হইতেছে, অর্থাৎ পেহমধ্যে মূর্ত্যামূর্ত্যবিভাগ কি প্রকার, তাহা বর্ণিত হইতেছে—
সেই অধ্যাত্ম মূর্ত বস্তুটি কি ? ইহাই । ইহাই বা কি ? [উত্তর—] এই যে, প্রাণ-

বায়ু এবং এই যে, দেহাভ্যন্তরস্থ অবকাশায়ক আকাশ, এই দুইয়ের অন্ত অর্থাৎ দেহস্থ আকাশ ও প্রাণরূপী বায়ুর অতিরিক্ত অবশিষ্ট যে শরীরোপাধানভূত ভূতত্রয় (পৃথিবী, জল ও তেজ), ইহাই মর্ত্য রূপ, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ ।

এই সতের অর্থাৎ সৎ-নামক মূর্তের ইহাই হইতেছে রস—যাহা চক্ষুঃ । এই চক্ষুই শরীরোৎপাদক আধ্যাত্মিক ভূতত্রয়ের সার বা উৎকৃষ্ট ভাগ; কারণ, অধিদৈবত ভূতত্রয় যেমন আদিভ্যমণ্ডল দ্বারা সারবান্, তেমনি এই চক্ষুঃ—স্বরূপ সারবস্ত দ্বারাই এই সমস্ত শরীর সারবান্ । চক্ষুর প্রথমোৎপন্নত্বও সারত্বের অপর কারণ; ‘সারভূত তেজ অগ্নিরূপে নিম্পন্ন হইল’ ইত্যাদি শ্রোত বাক্যানুসারে জানা যায় যে, তেজই সর্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; চক্ষুও তৈজস বা তৈজো-ময়; কাজেই ইহাকে আধ্যাত্মিক ভূতত্রয়ের সার বলা যাইতে পারে । “সতো হিঃ এষ রসঃ” কথাটি মূর্তত্ব ও সারত্বের হেতুরূপে উপলব্ধ হইয়াছে ॥ ১০৮ ॥ ৪ ॥

অথামূর্তম্—প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাগ্নম্ব্রাহ্মাকাশ এতদমৃতমেতদ্ যদেতন্ত্যৎ, তস্মৈতস্মানূর্তস্মৈতস্মামৃতস্মৈতস্ম যত এতস্ম ত্যস্মৈষ রসো যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্ত্যস্ম হোষ রসঃ ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অতঃপর) অমূর্তং (অমূর্তসংলক্ষকং রূপম্) [উচ্যতে]—প্রাণঃ (দেহস্থঃ বায়ুঃ), যশ্চ অয়ং অন্তঃ (অভ্যন্তরে) আত্মন (আত্মনি—দেহে) আকাশঃ, এতৎ (প্রাণাকাশায়কং ভূতদ্বয়ং) অমৃতং, এতৎ যৎ, এতৎ ত্যৎ; তস্ম এতস্ম অমূর্তস্ম, এতস্ম অমৃতস্ম, এতস্ম যতঃ, এতস্ম ত্যস্ম এষঃ রসঃ (সারঃ), যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি) পুরুষঃ (লিঙ্গাত্মা); হি (যস্মাৎ) এষঃ (দক্ষিণাক্ষিপুরুষঃ) ত্যস্ম (যথোক্ত-ভূতদ্বয়স্ম) রসঃ (সারঃ), [তদ্বাদস্ম শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাবঃ] ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ।—অতঃপর অমূর্ত রূপের কথা বলা হইতেছে—দেহস্থ প্রাণবায়ু এবং যাহা দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশ, এই দুইটি ভূত অমৃত, ইহারাই যৎ ও ইহারাই ত্যৎ; এই অমূর্তের, এই অমূর্তের, এই মূর্তের এবং এই ত্যতের ইহাই হইতেছে রস (সারভূত), যাহা এই দক্ষিণ অক্ষিস্থ পুরুষ (আত্মা); কারণ, ইনিই এই ত্যতের সার পদার্থ ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

শাক্তরশ্মাস্তম্।—অথানুনা অমূর্তমুচ্যতে—বৎ পরিশেষিতং ভূতদ্বয়ং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাগ্নম্ব্রাহ্মাকাশঃ—এতদমূর্তম্ । অন্তং পূর্ববৎ । এতস্ম ত্যস্ম এষ রসঃ সারঃ—যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ; দক্ষিণেহক্ষমিতি বিশেষগ্রহণং শাক্ত-

প্রত্যক্ষত্বাৎ ; লিঙ্গস্য হি দক্ষিণেহঙ্কি বিশেষতোহধিষ্ঠাতৃৎ শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষম্-
সৰ্ব্বশ্রুতিষু তথা প্রয়োগবর্শনাৎ । তস্য হেতু রস ইতি পূর্ববৎ বিশেষ-
তোহগ্রহণাদমূর্ত্তসারত্বে এষ হেতুর্থঃ ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

টীকা।—কুতো বিশেষোক্তিরিত্যশঙ্ক্যাহ—দক্ষিণ ইতি । শাস্ত্রস্য তেন বা দক্ষিণেহঙ্কপি-
বিশেষত্ব প্রত্যক্ষাদিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ব্যাখ্যানমাত্রিতা হেতুর্থঃ ক্ষুটরতি—লিঙ্গস্তেতি । হেতুমন্মত-
তদর্থঃ কথরতি—ত্যস্তেতি । যথা পূর্বত্র চক্ষুবি মূর্ত্তাদিচতুষ্টয়দৃষ্টা তাদৃশভূতত্রয়সারতোক্তা-
তথাহত্রাপি লিঙ্গাস্তমূর্ত্তবাদিচতুষ্টয়স্য বিশেষেণাগ্রহণাদমূর্ত্তবাদিনা সাধন্যাস্তথাবিধভূতত্রয়সারত্বং,
তস্ত শরীরে প্রাধান্যাক্ত তৎসারত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । ১০৯ । ৫ ।

ভাষ্যানুবাদ।—এখন অমূর্ত্ত রূপ কথিত হইতেছে—অবশিষ্ট যে ভূত-
ত্রয়,—যাহা প্রাণ, এবং যাহা দেহাত্মান্তরস্থিত আকাশ, ইহারাই হইতেছে—অমূর্ত্ত
রূপ । অত্ৰাত্ম অংশের ব্যাখ্যা পূর্ববৎ । এই যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষ, ইহাই ত্যক্তের
(অমূর্ত্তের) সার । এখানে যে, বিশেষ করিয়া ‘দক্ষিণে অক্ষন্’ বলা হইয়াছে,
শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ ; লিঙ্গাত্মার যে, দক্ষিণ চক্ষুতেই বিশেষরূপে অধিষ্ঠান হইয়া
থাকে, ইহা শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ ; কারণ, সমস্ত শ্রুতিতেই ঐরূপ প্রয়োগ দেখিতে
পাওয়া যায় । “তস্য হি এষ রসঃ” ইহার অর্থও পূর্ববৎ । বিশেষরূপে গ্রহণ-
বোধ্য নয় বলিয়া অমূর্ত্ত-সারত্বের হেতু-প্রদর্শনার্থ ঐ বাক্যটি প্রযুক্ত
হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥ ৫ ॥

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্—যথা মাহারজনং বাসো যথা
পাণ্ডুবিকং যথেক্লগোপো যথাহগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা
সকৃদ্বিত্যন্তং সকৃদ্বিত্যন্তেব হ বা অস্ত্রীর্ভবতি য এবং বেদ,
অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হেতুস্মাদিতি নেত্যন্তং পরমন্ত্যথ
নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ
সত্যম্ ॥ ১১০ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—[সম্প্রতি] তস্য (পূর্বোক্তস্য করণাত্মকস্য) এতস্য পুরুষস্য
রূপং [উচ্যতে—] যথা মাহারজনং (মহারজনং হরিদ্রা, তন্না রঞ্জিতং) বাসঃ (বস্ত্রং),
যথা পাণ্ডু (পাণ্ডুবর্ণং) আবিকং (অবিঃ—মেঘঃ, তস্য ইদং—আবিকং মেঘরোমল্লং,
বস্ত্রং), যথা ইন্দ্রগোপঃ (লোহিতঃ কীটবিশেষঃ), যথা অগ্ন্যর্চিঃ (অগ্নিশিখা),
যথা পুণ্ডরীকং (খ্যেতপদ্মং), যথা সকৃদ্বিত্যন্তং (যুগপদ্বিত্বোতনং সৰ্ব্বতঃ প্রকা-

শকং), [এবমন্ত রূপম্ ।] সঙ্ঘিহিতা ইব (সঙ্ঘিহিতোতনমিব) হ বৈ অস্ত (অঙ্কি-
পুরুষস্ত) ত্রীঃ (রূপং) ভবতি, [কন্ত ?] যঃ এবং (যথোক্তং রূপং) বেদ,
[তৈশ্চিত্তং ফলমিতি ভাবঃ] ।

অথ (সত্যাধ্যাত্মরূপনির্দেশানন্তরং), [যতঃ সত্যস্ত সত্যম্ অনিরূপিত-
রূপমস্তি], অতঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) [তৎস্বরূপং নির্দিষ্টতে—] আদেশঃ (ব্রহ্মণঃ
নির্দেশঃ ক্রিয়তে)—নেতি নেতি—নহি এতস্মাৎ (সত্যস্ত সত্যং পুরুষাৎ)
পরং (অধিকং) অত্রং (নামরূপাদিকং কিঞ্চিৎ) (অন্তি, নাস্তীত্যর্থঃ, সর্বমেব
এতদ্বাচ্যকমিতি ভাবঃ) ।

অথ (অনন্তরং) নামধেয়ং (ব্রহ্মণঃ বাচকঃ শব্দঃ) [উচ্যতে]—সত্যস্ত
সত্যম্ ইতি । প্রাণাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সত্যং (সত্যশব্দবাচ্যঃ), এবং (অঙ্কি-
পুরুষঃ) তেষাং (প্রাণানামপি) সত্যম্ (সত্যতাধারকঃ), [অতঃ তস্ত 'সত্যস্ত
সত্যম্' ইতি নাম বৃজাতেতরামিতি ভাবঃ] ॥ ১১০ ॥ ৬ ॥

মুদ্রাস্থানাদি :—সেই এই অঙ্কিপুরুষের রূপটি—যেমন হরিদ্রা-
রঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ মেঘরোমজ বস্ত্র, যেমন ইন্দ্রগোপ (দন্তবর্ণ
কীটবিশেষ), যেমন অগ্নির শিখা, যেমন খেতপদ্ম, এবং যেমন সঙ্ঘিহিতোতন
অর্থাৎ যুগপৎ বহু বিদ্যুৎপ্রকাশ, [তেমনি] । যে ব্যক্তি এইরূপ পুরুষরূপ
জ্ঞানে, তাহারও সঙ্ঘিহিতোতনের ন্যায় সর্ববতঃ প্রকাশময় শ্রী সম্পন্ন হয় ।

অতঃপর এই হেতু (যে হেতু, 'সত্যস্ত সত্যং' ব্রহ্মের রূপটি এ
পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই, সেই হেতু) 'নেতি নেতি' (ইহা নহে—
ইহা নহে), ইহাই ব্রহ্মের আদেশ অর্থাৎ সেই রূপ । প্রথম 'নেতি'
অর্থ—ইহা হইতে পর নাই, দ্বিতীয় 'নেতি' অর্থ—অপর কিছু নাই,
অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই ।

অনন্তর ব্রহ্মের অভিধায়ক নাম কথিত হইতেছে—তাঁহার নাম
হইতেছে,—'সত্যস্ত সত্যম্'—'সত্যের সত্য (সত্যেরও সত্যতা-
সম্পাদক)'; প্রাণসমূহই সত্য, তিনি সে সমুদয়েরও সত্য ॥ ১১০ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ২ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—ব্রহ্মণ উপাধিভূতয়োঃ স্তূর্তাস্তূর্তয়োঃ কার্গ্যকরণবিভাগেন
অধ্যাত্মাধিদৈবতয়োঃ বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যশব্দবাচ্যয়োঃ । অথৈদানীং তন্ত

হৈতস্ত পুরুষস্ত করণাত্মনো লিঙ্গস্ত রূপং বক্ষ্যামঃ—বাসনাময়ং, মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনা-
বিজ্ঞানময়ং-সংযোগজনিতং বিচিত্রং—পটভিত্তিচিত্রবৎ মায়েন্দ্রজালমৃগতৃক্ষিকোপমং
সৰ্ব্বব্যামোহাশ্রয়ম্—এতাবন্মাত্রমেবাত্মেতি বিজ্ঞানবাদিনো বৈনাশিকা যত্র
ভ্রান্তাঃ; এতদেব বাসনারূপং পটরূপবদাত্মনো দ্রব্যস্ত গুণ ইতি নৈয়ায়িকা
বৈশেষিকাশ্চ সম্প্রতিপন্নঃ; ইদমাত্মার্থং ত্রিগুণং স্বতন্ত্রং প্রধানাশ্রয়ং পুরুষার্থেন
হেতুনা প্রবর্ত্তত ইতি সাঙ্খ্যাঃ । ১

টীকা।—তস্ত হেত্যাৎবেদুগ্ধাবাবপূৰ্ব্বকং সম্বন্ধমাহ—ব্রহ্মণ ইতি । বিভাগে বিশেষঃ ।
তস্তাধিদেবং প্রকৃতস্তৈত্তজাত্যাঙ্কং সন্নিহিতস্তামূর্ত্তরসভূতান্তঃকরণস্তৈব বাগাদিবাসনেতি বক্তৃ-
তন্তেতাদি বাক্যমিত্যর্থঃ । কথমিদং রূপং লিঙ্গস্ত প্রাপ্তমিতি, তদাহ—মূর্ত্তেতি । মূর্ত্তামূর্ত্ত-
বাসনাভিবিজ্ঞানময়ংযোগেন চ জনিতং বুদ্ধে রূপমিতি যাবৎ । নেদমান্বনো রূপং, তন্তে-
করনসন্তানেকরূপস্থাপপত্তেরতি বিশিনষ্টি—বিচিত্রমিতি । বাস্তবত্বকং বারম্ভতি—মায়েতি ।
বৈচিত্র্যমুহুত্যানেকোদাহরণম্ । অন্তঃকরণস্তৈব রাগাদিবাসনাস্তে, কথং পুরুষন্তুগ্রো-
দৃশ্যতে, তদাহ—সর্গেতি । তদেব ব্যাকূৰ্ব্বন্ বিজ্ঞানবাদিনাং ভ্রান্তিমাহ—এতাবন্মাত্রমিতি ।
বুদ্ধিমাত্রমেবাহংবৃত্তিবিশিষ্টং স্বরস-ভঙ্গুরং রাগাদিকলুষিতমাত্মা, নান্তঃ স্থায়ী ক্ষণিকো বেতি-
যত্র তে ভ্রান্তাঃ, তস্ত রূপং বক্ষ্যাম ইতি সম্বন্ধঃ । ত্যাকিকাণামপি বৌদ্ধবদ্ভ্রান্তিমূর্ত্তাবয়তি—
এতদেবেতি । অন্তঃকরণমেবাহং বীত্রাহং রাগাদিধৰ্ম্মকমাত্মা, তস্ত বাসনাময়ং রূপং পট-
শৌক্যবৎগুণং, স চ সংসার ইতি যত্র ত্যাকিকাভ্রান্তাঃ, তস্ত রূপং বক্ষ্যাম ইতি পূৰ্ব্ববৎ । সাঙ্খ্যানাং
ভ্রান্তিমাহ—ইদমিতি । কথমন্ত ত্রিগুণবাদিকং সিধ্যতি, তদাহ—প্রধানাশ্রয়মিতি । কেন-
প্রকারেণান্তঃকরণমাত্মার্থমিচ্ছ্যতে, তদাহ—পুরুষার্থেনেতি । নান্তঃকরণমেবাত্মা, কিন্তুঃ সৰ্ব্ব-
গতঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়ামুত্তঃ স্বপ্রকাশঃ, তস্ত ভোগাপবর্গামুত্তোয়ান প্রধানাস্বকমন্তঃকরণং তৎসম্বন্ধকং
প্রবর্ত্তত ইতি যত্র কাপিলো ভ্রাম্যন্তি, তস্ত রূপং বক্ষ্যাম ইতি সম্বন্ধঃ । ১

ঔপনিষদম্ভ্রাতা অপি কেচিৎ প্রক্ৰিয়াং রচয়ন্তি—মূর্ত্তামূর্ত্তরাশিরেকঃ, পরমাত্ম-
রাশিরুত্তমঃ, তাভ্যামত্মোহয়ং মধ্যমঃ কিল তৃতীয়ঃ—কর্তা ভোক্তা । বিজ্ঞানময়েনা-
জাতশব্দপ্রতিবোধিতেন সহ বিভাকৰ্ম্মপূৰ্ব্বপ্রজ্ঞাসমুদায়ঃ । প্রয়োক্তো কৰ্ম্মরাশিঃ,
প্রযোজ্যঃ পূৰ্ব্বোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তভূতরাশিঃ সাধনকেতি । ২

যত্র বিচিত্রা বিপশিতাঃ ভ্রান্তিভুতন্তঃকরণং তস্ত হেত্যাটোচ্যতে, নাত্মেতি স্বপক্ষমুক্তা। ভৰ্তৃ-
প্রপঞ্চপক্ষমুপায়তি—ঔপনিষদম্ভ্রাতা ইতি । কীদৃশী প্রক্ৰিয়েতুক্তে রাশিত্রয়কল্পনাং বদন্
আদ্যবধমং রাশিঃ দর্শয়তি—মূর্ত্তেতি । উৎকৃষ্টরাশিমাচটে—পরমাত্মেতি । রাশস্তরমাহ—
তাভ্যামিতি । তাভ্যেতানি ত্রীণি বস্তুনি মূর্ত্তামূর্ত্তমাহারজনাদিরূপমাত্মত্বমিতি পরোক্তিমাত্রিত্য
রাশিত্রয়কল্পনামুক্তা । মধ্যমাময়মাত্মোবিশেষনাহ—প্রয়োক্তেতি । উৎপাদকত্বং প্রযোক্তৃত্বম্ ।
কৰ্ম্মগ্রহণং বিভাপূৰ্ব্বপ্রজ্ঞায়োরূপলক্ষণম্ । সাধনং জ্ঞানকৰ্ম্মকারণং কাৰ্য্যকরণজাতং, তদপি
প্রযোজ্যমিত্যাহ—সাধনং চেতি । ইতিশব্দো রাশিত্রয়কল্পনাসমাগত্যঃ । ২

তত্র চ তাকিকৈঃ সহ সন্ধিঃ কুর্যন্তি । লিঙ্গাশ্রয়শ্চৈব কৰ্ম্মশাশিরিত্যুক্তা, পুনস্তত্ত্বশ্রুতঃ সাধ্যাত্তয়াং—সৰ্গঃ কৰ্ম্মশাশিঃ—পুশ্পাশ্রয় ইব গন্ধঃ পুশ্পবিরোগে-
হপি পুট্টৈতলাশ্রয়ো ভবতি, তদ্বন্নিদ্রাবিরোগেহপি পরমাত্মৈকদেশমাশ্রয়তি ; স
পরমাত্মৈকদেশঃ কিলান্তত আগতেন শুণেন কৰ্ম্মণা সগুণো ভবতি—নিৰ্গুণো-
হপি সন্, কৰ্ত্তা ভোক্তা বধ্যতে মৃত্যুতে চ বিজ্ঞানাত্মা—ইতি বৈশেষিকচিত্তমপ্যহু-
সয়ন্তি । স চ কৰ্ম্মশাশির্ভূতরাসেরাগন্তকঃ, স্বতো নিৰ্গুণ এব পরমাত্মৈকদেশত্বাৎ,
স্বত উখিতা অবিষ্টা অনাগন্তকাপি উবয়বদনাত্মধর্ম্মঃ—ইত্যনয়া কল্পনয়া সাধ্য-
চিত্তমহুবর্তন্তে । ৩

পরকীরকল্পমাধরমাহ—তত্রোক্তি । রাশিভয়ে কল্পিতে সতীতি যাবৎ । সন্ধিকরণেনেব
ক্ষোরয়তি—লিঙ্গাশ্রয়শ্চেতি । তত ইত্যুক্তিপরাধর্ম্মঃ । সাধ্যাত্তয়াং ত্রস্তো বৈশেষিকচিত্ত-
মপ্যহুসয়ন্তীতি সম্বন্ধঃ । কথং তাদ্ভূতাহুসরণং, তদুপপাদয়তি—কৰ্ম্মশাশিরিতি । কথং
নিৰ্গুণসামান্যং কৰ্ম্মশাশিরাশ্রয়তীত্যাপকাহ—স পরমাত্মৈকদেশ ইতি । অশ্রুত ইতি কাব্য-
করণাত্মক্যং ভূতরাসেরিতি যাবৎ । যদা ভূতরাশিনিষ্ঠং কৰ্ম্মাদি তদ্বারাশ্রয়ত্যাগচ্ছতি, তদা স
কর্মেবাদিসংসারমুত্তবতীত্যাপকাহ—স কৰ্ত্তেতি । স্বতত্ত্ব কৰ্ম্মাদিসম্বন্ধেণ সংসারিত্ব-
তাদিতি ত্রেপ্তেত্যাহ—স চেতি । নিৰ্গুণ এব বিজ্ঞানাত্মেতি শেষঃ । সাধ্যচিত্তাহুসারার্থেনেব
পরেণাং প্রক্রিয়ান্তরমাহ—স্বত ইতি । নৈসর্গিকাপ্যবিষ্টা পরমাদেবান্তিষক্তা সতী তদেকদেশ-
বিকৃত্য তন্নিম্নেবাত্তঃকরণাণো তিষ্ঠতীতি ববন্তোহনান্নধর্ম্মোহবিশেষেত্যুক্ত্যা সাধ্যচিত্তমপ্যহুসয়ন্তী-
ত্যর্থঃ । অবিষ্টা পরমাত্মপরা চেত্ত্বমবাস্রয়ের তদেকদেশমিতীত্যাপকাহ—উবয়বদিতি । যদা
পুশ্পিয়া জাতোহপুশ্পবদেপ্তদেকদেশমাশ্রয়তোবমবিষ্টা পরমাত্মজাতাপি তদেকদেশমাশ্রয়ন্ত-
তীত্যর্থঃ । ৩

সৰ্গমেতৎ তাকিকৈঃ সহ সামঞ্জস্যকল্পনয়া সমগীর্ণং পশুন্তি, নোপনিষৎসিদ্ধাস্তং
সৰ্কস্তায়বিরোধকং পশুন্তি । কথং ? উক্তা এব তাবৎ সাবয়বদে পরমাত্মনঃ সংসারিত্ব-
সত্রগত্ব-কৰ্ম্মফলদেশ-সংসরণাহুপপত্ত্যাধরো দোষাঃ । নিত্যভেদে চ বিজ্ঞানাত্মনঃ
পরেণৈককর্ত্তাহুপপত্তিঃ, লিঙ্গমেব চেৎ পরমাত্মন উপচরিতদেশত্বেন কল্পিতং—ঘট-
করকভূচ্ছিদ্রাকাশাদিবৎ, তথা লিঙ্গাবয়োগেহপি পরমাত্মদেশাশ্রয়ণম্ বাসনায়্যাঃ । ৪

তদেতৎ দৃষ্মিতুপক্রমতে—সৰ্গমেতদিতি । তাকিকৈঃ সহ সন্ধিকরণাদিকমেতৎ সন্ধ-
বিকৃত্য সামঞ্জস্যেন পুরোক্তানাং কল্পনানামাপাতেন সমগীর্ণমহুবর্ত্তীতি যাবৎ । যথোক্ত-
কল্পনানাং প্রতিলিম্বারমুসারিত্বাতাব্যাত্যক্ত্যং হৃচয়তি—নেত্যাদিনা । কৰ্ম্মবৎ প্রত্যেক
ক্রিয়াপদেন সম্ব্যভে । নঞশোভয়ত্ৰাঘঃ । কথং যথোক্তকল্পনানামাপাতরমগীর্ণত্বেন প্রতি-
স্তায়বাহবমিতি পৃচ্ছতি—কথমিতি । যদুক্তং পরশ্চৈকদেশো বিজ্ঞানাত্মেতি, তত্র তদেকদেশত্ব-
বাস্তববাস্তব বা ? প্রথমে স পরমাত্মভিন্নো ভিন্নো বোতি বিকল্যাত্তং দৃষয়তি—উক্তা এবোতি ।
আদিপক্ষেন প্রতিলিম্বতিবিরোধো গৃহ্যেত । কল্পান্তরং প্রত্যাহ—নিত্যভেদে চেতি । তেনা-

ভেদয়োর্বিকল্পাননুপপত্তিকারার্থঃ । নিদ্রোপাধিরাগ্না পরস্তাংশ ইতি কল্পান্তরং শব্দভেদে—
লিঙ্গমেবেতি । উপচরিতব্যং কল্পিতম্ । নিদ্রোপাধিনা কল্পিতঃ পরাংশো জীবন্তেতুক্তে
বাপার্দো লিঙ্গস্বাসে বাসনা নাস্তি স্তান্নিদ্ভাভাবে তদবীনজীবাভাবাৎ, ততশ্চ তদ্বিয়োগেহপি
লিঙ্গহা বাসনা নীবে তিষ্ঠতীতি প্রক্ৰিয়ানুপপত্তেতি দূষয়তি—তথোতি । ৪

অবিভায়াশ্চ স্বত উখানমুদরবৎ—ইত্যাদিকল্পনা অনুপপত্তৈব । ন চ বাস্ত-
দেশব্যতিরেকেণ বাসনায়া বস্তুস্তরসঙ্করণং মনসাপি কল্পয়িতুং শক্যম্ ; ন চ প্রত্যয়ো-
হনুগচ্ছন্তি “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা”, “হৃদয়ে হেব রূপাণি”, “ধ্যায়তীব
লোলায়তীব”, “কামা বেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ”, “তীর্ণো হি তদা সর্কান্ শোকান্
হৃদয়স্ত” ইত্যাদিঃ । ন চাসাং প্রতীনাং প্রত্যাদিত্বা অর্থান্তরকল্পনা শ্রাব্যা ; আত্মনঃ
পরব্রহ্মত্বোপাদনার্থপরত্বাদাসাম্, এতাবন্মাত্রার্থোপক্ষয়ভাচ্চ সর্কোপনিষদাম্ ।
তস্মাৎ প্রত্যর্থকল্পনানুকূলতাঃ সর্ক এবোপনিষদর্থমত্থা কুর্ত্তি, তথাপি বেদার্থশ্চেৎ
শ্রাৎ, কামং ভবতু, ন মে দ্বেষঃ । ৫

যৎ তু পরম্মাদবিভায়াঃ সমুখানমিতি, তন্নিকারোতি—অবিভায়াশ্চেতি । আদি-
পদেনানান্বয়ধর্মমবিভায়া গৃহ্যতে । পরম্মাদবিভায়াপত্তৌ তন্ত্বেব সংসারঃ শ্রাৎ, তয়োবৈকাধি-
করণাৎ । অতচ্চাবিভায়াঃ সত্যং ন মূক্তিঃ, ন চ তন্ত্বেব নষ্টায়াঃ তৎসিদ্ধিঃ, কারণে স্থিতে
কাৰ্ধ্যস্তাত্ত্বনাশাবোগাৎ ; কাৰ্ধ্যাবিভায়াশে তৎকারণপর্যভবত্থা চ মোক্ষিণোহভাবান্
মোক্ষাসিদ্ধিঃ । ন চানান্বয়ধর্মোহবিভা, বিভায়া অপি তদ্ব্যবহ্রাসম্ভাৎ, তয়োবেকাশ্রয়াদিতি
ভাবঃ । যৎ তু নিদ্রোপরমে তদগতা বাসনান্বয়ত্বীতি,—তত্রাহ—ন চেতি । পুটকাদৌ তু
পুশ্পাভবয়বানামেবামুভূতিরिति ভাবঃ । ইতশ্চ বাসনায়া জীবাশ্রয়ত্বমঙ্গতমিত্যাহ—ন চেতি ।

নমু জীবে সমবায়িকারণে মনঃসংযোগাদসমবায়িকারণাৎ কামাদ্ব্যাপ্তিরিত্যাদাক্তপ্রতিষ্
বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—ন চাসামিতি । দৃশ্যমানসংসারমৌপাধিকমতিথায় জীবন্ত ব্রহ্মত্বোপপদানে
ভাৎপর্য্য প্রতীনানুপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যাদিত্যো গম্যতে, তন্নান্বয়কল্পনেনার্থঃ । ইতশ্চ
যথোক্তপ্রতীনাং নান্বয়কল্পনেনত্যাহ—এতাবন্মাত্রেতি । সর্কাসানুপনিষদামেকরসেহর্থে
পর্যবসানঃ কলবজাদিলিঙ্গভ্যো গম্যতে, তৎকথমুক্তপ্রতীনান্বয়কল্পনেনার্থঃ । ননুপনিষদা-
মৈক্যাদর্থান্তরমপি প্রতিপাচ্যঃ ব্যাখ্যাতারো বর্ণয়ন্তি, তৎকথমর্থান্তরকল্পনানুপপত্তিরত আহ—
তস্মাদিতি । সর্কোপনিষদামৈক্যপরত্বপ্রতিভাসৎকল্পার্থঃ । নমু পরৈক্যমানোহপি বেদার্থো
ভবত্যেব, কিমিত্যসৌ দেবাদেব ত্যজ্যতে, তত্রাহ—তথাপিতি । ন চান্বয়কল্পন প্রত্যর্থকঃ, তত্র
ভাৎপর্য্যালিঙ্গাভাবাদিতি ভাবঃ । ৫

ন চ “দে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইতি রাশিভ্রমপক্ষে সমঞ্জসম্ । যদা তু মূর্ত্ত্যমূর্ত্তে
তজ্জনিতবাসনাশ্চ মূর্ত্ত্যমূর্ত্তে দে রূপে, ব্রহ্ম চ রূপি তৃতীয়ম্, ন চান্তচ্চতুর্থমন্তরাণে,
তদৈতদনুকূলমবধারণং “দে এব ব্রহ্মণো রূপে” ইতি, অত্ৱাণা ব্রহ্মৈকদেশশ্চ বিজ্ঞান-
অনো রূপে ইতি কল্প্যম্, পরমায়নো বা বিজ্ঞানান্বয়ারণেতি । তদা চ রূপে

এবেতি দ্বিঘচনমসমঞ্জসম্ রূপাণীতি বাসনাভিঃ সহ বহবচনং যুক্ততরং স্তাৎ—যে চ মূর্ত্তানুষ্ঠে বাসনাচ্চ তৃতীয়মিতি । ৬

নিম্নবিয়োগেহপি পুংসি বাসনাংগীত্যেতদ্বিরাকৃত্য রাশিভ্রমকল্পনাং নিরাকরোতি—ন চেতি । কথং সিদ্ধান্তেহপি বাবদ্ব্যবসায়সমঞ্জস্যং, তদ্যাহ—তদেতি । রাশিভ্রমক্ষে জীবন্ত রূপ-
মধ্যেঃস্তুর্ভাবে নিবেধ্যাকোটিনিবেশঃ স্তাৎ, রূপিমধ্যেঃস্তুর্ভাবে ঋতিঃ শিক্ষণীয়েত্যাহ—অন্ত-
থেতি । ভবদেবঃ ঋতেঃ শিক্ষেতি, তদ্যাহ—তদেতি । রূপিমধ্যে জীবাস্তুর্ভাবকল্পনায়ামিতি
বাবৎ । ৬

অথ মূর্ত্তানুষ্ঠে এষ পরমাত্মনো রূপে, বাসনাস্ত বিজ্ঞানাত্মন ইতি চেৎ ; তথা
‘বিজ্ঞানাত্মদ্বারেণ বিক্রিয়মাণস্ত পরমাত্মনঃ’ ইতীত্যং বাচোবুন্ধিরনধিকা স্তাৎ,
বাসনায়া অপি বিজ্ঞানাত্মদ্বারত্বাবিশিষ্টত্বাৎ ; ন চ বস্ত বস্তুরদ্বারেণ বিক্রিয়তে
ইতি যুগ্যয়া বৃত্ত্যা শক্যং কল্পয়িতুন্ । ন চ বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনো বস্তুরত্মঃ ;
তথা কল্পনায়ং সিদ্ধান্তদ্বানাৎ । তস্মাৎ বেদার্থমুত্থানাং স্বচিন্তপ্রভবা এবমাদিকল্পনা
অক্ষরবাহাঃ ; নহি অক্ষরবাহো বেদার্থঃ বেদার্থোপকারী বা, নিরপেক্ষত্বাদ্ বেদস্ত-
প্রমাণ্যং প্রতি । তস্মাদ্ রাশিভ্রমকল্পনা অসমঞ্জসা । ৭

বিষয়ভেদেনোপক্রমাবিরোধঃ চোদয়তি—অথেতি । ইং বাবদ্ব্যবসায় জীবদ্বারা বিক্রিয়মাণস্ত-
পরন্ত রূপে মূর্ত্তানুষ্ঠে ইত্যুক্তিরহুত্বাৎ, বাসনাকল্পাদেহপি তদ্বারা তৎসম্বন্ধাবিশেষাদিতি
দুষয়তি—তদেতি । বিজ্ঞানাত্মদ্বারা পরন্ত বিক্রিয়মাণত্বমসীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীত্যাহ—
ন চেতি । তথাভূতস্তাস্থখাহুত্বত চ বিক্রিয়ায়া দ্বুরূপপাদবাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, জীবন্ত ব্রহ্মণো-
বস্তুরত্বমাত্মাত্তিকমনাত্মাত্তিকঃ বা ? নাচ ইত্যাহ—ন চেতি । ন দ্বিতীয়ো ভেদাভেদনিরাসা-
দিত্তি ঔষ্টব্যম্ । পরপক্ষদুষণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । এবমাদিকল্পনা রাশিভ্রমং জীবন্ত-
কামাত্মপ্রবৃত্তিমিত্যাচাঃ । অক্ষরবাহুত্বং ফলিতমাহ—ন ইতি । বেদার্থোপকারিত্বাভাবে-
হেতুমাং—নিরপেক্ষত্বাদিতি । বেদার্থত্বাভাবে সিদ্ধমর্থং কথয়তি—তস্মাদিতি । ৭

“যোহয়ং দক্ষিণেহংকন্ পুরুষঃ” ইতি লিঙ্গাত্মা প্রাপ্ততঃ অধ্যাত্মে, অধিদৈবে চ-
“য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইতি, “তস্ম” ইতি প্রকৃতোপাদানাত্মং স এবো-
পাদীয়তে—যোহসৌ তাস্মানুষ্ঠে রসঃ, ন তু বিজ্ঞানময়ঃ । নহু বিজ্ঞানময়স্তে-
বৈতানি রূপাণি কস্মান্ ভবন্তি ? বিজ্ঞানময়স্তাপি প্রকৃতত্বাৎ, তস্মেতি চ প্রকৃতো-
পাদানাত্মং । নৈবম্ ; বিজ্ঞানময়স্ত অরূপিত্বেনু বিজিজ্ঞাপয়িতব্যত্বাৎ । যদি হি
তস্মৈব বিজ্ঞানময়স্ত এতানি মাহারজনাদীনি রূপাণি স্যুঃ, তস্মৈব “নেতি নেতি”
ইত্যনাথোরূপতয়া আদেশো ন স্তাৎ । ৮

ভূত হেতুত্ব পরকীরপ্রক্রিয়াং প্রত্যাখ্যায় বনতে তচ্ছকার্থমাহ—যোহয়মিতি । প্রকৃতত্বা-
লিঙ্গাত্মগ্রহে জীবস্তাপি পাদিপেষবাক্যে তদ্ব্যবস্তৈবাত্ম তচ্ছব্দেন এঃ স্তাদিতি শব্দে—
নমিতি । প্রকৃতত্বংপি ভূত নির্বিশেষব্রহ্মত্বেন জ্ঞাপয়িতুমিষ্টায় বাসনাময়ং সংসাররূপং

তত্ত্বতো বৃক্ষমিতি পরিহরতি—নৈবমিতি । ইতচ্চ জীবন্ত ন বাসনারূপিতা, কিন্তু চিন্ত্যস্তে-
তাহ—যদি হীতি । নিষেধকোটীপ্রবেশাদিতি ভাবঃ । ৮

‘নমু অত্বেষ্টবাসাবাদেশঃ, ন তু বিজ্ঞানময়শ্চেতি—ন, বটাস্তে উপসংহারঃ—
“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” ইতি বিজ্ঞানময়ঃ প্রস্তব্য “স এষ নেতি নেতি”
ইতি, “বিজ্ঞপরিজ্ঞামি” ইতি চ প্রতিজ্ঞায়া অর্থবদ্বাৎ—যদি চ বিজ্ঞানময়শ্চৈব
অসংব্যবহার্য্যমাত্মস্বরূপং জ্ঞাপয়িতুমিষ্টং স্মাৎ প্রধ্বন্তসকোপাধিবিশয়ম্, তত ইয়ং
প্রতিজ্ঞা অর্থবতী স্মাৎ,—যেনাসৌ জ্ঞাপিতো জ্ঞানাত্মানমেবাহং ব্রহ্মাস্মীতি—
শাস্ত্রনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি, ন বিভেতি কুতশ্চন । অথ পুনরগ্নৌ বিজ্ঞানময়ঃ, অগ্নঃ
‘নেতি নেতি’ ইতি ব্যপদিশ্রুতে, তদা অগ্নদদো ব্রহ্ম, অগ্নৌহমস্মীতি বিপর্য্যয়ো
গৃহীতঃ স্মাৎ, ন “আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি । তস্মাৎ “তস্ম হৈতস্ম”
ইতি লিঙ্গপুরুষশ্চৈবৈতানি রূপাণি । ৯

নারং জীবন্তাদেশঃ কিন্তু ব্রহ্মণস্তটস্থশ্চেতি শকরিয়া দৃশ্যতি—নদিত্যাদিনা । বটাবাসানে
বিজ্ঞাতারমরে কেনেত্যাত্মানমুপক্রম্য স এষ নেতি নেত্যাত্মশব্দান্তত্বেষ্টবাসোপসংহারাদিহাপি
ত্বেষ্টবাদেশো ন তটস্থশ্চেত্যর্থঃ । ইতচ্চ প্রত্যগর্থেষ্টবায়মাদেশ ইত্যাহ—বিজ্ঞপরিজ্ঞামীতি ।
তদেব সমর্থয়তে—যদীতি । কথমেতাবতা প্রতিজ্ঞার্থবৎ, তদাহ—যেনেতি । জ্ঞানফলং
কথয়ন্তি—শাস্ত্রেতি । অগ্নয়মুখেনোক্তমর্থঃ ব্যক্তিরেকমুখেন সাধয়ন্তি—অথেষ্ট্যাদিনা ।
বিপর্য্যয়ে গৃহীতে ব্রহ্মকণ্ঠিকাবিরোধঃ দর্শয়তি—নাস্ত্রানমিতি । তচ্ছব্দেন জীবপরা মর্শসম্ভবে
কলিতমাহ—স্তমাদিতি । ৯

সত্যস্য চ সত্যে পরমাত্মস্বরূপে বক্তব্যে নিরবশেষং সত্যং বক্তব্যম্ ; সত্যস্য
চ বিশেষরূপাণি বাসনাঃ ; তাসামিমানি রূপাণ্যুচ্যাস্তে । এতস্য প্রকৃতস্য
পুরুষস্ত লিঙ্গাত্মনঃ এতানি রূপাণি । কানি তানীতুচ্যাস্তে,—যথা লোকে,
মহারজনং হরিদ্রা, তয়া রক্তং—মাহারজনং যথা বাসো লোকে, এবং জ্যাদিবিষয়-
সংযোগে তাদৃশং বাসনারূপং রঞ্জনা কারয়ুৎপত্ততে চিন্ত্য, যেনাসৌ পুরুষো রক্ত
ইত্যাচ্যতে বস্ত্রাদিবৎ ; যথা চ লোকে পাণ্ডুবিকং—অবেদিদম্ আবিকম্ উর্ণাদি,
যথা চ তৎ পাণ্ডুরং ভবতি, তথা অগ্ন্যবাসনারূপম্ ; যথা লোকে ইন্দ্রগোপঃ অত্যন্ত-
রক্তো ভবতি, এবমগ্ন্য বাসনারূপম্ ; কচিদ্দ্বিষয়বিশেষাপেক্ষয়া রাগস্ত তারতম্যম্,
কচিৎ পুরুষচিন্তিবৃত্তাপেক্ষয়া । যথা চ লোকে অগ্ন্যচিঃ ভাবয়ং ভবতি, তথা কচিৎ
কশ্চিদ্দ্বাসনারূপং ভবতি ; যথা পুণ্ডরীকং শুক্লম্, তদ্বদপি চ বাসনারূপং কশ্চ-
চিন্তবতি ; যথা সৰুদ্বিত্যন্তম্—যথা লোকে সৰুদ্বিত্যন্ততনং সৰ্ব্বতঃ প্রকাশকং ভবতি,
তথা জ্ঞানপ্রকাশবিরূদ্ব্যাপেক্ষয়া কশ্চিদ্দ্বাসনারূপমুপজায়তে । ১০

নমু লিঙ্গস্ত চেদেতানি রূপাণি, কিমিত্যুপস্থন্তে ? পরমাত্মস্বরূপশ্চৈব বক্তব্যত্বাৎ, অত

আহ—সত্যন্ত চেতি । ইত্ৰগোপোপমানেন কৌহন্তশ্চ গত্যান্ মহারজনং হরিত্রেতি ব্যাখ্যাতন্ ।
তত্র নোকপ্রসিদ্ধিঃ দর্শয়তি—যেনেতি । উর্গাদীত্যাदिपदः कथमादिग्रहार्थम् । मनसि वासना-
वैचित्र्ये किं कारणमिति, तत्राह—कचिदिति । चित्तवृत्तिभेदेन सत्त्वादिगुणपरिणामो
विवक्षितः । १०

নৈবাম্ আদিরস্তো মধ্যং সজ্যা বা, দেশঃ কালো নিমিত্তং বা অবধার্যতে,
অসজ্যোদ্যদ্বাসনায়াঃ, বাসনাহেতুনাকানন্ত্যাং । তথা চ বক্ষ্যতি ষষ্ঠে—“ইদম্ময়ঃ
অদোময়ঃ” ইত্যাদি । তস্মান্ স্বরূপসজ্যাবধারণার্থা দৃষ্টান্তাঃ—‘যথা মাহারজনং
বাসঃ’ ইত্যাদয়ঃ ; কিন্তু হি ? প্রকারপ্রদর্শনার্থাঃ—এবং প্রকারাণি হি বাসনা-
রূপাণি ইতি । ১১

পরিমিতদৃষ্টান্তোক্ত্যা বাসনানামপি পরিমিতত্বং দৃষ্টান্তদ্বাষ্টান্তিকরোঃ সাম্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
নৈবামিতি । তত্র বাক্যশেষঃ সবাদয়তি—তথা চেতি । বাসনানন্ত্যান্তদৌরপরিমিতপ্রদর্শনে
পরিমিতদৃষ্টান্তপরিগ্রহস্তাতাপর্যো কুত্র তাৎপৰ্য্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । প্রকারপ্রদর্শন-
নৈবামিতি—এবম্ প্রকারাণিতি । ১১

বভু বাসনারূপমভিহিতমস্তে—সকৃদ্বিত্তোতনমিবেতি, তৎ কিম্ হিরণ্যগর্ভস্ত
অব্যাকৃতাৎ প্রাহুর্ভবতন্তুড়িৎ সকৃদেব ব্যক্তির্ভবতীতি ; তৎ তদীয় বাসনারূপং
হিরণ্যগর্ভস্ত যো বেদ, তস্মৈ সকৃদ্বিত্তো ইব । ‘হ বৈ’ ইত্যবধারণার্থে^১ ;
এবমেবাস্ত ত্রিঃ খ্যাতির্ভবতীত্যর্থঃ ; যথা হিরণ্যগর্ভস্ত । এবম্ এতদ্ যথোক্তং
বাসনারূপমন্ত্যং যো বেদ । ১২

অষ্ট্যবাসনাবিশিষ্টহৃত্রোপাশ্চিৎ কলবতীং তৎপ্রকর্ষাভিধানপূর্ব্বকমভিধাতি—যদ্বিত্যা-
দিনা । ব্যক্তিঃ সর্ব্বশ্চ বস্তুরাত্তেতি শেষঃ । তদীয়মিত্যস্ত ব্যক্তিকরণং হিরণ্যগর্ভস্তেতি ।
তদেব ক্ষুটয়তি—যথৈত্যাদিনা । ১২

এবং নিরবশেষং সত্যস্ত স্বরূপমভিধায় যন্তং সত্যস্ত সত্যমবোচাম, তন্ত্ৰৈব
স্বরূপাবধারণার্থং ব্রাহ্মণমিদমারভ্যাতে । অথ অনন্তরং সত্যস্বরূপনির্দেশোনিমিত্তরং
যং সত্যস্ত সত্যম্, তদেবাবশিষ্ট্যতে যন্ত্যং, অতন্ত্যং সত্যস্ত সত্যং স্বরূপং
নির্দেক্ষ্যামঃ । আদেশঃ নির্দেশো ব্রহ্মণঃ । কঃ পুনরসৌ নির্দেশ ইত্যাচ্যতে—
নেতি নেতীত্যেবং নির্দেশঃ । ১৩

বৃত্তমন্তানন্তরগ্রহ্মবভারয়তি—এবমিত্যাদিনা । তন্ত্ৰৈব ব্রহ্মণ ইতি সম্বন্ধঃ । কস্মাননন্তর-
মিত্যুক্তে তদ্বর্ণনৈতৎশব্দং চাপেক্ষিতং পূরয়ন্ ব্যাকরোতি—সত্যস্তেতি । ১৩

নহু কথমাভ্যাং নেতি নেতীতি শব্দাভ্যাং সত্যস্ত সত্যং নির্দিদিক্তিমিতি ?
উচ্যতে—সর্ব্বোপাধিবিষেবাপোহেন । যদ্বিন্ন কচিৎপ্রশেবোহস্তি—নাম বা রূপং
বা কর্ম বা ভেদো বা জ্ঞাতিক্সী গুণো বা, তদ্ব্যয়েণ তি শব্দপ্রবৃতির্ভবতি ; ন

চৈবাং কশ্চিদ্ভিষেযো ব্রহ্মণ্যস্তি ; অতো ন নির্দেষ্টুং শক্যতে—‘ইদং তৎ’ ইতি, গৌরসৌ স্পন্দতে শুক্লো বিবাণীতি যথা লোকে নির্দিষ্টতে, তথা ; অধ্যারোপিত-নামরূপকর্মদ্বারেণ ব্রহ্ম নির্দিষ্টতে—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মান্না” ইত্যেবমাদিশেষঃ । যদা পুনঃ স্বরূপমেব নির্দিষ্টকৃতং ভবতি নিরন্ত-সর্বোপাধিবিষেযম্, তদা ন শক্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ নির্দেষ্টুং ; তদায়-মেবাভ্যুপায়ঃ, যত্ প্রাপ্তনির্দেশ-প্রতিষেধদ্বারেণ “নেতি নেতি” ইতি নির্দেশঃ । ১৪

যথোক্তাদেশস্তাবপর্ধ্যবসারিৎ মহানঃ শক্যতে—নস্থিতি । নিরবধিকনিবেশাসিদ্ধন্তদ-বধিৎসেন সত্যস্ত সত্যং ব্রহ্ম নির্দেষ্টমিষ্টমিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি । ব্রহ্মণো বিধিমুখেন নির্দেশে সত্তাব্যমানে কিমিতি নিবেদ্যমুখেন তন্নির্দিষ্টতে, তত্রাহ—বান্ধিত্বমিতি । তদ্বিধিমুখেন নির্দেষ্টমশক্যমিতি শেষঃ । নামরূপাত্তভাবেহপি ব্রহ্মণি শব্দশ্রুতিমাশঙ্ক্যাহ—তদ্বারেণেতি । জাত্যাধীনামন্ততমস্ত ব্রহ্মণ্যপি সত্ত্বাত্তদ্বারা তত্র শব্দশ্রুতিঃ স্তাদিতি চেন্নন্ত্যাহ—ন চেতি । উক্তবর্গং বৈধর্ষ্যাদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়াত—গৌরিত্বি । যথা জাত্যাভ্যুপায়ং ব্রহ্মণি শব্দশ্রুতিমিতি শেষঃ । কথং তর্হি কচিবিধিমুখেন ব্রহ্মোপদিষ্টতে, তত্রাহ—অধ্যারোপিতোতি । বিজ্ঞান-নন্দাদিবাক্যোশু শবলে পৃথীতশক্তিভিঃ শব্দৈল্লক্যতে ব্রহ্মেত্যর্থঃ । নমু লক্ষণামুপেক্ষা সাক্ষাদেব ব্রহ্ম কিমিতি ন বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—যথা পুনরিত্বি । নির্দেষ্টুং লক্ষণামুপেক্ষা সাক্ষাদেব বক্তৃ-মিতি যাবৎ । তত্র শব্দশ্রুতিনিমিত্তানাং জাত্যাধীনামভাবস্তোক্তবাদিত্যর্থঃ । বিধিমুখেন নির্দেশাপত্তবে ফলিতমাহ—তদেতি । প্রাপ্তো নির্দেশো যন্ত বিশেষন্ত তৎপ্রতিষেধমুখেনেতি যাবৎ । ১৪

ইদঞ্চ নকারদ্বয়ং বীপ্সাব্যাপ্ত্যর্থম্ ; যদ্বৎ প্রাপ্তং, তত্তন্নিবিধ্যতে ; তথা চ সতি অনির্দিষ্টাশঙ্কা ব্রহ্মণঃ পরিহতা ভবতি ; অত্থা হি নকারদ্বয়েন প্রকৃত-দ্বয়প্রতিষেধে, যদন্তং প্রকৃতাং প্রতিষিদ্ধদ্বয়ং ব্রহ্ম, তন্ম নির্দিষ্টম্—কীদৃশং নু খলু—ইত্যশঙ্কা ন নিবর্ত্তিযতে ; তথা চানর্থকশ্চ স নির্দেশঃ, পুরুষন্ত বিবিদিষ্যাণি অনিবর্ত্তকত্বাৎ ; “ব্রহ্ম জগদ্রিয়ামি” ইতি চ বাক্যমপরিসমাপ্ত্যর্থং স্ম্যৎ । যদা তু সর্বদিক্-কালাদিবিবিদিষা নিবর্ত্তিতা স্ম্যৎ সর্বোপাধিনিরাকরণদ্বারেণ, তদা সৈন্ধবঘন-বদেকরসং প্রজ্ঞানঘনমনস্তরমবাহং সত্যস্ত সত্যম্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি সর্বতো নিবর্ত্ততে বিবিদিষা, আত্মন্তেবাবস্থিতা প্রজ্ঞা ভবতি । তস্মাদ্বীপ্সার্থং নেতি নেতীতি নকারদ্বয়ম্ । ১৫

এবং ব্রহ্ম নির্দিষ্টকৃতং চেদেকেনৈব নঞাহং, কৃতং বিতীয়েনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ইদং চেতি । বীপ্সা ব্যাপ্তিঃ সর্ববিষয়সংগ্রহস্তদর্থং নকারদ্বয়মিত্যুক্তমেব ব্যনক্তি—যদ্যদিতি । বিষয়ৎসেন প্রাপ্তং সর্বং ন ব্রহ্মেত্যুক্তে সত্যবিষয়ঃ প্রত্যগান্না ব্রহ্মেত্যেকত্বে শাস্ত্রপর্ধ্যবসানারৈরাকাঙ্ক্ষাং শ্রোতুঃ সিধ্যাতীত্যাহ—তথা চেতি । ইতিশব্দন্ত প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ প্রকৃত মূর্ত্তামূর্ত্তাদেয়ন্তত্বে ব্রহ্মণো নকারপর্ধ্যবসানং কিমিতি নেদ্যতে, তত্রাহ—অত্থথেনিতি । আশঙ্কানিবৃত্ত্যভাবে দোষ-

মাহ—তথা চেতি । অনর্থকশ্চেতি চকারেণ সমুচ্চিতং দোষান্তরমাহ—ব্রজেতি । উক্তমর্থমহর-
নুতেন সমর্থরতে—যদা ভিত্তি । সর্বোপাধিনিবাসেন তত্র তত্র বিষয়বেদনেচ্ছা যদা নিবর্তিতা,
তদা যথোক্তং প্রত্যয়ব্রহ্মাহমিতি নিশ্চিত্যাকাঙ্ক্ষা সৰ্ব্বতো ব্যাবৰ্ত্ততে, তেন নির্দেশস্ত সার্থকত্বং,
যদা চোক্তরীত্য। ব্রহ্মাহ্মেত্যেব প্রজ্ঞাহবাহিতা ভবতি, তদা প্রতিজ্ঞাবাক্যমপি পরিসমাপ্ত্যর্থং
স্তাদিত্তি যোজন। বীপাপকমুপসংহরতি—স্তম্বাদিত্তি । ১৫

নহু মহতা যত্নেন পরিকরবক্ষ্যং কৃত্বা কিং যুক্তমেবং নির্দেষ্টুং ব্রহ্ম ? বাচম্ ;
কস্মাৎ ? ন হি—কস্মাৎ “ইতি ন, ইতি ন—ইত্যেতন্মাৎ ইতি” ইতি ব্যাপ্তব্যাপ্রকারা
নকারদ্বয়বিষয়া নির্দিষ্টান্তে, যথা ‘গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ’ ইতি, অন্তঃ পরং
নির্দেশনং নাতি ; তন্মাদয়মেব নির্দেশো ব্রহ্মণঃ । যদুক্তম্,—“তস্মোপনিষৎ
সত্যস্ত সত্যম্” ইতি, এবংপ্রকারেণ সত্যস্ত সত্যং তৎ পরং ব্রহ্ম ; অতো যুক্তমুক্তং
নামধেয়ং ব্রহ্মণঃ ; নামৈব নামধেয়ন্ ; কিং ওৎ ? সত্যস্ত সত্যম্—প্রাণা বৈ
সত্যম্, তেষামেব সত্যমিতি ॥ ১০৮ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

আবেশস্ত একস্মানমুগ্ধগম্যশাস্ত্রানন্তরবাক্যেন পরিহরতি—নর্হিত্যাদিনা । ন হীতি
প্রতীকোপাদানম্ । যস্মাদিত্যস্ত হি সমার্থস্ত তস্মাদিত্যানেন সম্বন্ধঃ । ব্যাপ্তব্যঃ সংগ্রাহা
বিষয়ীকর্তব্য। যে প্রকারাঃ, তে নকারদ্বয়স্ত বিষয়াঃ সন্তো নির্দিষ্টস্ত ইতি নেতি নেত্যেত-
স্মাদিত্যানেন ভাগেনেতি যোজন। ইতিশব্দাভ্যাং ব্যাপ্তব্যসর্বপ্রকারসংগ্রহে দৃষ্টান্তমাহ—
যথেনি । গ্রামো গ্রামো রমণীয় ইত্যুক্তে রাজানিবিষ্টরমণীয়সর্বগ্রহসংগ্রহং প্রকৃতেহগীতি-
শব্দাভ্যাং বিষয়ভূতসর্বপ্রকারসংগ্রহে নকারাভ্যাং তদ্বিষয়সিদ্ধিরিত্যর্থং । যথোক্তাদিবেধ-
কপাদিনির্দেশাদন্তর্নির্দেশনং যস্মাদ্ ব্রহ্মণো ন পরমতি, তস্মাদিত্যুপসংহারঃ । অথেষাং বাক্য-
প্রকৃতোপসংহারেণ ব্যাচষ্টে—যদুক্তমিত্যাধিনা ॥ ১০৮ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাদ্যটীকারঃ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কার্যরূপে ও করণরূপে বিভক্ত হইয়া অধ্যাত্ম ও
অধিদৈবতভাবাপন্ন সত্য-শব্দবাচ্য ব্রহ্মের উপাধিভূত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপের বিভাগ
বর্ণিত হইরাছে ; এখন পূর্বোক্ত এই করণাত্মক লিঙ্গদেহাভিমাত্রী পুরুষের স্বরূপ
প্রদর্শন করিব—পুরুষের যে রূপটি বাসনাময় এবং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থনিচয়ের
বাসনাত্মক বিজ্ঞানের সহযোগে পটগত ও ভিত্তিগত চিত্রের স্থায় বৈচিত্র্যসম্পন্ন,
মাত্রা ইন্দ্রিয় ও মৃগতৃকাসদৃশ এবং সর্ববিধ ব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ, ‘ইহাই এক-
মাত্র আত্মা’ বলিয়া বৈনাশিক (বিজ্ঞানবাদী) বৌদ্ধগণ (১) বাহ্যতে আত্মত্বে

(১) ভাৎপর্য্য—বৌদ্ধসম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত, বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায় তাহাদের
অন্ততম। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, প্রতিক্ষেপে উৎপত্তি-ক্সসঙ্গীল বুদ্ধিবিজ্ঞানই আত্মা

পতিত হইয়া থাকে । আবার এই বাসনাত্মক রূপটি বস্তুর গুণাদি রূপের দ্বারা দ্রব্য-পদার্থ আত্মার গুণ বলিয়া নৈমায়িক ও বৈশেষিকগণ যাহাকে বুঝিয়াছেন ; এবং সাংখ্যাচার্য্যগণও যাহাকে—আত্মার ভোগাপবর্গসাধনে প্রবৃত্ত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন । ১

কোন কোন ঔপনিষদশাস্ত্রও (যাহারা আপনাকে উপনিষৎ-বিদ্যার অভিজ্ঞ মনে করে, সেই ভূত্বপ্রপঞ্চপ্রভৃতিও) এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রণালী রচনা করিয়া থাকেন যে, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তসমষ্টি একভাগ, পরমাত্মসমষ্টি তাহার অপরভাগ, আর তদুভয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় ভাগ হইতেছে—অজাতশত্রু-প্রবোধিত কর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞানময় আত্মার (জীবের) সহিত সম্মিলিত এবং কর্ম্ম, উপাসনা ও প্রোক্তন জ্ঞান-সংস্কারসমষ্টি । ইহার মধ্যে কর্ম্মরাশি হইতেছে—প্রযোজক বা প্রেরক, আর পূর্ক্কোক্ত মূর্ত্তাঅমূর্ত্তসমষ্টি ও সাধনসমূহ হইতেছে—তাহার প্রযোজ্য (প্রেরণীয়) ইতি । ২

তাহারা এইরূপে ত্রিবিধ রাশি কল্পনা করিয়া কর্ম্মরাশিকে লিঙ্গদেহাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করতঃ তাত্ত্বিকগণের সহিত সন্ধি করিয়া থাকেন (সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন) ; পরে তাহা হইতেও ভীত হইয়া, পাছে সাংখ্যসিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে আবার বলেন যে, পুষ্পাশ্রিত গন্ধ যেরূপ পুষ্পবিনাশেও যত্নরক্ষিত তৈলে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মরাশিও লিঙ্গদেহের বিরোধে পরমাত্মার একাংশ অবলম্বন করিয়া বিद्यমান থাকে । পরমাত্মার সেই অংশটি নিজে নিগূর্ণ হইলেও আগ-

এবং সত্য বস্তু, এতদ্বিত্ত আর সমস্তই এই বুদ্ধির পরিণাম বা কল্পনামাত্র । জ্ঞান না থাকিলে বস্তু সম্ভার কোনও প্রমাণ নাই ; হস্তরাং জ্ঞানাত্তিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই ; হস্তরাং বাহ্য ও আন্তর অস্ত্র সমস্ত পদার্থই কল্পনাশ্রুত ; আমরা মনে করি বলিয়াই সে সমুদয় আছে, নচেৎ তাহাদের অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ নাই । অধিকন্তু বুদ্ধিও কণিক—উৎপন্ন হইয়া পরকণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিজ্ঞানপ্রবাহ অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে । এই বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানপ্রবাহই আস্রা, তদতিরিক্ত আস্রা বলিয়া কোন পদার্থ নাই ।

নৈমায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন, আস্রা নিত্য ও বিভূ (ব্যাপক) দ্রব্য পদার্থ ; জ্ঞান তাহার গুণ ; জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার আস্রাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; মন তাহার জ্ঞান-সাধন মাঝ ।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, আস্রা নিগূর্ণ ও নিষ্ক্রিয়, আস্রার ভোগ ও মুক্তি এই উভয়বিধ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে । প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—বুদ্ধি । বুদ্ধিই সাক্ষাৎসদৃশ আস্রার ভোগাপবর্গ নির্বাহ করিয়া থাকে ।

স্বক অতীত কৰ্মসংযোগে সপ্ত হইয়া থাকে ; সেই বিজ্ঞানময় আত্মাই কৰ্ত্তা ভোক্তা বন্ধ ও মুক্ত বলিয়াও পরিচিত হইয়া থাকে ; এইরূপে তাঁহার বৈশেষিক-দৰ্শনোক্ত সিদ্ধান্তেরও অনুসরণ করেন । তাহার পর আবার বলেন, সেই কৰ্মরাশিও মূর্ত্তা-মূৰ্ত্ত ভূতরাশি হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়—আগন্তুক ; কারণ, পরমাত্মার একদেশ বিধায় উহা স্বভাবতঃ বিজ্ঞানময় ও নিগুণ । ভূমি হইতে জাত উষরত্ব (মৃত্তিকার ফারভাব) যেমন ভূমির একাংশমাত্রে আশ্রিত থাকে, তেমনি পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন স্বাভাবিক অবিভাও সম্পূর্ণ পরমাত্মাকে আশ্রয় না করিয়া তাঁহার এক-দেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; সুতরাং অবিভা অবশ্যই আত্ম-ধৰ্ম্ম হইতে পারে, এইরূপে সাংখ্যবাদীরও চিন্তাবৃত্তির অনুসরণ করিয়া থাকেন । ৩

তাঁহার তাত্ত্বিকগণের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষার পক্ষে এ সমস্ত কথাকে অতি রমণীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহাতে যে, উপনিষদের সিদ্ধান্ত-হানি বা যুক্তি-বিরোধ ঘটে, তাহা দেখিতে পান না । কি প্রকার ? পরমাত্মার সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে যে, তাহার সংসারিত্ব, সবিকারত্ব এবং কৰ্ম্মফলানুসারে স্বৰ্গাদি লোকে গমনাদির অহুপপত্তি বা অসঙ্গতি দোষ ঘটে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বিশেষতঃ পরমাত্মার সহিত জীবের চিরন্তন ভেদ স্বীকার করিলে যে, আর কখনও তত্ত্বজ্ঞের একত্ব সংঘটিত হইতে পারে না, তাহাও মনে করেন না । যদি বল, ঘট ও করকাদি-উপাধিযুক্ত ঘটাকাশাদির ত্রায় লিঙ্গদেহই পরমাত্মার উপচরিত দেশরূপে কল্পিত হইতে পারে ; তাহা হইলেও স্রষ্টৃপ্তি-সময়ে লিঙ্গদেহের বিয়োগ হওয়ার, [তত্ত্বপতিত জীবতাবেরও বিলোপ হইয়া যায়], সুতরাং লিঙ্গদেহস্থ বাসনা পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিতে পারে ; [তাহা হইলে লিঙ্গদেহবিয়োগের পরে সংস্কাররাশি যে, জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তোমাদের এই কথা অসঙ্গত হইয়া পড়ে] । ৪

তাঁহার পর, উষর দেশের ত্রায় অবিভাকেও যে, আত্মা হইতে উৎপন্ন উপাধি-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে, সে সমস্ত কল্পনাও কোন রকমেই সঙ্গত হয় না ; কারণ, সংস্কার যে, আশ্রয়বস্তৃ ছাড়িয়া কখনও অপর বস্তুতে সংক্রামিত হইতে পারে, ইহা ত মনে মনেও কল্পনা করা যাইতে পারে না । নিয়োকৃত শ্রুতিসমূহও এ কথা সমর্থন করিতেছে না,—‘কাম, সংকল্প, সংশয় প্রভৃতি [মনেরই ধৰ্ম্ম]’, ‘এ সমস্ত রূপ হৃদয়গতই বটে’, ‘যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে’ ‘যে সমস্ত কামনা এই উপাসকের হৃদয়প্রাপ্ত’, ‘তখন হৃদয়ের সমস্ত শোক উত্তীর্ণ হন’ ইত্যাদি । আর উল্লিখিত শ্রুতিগুলির যে, যথাক্রমে অর্থ ছাড়া অর্থান্তরও কল্পনা

করা যাইতে পারে, তাহাও নহে ; কেননা, আত্মার পরব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য, এবং সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রও শুধু এই বিষয়টির প্রতিপাদনেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এই অতীত, যাহারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণে কুশল নয়, তাহারা এই উপনিষদের অর্থ বিকৃত করিয়া অতঃপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকে ; তথাপি শেগুলি যদি বেদান্তমোদিত অর্থ হইত, তবে কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ, তাহাতে ত আমাদের কোন প্রকার বিদ্বেষ নাই । ৫

বিশেষতঃ পূর্বোক্ত রাশিভ্রমকল্পনার পক্ষে ‘দে বাব ব্রহ্মণো রূপে’ ইত্যাদি, বাক্যও সুসঙ্গত হয় না । যদি মূর্ত্যামূর্ত ভূতদ্বয় ও উজ্জ্বলিত বাসনারাশি, এতৎ-সমষ্টিকে দ্বিবিধ রূপ এবং ব্রহ্মকে উক্ত রূপের আশ্রয়ভূত তৃতীয় রূপ বলিয়া ধরা হয়, এবং মধ্যে এতদতিরিক্ত চতুর্থ কোনও কিছু ধরা না হয়, তাহা হইলেই “দে বাব ব্রহ্মণো রূপে” এইরূপ দ্বিরূপাবধারণ সঙ্গত হইতে পারে ; পক্ষান্তরে এ কথা অস্বীকার করিলে ফলতঃ ব্রহ্মের একদেশভূত বিজ্ঞানাত্মা জীবেরই এই দুইটি রূপ কল্পিত হইয়া পড়ে, অথবা বিজ্ঞানাত্মার দ্বিবিধ রূপ হওয়ায়, তদ্বারা পরমাত্মারও রূপদ্বয়ই কল্পিত হইতে পারে । তাহা হইলে ‘নিশ্চয়ই দুইটি রূপ’ এই প্রকার অবধারণ সঙ্গত হইত না, বরং উক্ত বাসনারাশির সহিত মিলিতভাবে বহু রূপ সংঘটিত হওয়ায় ‘রূপাণি’ এইরূপ বহুবচন নির্দেশ করাই অপেক্ষাকৃত সমীচীন হইত ; মূর্ত ও অমূর্তভেদে দুই, আর বাসনারাশি তাহার তৃতীয় রূপ ; [সূত্রায়ং বহুবচন নির্দেশই সঙ্গত হইত] । ৬

যদি বল, মূর্ত্যামূর্ত রূপ দুইটিই পরমাত্মার যথার্থ রূপ, আর বাসনাসমূহ কেবল বিজ্ঞানাত্মা—জীবেরই রূপ, পরমাত্মার নহে ; তাহা হইলেও, তোমার ‘বিজ্ঞানাত্মা দ্বারা (জীবরূপে) বিকারভাবাপন্ন ব্রহ্মের’ এরূপ কথা বলা নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কারণ, বাসনা যেমন বিজ্ঞানাত্মার বিকার সাধন করে, তেমনি তদ্বারা পরমাত্মারও বিকার স্রষ্টৃপাদন করিতে পারে ; কার্য্যাকারণভাবে কিছুমাত্র বৈষম্য নাই । বিশেষতঃ এক বস্তু যে, অপর বস্তুর বিকার দ্বারা সত্য সত্যই বিকৃত হইয়া যায়, এরূপ কল্পনাও কখনই সমীচীন হইতে পারে না । আর জীবাত্মা যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাও নহে ; কেননা, সেরূপ কল্পনায় তোমারই সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটে । অতএব বলিতে হইবে যে, যাহারা বেদার্থবিজ্ঞানে বিমূঢ়, তাহারা এই অসংখ্য বহুতর অসার কল্পনা করিয়া থাকে ; তাহাদের ঐজাতীয় সমস্ত কল্পনাই অক্ষর-বাহ অর্থাৎ শব্দার্থবহির্ভূত ; আর অক্ষর-বাহ কল্পনা কখনই বেদার্থ বা বেদার্থের উপযোগী (পোষক) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না ; কারণ,

স্বতঃপ্রমাণ বেদশাস্ত্র আপনায় প্রামাণ্যের স্বত্ত্ব অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না, (উহা স্বতঃপ্রমাণ); অতএব উক্ত প্রকার রাশিত্রয় কল্পনা করা কখনই সঙ্গত হয় না। ৭

[এইরূপে পরকীর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া এখন স্বমতে ‘তৎ’ পদের অর্থ বলিতেছেন—] ‘যঃ অয়ং যন্ধিণে অকন্ পুরুষঃ’ এই বাক্যে বেদসম্বন্ধ যে লিঙ্গায়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ‘যঃ’ এযঃ এতন্নিম্ন যঙুলে পুরুষঃ’ এই বাক্যে যে আধি-দৈবিক পুরুষ উক্ত হইয়াছে, এখানে পূর্বোক্ত-পরামর্শী ‘তত্ত্ব’ পদের প্রয়োগ পাকার সেই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষই ‘যোহসৌ তত্ত্ব অমূর্ত্তস্ত রসঃ’ বাক্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানময় (জীবায়া) নহে। ভাল কথা, এখানে যখন বিজ্ঞানময় জীবায়ায়ও প্রসঙ্গ রহিয়াছে এবং ‘তত্ত্ব’ পদেও যখন বর্ণিত বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন উল্লিখিত রূপগুলি সেই বিজ্ঞানময় আয়ায়ই রূপ হইবে না কেন? না,—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, এখানে বিজ্ঞানময় আয়ায় নীরূপভাব জ্ঞাপন করাই ঋতির অভিপ্রেত। উক্ত মাহারজ-নাথি রূপগুলি যদি বিজ্ঞানময়েরই যথার্থ রূপ হইত, তাহা হইলে, ‘নেতি নেতি’ বলিয়া তাহাকেই আবার অরূপভাবে উপদেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না। ৮

বলিতে পার যে, অস্ত্রের সম্বন্ধেই এই অরূপভাবের উপদেশ, জীবায়ায় সম্বন্ধে নহে। না—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে’, এইরূপে বিজ্ঞানময় আয়ায় প্রসঙ্গের পর ‘স এষ নেতি নেতি’ বাক্যে সেই বিজ্ঞানময় আয়ায়ই উপসংহার করা হইয়াছে। তাহার পর, “বিজ্ঞপরিণামি” বলিয়া প্রথমে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা রক্ষাও ইহার অপর কারণ; কেন না, এখানে যদি বিজ্ঞানময় আয়ায় সংসারধর্ম্মরহিত সর্বোপাধি-বিনিমুক্ত স্বরূপটি—যাহা জানিলে, শিষ্য ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বলিয়া আত্মাকে বুঝিতে পারেন, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, এবং কোথা হইতেও ভীত না হন, অর্থাৎ সর্বভয়বিনিমুক্ত হইতে পারেন, সেই রূপটি জ্ঞাপন করাই যদি অভিপ্রেত হয়,—তাহা হইলেই এরূপ প্রতিজ্ঞার সাফল্য রক্ষা পাইতে পারে; নচেৎ এরূপ প্রতিজ্ঞার কোনও প্রয়োজন থাকে না। আর বিজ্ঞানময় আয়া যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ হয় এবং ‘নেতি নেতি’ বাক্যে যদি সেই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্ আয়ায় কথাই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপদেশ-প্রাপ্ত শিষ্য এইরূপই বুঝিত যে, ব্রহ্ম একটি পৃথক্ পদার্থ, এবং আমিও তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; সুতরাং সে কখনই আপনাকে

‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বলিয়া অবগত হইতে পারিত না। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, “তত্ত্ব হৈতত্ত্ব” ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত লিঙ্গ পুরুষেরই রূপ, (জীবাশ্মার রূপ নহে)। ৯

বিশেষতঃ সত্যের সত্য পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বলিতে হইলে তাহা নিঃশেষ করিয়া বলাই সম্ভব। ‘সত্যের’ বিশিষ্ট স্বরূপ হইতেছে বাসনা (সংস্কার-সমূহ); উল্লিখিত রূপগুলি সেই বাসনা-সমূহের সম্বন্ধেই উপদিষ্ট হইতেছে। যথোক্ত লিঙ্গ পুরুষের এই যে সমস্ত রূপ, সে সমস্ত রূপ কি কি, তাহা বলা হইতেছে—মহারজন অর্থ—হরিদ্রা, তদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রকে বলে ‘মাহারজন’; জগতে মাহারজন বস্ত্র যেরূপ রূপে রঞ্জিত হয়, জী প্রভৃতি বিষয়বিশেষের সংযোগে চিত্তেও সেইরূপ রঞ্জনাশ্রক বাসনার সমুদ্ভব হয়, বাহার দরুণ সেই ব্যক্তিকে বস্ত্রাদির তুলনায় ‘রক্ত’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে; এবং জগতে পাণ্ডুবর্ণ আবিষ্ক—অবি অর্থ মেঘ, তাহার রোম প্রভৃতিকে বলে ‘আবিক’, তাহা যেমন পাণ্ডুর বর্ণ (যেত রক্তমিশ্রিত স্বেৎ রক্তাভ) হয়, কোন কোন বাসনারও তাদৃশ রূপ হয়; অথবা জগতে ইন্দ্রগোপ (একজাতীয় কীট) যেমন অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়, ইহার বাসনার রূপও কখন কখন সেরূপ সজ্বলিত হয়; কখনও বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংযোগানুসারে বাসনাগত রাগের তারতম্যও হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রহীতা পুরুষের চিত্তগত বৃত্তিবৈচিত্র্য অনুসারেও রাগের তারতম্য ঘটয়া থাকে। অগ্নির শিখা যেরূপ ভাস্কর (স্বেৎ রক্তাভ) হয়, সময়বিশেষে কোন কোন লোকের বাসনাও ঠিক সেইরূপ রূপেই প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে; পুণ্ডরীক (যেতপদ্ম) যেরূপ শুক্লবর্ণ, সেরূপও কোন কোন সময়ে বাসনার রূপ হইয়া থাকে; অথবা বিদ্যাৎ যেমন একসঙ্গে সর্বপ্রকাশক হয়, জ্ঞানালোক সমুন্নত থাকিলে, কোন কোন লোকের বাসনাও তেমনই সর্বপ্রকাশক হইয়া থাকে। ১০

বাসনার যত প্রকার রূপ আছে, সে সমুদয়ের আদি, মধ্য, অন্ত, কিংবা সংখ্যা স্থির করা যায় না, এবং দেশ, কাল বা নিমিত্তও (যাহা অবলম্বনে বাসনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই কারণও) নির্ণয় করা যায় না; কারণ, বাসনারাশি নিজে অসংখ্য, এবং সে সমুদয়ের হেতু বা উৎপত্তির কারণও অনন্ত। এই উপনিষদেরই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিবে—“ইদম্ভরঃ অদোময়ঃ” অর্থাৎ এই প্রকার ও অমুকপ্রকার ইত্যাদি। অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, এখানে “যথা মাহারজনং বাসঃ” ইত্যাদি যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি বাসনার স্বরূপ বা সংখ্যা নিরূপণের জ্ঞান নহে; তবে কি? না, কেবল প্রকার প্রদর্শনের জ্ঞান

মাত্র, অর্থাৎ বাসনা-সমূহের যে, এই জাতীয় বহু প্রকার রূপ আছে, তাহা জ্ঞাপনের জন্যই উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে মাত্র । ১১

আর সৰ্ব্বশেষে যে, সঙ্কল-বিজ্ঞোত্তনসাদৃশ্যে বাসনার একটি বিশেষ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও কেবল, অব্যাকৃত আত্মশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হিরণ্য-গর্ভের অভিব্যক্তি যে, বিদ্যাদ্বিক্রমের দ্বারা যুগপৎ বা একই বারে হইয়া থাকে, তৎপ্রদর্শনার্থ মাত্র । যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের তাদৃশ বাসনাময় অভিব্যক্তি অবগত হয়, তাহারও বিদ্যাতের দ্বারা যুগপৎ সর্বাবভাসক জ্ঞান-দীপ্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, অভিপ্রায় এই যে, যে লোক বাসনার শেষোক্ত রূপটি জানে, হিরণ্যগর্ভের দ্বারা তাহারও শ্রী অর্থাৎ শোভা ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ঋতি 'হ' ও 'বৈ' শব্দের অর্থ—অবধারণ । ১২

এইরূপে নিঃশেষ ভাবে সত্যের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া 'সত্যের সত্য' বলিয়া যাহার নির্দেশ করা হইয়াছে, এখন সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবধারণের জন্য এই বাক্যটি আরও হইতেছে—অথ অর্থ—অনন্তর, অর্থাৎ 'সত্যে'র স্বরূপাবধারণের পর, বাহা সেই সত্যেরও সত্য—সত্যতাসম্পাদক, তাহার স্বরূপাবধারণ করা এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেই হেতু অতঃপর তাহার স্বরূপ নির্দেশ করিব । আদেশ অর্থ—ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ ; এই নির্দেশ আবার কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—“নেতি নেতি”, অর্থাৎ তাহার সেই রূপ নির্দেশ এই প্রকারই বটে । ১৩

ভাল, যিনি 'সত্যের সত্য' ব্রহ্ম, 'নেতি নেতি' শব্দে তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব হইতে পারে কিরূপে ? হ্যাঁ, বলা হইতেছে—সর্বপ্রকার উপাধি-নিবেধ দ্বারা তাহা হইতে পারে । যাহাতে নাম, রূপ, কর্ম, স্বভাবভেদ, জ্ঞাতি, গুণ বা রূপ প্রভৃতি কোনও বিশেষ ধর্ম বিद्यমান আছে, তদ্বিষয়েই সেই সকল নাম-রূপাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম অবলম্বন করিয়া শব্দব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে সেই সমুদয় বিশেষ ধর্ম আদৌ নাই, [তাহাতে শব্দের প্রযুক্তি বা ব্যবহার হইবে কিরূপে ?] । ব্রহ্মে ত উল্লিখিত ধর্মের কোন একটি ধর্মও নাই ; সুতরাং 'শূন্যবৃত্ত গুল্লবর্ণ এই গোটি গমন করিতেছে' বলিয়া যেমন গোর নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমনি 'এটি ব্রহ্ম' বলিয়া কখনই ব্রহ্মের নির্দেশ করিতে পারা যায় না । এই জন্যই 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'বিজ্ঞানবন আদ্যাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্রহ্মে নাম, রূপ ও কর্ম সমা-রোপণপূর্বক তাহার সাহায্যেই ব্রহ্মের নির্দেশ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে, যখন তাঁহার সর্বোপাধিবিমুক্ত নির্বিশেষ স্বরূপের নির্দেশ করাই অভিপ্রেত

হয়, তখন ত কোন প্রকারেই তাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না ; তখন কেবল আরোপিত ধর্মগুলির প্রতিবেদ দ্বারা ‘নেতি নেতি’ বলিয়া নির্দেশই তাঁহার স্বরূপ-নির্দেশের একমাত্র উপায় । ১৪

‘নেতি নেতি’ বাক্যে ‘ন’ দুইটি বীপ্সার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বীপ্সা অর্থ—ব্যাপকতা বা সাকল্য ; সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মেতে যে সমস্ত বিশেষ ধর্মের প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তৎসমস্তই নিষিদ্ধ হইতেছে ; তাহার ফলে, উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করা হয় নাই বলিয়া যে, আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইল ; নচেৎ দুই ‘ন’ দ্বারা যদি কেবল দুইটিমাত্র বিষয়ই নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যে, সেই নিষিদ্ধ পদার্থ দুইটির অতিরিক্ত, সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ, তাহা অনির্দিষ্টই থাকিয়া যাইত ; সুতরাং ‘ব্রহ্ম কি প্রকার’ ? এই আকাঙ্ক্ষারও কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইত না ; অতএব জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাসা-নিবর্তক নয় বলিয়াই ঐরূপ নির্দেশও নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়িত ; এবং “ব্রহ্ম জপয়িষ্যামি” (ব্রহ্মোপদেশ দিব) এই প্রতিজ্ঞাবাক্যও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত । সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্মের প্রতিবেদের ফলে যখন দিক্‌কালাদি অত্রস্ত বস্তু বিষয়ে জ্ঞানিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখনই জিজ্ঞাসুর বিবিদিষা (জ্ঞানিবার ইচ্ছা) সমূলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং তখনই ‘আমি হইতেছি সৈন্ধবপিণ্ডের স্তায় একরস (একস্বভাব), বাহ্যভ্যন্তরবিবর্জিত, সত্যের সত্য ব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান আত্মবিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । অতএব ‘নেতি নেতি’ এই ‘ন’ দুইটি নিশ্চয়ই বীপ্সার্থক—সর্বনিষেধক, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর নিষেধক নহে । ১৫

তাল, জিজ্ঞাসা করি, মহা আড়ম্বরের সহিত এত বড় বাক্যের ঘটা করিয়া অবশেষে এইরূপে ব্রহ্ম নির্দেশ করাটা যুক্তিযুক্ত হইল কি ? হাঁ, যুক্তিযুক্তই হইল ; কারণ ? যেহেতু, ‘নেতি নেতি’ বাক্যস্থ ‘ইতি’ শব্দে নকারঘরের নিষেধ্য বিষয় যতপ্রকার হইতে পারে, তৎসমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে ; যেমন ‘গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ’ (প্রত্যেক গ্রাম রমণীয়) বলিলে রাজ্যস্থ সমস্ত গ্রামের সর্বপ্রকার রমণীয়তাই বুঝায়, তজ্জপ এখানেও সর্বপ্রকার নিষেধ্য বিষয়ই গৃহীত হইয়াছে ; এবং যেহেতু, ইহার অতিরিক্ত আর কোন প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশ হইতেই পারে না, সেই হেতু ইহাই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপনির্দেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে । আর ব্রহ্মের যে ‘সত্যম্ সত্যম্’ উপনিষৎ (নাম) বলা হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কথা এই যে, যেহেতু, যথোক্তপ্রকারে পরব্রহ্মই সত্যের সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন, সেই হেতু ব্রহ্মের ঐ প্রকার নামধেয় (নাম) নির্দেশ করা ঠিকই হইয়াছে । সেই

সত্যের সত্য কি ? [তদন্তরে বলিতেছেন—] প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি
সে সমুদয়েরও সত্য অর্থাৎ সত্যতাসম্পাদক ; [এইজন্য তিনি সত্যেরও
সত্য] ॥ ১০৬ ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ২ ॥

চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ :

আভাসভাষ্যম্।—আত্মতোষোপাসীত ; তদেবৈতন্মিন্ সৰ্ব্বম্
পদনীয়মান্তবন্, যস্মাৎ প্রেয়ঃ পুত্রাদেঃ—ইত্যুপতন্তস্য বাক্যস্ত ব্যাখ্যানবিষয়ে
স্বধ্ব-প্রয়োজনে অভিহিতে—“তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মান্নীতি, তস্মাস্তৎ সৰ্বম-
ভবৎ” ইত্যেবং প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয় ইত্যেতদুপতন্তম্। অবিদ্যায়াশ্চ বিষয়ঃ
অন্তোহসাবন্তোহহমন্নীতি, “ন স বেদ” ইত্যারভ্য চাতুৰ্ভূতপ্রবিভাগাদিনিমিত্ত-
পাণ্ডুক্তকৰ্ম-সাধ্যসাধনলক্ষণো বীজাক্ষুরবদ্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতস্বভাবো নামরূপকৰ্ম্ম-
ত্বকঃ সংসারঃ “ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কৰ্ম” ইত্যুপসংহতঃ শাস্ত্রীয় উৎকৰ্ষলক্ষণো
ব্রহ্মলোকান্তঃ, অধোভাবশ্চ স্বাবরান্তোহশাস্ত্রীয়ঃ পূৰ্বমেব প্রদর্শিতঃ “দ্বয়া হ”
ইত্যাদিনা। ১

এতস্মাদবিদ্যাবিষয়াধিরক্তস্তাত্ম প্রত্যগাত্মবিষয়ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ কথং নাম
স্যাৎ—ইতি তৃতীয়েহধ্যায়ে উপসংহতঃ সমন্তোহবিদ্যাবিষয়ঃ। চতুৰ্থে তু ব্রহ্ম-
বিদ্যাবিষয়ং প্রত্যগাত্মানং “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” ইতি “ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি” ইতি চ
প্রস্তুত্যা তদ্ ব্রহ্মৈকমদ্বয়ং সৰ্ববিশেষবৃন্তং ক্রিয়াকারক-ফলস্বভাব-সত্যশব্দবাচ্যশেষ-
ভূতধৰ্ম্মপ্রতিষেধদ্বায়েণ ‘নেতি নেতি’ ইতি জ্ঞাপিতম্। ২

অস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অঙ্গত্বেন সন্ন্যাসো বিধিৎসিতঃ, জ্ঞানাপুত্রবিভাদিলক্ষণং
পাণ্ডুক্তং কৰ্ম্মবিদ্যাবিষয়ং যস্মাৎ নাত্মপ্রাপ্তিসাধনম্ ; অত্সাধনং হি অত্সম্মৈ ফল-
সাধনায় প্রযুক্ত্যমানং প্রতিকূলং ভবতি ; ন হি বুদ্ধি-পিপাসানিবৃত্তার্থং ধাবনং
গমনং বা সাধনম্ ; মনুষ্যালোকপিতৃলোকদেবলোকসাধনত্বেন হি পুত্রাদি-সাধনানি
শ্রুতানি, নাত্মপ্রাপ্তিসাধনত্বেন, বিশেষিতত্বাচ্চ। ন চ ব্রহ্মবিদ্যো বিহিতানি,
কাম্যত্বশ্রবণাৎ—“এতাবান্ বৈ কামঃ” ইতি, ব্রহ্মবিদশ্চাপ্তকামত্বাৎ আপ্তকামস্ত
কামানুপপত্তেঃ, “যেবাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোকঃ” ইতি চ শ্রুতেঃ। ৩

কেচিত্তু ব্রহ্মবিদ্যোহপ্যেষণাস্বধ্ব বর্ণয়ন্তি ; তৈবৃহদারণ্যকং ন শ্রুতম্ ;
পুত্রাগ্বেষণানামবিদ্বদ্বিষয়ত্বম্, বিদ্যাবিষয়ে চ—“যেবাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোকঃ”
ইত্যতঃ “কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ” ইত্যেব বিভাগস্তেন শ্রুতঃ শ্রুত্যা কৃতঃ ; সৰ্ব-
ক্রিয়াকারকফলোপদ্রবরূপায়াং চ বিদ্যায়াং সত্যং সহ কার্যযোগবিদ্যায়া অনুৎ-
পত্তিলক্ষণশ্চ বিরোধস্তেন বিজ্ঞাতঃ ; ব্যাসবাক্যঞ্চ তৈন শ্রুতম্। কৰ্ম্মবিদ্যা-
স্বরূপয়োৰ্বিদ্যাবিভাষকয়োঃ প্রতিকূলবৰ্ত্তনং বিরোধঃ।

“যদিহং বেদবচনং—কুরু কৰ্ম ত্যজেতি চ ।

কাং গতিং বিত্তয়া যান্তি কাঞ্চ গচ্ছন্তি কৰ্মণা ।

এতথৈ শ্রোতুমিচ্ছামি, তত্ত্বান্ প্রত্নবীতু মে ।

এতাবজ্ঞোহ্বেদৈরূপো বৰ্ত্তেতে প্রতিকূলতঃ ॥”

ইত্যেবং পৃষ্টস্ত প্রতিবচনেন—

“কৰ্মণা বধ্যতে অস্তর্কিস্তয়া চ বিমুচ্যতে ।

তস্মাৎ কৰ্ম ন কুরুন্তি যত্নাঃ পারদর্শিনঃ ॥”

ইত্যেবমাদিবিরোধঃ প্রদর্শিতঃ । ৪

তস্মান্ন সাধনাস্তরসহিতা ব্রহ্মবিজ্ঞা পুরুষার্থসাধনম্, সৰ্ববিরোধাত্ ; সাধন-
‘নিরপেক্ষৈব পুরুষার্থ-সাধনম্—ইতি পারিত্রাজ্যং সৰ্বসাধন-সম্মাসলক্ষণম্ অদ্বৈতেন
বিধিংস্তুতে ; এতাবদেবামৃতত্বসাধনমিত্যবধারণাত্, বৰ্ত্তমানার্থে) লিঙ্গাচ্চ—কৰ্ম্মা-
সন্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবত্রাজেতি । ৫

মৈত্রেয়ো চ কৰ্মসাধনরহিতাত্মৈ সাধনত্বেনামৃতত্বস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞোপদেশাত্,
বিস্তৃতিস্বাবচনাচ্চ ; যদি হি অমৃতত্বসাধনং কৰ্ম স্যাৎ, বিস্তৃতিসাধ্যং পাঙ্করূপং কৰ্ম্মেতি
তল্লিন্ধাবচনমনিষ্টং স্যাৎ ; যদি তু পরিত্রিত্যজ্ঞয়িত্বং কৰ্ম, ততো যুক্তা তৎ-
সাধনলিন্ধা । কৰ্ম্মাধিকারনিমিত্ত-বর্ণাশ্রমাদিপ্রত্যয়োপমর্দাচ্চ—“ব্রহ্ম তৎ পরা-
দাত্, ক্ষত্রং তৎ পরাদাত্” ইত্যাদেঃ । ন হি ব্রহ্মকত্রাত্মাত্মপ্রত্যয়োপমর্দে ব্রাহ্মণে-
নদং কৰ্তব্যং ক্ষত্রিয়েণেদং কৰ্তব্যমিতি বিষয়াভাবাদাত্মানং লভতে বিধিঃ ;
বসৈব্য পুরুষস্যোপমর্দিতঃ প্রত্যয়ো ব্রহ্মকত্রাত্মাত্মবিষয়ঃ, তস্তু তৎপ্রত্যয়সম্মাসাৎ
তৎকার্য্যাণাং কৰ্ম্মণাং কৰ্ম্মসাধনানাকার্য্যপ্রাপ্তশ্চ সম্মাসঃ । তস্মাদাত্মজ্ঞানাদ্বৈতেন
সম্মাস-বিধিংসরৈবাত্ম্যায়িকৈয়মারভ্যতে । ৬

টীকা।—সবজ্ঞাতিধিংসরা বৃত্তং কীর্তয়তি—আত্মৈত্যেবেতি । কিমিত্যাত্মত্বমেব জ্ঞাতব্যং,
‘তত্রাহ—তদেবেতি । ইং হুক্তিত্তত্ত্ব বিজ্ঞাবিষয়স্ত বাক্যস্ত ব্যাখ্যানমেব বিষয়ঃ, তত্র বিজ্ঞা
সাধনং, সাধনা মুক্তিরিতি সবজ্ঞঃ, মুক্তিস্ত কলম্, ইত্যেতে তদাত্মানমিত্যাধিনা দর্শিতে, ইত্যাহ—
ইতুপত্তন্তুতেতি । বিজ্ঞাবিষয়মুক্তং নিগময়তি—এবমিতি । উক্তমর্থাত্তং স্মারয়তি—অবিজ্ঞা-
শ্চেতি । অত্বেহমবিজ্ঞাত্যভ্যাসবিজ্ঞায়া বিবরুত সংসার উপসংহৃতত্বরমিত্যাধিনেতি সবজ্ঞঃ ।
সংসারমেব বিশিনষ্টি—চাতুর্কর্য্যেতি । চাতুর্কর্য্যং চাতুরাশ্রমামিতি প্রবিভাগাদিনিমিত্তং যন্ত
পাঙ্কস্তত্ত্ব কৰ্ম্মণস্তত্ত্ব সাধনসাধনমিত্যেবমাত্মক ইতি যাবৎ । তত্ত্বানাদিত্বং দর্শয়তি—বীজাদুর-
বনিত্তি । তমেব ত্রিধা সংকল্পতি—নামেতি । স চোৎকর্ষণকর্ষণাত্মাং ত্রিধা ভিচ্ছতে, তত্রাত-
ন্বাহরতি—শাস্ত্রীয় ইতি । উৎকৃষ্টো হি সংসারশ্রায়াস্ত্রভাবঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানকৰ্ম্মসাধা ইত্যর্থঃ ।
বিত্তীয়ং কথয়তি—অযোভাবশ্চেতি । নিঃকৃষ্টঃ সংসারঃ স্বাভাবিকজ্ঞানকৰ্ম্মসাধা ইত্যর্থঃ । ১

কিমিত্যবিদ্যাবিষয়ো বাধ্যতঃ, ন হি স পুরুষস্তোপযুক্ত্যতে, তত্রাহ—এতন্মাদিতি ।
প্রত্যাসাষ্টৈব বিবংস্তম্ভিন্ বা ব্রহ্মেতি বিদ্যা, তন্মাদিতি যাবৎ । তাতীহমনুচ চাতুর্থিকমর্থং
কথয়তি—চতুর্থোহিতি । ২

এবং বৃত্তবনুচোত্তরব্রাহ্মণভাৎপৰ্য্যমাহ—অশ্রা ইতি । কিমিতি সংশ্রাসো বিধিঃশ্রুতে,
কৰ্ম্মণৈব বিভালাভাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জ্ঞায়েতি । অবিদ্যায়া বিষয় এব বিষয়ো যন্তেতি বিগ্রহঃ ।
তন্মাদং সংশ্রাসো বিধিঃসিতি ইতি পূৰ্বেণ সৰ্ব্বকঃ । নমু প্রকৃতং কৰ্ম্মাবিদ্যাবিষয়মপি কিমিত্যাস-
জ্ঞানং তার্যোনামুদীয়মানং নোপনয়তি, তত্রাহ—অশ্রোতি । তদেব দৃষ্টোত্তেন স্পষ্টয়তি—ন
ইতি । পাণ্ডুক্ত কৰ্ম্মণোহস্তসাধনত্বমেব কথমধিগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—মমুদ্যোতি । সোহয়ং মমুদ-
লোকঃ পুত্রোণৈব জ্ঞাঃ, ‘কৰ্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যা দেবলোকঃ’ ইতি বিশেষিতত্বম্ । অতদ্বমেব
বিশেষিতত্বোক্তিদ্বারা ক্ষুটীকৃতমিতি চকারেণ চোত্যাতে । নমু ব্রহ্মবিদ্যা স্বকলে বিহিতং
কৰ্ম্মাপেক্ষতে শ্রোতসাধনবাদ্দর্শাদিবৎ, তথা চ সমুচ্চরায় কৰ্ম্মসংশ্রাসসিদ্ধিরত আহ—ন চেতি ।
কৰ্ম্মণাং কাম্যভেদপি ব্রহ্মবিদ্যানি কিং ন স্মারিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিদশ্চেতি । ইতচ্চ তন্ত
পুত্রাদিসাধনামুপপত্তিরিত্যাহ—যেষামিতি । ৩

সমুচ্চরপক্ষমুভায়্য প্রতিবিরোধেন দূষয়তি—কেচিৎপ্রতি । প্রতিবিরোধমেব ফোরয়তি—
পুত্রাদীতি । অবিদ্যাবিষয়ঃ শ্রুতঃ, তৎপ্রকরণে তেবামুপদেশাদিতি শেষঃ । কিং প্রজয়া
করিত্বাম ইত্যন্ত অরভ্য যেষাং নোহয়মাস্ত্রাহয়ং লোক ইতি চ বিদ্যাবিষয়ে প্রতিবিরতি যোজন্য ।
এব বিভাগঃ শ্রুত্যা কৃতন্তেঃ সমুচ্চরবাদিভিন্নং শ্রুত ইতি সৰ্ব্বকঃ । ন কেবলং প্রতিবিরোধাদেব
সমুচ্চরাসিদ্ধিঃ, কিন্তু যুক্তিবিরোধোচ্চৈত্যাহ—সৰ্ব্বোতি । দ্বিতীহচকারোহব্যবহারার্থো নঞা
সংবধ্যতে । স্মৃতিবিরোধাত্ত সমুচ্চরাসিদ্ধিরিত্যাহ—ব্যাসেতি । তত্র প্রথমং পূৰ্ব্বোক্তং যুক্তি-
বিরোধং ক্ষুটয়তি—কথং । প্রতিকূলবর্তনং নিবর্ত্যানিবর্তকভাবঃ । সশ্রুতি স্মৃতিবিরোধং
ফোরয়তি—যদিদমিতি । প্রসিদ্ধং বেদবচনং কুর কৰ্ম্মোক্ত্যজং প্রতি, যদিদমুপভ্যতে;
বিবেকিনং প্রতি চ ত্যজেনি ; তত্র কাং গতিমিত্যাদিঃ শিষ্টান্ত ব্যাসঃ প্রতি প্রঃ, তন্ত বীজমাহ
—এতাবিতি । বিদ্যাকৰ্ম্মাখ্যাবুপারো পরস্পরবিরুদ্ধত্বে বর্তেতে, সাত্তিমানত্ব-নিরভিমানত্বাদি-
পূৰ্ব্বস্বারেণ প্রতিকূল্যং, সমুচ্চরামুপপত্তেৰ্ধেখোক্তন্ত প্রঃ সাবকাশত্বমিত্যর্থঃ । ইত্যেবং পৃষ্টন্ত
ভগবতো ব্যাসস্তেতি শেষঃ । বিরোধো জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চরন্তেতি বক্তব্যম্ । ৪

সমুচ্চরামুপপত্তিমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । কথং তর্হি ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থসাধনমিতি,
তত্রাহ—সৰ্ব্ববিরোধাদিতি । সৰ্ব্বন্ত ক্রিয়াকারককলভেদান্নকন্ত বৈতেল্লজালন্ত ব্রহ্মবিদ্যায়া
বিরোধাদিতি যাবৎ । একাকিনী ব্রহ্মবিদ্যা মুক্তিহেতুরিতি হিত্তে ফলিতমাহ—ইতি পারি-
ব্রাজামিতি । ন কেবলং সংশ্রাসন্ত অবগাদিপৌঞ্চল্যদৃষ্টবারেণ বিদ্যাপরিপাকত্বং প্রত্যাদি-
বশাদবগম্যতে, কিং তু লিঙ্গাদপীত্যাহ—এতাবদেবেতি । তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—বঠসমাশ্ৰা-
বিত্তি । এতচ্চোত্তরভঃ সংবধ্যতে । যদি কৰ্ম্মসহিতং জ্ঞানং মুক্তিহেতুত্বদা কিমিতি কৰ্ম্মণঃ
নতো যাজ্ঞবল্ক্যন্ত পারিব্রাজ্যমুচ্যতে ? তন্মাদং তত্ত্বাগন্তদঙ্গদেব বিধিঃসিতি ইত্যর্থঃ । ৫

তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—মৈত্রেয়্যে চেতি । ন হি মৈত্রেয়ী ভর্তরি তস্ককৰ্ম্মণি স্বয়ং কৰ্ম্মাধি-
কৰ্ত্তৃমহতি, পতিবারমস্তরেণ ভাব্যায়ান্তদনধিকার্যং । তথা চ তন্তে কৰ্ম্মশূন্ত্যায়ৈ মুক্তেঃ সাধনত্বেন

বিভোপদেশাৎ কর্তৃত্বাৎপদসংঘেদে ধ্বনিত ইত্যর্থঃ । তত্রৈব হেতুত্বমাহ—বিস্তেতি । কিসং-
 তেন কুর্গামিতি বিস্তং নিশ্চ্যতে । অতশ্চ তৎসাধ্যং কর্তৃ জ্ঞানসংহায়দেহেন যুক্তৌ নোপকরোত্তী-
 ত্যর্থঃ । তদেব বিবৃণোতি—যদি হীতি । তদ্বিন্দাবচনমিত্যত্র তচ্ছব্দেন বিস্তমুচ্যতে । স্বংপক্ষে
 বা কথং নিশ্চাবচনমিতি, তত্ৰাহ—যদি বিতি । কিঞ্চ, ব্রাহ্মণোহং কত্রিগোহংমিত্যাভ্যন্তরানন্ত
 কর্তৃত্বাচ্চাননিমিত্তস্ত নিশ্চয়ঃ সর্ববিদমাত্মৈবেতি প্রত্যয়ে প্রত্যেকত্বাৎপদ্যদর্শনাধিভাসদেহেন সংজ্ঞাসৌ
 বিধিংসিত ইত্যাহ—কর্তৃাধিকারেতি । নহু জ্ঞানমিতি বিধৌ কর্তৃত্বাচ্চানমশকারপহারিত্ত্বমন্ত-
 আহ—ন হীতি । নহু বর্ণাশ্রমভিমানবতঃ সংজ্ঞাসোহপীকৃত্যে, স কথং তদভাবে, তত্ৰাহ—
 যন্তেবেতি । অর্থদ্রাপ্তচেতাবধারণার্থক্কারঃ । প্রযোজকজ্ঞানবন্তৌ বৈধসংজ্ঞাসাত্ত্বাপগমাদ্
 বিরোধ ইতি ভাবঃ । আত্মজ্ঞানস্বং সংজ্ঞাসত্ত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিত্যায়সিদ্ধং চেৎ, কিমর্থমিহমাধ্যাত্মিক-
 প্রণীকৃত্যে, তত্ৰাহ—তদ্বাদিতি । বিধোপেক্ষিতার্থবাদসিদ্ধার্থমাধ্যাত্মিকচেতি ভাবঃ । ৬

আত্মাসমভাষ্যামুবাদ।—পূর্বপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে, আত্মা বলিয়াই
 আত্মার উপাসনা করিবে ; সেই আত্মাই জগতে একমাত্র পদনীয় বা আশ্রয়স্থান ;
 কারণ, পুত্র-ভার্য্যাপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থ অপেক্ষাও উহা অধিকতর প্রিয় ; এই কথারই
 ব্যাখ্যানহলে সেই আত্মাকেই ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ রূপে (আমি ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাবে)
 অবগত হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে সর্বাশ্রয়তাব লাভ করিয়াছিলেন’ এই বাক্যে
 উহার সম্বন্ধ এবং প্রয়োজনও অভিহিত হইয়াছে (১), এবং পরমাত্মাই যে, বিষ্ণুর
 (ব্রহ্মজ্ঞানের) একমাত্র বিষয়, তাহাও এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । আবার যে
 লোক মনে করে, আমি অস্ত্র, এবং আমার উপাশ্রয় বস্ত্রও অস্ত্র, প্রকৃতপক্ষে সে লোক
 জ্ঞানে না—‘সে অস্ত্র’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া অবিষ্ণুর বিষয় অর্থাৎ অজ্ঞান-
 ধিকারে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদসাপেক্ষ পাণ্ডিত্য কর্তৃ-সাধ্য
 ব্যক্তাব্যক্তস্বভাব নামরূপ-কর্তৃাত্মক সংসার,—ইতঃপূর্বে ‘ত্রয়ং বাৎ নাম রূপং কর্তৃ-
 এই শ্রুতিতে যাহার উপসংহার করা হইয়াছে, অবিষ্ণুর বিষয়ীভূত সেই সংসারের
 শাস্ত্রানুগত-কর্তৃামুসারে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্যন্ত উৎকর্ষ, আর অশাস্ত্রীয় কর্তৃামুসারে
 স্থাবরভাবপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপকর্ষ বা অধোগতি হইয়া থাকে ; সে কথাও ‘দ্বয়া হ
 প্রোজাপত্যাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । ১

(১) ভাৎপৰ্য্য—কোন বিষয় মুক্তিভে বা বুঝাইতে হইলে প্রথমেই বস্তব্য বিষয়, তাহার
 ফল বা প্রয়োজন এবং সেই বিষয় ও প্রয়োজনের মধ্যে যেসকল সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করিতে
 হয় ; এই কারণে ভাস্কর্য্যকার এখানে সাধারণভাবে বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের কথা হুচনা
 করিয়া দিয়াছেন । এখানে ব্রহ্মবিদ্যা হইতেছে বিষয়, মুক্তি তাহার প্রয়োজন বা ফল ; আর
 বিদ্যা ও মুক্তির মধ্যে সাধ্য-সাধনরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সাধন, মুক্তি তাহার সাধ্য, ব্রহ্ম-
 বিদ্যা দ্বারা মুক্তির ফল লাভ করিতে হয় । “তবাস্থানমেব অবেৎ” ইত্যাদি বাক্যেও এইরূপ
 সাধ্যসাধনতাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

উক্তপ্রকার অবিচার বিষয়ীভূত সংসারে যাহার বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তাহার যাহাতে পরমাত্মবিষয়ক ব্রহ্মবিজ্ঞানাভ হইতে পারে, তজ্জন্ত উপনিষদের প্রথম অধ্যায়োক্ত অবিচার বিষয় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; চতুর্থ অধ্যায়ে (উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে) “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” “ব্রহ্ম জ্ঞপয়িষ্যামি” বলিয়া ব্রহ্মবিচার বিষয়ীভূত পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া, সেই নির্বিশেষ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আবার ক্রিয়া কারক ও ফলস্বভাব সত্যসংস্কর নিখিল মূর্ত্ত-ধর্ম নিষেধপূর্ব্বক “নেতি নেতি” বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন । ২

এখন উক্ত ব্রহ্মবিচারই অঙ্গরূপে সম্যাসবিধান করা শ্রুতির অভিপ্রেত ; কারণ, অবিচার বিষয়ীভূত পত্নী, পুত্র ও বিভাদিশাখ্য পাণ্ডুর কর্ম্মগুলি আত্ম-প্রাপ্তির উপায় নয় ; অথচ যাহা যে ফল-সাধনে অসমর্থ, সে ফলের জন্ত তাহার নিয়োগ করিলেও, তাহা হইতে প্রতিকূল অর্থাৎ অনিষ্ট ফল ভিন্ন, ইষ্টফল হইতে পারে না ; কারণ, ধাবন বা গমন কখনই ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি-সাধন হইতে পারে না ; পাণ্ডুরকর্ম্মাদি পুণ্যপ্রভৃতি সাধনগুলিও মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকপ্রাপ্তির উপায়রূপেই বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু আত্মলাভের উপায়রূপে বিহিত হয় নাই ; স্তত্রাং সে সমুদয় দ্বারা কখনই আত্মলাভ হইতে পারে না ; প্রমাণান্তর দ্বারাও এ কথা সমর্থিত হইয়াছে । বিশেষতঃ যথোক্ত সাধনগুলি ব্রহ্ম-বিদ্ ব্যক্তির জন্ত বিহিতও হয় নাই ; কারণ, “এতাবান্ বৈ কামঃ” (এই পর্য্যন্তই কামনার বিষয়) ; এইরূপে ঐ সকল সাধনের কাম্যত্বই শ্রুত হইয়াছে । ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি আপ্তকাম (যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই) আপ্তকাম পুরুষের ত কোন প্রকার কামনাও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন— ‘যাহা দ্বারা আমাদের এই আত্মলাভরূপ ফল সিদ্ধ হয় না’ ইত্যাদি । ৩

কেহ কেহ ব্রহ্মবিদগণেরও এষণাসম্বন্ধ (কামনাসম্বন্ধ) বর্ণনা করিয়া থাকেন ; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ পড়েন নাই । পুত্রাদি কামনা যে, অবিজ্ঞাধিকারে প্রবৃত্ত, এবং বিজ্ঞাবিষয়ে যে, তাহার সম্বন্ধই নাই, ইহা যে, ‘যাহাতে আমাদের এই আত্মরূপ লোক লব্ধ হয় না’ এবং ‘আমরা সম্ভানদ্বারা কি করিব ?’ এই সকল শ্রুতিই বিভাগ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই শোনে নাই ; এবং ক্রিয়া কারক ও ফলাদি সর্ব্ববিধ ভেদনিবর্তক বিচার উদয়ে যে, অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্যোদয়ের অসম্ভাবনারূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহারা অবগত হয় নাই ; অধিক কি, বেদব্যাসের উক্তিটি পর্য্যন্তও তাঁহারা শ্রবণ করে নাই । [বিরোধ এই যে,] কর্ম্ম হইতেছে অবিজ্ঞাত্মক, আর বিজ্ঞা হইতেছে জ্ঞানাত্মক ;

সুতরাং বিরুদ্ধস্বভাব বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা একত্র থাকিতে পারে না; [ব্যাসোক্ত স্মৃতিবাক্য এই যে,] ‘কর্মের অনুষ্ঠান কর, এবং কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ কর, এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বেদবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আপনার নিকট ইহা জানিতে ইচ্ছা করি যে, উক্ত জ্ঞান ও কর্মের স্বরূপ একরূপ নয়; সুতরাং উহার পরস্পর প্রতিকূলস্বভাব। উহাদের মধ্যে বিজ্ঞাদ্বারাই বা কিপ্রকার গতি লাভ করে? আর কর্ম দ্বারাই বা কিরূপ গতি লাভ করে? আপনি তাহা আমাকে বলুন।’ এই কথা স্মিচ্ছাসা করিলে পর, তদন্তরে ব্যাসদেব—‘জীব কর্ম দ্বারা বদ্ধ হয়, আর বিজ্ঞাদ্বারা বিমুক্ত হয়; সেই হেতু তত্ত্বদর্শী যতিগণ কর্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন’ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৪

অতএব সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়াই ব্রহ্মবিজ্ঞাকে অপর কোনও সাধন-সহযোগে পুরুষার্থ-সাধন অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় বলা যাইতে পারে না; পরন্তু কর্মাদি অপর কোনও সাধনের সাহায্য না লইয়াই ব্রহ্মবিজ্ঞা পুরুষার্থ-সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জ্ঞাত শ্রুতি সর্ববিধ সাধন-পরিত্যাগরূপ পারিত্রাজ্য বা সম্যাসকেই ব্রহ্মবিজ্ঞার অঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়াছেন (১)। ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই মুক্তিলাভের একমাত্র সাধনরূপে অবধারিত হওয়ায় এবং সেই ষষ্ঠাধ্যায়েই কর্মপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সম্যাস-গ্রহণ হইতেও ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সম্যাসই বিজ্ঞালাভের একমাত্র উপায়, কর্মাদি নহে। ৫

(১) তাৎপৰ্য্য—সম্যাসের নামান্তর পারিত্রাজ্য। সম্যাস-গ্রহণের বিধি দুই প্রকার,—
(১) বিবিদিষা সম্যাস ও (২) বিবৎসম্যাস। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া ক্রমে গার্হ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্ত যে, সম্যাস-গ্রহণ, তাহাকে বলে ‘বিবিদিষা সম্যাস’; আর যাহারা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া তীব্র বৈরাগ্যবশে, যে কোন আশ্রম হইতে সম্যাস গ্রহণ করে, তাহাদের সম্যাসকে বলে ‘বিবৎসম্যাস’। যাহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় নাই, তাহারা যদি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমাপ্ত না করিয়াই কেবল মানসিক কৌতূহলবশে ষষ্ঠাধ্যায় সম্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহা প্রকৃত সম্যাস বলিয়া পরিগণিত হয় না, পরন্তু সেরূপ সম্যাস গ্রহণ অনিষ্টকরই হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন “ঋণানি ত্রীণাপাতৃত্বা মনো যোকে নিবেশয়েৎ। অনপাতৃত্বা যোক্ত্ব সেবমানো ব্রহ্মভ্যং।” অর্থাৎ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া যোক্তবশে মন দিবে, উক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া সম্যাস গ্রহণ করিলে লোক অধোগামী হয়। উক্ত উভয়বিধ সম্যাসগ্রহণেই ঋণাবিধি হোম করিয়া ঋণ বর্ণাশ্রমাদি চিহ্ন বিসর্জন দিতে হয়; সুতরাং তখন সম্যাসীরা বর্ণাশ্রমগত কোন কর্মেই অধিকার থাকে না। তাই এখানে সম্যাস আশ্রমকে সর্ববিধ সাধনত্যাগস্বক বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ কৰ্মরূপ সাধনশূন্য মৈত্রেয়ীকে স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও যুক্তিলাভের উপায়রূপে ব্রহ্মবিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছেন, এবং ধন-সম্পদের নিন্দাও করিয়াছেন ; কৰ্ম যদি সত্য সত্যই অমৃতত্বলাভের সাধন হইত, তাহা হইলে, যে বিস্ত দ্বারা পাণ্ডুর কৰ্ম নিন্দাদান করিতে হয়, সেই বিস্তের নিন্দা করা নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না ; পক্ষান্তরে, কৰ্মত্যাগ করানই যদি তাহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই কৰ্ম-সাধন বিস্তের ঐরূপ নিন্দাবচন যুক্তিযুক্ত হইতে পারে । তাহার পর, ‘ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) তাহাকে পরাভূত করে, ক্ষত্রিয়ও তাহাকে পরাভূত করে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্মবিষ্ঠা-প্রভাবে কৰ্মাধিকারের নিমিত্তীভূত বর্ণাশ্রমাদি বোধ তখন বিদূরিত হইয়া যায় ; আত্মগত ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বাদি বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, ‘ব্রাহ্মণের ইহা কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের ইহা কর্তব্য’ ইত্যাদি রূপে নিয়োগের পাত্র না থাকায় বর্ণাশ্রমাদিসাপেক্ষ কোন বিধিই কার্য্য করিতে পারে না । যে ব্যক্তির স্বগত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাত্যভিমান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার সেই ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমান না থাকায়, সেই অভিমানমূলক যে সমুদয় কৰ্ম ও কৰ্মসাধন কর্তব্য ছিল, ফলেফলে সে সমুদয়েরও সম্ম্যাস সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব সেই আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে সম্ম্যাসবিধানের জ্ঞাতৃ এখন এই আধ্যাত্মিকার অবতারণা করা হইতেছে, ✓ ১৬২

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্তন্ বা অরেহ-
মস্ম্যং স্থানাদস্মি, হস্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাহস্তং করবা-
নীতি ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীমাশ্রজ্ঞানাদ্ধেন সম্ম্যাসবিধানার্থমিয়মাখ্যাত্মিক প্রারভ্যতে—‘মৈত্রেয়ীতি’ ইতি] । যাজ্ঞবল্ক্যঃ (স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষিঃ) হে মৈত্রেয়ি, ইতি উবাচ হ (মৈত্রেয়ীনারীং স্বভার্য্যাং সম্বোধয়ামাস—) অরে (অগ্নি মৈত্রেয়ি), অহং অস্ম্যং স্থানাং (গার্হস্থ্যশ্রমাং) উদ্‌যাস্তন্ (উৰ্দ্ধং উৎকৃষ্টং সম্ম্যাসাশ্রমং যাস্তন্) অস্মি (ভবামি, গার্হস্থ্যং ত্যক্তা সম্ম্যাসাশ্রমং গ্রহীতুং কৃতনিশ্চয়োহস্মি ইত্যর্থঃ) ; [অতঃ] হস্ত (তব সম্মতিং প্রার্থয়ে), অনয়া কাত্যায়ন্যা (কাত্যায়নী-নামধেয়য়া দ্বিতীয়য়া ভার্য্যায়া সহ) তে (তব) অস্তং (সপত্নীতয়া যঃ ধনাদিসম্বন্ধ আসীৎ, তস্ম বিচ্ছেদং) করবাণি (কর্তুমিচ্ছামি, সম্পদঃ সুবাত্যাং বিভজ্য প্রণয় গমিষ্যামীতি ভাবঃ) ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ ।—প্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থশ্রম হইতে উদ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, অর্থাৎ এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব মনস্থ করিয়াছি ; অতএব, সন্ন্যাসি প্রার্থনা করিতেছি ; এই দ্বিতীয়া ভার্ঘ্যা কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ তোমাদের উভয়কে ধনসম্পদ বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—মৈত্রেয়ীং স্বভাৰ্ঘ্যা-
মামস্ত্রিতবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো নাম ঋষিঃ । উদ্বাস্তান্ উৰ্দ্ধং যাস্তন্ পারি-
ব্রাজ্যাত্ম্যম্ আশ্রমাস্তরং বৈ ; ‘অরে’ ইতি সম্বোধনম্ ; অহম্ অস্মাদ্ গার্হস্থ্যাং
স্থানাং আশ্রমাং উৰ্দ্ধং গন্তুমিচ্ছন্ অস্মি ভবামি ; অতঃ, হস্ত অনুমতিং প্রার্থয়ামি
তে তব । কিঞ্চাত্ম্যং—তে তব অনয়া দ্বিতীয়য়া ভার্ঘ্যয়া কাত্যায়ন্যা অন্ত্য
বিচ্ছেদং করবাণি—পতিদ্বারেণ যুবয়োৰ্ম্ময়া সংবধ্যমানয়োঃ সম্বন্ধ আসীৎ,
তস্য সম্বন্ধস্য বিচ্ছেদং করবাণি দ্রব্যবিভাগং কৃত্বা ; বিত্তেন সংবিভজ্য যুবাং
গমিষ্যামি ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

টীকা।—ভাৰ্ঘ্যামন্য কিং কৃতবানিতি, তদাহ—উদ্বাস্তান্নিতি । বৈশ্বকোহিবধারণার্থঃ ।
আশ্রমাস্তরং যাস্তন্নোবাহমস্মাতি সম্বন্ধঃ । যথোক্তেচ্ছানস্তরং ভাৰ্ঘ্যয়াঃ কর্তব্যং দর্শয়তি—অন্ত
ইতি । সতি ভাৰ্ঘ্যাদৌ সংস্থাসস্ত তদনুজ্ঞাপূৰ্ব্বকত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ । কর্তব্যাস্তরং কথয়তি—
কিঞ্চেতি । আবয়োর্কিচ্ছেদঃ স্বাভাবিকোহস্তি, কিং তত্র কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পতিদ্বারেণেতি ।
ত্বয়ি প্রব্রজিতে স্বয়মেবাবয়োর্কিচ্ছেদো ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—দ্রব্যোতি । বিত্তে তু ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য-
মিতি ভাবঃ ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—“মৈত্রেয়ীতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ” কথাৰ অর্থ—যাজ্ঞ-
বল্ক্যনামক ঋষি স্বীয় ভার্ঘ্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধনপূৰ্ব্বক বলিয়াছিলেন ;—‘অরে’
শব্দটি মৈত্রেয়ীর সম্বোধনশব্দক ; [অরে মৈত্রেয়ি,] আমি এই স্থান হইতে অর্থাৎ
গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে উপরে যাইতে—উৎকৃষ্ট পারিব্রাজ্যনামক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ; হস্ত—[এ বিষয়ে] তোমার অনুমতি প্রার্থনা করি-
তেছি । আরও এক কথা, আমার এই দ্বিতীয়া ভার্ঘ্যা কাত্যায়নীর সহিত তোমার
অন্ত—বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি ; আমার সহিত সম্বন্ধ-
নিবন্ধন তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে সপত্নীত্বরূপ সম্বন্ধ ছিল, ধনসম্পদ বিভাগ
করিয়া দিয়া সেই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করি ; ধনবিভাগ দ্বারা তোমা-
দিগকে বিভক্ত করিয়া আমি চলিয়া যাইব ॥ ১০৭ ॥ ১ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যম্মু ম ইয়ং ভগোঃ সৰ্ব্বা পৃথিবী
বিস্তেন পূৰ্ণা শ্ৰাৎ কথং তেনামৃত্যু শ্ৰামিতি, নেতি হোবাচ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং
শ্রাদ্ধমৃত্যুস্ত তু নাশাহস্তি বিস্তেনেতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—সা (এবমুক্তা) মৈত্রেয়ী উবাচ—(যাজ্ঞবল্ক্যম্ উক্তবতী)
হ (কিল) ভগোঃ (হে ভগবন্,) যৎ (যদি) মু (বিতর্কে) বিস্তেন পূর্ণা (ধন-
সহিতা) ইয়ং (অমৃত্যুমানা) সৰ্ব্বা (সম্পূর্ণা) পৃথিবী মে (মম) শ্ৰাৎ (ভবেৎ),
[কথমিতি ক্ষেপে প্রশ্নে বা] তেন (তাদৃশপৃথিবীসম্ভাবেন) অহং অমৃত্যু (মৃত্যু-
রহিতা বিমুক্তা) কথং শ্রাম্? (ভবেয়ং কিম্?); যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ (প্রত্যাচাচ)
হ—ন ইতি । উপকরণবতাং (ভোগসাধনসম্পন্নানাং) জীবিতং (জীবনং)
যথা শ্রাৎ (লৌকিকস্বথবহলং ভবেৎ), তথৈব (তদ্বদেব) তে (তব
অপি) জীবিতং (স্বথিতং) শ্রাৎ; বিস্তেন (ধনেন, ধনসাধনেন বা
কর্মণা) তু (পুনঃ) অমৃত্যুস্ত (মোক্ষস্ত) আশা, (সম্ভাবনাপি) নাস্তি
ইতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—মৈত্রেয়ী এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্, ধনসম্পাদে পূর্ণা এই সমস্ত পৃথিবী যদি
আমার [হস্তগত] হয়, তবে তাহা দ্বারা আমি মৃত্যুরহিত (মুক্ত) হইতে
পারিব কি? [প্রত্যুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না; তবে জগতে
ভোগোপকরণসম্পন্ন ধনীদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার
জীবনও সেইরূপ (স্বথসম্পন্ন) হইতে পারে, কিন্তু বিস্ত বা বিস্তসাধ্য
কর্ম দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশাও নাই ইতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—সা এবমুক্তা হ উবাচ—যৎ যদি, ‘মু’ ইতি বিতর্কে;
মে মম ইয়ং পৃথিবী ভগো ভগবন্, সৰ্ব্বা সাগরপরিক্ষিপ্তা বিস্তেন ধনেন পূর্ণা
শ্রাৎ—কথম্—ন কথঞ্চনেতি আক্ষেপার্থঃ; প্রশ্নার্থো বা, তেন পৃথিবীপূর্ণ-বিস্ত-
সাধনেন কর্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা অমৃত্যু কিং শ্রাম্? ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ।
প্রত্যাচাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । কথমিতি যদি আক্ষেপার্থম্, অল্পমোদনং—নেতি হোবাচ
যাজ্ঞবল্ক্য ইতি; প্রশ্নশ্চেৎ—প্রতিবচনার্থম্—নৈব শ্রাঃ অমৃত্যু; কিং তর্হি?
যথৈব লোকে উপকরণবতাং সাধনবতাং জীবিতং সুখোপায়ভোগসম্পন্নম্, তথৈব

তদেব তব জীবিতং স্যাৎ ; অমৃতত্বস্তু ন আশা মনসাপি অস্তি বিত্তেন—
বিত্তসাধনং কৰ্ম্মণেতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

টীকা।—মৈত্রেয়ী আক্ষেপবাৎসল্যমাণা ভৰ্ত্তারং প্রত্যাহুক্লামাস্তেনো দর্শয়তি—সৈবনিতি ।
কৰ্ম্মসাধ্যস্ত গৃহপ্রাদানাদিবিঘ্নিত্যাহুপপত্তিরাক্ষেপনিদানম্ । কথংশব্দস্ত প্রশ্নার্থবগ্নে বাক্যং
যোক্তব্যম্—তেনেতি । কথং তেনেত্যত্র কথংশব্দেন কিমহং তেনেত্যত্রাত্যঃ কিংশব্দমুপাধায়
বাক্যং যোক্তব্যম্ । বিত্তসাধ্যস্ত কৰ্ম্মণোহমৃতত্বসাধনত্বাদ্রাসিকৌ তৎপ্রকারপ্রদত্ত নিরবকাশহা-
তিত্বার্থঃ । মুনিরপি ভাষ্যাক্রমপ্রতিজ্ঞঃ সম্বষ্টঃ সম্বন্ধেপং প্রথমে চ প্রতিবদন্তীত্যাহ—প্রত্যা-
বাচেন্তি । বিত্তেন সমামৃতত্বাভাবে তদকিঞ্চিকরমদেয়নিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তহীতি ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—[যাজ্ঞবল্ক্য] এইরূপ বলিলে পর, মৈত্রেয়ী তাঁহাকে
বলিলেন,—প্রতি 'মু' শব্দটি বিতর্ক-সূচক । ভগোঃ—হে ভগবন্, যদি সমস্ত
অর্থাৎ সাগরপরিবেষ্টিতা ও ধনপূর্ণা এই পৃথিবীও কি কোন প্রকারে আমার
[অধিকারভুক্ত] হইতে পারে, কোন প্রকারেই নহে ; ইহা হইতেছে 'কথম্' শব্দের
'আক্ষেপার্থ' পক্ষে, (১) এখানে 'কথং' শব্দের প্রশ্নার্থও হইতে পারে ;—সে পক্ষে
অর্থ হইতেছে এই—পৃথিবীপূর্ণ ধন দ্বারা নিষ্পাণ্ড অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দ্বারা আমি
অমৃত হইতে পারিব কি ? যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন—। [এখানে বুদ্ধিতে
হইবে] 'কথম্' শব্দটি যদি আক্ষেপার্থক হয়, তাহা হইলে 'নেতি হোবাচ যাজ্ঞ-
বল্ক্যঃ' বাক্যটি হইবে অসম্বাদনসূচক, আর যদি প্রশ্নার্থক হয়, তাহা হইলে হঠবে
প্রত্যুত্তর বোধক—নিশ্চয়ই অমৃত হইবে না ; তবে কি না, অগতে উপকরণবান্—
সুখসাধনসমন্বিত ধনীদিগের জীবন যেরূপ সুখভোগসম্পন্ন হইয়া থাকে, তোমার
জীবনও ঠিক তদ্রূপই হইতে পারে ; কিন্তু বিত্ত বা বিত্তসাধ্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা
মনে মনেও অমৃতত্ব লাভের আশা করা বাইতে পারে না ॥ ১০৮ ॥ ২ ॥

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নায়ুতা স্যাৎ, কিমহং তেন
কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ক্রহীতি ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—'কথং' ও 'কিং' প্রভৃতি শব্দগুলি যেমন প্রশ্নার্থ প্রতিপাদক হয়,
তেমনি আক্ষেপার্থসূচকও হয় । আক্ষেপ অর্থ—অসম্ভাবনা জ্ঞাপন করা । কথং প্রভৃতি শব্দগুলি
যে শব্দের সঙ্গে মিলিতভাবে থাকে, তাহারই অত্যন্ত নিবেদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে । যেমন—
'যে লোক হিতোপদেশ করে না, সে আবার কিদের বন্ধু ?' অর্থাৎ সেরূপ লোক কখনই
বন্ধু হইতে পারে না । এখানেও আক্ষেপার্থপক্ষে বুদ্ধিতে হইবে যে, 'ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী
লাভ আমার পক্ষে কোন প্রকারেও সম্ভবপর নহে ?' অর্থাৎ কোন প্রকারেই নহে । প্রশ্নপক্ষে
'কথং' শব্দের 'কিং' অর্থ বুদ্ধিতে হইবে, তাহার অর্থ—অমৃত হইব কি ?

সরলার্থঃ ।—[এবমুক্তা] সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—যেন (বিস্তেন বিস্তসাধ্যেন কৰ্ম্মণা বা) অমৃত (মৃত্যুরহিতা) ন স্ম্যং (ন ভবেন্নম্) ; তেন বিস্তেন অহং কিং কুর্য্যাম্ (ন কিমপীতি ভাবঃ) । ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) যৎ এব [অমৃতত্ব-সাধনং] বেদ (জ্ঞানান্তি), তদেব মে (মহৎ) ক্রহি (কথং ইত্যর্থঃ) ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন,—যে বিস্ত বা বিস্তসাধ্য কৰ্ম্ম দ্বারা আমি অমৃত হইব না, আমি তাহা দ্বারা কি করিব ? (তাহাতে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই) । আপনি যাহা নিশ্চিতরূপে অমৃতত্বসাধন বলিয়া জ্ঞানেন, তাহাই আমাকে বলুন ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—সা হোবাচ মৈত্রেয়ী । এবমুক্তা প্রত্যুবাচ মৈত্রেয়ী—ষথ্বেং যেনাহং নামৃতা স্ম্যাম্, কিমহং তেন বিস্তেন কুর্য্যাম্ ? যদেব, ভগবান্ কেবলমমৃতত্বসাধনং বেদ, তদেবামৃতত্বসাধনং মে মহৎ ক্রহি ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

টীকা ।—বিস্তস্তামৃতত্বসাধনত্বাভাবমধিগম্য তন্নিরাশ্বাং ভ্যক্ত্ব, মুক্তিসাধনমেবাস্তজ্ঞানমাত্মার্থং দাতুং পতিং নিযুক্ত্বান্না ক্রতে—সা হেতি ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী’ ইত্যাদি । মৈত্রেয়ী এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এইরূপই যদি হয়, তবে আমি যাহা দ্বারা অমৃত হইব না, সেই বিস্ত দ্বারা কি করিব ? অর্থাৎ বিস্তে আমার কোন প্রয়োজন নাই ; পূজনীয় আপনি যাহা শুধু অমৃতত্বলাভের উপায় বলিয়া জ্ঞানেন, আমাকে সেই অমৃতত্বসাধনই বলুন ॥ ১০৯ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষসে, এহাস্ব, ব্যাখ্যাস্তামি তে, ব্যাচক্ষাণস্ত তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (এবমভিহিতঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—বত (অমু-কম্পায়াং, আহ্লাদে বা) অরে মৈত্রেয়ি, [ত্বং] নঃ (অস্মাকং) প্রিয়া (প্রীতি-ভাজনং) সতী [ইদানীমপি] প্রিয়ং (মনোহরমুকুলং) ভাষসে (কথয়সি) ; এহি (আগচ্ছ) ; আস্ব (উপবিশ) [মম সমীপে] ; তে (তব) [অভীষ্টম্ অমৃতত্বসাধনম্] ব্যাখ্যাস্তামি (বিস্তরেণ কথয়িষ্যামি) । ব্যাচক্ষাণস্ত (ব্যাখ্যানং কুৰ্ব্বতঃ) মে (মম) [বচনানি] তু নিদিধ্যাসস্ব (অর্থং নিশ্চিত্য ধাতুমিচ্ছ) ইতি ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ১—[মৈত্রেয়ী এই কথা বলিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য আহ্লাদ সহকারে বলিলেন,]—অরে মৈত্রেয়ি, তুমি পূর্বেও আমার প্রিয়া (প্রিয়কারিণী) ছিলে, এখনও আমার মনের মত কথাই বলিতেছ; এস, আমার নিকট উপবেশন কর; আমি তোমার অভীষ্ট বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছি; ব্যাখ্যাকালে তুমি আমার কথা স্থিরচিত্তে অবধারণ কর ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভ্যাস্তম্।—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । এবং বিস্তসাধ্যোহমৃতত্ব-সাধনে প্রত্যাখ্যাতে, যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বাভিপ্রায়সম্পত্তৌ তুষ্ট আহ, স হোবাচ—প্রিয়া ইষ্টা, বতেত্যমুকম্প্যাহ—অরে মৈত্রেয়ি, নোহস্মাকং পূর্বমপি প্রিয়া সতী ভবন্তী ইদানীং প্রিয়মেব চিন্তামুকূলং ভাষসে; অতঃ এহি আসস্ব উপবিশ, ব্যাখ্যাশ্চামি—বৎ তে তব ইষ্টমমৃতত্বসাধনমাত্মজ্ঞানং কথয়িষ্যামি। ব্যাচক্ষণশ্চ তু মে মম ব্যাখ্যানং কুরুতঃ, নিদিধ্যাসস্ব বাক্যানি অর্থতো নিশ্চয়েন ধ্যাভূ-মিচ্ছেতি ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

টীকা।—ভাধ্যাপেক্ষিতং মোক্ষোপায়ং বিবক্ষুস্তানাদৌ শৌভি—স হেতাদিনা। বিস্তেন সাধ্যং কৰ্ম, তন্নিরমৃতত্বসাধনে শক্তিতে কিমহং তেন কুৰ্য্যামিতি ভাধ্যয়াহপি প্রত্যাখ্যাতে সত্যীতি যাবৎ। স্বাভিপ্রায়ে ন কৰ্ম মুক্তিহেতুরিতি, তত্ত্ব ভাধ্যাদ্বারাহপি সম্পত্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—“স হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ” ইতি। মৈত্রেয়ী এইরূপে বিস্তসাধ্য আপেক্ষিক অমৃতত্বসাধন কৰ্ম প্রত্যাখ্যান করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ হওয়ার পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—তিনি সদয় হৃদয়ে বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, তুমি পূর্বেও আমাদের প্রিয়া অর্থাৎ প্রীতিভাজন ছিলে, এখনও প্রিয়ই—মনের মত কথাই বলিতেছ; অতএব এস, উপবেশন কর, [তোমার অভিলষিত বিষয়] আমি ব্যাখ্যা করিব। ব্যাখ্যাকালে আমার কথাগুলি নিদিধ্যাসন কর—তাহার অর্থ নিশ্চয় করিয়া চিন্তা করিতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ আমার বর্ণিত বিষয় অবধারণ করিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যান কর ॥ ১১০ ॥ ৪ ॥

স হোবাচ—ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত

কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে বিত্তশ্চ কামায় বিত্তং
প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে
ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং
ভবতি । ন বা অরে ক্ষত্রশ্চ কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত
কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি । ন বা অরে লোকানাং কামায়
লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি ।
ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনস্ত
কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি । ন বা অরে ভূতানাং কামায়
ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি
ভবন্তি । ন বা অরে সৰ্ব্বশ্চ কামায় সৰ্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্ত কামায় সৰ্ব্বং প্রিয়ং ভবতি । আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নির্দিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ; আত্মনো বা অরে
দৰ্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সৰ্ব্বং বিদিতম্ ॥১১১॥৫॥

সরলার্থঃ ।—[অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিশন্ আহ—“না বা অরে”
ইত্যাদি ।] সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ি, পত্ন্যঃ কামায় (স্ত্রী-
প্রয়োজনায়) পতিঃ ন বৈ (নৈব) প্রিয়ঃ (প্রীতিভাক্) ভবতি ; [কিং তর্হি ?]
আত্মনঃ তু (এব) কামায় (প্রয়োজনায়) [ভাৰ্য্যায়াঃ] প্রিয়ঃ ভবতি ; তথা
অরে মৈত্রেয়ি, জ্ঞানায়ৈ (জ্ঞানায়্যাঃ) কামায় জ্ঞানা ন বৈ [পত্ন্যঃ] প্রিয়া ভবতি ;
[কিং তর্হি ?] আত্মনঃ তু (এব) কামায় জ্ঞানা (পত্নী) [পত্ন্যঃ] প্রিয়া
[প্রেমাস্পদং] ভবতি ; তথা, অরে মৈত্রেয়ি, পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ ন বৈ
[পিতৃঃ] প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু (এব) কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ (প্রীতি-
পাত্রাণি) ভবন্তি । তথা, অরে মৈত্রেয়ি, বিত্তশ্চ (ধনশ্চ পন্থাদেঃ) কামায় বিত্তং
ন বৈ [ধনিনাং] প্রিয়ং ভবতি ; আত্মনঃ তু (এব) কামায় বিত্তং প্রিয়ং
ভবতি । তথা, অরে মৈত্রেয়ি, ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণশ্চ) কামায় ব্রহ্ম ন বৈ প্রিয়ং
ভবতি, [অপি তু] আত্মনঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি । তথা অরে মৈত্রেয়ি,
ক্ষত্রশ্চ (ক্ষত্রিয়শ্চ) কামায় ক্ষত্রং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি [লোকশ্চ] ; [অপি তু]
আত্মনঃ কামায় প্রিয়ং ভবতি । তথা অরে মৈত্রেয়ি, লোকানাং (স্বর্গাদীনাং)
কামায় লোকাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি ; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ

প্রিয়াঃ ভবন্তি । তথা, অরে মৈত্রেয়ি, দেবানাং কামায় দেবাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি ; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি । তথা অরে মৈত্রেয়ি, ভূতানাং কামায় ভূতানি (প্রাণিনঃ) ন বৈ প্রিয়াণি ভবন্তি ; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি । [কিং বহনা,] অরে মৈত্রেয়ি, সৰ্বস্তু কানায় সৰ্বং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি ; [অপিতু] আত্মনঃ তু কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি । [অতঃ] অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা বৈ (এব) দ্রষ্টব্যঃ (সাক্ষাৎকর্তব্যঃ) ; [তত্‌পায়নাহ—] শ্রোতব্যঃ (শাস্ত্রাচার্যোপদেশতঃ) ; যাধাত্মান জ্ঞাতব্যঃ ; মন্তব্যঃ (যুক্তিভিঃ ব্যবস্থাপ্যঃ) ; নিদিধ্যাসিতব্যঃ (নিরন্তরং ধ্যাতব্যঃ) । অরে মৈত্রেয়ি, আত্মনঃ দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা (মননেন) বিজ্ঞানেন (নিদিধ্যাসনেন) ইদং সৰ্বং (জগৎ) বিদিতং (বিজ্ঞাতং) [ভবতীতি শেষঃ] ॥১১১॥৫৫॥

মূলানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি, পতির প্রীতির জন্ত পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্তই প্রিয় হয় ; সেইরূপ পত্নীর প্রীতির জন্ত পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয়া হয় না ; পরন্তু স্বামীর আত্মপ্রীতির জন্তই পত্নী প্রিয়া হয় ; পুত্রের প্রীতির জন্ত পুত্র কখনই পিতার প্রিয় হয় না ; পরন্তু নিজের প্রীতির জন্তই পুত্র পিতার প্রিয় হইয়া থাকে । সেইরূপ ধনের প্রীতির জন্ত ধন কখনও লোকের প্রিয় হয় না ; পরন্তু কেবল আত্মপ্রীতির জন্তই ধনসমূহ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে ; সেইরূপ ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্ত ব্রাহ্মণ কখনই প্রিয় হয় না ; কিন্তু আপনার সুখের জন্তই ব্রাহ্মণ-জাতি লোকের প্রীতিভাজন হইয়া থাকে ; এবং ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্তও ক্ষত্রিয় লোকের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আপনার প্রীতির জন্তই ক্ষত্রিয় [রাজা] লোকের প্রিয় হইয়া থাকে । এইরূপ স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্তও স্বর্গাদি লোক-সমূহ কখনই সাধারণের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আপনার প্রীতির জন্তই স্বর্গাদি লোক প্রিয় হইয়া থাকে ; অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির জন্তও দেবগণ কাহারও প্রিয় হয় না ; কিন্তু আপনার প্রীতিসাধন বলিয়াই দেবগণ প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন ; অরে মৈত্রেয়ি, প্রাণিগণের প্রীতির জন্তও প্রাণিগণ কাহারও প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্তই প্রাণিগণ অপরের প্রিয়

হইয়া থাকে ; অধিক কি, অরে মৈত্রেয়ি, অপর কাহারও প্রীতির জন্তই অপর কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আপনার প্রীতির জন্তই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে । অতএব হে মৈত্রেয়ি, সর্ববাধিক প্রিয় আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে তাহার স্বরূপ জানিবে ; তর্কদ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ করিবে ; তাহার পর নিঃসংশয়রূপে তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে । অরে মৈত্রেয়ি আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনেই এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয় ॥ ১১১ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—স হোবাচ—অমৃতত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষুঃ জ্ঞাপ্যতিপুত্রাদিভ্যো বিরাগমুৎপাদয়তি তৎসম্ভাষায় । ন বৈ—বৈ-শব্দঃ প্রসিদ্ধস্বরণার্থঃ । প্রসিদ্ধমেব এতৎ লোকে,—পত্ন্যঃ ভর্তুঃ কামায় প্রয়োজনায় জায়ায়াঃ পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি, কিং তর্হি, আত্মনস্ত কামায় প্রয়োজনায়ৈব ভাৰ্য্যায়াঃ পতিঃ প্রিয়ো ভবতি । তথা ন বা অরে জায়ায়ৈ ইত্যাদি সমানমন্তঃ । ন বা অরে পুত্রাণাম্, ন বা অরে বিত্তস্ত, ন বা অরে ব্রহ্মণঃ, ন বা অরে ক্ষত্রস্ত, ন বা অরে লোকানাম্, ন বা অরে দেবানাম্, ন বা অরে ভূতানাম্, ন বা অরে সৰ্ব্বস্ত । পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং যথাসঙ্গে প্রীতিসাধনে বচনম্, তত্র তত্র ইষ্টতরঙ্গাদৈরাগ্যস্ত । সৰ্ব্বগ্রহণম্ উক্তামুক্তার্থম্ । তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ—আত্মৈব প্রিয়ঃ, নান্তঃ । তনৈতৎ “প্রেরঃ পুত্রাৎ” ইতু্যপত্তম্, তস্মৈতৎ বৃত্তিস্থানীয়ং প্রপঞ্চিতম্ । তস্মাদাত্ম-প্রীতিসাধনত্বাদ্ গোণী অতত্র প্রীতিরাত্মত্বেব মুখ্যা ।

তস্মাৎ আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ দর্শনাৰ্থঃ, দর্শনবিষয়মাপাদয়তিব্যঃ ; শ্রোতব্যঃ পূৰ্ব্বমাচার্য্যতঃ আগমতশ্চ ; পশ্চাৎ মন্তব্যঃ তর্কতঃ ; ততো নিদিধ্যাসিতব্যঃ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ ; এবং হর্সো দৃষ্টো ভবতি শ্রবণমননিদিধ্যাসনসাধনৈর্নির্কল্লিতৈঃ ; যদৈকত্বম্—এতান্ন্যাপগতানি, তদা সম্যগদর্শনং ব্রহ্মৈকত্ববিষয়ং প্রসীদতি, নান্তথা শ্রবণমাত্রেণ । যদ্ ব্রহ্মক্ষত্রাদি কর্মনিমিত্তং বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণম্ আত্মত্ববিগ্নায় অধ্যারোপিতপ্রত্যয়বিষয়ং ত্রিষাকারকফলাত্মকম্ অবিজ্ঞাপ্রত্যয়বিষয়ম্—রজ্জ্বামিব সৰ্প-প্রত্যয়ঃ, তদুপমদ্বার্থমাহ—আত্মনি থলু অরে মৈত্রেয়ি, দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্বং বিদিতং বিজ্ঞাতং ভবতি ॥ ১১১ ॥ ৫ ॥

টীকা ।—অমৃতত্বসাধনমাত্মজ্ঞানং বিবক্ষিতং চেৎ, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি বক্তব্যং, কমিতি ন বা অরে পত্ন্যরিত্যাদি বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—জায়েতি । উবাচ জায়াদীনামাত্মার্থত্বেন প্রথম, আত্মনশ্চানৌপাধিকপ্রিয়ত্বেন পরমানন্দমিতি শেষঃ । প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—ন বা

ইতি । কিং তন্নিপাতেন সার্থ্যতে, তদাহ—প্রসিদ্ধমিতি । যথোক্তে ক্রমে নিয়ামকমাহ—
 পূৰ্ব্বঃ পূৰ্ব্বমিতি । বৎসানস্রঃ ঐতিসাদনং, তত্ত্ববনতিক্রম্য তস্মিন্ বিষয়ে পূৰ্ব্বঃ পূৰ্ব্বঃ বচনমিতি
 যোজন্য । তত্র হেতুমাং—তদ্বৈতি । ন বা অরে সৰ্ব্বশ্চেত্যমুক্তং, পত্নাদীনামুক্তত্বাৎশেষ
 পুনরুক্তিঃপ্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৰ্ব্বগ্রহণমিতি । উক্তবদমুক্তানামপি গ্রহণং কর্তব্যং, ন চ সৰ্ব্বে
 বিশেষতো গ্রহীতুং শক্যন্তে, তেন সামান্ত্যার্থং সৰ্ব্বপদমিত্যর্থঃ । সৰ্ব্বপৰ্যায়েষু সিদ্ধমর্থমুপ-
 সংহরতি—তস্মাদিতি । নমু তৃতীয়ে প্রিয়তমাস্ত্বন আখ্যাতং, তদেবাত্মাপি কথ্যতে চেৎ,
 পুনরুক্তিঃ স্তাত্তত্বাহ—তদেতদ্বিতি । অথোপস্থানবিবরণাভ্যাং ঐতিরাস্ত্রশ্চেবেত্যমুক্তং,
 পুত্রাদ্যাবপি তদর্শনাদত আহ—তস্মাদিতি । আয়নো নিরতিশয়ঐত্যান্দভেদে পরমানন্দত্ব-
 মতিযোগোত্তরবাক্যমায় ব্যাচষ্টে—তস্মাদিত্যাগিনা । কথং পুনরিতং দর্শনমুৎপত্ততে, তত্বাহ—
 শ্রোতব্য ইতি । শ্রবণাদীনামন্ততমেনাস্বজ্ঞানলাভাৎ কিমিতি সৰ্ব্বোপাধ্যায়নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
 এবং ইতি । বিষয়সুসারিত্বমেবংশঙ্ক্যর্থঃ । শ্রুতত্বাবিশেষাবিকল্পহেতুত্বাবাচ সৰ্ব্বৈরেবাস্বজ্ঞানং
 জায়তে চেত্তেবাঃ সমপ্রধানত্বমাত্মেনাদিবদাপত্তেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতি । শ্রবণস্ত প্রমাণবিচারত্বেন
 প্রধানত্বান্নিত্যং মনননিদিধ্যাসনয়োঃ তৎকার্যপ্রতিবন্ধপ্রক্ষংসিত্বাদদমিত্যাদ্ভিত্যাবেন যদা
 শ্রবণাদীন্তস্কন্দমুচ্চাভ্যেন সমুচ্চিহ্নানি, তদা সামগ্রীপৌল্কাভ্যন্তজ্ঞানং ফলশিরস্তং সিধ্যতি ।
 মননাত্তভাবে শ্রবণমাত্রেণ নৈব তদ্রূপপত্ততে । মননাদিনা প্রতিবন্ধপ্রক্ষংসে বাক্যস্ত ফল-
 বজ্ঞানজনকত্বাযোগ্যমিত্যর্থঃ । পরামর্শবাক্যস্ত তাত্পর্যমাহ—যদিত্যাগিনা । কর্ণনিমিত্তং
 ব্রহ্মকৃত্যদি, তদেব বর্ণ্যশ্রমাবহাদিরূপমাত্মজ্ঞবিভ্রসাহ্যারোপিতস্ত প্রত্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানং, তন্ত
 বিষয়েতয়া হিতং ক্রিয়ান্তান্তকং শুদ্ধপমর্দনার্থমাহেতি সত্বকঃ । অবিভ্রাধ্যারোপিতপ্রত্যয়-
 বিষয়মিত্যেতদেব ব্যাকরোতি—অবিভ্রতি । অবিভ্রাজনিতপ্রত্যয়বিষয়ত্বে দৃষ্টান্তমাহ—
 ব্রহ্মমিতি । ১১১ । ১ ।

ভাব্যানুবাদ ।—মৌক্ষসভের একমাত্র উপায় বৈরাগ্য ; সেই বৈরাগ্যের
 উপদেশেচ্ছায় যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়ে আসক্তি নিবৃত্তির জন্ত প্রথমতঃ
 বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ উপদেশ দিতেছেন । শ্রুতির ‘বৈ’ শব্দটি প্রসিদ্ধিস্মারক ;
 জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, পতির—স্বামীর কামের জন্ত (প্রয়োজনে)
 স্বামী কখনই পত্নীর প্রিয় হয় না ; তবে কি না, আপনার কামের জন্তই পতি
 পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন ; সেইরূপ, “ন বা অরে জায়ায়াঃ” “ন বা অরে
 পুত্রাণাং” “ন বা অরে বিত্তন্ত” “ন বা অরে ক্ষতন্ত” “ন বা অরে লোকানাম্”
 “ন বা অরে দেবানাম্” “ন বা অরে ভূতানাম্” “ন বা অরে সর্বন্ত” ইত্যাদি
 অত্যান্ত অংশের অর্থও পূর্বের অনুরূপ । প্রথমে সন্নিহিত প্রীতিসাধনের উল্লেখ
 করার অভিপ্রায় এই যে, প্রথমেই সে সমুদয় বিষয়ে বৈরাগ্য সমুৎপাদন
 করা আবশ্যক । উক্ত ও অনুক্ত সমস্ত বিষয়-সংকলনের জন্ত শেষে “সর্বন্ত”
 (সকলের) বলা হইয়াছে । অতএব ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, জগতে আত্মাই

একমাত্র প্রিয়, অত্ৰ কেহ নহে । পূর্বে যে, “তদেতৎ প্রেয়ঃ পূত্রাৎ” ইত্যাদি বাক্য উপগত হইয়াছে, এই শ্রুতিটি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্থানীয় ।

অতএব আত্মাতেই মুখ্য প্রীতি ; অত্ৰ বে প্রীতি, তাহা আত্মপ্রীতির সাহায্যকারী বলিয়া গৌণ বা অপ্রধান । অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য—সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত, অর্থাৎ আত্মবিষয়ক দর্শন সম্পাদন করা আবশ্যক । সেই জন্য শ্রোতব্য—প্রথমে শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে জ্ঞাতব্য ; পশ্চাৎ মন্তব্য, অর্থাৎ অনুকূল তর্ক দ্বারা তাহা সমর্থন করিতে হইবে ; তাহার পর নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ নিঃসংশয়-রূপে তাহাকে ধ্যান করিতে হইবে । এইরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে পরিশোধিত হইলে পর, আত্মা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । যখন উক্ত সাধনগুলি একই আত্মবিষয়ে অমুগতভাবে প্রযুক্ত হয়, তখনই ব্রহ্মৈকত্ব-বিষয়ে সম্যক্ দর্শন উপস্থিত হয়, নচেৎ কেবল শ্রবণমাত্রে হয় না । রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির ছায় আত্মাতেও অবিজ্ঞা দ্বারা সমারোপিত ভ্রান্তিজ্ঞানমূলক যে, বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ, যাহা অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াকারক ও ফলসাপেক্ষ কর্মসকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষয়ীভূত সেই সমস্ত বিভাগ বিসর্জন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—অরে মৈত্রেয়ি, আত্ম-বিষয়ে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান হইলেই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া যায় ॥ ১১১ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোহনৃত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোহনৃত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোহনৃত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোহনৃত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোহনৃত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্বং তং পরাদাদ্ যোহনৃত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—[ইদানীং সর্বত্রাত্মভাবোপপাদনার্থমাহ—ব্রহ্মেতি ।] ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ) তং (জনং) পরাদাৎ (পরাকুর্য্যাৎ—পরিভবেৎ), [কং ?] যঃ (জনঃ) আত্মনঃ অত্ৰ (আত্মব্যতিরেকেণেত্যর্থঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিং) বেদ (জ্ঞান্যতি) ; তথা ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিঃ) তং পরাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অত্ৰ (ব্রহ্মব্যতিরেকেণেত্যর্থঃ) ক্ষত্রং বেদ ; তথা লোকাঃ (কর্মফলানি স্বর্গাদীনি) তং পরাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অত্ৰ লোকান্ (স্বর্গাদীন) বেদ ; তথা দেবাঃ (লোকেন্দ্রি-:

স্বাধিত্যতঃ) তং পরাভ্যঃ, যঃ আত্মনঃ অস্তত্র দেবান্ বেদ ; ভূতানি (প্রাণিনঃ) তং
 পরাভ্যঃ, যঃ আত্মনঃ অস্তত্র ভূতানি বেদ ; [কিং বহনা,] সৰ্বং (নিখিলং জগৎ)
 [এব] তং পরাদ্যাং, যঃ আত্মনঃ অস্তত্র সৰ্বং বেদ : ইদং ব্রহ্ম, ইদং ক্ষত্রং, ইদে
 লোকাঃ, ইদে দেবাঃ, ইমানি ভূতানি—ইদং সৰ্বং আত্মৈব,—যৎ (যঃ) অয়ং
 আত্মা (দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্যেভ্যে প্রকৃতঃ ; তদাত্মকমিদং সৰ্বং বিজ্ঞেয়মিতি
 ভাবঃ) ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ ১—এখন সৰ্বত্র আত্মাভাব উপপাদনার্থ বলিতেছেন
 —ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত করে (প্রতারিত করে), যে
 ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে ; সেইরূপ
 ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরাস্ত করে, যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কে আত্মার
 অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে, কৰ্ম্মফলাত্মক স্বর্গাদি লোকসমূহও তাহাকে
 বঞ্চিত করে, যে ব্যক্তি আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া লোকসমূহকে জানে ;
 লোকপাল ও ইন্দ্রিয়-পরিচালক দেবতাগণ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে
 ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে ;
 প্রাণিগণ তাহাকে পরাভূত করে, যে ব্যক্তি আত্মার, অতিরিক্ত বলিয়া
 প্রাণিগণকে জানে ; অধিক কি, সমস্ত জগৎই তাহাকে বঞ্চিত করে,
 যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে । এই
 ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত
 ভূত এবং এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মারই স্বরূপ, যে আত্মার কথা দ্রষ্টব্য
 শ্রোতব্য প্রভৃতি কথায় বলা হইয়াছে ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—নহু কথমন্তশ্চিৎ বিদিতেশ্চহিদিদং ভবতি ? নৈব
 দোষঃ ; ন হি আত্মব্যতিরেকেণাত্মং কিঞ্চিদস্তি ; যজ্ঞস্তি, ন তদ্বিদিদং জ্ঞাৎ ;
 ন তজ্ঞদস্তি ; আত্মৈব তু সৰ্বম্ ; তস্মাৎ সৰ্বমাত্মনি বিদিতে বিদিতং জ্ঞাৎ । কথং
 পুনরাত্মৈব সৰ্বমিত্যেতৎ শ্রাবয়তি—

ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিতং পুরুষং পরাদ্যাং পরাদধ্যাতং পরাকুর্য্যাৎ, কন্ম ? যোহন্তত্রা-
 ত্মনঃ আত্মস্বরূপব্যতিরেকেণ আত্মৈব ন ভবতি ইয়ং ব্রাহ্মণজাতিরিতি তাং যো
 বেদ, তং পরাদধ্যাতং সা ব্রাহ্মণজাতিরনাত্মস্বরূপেণ মাং পশুতীতি ; পরমাত্মা হি
 সৰ্ব্বেহানাত্মা । তথা ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ, তথা লোকাঃ, দেবাঃ, ভূতানি, সৰ্বম

ইদং ব্রহ্মেতি—যাশ্চক্ষুঃক্রান্তানি, তানি সৰ্ব্বাণি আশ্বেষ, যদযমাত্মা—বোহযমাত্মা
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইতি প্রকৃতঃ—যস্মাদাত্মনো জায়তে, আত্মন্তেষ লীয়তে, আত্ম-
ময়ঞ্চ স্থিতিকালে, আত্মব্যতিরেকেকাগ্রহণাৎ, আশ্বেষ সৰ্বম্ ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

টীকা।—আত্মনি বিদিতে সৰ্বং বিদিতমিত্যুক্তমাক্ষিপতি—মবিত্তি। দৃষ্টবিরোধং
নিরাচষ্টে—নৈব দোষ ইতি। আত্মনি জ্ঞাতে জ্ঞাতমেব সৰ্বং, ততোঽর্থান্তরতাবাদিত্যুক্ত-
মেব ক্ষুটয়তি—যদীত্যাদিনা। আকাঙ্ক্ষাপূৰ্ব্বকমুত্তরবাক্যমদাহত্যা ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা।
পুরুষঃ বিশেষতঃ জ্ঞাতুং প্রসমুপগন্ত প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—কথমিত্যাদিনা। পরাকরণে
পুরুষস্তাপরাদিঃ দর্শয়তি—অন্যেতি। পরমাত্ম্যতিরেকেণ দৃষ্টমানামপি ব্রাহ্মণজাতিং
বহুক্ষেপেণ পণ্ডন্ কথমপরাধী স্থাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমাত্মেতি। ইদং ব্রহ্মেত্যুত্তরবাক্যমুবাদন্ত্য
ব্যথানং যাশ্চক্ষুঃক্রান্তানীতাদি। আশ্বেষ সৰ্বমিত্যোক্তং প্রতিপাদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা।
স্থিতিকালে তিষ্ঠতি, তস্মাদাশ্বেষ সৰ্বং তদ্যতিরেকেকাগ্রহণাদিতি যোজনাম্ ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, এক বস্তু বিজ্ঞাত হইলে অপর বস্তু বিজ্ঞাত
হয় কিরূপে? না—ইহা দোষ হয় না; কেন না, যেহেতু আত্মাতিরিক্ত অত্ৰ
কোনও বস্তু নাই; যদি থাকে, তবে অবশ্যই তাহা অবিদিত থাকিতে পারে সত্য,
কিন্তু আত্মাতিরিক্ত কিছুই নাই; আত্মাই সমস্ত; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানেই সমস্ত
বিজ্ঞাত হইতে পারে। আত্মাই যে সৰ্ব্বাত্মক কি প্রকারে, এখন তাহা বুঝাইয়া
বলিতেছেন—

ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাজিত করে; কাহাকে?—যে ব্যক্তি
আত্মায় অত্ৰ ব্রাহ্মণজাতিকে জানে, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণজাতি কখনই আত্মস্বরূপ
হইতে পারে না, এইরূপ যে লোক মনে করে; এ ব্যক্তি অন্যাত্মস্বরূপে আমাকে
দর্শন করিতেছে—বলিয়া সেই ব্রাহ্মণজাতিই সেই ব্যক্তিকে পরাভূত করে; কারণ,
পরমাত্মাই যখন সকলের আত্মা, [তখন সকল পদার্থকে আত্মস্বরূপে দর্শন না
করা অপরাধের কারণ হয়]। সেইরূপ ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি, সেইরূপ
লোকসমূহ (স্বর্গ প্রভৃতি), সেইরূপ দেবতাগণ, ভূতগণ, এবং সমস্ত জগৎ। “ইদং
ব্রহ্ম” ইত্যাদি পর পর যে সমস্ত বিষয় উক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত এই আত্মস্বরূপই
বটে—যে আত্মা ‘দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য’ প্রভৃতি কথায় প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেই আত্মাই
বটে; যেহেতু, সমস্ত জগৎ আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়, আত্মাতেই লীন হয়, এবং
স্থিতিকালেও আত্মস্বরূপেই থাকে; কারণ আত্মাতিরিক্ত বলিয়া কোন বস্তুরই
জ্ঞান হয় না; সেই হেতু এ সমস্ত আত্মস্বরূপই বটে, (তদতিরিক্ত কিছুই
নাই) ॥ ১১২ ॥ ৬ ॥ ১৫৮^{৪৮}

স যথা ছন্দুর্ভেইচ্ছমানস্ত ন বাহ্যে শব্দাৎ শব্দুয়াদ্

গ্রহণায়, হ্রদুভেষ্টু গ্রহণেন হ্রদুভ্যাঘাতস্ত বা শব্দো
গৃহীতঃ ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীমান্বয়রূপেণ জগৎগ্রহণে দৃষ্টান্তমবতারণ্যতি—“স যথা”
ইত্যাদি] । সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা (যদ্বৎ) হ্রদুভেঃ (তদাখ্যাব্যবস্থ্য)
হ্রদুমানস্ত (দণ্ডাদিনা তাদ্যমানস্ত সতঃ) বাহ্যান্ (তদ্বিতরান্) শব্দান গ্রহণায়
(গ্রহীতুং) ন শরুয়াৎ [কোহপিঃ জনঃ] ; হ্রদুভেঃ হ্রদুভ্যাঘাতস্ত (হ্রদুভ্যাঘাত-
শব্দসামান্যস্ত) গ্রহণেন তু (পুনঃ) শব্দঃ (অতঃ শব্দঃ) গৃহীতঃ ভবতি ; [এবং
বা অরে অয়ন্ ইত্যন্তরদশমশ্রুত্যা সম্বন্ধঃ] ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ ।—কিরূপে জগৎকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে
হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন । সেই দৃষ্টান্তটি হইতেছে এই—যেমন
হ্রদুভিবাণ্ড বাজাইলে বাহিরের অন্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ
পৃথক্ বলিয়া ধরা যায় না, পরন্তু হ্রদুভির কিংবা হ্রদুভিশব্দের গ্রহণে
অন্য শব্দও গৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অপর যত শব্দই আছে, তৎ
সমস্তই হ্রদুভিশব্দের সহিত মিলিত থাকিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীতি-
গোচর হয়, [তদ্রূপ] ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—কথং পুনরিদানীম্ ইমং সৰ্ব্বমাত্মৈবেতি গ্রহীতু-
শক্যতে ? চিন্মাত্রাহুগমাৎ সৰ্বত্র চিৎস্বরূপতৈবেতি গম্যতে । তত্র দৃষ্টান্ত-
উচ্যতে—

যৎসরূপব্যতিরেকেণাগ্রহণং যন্ত, তন্ত তদাত্মত্বমেব লোকে দৃষ্টম্ ; স যথা—
স ইতি দৃষ্টান্তঃ ; লোকে যথা হ্রদুভেঃ ভের্যাদেঃ হ্রদুমানস্ত তাদ্যমানস্ত দণ্ডাদিনা,
ন বাহ্যান্ শব্দান্ বহির্ভূতান্ শব্দবিশেষান্ হ্রদুভিশব্দসামান্যাত্ নিষ্কৃষ্টান্ হ্রদুভি-
শব্দবিশেষান্ ন শরুয়াৎ গ্রহণায় গ্রহীতুম্ ; হ্রদুভেষ্টু গ্রহণেন, হ্রদুভিশব্দসামান্য-
বিশেষত্বেন হ্রদুভিশব্দাঃ এতে ইতি শব্দবিশেষা গৃহীতা ভবন্তি, হ্রদুভিশব্দসামান্য-
ব্যতিরেকেণাভাবাৎ তেষাম্, হ্রদুভ্যাঘাতস্ত বা, হ্রদুভেরাহননমাঘাতঃ,—হ্রদুভ্যা-
ঘাতবিশিষ্টস্ত শব্দসামান্যস্ত গ্রহণেন তদগতা বিশেষা গৃহীতা ভবন্তি, নতু ত এব-
নির্ভিত্ত গ্রহীতুং শক্যস্তে, বিশেষরূপেণাভাবাত্তেষাম্, তথা প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণ
স্বপ্রজ্ঞাগরিতয়োর্ন কশ্চিদন্তবিশেষো গৃহ্যতে ; তস্মাৎ প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবো
যুক্তস্তেষাম্ ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

টীকা ।—হিতবহ্মায়াং সৰ্ব্বত্ৰাত্মমাত্রং জাতুমশক্যং জ্ঞাপকাত্মবাদিত্যাক্ষিপতি—কথং:

পুনরিত্তি । ঘটঃ স্মৃতিত্যাদিপ্রত্যয়মাত্রা পরিহরতি—চিন্মাত্রৈতি । স বধা হ্রস্বভেদিত্যাদি
বাক্যমবতারয়তি—তথ্যেতি । সৰ্বত্র চিদতিরেক্যাদিঃ সপ্তমার্থঃ । দৃষ্টান্তে বিবক্ষিতং
সংক্ষিপতি—বৎসরপেতি । হ্রস্বভিদৃষ্টান্তমাদায়াকরাণি ব্যাচষ্টে—স যণেত্যাদিনা । শক-
বিশেষণেন বিনয়য়তি—হ্রস্বভ্যেতি । কথং তর্হি হ্রস্বভিশব্দবিশেষণাঃ গ্রহণং, তদাহ—
হ্রস্বভেতি । হ্রস্বভিশব্দসামান্ত্রস্তেতি যাবৎ । উক্তার্থে হ্রস্বভ্যাবাত্তেত্যাদিবাক্যমুবাণ্য
ব্যাচষ্টে—হ্রস্বভ্যাবাত্তেতি । বাশব্দার্থমাহ—তদগতা বিশেষা ইতি । উক্তমর্থং ব্যতিরেক-
মুখেন বিশয়য়তি—ন ভিত্তি । বিবক্ষিতং দার্ষ্টান্তিকম্যাচষ্টে—তথ্যেতি । তত্রৈব বস্তবিশেষ-
গ্রহণসম্ভাবনামভিপ্রেত্য বস্তুভাগরিতয়োরিত্যুক্তম্ । ১১৩ । ৭ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—আচ্ছা, এই সমস্ত অগ্নিই যে, আত্মস্বরূপ, এখন তাহা
বুদ্ধিব্যবহার উপায় কি ? [ইহার উত্তর]—ঘটপটাদি সৰ্বত্রই চৈতন্যাত্মক প্রকাশের
সম্বন্ধ অমুগত পাকায় সৰ্বপদার্থের চৈতন্যরূপতাই প্রতীত হইয়া থাকে (১) ;
তদ্বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

বাহ্যর অভাবে বাহার প্রতীতি হয় না, অগতে সে পদার্থের তদভিন্নতাব
দেখিতে পাওয়া যায় । ঋতির ‘সঃ’ পদটি দৃষ্টান্তরূপে প্রযুক্ত ; অগতে হ্রস্বভি বা
ভেদীপ্রভৃতি প্রচণ্ডশব্দকর বাগ্যবিশেষ আহত—দণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত হইতে
থাকিলে যেমন বাহিরের শব্দসমূহকে অর্থাৎ অত্যাগ্র বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিকে
সাধারণ হ্রস্বভিধ্বনি হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; পরন্তু হ্রস্বভির
গ্রহণে অর্থাৎ ‘সামান্ত্রবিশেষভাবাপন্ন এ সমস্ত হ্রস্বভিরই শব্দ’, এইরূপে গ্রহণ
করিলে, তাহাতে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিও গৃহীত হইয়া যায় ; কারণ, সাধারণ
হ্রস্বভিশব্দ ছাড়া সে সকল শব্দের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ থাকে না ; অথবা হ্রস্বভ্য-
বাত্তের—আঘাত অর্থ আহনন—তাড়ন ; সেই হ্রস্বভির আঘাতোৎপন্ন শব্দমাত্রের
গ্রহণ করিলেই, তদগত বিশেষ বিশেষ শব্দেরও যেমন গ্রহণ করা হইয়া থাকে ;
কিন্তু কোনরূপেই সেই সকল বিশেষ শব্দ আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা
যায় না ; কেন না, সেখানে সে সমুদয় শব্দের বিশেষাকারে অভিব্যক্তিই নাই ;

(১) তাৎপর্য—“ঘট প্রকাশ পাইতেছে, পট প্রকাশ পাইতেছে” ইত্যাদিরূপে প্রতীতি-
গোচর পদার্থ ‘প্রকাশ সহযোগে লোকবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে’ ; প্রকাশ ও চৈতন্য একই
পদার্থ, কেবল নাম মাত্র ভিন্ন ; কল্পিনকালেও বাহার প্রকাশ নাই, তাদৃশ কোন পদার্থের
অস্তিত্বও নাই ; প্রকাশই বস্তুসত্তার প্রমাণ, সেই প্রকাশই যখন ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত পদার্থ নয়,
তখন বুঝিতে হইবে যে, জাগতিক বস্তুমাত্রই ব্রহ্মপ্রতিভা—ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ভূত এবং ব্রহ্মসত্তার
সত্তাবান্ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে । সেই বস্তুগুলির নাম ও রূপ ত্যাগ করিলেই সেগুলির
ব্রহ্মরূপতা বুঝা যাইতে পারে ।

ঠিক তেমন, কি স্বপ্নাবস্থায়, কিবা আগরণাবস্থায় কোন অবস্থাতেই প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থাৎ প্রকাশাত্মক জ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বিশেষ বস্তুই গৃহীত (প্রতীতি গোচর) হয় না; অতএব প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে যে, এ সমস্ত বস্তুর অভাব বলা হইয়াছে, তাহা স্বুক্তিসম্বতই বটে ॥ ১১৩ ॥ ৭ ॥

স যথা শব্দশ্চ গ্রাহ্যমানশ্চ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দুয়াৎগ্রহণায়, শব্দশ্চ তু গ্রহণেন শব্দশ্চ বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—[অগ্নিন্নির্থে দৃষ্টান্তান্তরমুচ্যতে “স যথা” ইতি]। সঃ (দৃষ্টান্তঃ)—শব্দশ্চ গ্রাহ্যমানশ্চ (আপূর্য্যমাণশ্চ শব্দগ্রাহ্যমানশ্চ সত্যঃ) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শব্দুয়াৎ; শব্দশ্চ শব্দশব্দশ্চ বা গ্রহণেন তু (পুনঃ) শব্দঃ (বাহুঃ ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ [ভবতি]; ‘এবম্’ ইত্যাদ্যন্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদঃ।—আরো একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; সেই দৃষ্টান্তটি এই—শব্দ যেমন বায়ুদ্বারা পূরিত হইয়া শব্দের সহিত যোজিত হইলে অর্থাৎ শব্দ বাজাইতে থাকিলে যেমন বাহিরের অগ্নি কোনও শব্দ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, পরন্তু আপূর্য্যমাণ শব্দের বা শব্দশব্দের গ্রহণে অগ্নি শব্দও গৃহীত হয় [ইহাও তেমন] ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভ্যাস্যম্।—তথা স যথা শব্দশ্চ গ্রাহ্যমানশ্চ শব্দেন সংযোজ্যমানস্তাপূর্য্যমাণশ্চ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দুয়াদিত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

টীকা।—তথা দ্রুতিদৃষ্টান্তবদিত্তি যাবৎ। শব্দশ্চ তু গ্রহণেনেত্যাদিবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। দ্রুতন্তে গ্রহণেনেত্যাদিবাক্যং দৃষ্টান্তবদিত্তি—পূর্ব্ববদিত্তি ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ।—সেইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত—যেমন শব্দ গ্রাহ্যমান হইলে অর্থাৎ শব্দসংযোজিত হইলে বাহিরের কোন শব্দ পৃথক্ ভাবে ধরিতে পারা যায় না; ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥ ১১৪ ॥ ৮ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাত্মমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শব্দুয়াৎগ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদশ্চ বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—তত্রাপরো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—“স যথা” ইত্যাদি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) বীণা বীণায়ৈ বাত্মমানায়ৈ (বীণায়া বাত্মমানায়াঃ সত্যঃ) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায়

(গ্রহীতুং) ন শব্দস্য (শব্দোতি) [জনঃ]; বীণায়ৈ (বীণায়াঃ) বীণাবাদন্ত
(বীণাবাদনন্ত) বা গ্রহণেন তু (পুনঃ) শব্দঃ (বাহুঃ শব্দঃ) গৃহীতঃ [ভবতীতি
শেষঃ, এবম্] ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ—আরো একটি দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে; তাহা
এই—যেমন বীণায়ন্ত্র বাজাইতে থাকিলে বাহিরের অন্য কোন শব্দ
গ্রহণ করিতে পারা যায় না, পরন্তু বীণার কিন্না বীণাধ্বনির গ্রহণের
সঙ্গে অন্য শব্দও গৃহীত হয়, [এইপ্রকার] ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—তথা বীণায়ৈ বাগ্‌মানায়ৈ বীণায়া বাগ্‌মানায়াঃ ।
অনেকদৃষ্টান্তোপাদানমিহ সামান্যবহুত্বা্যাপনর্থম্—অনেকে হি বিলক্ষণাশ্চ-
তনাচেতনরূপাঃ সামান্যবিশেষাঃ—তেষাম্পারস্পর্য্যগত্যা যথা একস্মিন্ মহাসা-
মাচ্ছেন্তুর্ভাবস্তথা প্রজ্ঞানঘনে কথং নাম প্রদর্শয়িতব্য ইতি; হ্রস্বভিশ্চবীণাশব্দ-
সামান্যবিশেষাণাং যথা শব্দেহন্তুর্ভাবঃ, এবং স্থিতিকালে তাবৎ সামান্য-
বিশেষাব্যতিরেকাদ্ ব্রহ্মৈকত্বং শক্যমবগম্যম্, এবমুৎপত্তিকালে প্রাপ্তপত্তের ক্লে-
বেতি শক্যমবগম্যম্ ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

টীকা ।—তপেতি দৃষ্টান্তদ্বয়পরামর্শঃ । একেনৈব দৃষ্টান্তেন বিবক্তিতার্থসিদ্ধৌ কিমিত্যানেক-
দৃষ্টান্তোপাদানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকেতি । ইহেতি জগদ্রূঢ়াতে প্রতিপত্তিঃ । সামান্যবহুত্বমেব
ক্ষুণ্ণতি—অনেকে ইতি । তেষাং স্ববসামাচ্ছেন্তুর্ভাবেষপি কুতো ব্রহ্মণি পর্য্যবসানমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তেষামিতি । কথমিত্যস্মাৎ পূর্ব্বং তথেষ্যাখ্যাহারঃ । ইতি মন্ততে প্রতিরিত্তি শেষঃ ।
বিমন্তঃ নান্নাতিরেকি তদতিরেক্যেণাগৃহমাণত্বাৎ, যদ্বদতিরেক্যেণাগৃহমাণং তত্তদতিরেকি ন
ভবতি, যথা হ্রস্বভাশিল্পাত্তৎসামান্যাত্তিরেক্যেণাগৃহমাণাত্তদতিরেক্যেণ ন সন্তীত্যাহমানঃ
বিবক্ষ্যাহ—হ্রস্বভীতি । শব্দেহন্তুর্ভাবস্তথা প্রজ্ঞানঘনে সর্ব্বং জগদন্তুর্ভবতীতি শেষঃ । দৃষ্টান্ত-
দ্বয়মবষ্টতা নিষ্টক্ৰিতমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥

ভাস্যানুবাদ ।—সেইরূপ বীণায়ন্ত্র বাজাইতে থাকিলে ইত্যাদি । সামান্য
ধর্ম্মই যে, বহুপ্রকার আছে, তাহা বুঝাইবার জন্ত এখানে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত
হইল । অভিপ্রায় এই যে, পরস্পর বিলক্ষণস্বভাব চেতনাচেতনাত্মক একজাতীয়
বিশেষ বস্তু জগতে বহু আছে, পরস্পর সন্নিহিত সে সমুদয়ের যেমন একায়নতা,
—একই মহাসামায়ে অন্তর্ভাব হয়, প্রজ্ঞানঘনেও যে সেইরূপই হয়, তাহা কি
প্রকারে বুঝান যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই বহু দৃষ্টান্তের
উল্লেখ হইয়াছে । সামান্য-বিশেষাত্মক হ্রস্বভি, শব্দও বীণাশব্দের যেরূপ
শব্দসামায়ে অন্তর্ভাব হয়, তদ্রূপ জগতের স্থিতিকালেও সামান্যবিশেষতাব

রহিত হয় না বলিয়া [সামান্তরূপে] ত্রৈলোক্য অবধারণ করিতে পারা যায় ॥ ১১৫ ॥ ৯ ॥ ✓ ৯/১

স যথাদ্রৈধায়েরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা
অরেহস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্বৈদো যজুর্বেদঃ
সামবেদো অথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ
সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্ত্রৈবৈতানি সর্বাণি নিশ্বসি-
তানি ॥ ১১৬ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ ।—[উৎপত্তেঃ প্রাগপি ত্রৈলোক্যাবধারণার্থমাহ—“স যথা”
ইত্যাদি ।] সঃ (দৃষ্টান্তঃ), যথা অভ্যাহিতাৎ (প্রজলিতাৎ সতঃ) আদ্রৈধায়েঃ
(আর্দ্রকাষ্ঠ-সম্বন্ধিতাৎ অয়েঃ) পৃথক্ (নানারূপাঃ) ধূমাঃ (ধূমাঃ বিন্দুলিঙ্গা-
দয়শ্চ) বিনিশ্চরন্তি (বিশেষণে নির্গচ্ছন্তি), অরে মৈত্রেয়ি, এবং (যথোক্তবদেব)
অস্ত মহতঃ (সর্বাতিশায়িনঃ) ভূতস্ত (নিত্যসিদ্ধস্ত ব্রহ্মণঃ) নিশ্বসিতং (নিশ্বাস-
বৎ অব্যক্তপ্রসূতং) এতৎ । [এতৎ কিম্?] যৎ (যঃ) ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সাম-
বেদঃ, অথর্বাঙ্গিরসঃ—(ইত্যেবং চতুর্বিধো মন্ত্রভাগঃ), ইতিহাসঃ (উর্কশী-পুরু-
রবঃসংবাদাদিঃ), পুরাণং (পুরাবৃত্তপ্রকাশকং—“অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ”
ইত্যাত্মকম্), বিজ্ঞা (দেবজনবিজ্ঞা—নৃত্যগীতাदिশাস্ত্রম্), উপনিষদঃ (ব্রহ্মবিজ্ঞা-
প্রকাশিকাঃ), শ্লোকাঃ (ব্রাহ্মণভাগস্থানি সংক্ষিপ্তার্থকানি বাক্যানি), সূত্রানি
(বস্তুরগ্রাহকানি বাক্যানি—“আয়ত্নেত্যেবোপাসীত” ইত্যাদীনি), অনুব্যাখ্যা-
নানি (মন্ত্রবিবরণানি), ব্যাখ্যানানি (অর্থবাদাঃ); এতানি (ঋগ্বেদাদীনি) সর্বাণি
অস্ত (ব্রহ্মণঃ) এব নিশ্বসিতানি (নিশ্বাসবৎ অব্যক্তপ্রসূতানীত্যর্থঃ) ॥ ১১৬ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ ।—উৎপত্তির পূর্বেও জগতের ব্রহ্মাত্মভাব
অবধারণের জন্ত বলিতেছেন—প্রদীপ্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে যে রূপ নানা-
প্রকার ধূম (ধূম ও স্মুলিঙ্গপ্রভৃতি) নির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ
এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মেরও ইহা নিশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিশ্বাসের
স্থায় তাঁহা হইতে অব্যক্তপ্রসূত । (ইহা কি?) যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ,
সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞা (নৃত্যগীতাदिশাস্ত্র),
উপনিষদ (ব্রহ্মবিজ্ঞা), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান বা অর্থবাদবাক্য,
এ সমস্ত নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মের নিশ্বাসবৎ অব্যক্তপ্রসূত ॥ ১১৬ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্।—এবম্ উৎপত্তিকালে প্রাপ্তংপত্তেঃ ব্রহ্মৈবেতি শক্য-
সবগন্তম্ ; যথা—অগ্নেবিশ্মুলিঙ্গধূমাদার্য্যিবাং প্রাগ্ভিভাগাদগ্নিরেবেতি ভবতা-
গ্ন্যোকতম্ এবং জগৎ নামরূপবিকৃতং প্রাপ্তংপত্তেঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি যুক্তং
গ্রহীতুমিত্যেতদ্রূঢ়্যতে ।—

স যথা আর্দ্রধায়েঃ আর্দ্রেরোধোভিঃ ইন্ধোহগ্নিঃ আর্দ্রধাগ্নিঃ, তন্মাদভ্যা-
হিতাৎ পৃথক্ ধূমাঃ পৃথক্ নানাপ্রকারাঃ ; ধূমগ্রহণং বিশ্মুলিঙ্গাদিপ্রদর্শনার্থম্,
ধূমবিশ্মুলিঙ্গাদয়ঃ বিনিশ্চরন্তি বিনির্গচ্ছন্তি ; এবম্—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ ; অরে
মৈত্রেয়ি, অস্ত পরমায়নঃ প্রকৃতস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতৎ ; নিশ্বসিত-
মিব নিশ্বসিতম্ ; যথা অগ্রযত্নেনৈব পুরুষনিখাসো ভবতি, এবং বৈ অরে । ১

কিং তন্নিশ্বসিতমিব ততো জাতমিভ্যচ্যতে—যৎ স্বপ্নেদঃ, যজুর্বেদঃ, সাম-
বেদঃ, অথর্কাদ্ভিরসঃ—চতুর্বিধং মন্ত্রজাতম্, ইতিহাস ইতি উর্কশীপুরুষবসোঃ
সংবাদাদিঃ—“উর্কশী হাপ্সরাঃ” ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব, পুরাণম্—“অসদ্বা ইদমগ্র-
আসৎ” ইত্যাদি, বিজ্ঞা—দেবজন-বিজ্ঞা—‘বেদঃ সোহয়ম্’ ইত্যাদি, উপনিষদঃ
‘প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত’ ইত্যাদি, শ্লোকাঃ—ব্রাহ্মণপ্রভবা মন্ত্ৰাঃ—‘তদেতে
শ্লোকাঃ’ ইত্যাদয়ঃ, হুত্ৰাণি—বস্ত্রসংগ্রহবাক্যানি বেদে, যথা—‘আত্মৈত্যো-
বোপাসীত’ ইত্যাদীনি, অনুব্যাখ্যানানি—মন্ত্রবিবরণানি, ব্যাখ্যানানি—অর্থবাদাঃ,
অথবা বস্ত্রসংগ্রহবাক্যবিবরণান্তনুব্যাখ্যানানি, যথা চতুর্থাধ্যায়ে “আত্মৈত্যোবোপা-
সীত” ইত্যন্ত, যথা বা “অত্ৰোহসাবত্ৰোহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবম্”
ইত্যন্তায়মেবাধ্যায়শেষঃ ; মন্ত্রবিবরণানি ব্যাখ্যানানি—এবমষ্টবিধং ব্রাহ্মণম্ ।
এবং মন্ত্রব্রাহ্মণরোরৈব গ্রহণম্ । ২

নিয়তরচনাবতো বিদ্যমানশ্চৈব বেদস্তাভিব্যক্তিঃ পুরুষনিখাসবৎ, ন চ
পুরুষবৃদ্ধিপ্রযত্নপূর্বকঃ ; অতঃ প্রমাণং নিরপেক্ষ এব স্বার্থে ; তন্মাদ্ যত্নেনোক্তং,
তন্তথৈব প্রতিপত্তবাম্ আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছন্তিঃ—জ্ঞানং বা কৰ্ম বেতি ।
নামপ্রকাশবশাদ্ধি রূপস্ত বিক্রিয়াব্যবহা ; নামরূপয়োরেব হি পরমাত্মো-
পাধিত্বয়োঃ ব্যাক্রিয়মাণয়োঃ সলিলফেনবৎ তত্ত্বজ্ঞেহানির্কর্তব্যয়োঃ সর্বা-
ব-স্থয়োঃ সংসারত্মমিতি, অতো নান্ন এব নিঃশ্বসিতত্বমুক্তম্, তদ্বচনেনৈব ইতরস্ত
নিশ্বসিতত্বসিদ্ধেঃ । অথবা সর্কস্ত দ্বৈতজ্ঞাতত্বাবিষ্ঠাবিষয়ত্বমুক্তম্—“ব্রহ্ম তং
পরাদাৎ, ইদং সর্কং যদয়মাত্মা” ইতি ; তেন বেদস্তাপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্যত, তদাশঙ্কা-
নিবৃত্ত্যর্থমিদমুক্তম্—পুরুষনিখাসবদপ্রযত্নোপিতত্বাৎ প্রমাণং বেদঃ, ন যথা অত্ৰো
গ্রহ ইতি ॥ ১১৬ ॥ ১০ ॥

টীকা।—স যথাঐর্ধ্বাগ্নেরিত্যাদিবাক্যস্ত তাত্পর্যমাহ—এবমিত্যাদিনা। স্থিতিকালবদিত্যে-
কশবার্থঃ। তত্র বাক্যমবত্যাঁ ব্যাচষ্টে—ইত্যেতদ্বিত্তি। মহতোহনবচ্ছিন্নস্ত তৃতস্ত পরমার্ধ-
স্তেতি যাবৎ। নিবসিতমিবেতাকুং ব্যনক্তি—যথেন্তি। অরে মৈত্রেয়ি ততো জাতমিতি শেষঃ।
তদেবাকাক্ষাপূর্বকং বিশদয়তি—কিং তদিত্যাদিনা। ইতিহাস ইতি ব্রাহ্মণমেবেতি সম্বন্ধঃ।
সংবাদাদিরিত্যাদিপদেন প্রাণসংবাদাদিগ্রহণম্। অসম্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদীতাত্মাদিশব্দেনা-
সদেবমগ্র আসীদিত্তি গৃহ্যতে। দেবজনবিজ্ঞা নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রম্। বেদঃ সোহং বেদাঃহি-
ন' ভবতীত্যর্থঃ। ইত্যাত্মা বিভেতি সম্বন্ধঃ। আদিশব্দঃ শিল্পশাস্ত্রসংগ্রহার্থঃ। প্রিয়মিত্যেত-
দ্রূপাসীতেত্যাত্মা ইত্যাত্মাদিশব্দঃ সত্যস্ত সত্যমিত্যুপনিষৎসংগ্রহার্থঃ। তদেতে ন্নোকো ইত্যাদয়
ইত্যাত্মাদিশব্দেন তদপোষ ন্নোকো ভবতি। অসম্ভব স ভবতীত্যাদি গৃহ্যতে। ইত্যাদীনীত্যা-
দিশব্দ যোঃস্তাং দেবতামুপান্তে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরমিত্যাди গ্রহীতুম্। অর্থবাদেহু ব্যাখ্যান-
পনশ্রুতৌ হেতুভাবং শক্তিয। পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। ইতিহাসাদিশব্দব্যাখ্যানমুপসংহরতি—
এবমিতি। ব্রাহ্মণমিতিহাসাদিপনবেদনীয়মিতি শেষঃ।

ঋগাদিশব্দানামিতিহাসাদিশব্দানাম্ চ প্রসিদ্ধার্থত্যাগে কো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য নিবসিতশ্রুতিঃ
ইতিহাসাদিশব্দানাম্ প্রসিদ্ধার্থত্যাগে হেতুঃ, পরিশেষবৃত্তান্তেত্যভিপ্রেত্যাহ—এবং মন্যেতি। নমু
এনমে কাতো বেদস্ত নিত্যত্বেন প্রামাণ্য স্থাপিতং, তদনিত্যত্বে তদ্বানিরিত্যত আহ—
নিরন্তেতি। নিরন্তেত্যাদৌ বেদো বিশেষ্যতে। কলান্তেহুহিতান্ বেদানিত্যাদিবাক্যাম্নিঃস্ত-
রচনাবৎ বেদস্ত গম্যতে। অনাদিনিধনা ইত্যাদেদেচ সদাতনত্বং তস্ত নিশ্চীয়তে। ন চ
কৃতকবাদপ্রামাণ্য, প্রত্যক্ষাদৌ ব্যভিচারঃ। ন চ পৌরুষেয়বাদনপেক্ষাহেতুভাবাদপ্রামাণ্যম্।
বুদ্ধিপূর্বপ্রণীতত্বাত্বাবেন তৎসিদ্ধেঃ। ন চোক্তবাক্যসাদৃশমবধিতার্থাদিত্তি ভাবঃ। সিদ্ধে
বেদস্ত প্রামাণ্যে ফলিতমাহ—স্তম্মাদিত্তি। নামপ্রপঞ্চহৃষ্টিরেবাত্মোপনিষ্টা ন রূপপ্রপঞ্চহৃষ্টিঃ,
স চোপদেষ্টব্যা, হৃষ্টিপরিপূর্ণেরজ্ঞানমুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামেতি। যত্চপি নামতত্ত্বা রূপ-
হৃষ্টিরিত্তি নামহৃষ্টিবচনেন রূপহৃষ্টিরর্থাহুত্বা, তথাপি সর্বসংসারহৃষ্টিনোক্তা নামরূপয়োরেব
সংসারত্বে প্রাক্ তৎসংলগ্নে সংসারো ন জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপমোরিত্তি। সর্বাবস্থায়ো-
ক্যজ্ঞাব্যাক্তাবস্থায়োরিত্তি যাবৎ। নামপ্রপঞ্চশ্চৈবাত্ম সর্গোক্তিমুপপাদিতমুপসংহরতি—ইতীতি।
অতঃশব্দার্থং ক্ষুটরতি—তদ্বচনেনেতি। নিবসিতশ্রুতিঃ বিদ্যাস্তরেণাবতারয়তি—অথবেত্যা-
বিনা। মিথ্যাত্বেহপি প্রতিবিষয়ং প্রামাণ্যসম্ভবাহুত্বাদিবাক্যানাং চ মিথ্যাজ্ঞানধীনপ্রবৃ-
জস্তত্বেনামানবাদ বেদস্ত তদভাবাদিব্রহ্মব্যভিচারাত নাপ্রামাণ্যমিত্যাহ—তদ্বাক্ষেতি। অন্তো
গ্রহো বুদ্ধাদিপ্রণীতঃ—স্বর্গকামশ্চেত্যং বন্দেতেত্যাদিঃ। ১১৬। ১০।

ভাস্মানুবাদ।—স্থিতিকালের ছায় উৎপত্তিকালেও অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেও
ব্রহ্মৈকত্ব অবধারণ করিতে পারা যায়। অগ্নি হইতে ধূম, শুল্ক ও শিখা প্রভৃতি
প্রাহুত হইবার পূর্বে যেরূপ এক (ধূমাদিসম্বন্ধশূন্য) অগ্নিই অবধারিত হয়, তদ্রূপ
নাম-রূপাত্মক বিকৃতিবিশিষ্ট এই জগৎকেও উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র প্রজ্ঞানঘন
বলিয়াই অবধারণ করা যুক্তিযুক্ত। এখানে এই বিষয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে—

সেই দৃষ্টান্তটি এইরূপ—সংস্থাপিত আর্দ্রধাণি হইতে—আর্দ্রকাষ্ঠে প্রজ্জলিত অগ্নির নাম আর্দ্রধাণি । সেই অগ্নি হইতে পৃথক্—নানাপ্রকার ধূমরাশি—ধূমশব্দটি বিশ্মুলিদ্ধাদিরও বোধক, ধূম ও বিশ্মুলিদ্ধাদি যেরূপ বিনির্গত হইয়া থাকে ; এইপ্রকার অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা, অরে মৈত্রেয়ি, এই প্রস্তাবিত মহান্ নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার ইহা নিশ্চয়িত—নিখাসের মত, অর্থাৎ লোকের নিখাস যেমন অনারাসে নিপ্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ ॥ ১

সেই ব্রহ্ম হইতে নিখাসের দ্বারা যাহা যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা বলা হইতেছে—যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্বসম্বিত, এই চারি প্রকার মন্ত্ররাশি, (১) ইতিহাস—উর্কশী-পুরুষবার সংবাদপ্রভৃতি, যেমন—‘উর্কশী নামে এক অঙ্গরা ছিল’ ইত্যাদি, তাহাও ব্রাহ্মণাংশেরই অন্তর্গত ; পুরাণ—(পুরাবৃত্তপ্রকাশক) ‘এই জগৎ অগ্রে অসংহী ছিল’ ইত্যাদি ; বিজ্ঞা—দেবজনবিজ্ঞা (নৃত্যগীতাদি) যথা ‘ইহা সেই বেদ’ ইত্যাদি ; উপনিষদ্—(ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রকাশক বেদভাগ), ‘প্রিয়-রূপেই উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি ; শ্লোক—ব্রাহ্মণভাগস্থ মন্ত্রসমূহ, যথা ‘তদেতে শ্লোকাঃ’ ইত্যাদি ; হৃত্র—সত্যবিষয়সংগ্রহাত্মক বাক্যসমূহ, যথা—‘আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি । অমুব্যাখ্যান—মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যা ; ব্যাখ্যান—অর্থবাদবাক্য, (যে সমস্ত বাক্যে বিধির প্রশংসা ও নিষেধের নিন্দা করা হয়, তাহা) ; অথবা অমুব্যাখ্যান অর্থ—বস্তুসংগ্রহাত্মক বাক্যের বিবরণ বা ব্যাখ্যা, যেমন চতুর্থ অধ্যায়ে ‘আত্মা ইত্যোবোপাসীত’ এই বাক্যের, অথবা যেমন “যে লোক ‘উপাস্তু অত্র এবং আমি অত্র’ এইরূপে জানে, প্রকৃতপক্ষে সে তাঁহাকে জানে না ; সে ব্যক্তি দেবগণের পশুসদৃশ”, এই বাক্যের ব্যাখ্যাত্মক হইতেছে এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ ; আর ব্যাখ্যান অর্থ—মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যা, এই আট প্রকার ব্রাহ্মণভাগ ; এইরূপে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের উল্লেখ করা হইল ॥ ২

(১) ভাৎপর্ধ্য—হনঃমাত্ৰই চারি চরণবিশিষ্ট ; চরণের অপর নাম পাদ । যে সমস্ত বেদমন্ত্রে পাদবাবস্থা নির্দিষ্ট নাই, কেবল অর্থানুসারে পাদসংকলন করিয়া লইতে হয়, সেই সমস্ত মন্ত্রের নাম ঋক্ । জৈমিনি বলিয়াছেন—“যত্রার্থবশেন পাদবাবস্থিতঃ, সা ঋক্” ; (জৈমিনি-হৃত্র) । আর যে সকল মন্ত্র স্বরসংযুক্ত হইয়া গীত হয়, সে সকলের নাম—সাম ; জৈমিনি বলিয়াছেন—“গীতেষু সামাখ্যা” (জৈমিনিহৃত্র) অর্থাৎ গের মন্ত্রের নাম সাম । এই ঋক্ ও সামবেদের অতিরিক্ত যে মন্ত্রভাগ, তাহার নাম যজুঃ । কুর্মপুরাণে লিখিত আছে—“ভূতঃ স ঋচ উক্ত্য ঋগ্বেদঃ কৃতবান্ প্রভুঃ । যজুঃবি চ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ চ সামভিঃ । একবিশতি-

এখানে ব্রহ্মিতে হইবে যে, নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে রচনাবিশেষসম্পন্ন বেদ পূর্বেও বিद्यমানই ছিল ; সেই বিद्यমান বেদই পুরুষ-নিখাসবৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপূর্বক বিরচিত হয় নাই ; এই কারণে বেদ স্বার্থ-প্রতিপাদনবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের অত্যাধিকার উপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না, উহা স্বতঃপ্রমাণ ; অতএব যাহারা নিজের কল্যাণ ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে, বেদশাস্ত্র জ্ঞান বা কর্ম—যাহা যেক্ষেপে নিরূপণ করিয়া গিয়াছে, তাহা সেইরূপেই গ্রহণ করা উচিত । কেন না, কোনও রূপ বা বস্তুর যে বিকার উপস্থিত হয়, বিভিন্নপ্রকার নামাভিব্যক্তিই তাহার কারণ, অর্থাৎ নাম-বিশেষবোগেই বস্তুর বিভিন্নাবস্থা ঘটয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে) । বিশেষতঃ পরমাত্মার উপাধিভূত নাম ও রূপই ব্যাক্ত্যবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং জ্ঞান ও তাহার ফেনার দ্বায় নাম ও রূপকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না ; যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই নাম ও রূপ লইয়াই সংসার ; এইজন্ত এখানে কেবল নামকে (শব্দরাশিকে) নিখাসবৎ উৎপন্ন বলা হইল ; কারণ, তাহার নির্দেশেই অপরেরও—রূপেরও নিখাসবৎ উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । অথবা [ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—] ইতঃপূর্বে “ব্রহ্ম তৎ পরাদাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে নিখিল জগৎপ্রপঞ্চকেই অবিজ্ঞাধিকারস্থ (অসত্য) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহার ফলে (জগতের অন্তর্ভূত) বেদেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কিত হইতে পারিত ; সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্তই এই কথা বলা হইয়াছে যে, লোকের নিঃখাস যেক্ষেপ অযত্নপ্রসূত অর্থাৎ স্বাভাবিক চেষ্টার ফল মাত্র, তজ্জপ বেদরাশিও পরম পুরুষের নিঃখাসবৎ অযত্নপ্রসূত ; কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ যেক্ষেপ লোকের চেষ্টাসাপেক্ষ, বেদ সেক্ষেপ নহে ; এই জন্তই ইহা স্বতঃপ্রমাণ (১) ॥ ১১৬ ॥ ১০ ॥

ভেদেন ঋষেণ কৃতবান্ পুরা । শাখানাং তু শতেনাথ যজুর্সেনমথাকরোৎ । সামবেদং সহস্রেন শাখানাঞ্চ বিভেদতঃ । অথর্কীগমথো বেদং বিভেদং নবকেন তু ।” (কুর্কপু ৪২ অধ্যায়) । বেদের দুইটি ভাগ, একটি মন্ত্রভাগ, অপরটি ব্রাহ্মণভাগ, এখানে ভিন্ন ভিন্ন কথায় বেদের উত্তরভাগেরই গ্রহণ করা হইয়াছে ।

(১) ভাৎপর্থা—বেদের প্রামাণ্য দুই প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে ; প্রথমতঃ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া, অর্থাৎ বেদ কাহারও দ্বারা নির্মিত হয় নাই, পূর্বে পূর্বে কল্পে বেদ যেক্ষেপ আকারে প্রচলন ছিল, পর পর কল্পেও ঠিক তদনুরূপ বেদই আদি পুরুষের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়া থাকে । তিনি দৃষ্টিমাত্র সেই বেদরাশি নূতন দৃষ্টিতে প্রচার করেন মাত্র ; . স্তবরাং

স যথা সর্বাসামপাৎ সমুদ্রে একায়নমেবৎ সৰ্বেষাৎ
স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবৎ সৰ্বেষাৎ রসানাং জিহ্বেকায়ন-
মেবৎ সৰ্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবৎ সৰ্বেষাৎ
রূপাণাঞ্চক্ষুরেকায়নমেবৎ সৰ্বেষাৎ শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়ন-
মেবৎ সৰ্বেষাৎ সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবৎ সর্বাসাং বিজ্ঞানাৎ
হৃদয়মেকায়নমেবৎ সৰ্বেষাং কৰ্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবৎ সৰ্বেষা-
মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবৎ সৰ্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়ন-
মেবৎ সৰ্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবৎ সৰ্বেষাং বেদানাং
বাগেকায়নম্ ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—[সৃষ্টিকালব্যং প্রলয়কালেহপি প্রপঞ্চানাং ব্রহ্মৈকত্বং দর্শয়িতুং
দৃষ্টান্তান্তরমাহ—“স যথা” ইত্যাদি ।] সঃ (দৃষ্টান্তঃ) উচ্যতে—যথা সমুদ্রে
সর্বাসাং অপাম্ (জলানাং) একায়নং (একত্বনাশ্রয়স্থানং) এবং (তথা)
সৰ্বেষাং বায়ুশ্চকানাং স্পর্শানাং ত্বক্ একায়নং (মুখ্যমাশ্রয়স্থানম্) ; [অত্র ত্বক্-
শব্দেন স্পর্শসামান্যমভিধীয়তে, বিশেষাণাং সামান্যমাত্রেহস্তর্ভাবশ্চ ত্রাঘ্যত্বাৎ, অল-
সমুদ্রাদিদৃষ্টান্তসাম্যাচ্চ ; এবমুত্তরত্রাপি বোধ্যম্] । এবং (তথা) সৰ্বেষাং
গন্ধানাং নাসিকে একায়নম্, এবং সৰ্বেষাং রসানাং জিহ্বা একায়নম্, এবং
সৰ্বেষাং রূপাণাং চক্ষুঃ একায়নম্, এবং সৰ্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্,
এবং সৰ্বেষাং সংকল্পানাং মনঃ একায়নম্, এবং সর্বাসাং বিজ্ঞানাং হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ)
একায়নম্, এবং সৰ্বেষাং কৰ্ম্মণাং হস্তৌ একায়নম্, এবং সৰ্বেষাম্ আনন্দানাং
উপস্থঃ একায়নম্, এবং সৰ্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুঃ (মলদ্বারং) একায়নম্, এবং
সৰ্বেষাম্ অধ্বনাং (পথাং) পাদৌ একায়নম্, এবং সৰ্বেষাং বেদানাং বাক্
একায়নম্ । [অত্র সৰ্বত্র অবাদীনাং ষষ্ঠ্যন্তানাং তত্তদ্বিশেষরূপতয়া গ্রহণম্ ;

কাহাকেও আর চিন্তা করিয়া নূতন নূতন বেদ প্রণয়ন করিতে হয় নাই ; কাজেই রচয়িতার
ব্রহ্ম-প্রমাণাদি দোষ ইহাতে থাকিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রের কোনই দোষ নাই,
প্রয়োগকর্তার দোষেই শেষে দোষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, প্রয়োগকর্তার ভ্রম থাকিলে তৎপ্রযুক্ত
শব্দেও দোষ প্রবেশ করে, কিন্তু বেদ যখন পরম পুরুষের নিঃবাসব্যং অযত্নগ্রহত এবং তিনি
যখন নিত্যনির্দোষ—ব্রহ্মপ্রমাণাদি দোষে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট, তখন তৎপ্রযুক্ত বেদের অপ্রামাণ্যশঙ্কা
হইতে পারে না ।

প্রপশ্যন্তানাং সমুদ্রাদীনাম্ তু তত্তৎসামান্যতয়া গ্রহণম্, বিশেষাণাং চ সামান্যে
অন্তর্ভাবঃ সমীচীন এব ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ১—[এখন প্রলয়কালেও ত্রুষ্ণাতিরিক্ত জগৎ-
সত্তার অভাবপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই
দৃষ্টান্তটি এই—সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়স্থান, এই-
প্রকার জগদ্রিয় সমস্ত স্পর্শের আশ্রয়। এইরূপ নাসিকাদ্বয় সমস্ত
গন্ধের আশ্রয় ; এইরূপ জিহ্বা সমস্ত রসের আশ্রয়স্থান ; এই প্রকার
চক্ষু সমস্ত রূপের আশ্রয় ; এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় সমস্ত শব্দের আশ্রয় ;
এইরূপ হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় ;
এইরূপ হস্তদ্বয় সমস্ত কর্মের একমাত্র আশ্রয় ; এইরূপ উপস্থ বা
জ্ঞনেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের একমাত্র আশ্রয় ; এইরূপ পায়ু বা মলদ্বার
সমস্ত ত্যাগের একমাত্র আশ্রয় ; এইরূপ পদদ্বয় সমস্ত পথের একমাত্র
আশ্রয় ; এইরূপ বাগিদ্রিয় সমস্ত বেদের একমাত্র আশ্রয়স্থান।
[এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, জলসমষ্টিরূপ সমুদ্র হইতেছে
জলমাত্রেরই সাধারণ রূপ, আর নদ, নদী ও তড়াগাদির জল হইতেছে
সেই জলেরই বিশেষ বিশেষ রূপমাত্র ; বিশেষ ধর্মগুলি সাধারণ-
ধর্মেরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে ; সুতরাং নদ-নদীপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ
স্থানগত জলগুলি যেমন সেই জলসমষ্টিভূত সমুদ্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট,
তেমনি বায়ু প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ ধর্ম স্পর্শাদিগুণও তৎসামান্যাত্মক
ত্বপ্রভৃতির অন্তর্নিবিষ্ট ; অতএব সামান্য ধর্মের সত্তার অতিরিক্ত
বিশেষধর্মের কোনও সত্তা নাই] ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্।—কিঞ্চাত্তৎ ; ন কেবলং স্থিত্যুৎপত্তিকালয়োরেব প্রজ্ঞান-
ব্যতিরেকগোভাবাজ্জগতো ব্রহ্মত্বম্, প্রলয়কালে চ ; জলবৃদ্ধবৃদ্ধফেনাদীনামিব
সলিলব্যতিরেকগোভাবঃ, এবম্প্রজ্ঞানব্যতিরেকেন তৎকার্য্যাণাং নামরূপকর্মণাং
তন্মিষেব লায়মানানামভাবঃ ; তন্মাদেকমেব ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘনমেককসং প্রতিপত্তব্য-
মিত্যত আহ। প্রলয়প্রদর্শনায় দৃষ্টান্তঃ—১

স ইতি দৃষ্টান্তঃ ; যথা যেন প্রকারেণ, সর্কাসাং নদীবাণীতড়াগাদিগতা-
নামণাং, সমুদ্রোহন্ধিঃ একায়নম্ একগমনম্—একপ্রলয়ঃ অবিভাগপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ।

যথায় দৃষ্টান্তঃ, এবং সৰ্বেষাং স্পর্শানাং মুহূৰ্দ্ধককঠিনপিচ্ছিলাদীনাং বায়োরান্ন-
ভূতানাং ত্বক্ একায়নম্ । অগ্নিতি ত্বগ্বিষয়ং স্পর্শসামান্যমাত্রম্, তস্মিন্ প্রবিষ্টাঃ
স্পর্শবিশেষাঃ—আপ ইব সমুদ্রঃ—তদ্ব্যতিরেকেণাভাবভূতা ভবন্তি ; তন্মৈব হি-
তে সংস্থানমাত্রা আসন্ । ২

তথা তদপি স্পর্শসামান্যমাত্রং ত্বক্শব্দবাচ্যং মনঃসঙ্কল্পে মনোবিষয়সামান্য-
মাত্রে, অগ্নিবিষয় ইব স্পর্শবিশেষাঃ, প্রবিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণাভাবভূতং ভবতি ; এবং
মনোবিষয়োহপি বুদ্ধিবিষয়সামান্যমাত্রে প্রবিষ্টঃ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবভূতো ভবতি ;
বিজ্ঞানমাত্রমেব ভূত্বা প্রজ্ঞানঘনে পরে ব্রহ্মণি—আপ ইব সমুদ্রে প্রলীয়তে । এবং
পরস্পরাক্রমেণ শব্দাদৌ সহ গ্রাহকেণ করণেন প্রলীনে প্রজ্ঞানঘনে উপাধ্যভাব্যং
সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘনমেকরসম্ অনন্তম্ অপারং নিরন্তরং ব্রহ্ম ব্যবতিষ্ঠতে ।
তস্মাদাত্মৈব একমদ্বয়মিতি প্রতিপত্তব্যম্ । ৩

তথা সৰ্বেষাং গন্ধানাং পৃথিবীবিশেষাণাং নাসিকে ত্রাণবিষয়সামান্যম্ । তথা
সৰ্বেষাং রসানাং অবিশেষাণাং [জিহ্বা ?] জিহ্বেদ্রিয়বিষয়সামান্যম্ । তথা
সৰ্বেষাং রূপাণাং তেজোবিশেষাণাং চক্ষুঃ চক্ষুর্দ্রিয়বিষয়সামান্যম্ ; তথা শব্দানাং
শ্রোত্রাদিবিষয়সামান্যং পূৰ্ব্ববৎ । তথা শ্রোত্রাদিবিষয়সামান্যানাং মনোবিষয়সামান্যে
সঙ্কল্পে, মনোবিষয়সামান্যত্বাপি বুদ্ধিবিষয়সামান্যে বিজ্ঞানমাত্রে, বিজ্ঞানমাত্রং ভূত্বা
পরস্মিন্ প্রজ্ঞানঘনে প্রলীয়তে । তথা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়া বদনাদানগমন-
বিসর্গানন্দবিশেষান্তংক্রিয়াসামান্যেত্বেষ প্রবিষ্টা ন বিভাগযোগ্যা ভবন্তি—সমুদ্র-
ইব অবিশেষাঃ । তানি চ সামান্যানি প্রাণমাত্রং, প্রাণশ্চ প্রজ্ঞানমাত্রমেব—
“যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ” ইতি কৌষীতকি-
নোহধীয়তে । ৪

নহু সৰ্ব্বত্র বিষয়শ্চৈব প্রলয়োহতিহিতঃ, নতু করণশ্চ ; তত্র কোহতিপ্রায়ঃ ?
ইতি । বাচ্যম্ ; কিন্তু বিষয়সমানজাতীয়ং করণং মততে শ্রুতিঃ, ন তু জ্ঞাত্যন্তরম্ ।
বিষয়শ্চৈব স্বাত্মগ্রাহকত্বেন সংস্থানান্তরং করণং নাম—যথা রূপবিশেষশ্চৈব সংস্থানং
প্রদীপঃ করণং সৰ্ব্বরূপপ্রকাশনে, এবং সৰ্ব্ববিষয়বিশেষাণামেব স্বাত্মবিশেষ-
প্রকাশকত্বেন সংস্থানান্তরাণি করণানি প্রদীপবৎ । তস্মান করণানাং পৃথক্-
প্রলয়ে যত্নঃ কার্য্যঃ, বিষয়সামান্যত্বকত্বাদ্বিবয়-প্রলয়েনৈব প্রলয়ঃ সিদ্ধো ভবতি
করণানামিতি ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥

টীকা।—স যথা সৰ্ব্বাসামপামিত্যাদিসমনন্তরগ্রহণুবাগমতি—কিঞ্চাত্মদতি । তদেব
ব্যাকরোতি—ন কেবলমিতি । প্রলয়কালে চ প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবাচ্ছগতো ব্রহ্মদ্বয়মিতি

সদ্বৎসঃ । উক্তমর্থং দৃষ্টাত্তেন শষ্টমতি—অনেনিতি । তথাপি প্রজ্ঞানমৈবৈকমেবং ত্বান্ন ব্রহ্মজ্ঞান-
পত্যা—তদ্বাদিতি । সত্যজ্ঞানাদিবাধ্যাত্মব্রহ্মাত্মত্বাদিত্যর্থঃ । যথোক্তং ব্রহ্ম চেৎ প্রতি-
পত্তব্যাং, কিমিতি তর্হি স যথেষ্টাদি বাক্যমিত্যাশঙ্ক্য তচ্ছেষত্বেন প্রলয়ঃ দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তবচন-
নৈতদিত্যাহ—অন্ত আনেনিতি । প্রলয়ত্বেহস্মিংশ্রুতি প্রলয়ঃ, একশাস্তৌ প্রলয়শ্চৈক্যপ্রলয়ঃ ।
তদ্বাদিগণিতানামপাং কৃতঃ সমুদ্রে লয়ঃ, ন হি তাঙ্গাং তেন সঙ্গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিভাগেতি ।
অত্র হি সমুদ্রলয়েন জলসামান্তমুদ্রান্তে, তদ্ব্যতিরেকেণ চ জলবিশেষাণামভাবো বিবক্ষিতঃ,
তেষাং তৎসংস্থানমাত্মত্বানন্ত্যনামশ্রিত্যভিভাগস্ত আশ্রিত্যিতি সমুদ্রেহবিভাগপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ।
পিচ্ছলানীনামিত্যাশ্রয়শ্রুতিসম্মতশ্রুতিবিশেষাঃ সর্কে গৃহ্যন্তে । বিষয়গামিমিল্লিরকার্যভাবাৎ কৃতঃ
স্পর্শানাং ত্বেতি বিলয়ঃ সত্যদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভগিতীতি । স্পর্শবিশেষাণাং স্পর্শসামান্তেহস্তভাবঃ
অপকংতি—তদ্বাদিতি । ২

তথাপি সনত্তস্ত জগতো ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাবাৎ ব্রহ্মত্বমিত্যেতৎ কথং প্রতিজ্ঞাত-
মিত্যাশঙ্ক্য পরম্পরঃ ব্রহ্মণি সর্কেবিলয়ঃ দর্শয়িতুং ক্রমমুদ্রামতি—তথেনিতি । মনসি সতি বিষয়-
বিষয়িত্যবস্ত দর্শনাসতি চাদর্শনাত্মনঃ স্পন্দিতমাত্মঃ বিষয়জাতমিতি তত্ত্ব তদ্বিষয়মাত্মে প্রবিষ্ট-
তত্ত্বতিরেকেণাসম্বিত্যর্থঃ । সর্বত্রবিকল্পাক্রমঃ স্পন্দিতত্বৈতত্ত্ব সর্বত্রাত্মকে মনস্তত্ত্বভাবান্তত্ব চ
সর্বত্রাত্মাবসারণ্যতত্ত্বাদর্শনাদধ্যাবসারান্তিক্রিয়াঃ চ বুদ্ধৌ তদ্বিষয়ে পূর্ববদমুদ্রাবেশান্
মনোবিষয়সামান্তস্ত বুদ্ধিবিষয়সামান্তে প্রবিষ্টস্ত তদ্ব্যতিরেকেণাসম্বিত্যাহ—এবমিতি ।
সর্কে জগদ্বস্তেন ত্বায়েন বুদ্ধিমাত্মঃ ত্বা তৎ যচ্ছৈচ্ছান্ত আশ্রয়ীতি ত্রুত্যা ব্রহ্মণি পর্ধ্যবস্ততীত্যাহ
—বিজ্ঞানমাত্মমিতি । নহু জগদিদং বিলয়মানং শক্তিশেষমেব বিলীয়তে । তত্ত্বজ্ঞানাদুতং তত্ত্ব
নিঃশেষনাশান্নপ্রণাৎ; তথা চ কুতো ব্রহ্মৈকরসস্ত প্রতিপত্তিরন্ত আহ—এবমিতি । শক্তি-
শেষলয়েঃপি তত্ত্বা দ্বনিরগত্যাৎ বৈত্বৈকরস্তুধীরবিকল্পেতি ভাবঃ । একায়নপ্রক্রিয়াতৎপর্ধ্যমুপ-
সংহরতি—তদ্বাদিতি । ত্রাণবিষয়সামান্তমিত্যাদ্যাবেকায়নমিতি সর্কে সম্বৎসঃ । ৩

কথং পুনরত্র প্রতিপর্ধ্যাৎ ব্রহ্মণি পর্ধ্যবসানং, তদ্বাহ—তথেনিতি । যথা সর্কেবু
পর্ধ্যায়েবু ব্রহ্মণি পর্ধ্যবসানং, তথোচ্যত ইতি বাবৎ । পূর্ববদিত্যে বিষয়সামান্তবদিত্যর্থঃ । সর্বত্র
লয় ইতি শেবঃ । বিজ্ঞানমাত্ম ইত্যত্রাপি তথৈব । এবং সর্কেবাং কর্দগামিত্যাদেবমর্থমাহ—তথা
কর্দগেল্লিগামিতি । ত্রিহাসামান্তানাং হৃদ্রাস্তসংস্থানভেদমভ্যুপেত্যাহ—তানি চেতি । ত্রিহা-
জ্ঞানশক্তোক্তিহুপাদিত্বতত্ত্বোক্তিবৈভবভেদমভিপ্রোক্ত্যে প্রাণশক্ত্যাদি ভাস্তম্ । তত্র তদোরন্তোক্তা-
ভেদে মানমাহ—যো বা ইতি । ৪

অভিভূবাৎ করণলয়ো ন প্রতিভাতি, যৎ চ ব্যাখ্যায়তে, তত্র কো হেতুরিতি পৃচ্ছতি
—নহিতি । ত্রুত্যা করণলয়স্তাহুত্বমসীকরোতি—বাচ্যমিতি । পৃষ্টমভিপ্রোক্ত্যঃ প্রকটয়তি—কিং
ব্রিতি । করণস্ত বিষয়সামান্ত্যে বিরূপোতি—বিষয়েইতবেতি । কিমত্র এমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহুমান-
মিতি হৃদ্রতি—প্রদীপবদিত্যিতি । চক্ষুস্তেজসং রূপাদিহু যথোক্তপশ্চৈব ব্যাপ্তকত্রব্যাহং সম্ভ্রুতিপ-
রদিত্যাহুত্বমুদ্রাবানি শাস্ত্রব্রহ্মণিকার্যমধিগতব্যানি । করণানাং বিষয়সামান্ত্যে কলিতমাহ—
তদ্বাদিতি । পৃথবিষয়প্রলয়মিতি শেবঃ । একায়নপ্রক্রিয়াসমাপ্ত্যবিত্তিকঃ । ১১৭ । ১১ ।

ভাষ্যানুবাদ।—আরও এক কথা; কেবল সৃষ্টিকালে ও স্থিতিসময়েই যে, ব্রহ্মব্যতিরেকে সত্তা থাকে না বলিয়া জগতের ব্রহ্মাত্মকতা, তাহা নহে, প্রলয়-কালেও সেইরূপ; জলজ ফেন, তরঙ্গ ও বৃন্দ প্রভৃতির যেরূপ জল ব্যতিরেকে কোনও অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নাম, রূপ ও কর্মরাশি যখন তাঁহাতে বিলীন হয়, তখনও প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নামরূপাদির কোনও অস্তিত্ব থাকে না; অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক ও একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ; এখন এ কথাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্ত-গুলি প্রলয়ের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। ১

ঋতির ‘সঃ’ পদটি দৃষ্টান্তবোধক; ‘যথা’ অর্থ—যে প্রকারে; সমুদ্র যেপ্রকার নদী, বাপী ও তুড়াগাদিগত সমস্ত বিশেষ বিশেষ জলের একায়ন—একমাত্র গন্তব্য স্থান—প্রলয়ের একমাত্র নিকেতন অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত জলের অবিভাগাবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, ঠিক সেই প্রকার বায়ুর আত্মভূত অর্থাৎ বায়ু-স্বভাব মুহূ, কর্কশ, কঠিন ও পিচ্ছিলাদি সর্বপ্রকার স্পর্শেরই ব্ধ হইতেছে একায়ন। এখানে ঝঙ্কশব্দে ঝগিল্লিয়গ্রাহ্য সামান্যতঃ স্পর্শমাত্রই বুদ্ধিতে হইবে। জলসমূহ যেরূপ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ সমস্ত স্পর্শই সেই স্পর্শসামান্যে অন্তর্ভূত হয়—তাহার অভাবে অভাবগ্রস্ত হয়; কারণ, স্থিতিকালে সেই বিশেষ বিশেষ স্পর্শগুলি সেই সামান্যতেরই অবস্থাবিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে মাত্র; [স্মৃতরাং প্রলয়কালে সে সমুদয় বিশেষগুলি সেই সামান্যতের মধ্যেই বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে]। ২

ত্বকে স্পর্শবিশেষের অন্তর্ভাবের ছায় সেই ঝঙ্কশব্দবাচ্য স্পর্শসামান্যও আবার মনঃসংকল্পে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত বাহ্য কিছু আছে, তাহাতে—বিশেষ বিশেষ স্পর্শসমূহ যেরূপ তদ্বিশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ মানস সঙ্কল্প ছাড়া তাহার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না; এইরূপ মনের বিষয় সঙ্কল্পও সাধারণতঃ বুদ্ধির বিষয়মাত্রের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়—তদতিরিক্ত সত্তাশূন্য হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিবিজ্ঞানে বিলীন হইয়া তদাত্মকভাব প্রাপ্ত হইবার পর, জলসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি সেই বিজ্ঞানও আবার প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্মে বিলীন হয়। এবংবিধ পরম্পরাক্রমে গ্রহণীয় শব্দাদি বিষয় ও তদগ্রাহক ইন্দ্রিয়বর্গ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্মে বিলীন হইলে পর, উপাধিকৃত সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্মের তিরোধান হইয়া যায়, প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মও তখন সৈক্যবর্ণিতের ছায় একরস (এক স্বভাব), অপরিচ্ছিন্ন, অসীম ও ভেদশূন্য

হইয়া থাকেন। অতএব আত্মাকেই অদ্বিতীয় একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৩

সেইরূপ নাসিকায় অর্থাৎ শ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রই হইতেছে—সমস্ত গন্ধের অর্থাৎ গন্ধোপাদান বিশেষ বিশেষ সমস্ত ভূমির [একায়ন]; সেইরূপ জিহ্বা অর্থাৎ রসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্য হইতেছে—সমস্ত রসের—বিশেষাবস্থাপন্ন সমস্ত জলের [একায়ন]; সেইরূপ চক্ষু অর্থাৎ চক্ষুরেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্য হইতেছে—সমস্ত রূপের—বিশেষ বিশেষ সমস্ত তেজের [একায়ন]; সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্য হইতেছে সমস্ত শব্দের [একায়ন], ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের মত। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সামান্যের লয় হয় মনের সাধারণ বিষয়াত্মক সংকল্পে; সেই মানস বিষয়সামান্যেরও আবার বুদ্ধির সাধারণ বিষয়াত্মক বিজ্ঞানে বিজ্ঞানায়ত্তাব প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে সেই বিজ্ঞানঘনও পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া পাকে। সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়সমূহের বচন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দ-প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক বিষয়গুলিও সেই সেইজাতীয় ক্রিয়াসামান্যে প্রবিষ্ট হয়; তখন সমুদ্রে প্রবিষ্ট জলসমূহের স্থায় বিভাগযোগ্য আর কিছু থাকে না—যাহা মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে (১)। সেই সেই সাধারণ ভাবগুলিও আবার সর্বসামান্যাত্মক প্রাণস্বরূপে পরিণত হয়; সেই প্রাণ ত বস্তুতঃ বিজ্ঞানাত্মিক নহে, পরন্তু শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপই বটে; কারণ, কৌষীতিকত্রাক্ষণে পঠিত আছে যে, 'যাহা প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা বস্তুতঃ প্রজ্ঞা; আবার যাহা প্রজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাও প্রাণস্বরূপ' ইতি। ৪

ভাল, সকল স্থলে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই লয়ের কথা অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও ত বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়াদির লয়ের কথা অভিহিত হয় নাই; ইহার

(১) তাৎপর্য—সমস্ত বস্তুই দুইটি অবস্থা আছে—(১) সামান্ত্যাবস্থা, (২) বিশেষাবস্থা; যেমন মনুষ্যসমষ্টির সামান্ত্য অবস্থা মনুষ্যত্ব, আর ব্রাহ্মণ-কশ্মিরবাদি তাহার বিশেষাবস্থা; বিশেষাবস্থামাত্রই সামান্ত্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত; তদনুসারে নদ-নদী-তড়াগ প্রভৃতির জলগুলিকে জলের বিশেষাবস্থা বলা হইয়াছে, আর সেই জলের সমষ্টিভূত সমুদ্রে জলের সামান্ত্যাবস্থা বলিয়া ধরা হইয়াছে; সেইজন্য নদ-নদীর বিশেষ বিশেষ জলগুলি সমুদ্রে যাইয়া মিলিয়া এক হইয়া যায়। আলোও বুলেও ঋষিভ্রমের গ্রাহ সাধারণ বিষয় হইতেছে স্পর্শমাত্র; বৃহস্পতি, কট্টনস্পর্শ প্রভৃতি স্পর্শগুলি তাহারই বিশেষাবস্থামাত্র; এইজন্য সেই বৃহৎ-কাটিষ্ঠাদি স্পর্শগুলি সাধারণ স্পর্শে আত্মবিসর্জন করে, অর্থাৎ সাধারণ স্পর্শের অতিরিক্ত সত্তা তাহাদের নাই, এইরূপ পক্ষাবির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। •

অভিপ্রায় কি ? হাঁ, এ আপত্তি আংশিক সত্য বটে, কিন্তু ঋতি মনে করেন যে, করণবর্গ ও বিষয়সমূহ, উভয়ই একজাতীয়, ভিন্নজাতীয় নহে ; কারণ, শব্দাদি বিষয়সমূহই স্ব-স্ব-প্রতীতির উপায়ভূত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া করণ-সংজ্ঞার—চক্ষুঃ-প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় মাত্র । রূপপ্রকাশনের উপায়ভূত প্রদীপ যেমন তৈজস-রূপেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র ; ঠিক সেই প্রদীপেরই মত বিশেষ বিশেষ বিষয়েই স্বগত বৈচিত্র্যবিশেষ-প্রত্যায়ক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিই চক্ষুঃপ্রভৃতি করণ-বর্গরূপে প্রকটিত হয় ; সেই জন্যই করণবর্গের প্রলয়-নিরূপণের জন্য আর পৃথক্ প্রবৃত্তির আবশ্যক হয় না ; কেন না, করণবর্গ যখন বিষয়সমূহেরই সামান্যাত্মক বা সাধারণ অবস্থা মাত্র, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের প্রলয়-কথনেই করণ-সমূহেরও প্রলয়োক্তি সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১১৭ ॥ ১১ ॥ ২৬।

আভাসভাষ্যম্।—তত্ত্ববেদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মৈতি প্রতিজ্ঞাতম্ ; তত্র হেতুরভিহিত আত্মসামান্যত্বমাত্মজত্বমাত্মপ্রলয়ত্বঞ্চ । তস্মাদ্ভূতপত্তিস্থিতিপ্রলয়কালেষু প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মৈব আত্মৈবেদং সৰ্ব্বমিতি প্রতিজ্ঞাতং যৎ, তৎ তর্কতঃ সাধিতম্ । স্বাভাবিকোহয়ং প্রলয় ইতি পৌরাণিকা বদন্তি ; যন্ত বুদ্ধিপূর্বকঃ প্রলয়ো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিজ্ঞানমিত্যুচ্যেত, অয়মাত্মাস্তিক ইত্যচক্ষতে—
অবিজ্ঞানিরোধধ্বাং যো ভবতি ; তদর্থোহয়ং বিশেষ্যঃ—

আভাসভাষ্যমুবাচ।—পূর্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে যে, দৃশ্যমান যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মস্বরূপ ; তদ্বিবরে, আত্মার সাধারণতাব, আত্মা হইতে উৎপত্তি, এবং আত্মাতেই প্রলয়, এই কয়টি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ; অতএব উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়সময়ে চৈতন্যসত্তার অতিরিক্ত সত্তা না থাকায় “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” “আত্মৈবেদং সৰ্ব্বম্” ইত্যাদি পূর্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়েরও সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে ; কিন্তু পৌরাণিক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, ঠেহা হইতেছে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক প্রলয়, আর ব্রহ্মবিদ্যার ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রভাবে যে, জ্ঞানরূপ প্রলয়, তাহাই আত্মাস্তিক প্রলয় ; সৃষ্টির কারণভূত অবিজ্ঞানিরূতি দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে ; [ইহার পর আর পুনরুৎপত্তি হইবে না], এই বিষয়টি প্রতিপাদন করিবার জন্য পরবর্তী বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হইতেছে—

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানু বিলীয়েত
ন হাশ্বোদগ্রহণায়েব স্মাৎ । যতো যতস্বাদদীত লবণমেবৈবং
বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব । এতেভ্যো

ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্বেবানু বিনশ্চতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে
ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—[অথ দৃষ্টান্তান্তরমুচ্যতে—] সঃ (দৃষ্টান্তঃ)—যথা (যদ্বৎ)
সৈন্ধবখিল্যঃ (লবণপিণ্ডঃ) উদকে (জলে) প্রাতঃ (প্রক্ষিপ্তঃ সন্) উদকম্
এব অমু (স্বযোনিং জলম্ এব লক্ষ্যীকৃত্য) বিলীয়তে ; অমু (সৈন্ধবখিল্যমু)
উদ্গ্রহণায় (পূর্ববৎ পৃথক্কৃত্য গ্রহীতুং) ন হ (নৈব) স্মাতং (কশ্চিদপি সমর্থঃ
ন ভবেদিত্যর্থঃ) । তু (পুনঃ) যতঃ যতঃ (যস্মাৎ যস্মাৎ অংশাৎ) আদদীত
(উদকম্ আদায় আচামেৎ), [সর্করং লবণম্ (লবণরসম্) এব [আশ্বাদয়েৎ,
ন তু সৈন্ধবখিল্যম্] ; অরে মৈত্রেয়ি, এবং বৈ (এবমেব) ইদং (পরমাখ্যাং)
মহৎ (অপরিচ্ছিন্নং) ভূতং (নিত্যবস্তু) অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘনঃ (বিজ্ঞান-
মাত্ররূপঃ) এব (নিশ্চয়ে) [ন ত্বত্ত্বং কিঞ্চিৎ,] এতেভ্যঃ (যথোক্তেভ্যঃ) ভূতেভ্যঃ
(পৃথিব্যাদিভ্যঃ) সমুখায় (উপপত্ত) তানি অমু বিনশ্চতি (ভূতানি
লক্ষ্যীকৃত্য বিনশ্চতীত্যর্থঃ) ; প্রেত্য (বিনাশানন্তরং) সংজ্ঞা (অরমহং, ইমে
অন্তে ইত্যাদিরূপা বিশেষবুদ্ধিঃ) ন অস্তি, [তদা নামরূপাদিকৃতবিশেষ-
বুদ্ধিরপি বিলীয়তে ইতি ভাবঃ] ইতি (এতৎ) অরে মৈত্রেয়ি, ব্রবীমি (কথয়ামি)
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ (উক্তবান্ কিল) ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

মুখ্যানুবাদঃ।—অপর दृष्टान्त बलिंतेছেন—সেই दृष्टान्तটি
এইরূপ,—সৈন্ধবখিল্য অর্থাৎ লবণপিণ্ড যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই
জলের সঙ্গে মিলিয়া যায়, কেহই আর তাহা পৃথক্ করিয়া উঠাইতে
সমর্থ হয় না ; কিন্তু সেই জলের যে যে অংশ হইতে জল লইয়া
আশ্বাদন করা যায়, সেইখানেই লবণরস অনুভূত হইয়া থাকে ; অরে
মৈত্রেয়ি, ঠিক তেমনি এই নিত্যসিদ্ধ মহৎ অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনই
(শুধু চিন্মাত্রস্বরূপ জীবাশ্মাই) এই আকাশাদি ভূতকে অবলম্বন করিয়া
প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সেই সমস্ত ভূতের সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়া যায় ।
মিলিত হইবার পর, তাহার আর নামরূপাদি সম্বন্ধজনিত কোনও
বিশেষ ধর্ম থাকে না ; অরে মৈত্রেয়ি, আমি ইহাই তোমাকে
বলিতেছি—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিলেন ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাস্তম্।—তত্র দৃষ্টান্ত উপাধীয়তে—স যথেন্তি । সৈন্ধবখিল্যঃ—

সিক্কোর্বিকারঃ সৈন্ধবঃ, সিক্কশব্দেনোদকমভিধীয়তে, শুন্দনাং সিক্করূপকম্, তদ্বিকারঃ তত্রভবো বা সৈন্ধবঃ, সৈন্ধবশ্চানৌ খিল্যশ্চেতি সৈন্ধবখিল্যঃ; খিল এব খিল্যঃ, স্বার্থে ষৎপ্রত্যয়ঃ । উদকে সিক্কৌ স্ববোনৌ প্রাপ্তঃ প্রক্ষিপ্তঃ উদকমেব বিলীয়মানম্ অহুবিলীয়েত; যন্তন্তোমতৈজসসম্পর্কাং কাঠিত্ব-প্রাপ্তিঃ খিল্যস্ত স্বযোনিসম্পর্কাদপগচ্ছতি,—তৎ উদকস্ত বিলয়নম্, তদহু সৈন্ধবখিল্যো বিলীয়ত-ইত্যাচ্যতে; তদেতদাহ—উদকমেবাহু বিলীয়েত ইতি । ন হ নৈব অস্ত খিল্যস্তোদগ্ৰহণায় উদ্ধৃত্য পূর্ববদগ্ৰহণায় গ্রহীতুম্ নৈব সমর্থঃ কশ্চিৎ স্তাৎ স্তনিপুণোহপি; ইব-শব্দোহনর্থকঃ; গ্রহণায় নৈব সমর্থঃ; কস্মাৎ? যতো যতঃ যস্মাদবস্মাদেদেশাৎ তদ্রূপকমাদদীত—গৃহীত্বা আব্বাদয়েৎ, লবণাস্বাদমেব তদ্রূপকম্, ন তু খিল্যভাবঃ । ১

টীকা।—ন যথা সৈন্ধবখিল্য ইত্যাদেঃ সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—তত্রৈত্যাदिना । পূর্বঃ সম্বর্তন্তত্রৈত্যাচ্যতে । প্রতিজ্ঞান্তেহর্থে পূর্বোক্তং হেতুমন্য সাধ্যমিদ্ধিং ফলং দর্শয়তি—তস্মাদিতি । উক্তহেতোর্থাৎপ্রোক্তং ব্রহ্মৈব সর্বমিদং জগদিতি ষৎ প্রতিজ্ঞাতমিদং সর্বং যদয়মাস্মৈতি, তৎপূর্বোক্তদৃষ্টান্তপ্রবন্ধরূপতর্কবশাৎ সাধিতমিতি যোজনম্ । উত্তরবাক্যস্ত বিষয়পরিশোধার্থমুক্ত-প্রলয়ে পৌরাণিকসম্মতিমাহ—স্বাভাবিক ইতি । কার্যাপাং প্রকৃতাভাবিত্বং স্বাভাবিকম্ । প্রলয়াস্তরেহপি তেবাং সম্মতিং সঙ্গিরতে—যথিতি । দ্বিতীয়প্রলয়মধিকৃত্যানন্তরগ্রহমবতারায়তি—অবিভেতি । তত্রৈত্যাত্মান্তিকপ্রলয়োক্তিঃ । উদকং বিলীয়মানমিত্যুক্তং, কাঠিত্ববিলয়েহপি তন্নয়দর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদুদিতি । ন হেতি প্রতীকমানায় ব্যাচষ্টে—নৈবেতি । অহয়প্রদর্শনার্থং নৈবেতি পুনরুক্তম্ । ১

যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব তু অরে মৈত্রেয়ি, ইদং পরমাস্মাত্যং মহদভূতম্ । যস্মাৎ মহতো ভূতাদবিঘ্নয়া পরিচ্ছিন্না সতী কার্য্যকরণোপাধিসম্বন্ধাং খিল্যভাবমাপন্নাসি, মর্ত্যা জন্মমরণাশনায়্যাপিপাসাদিসংসারধর্মবত্যসি, নামরূপকার্য্যাত্মিকা অমৃশ্চান্নয়াহ-মিতি; স খিল্যভাবঃ তব কার্য্যকরণভূতোপাধিসম্পর্কভ্রান্তিজনিতঃ মহতি ভূতে স্ববোনৌ মহাসমুদ্রস্থানীয়ে পরমাস্মনি অজরেহমরেহভয়ে শুদ্ধে সৈন্ধবঘনবদেক-রসে প্রজ্ঞানঘনেহনস্তেহপারে নিরন্তরেহবিচ্ছাদনিতভ্রান্তিভেদবর্জিতে প্রবেশিতঃ; তস্মিন্ প্রবিষ্টে স্বনোনিগ্রস্তে খিল্যভাবেহবিচ্ছাদকৃতে ভেদভাবে প্রণাশিতে—ইদমেকমদ্বৈতং মহদভূতম্ মহচ্চ তদুত্তঞ্চ মহদভূতং সর্বমহন্তরিত্বাং, আকাশাদিকারণজ্ঞাচ্চ, ভূতং ত্রিষপি কালেষু স্বরূপাব্যভিচার্যং সর্বদৈব পরিনিপ্পন্নমিতি ত্রৈকালিকো নিষ্ঠাপ্রত্যয়ঃ । অথবা ভূতশব্দঃ পরমার্থবাচী, মহচ্চ পারমার্থিকক্ষেতৃত্যর্থঃ । লৌকিকস্ত যথপি-মহদ্ ভবতি, স্বপ্নমায়াকৃতং হিমবদাদি-পর্বততোপমং ন পরমার্থবস্তু; অতো বিশিনষ্টি—ইদম্ মহচ্চ তদুত্তক্ষেতি । ২

মহদভূতমেকমবৈতনিত্যন্তরজ্জ সৰ্বকঃ । অস্ত্যর্থন্ত সৰ্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধত্বপ্রদর্শনার্থো বৈশকঃ । ইদং মহদভূতমিত্যাদ্রৈবংশকার্যং বিশদয়তি—ব্রহ্মাদিত্যাदिना । तदिदं परमात्रायां महदभूतमिति पूर्वेण सवकः । धियाभावान्तिकार्यं कथयति—मर्त्योत्तादिना । कोऽसौ धियाभावोऽन्ति-
 श्रेयस्तत्तद्वाह—नामरूपेति । कार्यकरणसंज्ञाते तदात्राभिमानद्वारा जात्यान्तिभिनान्द
 धियाभाव इत्यर्थः । इतिशब्देनाभिमानो लक्ष्यते । यथोक्ते धियाभावे सति कुतो भूतं
 महदभित्याशक्याह—स धियाभाव इति । धियाभावः, वशकार्यः । परञ्च परिशुद्धार्थमज्ञादि-
 विशेषणानि । केन रूपेणैव कथञ्च, तदाह—प्रज्ञानेति । तत्तापरिच्छिदमाह—अनन्त इति ।
 तत्ता सापेक्षं वारयति—अपार इति । प्रतिभासमाने भेदे कथं यथातं तदभित्याशक्याह
 —अविच्छेति । भवतु यथोक्ते तद्वे धियाभावस्त एवेवशुधापि किं ज्ञादित्यत आह—
 तन्निर्मिति । महदं साधयति—सर्केति । भूतद्वयुपपादयति—द्विषीति । महदित्युक्ते पारमार्थिकं
 चेति विशेषणं किमर्थमित्याशक्याह—लौकिकमिति । जाग्रत्कालीनं परिदृष्टमानं हिमवतादि
 महद्वचनि भवति, तथाहि पद्ममारादिसमवहारं तत्परमार्थवत् । न हि दृष्टं जडमिन्द्रजालादेर्हि-
 निश्चतेहता लौकिकान् महतो ब्रह्म व्यावर्तयितुं विशेषणमित्यर्थः । २

अनन्तं नास्त्यन्तो विद्यत इत्यनन्तम् ; कदाचिदापेक्षिकं ज्ञादित्यतो विशिनष्टि
 अपारमिति । विज्ञप्तिर्विज्ञानं, विज्ञानं तद्वनश्चेति विज्ञानघनः, घनशब्दो
 ज्ञातान्तरप्रतिषेधार्थः—यथा सूर्यघनोऽग्नौघन इति । एवं शब्दोऽवधारणार्थः,
 नात्रज्ञातान्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थः । यदीदमेकमवैतत् परमार्थतः ब्रह्म
 संसारद्वयसम्पृक्तम्, किंनिमित्तोऽयं धियाभाव आद्यनः—आतो मृतः
 सूक्ष्मं दुःखायं मथेत्येवमादिलक्षणोऽनेकसंसारधर्मोपक्रमः १—इति, उच्यते—
 एतेभ्यः भूतेभ्यः—वाञ्छेतानि कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि नामरूपाश्चकानि
 सलिलफेनबुद्बुदोपमानि ब्रह्म परमाद्यनः सलिलोपमञ्च, येषां, विषयपर्याप्तानां
 प्रज्ञानघने ब्रह्मणि परमार्थविवेकज्ञानेन प्रबिलापनमुक्तं नदीसमुद्रवत्—एतेभ्यो
 हेतुभूतेभ्यो भूतेभ्यः सत्यशब्दाद्येभ्यः समुत्थाय सैकवधियावत्—यथाहन्ताः
 सूर्याच्छादिप्रतिविम्बः, यथा वा ब्रह्म फटिकशालकाद्युपाधिभ्यो रक्तादिभावः,
 एवं कार्यकरणभूत-भूतोपाधिभ्यो विशेषाद्यधियाभावेन समुत्थाय सम्यग्वाय,
 येभ्यो भूतेभ्यो उच्यते, तानि यदा कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि भूतानि
 आद्यनो विशेषाद्यधियाहेतुभूतानि शास्त्राचार्योपदेशेन ब्रह्मविद्यया नदीसमुद्रवत्
 प्रबिलापितानि विनश्रुति, सलिलफेनबुद्बुदादिवत्, तेषु विनश्रुत्त अथैव एव
 विशेषाद्यधियाभावो विनश्रुति ; यथोदकालककादिहेतुपनये सूर्याच्छादिकदि-
 प्रतिविम्बो विनश्रुति, चन्द्रादिवरूपमेव परमार्थतो व्यवतिष्ठते, तद्वत् प्रज्ञानघन-
 अनन्तमपारं ब्रह्म व्यवतिष्ठते । ३

আপেক্ষিকং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানমিতি শেবঃ । অবধারণরূপমর্থমেব ফোরম্ভি—নাস্তিদিতি । এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখ্যেভ্যাদিনয়নস্তরবাক্যব্যবর্ত্যামাশঙ্কামাহ—যদীদমিতি । বস্তুতঃ শুদ্ধে কিং সিদ্ধিতি, তথাহ—সংসারেতি । তর্হি তন্নিমিত্তাভাবান্ন তত্ত্ব থিলায়মিতি মহাহ—কিংনিমিত্ত ইতি । থিলাভাবমেব বিশিনষ্টি—জ্ঞাত ইতি । অনেকঃ সংসাররূপো ধর্মোহশনার্যাপিগানাদিত্তেনোপকৃত্তো দূষিত ইতি যাবৎ । থিলাভাবে নিমিত্তং ধর্মহস্তরমাহ—উচ্যতেইতি । এতচ্ছকার্থং ব্যাকরোতি—যানীতি । যচ্ছস্ত পরমায়নঃ কার্য্যকরণবিষয়াকারণগণিতানীতি সম্বন্ধঃ । তানি ব্যবহারসিদ্ধার্থং বিশিনষ্টি—নামরূপাত্মকানীতি । তেষামতিদুর্কলং হৃৎগতি—সলিলেতি । স্বচ্ছং দৃষ্টান্তমাহ—সলিলোপমত্তেতি । তেষাং প্রত্যক্ষদেহপি প্রকৃত্তভাবাবে কথমেতচ্ছন্মে পরানর্থঃ শ্রাদ্ধিত্যাশঙ্ক্যাহ—যেবামিতি । উক্তমেকায়নপ্রক্রিয়ায়ামিতি শেবঃ । ব্রহ্মণি প্রজ্ঞানঘনে ভূতান্যং প্রলয়ে দৃষ্টান্তমাহ—নদীতি । হেতো পক্ষমীতি ধর্ময়তি—হেতুভূতেভ্য ইতি । পূর্নস্মিন্ ব্রাহ্মণে যষ্ঠান্তস্যশব্দবাচ্যতয়া তেষাং প্রকৃত্তভূমাহ—সত্যোতি । যথা সৈন্ধবঃ সন্ থিলাঃ সিক্কোস্তেজঃসম্বন্ধমপেক্ষোদগচ্ছতি, তথা ভূতেভ্যঃ থিলাভাবো ভবতীত্যাহ—সৈন্ধবেতি । সমুখানমেব বিরূপোতি—যথেষ্টাদিনা । তাস্তেবেভ্যাদি ব্যাচষ্টে—যেভ্য ইতি । থিলাহেতুভূতানি ভব্বে হেতুপোপেতানীতি যাবৎ । ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তৌ হেতুমাহ—শাস্ত্রেতি । তৎফলং সমুদ্রান্তমচষ্টে—নদীতি । যথা সলিলে কেনাদরো বিনশতি, তথা ভূতেষু বিনশৎসংসংযমু পশ্চাৎ থিলাভাবো নশ্বতীত্যাহ—সলিলেতি । কিং পুনর্ভূতানাং থিলাভাবশ্চ বিনাশে সত্যবিশিষ্টতে ? তত্রাহ—যথেষ্টি । ৩

ন তত্র প্রেত্য বিশেষসংজ্ঞাস্তি কার্য্যকরণসজ্জাতেভ্যো বিমুক্তস্ত ইত্যেবম্, অরে মৈত্রেয়ি, নাস্তি বিশেষসংজ্ঞেতি ব্রবীমি—অহমস্মি অমুশ্য পুত্রঃ, মমেদং ক্ষেত্রং ধনং, সুখী দুঃখীত্যেবমাদিলক্ষণা, অবিষ্টাকৃত্তাত্ত্বান্তাঃ ; অবিষ্টায়াশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা নিরদ্বয়তো নাস্তিতত্ত্বাৎ কুতো বিশেষসংজ্ঞাসম্ভবো ব্রহ্মবিদশ্চৈতন্ত্ব-বভাবহিতস্ত ? শরীরাবহিতস্তাপি বিশেষসংজ্ঞা নোপপত্ততে, কিমুত কার্য্য-করণবিমুক্তস্ত সর্বতঃ—ইতি হ উবাচ উক্তবান্ কিল পরমার্থদর্শনং মৈত্রেবৈ ভার্য্যায়ৈ যাক্তবক্যঃ ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

তত্ত্বেতি কৈবল্যোক্তিঃ । উক্তমেব বাক্যার্থং শ্রুতয়তি—নাস্তীতি । ব্রহ্মবিদোহশরীরস্ত বিশেষসংজ্ঞাভাবং কৈমুতিকস্তায়েন কথয়তি—শরীরাবহিতত্তেতি । হৃৎগুত্তেতি যাবৎ । সর্বতঃ কার্য্যকরণবিমুক্তত্তেতি সম্বন্ধঃ ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতেছে—‘স যথা’ ইত্যাদি । সৈন্ধবথিলা—সৈন্ধব অর্থ—সিদ্ধুর বিকার । এখানে সিদ্ধু অর্থে জল অভিহিত হইয়াছে ; কারণ, শুন্দন বা ক্ষরণ হওয়া জলেরই স্বাভাবিক ধর্ম ; শুন্দন হেতুই জলের নাম সিদ্ধু ; বাহা ঐ সিদ্ধুর বিকার, বা সিদ্ধুতে উৎপন্ন, তাহা সৈন্ধব । থিলা অর্থ—খিল (পিও), স্বার্থে তদ্ধিত ‘ব’ প্রত্যয় হইয়াছে । সৈন্ধব-

খিল্য অর্থ—বাহা সৈন্ধব, তাহাই খিল্য। সেই সৈন্ধবখিল্য স্বযোনি জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া জলের সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়; পার্থিব উত্তাপ-সংযোগ বশতঃ খিল্যের যে কঠিনতা হইয়া থাকে, স্বকারণীভূত জলসংস্পর্শে তাহার অপগম বা অন্তর্ধান, তাহাই [সৈন্ধবখিল্যের উপাদানভূত] উদকের বিলয়; সুতরাং সেই জল-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে, সৈন্ধবখিল্যের বিলয় হইয়া থাকে, এখানে “উদকমেব অনু বিলীয়েত” কথায় তাহাই ব্যক্ত করা হইতেছে। অতি বিচক্ষণ লোকও এই সৈন্ধবখিল্যকে পূর্বের স্থায় পৃথক্ করিয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না; কারণ? যে হেতু, যে যে অংশ হইতে ঐ জল গ্রহণ করা যায়—গ্রহণ করিয়া আশ্বাদন করা যায়, সেই জলে কেবল লবণাবাদই পাওয়া যায়, কিন্তু খিল্যভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে [“গ্রহণায়—ইব”] এই ‘ইব’ শব্দটির কোনই অর্থ নাই। ১

অরে মৈত্রৈয়ি, যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ঠিক এইরূপই পরমাশ্রাখ্য মহৎ ভূত (নিত্যসিদ্ধ পদার্থ)—তুমি অবিজ্ঞাপ্রভাবে যে মহৎ ভূত হইতে বিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্ন হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্পর্ক বশতঃ খিল্যভাব (পৃথক্ ব্যক্তিভাব) প্রাপ্ত হইয়াছ—মর্ত্যরূপে জন্ম, মরণ, অশনাদি, পিপাসা প্রভৃতি সংসার-ধর্ম্মবৃত্ত হইয়াছ; আমি অমূকের বংশজাত—অমুক বলিয়া আপনাকে নাম-রূপ-কার্য্যাদ্বক মনে করিতেছ। দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্পর্ক-জনিত ভ্রমাত্মক তোমার সেই খিল্যভাবটি যদি অজর, অমর, অভয়, অনন্ত, অপার, নিত্যগুণ ও সৈন্ধবপিণ্ডবৎ একরসাত্মক জ্ঞানস্বরূপ ব্যবধানরহিত এবং অবিজ্ঞা-জনিত ভ্রম-রহিত নিত্যসিদ্ধ মহৎ স্বযোনি পরমাশ্রাখে প্রবেশিত হয়;—তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত খিল্যভাবটিও স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়; তখন অবিজ্ঞাকৃত সমস্ত ভেদও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন—এই এক অদ্বিতীয় মহৎ ভূত ব্রহ্মবস্তুর সর্বাংগে পক্ষা বৃহৎ বলিয়া এবং আকাশাদি মহাভূতের কারণ বলিয়াও মহৎ, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়েই তাহার স্বরূপহানি ঘটে না, সর্বদাই সিদ্ধবৎ থাকে, এই কারণেই ত্ব-ধাতুর উত্তর নির্জাপ্রত্যয় (‘জ’ প্রত্যয়) হইয়াছে। অথবা ভূতশব্দটি পরমার্থ বস্তুবোধক; [বুঝিতে হইবে যে,] তিনি মহৎও বটে, এবং পরমার্থ সত্যও বটে; জাগতিক পদার্থগুলি যদিও স্বপ্ন ও মায়াসমুখিত হিমালয়াদি পর্বতসদৃশ মহৎ হউক, তথাপি তাহা কখনই পারমার্থিক সত্য নহে; এইজন্যই এখানে ‘মহৎ’ ও ‘ভূত’ শব্দে ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে। ২

[সেই মহৎ ভূতটি] অনন্ত ; কারণ, দেশকালাদি দ্বারা তাহার অন্ত বা সীমা নির্দ্ধারিত করা যায় না ; অনন্ত্য ধর্মটি সময়বিশেষে আপেক্ষিকও হইতে পারে ; এই লক্ষ্য বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—‘অপারম্’, অর্থাৎ তাঁহার আনন্ত্য আপেক্ষিক নহে, স্বাভাবিক । বিজ্ঞান অর্থ—বিশেষ জ্ঞান ; বিজ্ঞানঘন অর্থ—বিজ্ঞানও বটে, ঘনও বটে ; ‘ঘন’ শব্দটি অজ্ঞাতীয় পদার্থের সম্বন্ধপ্রতিবেদক ; যেমন—সুবর্ণঘন (কেবলই সুবর্ণ), অয়োঘন (কেবলই লৌহ) ইত্যাদি । [বিজ্ঞানঘন এব] এই ‘এব’ শব্দটির অর্থ অবধারণ—নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে অজ্ঞাতীয় কোন পদার্থ বিद्यমান নাই । ভাল কথা, এই পরমাত্মা যদি নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় বার্থ নির্মল ও সংসারহুঃখে অসংস্পৃষ্টই হয়, তাহা হইলে এই আত্মার অজ্ঞাত্যবাবের কারণ কি ? যাহার ফলে—জীবগণ ‘আমি জাত, মৃত, সুখী, দুঃখী এবং আমি আমার ইত্যাদি অনেক প্রকার সংসারধর্মে উৎপীড়িত হইয়া থাকে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ”—স্বচ্ছ নিরাবিল সলিলসদৃশ পরমাত্মার এই যে, জলীয় ফেন বৃদ্বেদের জ্ঞান দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পরিণত নামরূপাত্মক ধর্ম, পরমার্থবিবেক-জ্ঞান দ্বারা কার্য্য, করণ ও বিষয়াত্মক সে সমস্ত ধর্মের—সমুদ্রে নদী-নালার জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মাতে বিলীন করার কথা উক্ত হইয়াছে । সত্য-শব্দবাচ্য সেই মহৎ ভূত হইতে সৈন্ধব-খিল্যের জ্ঞান সমুৎপিত হইয়া—অর্থাৎ জলের সাহায্যে বেরূপ চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতি-বিম্ব উৎপিত হয়, অলস্ত (আলতা) প্রভৃতি লোহিত দ্রব্যের সহযোগে বেরূপ স্বভাবগুণ ফটিকে লৌহিত্যাদি ভাব উপস্থিত হয়, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ভাবে পরিণত ভূতাত্মক উপাধির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন আত্মারও বিশেষ বিশেষ খিল্য-ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে ; আত্মার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিভেদে খিল্যভাব প্রাপ্তির হেতুভূত এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকারে পরিণত সেই ভূতসমূহই আবার যখন শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশজনিত ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রভাবে সমুদ্রে নদীসমূহের জ্ঞান বিলাপিত (বিনাশিত) হয়, তখন সেই ভূতসমূহ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে, কাথত সেই আত্মারও সেই বিশেষ বিশেষ খিল্যভাব বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রাতিবিম্ব সমুদ্ভবের হেতুভূত জলের ও অলস্তাদি (আলতা প্রভৃতি) বস্তুর অভাবে যেমন জলাদিগত চন্দ্র সূর্য্য ও ফটিকাদির প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায়—তখন তাহার কেবল চন্দ্র সূর্য্যাদিরূপেই অবস্থান করে, তেমনি উপাধিভূত ভূতবর্গের বিলয় হইলে পর, তজ্জনিত ঐ খিল্যভাবও অনন্ত অপার নির্মল প্রজ্ঞানঘনস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । ৩

অরে মৈত্রেয়ি, আমি বলিতেছি—সেই কৈবল্যাবস্থায় যখন প্রেত হয়—
কার্যকরণাত্মক দেহপিণ্ড হইতে বিমুক্ত হয়, তখন তাহার আর বিশেষ সংজ্ঞা
অর্থাৎ ‘আমি অমুক, অমূকের পুত্র, আমার এই ক্ষেত্র ও ধনসম্পদ, আমি সুখী
দুঃখী’ ইত্যাদি প্রকার বিশেষ জ্ঞান থাকে না ; কারণ, একমাত্র অবিজ্ঞা হইতেই
ঐ প্রকার বিশেষ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই অবিজ্ঞাই যখন ব্রহ্মবিজ্ঞা
দ্বারা সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন নিজের স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থিত
সেই ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির ‘বিশেষ সংজ্ঞা-সম্ভাবের সম্ভাবনাই থাকে না ; তখন
দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ সত্তার আর কথা কি ? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি স্বীয় ভাৰ্য্যা মৈত্রেয়ীকে
এইরূপ পরমার্থ জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥ ১২ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়্যাত্রেব মা ভগবানমুমূহন্ ন প্রেত্য সংজ্ঞা-
স্তীতি ; স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরেহং মোহং ত্রবীম্যলং
বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ।—সা (এবং প্রতিবোধিতা) মৈত্রেয়ী উবাচ হ (কিল) ভগবান্
(পূজনীয়ো ভবান্) ‘ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি’ অত্র (বিষয়ে) এব মা (মাম্)
অমুমূহং (বিমোহিতবান্) । [এবমুক্তঃ] সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে (হে
মৈত্রেয়ি), অহং ন বৈ (নৈব) মোহং (মোহকরং বাক্যম্) ত্রবীমি ; অরে (হে
মৈত্রেয়ি), ইদং (মদ্রুতঃ ‘ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি’ বাক্যার্থঃ) বিজ্ঞানায় (বিশেষণ
জ্ঞাতুম্) বৈ অলং (পর্যাপ্তং বোগ্যমিত্যর্থঃ) ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

মূলশাস্ত্রবাদঃ।—মৈত্রেয়ী এইরূপ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া যাজ্ঞ-
বল্ক্যকে বলিলেন—পূজনীয় আপনি যে, বলিয়াছেন—প্রেত্যভাবের
পর বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, এখানেই আমাকে বিমোহিত করিয়াছেন,
অর্থাৎ প্রেত্যভাবের পর যে, বিশেষ বিজ্ঞান কেন থাকে না, তাহা
আমি বুঝিতেছি না । তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি,
আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মোহকর (ভ্রান্তিজনক মিথ্যা) বাক্য
বলিতেছি না ; এ বিষয়টি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবারও উপযুক্ত
বটে ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাস্তম্।—এবং প্রতিবোধিতা সা হ কিল উবাচ উক্তবতী মৈত্রেয়ী—
অত্রৈব এতন্নিরৈকেন্দ্রি় বস্তুনি ব্রহ্মনি বিরুদ্ধধর্মবসমাচক্ষাণেন ভগবতা

মম মোহঃ কৃতঃ, তদাহ—অত্রৈব মা ভগবান্ পূজাবান্ অমুমহৎ মোহং কৃতবান্ । কথং তেন বিরুদ্ধধর্মবস্তুমুক্তমিতি ? উচ্যতে—পূর্কং বিজ্ঞানঘন এবৈতি প্রতিজ্ঞায়, পুনর্ন প্রেতা সংজ্ঞাস্তীতি । কথং বিজ্ঞানঘন এব ? কথং বা ন প্রেতাংসংজ্ঞাস্তীতি ? ন হুঙ্কঃ শীতশ্যায়িরেবৈকো ভবতি, অতো মৃঢ়াহম্যত্র । স*হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন বৈ অরে মৈত্রেয়ি, অহং মোহং ব্রবীমি, মোহনং বাক্যং ন ব্রবীমীত্যর্থঃ ।

নহু কথং বিরুদ্ধধর্মত্বমবোচঃ—বিজ্ঞানঘনং সংজ্ঞাভাবক্ ; ন ময়েদমেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি অভিহিতম্ ; ত্বয়ৈবেদং বিরুদ্ধধর্ম্মত্বেন একং বস্তু পরিগৃহীতং ব্রাহ্মণ্য ; ন তু ময়োক্তম্—ময়া তু ইদমুক্তম্ ;—যন্ত অবিজ্ঞাপ্রত্যাপহাপিতঃ কার্য্যকরণ-সম্বন্ধাভাবঃ, তস্মিন্ বিজ্ঞানো নাশিতে, তন্নিমিত্তা যা বিশেষ্যসংজ্ঞা শরীরাদিসম্বন্ধিনি অত্বদর্শনলক্ষণা, সা কার্য্যকরণসম্বন্ধাতোপার্থে প্রবিলাপিতে নশ্রুতি, হেতুভাবাৎ, উদকাত্মাদারনাশাদিব চন্দ্রাদিপ্রতিবিম্বঃ তন্নিমিত্তশ্চ প্রকাশাদিঃ ; ন পুনঃ পরমার্থচন্দ্রাদিত্যস্বরূপনাশবৎ অসংসারি-ব্রহ্মস্বরূপস্ত বিজ্ঞান-ঘনস্ত নাশঃ ; তদ্ বিজ্ঞানঘন ইত্যুক্তম্ ; স আত্মা সর্ব্বশ্চ ভগতঃ ; পরমার্থতো ভূতানাশম্ বিনাশী ; বিনাশী অবিজ্ঞাতখিল্যভাবঃ “বাচ্যরন্তণং বিকারো নাম-ধেরম্” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । অয়ন্ত পারমার্থিকোহবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা, অতঃ অলং পর্যাগুং বৈ অরে ইদং মহদভূতম্ অনন্তমপারং যথাব্যাখ্যাতে বিজ্ঞানায় বিজ্ঞাতুম্, “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেব্বিপারিলোপো বিজ্ঞতে অবিনাশিত্বাৎ” ইতি হি বক্ষ্যতি ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

টীকা ।—উক্তং পরমার্থদর্শনমেব ব্যক্তীকর্ত্ত্বং চোদয়তি—এবমিতি । তেন যাজ্ঞবল্ক্যোনেতি যাবৎ । ইতি বদতা বিরুদ্ধধর্ম্মবস্তুমুক্তমিতি শেবঃ । এবং বদনেহপি কুতো বিরুদ্ধধর্ম্মবস্তুমুক্তি-ত্তত্ৰাহ—কথমিতি । একত্বৈব বিজ্ঞানঘনত্বে সংজ্ঞারাহিত্যে চ কুতো বিরোধধারিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । বিরোধবুদ্ধিকলমাহ—অন্ত ইতি । অত্রেত্যুক্তবিষয়পারমর্শঃ । ন বা ইতি প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—অর ইতি । মোহনং বাক্যং ব্রবীত্যেব ভবানিতি শব্দভেদে—নথিতি । সমাধস্তে—ন ময়েতি । কথং তর্হি মমৈকস্মিন্নেব বস্তুনি বিরুদ্ধধর্ম্মবস্তুবুদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বয়ৈবেতি । ত্বয়া তর্হি কিমুক্তমিতি, তত্ৰাহ—ময়া ইতি । খিল্যভাবস্ত বিনাশে প্রত্যাগায়-স্বরূপমেব বিনশ্রুতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন পুনরিতি । ব্রহ্মস্বরূপতানাবে কিমাত্মতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভদিতি । বিজ্ঞানঘনস্ত প্রত্যক্ত্বং দর্শয়তি—আস্তেতি । কথং তর্হি ভাস্তেবামুর্বিনশ্রুতীতি, তত্ৰাহ—ভূতনাশেতি । খিল্যভাবস্তাবিচ্ছাদকত্বে প্রমাণমাহ—বাচ্যরন্তণমিতি । খিল্যভাববৎ প্রত্যাগায়নোহপি বিনাশিত্বং স্তাদিতি চেন্নেত্যাহ—অয়ং ইতি । পারমার্থিকত্বে প্রমাণমাহ—অবিনাশীতি । অবিনাশিত্বকলমাহ—অন্ত ইতি । পর্যাগুং বিজ্ঞাতুমিতি সম্বন্ধঃ । ইদমিত্যাদি-

পদানাং গতার্থান্যাব্যাখ্যেয়ত্বং নূতনভি—স্বথেন্ভি । বিজ্ঞানঘন এবত্যত্র বাক্যশেষং প্রমাণয়তি—
ন হীতি । ১১২ । ১৩ ।

ভাষ্যানুবাদ।—মৈত্রেয়ী এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—এই বিষয়েই অর্থাৎ একই ব্রহ্মে বিরুদ্ধ ধর্মের উপদেশ করিয়া আমার মোহ বা ভ্রম সমুৎপাদন করিয়াছেন । এই কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্—পূজনীয় আপনি এই বিষয়েই আমাকে মোহিত করিয়াছেন । তিনি যে, কিরূপে বিরুদ্ধ ধর্ম-সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন—প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে, আত্মা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানঘন ; শেষে আবার বলা হইয়াছে যে, প্রেত্য-ভাবে পর আর বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না । কিরূপেই বা বিজ্ঞানঘনও বটে, আবার কিরূপেই বা প্রেত্যভাবে পর সংজ্ঞা-লোপ সম্ভবপর হয় ? কারণ, একই অগ্নি কখনই গীতল ও উষ্ণ হইতে পারে না ; অতএব কাজেই আমি এবিষয়ে বিমূঢ় হইতেছি । এ কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি 'কখনই মোহ বলিতেছি না, অর্থাৎ মোহকর বাক্য বলিতেছি না ।

মৈত্রেয়ীর আশঙ্কা এই যে, একবার 'বিজ্ঞানঘন' আবার 'সংজ্ঞার অভাব' বলায় তুমি ত আত্মার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্মই নির্দেশ করিতেছ ? [তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] আমি একই বস্তুতে উক্ত ধর্মদ্বয় নির্দেশ করি নাই ; তুমিই ভ্রান্তি-বশতঃ একই বস্তুকে উক্ত বিরুদ্ধ-ধর্মবিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছ মাত্র ; আমি সেক্ষেপ কথা কখনও বলি নাই ; আমি বলিয়াছি, অবিজ্ঞাপ্রভাবে আত্মার যে, দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধাধীন থিলাভাব (ব্যক্তিত্ব) উপস্থিত হয়, আত্মজ্ঞান দ্বারা সেই থিলাভাব তিরোহিত হইলে পর, দেহেন্দ্রিয়াদিসত্ত্বাতোপাধি ও বিষয়াসঙ্গজনিত শরীরাদি-সম্বন্ধাধীন ভেদদর্শনাশ্রয় সেই বিশেষ সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইয়া যায় ; কারণ, তখন তাহার কারণীভূত অবিজ্ঞাদি দোষ বর্তমান থাকে না ; কাজেই প্রতিবিষাধার জলাদি-বিনাশে যেরূপ তদ্রূপ চন্দ্রাদি-প্রতিবিম্ব ও তজ্জনিত প্রকাশাদি ধর্মের বিলোপ হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতিবিম্বনাশে যেরূপ বিষাধার চন্দ্র ও আদিত্যাদি পদার্থের স্বরূপহানি ঘটে না, তদ্রূপ বিশেষ সংজ্ঞালোপেও অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপ বিজ্ঞানঘনের স্বরূপতঃ বিনাশ হয় না ; এইজন্ত তাহাকে 'নিত্য বিজ্ঞানঘন' বলা হইয়াছে । সেই বিজ্ঞানঘনই সর্ব জগতের আত্মা ; সূত্রগাং ধোপাদান ভূতসমূহের বিনাশেও তাহার স্বরূপতঃ বিনাশ হয় না ; কিন্তু অবিজ্ঞাকৃত থিলাভাবটিরই কেবল বিনাশ হয় ; কারণ, অত্র শ্রুতিতে আছে—বিকারমাত্রই (কার্যবস্তুমাত্রই) কেবল বাক্যারদ্ধ নাম মাত্র । অরে মৈত্রেয়ি, পরমার্থ সং এই আত্মা কিন্তু অবিদ্যাময়ী ; অতএব এই অনন্ত অপার

মহৎ পরমসত্য পরমাত্মার স্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিলাম, তাহা বুঝিতে পারা যায় ; ইহার পরেও বলিবেন—‘অবিনাশী বলিয়াই বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ বা বিনাশ হয় না’ ইতি ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিহ্বতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজান্নাতি, যত্র বা অশ্চ সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং জিহ্বেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ । যেনেদং সর্বং বিজান্নাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—যদ্ব্যভূৎ—ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি, তদুপপাদয়িতুমাহ—
যত্রৈত্যাदि । [অরে মৈত্রেয়ি,] যত্র (অবিজ্ঞাবস্থায়) হি (নিশ্চয়ে), দ্বৈতম্ ইব
ভবতি (একস্মিন্ অদ্বয়ে ব্রহ্মণি ভিন্নমিব বস্তুস্তরং প্রতীয়মানং ভবতি), তৎ
(তত্র) ইতরঃ ইতরং জিহ্বতি (কর্তৃভূতঃ একঃ কর্মভূতম্ অত্র জিহ্বতীত্যর্থঃ);
তৎ (তত্র) ইতরঃ ইতরং পশ্যতি, তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি ; তৎ ইতরঃ
ইতরম্ অভিবদতি, তৎ ইতরঃ ইতরম্ মনুতে, তৎ ইতরঃ ইতরং বিজান্নাতি ।
[তদা ভেদসাপেক্ষঃ সর্বো ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ইতি ভাবঃ ।] [পক্ষান্তরে]
যত্র বৈ সর্বং (নামরূপাত্মকং জগৎ) অশ্চ (ব্রহ্মবিদঃ) আত্মা এব অভূৎ
(আত্মব্যতিরেকেণ সর্বেষামভাবঃ সম্পদ্যতে), তৎ (তত্র বিজ্ঞাবস্থায়) কেন
(করণেন) কং (বিষয়ং) জিহ্বেৎ (ভ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং কুর্য্যাৎ) ? তৎ কেন কং
পশ্যেৎ ? তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ ? তৎ কেন কং অভিবদেৎ (প্রণমেৎ) ? তৎ
কেন কং মন্বীত ? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ (সর্বাশ্বকছোপপত্তৌ ভেদাভাবাৎ
আত্মাণাদিব্যাপারাগামত্যন্তনিবৃত্তিঃ স্তূতরাং সংপদ্যতে ইতি ভাবঃ) । অরে মৈত্রেয়ি,
যেন (চৈতন্যেন) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্বং বিজান্নাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি),
কেন (করণেন) তৎ (বিজ্ঞানঘনম্ আত্মানং) বিজানীয়াৎ ? (জ্ঞাতুং শকুয়াৎ ?);
বিজ্ঞাতারং (সর্ববিজ্ঞানসাক্ষিভূতং তৎ) কেন বিজানীয়াৎ ? (ন কেনাপীত্যর্থঃ)
ইতি ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ :—অয়ি মৈত্রেয়ি, যে অবস্থায় দ্বৈতবৎ—ভিন্নের
শায় প্রতীয়মান হয়, সেই অবস্থায়ই অপরে অপরকে (গন্ধ) আভ্রাণ
করে, একে অপরকে দর্শন করে, অগ্রে অগ্ৰকে শ্রবণ করে, একে
অপরকে অভিবাদন করে, অপরে অপরকে চিন্তা করে, অপরে অপরকে
বিশেষরূপে জানে ; অর্থাৎ সেই অবিজ্ঞাবস্থাতেই ভেদসাপেক্ষ দর্শনাদি
সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, যে অবস্থায় সমস্তই
(জগৎই) সাধকের আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুরই
সত্তা-স্মৃতি হয় না, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে আভ্রাণ করিবে ?
কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ? কিসের দ্বারা কাহাকে শ্রবণ
করিবে ? কিসের দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে ? কিসের দ্বারা
কাহাকে চিন্তা করিবে ? কিসের দ্বারা কাহাকে বিশেষরূপে জানিবে ?
জীবগণ, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর সমস্ত বিষয় জানিয়া থাকে,
তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? অয়ি মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে
আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? অর্থাৎ সে সময় ভেদসাপেক্ষ সমস্ত
ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—কথং তর্হি প্রেত্য সংজ্ঞা নাতীত্যাচ্যতে,—শৃণু—
যত্র যশ্চিন্নবিজ্ঞাকল্পিতে কার্য্যকরণসজ্জাতোপাধিজনিতে বিশেষায়নি থিত্বাভাবে,
হি যস্মাদ্ দ্বৈতমিব পরমার্থতোহদ্বৈতে ব্রহ্মণি দ্বৈতমিব ভিন্নমিব বস্তুস্বরমাত্মনঃ
উপলক্ষ্যতে । নহু দ্বৈতেনোপমীয়মানত্বাৎ দ্বৈতস্ত পারমাণ্বিকত্বমিতি ? ন,—
“বাচ্যরন্তং বিকারো নামধেয়ম্” ইতিশ্রুত্যন্তরাদেকমেবাদ্বিতীয়মাত্মৈবেদং
সর্কমিতি চ । ১

তৎ তত্র যস্মাদ্ দ্বৈতমিব, তস্মাদেবেতরোহসৌ পরমাত্মনঃ থিত্বাভূত আত্মা
অপরমার্থঃ চন্দ্রাদেবিরবাকচন্দ্রাদিপ্রতিবিম্বঃ—ইতরো ভ্রাতা ইতরেণ ভ্রাণেন
ইতরং ভ্রাতব্যং বিদ্রতি । (১) ইতর ইতরমিতি কারকপ্রদর্শনার্থং, বিদ্রতীতি
ক্রিয়াফলরোরভিধানম্ । যথা ছিনতীতি যথোপযোগ্যম্য নিপাতনং ছেদস্ত চ
দ্বৈতীভাবঃ উভয়ং ছিনতীত্যেকেনৈব শব্দেনাভিধীয়তে ক্রিয়াফলাবসানত্বাৎ,

(১) কচিৎ ‘ভদিতর ইতরং পশ্চতি’ ভদিতর ইতরং বিদ্রতি, ইত্যেবং শ্রুতৌ পাঠ্যবৎ,
তত্র তু ভাষ্যমপি শুবহুক্রমাহুরোবি বর্ততে ইতি জ্ঞাতব্যম্ ।

ক্রিয়াব্যতিরেকেণ চ তৎফলশাস্ত্রমপলভ্যতঃ । ইতরো ব্রাতা ইতরেণ ব্রাহ্মণেনেতরং ব্রাতব্যং জিহ্বতি, তথা সৰ্বং পূৰ্ববদবিজ্ঞানান্তি, ইয়মবিজ্ঞাবদবস্থা । ২

যত্র তু ব্রহ্মবিজ্ঞা অবিজ্ঞা নাশমুপগমিতা, তত্রাত্মব্যতিরেকেণ অজ্ঞাত্যভাবঃ । বত্র বৈ অশ্রু ব্রহ্মবিদঃ সৰ্বং নামরূপাদি আশ্রয়েণ প্রবিলাপিতম্ আশ্রয়েব সংযুক্তং—বত্রেবমাত্মৈবাত্মং, তৎ তত্র কেন করণেন কং ব্রাতব্যং কঃ জিহ্বতঃ ? তথা পশ্চেৎ, বিজ্ঞানীয়াৎ । ৩ ১১-৪-৪৮

সৰ্বত্র হি কারকসাধ্যা ক্রিয়া ; অতঃ করাকাতাবেহমুপপত্তিঃ ক্রিয়ায়াঃ ; ক্রিয়াভাবে চ ফলাভাবঃ ; তস্মাদবিজ্ঞায়ামেব সত্যং ক্রিয়াকারকফলব্যবহারো ন ব্রহ্মবিদঃ । আশ্রয়াদেব সৰ্বশ্চ নাশ্রব্যব্যতিরেকেণ কারকং ক্রিয়াফলং বাস্তি । ন চানাত্মা সন্ সৰ্বশ্চাত্মৈব ভবতি কস্তুচিৎ ; তস্মাদবিজ্ঞয়েবানাত্মত্বং পরিকল্পিতম্ ; নতু পরমার্থত আশ্রব্যব্যতিরেকেণান্তি কক্ষিৎ ; তস্মাৎ পরমার্থাত্মৈকত্বপ্রত্যয়ে ক্রিয়াকারকফলপ্রত্যয়ামুপপত্তিঃ ; অতো বিরোধাদ্ ব্রহ্মবিদঃ ক্রিয়াণাং তৎ সাধনানাঞ্চাত্মন্তমেব নিবৃত্তিঃ । 'কেন কথম্' ইতি ক্ষেপার্থং বচনম্ প্রকারান্ত-রামুপপত্তির্দর্শনার্থম্ ; কেনচিদপি প্রকারেণ ক্রিয়াকরণাদিকারকামুপপত্তেঃ । কেনচিৎ কক্ষিৎ কশ্চিৎ কথক্ষিৎ ছিহ্মেদেবেত্যর্থঃ । ৪

যত্রাপ্যবিজ্ঞাবস্থায়াম্ অজ্ঞঃ অজ্ঞং পশুতি, তত্রাপি যেনেদং সৰ্বং বিজ্ঞানান্তি, তং কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ? যেন বিজ্ঞানান্তি, তশ্চ করণশ্চ বিজ্ঞয়ে বিনিযুক্তত্বাৎ ; জ্ঞাতুশ্চ জ্ঞেয়ে এব হি জিজ্ঞাসা, নাশ্রয়নি । ন চাশ্রয়বিবাত্মানো বিষয়ঃ, ন চাবিশয়ে জ্ঞাতুর্জানমুপপত্ততে ; তস্মাদ্ যেনেদং সৰ্বং বিজ্ঞানান্তি, তং বিজ্ঞাতারং কেন করণেন কো বাস্তো বিজ্ঞানীয়াৎ । বদা তু পুনঃ পরমার্থবিবেকিনো ব্রহ্ম-বিদো বিজ্ঞাতৈব কেবলোহদ্বয়ো বর্ততে, তং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়া-দিতি ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ চতুর্থঃ-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

টীকা।—আশ্রয়নো বিজ্ঞানঘনতঃ প্রামাণিকং চেৎ, তর্হি নিবেদ্যবাক্যমযুক্তমিতি শক্যতে—কথ-মিতি । অবিজ্ঞাতকৃতবিশেষবিজ্ঞানাত্মাবভিপ্রায়েণ নিবেদ্যবাক্যোপপত্তিরিত্যন্তরমাহ—শ্রুতি । বস্মিন্ স্তলক্ষেণে বিল্যভাবে সতি যস্মাদ্ যথোক্তে ব্রহ্মপি বৈতমিব বৈতমুপলক্ষ্যতে, তস্মাৎ তস্মিন্ সতীভর ইতরং জিহ্বতীতি সম্বন্ধঃ । বৈতমিবেতুক্তমনুজ ব্যাচষ্টে—ভিন্নমিবেতি । ইব-শব্দস্তোপমার্থভূমপ্ত্য শক্যতে—নহিতি । বৈতেন বৈতস্তোপমীয়মানত্বাদ্ দুষ্টান্তস্ত দাষ্টান্তিকস্ত-চ তস্ত বস্তব্যং জ্ঞাৎ, উপমানোপমেয়শ্চন্দ্রমুখ্যোর্বর্জিত্বোপলব্ধাদিত্যর্থঃ । বৈতপ্রপঞ্চ-বিখ্যাৎবাদিশ্রুতিবিরোধাত্মন তস্ত সত্যতেতি পরিহরতি—ন বাচ্যরন্তমিতি । তত্র তস্মিন্ বিল্যভাবে সতীতি বাবৎ । যস্মাদিবৈতমিব জাগরিতেহপি বৈতং যস্মাদালক্ষ্যতে, তস্মাৎ

পরমাত্মনঃ সকাশাবিতরোহসাবাস্তা খিল্যভূতোহপরমার্থঃ সন্নিতরং জিহ্বতীতি বোজন।
 পরমাদিতরশ্চিন্নাস্তপরমার্থে খিল্যভূতে দৃষ্টান্তমাহ—চন্দ্রাদেবিত্যেতি ইতরশব্দমনুভুতান্ত্য-
 মাহ—ইতরো ভ্রাতৃতি। অবিভাবশাঃ সর্বাণ্যপি কারকানি সতি, কর্তৃকর্মনিন্দেপশু
 সর্বকারকোপলক্ষণাদিত্যাহ—ইতর ইতি। ক্রিয়াফলদ্বয়েরকশব্দে দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—
 যথেন্তি। দৃষ্টান্তেপি বিশ্রুতিপত্তিমাশঙ্ক্যানন্তরোক্তং হেতুযেব স্পষ্টয়তি—ক্রিয়েতি। অতশ্চ
 জিহ্বতীত্যাদ্যপি ক্রিয়াকলদ্বয়েরকশব্দমবিরুদ্ধমিতি শেযঃ। উক্তং বাক্যার্থমনুভুত বাক্যান্তরেযশ্চি-
 ন্নিহতি—ইতর ইতি। তথেষ্তরো ত্রুষ্টেতরেণ চক্ষুযেতরং ত্রুষ্টবাং পশুতীত্যাদি ত্রুষ্টবামিতি শেযঃ।
 উত্তরেযপি বাক্যে পূর্ববাক্যাবৎ কর্তৃকর্মনিন্দেপশু সর্বকারকোপলক্ষণং ক্রিয়াপদন্তু চ ক্রিয়া-
 তৎকলাতিথ্যবিষয়ং তুল্যমিত্যাহ—সর্বমিতি। যত্র হীত্যাদিবােক্যার্থমুপসংহরতি—ইয়মিতি। ১

যত্র বা অন্তেত্যাদিবােক্যন্ত তাৎপর্যমাহ—যত্র ইতি। উক্তেহর্থে বাক্যাকরাপি ব্যাচাটে—
 যত্রেন্তি। তমেবার্থঃ সঙ্ক্ষিপতি—যত্রৈবমিতি। সর্বং কর্তৃকরণাদীতি শেযঃ। তৎ কেনেত্যাদি
 ব্যাকরোতি—তৎ তত্রেন্তি। কিংশব্দত্বােক্যার্থঃ কথয়তি—সর্বত্র ইতি। ব্রহ্মবিদ্যোহপি
 কারকম্বা ক্রিয়াদি যীক্রিয়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—আস্ত্যাদিতি। সর্বত্বাস্ত্যাদিসিদ্ধিমাশঙ্ক্য সর্ব-
 মাত্মৈবাত্মদ্বিতি ত্রুত্যা সমাধস্তে—ন চেতি। কথং তর্হি সর্বমাত্মব্যতিরেকেণ ভাতীত্যশঙ্ক্যাহ—
 তমাদিতি। ভেদভানন্তাবিচাকৃতযে কলিতমাহ—তস্মাৎ পরমার্থেন্তি। তদ্বৈতোরজ্ঞান-
 ত্তাপনীত্বাদিতি শেযঃ। একত্বপ্রত্যয়দজ্ঞাননিবৃত্তিযাঃ ক্রিয়াদিপ্রত্যয়ে নিবৃত্তেতংপি ক্রিয়াদি
 ত্তাপ্নেত্যাং—অন্ত ইতি। করণপ্রমাণরোভাবে কার্যন্ত বিরুদ্ধাদিতি যাবৎ। নহু কিংশব্দে
 প্রমাণে প্রতীহমানে কথং ক্রিয়াতৎসামান্যরোভাস্তনিবৃত্তিবিদ্রবো বিবক্ষ্যতে, তদ্যাহ—কেনেতি।
 কিংশব্দন্ত প্রাণেব কেপার্থমুক্তং, তচ্চ কেপার্থং বচো বিদ্রবঃ সর্বপ্রকারক্রিয়াকারকাত্তসত্ত্ব-
 প্রবর্ণনার্থমিত্যাত্তম্বেব ক্রিয়াদিনিবৃত্তির্বিদ্রবো যুক্ত্যর্থঃ। সর্বপ্রকারামুপপত্তিম্বেবাত্তনয়তি—
 কেনচিদিতি। ২

কৈবল্যাবস্থামাহার সংজ্ঞাভাবচনমিত্যুক্ত। তত্রৈব কিং পুনস্ত্যং বক্তুমবিভাবস্থামপি
 সাক্ষিণো জ্ঞানাবিষয়মাহ—যদ্যপীতি। যেন কুটূহবোধেন ব্যাপ্তো লোকঃ সর্বং জানাতি,
 তং সাক্ষিণঃ কেন করণেন কো বা জ্ঞাতা জানীহাদিত্যত্র হেতুমাহ—যেনেতি। যেন চক্ষুদাদিনা
 লোকো জানাতি, তন্ত বিবরগ্রহণেনৈবোপকীর্ণত্বাঃ সাক্ষিণি প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। আত্মনোহসন্নিদ-
 ভাবত্বাচ্চ প্রমেয়বাসিদ্ধিরিত্যাহ—জাতুশ্চেতি। কিঞ্চান্না যেনৈব জায়তে? জাত্বত্তরেণ বা?
 নাহ ইত্যাহ—ন চেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চাবিষয় ইতি। জাত্বত্তরতত্ত্বাবাস্ত-
 বিবরোহমাত্মা হুতন্তেন জাতুং শক্যতে। ন হি জাত্বত্তরমতি, নাস্তোহতোহন্তি ত্রুষ্টেত্যাদি-
 শ্চেতরিত্যর্থঃ। আত্মনি প্রমাতৃপ্রমাণদ্বয়েরোভাবে জ্ঞানাবিষয়ঃ কলতীত্যাহ—স্তমাদিতি।
 বিজ্ঞাতারমিত্যাদিবাক্যাত্তার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—যত্র ইতি। তদেব পরূপাপেক্ষং বিজ্ঞানবদ্বং,
 বিশেষবিজ্ঞানাপেক্ষং তু সংজ্ঞাভাবচনমিত্যবিরোধ ইতি। ১২০। ১৪।

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকামাং দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থং ব্রাহ্মণম্। ২। ৪।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে যে, মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা থাকে না বলা হইতেছে,

তাহা কি প্রকার, শ্রবণ কর,—যেহেতু যে অবস্থায়—অবিচ্ছিন্নিত-দেহেন্দ্রিয়-সত্ত্বাত্মক উপাধিজনিত বিশেষাকারে পরিচিত যে খিলাভাব-দশায় দ্বৈতের গ্রাস—প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও দ্বৈতেরই মত—আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুই মত প্রতীত হয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ‘দ্বৈতমিব’ বলিয়া যখন দ্বৈতের সঙ্গে তুলিত করা হইতেছে, তখন দ্বৈতপদার্থের সত্যতা ত নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইতেছে, অর্থাৎ দ্বৈত বলিয়া কোন সত্য পদার্থ না থাকিলে যখন তাহার সহিত উপমানোপমেয়ভাব কল্পিতই হইতে পারে না, তখন অবশ্যই ব্রহ্মের পদার্থেরও অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করা হইতেছে? না, এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, ‘বিকার বা জ্ঞাত পদার্থমাত্রই বাক্য্যরূপ নাম মাত্র’ এবং ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’ ইত্যাদি ঋতিতে [দ্বৈতের মিথ্যাত্বই অবধারিত হইয়াছে]। ১

সেই অবস্থায়—যেহেতু দ্বৈতেরই মত হয়, সেই হেতুই, জলে প্রতিকলিত চন্দ্রাদি-প্রতিবিশ্বের গ্রাস পরমাত্মা হইতে ভিন্নবৎ প্রতিপন্ন খিলাভাবাপন্ন এই অপর আত্মাণকর্তা প্রকৃত সত্য না হইলেও অপর—গ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আশ্রয় বিষয় (গন্ধ) আত্মাণ করিয়া থাকে। এখানে ‘ইতরঃ’ ও ‘ইতরং’ পদ দুইটি কারক-প্রদর্শক, অর্থাৎ প্রথমাস্ত পদটি কর্তৃকারকের, আর দ্বিতীয়াস্ত পদটি কর্মকারকের নির্দেশকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং ‘জিহ্বতি’ পদটি ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল-প্রকাশনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘ছিনত্তি’ পদটি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল,—‘ছিনত্তি’ বলিলে যেমন কুঠারের বারংবার উত্তোলনপূর্বক নিপাতন ও ছেদনীয় বৃক্ষাদির দ্বিধাভাব সম্পাদন, এই উভয়ই (নিপাতন ক্রিয়া ও তৎফল দ্বিধা করণ) একই ‘ছিনত্তি’ ক্রিয়ায় বুঝাইয়া থাকে; কারণ, ছেদনের ফল ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হয় এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহার উপলব্ধিও হয় না। পরবর্তী ‘পশতি’ ও ‘বিজ্ঞানাতি’ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপই ব্যবস্থা। এ পর্য্যন্ত বাহা বলা হইল, তৎসমস্তই অবিচ্ছিন্নবস্থা; [অতঃপর বিচ্ছিন্নবস্থার কথা বলা হইতেছে—] ২

পক্ষান্তরে, যে অবস্থায় ব্রহ্মবিচ্ছিন্ন-প্রভাবে অবিচ্ছিন্ন বিনাশিত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই অস্তিত্ব বোধ থাকে না। যে অবস্থায় দৃশ্যমান নামরূপাদি বস্তুনিচয় এই ব্রহ্মবিদের আত্মস্বরূপে বিলাপিত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় সর্বজগৎই এইরূপে আত্মস্বরূপ হইয়া যায়—আত্মাই হয়, সে অবস্থায় কে তাহার দ্বারা অর্থাৎ কোন্ সাধনের সাহায্যে কোন্ আশ্রয়ের বস্তু কে আত্মাণ করিবে? কোন্ দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিবে বা বিশেষরূপে জানিবে? ক্রিয়ামাত্রই কারকসাধ্য;

কাজেই কারকের অভাবে ক্রিয়ার অভাব হয়, এবং ক্রিয়ার অভাবে ক্রিয়াফলেরও সম্ভব হয় না । ৩

অতএব ক্রিয়া কারক ও ফল-বটিত যে সমস্ত ব্যবহার বিद्यমান আছে, তৎ-সমস্তই অবিজ্ঞা-সাপেক্ষ—অবিজ্ঞা থাকিলে থাকে, আর অবিজ্ঞা না থাকিলে থাকে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিদের জ্ঞানমহিমায় সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায় বলিয়া, তখন সে সমস্ত ব্যবহারেরও সম্ভাবনা থাকে না ; বস্তুতঃ তাঁহার নিকট আত্মাতিরিক্ত কারক বা ক্রিয়াফলের অস্তিত্বই থাকে না । বিশেষতঃ যাহা অনাত্মা পদার্থ, তাহা কখনই আত্মস্বরূপ হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, দৃষ্টমান দৈতভাব কেবল অবিজ্ঞা-কল্পিতমাত্র ; প্রকৃতপক্ষে আত্মসত্তা ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই সত্তা নাই ; কাজেই যথার্থ আত্মৈকত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে পর, ক্রিয়া কারক ও ফল ব্যবহার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায় । অতএব বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়াই ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে ক্রিয়া ও ক্রিয়াসাধনের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পড়ে । ‘কেন কথং’ বাক্যটি কেপার্ক অর্থাৎ কোন প্রকারেই যে, কারকাদি-ব্যবহার উপপন্ন হয় না, তাহা প্রকাশ করাই ঐ কথার উদ্দেশ্য । কোন প্রকারেই ক্রিয়া-কারকাদি উপপন্ন না হওয়ায়—কোনও ব্যক্তি কোনও উপায়ে বা কোনও প্রকারে কোন বিষয়ই আত্মাণ করিতে পারে না, এইরূপ বাক্যার্থ নিশ্চয় হইতেছে । ৪

আর যে, অবিজ্ঞা-দ্বারা অপরে অপরকে দর্শন করিয়া থাকে, সে অবস্থায়ও, লোকে যাহা দ্বারা (বিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়, সেই বিজ্ঞানকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা দ্বারা জানা হয়, তাহা হয়—করণ, সেই করণাত্মক বিজ্ঞানটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রকাশন-কার্য্যেই নির্দিষ্ট থাকে, আর জ্ঞাতার জিজ্ঞাসাও (জানিবার ইচ্ছাও) সেই বিজ্ঞেয় বিষয়েই হইয়া থাকে—আত্মবিবরে হয় না । অগ্নি নিজে যেমন নিজের বিষয় হয় না, বিজ্ঞানও তেমনি নিজে নিজের বিষয় বা বিজ্ঞেয় হয় না ; অথচ যাহা যাহার বিষয় নয়, তদ্বিষয়ে কখনও তাহার জ্ঞান-প্রকাশ সমুৎপন্ন হয় না ; অতএব যাহা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় জানা যায়, সেই বিজ্ঞাতাকে আবার অল্প কে অর্থাৎ অল্প কোন বিজ্ঞাতা কিসের দ্বারা জানিবে ? যে অবস্থায় যথার্থ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মবিদের নিকট অদ্বিতীয় বিজ্ঞাতাই একমাত্র সত্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, অগ্নি মৈত্রেয়ী, (সে অবস্থায়) সেই বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে ? ॥ ১২০ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্।—যৎ কেবলং কৰ্মনিরপেক্ষমমৃতত্বসাধনম্, তদব্রব্যমিতি মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণমারব্ধম্। তচ্চ আত্মজ্ঞানং সৰ্বসম্মাসাদবিশিষ্টম্; আত্মনি চ বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি; আত্মা চ প্রিয়ঃ সৰ্বস্বাৎ, তস্মাদাত্মা দ্রষ্টব্যঃ; স চ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ দর্শনপ্রকারা উক্তাঃ। তত্র শ্রোতব্য আচার্যাগমাত্মা; মন্তব্যান্তর্কতঃ; তত্র চ তর্ক উক্তঃ—“আত্মৈবেদং সৰ্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতস্ত হেতুবচনম্—আত্মৈকসামাত্মত্বমাত্মৈকোদ্ভবত্বমাত্মৈক-প্রলয়ত্বঞ্চ। তত্রায়ং হেতুরসিদ্ধ ইত্যাশঙ্ক্যতে আত্মৈকসামাত্মোদ্ভবপ্রলয়াখ্যঃ; তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেতদ্ ব্রাহ্মণমারভাতে।

যস্মাৎ পরম্পরোপকার্যোপকারকভূতম্ জগৎ সৰ্বং পৃথিব্যাদি, যচ্চ লোকে পরম্পরোপকার্যোপকারকভূতম্, তদেককারণপূর্বকমেকসামাত্মাত্মকমেকপ্রলয়ং চ দৃষ্টম্। তস্মাদিদমপি পৃথিব্যাদিলক্ষণং জগৎ পরম্পরোপকার্যোপকারকত্বাৎ তথাভূতং ভবিতুমর্হতি। এষ হর্থোহস্মিন্ ব্রাহ্মণে প্রকাশ্যতে; অথবা “আত্মৈবেদং সৰ্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতস্ত আত্মোৎপত্তি-স্থিতি-লয়ত্বং হেতুত্বাৎ, পুনরাগমপ্রধানেন মধুব্রাহ্মণেন প্রতিজ্ঞাতস্তাথস্ত নিগমনং ক্রিয়তে। তথাহি নৈমারিকৈকরক্তম্—“হেতুদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্কচনং নিগমনম্” ইতি। অত্ৰৈক্যাখ্যাতম্—আত্মদুভিদ্ভূতাস্তাৎ শ্রোতব্যার্থম্ আগমবচনম্, প্রামাণ্যব্রাহ্মণাৎ মন্তব্যার্থম্ উপপত্তি-প্রদর্শনেন, মধুব্রাহ্মণেন তু নিদিধ্যাসনবিধিরুচ্যত ইতি। সৰ্বথাপি তু যথা আগমেনাবধারিতম্, তর্কতন্তুত্বৈব মন্তব্যম্; যথা তর্কতো মতস্ত তর্কাগমাত্মাৎ নিশ্চিতস্ত তত্বৈব নিদিধ্যাসনং ক্রিয়তে—ইতি পৃথুনিদিধ্যাসনবিধিরনর্থক এব। তস্মাৎ পৃথক্-প্রকরণবিভাগোহনর্থক ইত্যস্মদভিপ্রায়ঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনানামিতি। সৰ্বথাপি তু অধ্যায়দ্বয়স্বার্থোহস্মিন্ ব্রাহ্মণে উপসংহ্রিয়তে।

টীকা।—পূর্বোক্তব্রাহ্মণাঃ সদ্ভক্তিং বজ্জং বৃত্তং কীর্তয়তি—যৎ কেবলমিতি। কৈবল্যাৎ ব্যাচটে—কৰ্মনিরপেক্ষমিতি। শুদ্ধাত্মজ্ঞানমুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। ততো নিরাকাজ্জং সিদ্ধমিতি চকারার্থঃ। আত্মজ্ঞানং সংস্তাসিবামেবেতি নিয়ন্তঃ বিশিনষ্ট—সকোতি। নহু কৃত্তন্ততো নৈরাকাজ্জং সত্যপি তস্মিন্ বিজ্ঞেয়ান্তরসম্বন্ধাৎ, অস্ত আহ—আত্মনি চেতি। ন বা অরে পত্ন্যরিত্যাদাবৃত্তঃ স্মারয়তি—আত্মা চেতি। তন্ত নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দে ফলিত-বাহ—ভস্মাদিতি। স চেদর্শনার্হত্ত্বিহ তদর্শনে কানি সাধনানীত্যাশঙ্ক্যাহ—স চেতি। দর্শন-

প্রকারা দর্শনস্তোপারপ্রভেদাঃ । অবগমননয়োঃ স্বরূপবিশেষঃ দর্শয়তি—তত্রৈতি । কোহসৌ তর্কো বেনাত্মা মন্তব্যো ভবতি, তত্ৰাহ—তত্র চেতি । হ্রস্বভ্যাদিগ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ । উক্তমেব তর্কং সংগৃহ্ণাতি—আত্মৈবেতি । অথানাদিবাণমাদায় হেতুসিদ্ধিশঙ্কায়াং তন্নিরাকরণার্থমিদং ব্রাহ্মণমিতি সঙ্গতিঃ সঙ্গিরতে—তদ্ব্যয়মিতি ।

কথং হেতুসিদ্ধিশঙ্কাদৃশিরতে, তত্ৰাহ—ব্রহ্মাদিতি । তস্মাত্তথাভূতং ভবিতুমর্হতীতুান্তরত্র সম্বন্ধঃ । অস্তোক্তোপকার্যোপকারকভূত-জগদেকচেতস্তাহুবিদ্বন্মেকপ্রকৃতিকং চেতাৎ ব্যাপ্তি-মাহ—যচ্চেতি । দৃষ্টং ব্রহ্মাদীতি শেষঃ ; দৃষ্টান্তে সিদ্ধমর্থং দৃষ্টাতিত্বকে যোজয়তি—তস্মাদিতি । তচ্ছবার্থঃ স্মৃটয়তি—পরস্পরৈতি । তথাভূতমিত্যেককারণপূর্বকাদি গৃহ্যতে । বিমতমেক-কারণকং পরস্পরোপকার্যোপকারকভূতত্বাৎ স্বপ্নবদিত্যমুক্তং, হেতুসিদ্ধেঃ । ন হি সর্বং জগৎ পরস্পরোপকার্যোপকারকভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এব হীতি । হেতুসিদ্ধিশঙ্কাং পরিহর্তুং ব্রাহ্মণমিতি সঙ্গতিমুক্তা । প্রকারান্তরেণ তামাহ—অথবেতি । প্রতিজ্ঞা-হেতু ক্রমেণোক্তা । হেতুসহিতস্ত প্রতিজ্ঞার্থস্ত পুনর্স্বর্গেনঃ নিগমনমিত্যাৎ তাত্ত্বিকসম্মতিমাহ—তথা হীতি । ভর্তৃপ্রপঞ্চানাং ব্রাহ্মণ-রত্নপ্রকারমনুবদতি—অস্ত্রৈরिति । ঐষ্টব্যাদিবাণ্যাদায়হ্রস্বভিঃদৃষ্টান্তাদাগমবচনং শ্রোতব্য-ইত্যুক্তশ্রবণনিরূপণার্থম্ । হ্রস্বভিঃদৃষ্টান্তাদায়স্তা মধুব্রাহ্মণাং শ্রোতপণ্ডিতপ্রদর্শনেন মন্তব্য ইত্যুক্ত-মনননিরূপণার্থমাগমবচনম্ । নিদিধ্যাসনং ব্যাখ্যাভূঃ পুনরুত্বেতদ্ব্যাক্ষণমিত্যর্থঃ । এতদ্ব্যবহৃতি—সর্বপাংগীতি । শ্রবণাদেবিশেষত্বেইবিশেষত্বেইপীতি বাবৎ । অস্বয়ব্যতিরেককাভ্যাং শ্রবণে শ্রবন্তস্ত তৎপৌৰুষ্যে সত্যার্থলক্ষ্যং মননং ন বিধিমপেক্ষতে । যথা তর্কতো মতং তথ্যং, তথা তত্ত্ব সর্কাগমাত্যাং নিশ্চিতস্তোভয়সামর্থ্যাদেব নিদিধ্যাসনসিদ্ধৌ তদপি বিধ্যাপেক্ষ্যমেবেত্যর্থঃ । ত্রয়াণাং বিধানপেক্ষত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ইতি পরকীর্যব্যাখ্যানমম্বুক্তমিতি শেষঃ । সিদ্ধান্তেইপি শ্রবণাদিবিধ্যভূগপমাং কথং পরকীর্যং এহানং প্রত্যাখ্যাতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্বপাংগি-তিতি । তদ্বিধ্যভূগপমেংপীতি বাবৎ ।

আভাসসভাশ্রামুবাদ ।—যাহা কর্মের সাহায্য না লইয়া, কেবল নিজেই মোক্ষ-সম্পাদনে সমর্থ, সেরূপ সাধনবিশেষ নিরূপণের নিমিত্ত অতীত মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ আরক্ত হইয়াছে । সর্বসম্মতসিদ্ধি আশ্রমজ্ঞানই সেই অভিমত মোক্ষ-সাধন ; আত্মাকে জ্ঞানিলেই অপর সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়, এবং আত্মাই সর্বপেক্ষা সমধিক প্রিয় ; এইজন্ত আত্মাকে দর্শন করিবে । যে যে উপায়ে আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, তাহাও ‘শ্রোতব্য’ ‘মন্তব্য’ ‘নিদিধ্যাসিতব্য’ কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে আচার্য্য ও ঋতিবাক্য হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে, এবং তর্ক দ্বারা তদ্বিষয়ে মনন (চিন্তা) করিবে ; তর্কের উপকারিতা সেখানেই উক্ত হইয়াছে—প্রথমত ‘এ সমস্তই আত্মস্বরূপ’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থনের জন্য—একমাত্র আত্মা হইতেই উৎপত্তি, আত্মাতেই অবস্থিতি এবং আত্মাতেই লয়’, এই তিনটি হেতুর উপস্তান করিয়াছেন । এখন

আশঙ্কা হইতেছে যে, সেই আত্ম-সামাচ্ছদ, আত্মৈক্যাবস্থিতত্ব ও আত্মৈক্যপ্রলয়রূপ প্রাপ্তকৃত্ত্ব হেতুত্ব ত সিদ্ধ হইতেছে না, অর্থাৎ একমাত্র আত্মা হইতেই যে, জগতের উৎপত্তি, আত্মাতেই স্থিতি এবং আত্মাতেই প্রলয় হইয়া থাকে, এ বিষয়ে ত কোনই প্রমাণ নাই। এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত এই পঞ্চম ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদ) আরম্ভ হইতেছে।

যেহেতু পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎই পরস্পর পরস্পরের উপকার্যোপকারকতাবাপন্ন, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের উপকারভাগী হয়, এবং যেহেতু এইরূপে পরস্পর উপকার্যোপকারকতাবাপন্ন বস্তুমাত্রকেই একই কারণ হইতে উৎপন্ন, একই সাধারণ ধর্ম্মলক্ষণ এবং একই স্থানে বিলীন হইতে দেখা যায় ; সেইহেতুই—এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ পরস্পর পরস্পরের উপকার্যোপকারকতাবাপন্ন হওয়ায় সেইরূপই হইবার যোগ্য ; এই বিষয়টি এই পঞ্চম ব্রাহ্মণে প্রতিপাদিত হইতেছে। অথবা ইহার অভিপ্রায় এইরূপ ;—প্রথমে “আত্মৈব ইদং সর্বম্” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্বাঙ্গতাব প্রতিজ্ঞা করিয়া, তৎসমর্থনের জন্ত আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি, আত্মাতে স্থিতি ও আত্মাতেই লয়—এই তিনটি হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ; এখন আবার আগম-প্রধান (শুধু শাস্ত্রানুসারে) এই মধু-ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাতি সর্বাঙ্গতাবেরই নিগমন বা উপসংহার করা হইতেছে। নৈয়ায়িকগণও বলিয়াছেন—‘হেতুচ্ছলে যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনঃ কথন, তাহার নাম—নিগমন’ ; [স্মৃতরাং এই মধু-ব্রাহ্মণটিও প্রতিজ্ঞাত সর্বাঙ্গতাবের নিগমনস্থানবর্তী]।

অপর আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বভিপর্য্যস্ত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক উপনিষদ্বাক্যগুলি শ্রোতব্যার্থ—অর্থাৎ উক্ত বাক্যে ‘শ্রোতব্যঃ’ বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয় বর্ণিত হইয়াছে ; আর মধু-ব্রাহ্মণের পূর্বপর্য্যস্ত যুক্তিপ্রদর্শক বাক্যসন্দর্ভে ‘মন্তব্য’—বাক্যের অর্থ বা মননপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে ; আর এই মধু-ব্রাহ্মণে সেই পূর্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের নিদিধ্যাসন বিহিত হইতেছে (১)। উক্ত সমস্ত মতেই এই কথা দাঁড়াইতেছে যে, শাস্ত্র দ্বারা যে

(১) তাৎপর্য্য—“তাভ্যাং নির্বীচিকিংসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ ।

একতানব্ধমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ বাহা শাস্ত্র হইতে শ্রুত, বাক্যের তাৎপর্য্য-পর্যালোচনা দ্বারা অবধারিত, এবং বাহা মননের—শাস্ত্রানুকূল যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচারিত ; হতরাং নিঃসন্দিক্ত, এমন বিষয়ে যে, চিন্তার একতানতাব (একাত্মতা), তাহার নাম—নিদিধ্যাসন। ধ্যান ও নিদিধ্যাসন প্রায় সমানার্থক শব্দ।

বিষয় বেরূপ অবধারিত হয়, তর্ক দ্বারা তাহা সেইরূপেই মনন করিতে হয়; আবার তর্কের সাহায্যে যাহা বেরূপ অবধারিত হয়, তর্কও আগমাবধারিত সেই বিষয়টি ঠিক সেইরূপেই নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে হয়; সুতরাং নিদিধ্যাসনের স্রষ্টা আর পৃথক্ বিধানের আবশ্যক হয় না; কাজেই পরপক্ষোক্ত পৃথক্ প্রকরণবিভাগ কল্পনা নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে; অতএব শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে আমরা বেরূপ অভিপ্রায় নির্দেশ করিয়াছি, তাহাই সমীচীন। তবে একথা সত্য যে, পূর্বোক্ত দুইটি অধ্যায়ে যে বিষয় অভিহিত হইয়াছে, এই মন্তব্যক্রমে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে (কিন্তু কোনও নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইতেছে না)।

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্থৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু, বশ্চায়মশ্মাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো বশ্চায়মধ্যাত্ম শারীরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্বম্ ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

সরসার্থঃ।—ইয়ং (দৃশ্যমান) পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং (প্রাণিনাং) মধু (কার্যম্), [পৃথিবী হি প্রাণিকর্ষবশাৎ সমুৎপন্ন প্রাণিনামুপকারকত্বাৎ মধুবৎ প্রিয়ত্বাচ্চ মধু—মধু ইবেত্যর্থঃ]; তথা, সর্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অশ্চৈ (অশ্মাঃ) পৃথিব্যৈ (পৃথিব্যাঃ) মধু (উপকার্যতয়া মধু ইবেত্যর্থঃ); অশ্মাং পৃথিব্যাং যঃ চ (বোহপি) অয়ং (অমৃতভূতমানঃ) তেজোময়ঃ (চিন্মাত্রস্বরূপঃ) অমৃতময়ঃ (অমরগন্ধবানঃ) পুরুষঃ (কূটস্থঃ), যঃ চ (বোহপি) অয়ং অধ্যাত্মং (দেহাভিমানী) শারীরঃ (শরীরার্থিতঃ) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ), [স চ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্বাণি চ ভূতানি এতন্মোঃ মধু ইত্যর্থঃ]। অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ং আত্মা (ইদং সর্বং বদয়মায়া, ইতি যঃ প্রতিজ্ঞাতঃ); তথা ইদম্ অমৃতং (যং মৈত্রৈব উক্তম্ অমৃতত্বসাধনম্), ইদং ব্রহ্ম (‘ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি ইত্যত্র যং প্রতিজ্ঞাতম্), ইদং সর্বং (যং ‘সর্বং বিদিতং ভবতি’ ইতি প্রাপ্তকৃত্ত্বিত্যর্থঃ) ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ।—এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, অর্থাৎ সর্ব-ভূতের কর্মোপার্জিত এই পৃথিবী [মধুকর-ভোগ্য মধুচক্রের স্থায়] সর্ব-ভূতের ভোগ্য বা মধুবৎ প্রিয়; তেমনি সর্বভূতও আবার এই পৃথিবীর মধু, অর্থাৎ পৃথিবীর উপকার-সাধক; আর এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত যে,

এই চৈতন্যময় অমরণশীল কুটস্থ পুরুষ, এবং এই যে, দেহাভিমানী শরীরার্থিত্তি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ [জীবাত্মা], ইহারাও সর্বভূতের মধু, এবং সর্বভূতও আবার ইহাদের মধু—পরস্পর উপকারক, ইনিই তাহা—যাহা এই আত্মা অর্থাৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাত আত্মা ; ইহাই সেই অমৃত—যাহা মৈত্রেয়ীর নিকট অমৃতত্বসাধন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; ইহাই সেই ব্রহ্ম—যাহা “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” বাক্যে উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাই সেই সর্ব—যাহা ব্রহ্মজ্ঞানে বিদিত হওয়া যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—ইদং পৃথিবী প্রসিদ্ধা সর্কেবাং ভূতানাং মধু—সর্কেবাং ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্যন্তানাং ভূতানাং প্রাণিনাং মধু কার্য্যং—মক্ষিব মধু ; যথা একো মধ্বপুপোহনৈকৈশ্বধুকরৈর্নির্কীৰ্ত্তিতঃ, এবমিদং পৃথিবী সর্বভূতনির্কীৰ্ত্তিতা ; তথা সর্কাণি ভূতানি পৃথিব্যে পৃথিব্যা অস্তা মধু কার্য্যম্ । কিঞ্চ, যচ্চায়াং পুরুষো-
হস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ, অমৃতময়ঃ অমরণধর্ম্মা পুরুষঃ, বশ্চায়মধ্যাত্ম্য শরীরঃ—শরীরে ভবঃ, পূর্ববৎ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ, স চ নিদ্রাভিমানো ; স চ সর্কেবাং ভূতানামুপকার-করণত্বেন মধু ; সর্কাণি চ ভূতানি অস্ত মধু, চ-শব্দসামর্থ্যাৎ । এবমেতচ্চতুষ্টয়ং তাবদেকং সর্বভূতকার্য্যম্ ; সর্কাণি চ ভূতাত্ম্য কার্য্যম্ ; অতোহশ্চেককারণপূর্বকতা । ১

• যস্মাদেকস্মাৎ কারণাদেতৎ জাতম্, তদেবৈকং পরমার্থতো ব্রহ্ম, ইতরং কার্য্যং বাচ্যরন্তগং বিকারো নামধেয়মাত্রম্—ইত্যেব মধুপর্য্যায়ানাং সর্কেবামর্থঃ সজ্জ-
পুতঃ । অয়মেব সঃ, যোহয়ং প্রতিজ্ঞাতঃ—ইদং সর্বং যদস্মাত্ম্যেতি, ইদমমৃতম্, যৎ মৈত্রেয়্যে অমৃতত্বসাধনমুক্তম্ আত্মবিজ্ঞানম্, ইদং তদমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম—যৎ “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি, জগন্নিষ্ঠ্যামি” ইত্যধ্যায়াদৌ প্রকৃতম্, যদ্বিষয়া চ বিজ্ঞা ব্রহ্ম-
বিশ্তেভ্যুচ্যতে ; ইদং সর্বম্, যস্মাদ্ ব্রহ্মণো বিজ্ঞানাং সর্বং ভবতি ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

টীকা ।—এবং নদ্রতিঃ ব্রাহ্মণস্তোক্তাঃ তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—ইয়মিত্যাদিনা । বহুভং মক্ষিঃ মক্ষিতি, তদ্বয়ণোতি—যথেন্টি । ন কেবলমুক্তং মধুস্বয়মেব, কিন্তু মধুস্তরং চাস্তীত্যাহ—
কিং চেতি । পুরুষশব্দস্ত ক্ষেত্রবিষয়ঃ বারয়তি—ন চেতি । তস্ত পৃথিবীব্যাধুত্বমাহ—স চ সর্কেবামিতি । সর্কেবাং চ ভূতানাং তৎ প্রতি-মধুত্বং দর্শয়তি—সর্কাণি চেতি । নদ্রাত্মেব মধুস্বয়ং ঐশ্বর্যমশ্রুতং তু মধুস্বয়মশ্রুতং কল্পয়িতুং, কল্পকাতাবাবত আহ—চ-শব্দেন্টি । প্রথম-
পর্য্যায়ানুপসংহরতি—এবমিতি । পৃথিবী সর্কাণি-ভূতানি পার্থিবঃ পুরুষঃ শারীরশ্চেতি চতুষ্টয়েকং মক্ষিতি শেষঃ । মধুশব্দার্থমাহ—সর্কেতি । অস্তেতি পৃথিব্যাদেহিতি বাবৎ

পরম্পরমূলাধোপকারকভাবে বলিতমাহ—অত ইতি । অস্ত্রেতি সৰ্বক জগদ্ব্যুৎপত্তে । উক্তং চ যন্মাং পরম্পরোপকারোপকারকভূতনিত্যাতি । ভবনেন স্তায়েন মধুপৰ্য্যায়েন্ সৰ্বেন্ কারণোপদেশঃ, ব্রহ্মোপদেশস্ত কণনিত্যাশঙ্ক্যাহ—যন্মাদিতি । স প্রকৃত আত্মৈবায়ং চতুর্থোক্তো ত্বেদ ইতি বোজনম্ । ইদমিতি চতুষ্ঠয়কল্পনাধিষ্ঠানবিষয়ঃ জ্ঞানং পরামৃশতি । ইদং ব্রহ্মতত্ত্ব চতুষ্ঠয়াধিষ্ঠানমিদংশঙ্ক্যঃ । তৃতীয়ে চ স্তম্ভ প্রকৃতত্বং দর্শয়তি—যদ্বিষয়েতি । ইদং সৰ্বনিত্যত্র ব্রহ্মজ্ঞাননিবনিত্যুক্তম্ । সৰ্বক সৰ্বাপ্তসাধনমিতি যাবৎ । তদেব স্পষ্টয়তি—যন্মাদিতি ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই প্রসিদ্ধ পৃথিবী হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভূপৰ্য্যায় সমস্ত ভূতের মধু—কার্য্য (কর্ম্মলব্ধ ফল) ; মধু অর্থ—মধুর তায় ; যেমন একটি মধুচক্র বহু মধুকর দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে, তেমনি এই পৃথিবীও সমস্ত ভূতের কর্ম্মফলে উৎপন্ন হইয়াছে ; [কাজেই পৃথিবীকে সর্বভূতের কার্য্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে] । সেইরূপ সমস্ত ভূতবর্গও এই পৃথিবীর মধু অর্থাৎ কার্য্য বা উপকারক । অপিচ, এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত এই যে, তেজোময়—শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ও অমৃতময়—মরণরহিত পুরুষ, এবং এই যে, তেজোময় ও অমৃতময় শরীরাবিভাক্ত (শরীরাবিভাক্ত) অধ্যাত্ম পুরুষ, লিঙ্গদেহাভিমানী সেই পুরুষ হইতেছে—সর্বভূতের উপকারক—মধু । [শ্রুতিতে] চন্দ্র ষাণ্ডাকার বৃত্তিতে হইবে যে, সমস্ত ভূতবর্গও ইহার মধু । এইরূপে পৃথিবী, সর্বভূত, পাণ্ডি পুরুষ ও শারীর পুরুষ, এই চারিটি হইতেছে একই মধু অর্থাৎ সর্বভূতের কার্য্যস্বরূপ ; আবার সর্বভূতও এই চতুষ্ঠয়ের মধু বা কার্য্যস্বরূপ ; কাজেই এই চারিটি একই কারণ হইতে প্রাচুর্য্য হইয়াছে বৃত্তিতে হইবে ।

উক্ত চারিটি বস্তু যে, একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেই কারণীভূত এক-বস্তুটি হইতেছেন ব্রহ্ম ; তন্তিন্ন অপর কার্য্যমাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্র (সত্য বস্তু নহে) ; ইহাই হইতেছে মধু-পৰ্য্যায়োক্ত সমস্ত কণার সংক্ষিপ্ত ভাণ্ডপৰ্য্যায় । এই কারণীভূত ব্রহ্মই হইতেছেন সেই আত্মা, বাহার কথা “ইদং সৰ্বক যদ্বয়মাত্মা” বাক্যে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ; ইহাই অমৃত, অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর নিকট অমৃতত্বসাধন বলিয়া, যে আত্মজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে, ইহাই সেই অমৃতত্বসাধন ; ইহাই ব্রহ্ম—এই অধ্যায়ের প্রথমের ‘ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি’ ও ‘জগন্নিয়ামি’ বলিয়া যে ব্রহ্মের প্রশংসা করা হইয়াছে, এবং যদ্বিষয়ক বিজ্ঞা ‘ব্রহ্মবিজ্ঞা’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই সেই ব্রহ্ম ; এবং ইহাই ‘সৰ্বক’—বিজ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম হইতে ‘সৰ্বক’ (সমস্ত বস্তু) উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা হইতেছে সেই সৰ্বকময় ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

ইমা আপঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সৰ্ব্বাণি ভূতানি
মধু যশ্চায়মান্স্পু তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম
রৈতসন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মোদমমৃত-
মিদং ব্রহ্মোদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—তথা ইমাঃ আপঃ (জলানি) সৰ্বেষাং ভূতানাং মধু (কার্য্যং—
মধ্বং প্রিয়াঃ), সৰ্ব্বাণি ভূতানি আসাম্ অপাং মধু (কার্য্যম্); যঃ চ (যোহপি)
অয়ং আত্ম অস্পু [অধিষ্ঠিতঃ], তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্ম
রৈতসঃ (রৈতসি অভিযুক্তঃ) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ । [সঃ
কঃ ?] যঃ অয়ং (পূৰ্ব্বোক্তঃ) আত্মা ; ইদং (পূৰ্ব্বোক্তং) অমৃতং (অমৃতত্বসাধনম্) ;
ইদং ব্রহ্ম (পূৰ্ব্বোক্তম্) ; ইদং সৰ্ব্বং (পূৰ্ব্বোক্তং ব্রহ্মোৎপন্নং সৰ্ব্বমিত্যর্থঃ) ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ১—এই জলসমূহ হইতেছে—সমস্ত ভূতের মধু
(কর্ম্মজনিত ফল) ; সমস্ত ভূত আবার এই ভূতসমূহের মধু ; আর এই
যে, জলাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাত্ম (দেহ-
সম্বন্ধী) তেজোময় অমৃতময় রৈতস (শুক্রাধিষ্ঠিত) পুরুষ, এই পুরুষই
তাহা,—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃতত্বসাধন, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং
যাহা এই সৰ্ব্ব বলিয়া পূৰ্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—তথা আপঃ । অধ্যাত্মং রৈতসি অপাং বিশেষতোহ-
বস্থানম্ ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

টীকা ।—যথা পৃথিবী মধুদেন ব্যাখ্যাতা, তথাপোহপি ব্যাখ্যাতা ইত্যাহ—তথেন্টি । রৈতস
ইতি বিশেষণত্বার্থমাহ—অধ্যাত্মমিতি । ‘আপো রৈতসো, ভূতানি শিখা প্রাবিশন’ ইতি হি
ঋতাস্তরম্ ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—জলসমূহও সেইরূপ অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত পৃথিবীর, তায় ।
দেহমধ্যে শুক্রেতেই জলের বিশেষাধিষ্ঠান হইয়া থাকে ; [এই জন্ত অধ্যাত্ম
পুরুষকে ‘রৈতস’ বলা হইয়াছে] ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

অয়মগ্নিঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্রাণ্যেঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি মধু,
যশ্চায়মগ্নিন্নগ্নৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম
বাধ্যস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মোদমমৃত-
মিদং ব্রহ্মোদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—অয়ং অগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, তথা সর্বাণি ভূতানি অশ্ব অগ্নেঃ মধু ; যঃ চ অয়ম্ অগ্নিন্ অগ্নৌ [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মং (দেহসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ বাহ্যঃ (বাচি অভিব্যক্তরূপঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ । [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং (পূর্বোক্তঃ) আত্মা, ইদম্ অমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সৰ্বম্ [ব্যাখ্যা প্রথমশ্রুতিবৎ] ॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ।—সেইরূপ এই অগ্নি হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু ; ভূতবর্গও আবার এই অগ্নির মধু ; আর এই যে, উক্ত অগ্নিস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে, বাহ্য তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ, ইহাই তাহা,—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই ‘সর্ব’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

শাকুরভাষ্যম্।—তথা অগ্নিঃ ; বাচি অগ্নের্বিশেষবতোহবস্থানম্ ॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

টীকা।—পুণ্ডিকামপুং চোক্তং স্থায়মগ্নাবতিদিশতি—তথেনতি । বাহ্য ইত্যন্তার্থমাহ—বাচীতি । অগ্নিরীকং ভূতানাং মুখং প্রাবিশদীতি হি শ্রুতে ॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ।—অগ্নিও পূর্ববৎ [সর্বভূতের মধু ইত্যাদি] ॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বশ্চ বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মগ্নিন্ বায়ৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মধ্যাত্মং প্রাণন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়-মাত্ত্বেন্দমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ॥ ১২৪ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্বাণি চ ভূতানি অশ্ব বায়োঃ মধু, যঃ চ অয়ম্ অগ্নিন্ বায়ৌ [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, তথা যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ প্রাণঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ, [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যং ইদং অমৃতম্, যং ইদং সৰ্বম্ [পূর্বোক্ত-মিত্যর্থঃ] ॥ ১২৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ।—এই বায়ু হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং এই সমস্ত ভূতও আবার এই বায়ুর মধু ; আর এই যে, বায়ুতে অধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই যে, অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময় প্রাণ পুরুষ, ইহাই হইতেছে তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃতত্বসাধন, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই ‘সর্ব’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভ্যাসম্।—তথা বায়ুঃ; অধ্যাক্ষং প্রাণো ভূতানাং শরীর-
স্তক্কেনোপকারাৎ মধুতম্; তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেনোপকারাৎ
মধুতম্ । তথাচোক্তম্ “তস্মৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়-
ময়িঃ” ইতি ॥ ১২৪ ॥ ৪ ॥

টীকা।—অগ্নিবৃক্ষং জায়ং বারো যোজয়তি—তথেন্তি । ‘বায়ুঃ প্রাণো ভূতানাং শরীর-
প্রাণিণঃ’ ইতি ক্রতান্তরমাত্রিত্যাহ—অধ্যাক্ষমিতি । পৃথিব্যাদীনাং তদন্তর্কর্ত্ত্বিনাং চ পুরুষাণা-
মেকবাক্যোপাত্তানামেকরূপং মধুতমিতি শব্দাঃ পরিহরণবাস্তববিভাগমাহ—ভূতানামিতি ।
পৃথিব্যাদীনাং কার্ধ্যত্বং, তেজোময়াদীনাং করণত্বমিত্যে সপ্তাঙ্গাধিকারসম্বন্ধমাহ—তথাচোক্ত-
মিতি ॥ ১২৪ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—বাহু বায়ু এবং অধ্যাক্ষ (দেহাবলম্বী) প্রাণও পূর্ববৎ মধু ।
বায়ুই প্রাণিগণের দেহারম্ভের কারণ; এই জন্ত উহা মধুরূপে কল্পিত হইয়াছে;
আর তদন্তর্গত তেজোময়াদি ভাবসমূহ উপকারসিদ্ধির সহায়তা করে; এই জন্ত
মধুরূপে কল্পিত হইয়াছে । অতএব এ কথা উক্ত আছে—‘সেই দেবতার পৃথিবী
শরীর এবং এই অগ্নি হইতেছে জ্যোতির্ময় রূপ’ ইত্যাদি ॥ ১২৪ ॥ ৪ ॥

অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তাদিত্যস্ত সর্বাণি ভূতানি
মধু, যশ্চায়মগ্নিনাদিত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মধ্যাক্ষং চাক্ষুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ,
যোহয়মাত্মোদমমৃতমিদং ব্রহ্মোদৎ সর্বম্ ॥ ১২৫ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—অয়ং আদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্বাণি চ ভূতানি
অস্ত আদিত্যস্ত মধু; তথা যঃ চ অয়ং অগ্নিন্ আদিত্যে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ
পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাক্ষং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ চাক্ষুষঃ (চক্ষুরধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ,
অয়ম্ এব সঃ; [সঃ কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যং ইদম্ অমৃতং, যং ইদং ‘সর্বম্’
(প্রাপ্তকৃত্যর্থঃ) ॥ ১২৫ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ ।—এই আদিত্য হইতেছেন সমস্ত ভূতের মধু,
এবং এই ভূতবর্গ হইতেছে এই আদিত্যের মধু; আর এই যে,
আদিত্যাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, দেহাধিষ্ঠিত
তেজোময় অমৃতময় চাক্ষুষ পুরুষ, ইহাই হইতেছে তাহা, যাহা এই
আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই ‘সর্ব’ বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে ॥ ১২৫ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভ্যাস্তম্ ।—তথা দিত্যো মধু, চক্ষুরধ্যাস্তম্ ॥ ১২৫ ॥ ৫ ॥

টীকা ।—যতপ্যাদিত্যতীয়ে ভূতৈঃ স্তবতি, তথাপি দেবতাত্ত্বমাত্রিত্যাম্বুক্তং স্তায়
তদ্বিত্তিদিশতি—তথোতি । ‘আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূতাক্ষিণী প্রাবিশৎ’ ইতি ঋতিমাত্রিত্যাহ—চক্ষুঃ-
ইতি ॥ ১২৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেইরূপ আদিত্যও বাহু মধু, এবং চাক্ষুষ পুরুষ হইতেছে
অধ্যায় মধু ॥ ১২৫ ॥ ৫ ॥

ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, আসাং দিশাং সর্বাণি
ভূতানি মধু, যশ্চায়মাস্ত দিক্ষু তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মধ্যাস্ত শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রংকস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়-
মেব সঃ, যোহয়মাত্তেজোমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১২৬ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—ইমাঃ দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্বাণি ভূতানি
আসাং দিশাং মধু; তথা যঃ চ (যোহপি) অয়ং আস্ত দিক্ষু তেজোময়ঃ
অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাস্ত তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ প্রাতিশ্রংকঃ
(শ্রবণসময়ে ভবঃ) শ্রোত্রঃ (শ্রোত্রাধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ । [সঃ
কঃ?] যঃ অয়ং আস্তা, যং ইদম্ অমৃতম্, যং ইদং ব্রহ্ম, যং ইদং ‘সর্বম্’
(প্রাপ্তকৃতম্, ইত্যর্থঃ) ॥ ১২৬ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই দিক্‌সমূহ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং
সমস্ত ভূতও আবার এই দিক্‌সমূহের মধু; আর এই যে, নানাদিক্‌স্থিত
তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাস্ত প্রাতিশ্রংক
(প্রত্যেক শ্রবণসময়ে অভিব্যক্ত) শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা পুরুষ,
ইহাই তাহা, যাহা এই আস্তা, যাহাঃ এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম,
যাহা এই ‘সর্ব’ বলিয়া পূর্বের উক্ত হইয়াছে ॥ ১২৬ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভ্যাস্তম্ ।—তথা দিশো মধু । দিশাং যত্ৰপি শ্রোত্রমধ্যাস্ত, শব-
প্রতিশ্রবণবেলায়াস্ত বিশেষতঃ সন্নিহিতো ভবতি—ইত্যধ্যাস্তম্ প্রাতিশ্রংকঃ;
প্রতিশ্রংকায়াং প্রতিশ্রবণবেলায়াং ভবঃ প্রাতিশ্রংকঃ ॥ ১২৬ ॥ ৬ ॥

টীকা ।—আদিত্যগতং স্তায় দিক্ষু সম্পাদয়তি—তথোতি । ‘দিশঃ শ্রোত্রং ভূতাক্ষিণী
প্রাবিশন্’ ইতি ঋতেঃ শ্রোত্রমেব দিশামধ্যাস্ত; তথাচাধ্যাস্ত শ্রোত্র ইত্যেব বক্তব্যে কথং
প্রাতিশ্রংক ইতি বিশেষনিষ্ঠাশঙ্ক্যাহ—দিশামিতি । তথাপীত্যন্তিন্নির্গর্ভে ভূ-শবঃ ॥ ১২৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ববৎ দিক্‌সমূহও মধু । যদিও শ্রোত্রই দিক্-

সমূহের অধ্যায়পরিণাম হউক, তথাপি শব্দশ্রবণসময়ে বিশেষরূপে দিক্-
সান্নিধ্য ঘটে বলিয়া তাহাকে ‘প্রাতিশ্রংক’ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে ;
অতোক শ্রবণসময়ে সন্নিহিত হয় বলিয়া ঐ পুরুষকে ‘প্রাতিশ্রংক’ বলা
হয় ॥ ১২৬ ॥ ৬ ॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্থ চন্দ্রশ্চ সর্বাণি ভূতানি
মধু, যশ্চায়মগ্নিশ্চন্দ্রে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-
মধ্যাত্ম্য মানসস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়-
মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১২৭ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্বাণি ভূতানি অশ্চ
চন্দ্রশ্চ মধু, যঃ চ অয়ং অগ্নিঃ চন্দ্রে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং
অধ্যাত্ম্য তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ মানসঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; [সঃ কঃ ?]
যঃ অয়ং আত্মা, যঃ ইদম্ অমৃতম্, যঃ ইদং ব্রহ্ম, যঃ ইদং ‘সর্বম্’ (পূর্বমুক্ত-
মিতার্থঃ) ॥ ১২৭ ॥ ৭ ॥

মূলাশ্রুতবাদঃ।—এই চন্দ্র হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, সমস্ত
ভূত আবার এই চন্দ্রের মধু ; এই যে, চন্দ্রাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময়
পুরুষ, এবং এই যে, দেহসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় মানস পুরুষ, ইহাই
হইতেছে তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম এবং
যাহা এই ‘সর্ব’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ১২৭ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাস্যম্।—তথা চন্দ্রঃ অধ্যাত্ম্য মানসঃ ॥ ১২৭ ॥ ৭ ॥

টীকা।—দিক্ ব্যবস্থিতং স্থায় চন্দ্রে দর্শয়তি—তথেষ্টি । ‘চন্দ্রমা মনো ভূতাহবয়ং প্রাবিশং’
ইতি শ্রুতিমতস্যাহ—অধ্যাত্ম্যমিতি ॥ ১২৭ ॥ ৭ ॥

ভাস্যাসুবাদঃ।—চন্দ্র এবং অধ্যাত্ম্য মানস পুরুষও পূর্ববৎ
মধু ॥ ১২৭ ॥ ৭ ॥

ইয়ং বিদ্যৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্থে বিদ্যতঃ সর্বাণি
ভূতানি মধু, যশ্চায়মগ্নিশ্চ বিদ্যতি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্ম্য তৈজসস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ,
যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—ইয়ং বিদ্যৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, সর্বাণি চ ভূতানি

অষ্টে (অষ্টাঃ) বিদ্বাতঃ মধু; যঃ চ অয়ং অষ্টাং বিদ্বাতি তেজোময়ঃ অমৃত-
ময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ তৈজসঃ (বৈদ্বাতঃ) পুরুষঃ,
অয়ন্ এষ সঃ; যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সৰ্বম্'
(পূৰ্ব্বমুক্তমিত্যর্থঃ) ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ :—এই বিদ্বাৎ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং
সমস্ত ভূত হইতেছে এই বিদ্বাতের মধু, আর এই যে, বিদ্বাৎস্থিত
তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময়
তৈজস পুরুষ, ইহাই তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা
এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই 'সৰ্ব' পদবাচ্য ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—তথা বিদ্বাৎ । বক্তৃত্বেন্সি ভবন্তৈজসোহধ্যা-
ত্মন্ ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

টীকা ।—চল্লববিদ্বাতোঃপি মধুঃসাহ—তথ্যতি । অধ্যাত্ম তৈজস ইত্যন্তার্থসাহ—
বগিতি ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—বিদ্বাৎও পূৰ্ব্ববৎ মধু । বগিচ্ছিন্নগত তেজে অভিব্যক্ত
বলিয়া পুরুষ তৈজস; সেই পুরুষ হইতেছে অধ্যাত্ম বা দেহস্বকী ॥ ১২৮ ॥ ৮ ॥

অয়ং স্তনয়িত্বুঃ সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বশ্চ স্তনয়িত্বোঃ সৰ্ব্বাণি
ভূতানি মধু, যশ্চায়মগ্নিন্ স্তনয়িত্বো তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো
যশ্চায়মধ্যাত্মা শাকঃ সৌবরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব
সঃ, যোহয়মাত্তোদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১২৯ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ ।—অয়ং স্তনয়িত্বুঃ (মেঘঃ) সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, সৰ্ব্বাণি চ
ভূতানি অস্ত স্তনয়িত্বোঃ মধু; যঃ চ অয়ং অগ্নিন্ স্তনয়িত্বো তেজোময়ঃ অমৃত-
ময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ সৌবরঃ (স্বরে
ভবঃ—সৌবরঃ) শাকঃ পুরুষঃ, অয়ন্ এষ সঃ; [সঃ কঃ?] যঃ অয়ং
আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং 'সৰ্বম্' (পূৰ্ব্বোক্তং,
তদ্বিত্যর্থঃ) ॥ ১২৯ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ :—এই স্তনয়িত্বু (মেঘ) হইতেছে সমস্ত ভূতের
মধু, সমস্ত ভূতও আবার এই স্তনয়িত্বুর মধু; আর এই যে, স্তনয়িত্বু-
স্থিত তেজোময় অমৃতময় (আয়িদৈবিক) পুরুষ, এবং এই যে,
তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম সৌবর—স্বরাভিব্যক্ত শাক পুরুষ, ইহাই

তাহা, যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, এবং যাহা এই ‘সর্ব’ পদবাচ্য ॥ ১২৯ ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—তথা স্তনয়িত্বঃ । শব্দে ভবঃ শব্দঃ অধ্যাত্মং যত্বপি, তথাপি স্বরে বিশেষতো ভবতীতি সৌবরঃ অধ্যাত্মম্ ॥ ১২৯ ॥ ৯ ॥

টীকা ।—পূৰ্জ্জ্বাওপি বিদ্বাদাবিৎ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধু ভবতীত্যাহ—তথ্যেতি । অধ্যাত্মঃ শব্দঃ সৌবর ইত্যত্বার্থমাহ—শব্দে ভব ইতি । যত্বপ্যধ্যাত্মং শব্দে ভব ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শব্দঃ পুরুষঃ, তথাপি স্বরে বিশেষতো ভবতীত্যাধ্যাত্মং সৌবরঃ পুরুষ ইতি যোজন্য ॥ ১২৯ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—স্তনয়িত্ব মেষও সেইরূপ । যদিও শব্দাধিষ্ঠিত পুরুষই অধ্যাত্ম পুরুষ হউক, তথাপি স্বরেতে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া অধ্যাত্ম পুরুষকে সৌবর বলা হইয়াছে ॥ ১২৯ ॥ ৯ ॥

অয়মাকাশঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্বশ্চাকাশস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মগ্নিম্নাকাশে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদাকাশস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সং, যোহয়মাভেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ ।—অয়ম্ আকাশঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধু, সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি অস্ত আকাশস্ত মধু ; তথা যঃ চ অয়ম্ অগ্নিন্ আকাশে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং হৃদি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ আকাশঃ (তদাধ্যঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সং ; [সং কঃ ?] যঃ অয়ং আত্মা, যৎ ইদম্ অমৃতম্, যৎ ইদং ব্রহ্ম, যৎ ইদং ‘সৰ্বম্’ (পূৰ্ব্বোক্তং, তদিত্যর্থঃ) ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই আকাশ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূতও আবার এই আকাশের মধু ; আর এই যে, আকাশাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, হৃদয়াভিব্যক্ত তেজোময় অমৃতময় দেহসম্বন্ধী পুরুষ, ইহাই তাহা,—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম এবং যাহা এই ‘সর্ব’ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—তথাক্রমঃ অধ্যাত্মং হৃদাকাশঃ ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

টীকা ।—স্তনয়িত্ববৃত্তং শ্রায়মাকাশেহতিবিশতি—তথ্যেতি ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—আকাশও সেইরূপ মধু ; ইহার অধ্যাত্ম হইতেছে হৃদয়াকাশ ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

আভাস-ভাষ্যম্ ।—আকাশাতাঃ পৃথিব্যাধয়ো ভূতগণা দেবতা-
গণাশ্চ কার্যকরণসজ্জাতাত্মান উপকূৰ্ক্ষন্তে। মধু ভবন্তি প্রতি শরীরিণমিত্যুক্তম্ ;
বেন তে প্রবৃক্ষাঃ শরীরিভিঃ সম্বধ্যমানা মধুৎসেনোপকূৰ্ক্ষন্তি, তদ্বক্তব্যমিতী-
দমারভ্যতে ॥ ১৩০ ॥ ১০ ॥

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতসমূহ এবং
তষাধিতা দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিত্ত দেবতাগণও প্রত্যেক দেহীর উপকার সাধন
করে বলিয়া মধু-সংক্রায় অভিহিত হইয়াছে ; কিন্তু বাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া
তাহারা দেহীর সহিত সম্বন্ধ লাভ করত মধুরূপে উপকার করিয়া থাকে,
তাহা বলা হয় নাই—এখন বলিতে হইবে ; এই জন্ত পরবর্তী শ্রুতি
আরু হইতেছে ।

অয়ং ধৰ্ম্মঃ সৰ্ব্বৈবাং ভূতানাং মধ্বশ্চ ধৰ্ম্মশ্চ সৰ্ব্বাণি ভূতানি
মধু, যশ্চায়মগ্নিন্ ধৰ্ম্মে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়ম-
ধ্যাত্মং ধার্ম্মস্তুেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মোদ-
মমৃতমিদং ব্রহ্মোদৎ সৰ্ব্বম্ ॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ।—অয়ং (অমৃতময়ঃ) ধৰ্ম্মঃ (পুণ্যং) সৰ্ব্বৈবাং ভূতানাং
মধু, সৰ্ব্বাণি ভূতানি অশ্চ ধৰ্ম্মশ্চ মধু ; যঃ চ অয়ম্ অগ্নিন্ ধৰ্ম্মে [অধিষ্ঠিতঃ]
তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মং (দেহসম্বন্ধী) তেজোময়ঃ
অমৃতময়ঃ ধার্ম্মঃ (ধৰ্ম্মাধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; [কঃ ?] যঃ অয়ং
আত্মা, [যৎ] ইদম্ অমৃতম্, [যৎ] ইদং ব্রহ্ম, [যৎ] ইদং সৰ্ব্বং (পূৰ্ব্বোক্তম্
ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

অনুবাদঃ ।—বাহার কল প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, সেই
এই ধৰ্ম্ম হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু ; সমস্ত ভূতও আবার এই ধৰ্ম্মের
মধু ; এই যে, উক্ত ধৰ্ম্মাধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে,
দেহসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় ধার্ম্ম—ধৰ্ম্মাধিষ্ঠিতা পুরুষ, ইহাই তাহা
—বাহা এই আত্মা, বাহা এই অমৃত এবং বাহা এই ‘সৰ্ব’ বলিয়া উক্ত
হইয়াছে ॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—অয়ং ধৰ্ম্মঃ । অয়ম্-ইত্যপ্রত্যক্ষোহপি ধৰ্ম্মঃ কার্যেণ
তৎপ্রবৃক্ষেন প্রত্যক্ষেণ ব্যপদিশ্রুতে—অয়ং ধৰ্ম্ম ইতি প্রত্যক্ষবৎ । ধৰ্ম্মশ্চ

ব্যাখ্যাতঃ ঋতিস্বতিলক্ষণঃ, ক্ষত্রাদীনামপি নিয়ন্তা জগতো বৈচিত্র্যকং পৃথিব্যাদীনাং পরিণামহেতুত্বাৎ, প্রাণিভিরমৃষ্টীয়মানরূপশ্চ ; তেন চ 'অয়ং ধর্মঃ' ইতি প্রত্যক্ষেন ব্যপদেশঃ । সত্য-ধর্ময়োশ্চ অভেদেন নির্দেশঃ কৃতঃ শাস্ত্রাচারলক্ষণয়োঃ, ইহ তু ভেদেন ব্যপদেশ একত্বে সত্যপি, দৃষ্টাদৃষ্টভেদরূপেণ কার্য্যারম্ভকত্বাৎ । যন্ত অদৃষ্টোহপূর্বাখ্যো ধর্মঃ, স সামান্ত্রবিশেষায়না অদৃষ্টেন রূপেণ কার্য্যমারভতে, সামান্ত্ররূপেণ পৃথিব্যাদীনাং প্রয়োক্তা ভবতি, বিশেষ-রূপেণ চ অধ্যাত্ম্য কার্য্যকরণসম্ভবাত্ম্য । তত্র পৃথিব্যাদীনাং প্রয়োক্তরি যশ্চায়-মস্মিন্ ধর্ম্মে তেজোময়ঃ, তথাধ্যাত্ম্য কার্য্যকরণসম্ভবাতকর্ত্তরি ধর্ম্মে ভবঃ—
ধর্ম্মঃ ॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

টীকা ।—পর্যায়ান্তরং ব্রহ্মমন্মথ উপাশ্রয়তি—আকাশাত ইতি । প্রতি শরীরিণং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং প্রত্যেকমিতি বাবৎ । ধর্ম্মস্ত শাস্ত্রৈকগম্যত্বেন পরোক্ষত্বাদয়মিতি নির্দেশানর্থমা-শঙ্ক্যাহ—অয়মিতি । যতপি ধর্ম্মোহপ্রত্যক্ষোহয়মিতি-নির্দেশানর্থঃ, তথাপি পৃথিব্যাদিধর্ম্ম-কাণ্ডস্ত প্রত্যক্ষত্বাৎ তেন কারণভাভেদমৌপচারিকমাদায় প্রত্যক্ষকটাদিবদয়ঃ ধর্ম্ম ইতি ব্যপ-দেশোপপত্তিরিতার্থঃ । কোহসৌ ধর্ম্মঃ, যন্ত প্রত্যক্ষত্বেন ব্যপদেশঃ, তত্রাহ—ধর্ম্মচেতি । ব্যাখ্যাতস্তচ্ছ্রেয়্যারূপমতাস্তত্ত্বং ধর্ম্মমিত্যাদাবিতি শেষঃ । তর্হি তন্ত প্রত্যক্ষত্বাৎ চোদনা-লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্য গৌণমুখ্যত্বাভ্যামবিরোধনভিপ্রেত্যাহ—ঋতীতি । তন্মিমেব কার্য্যালিঙ্গক-মহুমানং সূচয়তি—ক্ষত্রাদীনামিতি । তত্রৈবামুমানান্তরং বিবক্ষিত্বোক্তম্—জগত ইতি । জগদ্বৈচিত্র্যাকারিত্বে হেতুত্বাহ—পৃথিব্যাদীনামিতি । ধর্ম্মস্ত প্রত্যক্ষেন ব্যপদেশে হেতুস্বরূপাহ—প্রাণিভিরিতি । তেনামৃষ্টীয়মানাচারেণ প্রত্যক্ষেন ধর্ম্মস্ত লক্ষ্যমাণত্বেনিতি বাবৎ । নমু তৃতীয়-হ্ম্যারে যো বৈ স ধর্ম্মঃ, সত্যং বৈ তদिति সত্যধর্ম্ময়োঃভেদবচনাৎ তয়োর্ভেদেনাত্ম্য পর্যায়-রয়োপাবানবস্তুপপন্নম্, অত আহ—সত্যোতি । কথমেকত্বে সতি ভেদেনোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টেতি । অদৃষ্টেন রূপেণ কার্য্যারম্ভকত্বং একটয়তি—যথিতি । সামান্ত্রাস্ত্রনারম্ভকত্বমুদাহরতি—সামান্ত্ররূপেণেতি । বিশেষায়না কার্য্যারম্ভকত্বং বানক্তি—বিশেষেতি । ধর্ম্মস্ত মো ভেদাবুক্তো, তয়োর্ম্ময়ো প্রথমমধিকৃত্য যশ্চেত্যাদি বাক্যমিত্যাহ—তত্রেতি । দ্বিতীয়ং বিধয়ীকৃত্য যশ্চায়-মধ্যাত্মমিত্যাди প্রবৃত্তমিত্যাহ—তথিতি ॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘অয়ং ধর্ম্মঃ’ ইত্যাদি । ‘অয়ং’ অর্থ—বাহা প্রত্যক্ষ-গোচর । ধর্ম্ম স্বয়ং প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও ধর্ম্মকল প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে ; এই জন্ত ‘অয়ং’ শব্দে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে । ঋতি ও স্বৃতি-শাস্ত্রে ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । এই ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়াদি জাতির নিয়মন-করে, এবং পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের পরিণতি ঘটায় বলিয়া জগৎ-বৈচিত্র্যেরও কারণ হয় ; এবং প্রাণিগণকর্ত্ত্বক অনুষ্ঠিত হইলেই ইহার স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্তও ‘অয়ং ধর্ম্মঃ’ বলিয়া প্রত্যক্ষত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে । ইতঃ-

পূর্বে শাস্ত্রীয় আচারাত্মক সত্য ও ধর্মের অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে ; এখানে কিন্তু অভেদ সত্ত্বেও দৃষ্ট ও অদৃষ্টাত্মক কার্য্যবিভাগানুসারে সত্য ও ধর্মের ভেদ নির্দেশ করা হইল । যাহা অদৃষ্টাত্মক অপূর্ব্বনামক ধর্ম, তাহা অদৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষভাবেই সামান্ত্রাকারে ও বিশেষাকারে কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে, —সামান্ত্রাকারে পৃথিব্যাदि পদার্থনিচয়ের প্রেরণ বা কার্য্যোন্মুখতা-সম্পাদন করে, আবার বিশেষভাবে অধ্যাত্ম দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিরও প্রবর্তক হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে পৃথিব্যাदि-প্রেরক ধর্ম্মে ইহা যেরূপ তেজোময় ও অমৃতময়, তদ্রূপ অধ্যাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতপ্রবর্তক ধর্ম্মেও [পুরুষ তেজোময় ও অমৃতময়] ॥ ১৩১ ॥ ১১ ॥

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধবশ্চ সত্যশ্চ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মগ্নিন্ সত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, বোহয়মাত্মোদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ।—ইদং (আচারলক্ষণং) সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি অশ্চ সত্যশ্চ মধু (কার্য্যম্) ; যঃ চ অয়ং অগ্নিন্ সত্যে (সত্যার্থে অধিষ্ঠিতঃ) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ সাত্যঃ পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; যঃ অয়ং আত্মা, যং ইদম্ অমৃতম্, যং ইদং ব্রহ্ম, যং ইদং সর্ব্বম্ (পূর্ব্বযুক্তম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদঃ।—এই সদাচারাত্মক সত্য হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, আবার সমস্ত ভূত হইতেছে এই সত্যের মধু ; আর এই যে, সত্যাদিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, দেহসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই তাহা—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই ‘সর্ব্ব’ বলিয়া কথিত ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাস্যম্।—তথা দৃষ্টেনাহুষ্ঠীয়মানেনাচাররূপেণ সত্যাত্মো ভবতি। স এব ধর্ম্মঃ, সোহপি দ্বিপ্রকার এব সামান্ত্র-বিশেষাত্মরূপেণ ; সামান্ত্ররূপঃ পৃথিব্যাदিসমবেতঃ, বিশেষরূপঃ কার্য্যকরণসজ্বাতসমবেতঃ । তত্র পৃথিব্যাदিসমবেতে বর্ত্তমানক্রিয়ারূপে সত্যে, তথা অধ্যাত্মং কার্য্যকরণসজ্বাতসমবেতে সত্যে ভবঃ—সাত্যঃ, “সত্যেন বায়ুর্নাবাতি” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

টীকা।—ইদং সত্যমিত্যশ্বিন্ পর্ধ্যায়ে সত্যশকার্য্যমাহ—তথা দৃষ্টেনেতি । সোহপীত্যপি শব্দো ধর্ম্মোদাহরণার্থঃ । যতোরপি প্রকারকৌর্কিনিয়োগ বিতজ্ঞতে—সামান্ত্ররূপ ইতি ।

উভয়ত্র সমবেতশব্দস্তত্র তত্র কারণেদানুগত্যর্থঃ । যশ্চায়মগ্নিমিত্যাদিবাক্যস্ত বিষয়মাহ—
তত্রৈতি । সত্যে যশ্চেত্যাদি বাক্যমিতি শেষঃ । যশ্চায়মধ্যাত্মমিত্যাদিবাক্যস্ত বিষয়মাহ—
তথাহধ্যাত্মমিতি । সত্যস্ত পৃথিব্যাদৌ কার্য্যকরণসজ্জাতে চ কারণে প্রমাণমাহ—সত্যে-
নেতি ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—লোকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সধাচারানুষ্ঠান দ্বারা যে সত্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্মশব্দবাচ্য । সেই সত্যসংজ্ঞক ধর্ম্ম দুইপ্রকার—সামান্যাত্মক ও বিশেষাত্মক ; তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি ভূতপদার্থে সমবেত সত্য হইল সামান্য ধর্ম্ম, আর কার্য্য-করণভাবে পরিণত দেহ-সম্বন্ধ সত্য হইল বিশেষ ধর্ম্ম ; তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি ভূতে সম্বন্ধ হইয়া যে সত্য-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইতে এবং অধ্যাত্ম দেহেদ্বন্দ্বিসম্বন্ধরূপে অনুষ্ঠিত সত্যধর্ম্ম হইতে যাহা সঙ্কৃত হয়, তাহার নাম সাত্য ; কারণ, অত্র ঋতিতে আছে—‘বায়ু সত্যধর্ম্ম-যোগেই প্রবাহিত হইয়া থাকে’ ॥ ১৩২ ॥ ১২ ॥

ইদং মানুষস্ত সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্ত মানুষস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মগ্নিম্মানুষে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মঃ মানুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মান্নেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ ।—ইদং (অনুভূয়মানং) মানুষঃ (মনুষ্যত্বাদি-জ্ঞাতিভেদঃ) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি অস্ত মানুষস্ত মধু ; যঃ চ অয়ং অগ্নিঃ মানুষে তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ ; যঃ চ অয়ং অধ্যাত্মঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ মানুষঃ (মনুষ্যত্বাধিষ্ঠিতঃ) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; [কঃ ?] যঃ অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ) ॥ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—এই লোকপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্বাদি জ্ঞাতিবিশেষ হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু, এবং সমস্ত ভূত হইতেছে এই মনুষ্যাদির মধু ; এই যে, মানুষনিষ্ঠ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই যে, অধ্যাত্ম তেজোময় অমৃতময় মানুষ পুরুষ, ইহাই তাহা—যাহা এই আত্মা, যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম, যাহা এই ‘সর্ব্ব’ স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তদাত্মক ॥ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—ধর্ম্মসত্যাত্ম্যং প্রযুক্তোহয়ং কার্য্যকরণসজ্জাতবিশেষঃ । স যেন জ্ঞাতিবিশেষেণ সংযুক্তো ভবতি, স জ্ঞাতিবিশেষো মানুষাদিঃ

তত্র মানুষাদিঋতিবিশিষ্টা এব সৰ্বে প্রাণিনিকায়ঃ পরম্পরোপকার্যোপ-
কারকভাবেন বর্তমানা দৃশ্যন্তে ; অতো মানুষাদিঋতিরপি সৰ্বেষাং ভূতানাং
মধু । তত্র মানুষাদিঋতিরপি বাহ্যাদ্যাত্মিকী চেতুভয়থা নির্দেশভাগ
ভবতি ॥ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

টীকা ।—ইদং মানুষমিত্যত্র মানুষগ্রহণং সৰ্ব্বভাতাপলক্ষণমিত্যভিপ্রৈত্যাহ—ঋত্ব-সত্যাত্মা-
মিতি । কথং পুনঃপ্রোক্তাতিঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধু ভবতি, তত্রাহ—তত্রৈতি । ভোগভূমিঃ
সপ্তমার্থঃ । যন্তারমন্নিম্নিত্যানিবাধায়ন্ত বিয়ন্তেনঃ দর্শয়তি—তত্রৈতি । ব্যবহারভূমাবিতি
দ্ব্যর্থঃ । ঋদানিবদিত্যপেক্ষঃ । নির্দেশঃ স্বরীয়নিষ্ঠা জাতিরাদ্যাত্মিকী, শরীরান্তরাশ্রিতা
তু বাহ্যেতি ভেদঃ । বস্তুতত্ত্ব তত্র নোভয়ধাতুমিত্যভিপ্রৈত্য নির্দেশভাগিত্বাভূতম্ ॥ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতসম্পন্ন পুরুষ ঋত্ব ও সত্য দ্বারা
পরিচালিত হইয়া থাকে । যে জাতিবিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে,
সেই জাতিবিশেষ হইতেছে—মনুষ্যত্বাদি । দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত প্রাণীই
মনুষ্যত্বাদি-জাতিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার্যোপকারকভাবে
অবস্থান করিতেছে ; অতএব মনুষ্যত্বাদি জাতিও সমস্ত ভূতের মধু । এই মনুষ্য-
ত্বাদি জাতিও বাহ ও আধ্যাত্মিক ভেদে দুই প্রকার ; সুতরাং উহাও উভয়
প্রকারে নির্দেশের যোগ্য ; [এই জন্ত প্রতি উহার বাহ্যাদ্যাত্মিকতাব নির্দেশ
করিয়াছেন] ॥ ১৩৩ ॥ ১৩ ॥

অয়মাত্মা সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্থাত্মনঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি
মধু, যশ্চায়মগ্নিমাত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং
ব্রহ্মৈদং সৰ্ব্বম্ ॥ ১৩৪ ॥ ১৪ ॥

সন্ন্যাসার্থঃ ।—অয়ং আত্মা (মনুষ্যত্বাদিঋতিবিশিষ্টঃ দেহঃ) সৰ্ব্বেষাং
ভূতানাং মধু, সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি অস্ত আত্মনঃ মধু ; তথা যঃ চ অয়ং অগ্নি-
নিত্মনি (দেহে) [অধিষ্ঠিতঃ] তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং তেজো-
ময়ঃ অমৃতময়ঃ আত্মা (আত্মসদ্বকী) পুরুষঃ, অয়ম্ এব সঃ ; [কঃ ?] যঃ অয়ম্
আত্মা, যং ইদম্ অমৃতম্, যং ইদং ব্রহ্ম, যং ইদং সৰ্ব্বম্ (উক্তার্থমেত-
দ্বিত্যর্থঃ) ॥ ১৩৪ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—মনুষ্যত্বাদি জাতিবিশিষ্ট এই দেহ সমস্ত ভূতের
মধু, এবং সমস্ত ভূতও এই আত্মার (দেহের) মধু । সেইরূপ, এই যে,

আত্মগত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ; এবং এই যে, তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম আত্মা—পুরুষ, ইহা হইতেছে তাহা—যাহা এই আত্মা যাহা এই অমৃত, যাহা এই ব্রহ্ম ও যাহা এই সর্ববলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৩৪ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—যন্ত কার্যকরণসজ্জাতো মানুষাদিঋতিবিশিষ্টঃ, সৌহরমায়া সর্কেবাং ভূতানাং মধু । নময় শারীরশব্দেন নির্দিষ্টঃ পৃথিবীপর্যায়-এব ? ন, পার্থিবাংশশ্চৈব তত্র গ্রহণাৎ ; ইহ তু সর্কীয়া প্রত্যন্তমিতাধ্যাত্মাধি-ভূতাদিদৈবাদিসর্কবিশেষঃ সর্কভূতদেবতাগণবিশিষ্টঃ কার্যকরণসজ্জাতঃ, সঃ ‘অম-মায়া’ ইত্যাচ্যতে । তস্মিন্নস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহমূর্তরসঃ সর্কীয়াকো নির্দিষ্টতে ; একদেশেন তু পৃথিব্যাদিষু নির্দিষ্টঃ, অত্রাধ্যাত্মবিশেষা-ভাবাৎ স ন নির্দিষ্টতে । যন্ত পরিশিষ্টো বিজ্ঞানময়ঃ—যদর্থোহয়ং দেহলিঙ্গ-সজ্জাত আত্মা, সঃ “যচ্চামমায়া” ইত্যাচ্যতে ॥ ১৩৪ ॥ ১৪ ॥

টীকা ।—অস্তিমং পর্যায়মবতারয়তি—যত্বতি । আত্মনঃ শারীরেণ গন্তব্যং পুনরুত্তিরনুপ-যুক্তেতি শব্দে—নহিতি । অবয়বাবয়ব-বিষয়ত্বেন পর্যায়ময়মপুনরুত্তমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । পরমাত্মানং ব্যাবর্তয়তি—সর্কভূততি । চেতনং ব্যবচ্ছিন্তি—কাণ্ডেতি । যচ্চামমস্মিত্যাধিবাক্যন্ত বিষয়মাহ—তস্মিন্নস্মিতি । যচ্চামমায়াস্মিতি কিমিতি নোক্তমিত্যা-পেক্ষাহ—একদেশেনেতি । অত্রোক্ত্যপ্যর্থায়োক্তিঃ । যচ্চামমায়েত্যাত্মার্থমাহ—যত্বতি ॥ ১৩৪ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—মনুষ্যাদি ঋতিবিশিষ্ট এই যে, দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাত্মক আত্মা, সেই এই আত্মা হইতেছে সমস্ত ভূতের মধু । ভাল, এই আত্মা ত পৃথিবী-পর্যায়েরই ‘শারীর’ শব্দে উক্ত হইয়াছে, [এখানে আবার তাহার পৃথক্ উক্তি কেন ?] না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, সেখানে শারীর শব্দে কেবল পার্থিবাংশই অভিহিত হইয়াছে, আর এখানে অভিহিত হইতেছে—অধ্যাত্ম অংশ । অধিদৈব ও অধিভূতাদি সর্কপ্রকার বিশেষ ধর্মবিবজ্জিত এবং সমস্ত ভূত ও দেবগণে বেষ্টিত দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতই এই আত্মা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, (কিন্তু শরীরের অংশবিশেষ নহে) । এখানে সেই এই সংঘাতরূপী আত্মাতেই তেজোময় অমৃতময় সর্কীয়াক অমূর্ত-রস পুরুষের নির্দেশ করা হইতেছে । ইতঃপূর্বে তাহারই একদেশ পৃথিব্যাদিপর্যায়ের যাহা উক্ত হইয়াছে, এখানে কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য না থাকায়, তাহার আর প্রতিনির্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে না ; পরন্তু এতদতিরিক্ত যে, স্থল-সূক্ষ্ম দেহসমষ্টিরূপ বিজ্ঞান-ময় আত্মা,—যাহার জ্ঞান এই প্রকরণের আরম্ভ, সেই আত্মাই এখানে “যচ্চাম-মায়া” বলিয়া অভিহিত হইতেছে ॥ ১৩৪ ॥ ১৪ ॥

স বা অয়মাত্মা সৰ্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং
রাজা, তদ্বথা রথনাভৌ চ রথনৈমৌ চারাঃ সৰ্বে সমর্পিতা
এবমেবাস্মিমাঅনি সৰ্ব্বাণি ভূতানি সৰ্বে দেবাঃ সৰ্বে লোকাঃ
সৰ্বে প্রাণাঃ সৰ্ব্বে এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (অনন্তরোক্তঃ) অয়ং (কার্য্য-করণোপাধিবিধিঃ)
আত্মা সৰ্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ (অধিষ্ঠায় পালকঃ—স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ), সৰ্বেষাং
ভূতানাং রাজা (ঔপচারিকরাজত্ব-প্রতিষেধার্থং রাজ্যবিশেষণম্); তৎ (তত্র
দৃষ্টান্তঃ) যথা (যথং) রথনাভৌ চ রথনৈমৌ (রথচক্রস্ত প্রান্তভাগে) চ সৰ্বে অরাঃ
(শলাকাঃ) সমর্পিতাঃ [ভবন্তি], এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) সৰ্ব্বাণি
ভূতানি, সৰ্বে দেবাঃ, সৰ্বে লোকাঃ, সৰ্বে প্রাণাঃ, এতে (পূৰ্ব্বোক্তাঃ) সৰ্বে
আত্মানঃ অস্মিন্ (বিজ্ঞানময়ে) আত্মনি সমর্পিতাঃ (সম্মিবেশিতাঃ তদায়ত্তা
ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩৫ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদঃ।—সেই এই দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধ বিজ্ঞানময়
আত্মাই সমস্ত ভূতের অধিপতি (পরিচালক) এবং সমস্ত ভূতের রাজা। এ
বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, রথের নাভিরন্ধ্রে ও রথচক্রের নৈমিতে (প্রান্তভাগে)
যে রূপ চক্রশলাকাসমূহ সম্মিবেশিত থাকে, ঠিক তদ্রূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত
দেবতা, সমস্ত লোক, সমস্ত প্রাণ এবং উক্ত সমস্ত আত্মা এই আত্মাতে
সম্মিবেশিত আছে ॥ ১৩৫ ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—যদ্বিমাঅনি পরিশিষ্টৌ বিজ্ঞানমরোহন্ত্যে পর্যায়ে
প্রবেশিতঃ, সোহয়মাত্মা, তদ্বিগ্নবিজ্ঞাত-কার্য্যকরণসজ্বাতোপাধিবিধিষ্টে ব্রহ্ম-
বিজ্ঞয়া পরমার্থাত্মনি প্রবেশিতে, স এবমুক্তোহনন্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনভূতঃ
সৰ্বেষাং ভূতানাময়মাত্মা সৰ্ব্বৈরূপাশ্চ, সৰ্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সৰ্ব্ভূতানাং
স্বতন্ত্রঃ, ন কুমারামাত্যবৎ; কিং তহি? সৰ্বেষাং ভূতানাং রাজা; রাজত্ববিশেষণ-
মধিপতিব্রিতি—ভবতি কশ্চিদ্ধাঘোচিৎকৃতিমাশ্রিত্য রাজা, ন তধিপতিঃ; অতো
বিশিনষ্ট অধিপতিব্রিতি। এবং সৰ্ব্ভূতাত্মা বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্বং যুক্তো ভবতি। ১

যজ্ঞম্—ব্রহ্মবিজ্ঞয়া সৰ্ব্বং ভবিষ্যন্তো মহুয়া যতন্তে—কিহু তদ্ ব্রহ্ম অবৎ,
যস্মাৎ তৎ সৰ্ব্বমভবৎ—ইতীদম্, তদ্ব্যাখ্যাতম্। এবমাত্মানমেব সৰ্ব্বাত্মনোচাৰ্য্যা-
গমভ্যাং ব্রহ্মা, মহা তর্কতঃ, বিজ্ঞায় সাক্ষাৎ, এবম্—যথা যজ্ঞাক্রমে দর্শিতং,
তথা। তদ্বাদব্রহ্মবিজ্ঞানাদেবংলক্ষণাৎ পূৰ্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সৎ অবিজ্ঞয়া অব্রহ্মাসীৎ,

সৰ্বমেব চ সৎ অসৰ্বমাসীৎ, তাং ত্রবিষ্টামশ্রাদ্ বিজ্ঞানাত্ তিরস্কৃত্য ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব
সন্ ব্রহ্মাভবৎ, সৰ্বং সৎ সৰ্বমভবৎ । ২

পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ, যদর্থঃ প্রস্তুতঃ ; তস্মিন্নেতস্মিন্ সৰ্বাশ্রভূতে ব্রহ্মবিদি
সৰ্বাশ্রানি সৰ্বং জগৎ সমর্পিতন্—ইত্যেতস্মিন্নর্থো দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে—তদ্বথা
রথনার্তো চ রথনেমো চ অরাঃ সৰ্বো সমর্পিতাঃ—ইতি প্রসিদ্ধোহর্থঃ, এবমেত-
স্মিন্ আশ্রানি পরমাশ্রভূতে ব্রহ্মবিদি সৰ্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তানি, সৰ্বো
দেবাঃ অধ্যাদয়ঃ, সৰ্বো লোকাঃ ভূবাদয়ঃ, সৰ্বো প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ, সৰ্বো এতে
আশ্রানঃ—জলচক্ৰবৎ প্রতিশরীরানুপ্রবেশিনোহবিজ্ঞাকল্পিতাঃ, সৰ্বং জগদস্মিন্
সমর্পিতম্ । ৩

যহক্ৰম্—ব্রহ্মবিদ্ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুয়ভবৎ সূর্য্যশ্চেতি, স
এষ সৰ্বাশ্রভাবো ব্যাখ্যাতঃ । স এষ বিদ্বান্ ব্রহ্মবিৎ সৰ্বোপাধিঃ সৰ্বাশ্রা
সৰ্বো ভবতি ; নিরুপাধিনিরুপাখ্যোহনন্তরোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানবনোহ-
জোহজরোহমৃতোহভরোহচলো নেতি নেত্যস্বলোহনগুরিত্যেবংবিশেষণো
ভবতি । ৪

তমেতমর্থমজ্ঞানস্তত্ত্বাৰ্হিকাঃ কেচিং পণ্ডিতস্বচ্ছাশ্চাগমবিদঃ শাস্ত্রার্থং বিরুদ্ধং
মত্মানা বিকল্পয়ন্তো মোহমগাধমুপবাস্তি । তমেতমর্থমেতৌ মত্বাবল্লবদতঃ—
“অনেজদেবং মনসো জবীয়ঃ” “ভদেজতি তন্নৈজতি” ইতি । তথা চ তৈত্তি-
রীয়কে—“যশ্মাৎ পরং নাপরমস্তু কিঞ্চিৎ”, “এতৎ সাম গায়ত্রান্তে ।” “অহমন্ন-
মহমন্নমহমন্নম্” ইত্যাদি । তথা চ ছান্দোগ্যে—“জক্ষৎ ক্রীড়ন রমমাণঃ” “স যদি
পিতৃলোককামঃ”, “সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ” “সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎ” ইত্যাদি । আথৰ্ব্বে
চ—“দূরাং স দূরে তদিহাস্তিকে চ ।” কঠবল্লীষপি—“অণোরগীয়ান্ মহতো
মহীয়ান্”, “কন্তুং মদামদং দেবম্”, “তদ্ধাবতোহজ্ঞানতোতি তিষ্ঠৎ” ইতি চ ।
তথা গীতাস্থ—“অহং ক্রতুরহং বজ্রঃ ।” “পিতাহমস্তু জগতঃ ।” “নাদন্তে কস্ত-
চিং পাপম্”, “সমং সৰ্বেষু ভূতেষু” “অবিভক্তং বিভক্তেষু”, “গ্রসিষু প্রভবিষু চ”
ইত্যেবমাত্মাগমার্থং বিরুদ্ধমিহ প্রতিভাস্তং মত্মানাঃ স্বচিন্ত্যামর্থাদর্থনির্ণয়ায়
বিকল্পয়ন্তঃ—অন্ত্যাত্মা, নান্ত্যাত্মা, কর্তা, অকর্তা, মুক্তো বদ্ধঃ, ক্ষণিকো বিজ্ঞান-
মাত্রং, শূন্যঃ—ইত্যেবং বিকল্পয়ন্তো ন পারমধিগচ্ছন্তি অবিজ্ঞায়াঃ ; বিরুদ্ধার্থ-
দর্শিত্বং সৰ্বত্র । তস্মাৎ তত্র ব এব শ্রুত্যাচার্য্যাবশিতমার্গানুসারিণঃ, ত এবা-
বিজ্ঞায়াঃ পারমধিগচ্ছন্তি । ত এব চাস্মান্মোহসমুদ্রাদগাধাতুরিষ্যন্তি, নেতরে
স্ববুদ্ধিকৌশলানুসারিণঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৫ ॥

টীকা।—স বা অন্নমাত্ত্বাত্মার্থমাহ—বশ্মিহিত । পরিশিষ্টে: পূৰ্ণপৰ্য্যায়েষুপদিষ্টোহন্তে; ৫ পৰ্য্যায়েষু বশ্মিহিতমাত্ত্বাত্ত্বোক্তে বিজ্ঞানময়ো বশ্মিহিতানি শিলাদৃষ্টান্তবচসা এবশিতঃ, তেন পরেশান্ননা ভাদান্নাং গতৌ বিধানত্রাস্তপ্কার্থঃ । উক্তমাত্ত্বপ্কার্থমনুচ সৰ্কেষামিত্যাশি ব্যাচষ্টে—তশ্মিহিত । অশিতঃ কৃতঃ কাৰ্য্যকরণসত্ত্বাত এবোপাধিতেন বিশিষ্টে জীবে তশ্মিন্ পরমার্থান্ননি ত্রুণি ত্রুণবিভগ্না এবশিতে, স এবায়মাত্ত্বা যথোক্তবিশেষণ: সৰ্কেষাপাত্ত্ব: সৰ্কেষাং ভূতানামধিপতিরিত্যি সত্বকঃ । ব্যাধোয়ঃ পদমাদায় তন্ত বাচ্যমর্থমাহ—সৰ্কেষামিত্যি । তন্তৈব বিবক্তিতোহর্থঃ সৰ্কেষাপাত্ত্ব ইত্যুক্তঃ । সাত্ত্ব্যং ব্যতিরেকদ্বারা ফোরগতি—নেত্যাদিনা । সৰ্কেষাং ভূতানাং রাজ্ঞেভ্যোভ্যবতৈব যথোক্তার্থসিদ্ধৌ কিমিত্যাধিপতিরিত্যি বিশেষণমিত্যাশ-
প্কার্হ—রাজ্ঞেতি । রাজ্ঞবজ্ঞাতানাক্রান্তোহপি কশিৎ তদুচিতপরিপালনাদিবাবহারবানিত্যুপ-
লব্ধং, ন পুনশ্চ সাত্ত্ব্যং, রাজপরতত্ত্বত্বাৎ; তস্মাৎ ততো ব্যবচ্ছেদার্থমধিপতিরিত্যি বিশেষণ-
মিত্যর্থঃ । রাজ্যাধিপতিরিত্যুক্তোহোরপি মিথো বিশেষণবিশেষণ্যভিপ্রোক্ত্য বাকার্থং নিগম্যতে—
এবমিত্যি । ১

উক্তস্ত বিচাকলস্ত তৃতীয়েনৈকবাক্যমাহ—যদুক্তমিত্যি । তদেব ব্যাখ্যাতঃ ফোরগতি—
এবমিত্যি । মৈত্রেয়ীত্রাক্ষণোক্তক্রমেণেতি ধাবৎ । এবমিত্যাত্মার্থং কথয়তি—যথেন্টি । মধুরাক্ষণে
পূৰ্ণত্রাক্ষণে চোক্তক্রমেণান্নি অবগাদিত্যয়ঃ সম্পাদ্য বিধান্ ত্রাক্ষণবিদিত্যি সত্বকঃ । নহু
মোক্ষাবহারামেব বিদুযো ত্রাক্ষণপরিচ্ছিন্নত্বং, ন প্রাচ্যামবিদ্যাশাস্ত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিত্যি ।
সমানাধিকরণঃ পক্ষমীত্বম্ । এবংলক্ষণাৎ—অহং ত্রাক্ষণীতি অবগাদিকৃতান্তত্বসাক্ষাৎকারাদিত্যি
ধাবৎ । অত্রাক্ষণাদিধীক্ষণিত্ত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাং ত্বিত্যি । ২

বৃত্তমনুচ্যন্তরগ্রন্থমবতারয়তি—পরিসমাপ্ত ইতি । যন্ত শাস্ত্রস্তার্থো বিষয়প্রয়োজননাথো
ত্রাক্ষণিকগাং চতুর্থার্থো ৫ প্রথমস্তার্থো যথোক্তভায়েন নির্দ্ধারিত ইত্যনুবাদার্থঃ । সৰ্ব্বান্ন-
ভূতত্বং সর্গাদিবৎ কলিতানাং সৰ্কেষামাত্ত্বভাবেন স্থিতত্বম্ । সৰ্বং ত্রাক্ষণ ত্রুণত্বং সৰ্বান্নত্বম্ ।
সৰ্ব এত আত্মনা ইতি কুতো ভেদোক্তিরাত্মেক্যন্ত শাস্ত্রীয়বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জলচেষ্টবদিত্যি ।
দাষ্টান্তিকভাগস্ত সম্পিণ্ডিতমর্থমাহ—সৰ্বমিত্যি । উক্তন্ত সৰ্বান্নভাবন্ত তৃতীয়েনৈকবাক্যং
নির্দিশতি—যদুক্তমিত্যি । সৰ্বান্নভাবে বিদুযঃ সপ্রপঞ্চত্বং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স এষ ইতি ।
সৰ্কেষ কলিতেন যৈতেন সহিতবশিষ্টানভূতং ত্রাক্ষণপ্রত্যগ্ভাবেন পশন্ত বিধান্ সৰ্কেষাধিপতিস্ত-
ত্রুণেণ স্থিতঃ সৰ্কৌ ভবতি । তদেব কলিতং সপ্রপঞ্চত্বমবিশদৃষ্টা বিদুযোহতীষ্টমিত্যর্থঃ;
বিদুযদৃষ্টা তন্ত নিপ্রপঞ্চত্বং দর্শয়তি—নিরূপাধিরিত্যি । নিরূপাধিত্বং শব্দপ্রত্যয়গোচরত্বং;
ত্রুণঃ সপ্রপঞ্চত্বমবিচাকৃতং, নিপ্রপঞ্চত্বং ভাবিকমিত্যাগমার্থাবিরোধ উক্তঃ । ৩

কথং তর্হি তাকিকা মীমাংসকান্ শাস্ত্রার্থং বিরুদ্ধং পশন্তো ত্রাক্ষণি নাস্তীত্যাদি বিরুদ্ধমন্তো
মোহুহন্তে, তত্রাহ—তমেতমিত্যি । বাদিব্যামোহস্তাজ্ঞানং মূলমুক্ত্যৈ প্রকৃতে ত্রাক্ষণো বৈরূপ্যে
প্রমাণমাহ—তমিত্যাদিনা । তৈত্তিরীয়শ্রুতাবাদিশঙ্কেনাহমন্নমন্নদত্তমন্নীত্যাশি গৃহ্যতে ।
হালোগ্যশ্রুতাবাদিশঙ্কেন সত্যকামঃ সত্যসকলো বিজ্ঞো বিমূঢ়্যিত্যাশি গৃহীতম্ । শ্রুতিসিদ্ধে
বৈরূপ্যে দৃষ্টমপি সংবাদয়তি—তথেন্টি । পূৰ্ণোক্তপ্রকারেণাগমার্থাবিরোধসমাবানে বিভ্রমানে-
হপি ভনজ্ঞানাবাদিবিত্রান্তিরিত্যুপসংহরতি—ইত্যেবমাদীতি । বিরুদ্ধমেব স্মৃতি—অতীতি ।

সর্বত্র শ্রুতিদৃতিদ্বায়নীতি যাবৎ । কে তর্হি পারমবিদ্যায়াঃ সমধিগচ্ছন্তি ? তত্রাহ—তস্মা-
দিত্তি । ব্রহ্মজ্ঞানফলমাহ—ত এবতি । ১৩৫ । ১৫ ।

ভাষ্যানুবাদ।—অন্তিম পর্যায়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শ্রুতুক্ত যে আত্মাতে
বিজ্ঞানময় আত্মার সমিবেশ কথিত হইয়াছে, সেই আত্মাই [এখানে আত্মশব্দে
অভিহিত হইয়াছে] । অবিদ্যাজনিত দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিবিশিষ্ট সেই আত্মা
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে পরমাত্মার প্রবেশিত—সংযোজিত হইলে পর, যথোক্তপ্রকার
অনন্তর অবাছ পূর্ণ প্রজ্ঞানধন এবং অব্যবহিত পূর্নশ্রুতিতে ‘তেজোময়’ প্রভৃতি
বাক্যে যাহা উক্ত হইয়াছে, সর্বভূতের আত্মা ও সর্বভূতের উপাসনীয় সেই এই ব্রহ্ম-
বিদ্যাসম্পন্ন বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) অধিপতি অর্থাৎ সর্বভূতের
পরিচালক—স্বাধীন, এবং সমস্ত ভূতের রাজা—রাজার ছায় রাজকুমার এবং রাজ-
মন্ত্রীরও আধিপত্য থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদের আধিপত্য সেইরূপ নহে ; এই জ্ঞাত
বলিলেন—তিনি সর্বভূতের রাজা অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন । কোন কোন লোক
রাজোচিত ব্যবহার অবলম্বন করিয়াও ‘রাজা’ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকে,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিপতি নহে ; সেইজ্ঞাত বিশেষ করিয়া ‘অধিপতি’ বলিলেন ।
এই প্রকার সর্বভূতে আত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন (ব্রহ্মবুদ্ধিসম্পন্ন) ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ মুক্তি-
লাভ করিয়া থাকেন । ১

ইতঃ পূর্বে যে, বলা হইয়াছে—‘মনুষ্যগণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সর্কীয়তাব লাভ
করিবার পূর্বে মনে করে যে, ব্রহ্মই বা এমন কোন বিষয় জানিয়াছিলেন, যাহা
জানিয়া তিনি সর্কীয়ক হইয়াছেন’ ? সে কথার এইরূপ ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত বর্ণিত
হইয়াছে যে, প্রথমতঃ আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে আত্মার সর্কীয়তাব শ্রবণ করিয়া,
পরে অল্পকাল যুক্তির সাহায্যে মনন করিয়া অর্থাৎ শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন
করিয়া, তাহার পর মধুব্রাহ্মণে বেক্রপ বিজ্ঞানপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে
সাক্ষাৎকার করিয়া—বুঝিতে হইবে যে, উক্তপ্রকার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্বেও ব্রহ্ম-
স্বরূপই ছিল ; কেবল অবিদ্যাবশে অব্রহ্মের ছায় হইয়াছিল, এবং সর্কীয়ক হইয়াও
অসর্কিবৎ হইয়াছিল ; এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সেই অবিদ্যা অপনোত করিয়া ব্রহ্মবিৎ
পুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ থাকিয়াও ব্রহ্ম হইয়াছেন, এবং সর্কীয়ক হইয়াছেন
মাত্র । (*) ২

(*) তাৎপর্য্য—আত্মা স্বভাবতঃই ব্রহ্মস্বরূপ এবং সর্কীয়ক ; কেবল অবিদ্যার সহিত
সংস্ক হওয়ার আত্মা আপনার ব্রহ্মতাব ও সর্কীয়কতা ভুলিয়া যায়—বুঝিতে পারে না ।
সাধনসেবার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে, তৎপ্রতিপক্ষ অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়, অবিদ্যার

বে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এই যন্ত্রের (এই ব্রাহ্মণের) অবতারণা হইরাছিল, তাহার কথা এখানে পরিসমাপ্ত হইল; এখন, সেই সর্বায়ত্তৃত ব্রহ্মবিৎ আত্মাতে এই সমস্ত জগৎ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা বলিতে হইবে। তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—যেমন রথচক্রের নাভিরন্ধ্রে ও রথনেমির (চক্রের প্রান্তভাগের নাম নেমি,) উপরে সমস্ত চক্রশলাকা সন্নিবেশিত থাকে, ঠিক তেমনি পরমাত্মভাবাপন্ন এই ব্রহ্মবিৎ-আত্মাতেও ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্যন্ত সমস্ত ভূতনিবহ, অগ্নিপ্রভৃতি সমস্ত দেবতা, ভূমাদি সমস্ত লোক, বাক্-প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং জলচক্রবৎ প্রতিশরীরে (প্রত্যেক শরীরমধ্যে) অমুপ্রবিষ্ট অবিজ্ঞা-বশবর্তী এই সমস্ত আত্মা—অধিক কি, সন্মুখস্থ সমস্ত জগৎই অমু-প্রবিষ্ট থাকে। ইতঃপূর্বে আরও যে, বলা হইয়াছে—‘বামদেব ঋষি অমুভব করিয়াছিলেন যে, আমিই মমু হইরাছিলাম, আমিই সূর্য্য হইরাছিলাম’, এখানে সেই সর্বাত্মভাবও ব্যাখ্যাত হইল। [এখানে বুঝান হইল যে,] ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষই সর্বোপাধিসম্পন্ন সর্বাশ্রয় ও সর্বময় হন, তিনিই আবার সর্বোপাধি-বিবর্জিত অনির্দেশ্য, বাহ্যভাস্তররহিত পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন, অজ্ঞ অজ্ঞর, অমর অভয় অচল এবং ‘নেতি নেতি’ শ্রুতিগম্য অস্থূল অনগু (অণু নহে) ইত্যাদি বিশেষণেও বিশেষিত হন। ৩

কোন কোন তর্কপটু—তार्কিক এবং বেদজ্ঞের ভিতরেও পণ্ডিতগণ (বাহারা আপনাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, এরূপ) কোন কোন ব্যক্তি ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া—অধিকন্তু শাস্ত্রার্থ বিকৃত হইতেছে মনে করিয়া নানাপ্রকার অসৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বিষম ব্যামোহে পতিত হইয়া থাকেন। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু] নিম্নোক্ত মন্ত্র দুইটিও আমাদের অভিজ্ঞত অর্থেরই অনুমোদন করিতেছে; যথা—‘যিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও মনের অপেক্ষা অধিক বেগবান্’, ‘তিনি সক্রিয়ও বটে, অক্রিয়ও বটে’ ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এইরূপই আছে—‘বদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নাই,’ ‘এই সাম গান করিতেছে’ ‘আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন’ ইত্যাদি। ছান্দোগ্যেও সেইরূপ দ্বৈততাবের কথা আছে—‘তিনি হাসিতেছেন, ক্রীড়া করিতেছেন এবং রমণ করিতেছেন’ ‘তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন’, ‘তিনি সর্বগন্ধযুক্ত ও

অজ্ঞাবে ভৎকার্য্য অত্রকবোধ ও অসর্বভাব উভয়ই সরিয়া যায়; শুধন আপনা হইতেই আত্মার বাহ্যিক ব্রহ্মভাব ও সর্বাশ্রয়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে; এইজন্যই ভাস্কর্য্য বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেবলক্ষণং পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সৎ” ইত্যাদি।

সৰ্ব্বস-সম্পন্ন, 'যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে সমস্ত জ্ঞানেন' ইত্যাদি। আখৰ্গণোপনিষদেও আছে—'তিনি দূর হইতেও দূরে, আবার নিকট হইতেও নিকটে আছেন' ইত্যাদি। কঠোপনিষদেও আছে—'তিনি অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু, আবার মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর' 'মত্ত ও মত্ততাহীন সেই দেবতাকে [আমি ভিন্ন কে জানিতে পারে ?]' 'তিনি নিশ্চল হইয়াও ধাবমান অল্প সমস্তকে অতিক্রম করেন' ইতি । এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও বৈষ্ণবোক্ত কথা আছে ; যথা—'আমিই শ্রোত ও স্মার্ত বজ্রস্বরূপ,' 'আমিই এ জগতের পিতা,' 'প্রভু (পরমেশ্বর) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না' 'সর্বভূতে সমান' 'পরম্পর পৃথগ্ভাবাপন্ন বস্তুনিচয়েও তিনি অবিভক্ত একরূপ' 'তিনিই নিয়ত সকলকে গ্রাস করিয়া থাকেন এবং জন্মাইয়া থাকেন', এবং বিধ শাস্ত্রগুলির অর্থ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছে মনে করিয়া এবং নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তি অনুসারে অর্থবিশেষ নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে যাইয়া, কেহ কেহ মনে করেন—দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে, কেহ মনে করেন—নাই ; কেহ বলেন—কর্তা, কেহ বলেন—অকর্তা ; কেহ বলেন—আত্মা বদ্ধ, আবার কেহ বলেন—আত্মা মুক্ত ; কেহ বলেন—আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধি-বিজ্ঞান মাত্র, আবার কেহ বলেন—শূন্যই আত্মা, (১) ইত্যাদি বহুবিধ কল্পনার আশ্রয় করিতে যাইয়া সর্বত্রই বিরোধ দেখিতে পান ; সুতরাং সেই অবিচারও আর কুলকিনারা পান না । অতএব ঈশ্বারা ঋতি ও আচার্য্য-প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এই অবিচার-বিলম্বের পায় পাইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা এই অগাধ মোহ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে সমর্থ হন, কিন্তু নিজ নিজ বুদ্ধিনৈপুণ্যানুসারিণ্য কখনই পারেন না ॥ ১৩৫ ॥ ১৫ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—আত্মার সৰ্ব্বদে বিরুদ্ধবাদ বহুতর আছে ; তন্মধ্যে এখানে যে করে কটি মতের উল্লেখ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত নিত্য সত্য আত্মার অস্তিত্ব আন্তরিকমাত্রেই স্বীকার করেন ; কিন্তু নাস্তিকেরা তাহা স্বীকার করেন না । নৈয়ায়িকেরা আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তীরা তাহা মানেন না ; তাঁহারা বলেন—কর্তৃত্ব ধর্মটি বুদ্ধির, আত্মাতে তাহার আরোপ হয় মাত্র । নৈয়ায়িকেরা আত্মার বাস্তব বন্ধ বোঝে স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তিগণ আত্মাকে নিত্যমুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন । বৌদ্ধদিগের মধ্যে একদল বলেন—অমৃতবগোচর বুদ্ধিবিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত চেতন কোন আত্মা নাই ; অন্ত দল বলেন—শূন্যই জগতের তত্ত্ব, সেই শূন্যই আত্মার প্রকৃতরূপ ইত্যাদি ।

আভাসভাষ্যম্ ।—পরিসমাপ্তা ব্রহ্মবিজ্ঞানমৃততৎসাদনভূতা, যাং মৈত্রেয়ী পৃষ্টবতী ভক্তারম্—“যেষেব ভগবানমৃততৎসাদনং বেদ, তেষেব মে ব্রহ্মি” ইতি ; এতস্তা ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ স্তব্যার্থেয়মাধ্যাত্মিকা আনীতা । তস্তা আধ্যাত্মিকারাঃ সঙ্কেপতো-
হর্থপ্রকাশনার্থাবেত্তৌ মন্তৌ ভবতঃ । এবং হি মন্ত-ব্রাহ্মণাভ্যাং স্তব্যতৎসাদনমৃততৎ-
সৰ্বপ্রাপ্তাদিসাদনং ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ প্রকটীকৃতং ব্রাহ্মমার্গমুপনীতং ভবতি—যথা
আদিত্য উগ্ন শার্করং তমোহপনয়তীতি, তদ্বৎ । ১

অপি চ, এবং স্তব্য ব্রহ্মবিজ্ঞান—যা ইন্দ্রমাজ-রক্ষিতা, সা হুত্ৰাপ্যা য়েবৈরপি ;
যস্মাদভিভ্যামপি দেবভিষগ্ভ্যামিন্দ্ররক্ষিতা বিজ্ঞা মহতায়াসেন প্রাপ্তা । ব্রাহ্মণস্ত
শিরশ্ছিদ্যায় শিরঃ প্রতিসঙ্কায় তন্নিম্নিস্রগে চিহ্নে পুনঃ বশির এব প্রতিসঙ্কায়, তেন
ব্রাহ্মণস্ত বশিরসৈবোক্তা অশেষব্রহ্মবিজ্ঞা শ্রুতা । তস্মাস্ততঃ পরতরং কিঞ্চিৎ পুরুষার্থ-
সাদনং ন ভূতং ন ভাবি বা, কৃত এব বর্তমানমিতি নাতঃ পরা স্তুতিরস্তি । ২

অপি চৈবং স্মৃত্যে ব্রহ্মবিজ্ঞা,—সৰ্বপুরুষার্থানাং কৰ্ম হি সাদনমিতি লোকে
প্রসিদ্ধম্ । তচ্চ কৰ্ম বিস্তাসাদ্যম্, তেনাশপি নাস্তি অমৃততৎসাদনং । তদ্বদমমৃততৎসাদনং
কেবলমায়বিজ্ঞান কৰ্ম-নিরপেক্ষম্ প্রাপ্যতে ; যস্মাৎ কৰ্মপ্রকরণে বক্তুং প্রাপ্যপি
সতী প্রবৰ্গ্যপ্রকরণে কৰ্মপ্রকরণাদুচীয়া কৰ্মণা বিরুদ্ধত্বাৎ কেবলসম্যাসসহিতা-
ভিহিতা অমৃততৎসাদনায় ; তস্মান্নাতঃ পরং পুরুষার্থসাদনমস্তি । ৩

অপিচৈবং স্তব্য ব্রহ্মবিজ্ঞা,—সৰ্বৌ হি লোকো হন্যারামঃ, “স বৈ নৈব য়েমে,
তস্মাদেকাকী ন রমতে” ইতি শ্রুতেঃ । যাজ্ঞবল্ক্যো লোকসাদারণোহপি সন্ আত্ম-
জ্ঞানবলাৎ ভাৰ্য্যাপুত্রবিজ্ঞাদিসংসাররতিং পরিত্যজ্য প্রজ্ঞানভূত আত্মরতির্কল্ভব ।
অপি চ, এবং স্তব্য ব্রহ্মবিজ্ঞা,—যস্মাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যেন সংসারমার্গাধু্যন্তিষ্ঠতাপি
প্রিয়ানুৈ ভাৰ্য্যানুৈ প্রীত্যর্থমেবাভিহিতা, “প্রিয়ং ভাবসে এহাশ্ব” ইতি সিদ্ধাৎ । ৪

টীকা ।—স্তব্যবৈজ্ঞান্যাদিবাচ্যার্থঃ বিত্তরেণোক্তঃ । বৃত্তং কীৰ্ত্তম্ভি—পরিসমাপ্তোভি । ব্রহ্মবিজ্ঞান
পরিসমাপ্তা চেৎ, কিমন্তরগ্রহেনেত্যশঙ্ক্যাহ—এতস্তা ইতি । ইতিমিতি প্রবৰ্গ্যপ্রকরণস্থান-
াধ্যাত্মিকাঃ পরামুপনি । আনীতা “ইদং বৈ তদ্বদ্বিত্যাদিনা ব্রাহ্মণেনেতি শেষঃ । তদন্তত্ববিহিতত্যা
দেত্তাংপর্যমাহ—তস্তা ইতি । তদ্বাং নরেন্দ্ৰাদিরেকো মন্তঃ ; আধৰ্গণ্যচেত্যাধিরপরঃ
মন্তব্রাহ্মণাভ্যাং বক্ষ্যমাণরীত্যা ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ স্তব্যে কিং সিধ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—এবং ইতি । তন্ত
মুক্তিসাদনং দৃষ্টোপ্তেন স্মৃটয়ন্তি—বধেতি । ১

কেন একায়ে ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ স্তব্যঃ, তদাহ—অপি চেতি । অপি-শব্দঃ ত্যাবকব্রাহ্মণ
সম্ভাবনার্থঃ । মন্তবঃসমুচ্চর্যক-শব্দঃ । এবং-শব্দস্মৃতিঃ স্তব্যপ্রকারমেব প্রকটয়তি—যেন্নেতি
তস্তা হুত্ৰাপ্যে হেতুমা—যস্মাদিতি । মহাত্মমাসং স্মৃটয়ন্তি—ব্রাহ্মণস্তেতি । কৃত্যথে
নাপিল্পেণ রক্ষিতবে বিজ্ঞান্য দৌর্গন্ত্যে চ কলিতমাহ—তস্মাদিতি । ২

ন কেবলমুক্তেনৈব একারেণ বিচা ত্বয়তে, কিন্তু একারান্তরেণাপীতাহ—অপি চেতি । তদেব একারান্তরঃ একটয়তি—সর্কেতি । কেবলয়েত্যন্ত ব্যাখ্যানং কর্ণনিরপেক্ষয়েতি । তত্র হেতুর্নান—সমাদিতি । কিমিতি কর্ণপ্রকরণে প্রাপ্তাহপি একরপান্তরে কথ্যতে, তত্রাহ—কর্ণগোতি । এসিক্স পূমর্থোগায়ঃ কর্ণ ত্যক্ত । বিচারামেবাদরে তদধিকতা সমধিগতেতি কলিতমাহ—তস্মাদিতি । ৩

একারান্তরেণ ব্রহ্মবিচারঃ স্তুতিং দর্শয়তি—অপি চেতি । অনাস্তরতিং ত্যক্তাস্তেব রতিহেতুত্বান্ মহতীং বিত্তেত্যর্থঃ । বিধান্তরেণ তত্ত্বাঃ প্রতিমাহ—অপি চৈবমিতি । কথং ব্রহ্মবিচা ভাৰ্য্যায়ৈ ঐতীর্থমেবোক্তেতি গম্যতে, তত্রাহ—প্রিয়মিতি । ৪

আভাসভাষ্যামুবাদ।—মৈত্রৈয়ী ‘ষদেব মে ভগবান্ অমৃতত্ব-সাধনং বেদ, তদেব মে ব্রহ্মি’ ইত্যাদি বাক্যে স্বীয় পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মুক্তিলাভের উপায়ভূত সেই ব্রহ্মবিচার প্রশঙ্গ এখানেই পরিসমাপ্ত হইল । এই ব্রহ্মবিচার প্রশংসার্থই উক্ত আখ্যায়িকাটির এখানে অবতারণা করা হইয়াছে । সেই আখ্যায়িকাতে যে সমস্ত তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ সেই রহস্য-প্রকাশনার্থ পরবর্তী দুইটি মন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কারণ, সূর্য্য উদিত হইবামাত্র যেমন নৈশ তমোরাশি নিঃশেষে অপনীত হয়, তেমনি যথোক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারা (১) প্রশংসিত হওয়ায়, কথিত ব্রহ্মবিচার অমৃতত্ব-সাধনত্ব ও সর্কভাবপ্রাপ্তি-হেতুত্ব অত্যন্ত পরিষ্কৃত হইবে । ১

অপিচ ; এইরূপেও [পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে] ব্রহ্মবিচার বিশেষ প্রশংসা সাধিত হইতেছে যে, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, যে ব্রহ্মবিচারকে গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেবগণেরও তুল্য ; কেন না, দেব-ভিষক্ অশ্বিনীকুমারও ইন্দ্ররক্ষিত এই ব্রহ্মবিচা বিশেষ চেষ্টায় লাভ করিয়াছিলেন । অশ্বিনীকুমার প্রথমতঃ [উপদেষ্টা] ব্রাহ্মণেরই (দধ্যাও আথর্কণ ঋষিরই) শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহাতে অশ্বশির সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন । [ঋষি সেই অশ্বমুখে এই ব্রহ্মবিচা উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর,] ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার সেই অশ্বশির কর্তন করিয়া ফেলিলেন ; তখন অশ্বিনীকুমার ঋষির নিজ মস্তক পুনঃ যথাবথভাবে সংযোজিত করিয়া

(১) তাৎপর্য্য—এই প্রকরণে ব্রহ্মবিচাপ্রকাশক পঞ্চম শ্রুতিপূর্ণ ব্রাহ্মণাস্ত্রক, আর পরবর্তী দুইটি (১৬ ও ১৭) শ্রুতি হইতেছে মন্ত্রাস্ত্রক । ব্রাহ্মণে যে বিষয় বর্ণিত হয়, মন্ত্রভাগেও তাহার সমর্থন হওয়া আবশ্যক ; এইরূপ মন্ত্রভাগোক্ত বিষয়েরও ব্রাহ্মণভাগ দ্বারা সমর্থন হওয়া আবশ্যক ; এইরূপ সমর্থন দ্বারাই উপদিষ্ট বিষয়টি নিঃসন্দেহ হইয়া থাকে ; তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রভাগ দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় বর্ণিত বিষয়টি দৃঢ়ীকৃত হইল ।

দিলেন । তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ (ঋষি) নিজমুখেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিলেন ;—
তাঁহারাও যথাযথভাবে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন—যদ্যপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মুক্তি-
সাধন আর কিছু হয় নাই, হইবে না এবং বর্তমানেও নাই, ইহা অপেক্ষা আর
অধিক স্তুতি কি হইতে পারে ? ২

পক্ষান্তরে, এই রূপেও ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রশংসিত হইতেছে যে, কর্মই সর্ববিধ
পুরুষার্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) প্রাপ্তি-সাধন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ;
সেই ধর্ম হইতেছে বিত্তসাধ্য ; অথচ বিত্ত দ্বারা কখনও সেই অমৃতত্বলাভের
আশা নাই ; পক্ষান্তরে কর্মনিরপেক্ষ একমাত্র আত্মবিজ্ঞা (ব্রহ্মবিজ্ঞা) দ্বারাই
যথোক্ত অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় । বিশেষতঃ যেহেতু কর্ম-
প্রকরণেই ব্রহ্মবিজ্ঞার কথাও বলিতে পারা যাইত, কিন্তু কর্মের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞা
নিতান্ত বিরুদ্ধ ; সেই জন্যই কর্মপ্রকরণ অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব-লাভের জন্ত
পৃথকভাবে শুদ্ধ সন্ন্যাসের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞা নিরূপণ করা হইয়াছে । ইহা হইতেও
বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা অপেক্ষা পুরুষার্থসিদ্ধির আর উৎকৃষ্ট উপায় নাই ।
[ইহাও ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রশংসার অপর কারণ] । ৩

প্রকারান্তরেও ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রশংসিত হইতেছে—জগতের লোকমাত্রই দন্দারাম
অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্ত্র লাভে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ; ‘আদি পুরুষ কিছুতেই প্রীতি লাভ
করিতে পারিলেন না’ ‘সেইজন্ত এখনও লোকে একাকী রতি অশুভব করে না’
এই ঋতিবাক্যও এবিধেই প্রমাণ । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সাধারণ সংসারী হইয়াও
একমাত্র আত্ম-জ্ঞানের প্রভাবে ভার্যাপুত্রাদিময় সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ
করিয়া, আত্ম-জ্ঞানে তৃপ্ত ও আত্মরতি হইয়াছিলেন । তাহার পর এইভাবেও
ব্রহ্মবিজ্ঞার স্তুতি করা হইল যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারাপ্রম হইতে যখন প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিতেছেন, তখনও তিনি নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যার পূর্ণ তৃপ্তিসাধনের জন্ত
এই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ দিয়াছিলেন ; কারণ, তাঁহার নিজের উক্তিভেদেই আছে—
‘মৈত্রেরি, তুমি প্রিয় কথা বলিতেছ ; এস, নিকটে উপবেশন কর’ ইতি, [লোকে
প্রিয়জনকে উত্তম বস্ত্রই দিয়া থাকে ; যাজ্ঞবল্ক্য নিজের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে
ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রদান করার বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মবিজ্ঞা অতি উত্তম পরমপুরুষার্থ-
সাধন ; সুতরাং ইহাও ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রশংসার কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে] । ৪

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্গাধর্ব্বণোহশ্বিভ্যাম্বাচ । তদেতদৃষিঃ
পশ্যন্নবোচৎ তদ্বান্নরা সনয়ে দ্যুস উগ্রমাবিক্ণুণোমি তত্ত্বতুর্ন

বৃষ্টিম্ । দধ্যাঙ্ হ যন্মধ্যাথর্বণো বামশ্চ শীর্ষা প্র
যদীমুবাচেতি ॥ ১৩৬ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং যথোক্তমধুবিভাগ্যঃ স্ত্যর্থমিয়মাখ্যায়িকাবিধীয়তে
“ইদং—বৈ” ইতি ।] দধ্যাঙ্ আথর্বণঃ (তন্মামক ঋষিঃ) তৎ (পূর্বোক্তং) ইদং
বৈ (প্রসিদ্ধং) মধু (মধুবিভাগ্যং) অশ্বিভ্যাং (অশ্বিনীকুমার-নামকভ্যাং দেব-
ভিষগ্ভ্যাম্) উবাচ (উক্তবান্) । ঋষিঃ (মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ (বিজ্ঞাপদেশ-
রূপং কৰ্ম্ম) পশুন্ (জ্ঞানন্) অবোচৎ । [কিম্ ? ইত্যাহ—] হে নরাঃ (নরা-
কারো অশ্বিনৌ), বাং (যুবয়োঃ) সনয়ে (ধনায় মোক্ষফলায় অগ্রুষ্ঠিতং) উগ্রং
(ক্রুরং) তৎ (যথারুতং) দংসঃ তদাখ্যং কৰ্ম্ম তত্ততঃ (মেঘঃ) বৃষ্টিং (বারি-
বর্ষণং) ন (ইব) আবিষ্কণোমি (প্রকাশয়ামি, মেঘো যথা গর্জিতাদিভিঃ বৃষ্টিং
প্রকাশয়তি, তথা অহমপি যুবয়োরেতৎ কৰ্ম্ম লোকে প্রকাশয়ামি ইত্যর্থঃ) ।
[কিং প্রকাশয়িষ্যসি ? ইত্যাহ—] দধ্যাঙ্ আথর্বণঃ ঋষিঃ যৎ অশ্বশ্চ শীর্ষা
(অশ্বমন্তকেন) বাং (যুবাভ্যাং) মধু (মধুবিভাগ্যং) প্রোবাচ (উক্তবান্) ইতি ।
[অত্র ‘ঈং’ ইতি অনর্থকো নিপাতঃ] ॥ ১৩৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই মধুবিভাগ্য দধ্যাঙ্নামক আথর্বণ ঋষি
অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন; মন্ত্বরূপী ঋষি তাহা জানিতে পারিয়া
অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন,—হে নরাকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা
যে লাভের জন্ত এইরূপ [ঋষির শিরশ্ছেদরূপ] নৃশংস কৰ্ম্ম
করিয়াছ; মেঘ যেরূপ গর্জনা দ্বারা বারিবর্ষণ সূচনা করিয়া দেয়,
তদ্রূপ আমিও বলিয়া দিব যে, দধ্যাঙ্ ঋষি অশ্বশির দ্বারা তোমা-
দিগকে এই গোপনীয় মধুবিভাগ্য বলিয়াছেন ॥ ১৩৬ ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—তত্রৈয়ং স্ত্যর্থমাখ্যায়িকৈত্যবোচাম । কা পুনঃ
সা আখ্যায়িকা, ইত্যুচ্যতে—ইদমিতি অনন্তরনির্দিষ্টং ব্যপদিশতি, বুদ্ধৌ সন্নি-
হিতত্বাৎ । বৈ-শবঃ স্মরণার্থঃ; তদিত্যাখ্যায়িকানির্বৃত্তং প্রকরণান্তরাভিহিতং
পরোক্ষং বৈ-শব্দেন স্মারয়ন্তিহ ব্যপদিশতি । যৎ তৎ প্রবর্ত্যপ্রকরণে সূচিতম্, ন
আবিষ্কৃতং মধু, তদ্বদং মধু ইহানন্তরং নির্দিষ্টম্—ইয়ং পৃথিবীত্যাদিনা । কথং
তত্র প্রকরণান্তরে সূচিতং—দধ্যাঙ্ হ বা আভ্যামাথর্বণো মধুনাং ব্রাহ্মণ-
মুবাচ । ১

তদেনয়োঃ প্রিয়ং ধাম, তদেবৈনয়োরেতেনোপগচ্ছতি । স হোবাচ—ইন্দ্রেণ

বা উকোহস্মি—এতচ্চেন্তস্মৈ অহুক্রয়াঃ, তত এব তে শিরশ্চিন্দ্যামিতি । তস্মাৎ বিভেদমি ; যদে মে স শিরোন চিন্দ্যাৎ, তদ্ব্যবপনেষো ইতি । তৌ হোচতুরাবাং তা তস্মাৎ ত্রাস্তাবহে ইতি । কথং মা ত্রাস্তেণে ? ইতি ; যদা নাবুপনেষ্যসে, অথ তে শিরশ্চিদা অত্ৰাত্ৰাহতোপনিধাস্তাবঃ ; অথাস্ত শির আহত্য তস্তে প্রতিধাস্তাবঃ ; তেন নাবমুবক্ষ্যসি । স যদা নাবমুবক্ষ্যসি, অথ তে তদ্বিল্লঃ শিরশ্চেৎস্তুতি ; অথ তে অশির আহত্য তস্তে প্রতিধাস্তাব ইতি । তথেন্তি তৌ হোপনিন্তে । তৌ যদোপনিন্তে, অথাস্ত শিরশ্চিদাত্ৰোপনিদধতুঃ ; অথাস্ত শির আহত্য তদ্বাস্ত প্রতিদধতুঃ ; তেন হাভ্যামনুবাচ । স যদাভ্যামনুবাচ, অথাস্ত তদ্বিল্লঃ শিরশ্চিচ্ছেদ ; অথাস্ত যৎ শির আহত্য তদ্বাস্ত প্রতিদধতুরিতি । যাবন্তু প্রবর্গ্যকর্ম্মাদভূতং মধু, তাবদেব তত্রাভিহিতম্ ; ন তু কক্ষ্যমাত্মজ্ঞানাপ্যম্ । তত্র যা আধ্যায়িকাভিহিতা, সেহ স্তৃতার্থা প্রদর্শ্যতে—ইদং বৈ তন্নধু দধ্যত্বাৎধর্ক-গোহনেন প্রপঞ্চেদাশ্চিভ্যানুবাচ । ২

তথেষতদৃষিঃ—তদেতৎ কর্ম্ম, ঋষিঃ মন্ত্ৰঃ, পশুন্ উপলভমানঃ, অবোচদ্রুতবান্ । কথম্ ? তদংস ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । দংস ইতি কর্ম্মণো নামধেয়ম্ ; তচ্চ দংসঃ কিংবিশিষ্টম্ ? উগ্রং ক্রুরম্ ; বাৎ যুবয়োঃ ; হে নরা নরাকারৌ অশ্বিনৌ । তচ্চ কর্ম্ম কিম্মিত্তম্ ? সনয়ে লাভায় ; লাভনুকো হি লোকেহপি ক্রুরং কর্ম্ম আচরতি, তথৈব এতাবুপলভ্যেতে, যথা লোকে । তৎ আবিঃ প্রকাশং কুণোমি করোমি, যদ্ বহসি ভবন্ত্যং কৃতম্ । কিমিবেতু্যচ্যতে—তত্ততুঃ পর্জন্তঃ, ন ইব, নকারন্তু পরিষ্টোত্পচার উপমার্থীয়ো বেদে, ন প্রতিষেধার্থঃ ; যথাস্থং ন—অশ্ব-মিবেতি বদৎ ; তত্ততুরিব বৃষ্টিং—যথা পর্জন্তো বৃষ্টিং প্রকাশয়তি স্তনয়িত্বা দিশঙ্গৈঃ, তদ্বদং যুবয়োঃ ক্রুরং কর্ম্ম আবিষ্কণোমি ইতি সম্বন্ধঃ । ৩

নহু অশ্বিনোঃ স্তৃত্যর্থো কথমির্মো মর্যো স্মাতাম্, নিন্দাবচনৌ হি ইর্মো ? নৈব ধোষঃ ; স্তুতিরেবৈবা, ন নিন্দাবচনৌ । যস্মাদীদৃশমপ্যতিক্রুরং কর্ম্ম কুর্ষতোঃ যুবয়ো ন লোম চ হীরত ইতি ; ন চাত্মং কিঞ্চিদীয়তে এবেন্তি স্তুতাবেতৌ ভবতঃ । নিন্দাং প্রশংসাং হি লৌকিকাঃ স্মরন্তি ; তথা প্রশংসারূপা চ নিন্দা লোকে প্রসিদ্ধা । দধ্যত্বানামধর্কণঃ—হ ইতি অনর্থকো নিপাতঃ ; যৎ মধু কক্ষ্য-মাত্মজ্ঞানলক্ষণম্, আধর্কণো বাৎ যুবাভ্যামন্বন্ত লীকর্বা শিরসা প্র যৎ ইম্ উবাচ—যৎ প্রোবাচ মধু । ঈম্—ইতি অনর্থকো নিপাতঃ ॥ ১৩৬ ॥ ১৬ ॥

টীকা।—আধ্যায়িকাহাঃ স্তৃত্যর্থঃ প্রতিপাদ্য বৃত্তমন্ত্রাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং তামবভার্গ্য-ব্যাকরোভি—স্তত্রেভ্যা দিনা । ব্রহ্মবিদ্যা নষ্টমর্থঃ । পদার্থমুক্তা । বাক্যার্থমাহ—যদ্বিতি ।

দধাঙ্ভিত্যাদি ব্যাকুল্লীকাকাজ্জাপুর্লকং এবর্গ্যপ্রকরণহামাখ্যায়িকামনুক্রীতরতি—কথমিত্যা-
দিনা । আত্মামবিত্যামিতি যাবৎ । ১

কেন কারণেনোবাচেত্যাপেক্ষানাহ—তদেনয়োরিতি । এনয়োরথিনোক্তমধু ঐত্যান্পদ-
মানীং, তদশান্তাত্যাং প্রাধিতো ব্রাহ্মণন্তুহবাচেত্যর্থঃ । যদদিত্যাং মধু প্রাধিতং, তদেতেন বক্ষ্য-
মাণেন প্রকারেন প্রচ্ছন্দ্রেবৈনয়োরথিনোরচাধ্যায়েন ব্রাহ্মণঃ সমাগমনং কৃতবানিত্যাহ—
তদেবেতি । আচাধ্যানন্তরং ব্রাহ্মণস্ত বচনং দর্শয়তি—স হোবাচেতি । এতচ্ছকো মধুগুণব-
বিষয়ঃ । যত্থে যচ্ছন্দঃ । তচ্ছন্দস্তর্হীত্যর্থঃ । বাৎ যুবামুপনেস্তে শিষ্টত্বেন স্বীকরিত্যামীতি
যাবৎ । তৌ দেবভিষজ্ঞাবথিনৌ শিরশ্ছেদনিমিত্তং মরণং পঞ্চমার্থঃ । নাবাবামুপনেস্তে শিষ্টত্বেন
স্বীকরিত্যসি যদেতি যাবৎ । অধ-শব্দস্তদেত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণস্তামুজানন্তর্গদমধেভ্যক্তম্ । মধু-
প্রবচনানন্তর্গদং তৃতীয়স্তাপশব্দস্তার্থঃ । যদন্ত শিরো ব্রাহ্মণে নিবন্ধং, তন্ত ছেদনানন্তর্গদং
চতুর্থস্তাপশব্দস্তার্থঃ । তর্হি সমস্তমপি মধু প্রবর্গ্যপ্রকরণে প্রদর্শিতমেবেতি কৃতমনেন ব্রাহ্মণে-
নেতাশব্দ্যাহ—যাবতি । প্রবর্গ্যপ্রকরণে হিতাখ্যায়িকা কিমর্থমজ্ঞানীভেত্যশব্দ্য তন্ত ব্রহ্ম-
বিভায়াঃ স্তব্যার্থেয়মাখ্যায়িকেষ্ট্যোক্তমুপসংহরতি—তত্রৈতি । ব্রাহ্মণভাগব্যাখ্যাঃ নিগময়তি—
ইদমিতি । ২

তথামিত্যাধিমন্ত্রমুখাপ্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি । কথং লাভায়াপি ক্রুরকর্ষ্মাহুতানমত আহ—
লাভেতি । নমু প্রতিষেধে মুখ্যো নকারঃ কথমিবার্থে ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—নকারিতি । বেদে
পদানুগরিষ্টাং যো নকারঃ ক্ষতঃ, স খলুপচারঃ সন্মুখমার্থোহপি সম্ভবতি, ন নিষেধার্থ এবত্যর্থঃ ।
অত্রোদাহরণমাহ—যথৈতি । অং ন গুঢ়মথিনেস্ত্যত্র নকারো যথোপমাধীরস্তথা একুতেহ-
পীত্যর্থঃ । তদেব স্পষ্টয়তি—অথমিবেতি যদদিতি । উপমার্থো নকারে সতি বাক্যস্বরূপমনু-
তদর্থঃ কথয়তি—তদ্বতুরিত্যাদিনা । ৩

বিভাস্ততিবারা তদন্তাবথিবাব্র ন সুরেতে, কিং তু ক্রুরকর্ষ্মকারিয়েন নিল্যোতে, তদা
চাখ্যায়িকা বিভাস্তত্যর্থোভ্যমুক্তমিতি শব্দভে—নহিতি । আখ্যায়িকায় বিভাস্তত্যর্থমবিকল্প-
মিতি পরিহরতি—নৈব ইতি । লোমমাত্রমপি ন হীয়ত ইতি যস্মাৎ, তস্মাদ্বিতাস্তত্যা তদ্বতোঃ
স্ততিরেবাত্র বিবক্ষিতেতি যোজন্য । যতপি ক্রুরকর্ষ্মকারিণোরথিনো ন দৃষ্টহানিস্তথাংগদৃষ্টহানিঃ
স্তাদেবেত্যশব্দ্য কৈমৃতিকস্তায়েনাহ—ন চেতি । কথং পুনর্নিল্যায়ঃ দৃষ্টমানারঃ স্ততিরিক্তভে,
তত্রাহ—নিল্যমিতি । ন হি নিল্য নিল্য নিল্যিতুমপি তু বিধেয়ং স্তোতুমিতি স্মারাদিত্যর্থঃ ।
যথা নিল্য ন নিল্য নিল্যিতুমেব, তথা স্ততিরপি স্তব্যং স্তোতুমেব ন ভবতি, কিন্তু নিল্যিতুমপি ;
তথা চ নানেকোব্যবহিতভমিত্যাহ—তথৈতি । তথামিত্যাধিমন্ত্রস্ত পূর্বাঙ্কং ব্যাখ্যায়িকায়িকারঃ
স্তব্যার্থবিবোধঃ চোদ্যুস্তোত্রারাক্তং ব্যাচষ্টে—দধ্যাদ্যন্যেতি । যং কক্ষ্যং জ্ঞানাখং মধু
তদাধর্ষণো যুবাত্যামন্ত শিরসা প্রোবাচ । যজ্ঞাসৌ মধু যুবাত্যামুক্তবাস্তদহমাবিক্ষণোমীতি
সবন্ধঃ । ১৩৬ । ১৬ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই আখ্যায়িকাটি মধুবিভার
প্রশংসার্থ প্রস্তুত হইয়াছে । সেই আখ্যায়িকাটি কি, তাহা এখন বলা হইতেছে—
ঋতির ‘ইৎ’ শব্দটি অব্যবহিত পূর্বোক্ত বিষয়ের নির্দেশ করিতেছে; কারণ,

তাহাই বুদ্ধিহ; ‘বৈ’ শব্দটি অন্নগার্থক; অর্থাৎ অন্নপ্রকরণগোক্ত দূরবর্তী যে বিষয়টি স্বতন্ত্র আখ্যাদিকায় বর্ণিত হইয়াছে, এখানে ‘বৈ’ শব্দে তাহাই অন্ন প্রকরাইয়া দিতেছে। প্রবর্ণ্যপ্রকরণে যে মধু কেবল সূচিতমাত্র হইয়াছে—স্পষ্ট কথার অভিহিত হয় নাই, অব্যবহিত পূর্বোক্ত মধুভ্রাক্ষণে তাহাই “ইয়ং পুপিবী” ইত্যাদিবাক্যে বিস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। সেই প্রবর্ণ্যপ্রকরণেই বা এই মধুবিষ্ঠা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে কিরূপে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন আশ্রয়, ঋষি কি কারণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই মধুভ্রাক্ষণ অর্থাৎ মধুবিষ্ঠা বলিয়াছিলেন, [তাহা বলা হইতেছে—] । ১

এই মধুভ্রাক্ষণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বড়ই প্রিয়। মধ্যাহ্ন আশ্রয় ঋষি বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে তাঁহাদিগকে সেই বিষ্ঠা দান করিবার অন্ন আচার্য্যরূপে তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; [তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিয়া] বলিলেন—দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি যদি এই বিষ্ঠা অপর কাহাকেও প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার শিরশ্ছেদন করিব; সেই কারণে আমি ভীত হইতেছি। তিনি যদি আমার শিরশ্ছেদন না করেন, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারি। [এ কথা শুনিয়া] অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন—আমরা আপনাকে ইন্দ্রের নিকট হইতে রক্ষা করিব। [ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন,] কিরূপে রক্ষা করিবে? [তাঁহারা বলিলেন,] আপনি যে সময় আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, সে সময় আমরা আপনার এই মন্তক কণ্ঠন করিয়া অন্নত্ন রাখিয়া দিব, এবং অন্নের মন্তক আনিয়া আপনার গলদেশে লাগাইয়া দিব; আপনি সেই অশ্বযুগে আমাদিগকে উপদেশ করিবেন। আপনি সেই যুগে যখন আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, তখন নিশ্চয়ই ইন্দ্র আপনার সেই মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিবেন; আমরা তাহার পর আপনার নিজ মন্তক আনিয়া সংযোজিত করিয়া দিব। [তিনি] তথাস্ত্ব বলিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা ইহার মন্তকটি ছেদন করিয়া অন্নত্ন রাখিয়া দিলেন, এবং একটি অশ্বমন্তক আনিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিলেন; ঋষি সেই অশ্বশিরের সাহায্যে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র তাঁহার মন্তক ছেদন করিলেন; তাহার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নিজের মন্তক আনিয়া লাগাইয়া দিলেন ইতি । ১

এই মধুবিভার ষতটুকু অংশ প্রবর্ণ্য ক্রিয়ার অঙ্গ, কেবল ততটুকুই সেখানে কথিত হইয়াছে ; কক্ষ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাত্মক মধুর কথা কিছুই বলা হয় নাই । [বৃষ্টিতে হইবে যে,] সেখানে যে আধ্যাত্মিক প্রদত্ত হইয়াছে, এখানে কেবল মধুবিভার প্রশংসার্থই সে কথার উল্লেখ করিয়া জানান হইতেছে যে, দধ্যাঙ্ আত্মর্ষণ ঋষি এইরূপ প্রণালীতে এই মধুবিভা অগ্নিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়া-
ছিলেন । ২

“তদেতৎ ঋষিঃ”—‘তৎ এতৎ’ অর্থ—উল্লিখিত কার্য্য । এখানে ঋষি অর্থ মন্ত্র ; মন্ত্ররূপী ঋষি অগ্নিনীকুমারদ্বয়কর্তৃক অহুষ্ঠিত এই কৰ্ম্ম দর্শন করত—অমুভব করিয়া বলিয়াছিলেন । কি প্রকার ? ‘দংস’ শব্দটি কৰ্ম্মের সংজ্ঞা ; এবং ব্যবহৃত কৰ্ম্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ । সেই ‘দংস’ কার্য্যটি কি প্রকার ? না, উগ্র—
ক্রুর অর্থাৎ অত্যন্ত হিংসাত্মক । সেই কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য—মৃত্যু ;
লোকে মৃত্যুর প্রত্যাশায় অতি গর্হিত কৰ্ম্মও করিয়া থাকে, ইহাদের দুইজনকেও
ঠিক সেই রূপই দেখিতেছি । হে নর অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি অগ্নিনীকুমারদ্বয়, তোমা-
দের অহুষ্ঠিত এই নৃশংসকৰ্ম্ম আমি প্রকাশ করিয়া দিতেছি,—তোমরা গোপনে
যে কার্য্যের অহুষ্ঠান করিয়াছ । কাহার দ্বারা,—যেমন যেমন গর্জ্জনাদি দ্বারা অবি-
জ্ঞাত বৃষ্টির সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি আমিও তোমাদের সেই
গোপনে অহুষ্ঠিত ক্রুর কৰ্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছি । ঋত্বির ‘ন’
শব্দটি ‘ইব’ স্থানীয় (সাদৃশ্যার্থক) ; যেমন ‘অশ্বং ন’ বলিলে অশ্বসদৃশ বুঝায়,
তদ্রূপ । ৩

ভাল, বিজ্ঞাসা করি, এই মন্ত্র দুইটি অগ্নিনীকুমারের প্রশংসাসূচক হইল
কিরূপে ? বরং নিন্দার্থক বলিয়াই ত মনে হইতেছে ? না,—এ আপত্তি হইতে
পারে না ; কারণ, এই দুইটি মন্ত্র স্তুতিবাচকই বটে,—নিন্দাবাচক নহে ; যেহেতু
এখানে বলা হইয়াছে যে, ঈদৃশ ক্রুর কৰ্ম্ম করিলেও তোমাদের উভয়ের একটি
লোমও নষ্ট হয় নাই ; সুতরাং আর কিছু অনিষ্ট ত হয়ই নাই ; অতএব এইরূপ
অগ্নিনীকুমারের স্তুতিতেই মন্ত্রদুইটিরও বিনিয়োগ বুঝা যাইতেছে । ব্যবহারভিজ্ঞ
লোকেরা নিন্দাকেও স্তুতিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন ; আবার প্রশংসা-বিশেষকেও
সময়ে সময়ে নিন্দাত্মক বলিয়া মনে করেন । দধ্যাঙ্-নামক আত্মর্ষণ ঋষি অশ্ব-
মন্তক দ্বারা তোমাদিগকে যে, গোপনীয় আত্মজ্ঞানরূপ মধু সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছেন,
[তাহা আমি প্রকাশ করিয়া দিব] । ঋত্বির ‘হ’ পদটি অর্থহীন ‘নিপাত’ শব্দ ;
‘ঈম’ পদটিও অর্থহীন নিপাত শব্দ ॥ ১৩৬ ॥ ১৬ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ ঙ্গাথর্ব্বগোহশ্বিত্যাম্বাচ । তদেতদৃষিঃ
পশ্চান্নবোচৎ । আথর্ব্বগায়ান্বিনা দধীচেহশ্বাংশিরঃ প্রতৈরয়তম্ ।
স বাং মধু প্রবোচদৃত্যয়ন্ ত্বাহুং যদ্রস্রাবপি কক্ষ্যং
বামিতি ॥১৩৭ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ।—[অগ্নিস্বর্গে পুনরপি মন্ত্রান্তরমুচ্যতে—“ইদং বৈ” ইত্যাদি] ।
দধ্যঙ্ আথর্ব্বগঃ [তন্মামা ঋষিঃ] ইদং মধু [আত্মজ্ঞানং] অশ্বিত্যাম্ উবাচ । ঋষিঃ
(মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ (অশ্বিনীকুমারকৃতং কৰ্ম) পশ্চান্ (উপলভমানঃ সন্) অবোচৎ
(অশ্বিনীকুমারো উক্তবান্)—হে অশ্বিনৌ, [যুবাং] আথর্ব্বগায় (অথর্ব্ববেদবিদে)
দধীচে (তন্মামে ঋষয়ে) অশ্ব্যং (অশ্বসম্বন্ধি) শিরঃ (মন্ত্রকং) প্রতৈরয়তং
(সংযোজিতবস্ত্রো) । দস্যৌ (হে কুরকর্মাণো অশ্বিনৌ), সঃ (অশ্বশিরঃসম্পন্নঃ
দধ্যঙ্ঋষিঃ) ঋতায়ন্ (প্রতিশ্রুতং পালয়ন্) বাং (যুবাভ্যাং) কক্ষ্যং (গোপনীয়ম্—
অবচনীয়ম্ অপি) ত্বাহুং (আদিত্যসম্বন্ধি প্রবর্গ্যকর্মাভূতং) মধু প্রবোচৎ
(উক্তবান্) ইতি ॥ ১৩৭ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদঃ ।—দধ্যঙ্ আথর্ব্বগ ঋষি এই মধুবিজ্ঞা অশ্বিনী-
কুমারদ্বয়কে বলিয়াছিলেন । স্বয়ং মন্ত্ররূপী ঋষি অশ্বিনীকুমারের তথাবিধ
নৃশংস কৰ্ম দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা
আথর্ব্বগ দধ্যঙ্ ঋষির জ্ঞাত অশ্বশির সংযোজিত করিয়া দিয়াছ ; হে
দস্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), তিনি স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনের জ্ঞাত,
তোমরা অযোগ্য হইলেও তোমাদিগকে গোপনীয় আদিত্যসম্বন্ধী মধু-
বিজ্ঞা উপদেশ দিয়াছেন । [ইহা আমি প্রকাশ করিয়া
দিব] ॥ ১৩৭ ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—ইদং বৈ তন্মধু ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্রান্তরপ্রদর্শনার্থম্ । তথা
অন্তো মন্ত্রতোমেবাধ্যায়িকামনুসরতি স্ম । আথর্ব্বগঃ দধ্যঙ্ নাম—আথর্ব্বগোহ-
শ্বোবিত্ততে—ইত্যতো বিশিনষ্টি—দধ্যঙ্নাম আথর্ব্বগঃ ; তস্মৈ দধীচে আথর্ব্ব-
গায়—, হে অশ্বিনাবিতি মন্ত্রদৃশো বচনম্ । ১

অধ্যম্ অশ্বজ্ঞ স্বভূতং শিরঃ, ব্রাহ্মণশ্চ শিরসি ছিন্নে অশ্বজ্ঞ শিরঃস্থিত্য—ঈদৃশ-
মতিকুরং কৰ্ম কৃত্বা অশ্ব্যং শিরো ব্রাহ্মণং প্রতি ঐরয়তং গমিতবস্ত্রো যুবাং ।
স চ আথর্ব্বগো বাং যুবাভ্যাং তন্মধু প্রবোচৎ, যৎ পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং—বক্ষ্যামীতি ।

স কিমর্থমেবং জীবিতসন্দেহমাকরহ প্রবোচদিত্যুচ্যতে—ঋতায়ন্—যং পূৰ্বে
প্রতিজ্ঞাতং সত্যং, তং পরিপালয়িতুমিচ্ছন্; জীবিতাদপি হি সত্যধর্মপরিপালনা
গুরুতরেত্যেতত্ত্ব লিঙ্গমেতৎ । ২

কিং তন্মধু প্রবোচদিত্যুচ্যতে—হাষ্ট্রম্; হৃষ্টা আদিত্যঃ, তস্য সযন্ধি—যজ্ঞশ্চ
শিরশ্ছিদ্রং হৃষ্টাভবৎ; তৎপ্রতিসন্ধানার্থং প্রবর্গ্যং কৰ্ম্ম । তত্র প্রবর্গ্যকৰ্ম্মাভূতং
যদ্বিজ্ঞানং, তৎ হাষ্ট্রং মধু—যজ্ঞশ্চ শিরশ্ছেদন-প্রতিসন্ধানাদিবিষয়ং দর্শনম্, তৎ
হাষ্ট্রং যন্মধু; হে দ্রোণী দশাবিতি পরবলানাম্ উপক্ষপয়িতারৌ শক্রগাং বা হিংসি-
তারৌ । অপি চ, ন কেবলং হাষ্ট্রমেব মধু কৰ্ম্মসযন্ধি যুবাভ্যামবোচৎ; অপি চ
কক্ষ্যং গোপ্যং রহস্যং পরমাত্মসযন্ধি যদ্বিজ্ঞানং মধু-ব্রাহ্মণেনোক্তম্ । অধ্যায়দ্বয়-
প্রকাশিতম্, তচ্চ বাং যুবাভ্যাং প্রবোচদিত্যমুবর্ততে ॥ ১৩৭ ॥ ১৭ ॥

টীকা।—সমানার্থে কিমিতি পুনরুচ্যতে, তত্রাহ—মন্ত্যুরেতি । তুলার্থন্ত ব্রাহ্মণস্ত
তাৎপর্যমাহ—তথ্যেতি । বিশেষণকৃত্যং দর্শয়ন্ ব্যাকরোতি—দধ্যৎনামেতি । প্রথমমধ্যমিত্যা-
দি-পদার্থবচনমধ্যস্তেত্যাদৌ হিহেত্যন্ত কৰ্ম্মোক্তিঃ অথঃ শির ইত্যন্ত অর্থার্থমুক্তমিতি বিভাগঃ ।
প্রেক্ষাপূর্বকারিণামীদৃশী প্রবৃতিরযুক্তেতি শক্তিহা সমাধত্তে—স কিমর্থমিতি । ঋতায়নিত্যত্রার্থ-
সিদ্ধমর্থং কথয়তি—জীবিতাদপীতি । ১—২

“যজ্ঞশ্চ শিরোহচ্ছিত্যত, তে দেবা অধিনাবক্রবন্ ভিবজৌ বৈ হ ইদং যজ্ঞশ্চ শিরঃ প্রতিধত্তম্”
ইত্যাদিশ্রুতান্তরমাত্রিত্যাহ—যজ্ঞস্তেত্যাদিনা । প্রবর্গ্যকৰ্ম্মণোবং প্রবৃতেহপি একুতে বিজ্ঞানে
ক্ৰিয়াসত্যং, তদাহ—তথ্যেতি । উক্তমেব সংগৃহীতি—যজ্ঞস্তেতি । যদ্যথোক্তং দর্শনং; তৎহাষ্ট্রং
মধু, যচ্চ তন্মধু তৎপ্রবোচদিতি সযন্ধঃ । অধ্যায়দ্বয়প্রকাশিতং তৃতীয়চতুর্থাত্ম্যামধ্যায়ভ্যাং
প্রকটিতমিতি যাবৎ । ১৩৭ ॥ ১৭ ॥

ভাস্যানুবাদ।—পূর্বের ছায় আরও একটি মন্ত্র-প্রদর্শনার্থ ‘ইদং বৈ তৎ
মধু’ ইত্যাদি বাক্য উপদিষ্ট হইতেছে । পূর্বের ছায় অপর একটি মন্ত্রও পূর্বকথিত
আখ্যানিকারই অনুসরণ করিতেছে । অথর্ববেদজ্ঞ আরও ঋষি আছেন ; এইজন্ত
আখর্বণ ঋষিকে দধ্যাৎ নামে বিশেষিত করা হইয়াছে । হে অশ্বিনৌ, এই
সম্বোধনটি মন্ত্রদ্রষ্টার উক্তি । ১

‘অথ্য’ অর্থ—অথের নিজস্ব অর্থ্যাং অশ্বসযন্ধী মন্ত্রক ; হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
তোমরা উভয়ে যে, সেই ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদনের পর অথের শির ছেদন করিয়া—
এবংবিধ অতিশয় নৃশংসকৰ্ম্ম করিয়া সেই দধ্যাৎ ঋষিকে অশ্বশিরে সংযোজিত
করিয়াছ ; এবং তিনিও যে, তোমাদিগকে সেই পূর্বপ্রতিজ্ঞাত মধুবিভা বলিয়া-
ছেন । তিনি যে, এইরূপ জীবনসংশয় দশায় উপস্থিত হইয়াও ঐ বিভা বলিয়াছেন,
তাহার কারণ কি ? কারণ বলা হইতেছে—‘ঋতায়ন্’ অর্থ্যাং পূর্বে যে, উপদেশ

দিবার অল্প প্রতিজ্ঞাপূর্বক সত্য করিয়াছিলেন, সেই অদ্বীকৃত সত্য পরিপালনের অল্প [বলিয়াছিলেন] । সত্যরক্ষা করা বে, জীবনাপেক্ষাও অধিক গুরুতর, এই ঘটনার তাহাই স্মৃতিত হইল । ২

তিনি কোন্ মধুর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—‘ত্বষ্টম্’ ইতি, ত্বষ্টা অর্থ আদিত্য ; তৎসম্পর্কিত কৰ্ম—ত্বষ্ট । কোন এক সময় ত্বষ্টা আদিত্য যজ্ঞমূর্ত্তির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহার সেই ছিন্ন শির সংযোজননের অল্প ‘প্রবর্ণ্য’ নামক কৰ্ম্মের সৃষ্টি হয় ; সেই প্রবর্ণ্যকৰ্ম্মের অঙ্গস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহারই নাম ত্বষ্ট মধু ;—যজ্ঞমূর্ত্তির ছিন্ন শির সংযোজনাদি-বিষয়ক বিজ্ঞানাত্মক যে ত্বষ্ট মধু, [তিনি তাহা বলিয়াছিলেন] । হে দক্ষয় অর্থাৎ রিপুবলকন-কারিন্—শত্রুসংহারকক্ষর, তোমাদিগকে যে, তিনি কেবল ত্বষ্ট মধুই বলিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু অতীত দুই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণদ্বারা পরমাত্মসম্বন্ধী যে গোপনীয় রহস্যাত্মক মধুবিজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহাও তিনি তোমাদের দুইজনকে বলিয়াছেন । এখানে ‘প্রবোচৎ’ ক্রিয়াপদটি না থাকিলেও পূর্ববাক্য হইতে আনীত হইয়াছে ॥ ১৩৭ ॥ ১৭ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যৎপ্ৰাথর্ষগোহস্থিত্যম্বাচ । তদেতদৃশিঃ
পশ্যন্নবোচৎ—পুরুষচক্রে দ্বিপদঃ পুরুষচক্রে চতুষ্পদঃ । পুরঃ স
পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি । স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ক্বাস্ত
পূৰ্ব্ণ পুরি শয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনা-
সংবৃতম্ ॥ ১৩৮ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ।—[পুনরপি প্রপঞ্চার্থং মন্তান্তরমুচ্যতে—‘ইদং বৈ তন্মধু’ ইত্যাদি] । আগর্ষণঃ দধ্যৎ (তন্মাক ঋষিঃ) ইদং বৈ মধু অস্থিত্যম্ উবাচ ; ঋষিঃ (মন্তঃ) তৎ এতৎ (কৰ্ম) পশুন্ অবোচৎ—সঃ (পরমেশ্বরঃ) দ্বিপদঃ (পদদ্বয়যুক্তাঃ) পুরঃ (পুরাণি শরীরানি) চক্রে, চতুষ্পদঃ (পদচতুষ্টয়যুক্তাঃ) পুরঃ (পুরাণি) চক্রে ; সঃ পুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) পুরঃ (প্রথমং) পক্ষী (লিঙ্গ-শরীরং) ভূত্বা পুরঃ (নানাশরীরানি) আবিশৎ (প্রবিবেশ) ইতি । সঃ বৈ অয়ং (পরমেশ্বরঃ) সর্ক্বাস্ত পূৰ্ব্ণ (শরীরেষু) পুরিশয়ঃ (হৃদয়পুণ্ডরীকে পুরে শয়নঃ—অভিব্যক্তঃ সন্) [পুরুষ উচ্যতে] । এনেন (এতেন পুরুষেণ) অনাবৃতং (অনাচ্ছাদিতং) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন ; এনেন অসংবৃতং (অন্তরনুপ্রবিষ্টম্) কিঞ্চন ন, [অন্তর্বহিষ্চ সর্ক্বমেনেন সম্বন্ধমিত্যাশয়ঃ] ॥ ১৩৮ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদঃ—অথর্ববেদস্ত দধ্যাৎস্বি অশ্বিনীকুমারকে সেই মধুবিষ্ঠা বলিয়াছিলেন; মন্ত্ররূপী ঋষিতাহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন।—সেই পুরুষ (পরমেশ্বর) প্রথমে দ্বিপদযুক্ত শরীরসমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন; এবং চতুষ্পদযুক্ত শরীরসমূহ রচনা করিয়াছিলেন; তিনিই আবার পক্ষী—লিঙ্গশরীরাত্মক হইয়া সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই সেই পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত শরীরে এবং সমস্ত পুরে—হৃদয়পুণ্ডরীকमध्ये অবস্থান করেন; সেই হেতু ‘পুরুষ’ নামে (অভিহিত) হন; কোন বস্তুই ইহা দ্বারা অনাচ্ছাদিত (অব্যাপ্ত) নাই; কোন বস্তুই ইহা দ্বারা অসংবৃত—অভ্যন্তরে অপ্রবিষ্ট নাই, অর্থাৎ জগতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা ভিতরে ও বাহিরে ইহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয় ॥ ১৩৮ ॥ ১৮ ॥

শাক্তরহস্যম্—ইদং বৈ তৎ মক্ষিতি পূর্ববৎ । উক্তৌ দ্বৌ মন্ত্রৌ প্রবর্গ্যসম্বন্ধাখ্যায়িকোপসংহর্তারৌ; দ্বয়োঃ প্রবর্গ্যকর্ম্মার্থায়োরধ্যায়য়োরর্থ আখ্যায়িকাত্বাভ্যাং যজ্ঞাভ্যাং প্রকাশিতঃ; ব্রহ্মবিষ্টার্থায়োষধ্যায়য়োরর্থ উত্তরাভ্যাং যুগ্ভ্যাং প্রকাশরিতব্যঃ—ইত্যতঃ প্রবর্ততে । যৎ কক্ষ্যং চ মধু উক্তবান্ আথর্কণো যুবাভ্যামিত্যুক্তম্; কিং পুনস্তন্মধু ইত্যাচ্যতে—

পুরশ্চক্রে—পুরঃ পুরাণি শরীরানি—যত ইয়মব্যাকৃত-ব্যাকরণপ্রক্রিয়া—স পরমেশ্বরঃ, নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাকুর্গণঃ প্রথমং ভূবাদীন্ লোকান্ সৃষ্ট্বা চক্রে কৃতবান্—দ্বিপদঃ দ্বিপাদপলক্ষিতানি মনুষ্যশরীরানি পক্ষিশরীরানি; তথা পুরঃ শরীরানি চক্রে চতুষ্পদঃ চতুষ্পাদপলক্ষিতানি পশুশরীরানি; পুরঃ পুরস্তাৎ, স দৈশ্বরঃ পক্ষী লিঙ্গশরীরং ভূত্বা পুরঃ শরীরানি পুরুষ আবিষদিত্যাত্মার্থমাচষ্টে শ্রুতিঃ—স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাস্থ পুৰ্ব্ সর্বশরীরেষু, পুরিশয়ঃ পুরি শেত ইতি পুদ্রিশয়ঃ সন্ পুরুষ ইত্যাচ্যতে । ন এনেনানেন কিঞ্চন কিঞ্চিদপি অনাবৃতম্ অনাচ্ছাদিতম্, তথা ন এনেন কিঞ্চন অসংবৃতম্—অন্তরননুপ্রবেশিতম্; বাহুভূতেনান্তর্ভূতেন চ ন অনাবৃতম্ এবং স এব নামরূপায়না অন্তর্বহির্ভাবেন কার্য্যাকরণরূপেণ ব্যবহৃতঃ । ‘পুরশ্চক্রে’ ইত্যাদি মন্ত্রঃ সঙ্ক্ষেপতঃ আটেকক্ৰমাচষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥ ১৮ ॥

টীকা—উক্তমন্ত্রাভ্যাং বক্ষ্যমাণমন্ত্রয়োরপুনরুক্ত্যর্থবৎ বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—উক্তাবিতি । আখ্যায়িকাবিশেষণগ্রাপ্তং সঙ্কোচঃ পরিহার্য্যি—দ্বয়োঃ রিতি । উত্তরমন্ত্রয়গ্রবৃত্তং প্রতিজ্ঞানীভে—ব্রহ্মেতি । সম্ভ্রাতবাস্তরসদৃশিমাৎ—যৎ কক্ষ্যং চেতি । হিরণ্যগর্ভকর্তৃকং শরীরনির্মাণমত্র নোচ্যতে, কিন্তু প্রকরণবলাদীশ্বরকর্তৃকমিত্যাহ—যত ইতি । শরীরসৃষ্ট্যপেক্ষয়া লোকসৃষ্টি-

প্রাপত্য, পুত্রপাদেহংহৃদৈনতঃ প্রবেশাৎ পূৰ্ণমিতি বাবৎ । স হি সৰ্পেণ শরীরে বর্তমানঃ পুত্রি শেত ইতি ব্যুৎপত্তা পুরিশঃ সন্ পুরুষো ভবতীত্যুক্তঃ । একস্মাত্তরং পুরুষঃ ব্যুৎপাদয়তি—নেত্যানি । বাকাষ্যন্তৈকার্থব্রহ্মণ্য সৰ্পঃ ভগ্নোভ্যশ্রোতব্রহ্মণ্যাত্মনিত্যর্থবিশেষনাতি-
তাহ—বাহুভূতেনিতি । পূৰ্ণে সত্যাত্মনঃ ‘বিবেকো হৃদুর্ভঃ’ ইত্যাদি ক্রতিষাভিত্রা বলিতবাহ—
এবমিতি । মন্ত্রব্রাহ্মণমোর্ব বৈমতাশাশ্বাহ—পূর ইতি । ১০৮ ১১৮ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—“ইৎ বৈ তৎ মূ” ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূৰ্ণবৎ । পূৰ্ণোক্ত মন্ত্র দুইটি প্রবর্ণ্য কৰ্ম সম্পাদিত আধ্যাত্মিকার উপসংহারাত্মক ; অর্থাৎ প্রথম দুই অধ্যায়ে আধ্যাত্মিকরূপে বিস্তৃত উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে প্রবর্ণ্যকৰ্মাদভূত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, এখন ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রকাশক আধ্যাত্মিকের প্রতিপাদ্য বিষয় পরবর্তী দুইটি মন্ত্রে প্রকাশ করিতে হইবে ; এইজন্য তাহার উপভাস করা হইতেছে ।

ইতঃপূৰ্ণে কথিত হইয়াছে যে, আত্মকৰ্ম্ম স্বয়ং তোমাদিগকে গোপনীয় মূৰ্ছবিজ্ঞা বলিয়াছেন ; সেই মূৰ্ছই বা কিপ্রকার, এখন তাহা বলা হইতেছে—

“পূরশ্চক্রে” ইত্যাদি । এখানে ‘পূরঃ’ (পূর) অর্থ শরীরসমূহ । বাহ্য হইতে এই অনভিব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি-ক্রম সম্পাদিত হইয়াছে, সেই পরমেশ্বর অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত বা প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ভূপ্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়া, দ্বিপদসমূহকে—দুইপদযুক্ত মমুষ্য ও পক্ষিশরীরসমূহ এবং চতুষ্পদ—পদশরীরসমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন । সেই পরমেশ্বরই পক্ষী হইয়া—লিঙ্গশরীররূপ (১) ধারণ করিয়া পুরুষরূপে (জীবরূপে) স্থলশরীরসমূহে প্রবেশ করিলেন । এখন ‘পুরুষ আবিদ্যং’ কথার অর্থ শ্রুতি নিষেই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—সেই এই আত্মা সমস্ত পুরে অর্থাৎ সমস্ত দেহে হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া ‘পুরুষ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহা দ্বারা অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত কোন বস্তু নাই, এবং ইহা দ্বারা অসংবৃত অর্থাৎ তিনি বাহ্যর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না আছেন, এরূপ কোনও বস্তু নাই ; ফলকথা, বাহিরে ও অন্তরে ইহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়, এরূপ কোনও বস্তু জগতে নাই । বৃত্তিতে হইবে যে, সেই পরমেশ্বরই নামরূপাত্মক কার্য্যকরণরূপে (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে) অন্তরে ও

(১) তাৎপর্য্য—বৈদ্যন্তমতে শরীর তিন প্রকার—(১) স্থল, (২) সূক্ষ্ম ও (৩) কারণ শরীর । ভদ্রমো মাতাপিতৃজাত শরীর স্থল শরীর ; পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কৰ্ণেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তম অবয়বাত্মক শরীর সূক্ষ্ম শরীর ; সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম—লিঙ্গ শরীর ; লিঙ্গ শরীরই জীবের সাক্ষাৎ ভোগদায়ক । আর জীবোপাদি অবিকার নাম—কারণশরীর ।

বাহিরে বিশেষভাবে অবস্থিত আছেন । “পুরুষক্ষে” ইত্যাদি মন্ত্রটি সংক্ষেপতঃ আত্মার একত্ব বা অদ্বৈততাবহি প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ১৩৮ ॥ ১৮ ॥

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ণাথর্কবর্ণোহশ্বিত্যামুবাচ । তদেতদৃষিঃ
পশ্যম্বোচৎ । রূপং রূপং প্রতিক্রূপো বভূব তদস্মৈ রূপং
প্রতিচক্ষণায় । ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপং দীপ্যতে, যুক্তা হস্তা হরয়ঃ
শতা দশেতি । অয়ং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি
চানন্তানি চ, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহময়মাত্মা ব্রহ্ম
সর্ব্বানুভূত্বিত্যনুশাসনম্ ॥ ১৩৯ ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়েহধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—দধ্যাঙ্ণ আথর্কবর্ণঃ বৈ ইদং মধু অশ্বিত্যামুবাচ । ঋষিঃ
(মন্ত্রঃ) তৎ এতৎ (কর্ম্ম) পশ্যন্ অবোচৎ,—[সঃ পরমেশ্বরঃ] রূপং রূপং
(প্রতিবস্ত) [অভিব্যাপ্য] প্রতিক্রূপঃ (তত্ত্বত্বরূপঃ) বভূব । [কিমর্থং
পুনঃ তস্মৈ প্রতিক্রূপভবনম্? ইত্যাহ—] অস্মৈ (পরমেশ্বরস্মৈ) তৎ (ঔপাধিকং
রূপং) প্রতিচক্ষণায় (লোকে প্রখ্যাপয়িতুং—প্রকটয়িতুমিত্যর্থঃ) । ইন্দ্রঃ
(পরমেশ্বরঃ, ‘ইদিপরমেশ্বর্যো’ ইত্যস্মৈ রূপম্), মায়াভিঃ (নামরূপকৃত-
নিখ্যাভিমানৈঃ, স্বগতশক্তিভির্কা) পুরুষরূপঃ (বহুরূপঃ) দীপ্যতে (গম্যতে—
প্রতীয়তে ইতি যাবৎ; নতু পরমার্থতঃ বহুরূপত্বম্ভেতি ভাবঃ) । অস্মৈ
(ঈশ্বররূপাবস্থিতস্মৈ পরমেশ্বরস্মৈ) শতা (শতানি) দশ চ হরয়ঃ বিষয়াহরণ-
সাধনানি ইন্দ্রিয়াণি) যুক্তাঃ (নিয়তসংখ্যকাঃ) [সন্তি] ইতি । [অত্র
বিষয়ভেদাৎ, ব্যক্তিভেদাদ্ভি ইন্দ্রিয়াণাং দশশতত্বং বোধ্যম্] । [পরমেশ্বরাৎ
হরীণাং ভেদমাশঙ্ক্য তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—‘অয়ম্’ ইত্যাদি ।] অয়ং (পরমেশ্বরঃ)
বৈ (এব) হরয়ঃ (ইন্দ্রিয়াণি), অয়ং বৈ দশ, সহস্রাণি চ, বহুনি অনন্তানি চ;
[কিং বহুনা] তৎ এতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং (পূর্ব্বং কারণং যস্মৈ নাস্তি, তৎ তথাবিধম্),
অনপরং (নাস্তি অপরং উত্তিরং কিঞ্চিং যস্মৈ, তৎ তথাবিধম্), অনন্তরং (অভ্যন্তর-
রহিতম্), অবাহং (বহির্ভাবশূন্যম্, সর্ব্বতঃ সর্ব্বাত্মকমিত্যর্থঃ); তচ্চ ব্রহ্ম অয়ং
আত্মা (ঈশ্বররূপঃ) সর্ব্বানুভূঃ (সর্ব্বং বস্তু অনুভবতীতি সর্ব্বানুভূঃ সর্ব্বাত্মকমিত্যর্থঃ)
ইতি অনুশাসনং (বেদান্তানামুপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩৯ ॥ ১৯ ॥

[ইতি দ্বিতীয়েহধ্যায়ে পঞ্চমব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ২ ॥ ৫ ॥]

মূলানুবাদঃ—পুনশ্চ সেই কথাই বলিতেছেন—দধ্যাঃ আত্মবর্ণ ঋষি এই মধুবিজ্ঞা অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন। মধুরূপী ঋষি ইহা দর্শন করিয়া বলিলেন—পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর অমুরূপ হইয়াছিলেন ; জগতে আপনার রূপপ্রকাশনার্থ তাঁহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। ইন্দ্র (পরমেশ্বর) মায়া দ্বারা অর্থাৎ মায়াবয় নামরূপ-জ্ঞানিত অভিমান দ্বারা, অথবা বহুবিধ মায়াশক্তি-প্রভাবে বহু-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। শত ও দশসংখ্যক অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে বহুসংখ্যক ইন্দ্রিয়সমূহও ইহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। [শ্রুতি নিজেই এ কথার অর্থ বলিতেছেন—] এই পরমেশ্বরই হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তিনিই দশ, সহস্র, বহু ও অনন্ত। এই ব্রহ্মের পূর্ব (কারণ) নাই, অপর বা ভিন্ন পদার্থও নাই, অন্তর নাই, এবং বাহিরও নাই ; এই ব্রহ্মই সর্ববাস্তুভবিতা আত্মা ॥ ১৩৯ ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—ইদং বৈ তদ্ব্যখ্যাত্যাদি পূর্ববৎ। রূপং রূপং প্রতি-রূপো বভূব,—রূপং রূপং প্রতি প্রতিরূপো রূপান্তরং বভূবেত্যর্থঃ, প্রতিরূপো-ইমুরূপো বা ; যাদৃকংস্থানোঁ মাতাপিতরোঁ তৎসংস্থানন্তদমুরূপ এব পুত্রো জায়তে ; ন হি চতুষ্পাদো দ্বিপাদ জায়তে, দ্বিপাদো বা চতুষ্পাদঃ। স এব হি পরমেশ্বরো নামরূপে ব্যাকূর্ক্যাণো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। কিমর্থং পুনঃ প্রতিরূপমাগমনং তত্ত্বত্বাচ্যতে। তদস্থানোঁ রূপং প্রতিচক্ষণায় প্রতিস্থাপ-নায় ; যদি হি নামরূপে ন ব্যাক্রিয়তে, তদা অস্থানোঁ নিরূপাধিকং রূপং প্রজ্ঞানঘনাধাং ন প্রতিখ্যাস্তে ; যদা পুনঃ কার্য্যকরণাশ্রনা নাম-রূপে ব্যাক্রুতে ভবতঃ, তদাস্ত রূপং প্রতিখ্যাস্তে। ১

ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ, নামরূপভূতকৃত-মিথ্যাভিমানেৰ্কা, ন তু পরমার্থতঃ, পুরুষরূপ বহুরূপ ইয়তে গম্যতে—একরূপ এব প্রজ্ঞানঘনঃ সন্ অবিজ্ঞা-প্রজ্ঞাভিঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ? যুক্তা রথ ইব বাজিনঃ স্ববিষয়প্রকাশনায়, হি বস্মাদস্ত হরয়ো হরণাদিঙ্গিয়াগি, শতা শতানি, দশ চ, প্রাণিভেদবাহুল্যাৎ শতানি দশ চ ভবন্তি। তস্মাদিঙ্গিয়বিষয়বাহুল্যাৎ তৎপ্রকাশনায়ৈব চ যুক্তানি তানি, নাস্ত্রপ্রকাশনায়, “পরাক্ষি থানি ব্যতৃণৎ স্বরভূঃ” ইতি হি কাঠকে। তস্মাক্তৈ-রেব বিষয়স্বরূপৈরীক্যতে, ন প্রজ্ঞানঘনৈকরসেন স্বরূপেণ। ২

এবং তর্হি অয়ম্ অস্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ, অস্ত্রে হরয় ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—অয়ং বৈ হরয়ঃ, অয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি চ, প্রাণিভেদস্তানন্ত্যাৎ । কিং বহনা, তদেতদ্ ব্রহ্ম—য আত্মা, অপূৰ্ণং—নাস্ত্য কারণং পূৰ্ণং বিত্তত ইতি অপূৰ্ণম্; নাস্ত্যাপরং কার্যং বিত্তত ইত্যনপরম্; নাস্ত্য জ্ঞাত্যন্তরমন্তরালে বিত্তত ইত্যনন্তরম্; তথা বহিরস্ত্য ন বিত্ততে ইত্যবাহম্ । কিং পুনস্তং নিরন্তরং ব্রহ্ম ? অয়মাত্মা; কোহসৌ ? যঃ প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞাতা সর্কামুভূঃ—সর্কাত্মনা সর্কমমুভবতীতি সর্কামুভূরিতি, এতদমুশাসনং সর্ক-বেদান্তোপদেশঃ, এষ সর্কবেদান্তানামুপসংহৃতোহর্থঃ; এতদমৃতমভয়ম্ । পরি-সমাপ্তশ্চ শাস্ত্রার্থঃ ॥ ১৩৯ ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

টীকা।—প্রাচীনমেব ব্রাহ্মণমুচ্য মন্ত্রাস্তরমবতারয়তি—ইদমিতি । প্রতি-শব্দস্ত্রয়োচ্চ-রিতঃ । রূপং রূপমুপাধিভেদং প্রতি প্রতিরূপো রূপান্তরং প্রতিবিষয়ং বভূবেত্যোতৎ—প্রতিরূপো বভূবেত্যত্র বিবক্ষিতমিতি যোজন্য । অমুরূপো বেতুক্রং বিবৃণোতি—বাদৃগিত্যাदिना । উক্ত-মর্থমমুভবাক্রুৎ করোতি—ন হীতি । রূপান্তর-ভবনে কত্র-স্তরং বারয়তি—স এব হীতি । প্রতিখ্যাপনায় শাস্ত্রাচার্যাদিভেদেন তত্ত্বপ্রকাশনায়ৈতর্থাঃ । তদেব ব্যতিরেকেণায়য়েন চ ক্ষুটরতি—যদি হীত্যাदिना । ১

মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিরিতি পরপক্ষমুক্তা। স্বপক্ষমাহ—মায়াভিরিতি । মিথ্যাসীহেতুত্বানাত্ম-নির্বাচ্য-দণ্ডায়মানাজ্ঞানবশাদেব বহরূপো ভাতি । প্রকারভেদাৎ তু বহুভিরিতি বাক্যার্থমাহ—একরূপ এবোতি । অবিদ্যাপ্রজ্ঞাভির্ভরূপো গম্যত ইতি পূৰ্ণেণ সম্বন্ধঃ । পরস্ত বহরূপদে-নিমিত্তং প্রশ্নপূৰ্ণকং নিবেদয়তি—কস্মাদিত্যাदिना । যথা রথে যুক্তা বাজিনো রথিনঃ স্বগোচরং দেশং প্রাপয়িতুং প্রবর্তন্তে, তথাস্ত্র প্রতীচো রথস্থানীয়ে শরীরে যুক্তা হরয়ঃ স্ববিষয়প্রকাশনায় যস্মাৎ প্রবর্তন্তে, তস্মাদিল্লিঙ্গাণাং তদ্বিষয়াণাং চ বহলজ্ঞাত্তত্ত্বরূপৈরেব বহরূপো ভাতীতি যোজন্য । হরিশব্দতেল্লিয়েষু প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ—হরণাদিতি । প্রতীচো বিবরান্ প্রতীতি শেষঃ । ইল্লিয়বাহল্যো হেতুমাহ—প্রাণীতি । ইল্লিয়বিষয়বাহল্যাৎ প্রত্যগাত্মা বহরূপ ইতি শেষঃ । নবাস্ত্রানং প্রকাশয়িতুমিল্লিঙ্গাণি প্রবৃত্তানি, ন তু রূপাদিকমেব, তৎ কথং তদ্বিষয়বশ-দাস্ত্রনোহস্তথা প্রথেষ্ট্যাস্ত্রমাহ—স্ত্রংপ্রকাশনায়ৈতি । তস্মাদিল্লিয়বিষয়বাহল্যাদিত্যোক্তমুপ-সংহরতি—তস্মাদিতি । যথা যথোক্তশ্রুতিবশেন লক্ষমর্থমাহ—তস্মাদিতি । যস্মাদিল্লিঙ্গাণি পরাধিষয়ে প্রবৃত্তানি, তস্মাদৈরিল্লিয়েকিষয়বরূপৈরেবায়ং প্রত্যগাত্মা গম্যতে, ন তু স্বাসাধারণেন রূপেণৈতর্থাঃ । ২

যুক্তা হীতি সম্বন্ধমাত্রিভ্য শব্দভে—এবং তর্হীতি । অয়মিত্যাদিবাক্যেন পরিহরতি—অয়মিতি । তত্ত্বদিল্লিঙ্গাদিরূপেণাস্ত্রন এবাবিচ্ছয়া ভানাৎ সম্বন্ধস্ত চ কল্পিতবাদ্বাদিত্বত্বানি-রিত্যর্থঃ । ইল্লিঙ্গানন্ত্যো হেতুমাহ—প্রাণিভেদস্তেতি । বাক্যার্থব্যখ্যানার্থমিখং গতেন সন্দর্ভেণ

ত্বিনানায়চ্য তৎপরং বাক্যমবত্যাং ব্যাকরোতি—কিং বহুনেত্যাদিনা । ন কেবলমধ্যাহ্ন-
স্তৈবাব্যেহত্র সল্লিপ্যোপাসংক্রত্য, কিন্তু সর্ববেদান্তানানিত্যাহ—এব ইতি । তন্ত্রোত্তরবিধপুরুষার্থ-
রূপদ্বয়মাহ—এতদ্বিত্তি । বক্তব্যান্তরপরিবেশনকঃ পরিহরতি—পদিসনাপ্রকোতি । ১৩৯ । ১৩ ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদাষ্টটীকারাং দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণঃ ২ । ১ ।

ভাস্যানুবাদ ।—‘ইদং বৈ তন্মহু’ ইত্যাদির অর্থ পূর্ব৭৭ । ‘রূপং রূপং
প্রতিরূপো বভূব’ কথাটির অর্থ—পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক বস্তুর অমূরূপ রূপসম্পন্ন
হইয়াছিলেন । প্রতিরূপই বল, আর অমূরূপই বল, ফলকথা, পিতৃ-মাতার
শরীরসংস্থান যেরূপ থাকে, তাহার সম্ভানও ঠিক তদমূরূপই হইয়া থাকে ; কারণ,
চতুস্পদ প্রাণী হইতে কখনও দ্বিপদের উৎপত্তি হয় না, কিংবা দ্বিপদ প্রাণী হইতেও
চতুস্পদের উৎপত্তি হয় না ; এইরূপ সেই পরমেশ্বরও নাম ও রূপ প্রকটিত করিতে
বাইয়া বিভিন্ন পদার্থের অমূরূপ হইয়াছিলেন । এখন তাঁহার ঐরূপ প্রতিরূপ
প্রাপ্তির উদ্দেশ্য বলা হইতেছে—এই আত্মার স্বরূপ-খ্যাপন করাই ঐরূপ প্রতি-
রূপপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য ; কারণ, জগতে যদি নাম ও রূপ প্রকাশিত না হইত, তাহা
হইলে তদবস্থায় কখনই তাঁহার সর্বোপাধিবিবর্জিত শুদ্ধ বিজ্ঞানঘন রূপটি জগতে
পরিজ্ঞাত হইত না । পরন্তু যখনই কার্য্য-করণভাবরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত
হয়, তখনই তাঁহার স্বরূপ লোকের জ্ঞানগোচর হইবার উপযুক্ত হয় । ১

ইন্দ্র—পরমেশ্বর মায়ী দ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা, অথবা নাম ও রূপাত্মক
উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমানরাশি দ্বারা পুরুরূপে অর্থাৎ বহুরূপে প্রতীত
হন ; বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তিনি প্রজ্ঞানঘনরূপ একমাত্র রূপ । তথাপি তাঁহার
অবিচ্ছিন্ন-প্রসূত বিবিধ ভেদ জ্ঞানবশে [নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন
মাত্র । ঐরূপ হইবার] কারণ কি ? যেহেতু, যথেষ্ট যেরূপ অশ্বসমূহ সংযো-
জিত হয়, সেইরূপ নিম্ন নিম্ন বিষয়সমূহ প্রকাশ বা উপলক্ষিগোচর করিয়া
দিবার জন্য শত ও দশ অর্থাৎ দশটি করিয়া শত শত হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এই
আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া আছে । এখানে প্রাণিগণের সংখ্যাগত বাহ্য-
নিবন্ধন দশ ইন্দ্রিয়ের এইরূপ বহুব্যোক্তি (শত সংখ্যা) বলা হইয়াছে । অতএব
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বহুনিবন্ধন সে সমুদয়কে প্রকাশ করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়সমূহ
সংযোজিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে নহে ; কারণ, কঠোপনিষদে
আছে ‘স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে পরাক্ বা বাহুবল দর্শনে নিযুক্ত বহিমুখ
করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন’ ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সেই সেই বাহ্য বিষয়ের
আকারেই তিনি প্রতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু স্বীয় প্রজ্ঞান ঘনরূপে নহে । ২

এপর্যন্ত বাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, পরমেশ্বর ও হরি-পদ-বাচ্য ইন্দ্রিয়সমূহ পরস্পর বিভিন্ন ; এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন— এই পরমেশ্বরই হরি বা ইন্দ্রিয়, এবং ইহাই দশ, শত, সহস্র, বহু ও অনন্ত । প্রাণিগণের অনন্তত্ব নিবন্ধনই ঐরূপে বহুত্ব উক্ত হইল । অধিক কি, এই ব্রহ্মই আত্মা, এবং অপূৰ্ণ—ইহার পূৰ্ণবর্তী কারণ বিद्यমান না থাকায় ইহা অপূৰ্ণ ; ইহা হইতে অপর বা ভিন্ন কার্য্য বিद्यমান নাই বলিয়া ইহা অনপর ; ইহার মধ্যে আর অন্ত-জাতীয় কোন পদার্থ নাই ; এই কারণে ইহা অনন্তর ; সেইরূপ ইহার বহির্ভূত কোন পদার্থ না থাকায় ইহা অবাহ । সৰ্ব্বতোভাবে ব্যবধানরহিত সেই ব্রহ্ম কে ? [উত্তর—] এই আত্মা । এই আত্মাই বা কে ? বাহা ভ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা (চিন্তা-কারী), বিজ্ঞাতা (অমুভবকর্তা), বোদ্ধা (হৃদয়ঙ্গমকর্তা) এবং সৰ্ব্বামুভূ—সৰ্ব্বতোভাবে সৰ্ব্ববস্ত্র অমুভব করে বলিয়া ‘সৰ্ব্বামুভূ’ পদবাচ্য ; তিনি এতৎ স্বরূপ । ইহাই অমুশাসন—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্মোপদেশ ; ইহাই অমৃত ও অভয়-শব্দবাচ্য । দ্বিতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয় এখানেই সমাপ্ত হইল ॥ ১৩৯ ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

অষ্টম ভ্রামণম্ :

অথ বংশঃ—পৌতিমাশ্চো গোপবনাদ্গোপবনঃ পৌতিমাশ্চাৎ
পৌতিমাশ্চো গোপবনাদ্গোপবনঃ কোশিকাৎ কোশিকঃ কোণ্ডি-
শ্চাৎ কোণ্ডিষ্ণুঃ শাণ্ডিল্যাৎ শাণ্ডিল্যঃ কোশিকাচ্চ গোতমাচ্চ
গৌতমঃ ॥ ১৪০ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) বংশঃ (অতীতাদ্যায়চতুষ্টয় আচার্য্যক্রমঃ)
[উচ্যতে]। তত্র প্রথমাস্তুঃ শিষ্যঃ, পঞ্চম্যন্তু আচার্য্যঃ, [অনেকেহপি স্বয়ং
সমাননামতয়া প্রসিদ্ধাঃ; ততঃ পৌনরুক্ত্য ন্যাকনীয়মিত্যাশয়ঃ। এবমন্তরত্রাপি
বোধ্যম্] ॥ ১৪০—১৪২ ॥ ১—৩ ॥

মূলানুবাদঃ।—অতঃপর বংশ অর্থাৎ গত চারি (উপনিষদের
হিসাবে দুই) অধ্যায়ে উক্ত বিচার উপদেষ্টা আচার্য্যগণের পারম্পর্য্য-
ক্রম কথিত হইতেছে—[শ্রুতিতে আচার্য্যের নাম পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা,
আর শিষ্যের নাম প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে]।

গোপবননামক আচার্য্য হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের নাম পৌতিমাশ্চ।
এইরূপ পৌতিমাশ্চ হইতেও অপর গোপবন, গোপবন হইতে অপর
পৌতিমাশ্চ, কোশিক হইতে গোপবন, কোণ্ডিষ্ণু হইতে কোশিক,
শাণ্ডিল্য হইতে কোণ্ডিষ্ণু, এবং কোশিক, শাণ্ডিল্য এবং গৌতম
হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের নাম গৌতম ॥ ১৪০ ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্।—অপেক্ষানীৎ ব্রহ্মবিদ্যার্থস্য মধ্বকাণ্ডস্য বংশঃ স্তুত্যাখ্যো
ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ। মদ্ব্যচাৰ্য্যং স্বাধ্যায়ার্থো জপার্থশ্চ; তত্র বংশ ইব বংশঃ, যথা বেণু-
কংশঃ পৰ্কণঃ পৰ্কণো হি ভিষ্ণতে, তদ্বদ্যত্র প্রভৃতি মূলপ্রাপ্তেরয়ং বংশঃ। অধ্যায়-
চতুষ্টয়আচার্য্যপৰম্পরাক্রমো বংশ ইত্যুচ্যতে। তত্র প্রথমাস্তুঃ শিষ্যঃ, পঞ্চম্যন্তু
আচার্য্যঃ। পরমেষ্ঠী বিরাট, ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ, ততঃ পরম্ আচার্য্যপৰম্পরা নাস্তি।
৫৭ পুনব্রহ্ম. তদ্বিত্যং স্বয়ম্ভু, তন্মৈ ব্রহ্মণে স্বয়ম্ভুবে নমঃ ॥ ১৪০—১৪৩ ॥ ১—৩

ইতি ত্রিণেগাবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকচার্য্যস্য

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদ্বারণ্যককৃতৌ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

টীকা।—ব্রহ্মবিজ্ঞাঃ সঙ্কেপবিস্তরভাষাঃ প্রতিপাদ্য বংশব্রাহ্মণতাংপর্য্যমাহ—অথেতি । মহাজনপরিগৃহীতা ই ব্রহ্মবিজ্ঞা, তেন সা মহাত্মগণেযেতি স্তুতিঃ । ব্রাহ্মণস্তার্থান্তরমাহ—নমস্কেতি । স্বাধ্যায়ঃ স্বাধীনোচ্চারণকমণে সত্যাধ্যাপনং, জপন্ত প্রতাহমাবৃত্তিরিত্যেতি ভেদঃ । বংশোক্তন্যাত্যা ব্রাহ্মণ্যরস্তে রিতে বংশশব্দার্থমাহ—তত্রৈতি । তদেব স্মৃটরতি—যথেতি । শিষ্ট্যাবসানোপলব্ধীভূতং পৌতিমাত্তাদারভ্য তদাদির্কৌদাধ্যাক্রমশ্লথ্যস্তোহিৎ বংশঃ পৰ্ব্বণঃ পৰ্ব্বণো ভিচ্ছত ইতি সম্বন্ধঃ । বংশশব্দেন নিম্পন্নবর্মমাহ—অধ্যায়চতুষ্টয়স্তেতি । অথাত্ৰ শিষ্ট্যার্চ্যাবচকশম্ভাভাবে কুতো ব্যবহেতি, তত্রাহ—তত্রৈতি । পরমেষ্ঠি-ব্রহ্মশব্দয়োকোর্থত্ব-মাশঙ্ক্যাহ—পরমেষ্ঠীতি । কৃত্ত্বাহি ব্রহ্মণী বিজ্ঞাপ্রাপ্তিস্তুত্রাহ—তত ইতি । স্বয়ংপ্রতিভাতবেদো হিরণ্যগর্ভো নাচাধ্যায়রমপেকতে ; ইত্বরামৃগৃহীতস্ত তস্ত বৃদ্ধাবাবিভূতাদেবাদেব বিজ্ঞানাভ-সম্ভবাদিত্যর্থঃ । কৃত্ত্বাহি বেদো জায়তে, তত্রাহ—বৎপুনরিত্যি । পরস্তেব ব্রহ্মণো বেদ-রূপেণাবস্থানান্তস্ত নিত্যায় হেতুপেক্ত্যর্থঃ । আদ্যবস্তে চ কৃত্তমঙ্গলাগ্রহাঃ প্রচারিণো ভবন্তীতি ভোতম্ভিভুনবে ব্রহ্মণে নম ইত্যুক্তম্ । শুভ্যাচষ্টে—তদ্রাহ ইতি ॥ ১৪০—১৪৩ ১—৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যটীকায়ঃ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ২২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইহার পর এখন ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রশংসার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রকাশক মধুকাক্ষের বংশ ঋষি কথিত হইতেছে । এই বংশ-ব্রাহ্মণটি স্বাধ্যায় ও জপো-পযোগী মন্ত্রস্বরূপও বটে (১) । বংশ অর্থ বংশের (বংশের) মত ; লোকপ্রসিদ্ধ বাশ যেমন পর্কে পর্কে বিভক্ত হইয়া থাকে, তেমনি এই বংশও অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত শিষ্ট্যার্চ্যভেদে বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে । এখানে অতীত চারি অধ্যায়ে (উপনিষদের হিসাবে দুই অধ্যায়ে) পরম্পরাগত আচার্য্যাক্রমকে বংশ বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদগুলি শিষ্ট্যবোধক, আর পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদগুলি আচার্য্যবোধক । এখানে পরমেষ্ঠী অর্থ—বিরাট পুরুষ ; ‘ব্রহ্মণঃ’ অর্থ হিরণ্যগর্ভ হইতে । বৃকিতে হইবে যে, তাঁহার উপরে আর আচার্য্যাক্রম নাই । এখানে বাহ্যকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, বৃকিতে হইবে, তিনি নিত্য স্বরন্তু ; বেদবিজ্ঞা তাঁহার নিত্য প্রতিভাত ; সেই স্বরন্তু ব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার ॥ ১৪০—১৪২ ॥ ১—৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠং ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

আমিবেশ্যাদামিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাকানভিন্নাতাকানভিন্নাত
আনভিন্নাতাদানভিন্নাত আনভিন্নাতাদানভিন্নাতো গোতমাদ্গৌ-

(১) তাৎপর্য্য—স্বাধ্যায় অর্থ স্বাধীন উচ্চারণযোগ্য বিষয়ের অধ্যাপনা ; আর জপ অর্থ নিহত-রূপে মন্ত্রবর্ণাদির প্রতাহ আবৃত্তি বা বারংবার উচ্চারণ করা ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ ভাষণম্ ।

অভাসভাষ্যম্ ।—জনকো হ বৈদেহ ইত্যাদি যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডমারভ্যতে । উপপত্তিপ্রধানত্বাতিক্রান্তেন মধুকাণ্ডেন সমানার্থদেহপি সতি ন পুনরুক্ততা ; মধুকাণ্ডে হি আগমপ্রধানম্ । আগমোপপত্তী হি আত্মৈক্যপ্রকাশনায় প্রবৃত্তে শরুতঃ করতলগতবিষমিব দর্শয়িতুম্ । “শ্রোতবো মন্তব্যঃ” ইতি হ্যুক্তম্ ; তস্মাদাগমার্থশ্চৈব পরীক্ষাপূর্বকং নির্দ্ধারণায় যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডমুপ-
পত্তিপ্রধানমারভ্যতে । ১

আখ্যায়িকা তু বিজ্ঞানস্বত্বার্থা উপায়বিধিপয়া বা । প্রসিদ্ধো হ্যুপায়ো বিদ্বদ্ভিঃ শাস্ত্রেষু চ দৃষ্টেঃ—দানম্ ; দানেন হ্যপনমস্তে আগ্নিঃ ; প্রভূতং হিরণ্যং গোসহস্রবান্ধেহ উপলভ্যতে ; তস্মাদ্ভ্যপরেণাপি শাস্ত্রেণ বিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুপায়দান-
প্রদর্শনার্থা আখ্যায়িকারকা ।

অপি চ, তদ্বিত্যাসংযোগঃ তৈশ্চ সহ বাদকরণং বিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুপায়ো ত্রায়-
বিজ্ঞায়াম্ দৃষ্টেঃ ; তচ্ছাস্ত্রিগ্রন্থায়ে প্রাবল্যেন প্রবর্ত্যতে ; প্রত্যেকাপি বিদ্বৎ-
সংযোগে প্রজ্ঞাবৃদ্ধিঃ ; তস্মাদ্বিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুপায়প্রদর্শনার্থেবাখ্যায়িকা ।

টীকা ।—মধুকাণ্ডে হ্যত্র কক্ষাং চেতি মধুং ব্যাখ্যাতম্ ; সন্মতি কাণ্ডান্তরায় প্র-
লীনভে—জনক ইতি । নমু পূর্বাঙ্গগ্রন্থায়ে ব্যাখ্যাতমেব তদ্ব্যুত্তরত্রাপি বক্ষ্যতে, তথা চ
পুনরুক্ত্যেদং নুনিকাণ্ডেনেতি, তত্রাহ—উপপত্তীতি । তুন্মুপপত্তিপ্রধানম্ মধুকাণ্ডস্তাপীতি
চেদন্তাহ—মধুকাণ্ডে হীতি । নমু অমাগাদাগমাদেব তদ্ব্যজ্ঞানমুৎপত্ততে, কিন্মুপপত্তা কাণ্ডেন
চেতি, তত্রাহ—আগমেতি । করণহেদাগমন্তদ্ব্যজ্ঞানহেতুরূপপত্তিরূপকরণতয়া পদার্থপরিশোধন-
দ্বারা তদ্ব্যুত্তরিত্য গমকমাহ—শ্রোতব্য ইতি । করণোপকরণহোরাগমোপপত্ত্যোস্তদ্ব্যজ্ঞান-
হেতুত্বেন সিন্ধে কলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ১

যথোক্তরীত্য। কাণ্ডান্তোহপি কিনিভ্যাখ্যায়িকা প্রদীয়তে, তত্রাহ—আখ্যায়িকা ইতি ।
বিজ্ঞানবত্যাং পুত্রাঃ প্রবৃত্তমানা দৃশ্যন্তে । তথা চ বিজ্ঞানং মহাত্মাগণেশমিতি স্তুতির্য
বিবক্ষিতেভ্যঃ । বিজ্ঞানগ্রহণে দানাত্মোপায়প্রকারজ্ঞাপনপয়া বাৎখ্যায়িকৈতার্থান্তরমাহ—
উপায়েতি । কথং পুনর্দানস্ত্রবিজ্ঞানগ্রহণোপায়ঃ, তত্রাহ—প্রসিদ্ধো হীতি ।

“ওরুতক্রমায় বিজ্ঞা পুথলেন ধনেন বা ।”

ইত্যাদৌ জ্ঞানাত্মো বিজ্ঞানগ্রহণোপায়ো কথ্যঃ প্রসিদ্ধঃ, তস্মাস্তত্ত্ব তদুপায়দে নাস্তি বক্তব্য-
নিত্যার্থঃ । ‘দানে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্’ ইত্যাদিশ্রুতিত্বং বিদ্বদ্ভিরেব বিজ্ঞানগ্রহণোপায়ো দৃষ্টত্বস্য

তত্তোপায়ং বিবক্ষিতবামিত্যাহ—বিস্তারিত । উপপন্নং চ দানম্ বিদ্যাগ্রহণোপায়মিত্যাহ—দানেনেতি । ভবতু দানং বিদ্যাগ্রহণোপায়ঃ, তথাপীয়াখ্যায়িকা কথং তৎপ্রদর্শনপরেত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রভূতমিতি । নহু সমুদিতেষু ব্রাহ্মণেষু ব্রহ্মিষ্ঠতমং নির্দারয়িতুং রাজা প্রবৃত্তন্তৎকথমন্তপরেণ গ্রহেন বিদ্যাগ্রহণোপায়বিধানায়াখ্যায়িকারভ্যতে, তত্ৰাহ—তন্মাদিতি । উপলভ্যো বোধোক্তন্তচ্ছার্থঃ । ২

ইতশ্চাখ্যায়িকা বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায়প্রদর্শনপরেত্যাহ—অপি চেতি । তন্মিন্ বেদে অর্থে বিদ্যা যেষাং তে তদ্বিদ্যাযেঃ সহ সম্বন্ধস্ত তৈরেব অগ্রপ্রতিবচনদ্বারা বাদকরণং চ বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপায় ইত্যত্র গমকমাহ—স্তায়বিদ্যাযামিতি । তদ্বনির্ণয়ফলং হি বীতরাগকথামিচ্ছন্তি । তদ্বিসংযোগাদের্দ্বিভাষ্যপ্রাপ্ত্যুপায়দেহপি কথং প্রকৃতে তৎপ্রদর্শনপরমত আহ—তচ্চেতি । তদ্বিসংযোগাদীতি যাবৎ । ন কেবলং তর্কশাস্ত্রবশাদেব তদ্বিসংযোগে প্রজ্ঞাবুদ্ধিঃ কিন্তু যামুতববশাদপীত্যাহ—প্রত্যক্ষা চেতি । আখ্যায়িকাতাৎপর্যামুপসংহরতি—তন্মাদিতি ।

আভাস-তাত্পর্যমুবাদ ।—অতঃপর ‘জনকঃ হ বৈদেহঃ’ ইত্যাদি যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড (প্রকরণ) আরম্ভ হইতেছে । অতীত মধুকান্ডের সহিত এই যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডের বিষয়গত সাম্য থাকিলেও এখানে যুক্তির প্রাধান্য থাকায় পুনরুক্ততা দোষ হইতেছে না ; কেন না, মধুকান্ডে প্রধানতঃ শ্রুতিদ্বারাই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অথচ শ্রুতি ও যুক্তি, উভয়ই যদি একযোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই কর্তৃত্বলব্ধি বিবক্ষিত হইয়া আত্মিকত্ব প্রতিপাদনে সম্যক সাফল্যলাভ হইতে পারে ; কারণ, “শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ” বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিও যুক্তির আদরণীয়তা স্বীকার করিয়াছেন । অতএব বিচারপূর্বক শাস্ত্রার্থ নির্ধারণের অন্তর্গত যুক্তিপ্রধান এই যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড (প্রকরণ) আরম্ভ হইতেছে । ১

আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি অথবা বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শন করা । দান যে, বিদ্যালাভের একটি উত্তম উপায়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে, এবং শাস্ত্রদৃষ্টও বটে ; কারণ, দান-প্রভাবেই প্রাণিগণ বশীভূত হইয়া থাকে । এখানেও প্রভূত পরিমাণে সুবর্ণ ও সহস্রসংখ্যক গোদানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বাইতেছে ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিষয়ান্তর প্রতিপাদনের অত্র শাস্ত্রারম্ভ হইলেও বিদ্যালাভের উপায়ভূত দান-প্রদর্শনের অন্তর্গত বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকার অবতারণা হইতেছে । বিশেষতঃ তদ্বিসংযোগ অর্থাৎ এক-বিদ্যাব্যবসায়ীর দর্শনলাভ, এবং তাহাদের সহিত সিদ্ধান্ত নিরূপণ করাও সিদ্ধান্তাভিজ্ঞদিগের (সম্বন্ধে) বিদ্যালাভের উপায় বলিয়া অত্র দৃষ্ট হইয়াছে ; এই প্রকরণেও (যষ্ঠ ব্রাহ্মণেও) সেই তদ্বিসংযোগের ব্যবহার-প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, এবং বিদ্যৎ-সমাগমে

যে, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে (১)। অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, বিজ্ঞাপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করাই এই আধ্যাত্মিক-সমাবেশের প্রধান উদ্দেশ্য । ২

ঔম্ জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজ্ঞে ; তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ, তস্মৈ হ জনকস্মৈ বৈদেহস্মৈ বিজিজ্ঞাসা বভূব—কঃ স্বিদেঘাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি । স হ গবাংসহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্রাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—[অতঃপরং বুক্তিসম্মিতেনাগমেন আত্মৈকত্বং প্রতিপাদয়িতু-
মিদং যাজ্ঞবল্কীরং কাণ্ডমারভ্যতে—] জনকঃ (তদ্রূপাধিকঃ) বৈদেহঃ (বিদে-
হাধিপতিঃ) বহুদক্ষিণেন (তদ্বাখ্যান, ভূরিদক্ষিণকতরা অখমেধেন বা) যজ্ঞেন
ঈজ্ঞে (ইষ্টবান্) হ (ঐতিহ্যে) ; তত্র (যজ্ঞে) কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণাঃ (কুরু-
দেশীয়াঃ পঞ্চালদেশীয়াশ্চ ব্রাহ্মণাঃ) অভিসমেতাঃ (সৰ্ব্বতঃ সমাগতাঃ) বভূবুঃ ।
[তত্র চ] তস্মৈ (যজ্ঞকর্ত্ত্ব্যে) বৈদেহস্মৈ জনকস্মৈ বিজিজ্ঞাসা (বিশেষণে জ্ঞাতুমিচ্ছা)
বভূব—এবাং (উপস্থিতানাং) ব্রাহ্মণানাং (ব্রহ্মবিদ্যাং মধ্যে) কঃ স্বিৎ (কাম-
প্রবেশনে) অনূচানতমঃ (ব্রহ্মবিস্তমঃ) [সৰ্ব্বৈহপি এতে অনূচানাঃ, এবাং মধ্যে
অতিশয়েন অনূচানঃ কঃ ? ইত্যর্থঃ] ইতি । সঃ (জনকঃ) গবাং সহস্রং (সহস্র-

(১) তাৎপর্য—তদ্বিত-সংযোগ ও দান যে, সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়, আচার্য্য ঈশ্বর-
কৃপা তাহা স্বীকার করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—

“উহঃ শব্দোংধ্যয়নং দ্বুঃখবিষাভ্যন্তরঃ হৃদংপ্রাপ্তিঃ ।

দানং চ সিদ্ধমোহংষ্টৌ সিদ্ধে পূর্কোংকুলপ্রবিধিঃ ।”

অর্থঃ—সিদ্ধিলাভের উপায় আটটি—(১) উহ, (২) শব্দ, (৩) অধ্যয়ন, (৪—৬) ত্রিবিধ দ্বুঃখনিবৃত্তি, (৭) হৃদংপ্রাপ্তি ও (৮) দান । তন্মধ্যে গুরু শব্দটো বখাবিধি শাস্ত্র-
গ্রন্থের নাম অধ্যয়ন ; অধীত শাস্ত্রের অববোধের নাম শব্দ ; অধীত শাস্ত্রার্থের বিচারের নাম
উহ ; সমবিচা-ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎলাভের নাম হৃদংপ্রাপ্তি ; এবং অস্তিত্ত গুরুকে সন্তুষ্ট করিবার
স্বস্ত প্রচুর ধনবানের নাম দান । জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমবিভ লোককে পাইয়া তাহার সহিত
জিজ্ঞাসু বিষয়ের অবধারণার্থ আলোচনা করিবেন ; এইরূপ আলোচনাকে ‘তদ্বিত্তসংবাদ’ বলে ।
এতদ্ব্যবস্থাপ কথ্য অস্ত্রও উক্ত আছে—“গুরুশ্রবণা বিচা পুঙ্কলেন ধনেন বা । অথবা বিচরা
বিচা চতুর্থী নোপপত্তে ।” এখানে ধনবানের সহিত গুরুশ্রবণ ও বিচাবিনিময়কে বিচা-
লাভের তুল্য উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

সংখ্যাকাঃ গাঃ) অবরোধ (দানার্থং স্থাপিতবান্); একৈকশ্চাঃ (প্রত্যেকশঃ গবাং) শৃঙ্গয়োঃ দশ দশ পাদাঃ আবদ্ধাঃ বভূবুঃ । [সুবর্ণস্ত পলচতুর্থভাগঃ পাদ উচ্যতে; পলপরিমাণস্ত—“পলং তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সপ্তয়তিদ্বিমাসকম্ । তোলক-ত্রিতয়ং গ্রাহ্যং জ্যোতির্জৈঃ স্মৃতিসম্মতম্” ইত্যুক্তলক্ষণম্] ॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ—পুরাকালে বিদেহাধিপতি মহারাজ জনক ‘বহুদক্ষিণ’ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞক্ষেত্রে কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছিলেন । সেই বিদেহাধিপতি জনকের হৃদয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল,—তিনি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ববশেষ্ট বেদবিদ ব্রাহ্মণ কে ? তিনি [এই উদ্দেশ্যে] সহস্র গাভী পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক গোর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ সুবর্ণ বাঁধিয়া ছিলেন । এক পলের চারি ভাগের একভাগকে ‘পাদ’ বলা হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—জনকো নাম হ কিম্ সত্রাট্ রাজা বভূবু বিদেহা-নাম্; তত্র ভবো বৈদেহঃ । স চ বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন—শাখাস্তরপ্রসিদ্ধো বা বহুদক্ষিণো নাম যজ্ঞঃ, অশ্বমেধো বা দক্ষিণাবাহল্যায়ং বহুদক্ষিণ ইহোচ্যতে,—তেনেধে অযজ্ঞঃ । তত্র তস্মিন্ যজ্ঞে নিমগ্নিতা দর্শনকাষা বা কুরুগাং দেশানাং পঞ্চালানাঞ্চ ব্রাহ্মণাঃ—তেষু হি বিহ্বাং বাহল্যং প্রসিদ্ধম্,—অভিসমেতাঃ অভি-সদতাঃ বভূবুঃ । তত্র মহাস্তং বিদ্বৎসমুদায়ং দৃষ্ট্বা তস্ত হ কিম্ জনকস্ত বৈদেহস্ত যজ্ঞমানস্ত, কো হু খবত্র ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি বিশেষণে জাতুমিচ্ছা বিজিজ্ঞাসা বভূবু । কথম্ ? কঃ স্মিৎ কো হু খলু এবাং ব্রাহ্মণানাম্ অনুচানতমঃ ?—সর্কে ইমে অনু-চানাঃ, কঃ স্মিদেবাং অতিশয়েনানুচান ইতি । ১

স হ অনুচানতমবিষয়োৎপন্নজিজ্ঞাসাঃ সন্ তদ্বিজ্ঞানোপায়ার্থং গবাং সহস্রং প্রথমবয়সাম্ অবরোধ গোষ্ঠেহবরোধং কারয়ামাস; কিংবিশিষ্টান্তা গাবোহ-বরুদ্ধা ইত্যুচ্যতে—পলচতুর্ভাগঃ পাদঃ সুবর্ণস্ত; দশ দশ পাদা একৈকশ্চাঃ গোঃ শৃঙ্গয়োঃ আবদ্ধা বভূবুঃ, পঞ্চ পঞ্চ পাদা একৈকস্মিন্ শৃঙ্গে ॥ ১৪৩ ॥ ১ ॥

টীকা—রাজহর্যভিষিক্তঃ সার্কভোনো রাজা সত্রাড়িত্যুচ্যতে । বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনাযজ-দিতি সম্বন্ধঃ । অশ্বমেধে দক্ষিণাবাহল্যমশ্বমেধপ্রকরণে স্থিতম্ । ব্রাহ্মণা অভিসদতা বভূবুরিতি সম্বন্ধঃ । কুরুপঞ্চালানামিতি কুতো বিশেষণং, তত্রাহ—তেষু হীতি । তত্র যজ্ঞশালায়ামিতি যাবৎ । বিজিজ্ঞাসামেবাকাজ্ঞাপূর্ব্বিকাং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাदिনা । অনুচানতমমুবচন-সমর্থম্ । এবাং মধ্যেহতিশয়েনানুচানোহনুচানতমঃ, স কঃ স্তাদিতি যোজন্য । একস্ত

পলস্ত চারো ভাগান্তেবাহকো ভাগঃ পাদ ইত্যাচ্যতে । প্রত্যেকঃ শৃঙ্গরোদ্বিশ দশ পাদাঃ
সব্ধোরগ্নিতি শব্দাঃ নিরাকৰ্ণুঃ বিতন্নতে—পক্ষেতি । একৈকশ্চিন্ শৃঙ্গে আবদ্ধা বহুব্রিতি
পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৪০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুরাকালে জনকনামে বিদেহবিগের একজন সত্রাট
ছিলেন; সেই বিদেহে সমুদ্রত বলিয়া তাঁহাকে বৈদেহ বলা হইত । তিনি
বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ‘বহুদক্ষিণ’ শব্দটি অত্ কোনও
বেদশাখার প্রসিদ্ধ যজ্ঞেরও নাম হইতে পারে, অথবা, অথমেদ-যজ্ঞকেও বহুদক্ষিণ
বলা বাইতে পারে; কারণ, তাহাতেও দক্ষিণার বাহুল্য রহিয়াছে । সেই যজ্ঞ-
স্থলে, প্রসিদ্ধ বিদ্বৎকুল কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় বহুতর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া
অথবা দর্শনার্থী হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন । সেই যজ্ঞক্ষেত্রে বহুতর বিদ্বানের
সমাগম সন্দর্শন করিয়া, যজ্ঞকর্তা বৈদেহ জনক মহারাজের মনে বিজিজ্ঞাসা—
বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বা ব্রহ্মবিস্তম কে ?
অর্থাৎ যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অনুচান—বেদব্যাখ্যানের
সমর্থ সত্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনুচানতম—অতিশয় অনুচান (বেদ-
বিস্তম) কে ? ১

তিনি অনুচানতম বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া, তাহা জানিবার উপযুক্ত উপায়-
বোধে যৌবনাবস্থ সহস্র গো গোষ্ঠে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন; গরুড়ালি কি প্রকার,
তাহা বলিতেছেন—এক একটি গোর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ অর্থাৎ প্রত্যেক শৃঙ্গে
পাঁচ পাঁচ পাদ স্বর্ণ বাধা ছিল । এক পল স্বর্ণের চারি ভাগের এক
ভাগকে পাদ বলা হয় (১) ॥ ১৪০ ॥ ১ ॥

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা
উদজ্জতাগ্নিতি । তে হ ব্রাহ্মণা ন দধুবুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব
ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ্জ সামশ্রবা ও ইতি, তা হোদা-
চকার, তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেতি ।
অথ হ জনকশ্চ বৈদেহশ্চ হোতাশ্চলো বভূব, স হৈনং পপ্রচ্ছ—
ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোহসী ও ইতি, স হোবাচ নমো

(১) তাৎপৰ্য্য—তিন তোলা, আট রতি, দুই মাষার এক পল হয় ।

“পলং তু লৌকিকৈকর্মানৈঃ সাত্তরতিবিমাষকম্ ।

তোলক-ত্রিতয়ং গ্রাহং চ্যোতির্জৈঃ সৃষ্টিন্মতম্ ॥” ইতি ।

বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি, তথ্ হ তত
এব প্রচ্ছুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ ॥ ১৪৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[জনকঃ এবমধ্যবস্তু] তান্ (সভাসদঃ ব্রাহ্মণান্) উবাচ হ
(ঐতিহ্যে)—ভগবন্তঃ (হে পূজনীয়ঃ) ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (য্মাকং মধ্যে) বঃ
ব্রহ্মিষ্ঠঃ (বেদবিস্তমঃ), সঃ (ব্রহ্মিষ্ঠঃ) এতাঃ (অবরুদ্ধাঃ) গাঃ উদম্বতাম্
(স্বগৃহং প্রতি প্রেরয়তু) ইতি । [এতৎ শ্রুত্বা] তে (সভাস্থাঃ) ব্রাহ্মণাঃ হ ন
দধ্বুঃ (আশ্বনঃ ব্রহ্মিষ্ঠতাং খ্যাপয়িতুং ন মনো দধ্বুঃ) ; অথ (তেবামপ্রতিভাস-
নানস্তরম্) যাজ্ঞবল্ক্যঃ এব স্ম (স্বীয়ং) ব্রহ্মচারিণম্ (শিষ্যম্) উবাচ—হে
সোম্য সামশ্রবঃ (সামবেদং শৃণোতি ইতি সামশ্রবঃ, তৎসম্বোধনম্), এতাঃ (গাঃ)
উদম্ব (চালয়—অশ্বদগৃহং প্রাপয়েত্যর্থঃ) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যো হি যজুর্বেদবিস্তর্য
প্রসিদ্ধঃ, তচ্ছিষ্যশ্চ সামবেদবিৎ ; ‘ঋচ্যাধ্যাক্রুতং সাম গীয়তে’ ইতি ত্রায়েন সামশ্চ
ঋগভিন্নস্তর্য, অথর্ষবেদশ্চ চ বেদত্রয়াস্তর্গতস্তর্য অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ চতুর্বেদবিস্তর্য
সুচিতমিতি ভাবঃ] । [এবমুক্তঃ সামশ্রবাঃ] তাঃ (গাঃ) উদাচকার (উৎ-
কালিতবান্) । [যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ব্রহ্মিষ্ঠতাখ্যাপনেন] তে ব্রাহ্মণাঃ চুক্রুধ্বঃ (ক্রুদ্ধাঃ
বভূবুঃ) হ (কিল)—কথং নঃ (অশ্মাকং মধ্যে) [অয়ম্ এব] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (বেদ-
বিস্তমোহস্মি) ইতি ক্রবীত (কথয়েৎ) ইতি । অথ (অনস্তরং) বৈদেহস্য জনকশ্চ
হোতা (ঋত্বিক্) অশ্বলঃ (তদাখ্যঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ) বভূব হ (কিল) ; সঃ (অশ্বলঃ)
এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) হ (কিল)—হে যাজ্ঞবল্ক্য, হু (প্রশ্নে)
নঃ (অশ্মাকং মধ্যে) স্বং খলু (নিশ্চয়ে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি ? ইতি । [এবমুক্তঃ]
সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় নমঃ কুর্মঃ, [পরন্তু] বয়ং গোকামাঃ
(গবামর্গিনঃ) এব স্মঃ (ভবামঃ, নতু ব্রহ্মিষ্ঠাঃ ইতি ভাবঃ) । হোতা অশ্বলঃ ততঃ
(যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ব্রহ্মিষ্ঠতখ্যাপনাৎ) এব তং (যাজ্ঞবল্ক্যং) প্রচ্ছুং (জিজ্ঞাসিতুং) দধ্রে
(মনো ধৃতবান্) হ (কিল) ॥ ১৪৪ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ—বিদেহাধিপতি জনক সমাগত ব্রাহ্মণগণকে
সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি
সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বেদবিদ, তিনি এই গোসমূহ নিজভবনে লইয়া যাউন ।
[এই কথা শুনিয়া] সেই ব্রাহ্মণগণ [আপনাদিগকে ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়া
পরিচয় দিতে] সাহসী হইলেন না ; অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য-নামক ঋষি নিজের
ব্রহ্মচারীকেই (শিষ্যকেই) বলিলেন—হে সোম্য সামশ্রব, তুমি এই

গুরুগুলি লইয়া যাও ; ব্রহ্মচারী সেই গুরুগুলি লইয়া চলিলেন ; [তখন] উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলেন, [এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—] আমাদের মধ্যে তুমিই [আপনাকে] ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছ কি প্রকারে ? অনন্তর, বিদেহপতি জনকের অশ্বলনামক একজন হোতা (ঋত্বিক) ছিলেন ; তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, আমাদের মধ্যে তুমিই কি সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ? [তদন্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি ; আমরা ইহতেছি গোকাম অর্থাৎ গো-লাভের অভিলাষী মাত্র ! যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মিষ্ঠতা-জ্ঞাপক গো-গ্রহণের দরুণই অশ্বল তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪৪ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—গা এবমবরুধ্য ব্রাহ্মণান্ তান্ হ উবাচ—হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ ইত্যামদ্র্য—যঃ বঃ যুগ্মাকং ব্রহ্মিষ্ঠঃ—সর্বো যুগ্মং ব্রাহ্মণঃ, অতিশয়েন যুগ্মাকং ব্রহ্মা যঃ, সঃ এতা গা উদজতাং উৎকালয়তু স্বগৃহং প্রতি । তে হ ব্রাহ্মণা ন দধ্বুঃ—তে হ কিলৈবযুক্তা ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মিষ্ঠতামাশ্বনঃ প্রতিজ্ঞাতুং ন দধ্বুঃ, ন প্রগল্ভাঃ সংবৃতাঃ । অপ্রগল্ভভূতেষু ব্রাহ্মণেষু অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমাত্মীয়মেব ব্রহ্মচারিণম্ অস্তেবাসিনমুবাচ—এতাঃ গাঃ হে সোম্য উদজ উদগময় অশ্বদগৃহান্ প্রতি, হে সামশ্রবঃ—সামবিধিং হি শৃণোতি, অতোহর্থীচ্চতুর্কোদো যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তা গা হ উবাচকার উৎকালিতবান্ আচার্য্যগৃহং প্রতি । ১

যাজ্ঞবল্ক্যোন ব্রহ্মিষ্ঠ-পণস্বীকরণেনাশ্বনো ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞাতেতি তে হ চুক্রুঃ ক্রুদ্ধবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ । তেবাং ক্রোধাভিপ্ৰায়মাচষ্টে—কথং নঃ অশ্বাক-মেকৈকপ্রধানানাং ব্রহ্মিষ্ঠোহস্মীতি ক্রবীতেতি । অথ হ এবং ক্রুদ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু জনকস্ত যজমানস্ত হোতা ঋত্বিক্ অশ্বলো নাম বভূব আসীৎ ; স এনং যাজ্ঞবল্ক্যং—ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানী রাজাশ্রয়ত্বাচ্চ ধৃষ্টঃ—যাজ্ঞবল্ক্যং পপ্রচ্ছ পৃষ্ঠবান্—কথম্ ? ঙ্ নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোহস্মী ৩ তি—প্লুতিভৎসর্নার্থা । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—নমস্কুর্যো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায়, ইদানীং গোকামাঃ স্মো বয়মিতি । তং ব্রহ্মিষ্ঠপ্রতিজ্ঞং সন্তং তত এব ব্রহ্মিষ্ঠপণস্বীকরণাং প্রেষ্ঠুং দধে ধৃতবান্ মনো হোতা অশ্বনঃ ॥ ১৪৪ ॥ ২ ॥

টীকা ।—ব্রাহ্মণা বেদাধ্যয়নসম্প্রদায়দর্শনিষ্ঠা ইতি বাবৎ । উৎকালয়তুদগময়তু । যতো যাজ্ঞবল্ক্যাদধ্বজুর্কোদবিদঃ সকাশাৎব্রহ্মচারী সামবিধিং শৃণোতি, ঙ্ নু চাখ্যায়তং সাম দীতে,

ত্রিষেব চ বেদেষু তু ত্রৈতর্য্যবেদস্তমাদর্শাদ্যজুর্কেদিনো মুনঃ শিষ্যস্ত সামবেদাধ্যয়নামুপপত্তে-
র্কেবচতুষ্টিমবিশিষ্টো মুনিরিত্যাহ—অত ইতি ।

নিমিত্তনিবেদনপূর্ব্বকং ব্রাহ্মণানাং সভ্যানাং ক্রোধপ্রাপ্তিঃ দর্শয়তি—যাজ্ঞবল্ক্যেনেতি ।
ক্রোধানন্তর্ধ্বমধশকার্য্যং কথয়তি—ক্রুদ্ধেবিত্তি । অথলপ্রশ্নস্ত প্রাথম্যে হেতুঃ—রাজেতি । যাজ্ঞ-
বল্ক্যমিত্যমুবাদোহদ্বয়প্রদর্শনার্থঃ । প্রশ্নমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাदिना । অনে-
দন্ত্যং ব্রহ্মবিদো লিঙ্গমিতি হৃৎয়তি—স হেতি । কিমিতি তর্হি স্বগৃহং প্রতি গাবো ব্রহ্মিষ্ঠ-
পগভূতা নীতান্তাহ—ইদানীমিতি । ন তস্ত তাদৃশী প্রতিজ্ঞা প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তত
এবেতি । ১৪৪ : ২ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—মহারাজ জনক এইরূপে গোসমূহ অবরুদ্ধ করিয়া
সম্বোধন-পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—হে পুজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের
মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ—আপনারা সকলেই ব্রাহ্মণ সত্য, কিন্তু আপনাদের মধ্যে
যিনি সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মবিদ, তিনি এই গোসমূহ লইয়া যাউন, অর্থাৎ স্বগৃহাভি-
মুখে প্রেরণ করুন । [একথা শুনিয়া] সেই ব্রাহ্মণগণ মনোযোগ করিলেন না,
অর্থাৎ জনককর্তৃক ঐরূপে অভিহিত হইয়াও সমাগত ব্রাহ্মণগণ স্বীয় ব্রহ্মিষ্ঠতা
জ্ঞাপনে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেন না [চুপ করিয়া রহিলেন] । অনন্তর
উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তুষ্টীভূত থাকিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিম্নেরই ব্রহ্মচারীকে—
শিষ্যকে বলিলেন—হে সোম্য সামশ্রবঃ, এই সমস্ত গো লইয়া যাও—আমাদের
গৃহাভিমুখে লইয়া যাও । সামবেদোক্ত বিধি শ্রবণ করে বলিয়া শিষ্যকে ‘সাম-
শ্রবঃ’ বলা হইয়াছে ; শিষ্যকে ‘সামশ্রবঃ’ শব্দে সম্বোধন করায় জানা গেল যে,
যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্কেদজ্ঞ (১) । সেই শিষ্য ঐ গোসমূহ আচার্য্যের গৃহাভিমুখে
লইয়া গেল । ১

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মিষ্ঠ-পণ অর্থাৎ ব্রহ্মিষ্ঠতার মূল্যস্বরূপ গোগ্রহণ দ্বারাই তাঁহার
ব্রহ্মিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞাত হইল ; এইজন্য উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ ক্রুদ্ধ হইলেন । তাঁহাদের
ক্রোধোৎপত্তির কারণীভূত অভিপ্রায় বলিতেছেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রত্যেক প্রধান
আমাদের মধ্যে ‘আমি হইতেছি ব্রহ্মিষ্ঠ’ এ কথা তুমি বলিতেছ কি প্রকারে ?

(১) ভাংপর্ধ্য—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজে যজুর্কেদবিশারদ ; শিষ্য আবার তাঁহার নিকটই
সামবেদ ও তদন্ত বিধান শিক্ষা করিয়াছে ; হুতরাং সামবেদেও তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রতিপন্ন
হইতেছে । তাহার পর ঋক সযজ ব্যতীত সামগান হইতে পারে না ; কাজেই কথ্যেও তাঁহার
উপযুক্ত জ্ঞান থাকি আবশ্যক ; অথর্ব্ববেদ ত এই তিন বেদেরই অন্তর্গত ; এইজন্য এক ‘সামশ্রবঃ’
সম্বোধন দ্বারা ই যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে ‘চতুর্কেদজ্ঞ’ বলিয়া সকলকে জানাইলেন, এবং এই
অভিপ্রায়েই যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্যকে ‘সামশ্রবঃ’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ।

যজ্ঞকর্তা জনকের একজন হোতা—ঋত্বিক ছিলেন, তাঁহার নাম অখল ; তিনিও ত্রিক্ষিত্তাভিমানী ; বিশেষতঃ রাজ্যার আশ্রিত বলিয়াও তিনি সমধিক ধৃষ্টতাম্পন্ন (বাচাল) ; ব্রাহ্মণগণ এইরূপে ক্রোধপরবশ হইলে পর, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; কি প্রকার ? হে যাজ্ঞবল্ক্য, নিশ্চয় বল তুমিই কি আমাদের মধ্যে ত্রিক্ষিত্ত ? [প্রশ্নেতে যে, ত্রিযাত্রাত্মক ধ্রুত স্বর প্রযুক্ত হইয়াছে], যাজ্ঞবল্ক্যকে ভৎসনা করাই তাহার উদ্দেশ্য । [তদন্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমরা ত্রিক্ষিত্তকে নমস্কার করি ; এখন আমরা হইতেছি কেবল গোকাম (গো-প্রার্থী) ; [তাই ঐরূপ বলিয়াছি] । যাজ্ঞবল্ক্য ঐরূপে ত্রিক্ষিত্ত-পণ স্বীকার করাতেই ত্রিক্ষিত্ততা-প্রতিজ্ঞাকারী সেই যাজ্ঞবল্ক্যকে হোতা অখল প্রশ্ন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ১৪৪ ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদত্ৎসৰ্ব্বং মৃত্যুনাপ্তত্ৎসৰ্ব্বং মৃত্যু-
নাভিপন্নম্, কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি ।
হোত্রজিজ্ঞামিনা বাচা, বাগ্ধৈ যজ্ঞশ্চ হোতা তদেষয়ং বাক্
সোহয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ১৪৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—[তত্র যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ আভিমুখ্যমাপাদয়িতুং সম্বোধয়ন্নাহ—
যাজ্ঞবল্ক্যোতি] । হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সম্বোধয়ন্ [অখলঃ] উবাচ হ—যৎ ইদং
(অমৃত্যুমানং) সৰ্ব্বং (কৰ্ম্মসাধনং ঋত্বিগাদি) মৃত্যুনা (ফলাসঙ্গযুক্তেন কৰ্ম্মণা)
আপ্তং (ব্যাপ্তং), সৰ্ব্বং মৃত্যুনা অভিপন্নং (বশীকৃতং চ), যজমানঃ কেন
(দর্শনাত্মকেন সাধনেন) মৃত্যোঃ আপ্তিং (মৃত্যোরধিকারং) অতিমুচ্যতে
(অতীত্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হোত্রা ঋত্বিজা, অগ্নিনা
বাচা [সাধনেন] ইতি । [শ্রুতিঃ স্বয়মেব তদর্থং ব্যাচষ্টে—“বাগ্ধৈ” ইত্যাদিনা] ।
যজ্ঞশ্চ (যজমানশ্চ) বাক্ বৈ (এব) হোতা (ঋত্বিক্) । [কথমিত্যাহ—]
তৎ (তত্র যজ্ঞে) যা ইগ্নিঃ (প্রসিদ্ধা) বাক্, সঃ অয়ং [অধিদেবতে] অগ্নিঃ
(“অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইতি শ্রুতেঃ বাচঃ অগ্নিরূপত্বং বোধ্যম্) ; সঃ
(অগ্নিঃ) হোতা, সঃ মুক্তিঃ (মুক্তিসাধনং), সা (অগ্নিরূপা বাক্) অতিমুক্তিঃ
(মৃত্যোরতিক্রমোপায় ইত্যর্থঃ) ॥ ১৪৫ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ ।—অখল পুনশ্চ সম্বোধনপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—[বল দেখি,] এই যে, যজ্ঞসাধন ঋত্বিক অগ্নি
প্রভৃতি সকলেই সকাম কৰ্ম্মরূপ মৃত্যুকৰ্ত্তৃক গ্রস্ত আছে, এবং সকলেই

যে, মৃত্যুর বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ; যজমান কোন্ উপায়ে সেই মৃত্যু-গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ? [তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হোতা, ঋত্বিক্, অগ্নি ও বাক্ দ্বারা ; কারণ, বাক্ই যজ্ঞের প্রকৃত হোতা ; প্রসিদ্ধ যজ্ঞে যাহা বাক্, [অগ্নিদৈবরূপে] তাহাই অগ্নি, তাহাই হোতা, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি অর্থাৎ অগ্নিভাব প্রাপ্তিরূপ ফলসাধন ॥ ১৪৫ ॥ ৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি হোবাচ । তত্র মধুকাণ্ডে পাংক্তেন কর্মণা দর্শনসমুচ্চিতেন যজমানস্য মৃত্যোরত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ উদগীথপ্রকরণে সজ্জপতঃ ; তস্মৈব পরীক্ষাবিষয়োহয়ম্—ইতি তদগতদর্শনবিশেষার্থোহয়ং বিস্তর আরভ্যতে । ১

যদিদং সাধনজাতম্ অস্ত্য কর্মণঃ ঋত্বিগণাদি মৃত্যুনা কর্মলক্ষণেন স্বাভাবিকাসঙ্গসহিতেন আপ্তং ব্যাপ্তম্ ; ন কেবলং ব্যাপ্তম্, অভিপন্নং চ মৃত্যুনা বশীকৃতং চ ; কেন দর্শনলক্ষণেন সাধনেন যজমানঃ মৃত্যোরাপ্তিম্ অতিমৃত্যুগোচরত্বমতিক্রম্য মুচ্যতে, স্বতন্ত্রো মৃত্যোরবশো ভবতীত্যর্থঃ । নন্দগীথে এবাভিহিতম্—যেনাতিমুচ্যতে—মুখ্যপ্রাণাত্মদর্শনেনেতি ? বাঢ়ম্ উক্তম্ ; যোহয়ুক্তো বিশেষত্বত্র, তদর্থোহয়মায়ম্ ইত্যদোষঃ । ২

হোত্রা ঋত্বিজা অগ্নিনা বাচেত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । এতস্মার্থং ব্যাচষ্টে—কঃ পুনহোতা যেন মৃত্যুমতিক্রমতীতি ? উচ্যতে—“বাত্মৈ যজ্ঞস্য যজমানস্য”—“যজ্ঞো বৈ যজমানঃ” ইতি শ্রুতেঃ ; যজ্ঞস্য যজমানস্য বা বাক্, সৈব হোতা অধিযজ্ঞে । কথম্ ? তৎ তত্র বা ইয়ং বাক্ যজ্ঞস্য যজমানস্য, সোহয়ং প্রসিদ্ধো-হগ্নিরগ্নিদৈবতম্ ; তদেতৎ ত্র্যম্প্রকরণে ব্যাখ্যাতম্ । স চাঘ্নিহোতা “অগ্নিরৈ হোতা” ইতি শ্রুতেঃ, তদেতদ্যজ্ঞস্য সাধনদ্বয়ম্—হোতা চ ঋত্বিক্ অধিযজ্ঞম্, অধ্যাত্মঞ্চ বাক্—এতদ্বয়ং সাধনদ্বয়ং পরিচ্ছিন্নং মৃত্যুনা আপ্তং—স্বাভাবিকাজ্ঞানাসঙ্গপ্রযুক্তেন কর্মণা মৃত্যুনা প্রতিক্রমমত্মপাত্মপাত্মমানং বশীকৃতম্ । তদ-নেনাধিদৈবতরূপেণাগ্নিনা দৃশ্যমানং যজমানস্য যজ্ঞস্য মৃত্যোরতিমুক্তয়ে ভবতি ; তদেতদাহ—স মুক্তিঃ স হোতা অগ্নিঃ মুক্তিঃ অগ্নিরূপদর্শনমেব মুক্তিঃ ; যদৈব সাধনদ্বয়মগ্নিরূপেণ পশুতি, তদানীমেব হি স্বাভাবিকাদাসঙ্গায়তোবিবৃচ্চ্যতে আধ্যাত্মিক্যং পরিচ্ছিন্নরূপাদাধিভৌতিক্যচ্চ । তস্মাৎ স হোতা অগ্নিরূপেণ দৃষ্টো মুক্তিঃ মুক্তিসাধনং যজমানস্য । ৩

স। অতিমুক্তিঃ—যেব চ মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিরতিমুক্তিসাধনমিত্যর্থঃ । সাধনদ্বয়স্ত পরিচ্ছিন্নস্ত যা অধিদৈবতরূপেণাপরিচ্ছিন্নেনাগ্নিরূপেণ দৃষ্টিঃ, সা মুক্তিঃ ; বাসো মুক্তিরধিদৈবত-দৃষ্টিঃ, সৈব—অধ্যাত্মাধিভূতপরিচ্ছেদবিষয়াসম্পাদং মৃত্যুং অতিক্রম্য অধিদৈবতাত্মত্বাভিব্যস্ত প্রাপ্তির্ধা ফলভূতা, সা অতিমুক্তিরিত্যু-চ্যতে ; তস্মা অতিমুক্তেশ্চমুক্তিরেব সাধনমিতি কৃত্বা সা অতিমুক্তিরিত্যাহ । বহু-মানস্ত হতিমুক্তির্বাগাদীনামগ্ন্যাদিভাব ইত্যুদগীথপ্রকরণে ব্যাখ্যাতম্ ; তত্র সামান্তেন মুখ্যপ্রাণদর্শনমাত্রং মুক্তিসাধনমুক্তম্, ন তদ্বিশেষঃ ; বাগাদীনামগ্ন্যাদি-দর্শনম্ ; ইহ বিশেষো বর্ণ্যতে ; মৃত্যুপ্রাপ্ত্যতিমুক্তিস্ত সৈব ফলভূতা, যা উদগীথ-ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যাতা—মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যত ইত্যাত্মা ॥ ১৪৫ ॥ ৩ ॥

টীকা ।—তত্র প্রথমং মূনোভিমুখ্যমাপদয়িতুং সংবোধয়তি—যাজ্ঞবল্ক্যোতি । উক্তরীত্যাবল-প্রপ্রে প্রবৃত্তে তন্তোদগীথাধিকারেণ সম্ভবতিমাহ—তত্রোতি । মধুকাত্তে পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতে যদু-দগীথপ্রকরণং, তদগ্নিরাগ্ন্যপানুনা মৃত্যোরত্যয়ঃ সমুচ্চিতেন কর্ণগা সঙ্ক্ষেপতো ব্যাখ্যাত ইতি সম্বন্ধঃ । তন্তৈবোদগীথদর্শনশ্চেতি যাবৎ । পরীক্ষাবিষয়ো বিচারভূমিরয়ং প্রশ্নপ্রতিবচনরূপো গ্রহ ইত্যর্থঃ । তচ্ছব্দঃ সমনস্তরনির্দিষ্টগ্রহবিষয়ঃ । দর্শনমুদগীথোপাসনং, তস্ত বিশেষো বাগাদেয়গ্ন্যাচ্চাস্ত্রবিজ্ঞানং, তৎসিদ্ধার্থোহয়ং প্রক্ৰমঃ । ১

এবমবাস্তবসম্ভবমুক্ত্য। প্রগ্রাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—বদিতমিতি । মৃত্যুনাশমিত্যনেন মৃত্যুনাশিপরমিত্যস্ত গত্যর্থত্বমাশঙ্ক্যাহ—ন কেবলমিতি । কর্ণগো মৃত্যুভাস্তেন মৃত্যোরত্যয়া-যোগান্তদত্যয়সাধনং কিঞ্চিদর্শনমেব বাচ্যমিত্যাশয়েন পূজ্জতি—কেনেতি । দর্শনবিষয়ং প্রশ্ন-মাক্ষিপতি—নহিতি । যেন মুখ্যপ্রাণাঙ্গদর্শনেনাতিমুচ্যতে, তদুদগীথপ্রক্রিয়ানামেবোক্তং ; তথাচ মৃত্যোরত্যয়োপায়স্ত বিজ্ঞানস্ত নির্জাতত্বাৎ কেনেতি প্রশ্নমুপপত্তিরিতি যোজন্য। তন্তৈব পরীক্ষাবিষয়োহয়মিত্যাদ্যাবুক্ত্যাদায় পরিহরতি—বাচ্যমিতি । উদগীথপ্রকরণে বাগাদেয়গ্ন্যা-চ্চাস্ত্রদর্শনরূপো যো বিশেষো বক্তব্যোহপি নোক্তশ্চুদুজ্যার্থোহয়ং প্রশ্নপ্রতিবচনরূপো গ্রহ ইতি কৃত্বা কেনেত্যাদিশ্রমোপপত্তিরিত্যর্থঃ । ২

কীদৃক্ পুনর্দর্শনং মৃত্যুজয়সাধনং হোত্রেত্যাদ্যাবুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতশ্চেতি । ব্যাচষ্টে বাঐ যজ্ঞপ্রেত্যাদিনেতি শেবঃ । ব্যাখ্যানমেব বিশদয়িতুং পূজ্জতি—কঃ পুনরिति । দর্শন-বিষয়ং দর্শনস্তরনামহ—উচ্যত ইতি । যজ্ঞশব্দস্ত যজ্ঞমানে বৃক্প্রয়োগো নাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞমানস্ত যা বাগধ্যাক্ষ্যং, সৈবাবিযজ্ঞে হোতাভ্যস্ত, তথাপি কথং তয়োর্দৈবতাস্ত্রনা দর্শনমিত্যাহ—কথমিতি । তয়োয়গ্ন্যাগ্ননা দর্শনমুত্তরবাক্যাবষ্টেভেন ব্যাচষ্টে—তত্ত্বত্রোতি । কথং পুনর্বাগয়োরেকত্বং, তদাহ—তদেতদিতি । তয়োরেকত্বেহপি কৃত্বো হোতুস্তদেকামিত্যা-শঙ্ক্যাহ—স চেতি । স মুক্তিরিত্যেতদবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি—যদেতদিতি । ন কেবলমেতদুত্তরং মৃত্যুনাং সংস্পৃষ্টমেব, কিন্তু তেন বশীকৃতং চেত্যাহ—যাভাবিক্কেতি । মৃত্যুনাশঃ মৃত্যুনাশিপরমিত্যানরোরর্থমন্ত হোত্রেত্যাদেয়র্থেমুদবতি—তদনেনেতি । সাধনদ্বয়ং তচ্ছব্দার্থঃ । যজ্ঞমানগ্রহণং হোতুরুপলক্ষণম্ । উক্তার্থে সমনস্তরবাক্যমবত্যাধ্য ব্যাকরোতি—তদেতদাহেতি ।

মুক্তিশব্দস্য সাধনবিষয়ঃ । পদার্থমুক্ত্যে বা ক্যার্থমাহ—অগ্নিস্বরূপেতি । বাচো হোতৃশাস্ত্র-
স্বরূপেণ দর্শনম্বেব মুক্তিহেতুরিতি বাবৎ । উক্তমর্থঃ প্রপঞ্চয়তি—যদৈবেতি । স মুক্তিরিত্য-
স্তার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । ৩

বাক্যান্তরং সমুবাণ্য বাচষ্টে—সাতিমুক্তিরিতি । মুক্ত্যতিমুক্ত্যোরসঙ্গীর্ষঃ দর্শয়তি—
সাধনদ্বয়ন্তেতি । শাস্ত্রিরতিমুক্তিরিতি সম্বন্ধঃ । তামেব সংগৃহ্যতি—যা ফলভূতেতি । ফল-
তৃত্যায়ামগ্নাদিদেবতাপ্রাপ্তৌ কথমতিমুক্তিশব্দোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্তা ইতি । নমু বাগা-
দীনামগ্নাদিত্যবোহত্র ভ্রমন্তে, যজমানস্ত তু ন কিঞ্চিদ্ভূতন্তে, তত্রাহ—যজমানন্তেতি । তর্হি
তেনৈব গত্যর্থবাদনর্থকমিৎ ব্রাহ্মণমিত্যাশঙ্ক্য বাচমিত্যাদিনোক্তং স্মারয়তি—তত্রোতি ।
দর্শনবৎ ফলেহপি বিশেষঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃত্যুপ্রাপ্তৌতি । ১৫৫ । ৩ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—অখল যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন ;—বিজ্ঞানসংস্কৃত
পাণ্ডুর্ত্বকর্ম দ্বারা যে, যজমানের মৃত্যুভয় বারণ হয়, ইহা অতীত মধুব্রাহ্মণের উদ্দীপ্ত-
প্রকরণে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে ; এখন আবার তাহারই পরীক্ষা বা বিস্তৃতভাবে
বিচার করা আবশ্যক হইয়াছে ; সেইজন্য সেই বিজ্ঞানসম্মুখেই আরও
কিছু বিশেষ কথা বলিবার নিমিত্ত তাহারই বিবৃতিস্বরূপ এই প্রকরণ আরম্ভ
হইতেছে । ১

এই কর্মের (যজ্ঞের) ঋত্বিক ও অগ্নিপ্রভৃতি বাহ্য কিছু সাধন অর্থাৎ কর্ম-
সম্পাদনের উপকরণ, তৎসমস্তই স্বভাবসিদ্ধ ফলাসক্তি-সমন্বিত কর্মরূপ মৃত্যুকর্তৃক
ব্যাপ্ত (অধিকৃত) ; কেবল যে, ব্যাপ্তই বটে, তাহা নহে ; পরন্তু অভিপন্নও বটে,
অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা বশীকৃতও বটে । [জিজ্ঞাসা করি—] যজমান কি প্রকারে বিজ্ঞা-
নাত্মক সাধন দ্বারা মৃত্যুর প্রাপ্তি অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম
করিয়া মুক্ত হন—মৃত্যুর বশীভূত না হইয়া স্বাভাব্য লাভ করিয়া থাকেন ? ভাল
কথা, উদ্দীপ্তপ্রকরণেই ত কথিত হইয়াছে যে, মুখ্যপ্রাণে আত্মদৃষ্টি করিলে, তাহা
দ্বারাই মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিয়া মুক্ত হওয়া যায়, তবে আবার তাহার
পুনরুক্তির প্রয়োজন কি ? হাঁ, একথা আংশিক সত্য বটে ; কিন্তু সেখানে সমস্ত
বিশেষাংশ উক্ত হয় নাই, এখানে সেই অনুক্ত বিশেষাংশ নিরূপণের জন্তই এই
কথার অবতারণা করা আবশ্যক হইয়াছে ; সুতরাং পুনরুক্তি-দোষ হইতেছে না । ২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—‘হোত্রা ঋত্বিজা, অগ্নিনা বাচা’ ইতি । এখন একথার
ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—সেই হোত্রা কে,—বাহ্য দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম
করিতে পারা যায়, তাহা বলা হইতেছে—বাকুই যজ্ঞের—যজমানের হোত্রা ;
অর্থাৎ ‘যজ্ঞই যজমান’ এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, যজ্ঞ-শব্দবাচ্য যজমা-
নের বাহ্য বাকু, তাহাই অধিযজ্ঞে (অধ্যায়বাগে) হোত্রা । তাহা কি প্রকার ?

না—সেখানে (যজ্ঞে) যজ্ঞমানসম্বন্ধিনী যে বাক্, তাহাই অধিদৈবত অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ; একথা ‘অন্নত্রয়’ নিরূপণের প্রকরণেই বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ‘অগ্নিই হোতা’ এই ঋতি হইতে জানা যায় যে, সেই অগ্নিই প্রকৃত হোতা। যজ্ঞসম্বন্ধে যে, এই প্রসিদ্ধ সাধনদ্বয়—প্রসিদ্ধ-যজ্ঞের সাধন হইল হোতা (ঋত্বিক্), আর অধ্যাত্ম যজ্ঞের সাধন হইল বাক্, এই উভয়বিধ যজ্ঞসাধনই পরিচ্ছিন্ন (সসীম) এবং মৃত্যুকর্ভুক ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অজ্ঞানজ স্বাভাবিক কলাসক্তিসমবিত কৰ্ম্মাত্মক মৃত্যু দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে বিকৃতিভাবাপন্ন—মৃত্যুর বশীভূত। এই বাক্যরূপ সাধনটিকে অধিদৈবত অগ্নিরূপে দর্শন করিতে পারিলে তাহাই যজ্ঞমানের মৃত্যুভর অতিক্রমের কারণ হইয়া থাকে। এখন সেই কথাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—তাহাই মুক্তি, সেই হোতৃস্বরূপ অগ্নিই হইতেছে মুক্তি অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপবিজ্ঞানই মুক্তিলাভের হেতু। বৃষ্টিতে হইবে, যজ্ঞমান যখনই যজ্ঞের উক্ত সাধন দুইটিকে অগ্নিরূপে দর্শন করে, তখনই স্বভাবসিদ্ধ আসক্তি এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পরিচ্ছিন্নভাবরূপ মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব [বৃষ্টিতে হইবে যে,] হোতাকে অগ্নিরূপে দর্শন করাই যজ্ঞমানের মুক্তিলাভের উপায়। ৩

“স অতিমুক্তিঃ” অর্থাৎ তাহাই অতিমুক্তি—যাহা মুক্তি, অর্থাৎ সেই মুক্তিই অতিমুক্তি-লাভের উপায়। অভিপ্রায় এই যে, পূর্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন সাধনদ্বয়ের যে, অপরিচ্ছিন্ন অধিদৈবত অগ্নিরূপে দর্শন বা চিন্তা, তাহারই নাম মুক্তি, আর এই যে, অধিদৈবত দর্শনাত্মক মুক্তি, তাহাই—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পরিচ্ছেদযুক্ত বিষয়াসক্তির গোচরীভূত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যে, তৎফলস্বরূপ অধিদৈবতাত্মক অগ্নিভাবপ্রাপ্তি, তাহাই ‘অতিমুক্তি’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মুক্তিই সেই অতিমুক্তিলাভের প্রধান উপায়; এইজন্ত মুক্তিকেই অতিমুক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উদগীথপ্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বাক্-প্রভৃতি করণ-সমূহের যে, অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাত্ম্যভাব, তাহাই যজ্ঞমানের অতিমুক্তি। সেখানে সাধারণভাবে কেবল মুখ্যপ্রাণদৃষ্টিকেই মুক্তিসাধন বলা হইয়াছে, কিন্তু তদগত কোন বিশেষ কথাই বলা হয় নাই; এখানে সেই অনুক্ত বিশেষ—বাক্-প্রভৃতিতে প্রাণদৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে। তাহার পর, উদগীথব্রাহ্মণে “মৃত্যুং অতিক্রান্তে দীপ্যতে” ইত্যাদি বাক্যে যে, বিজ্ঞা-ফল উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ফলই এখানে মৃত্যুপ্রাপ্তির অতিক্রমণরূপ অতিমুক্তি নামে কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহা তাহা হইতে অতিরিক্ত ফল নহে ॥ ১৪ঃ ॥ ৩ ॥

যাঞ্চবল্ল্যেতি হোবাচ, যদিদং সৰ্বমহোৱাত্ৰাভ্যামাপুং
 সৰ্বমহোৱাত্ৰাভ্যামভিপন্নং, কেন বজমানোহহোৱাত্ৰয়োৱাপু-
 মতিমুচ্যত ইত্যধ্বৰ্য্যুৎপত্ত্বিজা চক্ষুবাদিতেন, চক্ষুৰ্বে বজস্তাধ্বৰ্য্য-
 স্তবদিদং চক্ষুঃ সোহসাবাদিত্যঃ সোহধ্বৰ্য্যঃ নঃ মুক্তিঃ সাত্তি-
 মুক্তিঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—[অথলঃ পুনরপি সৰ্ববিপৰিণামহেতোঃ কালাৎ অতি-
মুক্তিমাখ্যাতুং পৃচ্ছতি বাজ্ঞবল্ক্যোতি]। বাজ্ঞবল্ক্যোতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ—
হ—যৎ ইদং সৰ্বং (কৰ্মসাধনং) অহোৱাত্ৰাত্যাং (দিন-ৰাশিনীত্যাং)
আপ্তম্, সৰ্বম্ অহোৱাত্ৰাত্যাং অভিপন্নম্ (পূৰ্ববৎ) ; যজ্ঞমানঃ কেন (কীদৃশেন
সাধনেন) অহোৱাত্ৰয়োঃ আপ্তিং (আক্ৰমণং) অতি (অতিক্ৰম্য) মুচ্যতে
ইতি । [বাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অধ্বৰ্যুণা ঋত্বিজা, চক্ষুৰা আদিত্যেন [অতি-
মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]। [কথং তদিত্যাহ—] চক্ষুঃ বৈ (এব) যজ্ঞস্ত অধ্বৰ্যুঃ ;
তৎ (তত্র অধিবজ্জে) যদ ইদং চক্ষুঃ, [অধিদেবতে] সঃ অসৌ আদিত্যঃ
সঃ অধ্বৰ্যুঃ, সঃ মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ (অতিমুক্তিসাধনমিত্যর্থঃ) ॥ ১৪৬ ॥ ৪ ॥

মূলানুশাসন—অখল পুনরপি সম্বোধনপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে, যজ্ঞ-সাধন-সমূহ অহোরাত্র (দিবাত্রা) দ্বারা আক্রান্ত এবং সমস্তই যে, অহোরাত্র দ্বারা বশীকৃত হইয়া রহিয়াছে, যজমান কোন্ উপায়ে সেই মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইতে পারে? (তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) অধ্বর্যু ঋত্বিক, চক্ষু ও আদিত্য দ্বারা [মুক্ত হইতে পারে]। [এ কথাই সমর্থনের জগ্য বলিতেছেন—] যজমানের চক্ষুই অধ্বর্যু; সেই যজ্ঞেতে যাহা যজমানের চক্ষু, তাহাই অধিদৈবতরূপে আদিত্য, তাহাই সেখানে অধ্বর্যু; তাহাই মুক্তি, এবং তাহাই অতিমুক্তি ॥ ১৪৬ ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।—বাক্তবাক্তোতি হোবাচ । স্বাভাবিকাদজ্ঞানাসদ-
প্রযুক্তাং কৰ্মলক্ষণাং মৃত্যোরতিমুক্তির্কিৰ্ম্মাখ্যাতা । তস্মৈ কৰ্মণঃ সাসদশ্চ
মৃত্যোরাশ্রয়ভূতানাং দৰ্শপূৰ্ণমাসাদিকৰ্মসাধনানাং যো পরিণামহেতুঃ
কালঃ, তস্মাৎ কালানাং পৃথগতিমুক্তির্লক্ষ্যব্যতীদমারভ্যতে, ত্রিয়ারহুষ্ঠানব্যতি-
রেকোণাপি প্রাগ্ধৰ্ম্ম ত্রিয়ারাঃ সাধনবিপরিণামহেতুভেন ব্যাপারদৰ্শনাং

কালশ্চ ; তস্মাৎ পৃথক্ কালাদতিমুক্তির্কৃতব্যোত্যত আহ—বদিদং সৰ্বমহো-
রাত্রাভ্যামাপ্তম্ । ১

স চ কালো দ্বিরূপঃ—অহোরাত্রাদিলক্ষণঃ, তিথ্যাদিলক্ষণশ্চ ; তত্র অহো-
রাত্রাদিলক্ষণাং তাবদতিমুক্তিমাহ—অহোরাত্রাভ্যাং হি সৰ্বং জায়তে বর্জ্যতে
বিনশ্চতি চ ; তথা যজ্ঞসাধনঞ্চ—যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ চক্ষুরধ্বৰ্যুশ্চ ; শিষ্টাশ্রক্ষরানি
পূৰ্ব্ববন্নোনি । ২

যজমানশ্চ চক্ষুরধ্বৰ্যুশ্চ সাধনদ্বয়ম্ অধ্যাত্মাধিভূতপরিচ্ছেদং হিভা অধিদৈবতা-
শ্রুনা দৃষ্টং যৎ, স মুক্তিঃ ; সোহধ্বৰ্যুরাদিত্যভাবেন দৃষ্টো মুক্তিঃ ; সৈব মুক্তিরেবাতি-
মুক্তিরিতি পূৰ্ব্ববৎ ; আদিত্যাত্মভাবমাপন্নশ্চ হি নাহোরাত্রে সম্ভবতঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৪ ॥

টীকা ।—প্রশ্নান্তরমতর্থাভাৎপর্থাংমাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি । [আশ্রয়ভূতানি কানি তানীত্য-
শকাহ—দর্শপূর্ণমাসাদীতি । প্রতিরূপমতর্থাৎ বিপরিণামঃ । অগ্নাদিসাধনাত্মাশ্রিত্য কামাং
কর্ষ মৃতু শব্দিতমুৎপত্তে, তেষাং সাধনানাং বিপরিণামহেতুত্বাৎ কালো মৃত্যুস্ততোহতিমুক্তি-
র্কৃতব্যোত্যন্তরগ্রন্থরাস্ত ইত্যর্থঃ । কর্ণণে মুক্তিরুক্তা চেৎ, কালাদপি সোক্তৈব, তন্ত কর্ণাশ্র-
ত্বাৎনৈব মৃত্যুত্বাদিত্যাশকাহ—পৃথগিতি । কর্ণনিরপেক্ষতয়া কালশ্চ মৃত্যুত্বং ব্যুৎপাদয়তি—
ক্রিয়েতি । পৃথগ্ভূত্বাৎ সিন্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । উত্তরগ্রন্থপ্রশ্নোক্তিরিষ্যৎ তেজুঃ
কালং ভিনন্তি—স চেতি । আদিত্যশ্চল্লশ্চেতি কর্ণভেদাৎ যৈবিধ্যমুদ্রোহম্ । কালশ্চ বৈরূপ্যে
সত্যাতকতিকাবিষয়মাহ—তদ্রোহি । অহোরাত্রোহমৃত্যুত্বাৎ সিন্ধে তাভ্যামতিমুক্তির্কৃতব্যো,
তদেব কথমিত্যাশকাহ অহোরাত্রাভ্যানিতি । যজ্ঞসাধনং চ তথা তাভ্যাং জায়তে বর্জ্যতে
নশ্চতি চেতি সম্বন্ধঃ । প্রতিবচনব্যাখ্যানে যজ্ঞসাক্ষ্যমাহ—যজমানশ্চেতি । স মুক্তিরিত্যন্ত
তাৎপর্থাৎপর্থাং—যজমানস্তেত্যানি । তত্শৈবাক্ষরার্থঃ কথমতি—সোহধ্বৰ্যুরিতি । যথোক্ত-
রীত্যাদিত্যাত্মভোগপি কথমহোরাত্রলক্ষণাং মৃত্যোরতিমুক্তিরন্ত আহ—আদিত্যেতি । ‘নোদেতা
নাণ্ডমেতা’ ইত্যাদিপ্রত্যয়েরাদিত্যে বজ্রতো নাহোরাত্রে স্তঃ । তথা চ তদাস্তানি বিদুষ্যপি ন
তে সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অখল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সাধোদনপূৰ্ব্বক বলিলেন—
স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানাসক্তিসমম্বিত কর্মরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির কথা পূৰ্ব্ব-
প্রতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; ফলাসক্তিসমম্বিত সেই কর্মরূপ মৃত্যু যে সকলকে
আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া দর্শ-পূর্ণমাস
প্রভৃতি কর্মনিচয় আরম্ভ হইয়া থাকে, সেই সাধনসমূহও বাহা দ্বারা
বিপরিণত (বিকারগ্রস্ত) হইয়া থাকে, পূৰ্ব্বোক্ত ‘অতিমৃত্যু’ নিশ্চয়ই সেই
কাল হইতেও পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বস্তু ; কারণ, ক্রিয়ামুষ্ঠানের অভাবেও
ক্রিয়াসাধনের পরিণামজনক কালের ব্যাপার সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ;

অতএব কাল হইতেও সম্পূর্ণ পৃথক্ অতিমৃত্যুর কথা স্বতন্ত্রভাবে অবশ্যই বক্তব্য ; সেই উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—জগতে যে কোন বস্তু অমৃত্যুবগোচর হয়, তৎসমস্তই অহোরাত্র দ্বারা আক্রান্ত । ১

উপরে যে কালের কথা বলা হইল, সেই কাল আবার দুইভাগে বিভক্ত—এক দিব্যাত্মিক, অপর তিথিপ্রভৃতিস্বরূপ । তন্মধ্যে প্রথমে অহোরাত্রাত্মিক কাল হইতে পৃথক্ অতিমুক্তির কথা বলিতেছেন—অহোরাত্র হইতেই সমস্ত বস্তু জন্ম লাভ করে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; এইরূপ যজ্ঞপদবাচ্য যজ্ঞমানের চক্ষুঃস্বরূপ অধ্বর্যুও অহোরাত্র হইতে জন্ম, স্থিতি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ঋতির অবশিষ্ট কথাগুলির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ । ২

যজ্ঞমানের চক্ষু (আদিত্য) ও অধ্বর্যু (ঋত্বিক্‌বিশেষ), এই দ্বিবিধ সাধনের উপর আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিকভাব পরিত্যাগপূর্বক যে, অধিদৈবতভাবে দৃষ্টি, তাহাই মুক্তি অর্থাৎ অধ্বর্যুকে আদিত্যরূপে দর্শন করাই মুক্তি । পূর্বের জ্ঞায় এখানেও মুক্তিই অতিমুক্তিপদবাচ্য হইয়া থাকে ; কারণ, যে লোক আদিত্যাদি দৈবতভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে আর অহোরাত্র-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না ॥ ১৪৬ ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ—যদিদত্তুঃসর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যা-
মাণ্ডত্ সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং, কেন যজ্ঞমানঃ
পূর্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাশ্চিমতিমুচ্যত ইতি । উদগাত্ত্বিজা বায়ুনা
প্রাণেন ; প্রাণো বৈ যজ্ঞশ্চোদগাতা, তদেবাহয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ
স উদগাতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ॥ ১৪৭ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং তিথ্যাদিলক্ষণং কালাদতিমুক্তিং বক্তুং যাজ্ঞ-
বল্ক্যোতি সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—যৎ ইদং (দৃশ্যমানং) সর্বং (বস্তু) পূর্বপক্ষাপর-
পক্ষাভ্যাং (গুরু-কৃকপক্ষাভ্যাং) ব্যাপ্তং—সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাম্ অভিপন্নং
(কবলীকৃতম্) [ভবতি ; তত্র পৃচ্ছামি—] যজ্ঞমানঃ (যজ্ঞকর্তা) কেন (উপা-
য়েন) পূর্বপক্ষাপরপক্ষয়োঃ আশ্চিং (আক্রমণং) অতিমুচ্যতে (অতীত্য মুক্তো
ভবতি) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] উদগাত্তা (সামবিদা) ঋত্বিজা বায়ুনা
প্রাণেন (ঋত্বিক্-কর্মণি নিযুক্তে উদগাতরি বায়ুভূত-প্রাণদৃষ্ট্যা অতিমুচ্যতে ইতি
ভাবঃ) । বৈ (যতঃ) যজ্ঞশ্চ (যজ্ঞমানশ্চ) প্রাণঃ উদগাতা ; তৎ (তত্র) যঃ
অয়ং প্রাণঃ, স বায়ুঃ, সঃ (প্রাণঃ) উদগাতা, সঃ (প্রাণঃ) মুক্তিঃ, সা (প্রসিদ্ধা)

অতিমুক্তিঃ [চ] ; [উদগাতরি অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদং পরিত্যজ্য বা প্রাণাত্মদৃষ্টিঃ, সৈব কালাদতিমুক্তিহেতুরিত্যাশয়ঃ] ॥ ১৪৭ ॥ ৫ ॥

মুশোন্নবাদঃ ১—এখন তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্তির উপায় বলিতেছেন—অথল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে, সমস্ত জগৎ পূর্বপক্ষ ও অপর পক্ষ দ্বারা—অর্থাৎ শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত—সমস্তই যে, শুরু ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা কবলিত হইয়া রহিয়াছে ; [জিজ্ঞাসা করি—] যজমান (যজ্ঞ-কর্তা) কি উপায়ে সেই শুরু-কৃষ্ণপক্ষের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বায়ু-প্রাণাত্মক অধ্বয্যু ঋত্বিকের দ্বারা [পরিত্রাণ পাইতে পারে] ; কারণ, যজ্ঞরূপী যজমানের প্রাণই উদগাতা ; যাহা এই প্রাণ, তাহাই বায়ুস্বরূপ, তাহাই উদগাতা, তাহাই মুক্তি এবং তাহাই অতিমুক্তি ॥ ১৪৭ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভ্যাত্মম্ ।—ইদানীং তিথ্যাদিলক্ষণাদতিমুক্তিরূচ্যতে—যদিদং সৰ্গ-মহোরাত্রোরবিশিষ্টরোরাদিত্যঃ কর্তা, ন প্রতিপদাদীনং তিথীনাম্ ; তাসাম্ব বুদ্ধিকরোপগমনেন প্রতিপৎপ্রভৃতীনং চন্দ্রমাঃ কর্তা ; অতন্তদাপত্ত্যা পূৰ্বপক্ষা-পরপক্ষাত্ময়ঃ, আদিত্যাপত্ত্যা অহোরাত্রাত্ময়বৎ । তত্র যজমানস্ত প্রাণো বায়ুঃ, স এবোদগাতা ইত্যদগীথব্রাহ্মণেহবগতম্ ; “বাচা চ শ্বেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ” ইতি চ নির্দ্ধারিতম্ ; “অথৈতস্ত প্রাণস্তাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রঃ” ইতি চ । প্রাণবায়ুচন্দ্রমসামেকত্বাচ্চন্দ্রমসা বায়ুনা চোপসংহারে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ—এবং যজ্ঞমানা ঋতির্কায়ুনাধিদৈবতরূপেণোপসংহরতি ।

অপি চ, বায়ুনির্মিতৌ হি বুদ্ধিকরৌ চন্দ্রমসঃ ; তেন তিথ্যাদিলক্ষণস্ত কালস্ত কর্তৃরপি কারয়িতা বায়ুঃ ; অতো বায়ুরূপাপন্নঃ তিথ্যাদিকালাদতীতো ভবতীত্যুপ-পন্নতরং ভবতি ; তেন ঋত্যন্তরে চন্দ্ররূপেণ দৃষ্টিমুক্তিরতিমুক্তিঃ ; ইহ তু কাথানাং সাধনদ্বয়স্ত তৎকারণরূপেণ বায়ুত্মনা দৃষ্টিমুক্তিরতিমুক্তিশ্চেতি ন প্রত্যেকীর্কিরোধঃ ॥ ১৪৭ ॥ ৫ ॥

টীকা।—কতিকাত্তরস্ত ভাংপর্যমাহ—ইদানীমিতি । নমহোরাত্রাদিলক্ষণে কালে তিথ্যাদিলক্ষণস্ত কালস্তান্তর্ভাবান্ততোহতিমুক্তাবৃত্তায়াং তিথ্যাদিলক্ষণাদপি কালাদসাবৃত্তে-বেতি কৃতং পৃথগায়ত্ত্বেন্ভেতি, তত্রাহ—অহোরাত্রোরিতি । অবিশিষ্টমোর্বুদ্ধিকঃশূন্তরোরিতি বাবৎ । কথং তর্হি তিথ্যাদিলক্ষণং কালাদতিমুক্তিরন্ত আহ—অতন্তদাপত্তোতি । চন্দ্রপ্রাণা

তিথ্যাত্ত্যয়ো মাধ্যমিনশ্চত্যাগতে, কাশ্চত্যা তু বায়ুভাবাপত্ত্যা ভদত্য উক্তঃ । তথা চ শ্চত্যাশ্চিরোথে কঃ সমাধিরিত্যাশকাহ—তত্রৈতি । কাশ্চত্যাভিতি বাবৎ । উল্গাতুরপি প্রাণাস্তকবায়ুরূপঃ শ্চতিব্রহ্মস্বারেণ দর্শয়তি—স এবৈতি । ন কেবলমূল্যাতুঃ প্রাণঃ প্রতিজ্ঞামাত্রেন প্রতিপন্নঃ, কিন্তু বিচার্য নির্দ্ধারিতঃ চেত্যাহ—বাচেতি । প্রাণচন্দ্রমসৌশ্চৈকভঃ সত্ত্বাবিকারে নির্দ্ধারিতমিত্যাহ—অথেনিতি । উক্তয়া রীত্যা প্রাণাদীনামেক্ষে শ্চত্যাশ্চিরোথঃ কলিতমাহ—প্রাণেনিতি । মনোব্রহ্মণোশ্চন্দ্রমসা প্রাণোপাশ্চৈকভঃ বায়ুনোপাশ্চৈকভঃ সংগ্রহে সূতাতরণে বিশেষো নাস্তীতি শ্চত্যাশ্চিরোথেনোপপত্তিরিত্যর্থঃ । উপসংহারত প্রাণ-মূল্যাতারঃ চ তদ্রূপেণোপাশ্চতয়া সংগৃহীতি কাশ্চত্যিরিত্যর্থঃ । ইতচ্চ কাশ্চত্যিরূপপন্ন-ত্যাহ—অপি চেতি । বায়ুঃ সূত্রায়্য তন্নিমিত্তৌ স্বাবরবস্ত চন্দ্রমসৌ বৃদ্ধিত্বাসৌ । সূত্রাবীন্য হি চন্দ্রাদেবজ্ঞগতশ্চৈত্যাহ—বুদ্ধাদিহেতুযে কলিতমাহ—তেনেনিতি । কর্ণুশ্চন্দ্রশ্চৈত্যাহ—বায়োশ্চন্দ্রমসি কারয়িত্ত্বেইপি একুতে কিমায়াতঃ, তদাহ—অত ইতি । উদিতামুদিতহোম-ববিকল্পমুপেত্যাভিরোধমুপসংহরতি—তেনেনিতি । শ্চত্যাশ্চিরঃ মাধ্যমিনশ্চতিঃ । মাধ্যম-পরন্তেভ্যস্তরয় সম্ব্যতে । ভ্রাতাদৌ মনসো ব্রহ্মণশ্চৈত্যাহ—উক্তরয় প্রাণশ্চৌপাশ্চৈত্যাহ—তচ্ছন্দশ্চৈত্যাহ—১৪৭ । ৫ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—এখন তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্তি বলা হইতেছে—সূর্য্যদেব হইতেছেন—তুল্যস্বভাব দিব্যরাত্রের কর্তা, কিন্তু প্রতিপদ প্রভৃতি তিথিসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পাদন দ্বারা চন্দ্র হইতেছেন—তিথিসমূহের কর্তা বা প্রবর্তক ; অতএব আদিত্যভাব-প্রাপ্তিতে যেমন অহোরাত্রাধিকার অতিক্রম করা যায়, তেমনি চন্দ্রভাব-প্রাপ্তি দ্বারাও গুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের অধিকার অতিক্রম করিতে পারা যায় । উদগীথব্রাহ্মণে জানা গিয়াছে যে, যজ্ঞমানের যে প্রাণবায়ু, তাহাই প্রকৃত উল্গাতা (সামবেদীয় ঋত্বিক্) ; এবং সেখানে ইহাও অবধারিত হইয়াছে যে, ‘যজ্ঞমান বাক্ ও প্রাণের সাহায্যেই উল্গাথ গান করিয়াছিলেন এবং জল হইতেছে এই প্রাণের শরীর, আর এই চন্দ্র হইতেছে তাহার জ্যোতির্ময় রূপ’ ; এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ, বায়ু ও চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে একই পদার্থ ; সুতরাং উপসংহারে চন্দ্র ও বায়ুর উল্লেখ থাকাতোও বস্তুগত কোনও পার্থক্য ঘটিতেছে না ; এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি অধিদৈবতরূপ বায়ু দ্বারা কথার উপসংহার করিয়াছেন ।

আরও এক কথা—চন্দ্রের যে, হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বায়ুই তাহার মুখ্য কারণ ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুই তিথ্যাদি-কালসম্পাদক চন্দ্রেরও প্রবর্তি বা কার্য্য ঘটাইয়া থাকে ; অতএব যজ্ঞমান বে, বায়ুভাব প্রাপ্ত হইয়া তিথ্যাদিরূপ কাল অতিক্রম করে, ইহা সুসঙ্গতই বটে । এই জ্ঞাই, অজ্ঞ শ্রুতিতে (মাধ্যমিন শাখায়) যে, চন্দ্ররূপে দৃষ্টিকে মুক্তি ও অতিমুক্তি বলা হইয়াছে, আর কাশ্চত্যাভিতি

বে, অহোরাত্র ও তিথ্যাদি, এই উভয়বিধ সাধনে তৎকারণীভূত বায়ুভাব-
বর্ণনে মুক্তি ও অতিমুক্তি বলা হইয়াছে, ইহাতেও কোনরূপ বিরোধ
ঘটিতেছে না ॥ ১৪৭ ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ—যদিদমন্তুরিক্ষমনারম্ণ্যামব, কেনা-
ক্রমেণ যজ্ঞমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি । ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানমনসা
চন্দ্রেণ ; মনো বৈ যজ্ঞশ্চ ব্রহ্মা, তদবদিদং মনঃ সোহসৌ
চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাহতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ । অথ
সম্পদঃ— ॥ ১৪৮ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—[অখলঃ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যোতি সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—যৎ
ইদম্ অন্তরিক্ষং (আকাশং) অনারম্ণ্যং (নিরালম্বনং) ইব [দৃশ্যতে] ; [তদালম্বনং
তু ন বিজ্ঞায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ] । কেন (তেন কেন) আক্রমেণ (আলম্বনে) যজ্ঞ-
মানঃ স্বর্গং লোকং আক্রমতে (ফলরূপেণ প্রাপ্নোতি) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যোঃ আহ—]
ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানমনসা চন্দ্রেণ [আক্রমতে] । মনঃ বৈ (এব) যজ্ঞশ্চ (যজ্ঞমানশ্চ)
ব্রহ্মা ; তৎ (তস্মাৎ) বৎ ইদং মনঃ, সঃ (তৎ মনঃ) অসৌ (দ্ব্যলোকহঃ)
চন্দ্রঃ, সঃ ব্রহ্মা, সঃ মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ, ইতি (এবংপ্রকারাঃ) অতিমোক্ষাঃ
(অতিমুক্তির উক্তা ইত্যর্থঃ) । অথ (অতঃপরং) সম্পদঃ (সম্পদরূপাঃ ক্রিয়াঃ)
[উচ্যন্তে—] ॥ ১৪৮ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ ।—অখল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক
বলিলেন—এই যে, অন্তরিক্ষ (আকাশমণ্ডল) নিরালম্বনবৎ দেখা
যাইতেছে, অর্থাৎ ইহার কোনও অবলম্বন জানা যাইতেছে না ; সেই
অবিজ্ঞাত কোন অবলম্বন জানিলে পর যজ্ঞমান স্বর্গলোক লাভ করিতে
পারে ? [তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঋত্বিক ব্রহ্মা ও মনোরূপী
চন্দ্র দ্বারা ; কেন না, প্রকৃতপক্ষে মনই যজ্ঞের ব্রহ্মা ; যাহা এই মন,
তাহাই এই চন্দ্র, তাহাই ব্রহ্মা, তাহাই মুক্তি ও তাহাই অতিমুক্তি ; এই
সমস্তই অতিমুক্তির প্রকারভেদ । অতঃপর সম্পদ্রূপাসনার কথা বলা
হইতেছে— ॥ ১৪৮ ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—মৃত্যোঃ কালাদতিমুক্তির্ব্যাপ্যাতা যজ্ঞমানশ্চ । সোহ-
তিমুচ্যমানঃ কেনাষ্টম্ভেন পরিচ্ছেদবিষয়ং মৃত্যুমতীত্য ফলং প্রাপ্নোতি—অতি-

মুচ্যতে—ইতি ? উচ্যতে—যদিদং প্রসিদ্ধমন্তরিক্ষমাকাশম্ অনারমণমনালয়নমিব, ইবশব্দাদন্তোব তত্রালয়নম্, তত্ত্ব ন জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ । যত্ন তদজ্ঞায়মান-মালয়নং, তৎ সর্বনাশা কেনেতি পুচ্ছ্যতে ; অত্রথা ফলপ্রাপ্তেরসম্ভবাৎ ; যেনাব-ষ্টন্তেন আক্রমেণ যজমানঃ কৰ্মফলং প্রতিপত্তমান অতিমুচ্যতে, কিং তদ্বিতি প্রশ্ন-বিষয়ঃ ; কেন আক্রমেণ যজমানঃ স্বৰ্গং লোকমাক্রমত ইতি স্বৰ্গং লোকং ফলং প্রাপ্নোতি অতিমুচ্যত ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণেত্যক্ষরত্বাসঃ পূৰ্ব্ববৎ । ১

তত্রাধ্যাত্মং যজন্ত যজমানস্ত যদিদং প্রসিদ্ধং মনঃ, সোহর্সো চন্দ্রঃ অধিদৈবম্ ; মনোহধ্যাত্মম্, চন্দ্রমা অধিদৈবতমিতি হি প্রসিদ্ধম্ । স এব চন্দ্রমা ব্রহ্মা ঋত্বিক্, তেন—অধিত্বতং ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছিন্নং রূপম্ অধ্যাত্মং চ মনসঃ, এতদ্বদ্যম্ অপরি-চ্ছিন্নেন চন্দ্রমসো রূপেণ পশুতি ; তেন চন্দ্রমসা মনসা অবলয়নেন কৰ্মফলং স্বৰ্গং লোকং প্রাপ্নোতি অতিমুচ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ । ইতীত্যুপসংহারার্থং বচনম্ ; ইত্যে-বস্প্রকারা মৃত্যোরতিমোক্ষাঃ ; সর্বাণি হি দর্শনপ্রকারাণি যজ্ঞাবিষয়াণ্যস্মিন্-ব-সরে উক্তানীতি কৃত্বা উপসংহারঃ—ইত্যতিমোক্ষাঃ—এবস্প্রকারা অতিমোক্ষা ইত্যর্থঃ । ২

অথ সম্পদঃ—অথ অধুনা সম্পদ উচ্যন্তে । সম্পৎ নাম—কেনচিৎ সামায়েন অগ্নিহোত্রাদীনাং কৰ্ম্মণাং ফলবতাং তৎফলায় সম্পাদনম্, সম্পৎফলশ্চেব বা ; সর্কোৎসাহেন ফলসাধনানুষ্ঠানে প্রযতমানানাং কেনচিৎবৈশ্বক্যেনাসম্ভবঃ ; তদি-দানাং আহিতাগ্নিঃ সন্ যৎকিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম অগ্নিহোত্রাদীনাং যথাসম্ভবমাদায় আল-য়নোকৃত্য কৰ্ম্মফলবিদ্বস্তাং সত্যং যৎকৰ্ম্মফলকামো ভবতি, তদেব সম্পাদয়তি । অত্রথা রাজস্ব্যাস্বমেধ-পুরুষমেধ-সর্কমেধলক্ষণানামধিকৃতানাং ত্রৈবর্গিকানামপ্য-সম্ভবঃ—তেষাং তৎপাঠঃ স্বাধ্যায়ার্থ এব কেবলঃ স্মৃৎ, যদি তৎফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ কশ্চন ন স্মৃৎ । তস্মাত্তেষাং সম্পদৈব তৎফলপ্রাপ্তিঃ, তস্মাৎ সম্পদামপি ফলবৎস্ব, অতঃ সম্পদ আরভ্যন্তে—॥ ১৩৮ ॥ ৬ ॥

টীকা ।—যদিদমন্তরিক্ষমিত্যাदि প্রশস্তরং বৃত্তাহুবাদপূর্বকমুপাদন্তে—মৃত্যোরিতি । ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবেন ক্রিয়াপদে নেতব্যে । ইত্যেতৎ প্রশ্লপমুচ্যতে সমনস্তরবাক্যেনেতি বাবৎ । তদ্ব্যাচষ্টে—যদিদমিতি । কেনেতি প্রশ্লপ বিষয়মাহ—যদ্বিতি । প্রশ্লপবিষয়ঃ প্রশ্লপ-রতি—শ্রুতধেতি । আলয়নমন্তরেণেতি বাবৎ । প্রশ্লার্থঃ সজ্জিপোপসংহরতি—কেনেতি । অক্ষরত্বাসোহক্ষরাণামর্থেষু বৃত্তিরিতি বাবৎ । মনো বৈ যজ্ঞন্তেত্যাদেবর্থমাহ—তত্রেতি । বাবহারত্বমিঃ সপ্তমার্থঃ । বাক্যার্থমাহ—তেনেতি । তৃতীয়া তৃতীয়াভ্যাং সম্বধ্যতে । দর্শন-ফলমাহ—তেনেতি । বাগাদীনামগ্নাদিভাবেন দর্শনমুক্তং, ত্বগাদীনাং তু বাবাদিভাবেন দর্শনং

ବନ୍ଧବାନ୍, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବନ୍ଧବାସେବେ ସତ୍ତ୍ୱାପମଂହାରୋପପତ୍ତିରିତ୍ୟାପକ୍ୟାହ—ନରୀୟିତି । ବାହ୍ୟାହୁ-
କ୍ତାନ୍ତ ଦ୍ୱ୍ୟାଦୀବତ୍ତିଦେଶୋଽନ୍ତ ବିବକ୍ତିତ ଇତ୍ୟାହ—ଏବଂକାରୀ ଇତି । ୨

ଅପରକ୍ଷୋର୍ନମନଶ୍ଚେତବନ୍ଧବାନୁଦ୍ୟାର୍ଥଃ । କେତଃ ସମ୍ପରାମେତି ପୃଷ୍ଠତି—ସମ୍ପରାମେତି । ଉତ୍ତର-
ନାହ—କେନଚିଦିତି । ମହତଃ କ୍ଷୟତାମବନେଧାଦିକର୍ମଧ୍ୟାୟ କର୍ମଧାରିନା ସାବାନ୍ତେନାରୀୟଃ କର୍ମହ
ବିବକ୍ତିତକ୍ଷୟନିସ୍ଥାର୍ଥଃ ସମ୍ପତ୍ତିଃ ସମ୍ପଦୁଚ୍ୟତେ । ସ୍ୱାଧୀନତାଗ୍ରିହୋଦ୍ଧାନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟନେନାବନେଧାଦି ମହା
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଇତି ଧ୍ୟାନଃ ସମ୍ପଦିତ୍ୟାର୍ଥଃ । ସଦା କଳାନ୍ତେବ ଦେବଲୋକାଦେଃକ୍ଷୟଦ୍ୱାନିମାନାନ୍ତେନାଭ୍ୟାତ୍ୟା-
ହତିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନଂ ସମ୍ପଦିତ୍ୟାହ—କ୍ଷୟତେତି । ସମ୍ପଦହୁତାନାସମ୍ପରାମର୍ଶଞ୍ଚିତ—ସର୍ବୋପାୟୋପେକ୍ଷିତ ।
ଅସଦ୍‌ବୋଧହୁତାନନ୍ତ ଯନେତି ଧ୍ୟେୟଃ । କର୍ମିଣାମେବ ସମ୍ପଦହୁତାନେତ୍ତଦିକାର ଇତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାସ୍ତାସ୍ତିତ୍ୟାୟଃ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାନ୍ତ । ଆଗ୍ରିହୋଦ୍ଧାନୀନାମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାୟେ ବଢ଼ି । ସ୍ୱାଧୀନତାଂ ବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରହାହୁକ୍ଷମାନିତି ଯାବତ୍ ।
ଆନାୟେତ୍ୟନ୍ତ ବାଧାଧାନମାଳସ୍ୟବିକୃତ୍ୟାତି । ନ କେବଳଃ କର୍ମିଣ୍ୟେବ ସମ୍ପଦହୁତାଦୁରପେକ୍ଷତେ, କିନ୍ତୁ
ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷୟବିତ୍ତାବସ୍ୟମପୀତ୍ୟାହ—କର୍ମେତି । ତଦେବ କର୍ମକ୍ଷୟମେଦେତ୍ୟାର୍ଥଃ । କର୍ମାଗ୍ୟୋର ଫଳସ୍ୱାସ୍ତି ନ
ସମ୍ପଦଃ, ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷୟ ତାମାଂ କାର୍ଯ୍ୟତେତ୍ୟାପକ୍ୟାହ—ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିତି । ବିହିତାଧ୍ୟୟନତ୍ତାର୍ଜ୍ଜ୍ଵାନାହୁତାନାଦି-
ପରମ୍ପରା ଫଳସ୍ୱାସ୍ତିତି । ନ ଚାବନେଧାଦିରୁ ସର୍ବୋପାୟନୁଷ୍ଠାନସମ୍ପଦଂ, କର୍ମଧାରିତ୍ୱତାନାନାପି ଯେବି-
କାନାଂ କେବାକ୍ଷୟହୁତାନାମସମ୍ପଦାଦତ୍ତେତ୍ୟାଂ ତତ୍ତ୍ୱାଧ୍ୟୟନାର୍ଥସ୍ୱାହୁକ୍ଷମତ୍ୟା ସମ୍ପଦାମପି ଫଳସ୍ୱାସ୍ତିତ୍ୟା-
ମିତ୍ୟାର୍ଥଃ । ମହତୋତ୍ତରବେଦାଦିକ୍ଷୟ କ୍ଷୟନରୀୟତା ସମ୍ପଦା ପ୍ରାପ୍ତିରିତ୍ୟାପକ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରସାମାନ୍ୟାଦିତ୍ୟାତି-
ଶ୍ରେତ୍ୟାହ—ବରୀତି । ତଦା ତତ୍ତ୍ୱପାଠଃ ସାଧ୍ୟାର୍ଥଃ ଏବେତି ପୂର୍ବେଣ ସମ୍ପଦଃ । ଅଧ୍ୟୟନନ୍ତ ଫଳସ୍ୱାସ୍ତି
ବନ୍ଧବ୍ୟେ ଫଳିତନାହ—ତତ୍ତ୍ୱାମିତି । ତେତ୍ୟାଂ ରାଜହୁତାନୀନାମିତି ଯାବତ୍ । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାନାଂ ରାଜ-
ହୁତାଧ୍ୟୟନମାନବ୍ୟାସ୍ତେତ୍ୟାଂ ସମ୍ପଦେବ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତିରପି କିଂ ସିଦ୍ଧାତି, ତଦାହ—ତତ୍ତ୍ୱାଂ ସମ୍ପଦା-
ମିତି । କର୍ମାଗାମିବେତି ନୁଷ୍ଠାନ୍ତାର୍ଥୋଽପି-ନକଃ । ତାମାଂ ଫଳସ୍ୱାସ୍ତି ଫଳିତନାହ—ଅତ ଇତି । ୧୨୩ ୬ ।

ଭାସ୍କରାଭିପ୍ରାୟଃ ।—ସଜ୍ଜମାନେର କାଳରୂପୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୈତେ ସେ ପ୍ରକାରେ ଅତି-
ସୁକ୍ତି ହୈତେ ପାରେ, ତାହା କଥିତ ହୈଲ । ସେହି ସଜ୍ଜମାନ ଅତିସୁକ୍ତି ଲାଭ ସମୟେ
କେନ ଉପାୟେର ଆଶ୍ରୟେ ଥାକିଲା ନୀମିତ୍ତବିଧୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା ଫଳ
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିସୁକ୍ତି ହୁଅ, ଏଥନ ସେ କଥା ବଳା ହୈତେହେ—ଏହି ସେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଅନ୍ତରିକ୍ଷ—ଆକାଶ ଅନାରବ୍ଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଳୟନେର ଛାୟା ପ୍ରତୀତ ହୈତେହେ ।
[ଅନାରବ୍ଧ୍ୟମ୍ ଇବ] ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ‘ଇବ’ ଶବ୍ଦ ଥାକାର ବୁଝା ବାହିତେହେ ସେ, ନିଶ୍ଚୟହି
ହୈତାର ଏକଟା ଅବସ୍ଥାନ ବା ଆଶ୍ରୟ ଆହେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜ୍ଞାନା ବାହିତେହେ ନା ; ଏହି ସେ
ଅବିଜ୍ଞାତ ଆଳୟନ, ତାହାହି ଏଥାନେ ସର୍ବନାମ ‘କେନ’ ପଦେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୈତାହେ ;
ନଚେଂ ବିଜ୍ଞାନକ୍ଷୟ-ପ୍ରାପ୍ତିର ସନ୍ତାପନା ଥାକେ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ରମ କେନ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ନା କରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାର ସହିତ ଏ କଥାର କେନ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାକେ ନା ।
ଏଥାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟ ହୈତେହେ ଏହି ସେ, ସଜ୍ଜମାନ, ସେ ଅବଶେଷ ବା ଆଶ୍ରୟ ବସ୍ତୁର ବିଜ୍ଞାନେ
କର୍ମକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈତା ଅତିସୁକ୍ତି ହୁଅ, ସେହି ବସ୍ତୁଟି କି ?—ସଜ୍ଜମାନ କେନ ଆଳୟନ-
ବିଜ୍ଞାନେ ଅବଶେଷ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳରୂପେ ଅବଶେଷ ଲାଭ କରେ—ଅତିସୁକ୍ତି

হয়। ‘ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ’ এই কথাগুলির অর্থ—পূর্বোক্ত ‘উল্লাজা ঋত্বিজা’ ইত্যাদি কথার অর্থের অনুরূপ । ১

তন্মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ মন হইতেছে—যজ্ঞ-শব্দবাচ্য যজ্ঞমানের অধ্যাত্ম, আর প্রসিদ্ধ চন্দ্র হইতেছে অধিদৈবত রূপ ; মন যে, অধ্যাত্ম আর চন্দ্র যে, অধিদৈবত, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে। সেই চন্দ্রই আবার ঋত্বিক্ ব্রহ্মা-স্বরূপ ; এইজন্ত ব্রহ্মার পরিচ্ছিন্ন অধিভূত (ভূতান্তর্গত) রূপ এবং অধ্যাত্ম-সদ্বকী মনের রূপ, এই উভয়বিধ সাধনকে যজ্ঞমান অপরিচ্ছিন্ন অধি-দৈবত চন্দ্ররূপে দর্শন করেন। অভিপ্রায় এই যে সেই অধ্যাত্ম মন ও অধিদৈবত চন্দ্ররূপ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উক্তপ্রকার ভাবনা-বলে কর্মফল—স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন,—অতিমুক্ত হন। বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার সূচনার্থ ‘ইতি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,—যজ্ঞাদিসম্বন্ধে যত প্রকার দর্শন হইতে পারে, এই অবসরে সে সমস্তই বলা হইল ; এই অভিপ্রায়ে উপসংহার করা হইল যে, “ইতি অতিমোক্ষাঃ”—অতিমোক্ষের উপায়সমূহ এই প্রকারই বটে, এতদতিরিক্ত আর কিছু নাই । ২

অতঃপর সম্পদ-ক্রিয়া-সমূহ কথিত হইতেছে—সম্পদ অর্থ—অধিক ফল-লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্প ফলজনক অগ্নিহোতাদি কর্মসমূহকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্মরূপে সম্পাদন করা, অথবা যজ্ঞকেই ফলরূপে ভাবনা করা (১) ; [অভিপ্রায় এই যে,] বাহারা পূর্ণ উত্তমে ফলসাধন—কর্মাসুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদেরও কোন একটি বৈশিষ্ট্য বশতঃ অসুষ্ঠানে ব্যাঘাত হইতে পারে ; সেই কারণে অধিকৃত পুরুষ আহিতাঘ্নি (অগ্নিহোত্ৰী) হইয়া সম্ভবমত যে কোন একটি কর্ম অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞাত কর্মফলের মধ্যে, যে কর্মফলটি পাইতে অভিলাষী হয়, অবলম্বিত কর্ম দ্বারা সেই ফলই সম্পাদন করিয়া লইতে পারেন ; নচেৎ রাজস্বয়, অশ্বমেধ, নরমেধ ও সর্ষমেধ প্রভৃতি যে সমস্ত কর্মে ব্রাহ্মণাদি

(১) তাৎপর্য—কোন একটি সাধারণ কর্ম লইয়া ক্ষুদ্রফলজনক কর্মকে যে, অধিক ফল-জনক বিষয়রূপে অনুষ্ঠান করা, তাহার নাম সম্পদ। যেমন অগ্নিহোত্ৰ একটি কর্ম, অশ্বমেধও একটি কর্ম ; অগ্নিহোত্রের ফল অন্ন, আর অশ্বমেধের ফল অধিক ; অথচ উভয়েরই সাধারণ ধর্ম হইতেছে—কর্মত্ব ; যে লোকের অশ্বমেধের অনুষ্ঠানে শক্তি নাই, অথচ তাহার ফল পাইতে ইচ্ছা আছে, সেই লোক আপনার অনুষ্ঠানযোগ্য অগ্নিহোত্ৰকেই অশ্বমেধ বজ্র মনে করিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিবে, এবং তাহার দ্বারা অশ্বমেধেরই ফল লাভ করিবে। ভাস্কর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, কর্মদ্বারা আভ্যন্তরীণ প্রভৃতিকে ভাবী কর্মফলরূপে চিন্তা করিবে ; যেমন অগ্নিহোত্ৰবাগের ফল জ্যোতির্দ্বয় স্বর্গ, যজ্ঞের আহুতিকে ঐ জ্যোতির্দ্বয় স্বর্গরূপে চিন্তা করিবে।

বর্ণব্রহ্মের অধিকার উক্ত আছে, তাহাদেরও সেই সমস্ত কৰ্মের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে । তাহাদের যদি ঐ সমস্ত ফলপ্রাপ্তির কোন উপায়ই না থাকে, তবে সে সমুদয়ের উল্লেখ কেবল অধ্যয়নার্থ অর্থাৎ পাঠমাত্রেই পর্য্যবসিত হইতে পারে, (কোন কাজে আসিতে পারে না) । অতএব বলিতে হইবে যে, সম্পদ-রূপেই তাহাদের সেই সমস্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং সম্পদেরও সফলতা আছে ; সফলতা আছে বলিয়াই এখন সম্পদমুষ্ঠানের কথা আরক হইতেছে ॥ ১৪৮ ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ—কতিভিরয়মদৃগ্ভির্হোতাস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতীতি । তিস্ত্ভিরিতি, কতমাস্তাস্তিষ ইতি, পুরোহনু-বাক্যা চ যাজ্ঞ্যা চ শশ্ত্যেব তৃতীয়া, কিং তাভিজ্জয়তীতি, যৎ-কিঞ্চদং প্রাণভূদিতি ॥ ১৪৯ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—[অশ্বলঃ যাজ্ঞবল্ক্যোতি সঙ্ঘোধয়ন্ পুনরপি] উবাচ হ—
অয়ং হোতা (ঋগ্বেদবিৎ ঋত্বিক্) অথ অশ্বিন্ (অমুষ্টিয়মানে) যজ্ঞে কতিভিঃ
(কিম্বৎসংখ্যাকাভিঃ) ঋগ্ভিঃ [কৰ্ম] করিষ্যতি ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—]
তিস্ত্ভিঃ (ঋক্বেদয়েণ) [করিষ্যতি] ইতি । [অশ্বলঃ পুনরাহ—] তাঃ
(বৃহত্কাঃ) তিস্ত্ভিঃ (ত্রিভুসংখ্যাকাঃ ঋচঃ) কতমাঃ (কিন্নামকাঃ) ইতি ।
[যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ‘পুরোহনুবাক্যা’চ, ‘যাজ্ঞ্যা’চ ‘শশ্ত্যা’ এব তৃতীয়া । [পুনঃ
প্রশ্নঃ—] তাভিঃ (উক্তাভিঃ ঋগ্ভিঃ) কিং (কিন্নামকং ফলং) জয়তি (বশী-
করোতি—মভতে) ? ইতি । [উত্তরং—] ইদং (দৃশ্যমানং) যৎকিঞ্চ প্রাণভূৎ
(প্রাণিজাতম্) ইতি ॥ ১৪৯ ॥ ৭ ॥

মূলোক্ত্যানুবাদঃ।—অশ্বল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, এই হোতা আজ এই যজ্ঞে কতগুলি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা কৰ্ম করিবেন ? যাজ্ঞ-বল্ক্য বলিলেন—তিনটি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা । [পুনশ্চ প্রশ্ন হইল—] সেই তিনটি ঋক্ কি কি ? [উত্তর—] (১) ‘পুরোহনুবাক্যা,’ (২) ‘যাজ্ঞ্যা’ ও তৃতীয় ঋক্ ‘শশ্ত্যা’ । [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই তিনটি ঋকের দ্বারা কোন্ ফল জয় করেন ? [উত্তর—] এই যাহা কিছু প্রাণিজাত (জীব-জগৎ), তাহা জয় করেন ॥ ১৪৯ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাস্য ।—যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ অভিমুখীকরণায় । ‘কতিভি-

রয়মন্ত ঋগ্ভিহোতাস্মিন্ যজ্ঞে’—কতিভিঃ কতিসজ্জ্যাভিঃ ঋগ্ভিঃ ঋগ্জ্জাতিভিঃ, অয়ং হোতা ঋত্বিক্, অস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতি শত্ৰুং শংসতি ? আহেতরঃ—ভিস্মভিঃ ঋগ্জ্জাতিভিঃ—ইতুক্তবন্তং প্রোত্যাহ ইতরঃ—কতমাত্মাস্তিস্ত ইতি ? সজ্জ্যায়-বিষয়োহয়ং প্রশ্নঃ, পূর্বস্ত সজ্জ্যাবিষয়ঃ ।

পুরোহম্বাক্য্য চ—প্রাক্ প্রয়োগকালোঁ যাঃ প্রযুজ্যন্তে ঋচঃ, সা ঋগ্জ্জাতিঃ পুরোহম্বাক্য্যেতুচ্যতে, যাগার্থং যাঃ প্রযুজ্যন্তে ঋচঃ, সা ঋগ্জ্জাতির্যাজ্ঞ্য ; শত্ৰুর্থং যাঃ প্রযুজ্যন্তে ঋচঃ, সা ঋগ্জ্জাতিঃ শত্ৰা ; সর্কাস্ত যাঃ কাশচন ঋচঃ, তাঃ স্তোত্রিয়া বা অত্ৰা বা সর্কা এতান্শ্বেব তিস্ময়ু ঋগ্জ্জাতিষস্তর্ভবন্তি । কিং তাভি-র্জয়তীতি ? যৎকিঞ্চিদং প্রাগভূদিতি । অতশ্চ সজ্জ্যাসামাত্রাং যৎকিঞ্চিৎ প্রাগভূজ্জাতম্, তৎ সর্কং জয়তি—তৎ সর্কং ফলজাতং সম্পাদয়তি সজ্জ্যা-সামান্তেন ॥ ১৪৯ ॥ ৭ ॥

টীকা ।—সম্পাদ্যমরশূন্যপাঠ প্রয়বাক্যমুৎপাদয়তি—যাজ্ঞবল্ক্যেতীতি । প্রতীকমাদায় যাচষ্টে—কতিভিরিত্যাদিনা । কতিভিঃ কতমা ইতি প্রশ্নয়োর্ব্যবহেদং দর্শয়তি—সংখ্যেয়ং । স্তোত্রিয়া নাম অত্ৰাহপি কাচিদৃগ্জ্জাতিরতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্কাবিতি । অত্ৰা বেতি শত্ৰুজাতি-এহঃ । বিধেয়ভেদাৎ সর্কশব্দাপুনরুক্তিঃ । অতশ্চ সম্পাদিকরণাধিতার্থঃ । সংখ্যাসামাত্রা-ত্রিবিধাবিশেষাদিতি যাবৎ । প্রাগভূজ্জাতং লোকত্রয়ং বিবক্ষিতম্ ॥ ১৪৯ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যাজ্ঞবল্ক্যের মনোযোগার্থ অখল তাহাকে সহোদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—[বল দেখি,] ‘কতিভিঃ অয়ম্ অথ ঋগ্ভিঃ অস্মিন্ যজ্ঞে’—এই হোতা—ঋগ্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ এই যজ্ঞে করটি স্তোত্রজাতীয় ঋক্ পাঠ করিয়া থাকেন ? অপর—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ঋক্জাতীয় তিনটি মন্ত্র । এই কথা বলিলে পর, অপর (অখল) জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই তিনটি ঋক্ কি কি ? ইহার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হইল সংখ্যা বিষয়ে, আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল—সংখ্যার বিষয়ে ।

[উত্তর হইল—পুরোহম্বাক্য্য, যাজ্ঞ্য ও শত্ৰুনাশক ঋক্‌ত্রয়ে । তদ্ব্যতীত—] ‘পুরোহম্বাক্য্য’—যে সমস্ত ঋক্ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে পাঠিত হয়, সে সমস্ত ঋক্ ‘পুরোহম্বাক্য্য’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; আর যজ্ঞসম্পাদনের সময় যে সমস্ত ঋকের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সে সমস্ত ঋকের নাম—‘যাজ্ঞ্য’, এবং যে সমস্ত ঋক্ শত্ৰুর্থ স্ততিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে সমস্ত ঋকের নাম শত্ৰা ; আরও যে সমস্ত ঋক্ আছে, সেগুলি স্তোত্রজাতীয়ই হউক বা অত্ৰজাতীয়ই হউক, সমস্তই এই ত্রিবিধ ঋক্জাতির অন্তর্গত । “কিং তাভির্জয়তীতি ? যৎ কিঞ্চিদং

প্রাণভূমিতি”—এ কথার মর্থ এই যে, সংখ্যাগত সাদৃশ্য থাকার ত্রিলোকমধ্যে বাহ্য কিছু প্রাণিবিশেষ আছে, এই ‘সম্পদ’ কর্মের সাহায্যে সে সমস্তকে জয় করে, অর্থাৎ তিনটি স্বকের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকের প্রাণিভোগ্য সমস্ত ফল সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১৪৯ ॥ ৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতয়মদ্ব্যধ্ব্যুর্যস্মিন্ যজ্ঞ আহতী-
হোম্যতীতি, তিস্র ইতি, কতমাস্তাস্তিস্র ইতি? বা হতা উজ্জলন্তি,
বা হতা অতিনেদন্তে, বা হতা অধিশেরতে । কিং তাভিজ্জয়তীতি,
বা হতা উজ্জলন্তি দেবলোকমেব তাভিজ্জয়তি, দীপ্যত ইব হি
দেবলোকঃ, বা হতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভিজ্জয়ত্যতীব
হি পিতৃলোকঃ, বা হতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভি-
জ্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ ॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—[পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যোতি সম্বোধন] উবাচ হ—অয়ং অধ্ব্যুর্যঃ
(বজ্রকর্মেদজ্ঞঃ ঋত্বিক্) অথ অস্মিন্ যজ্ঞে কতি (কিয়ৎসংখ্যাকাঃ) আহতীঃ
হোম্যতী ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তিস্রঃ [আহতীঃ হোম্যতী] ইতি ।
[পুনঃ প্রশ্নঃ] তাঃ (ত্রয়কাঃ) তিস্রঃ (আহতয়ঃ) কতমাঃ ? ইতি । [উত্তরং]
যাঃ (আহতয়ঃ) হতাঃ (অপিতাঃ সত্যঃ) উজ্জলন্তি, বাঃ হতাঃ অতি নেদন্তে
(অতীব শব্দ কুর্সন্তি), বাঃ চ হতাঃ অধিশেরতে (ভূমেরধো গচ্ছা তিষ্ঠন্তি) ।
[পুনঃ প্রশ্নঃ] তাভিঃ (আহতিভিঃ) কিং জয়তি (কিং ফলং লভতে) ইতি ।
[অত্রোত্তরম্] বাঃ হতাঃ উজ্জলন্তি, তাভিঃ (আহতিভিঃ) দেবলোকম্ এব
জয়তি, হি (যস্মাৎ) দেবলোকঃ দীপ্যতে ইব, [অত্র ফলগত-দীপ্তিসামান্যত্বং
আহতিষু তৎসম্পত্তিঃ ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ] ; বাঃ হতাঃ অতিনেদন্তে, তাভিঃ
পিতৃলোকম্ এব জয়তি ; হি (যস্মাৎ) পিতৃলোকঃ (তৎসম্বন্ধী যমলোকঃ
নিপীড়্যমানৈঃ নারকিভিঃ) অতীব [শঙ্কায়মানঃ ভবতি ; অতঃ শঙ্কাসামান্যৎ সম্পৎ
ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ] ; বাঃ চ হতাঃ অধিশেরতে, তাভিঃ মনুষ্যলোকম্ এব
জয়তি ; হি (যস্মাৎ) মনুষ্যলোকঃ অধঃ (স্বর্গাদিলোকাপেক্ষয়া অধোগত ইব)
[লক্ষ্যতে ; অতঃ তান্ আহতিষু মনুষ্যলোক সম্পত্তিঃ ক্রিয়তে ইতি
ভাবঃ] ॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ১—অথন পুনশ্চ সম্বোধনপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—এই অধ্বর্যু অর্থাৎ যজুর্বেদবিদ ঋত্বিক আজ এই যজ্ঞে কয়টি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তিনটি দ্বারা । পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই তিনটি আহুতি কি কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] যে সমস্ত আহুতি অর্পিত হইয়া প্রজ্জলিত হয়, যে সমস্ত আহুতি অতীব শব্দ করে, আর যে সমস্ত আহুতি গলিত হইয়া ভূমধ্যে সঞ্চিত হয়, [সেই তিনটি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন] । [পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল,] যজমান সেই তিনটি দ্বারা কোন্ কোন্ লোক জয় করে ? [উত্তর—] যে সমস্ত আহুতি উজ্জ্বল হয়, সে সমস্ত আহুতি দ্বারা স্বর্গলোক জয় করে ; কারণ, স্বর্গলোক স্বভাবতঃই যেন দীপ্তিমান বলিয়া প্রতীত হয় ; আর যে সমস্ত আহুতি বিকট শব্দ করে, সে সমস্ত আহুতি দ্বারা পিতৃলোক জয় করে ; কারণ, পিতৃলোক-সম্পর্কিত যমালয়ে যাতনাপ্রাপ্ত নারকি পুরুষগণ বিকট শব্দ করিয়া থাকে ; [উভয়ের মধ্যে এইরূপ শব্দগত সাদৃশ্য রহিয়াছে] ; আর যে সমস্ত আহুতি ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত আহুতি দ্বারা যজমান মনুষ্যলোক জয় করিয়া থাকে ; কারণ, মনুষ্যলোক সাধারণতঃ স্বর্গাদিলোক অপেক্ষা যেন নিম্নবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয় ; [এইরূপ সাদৃশ্য নিবন্ধন যজমান ঐ আহুতিতে মনুষ্যলোকত্ব সম্পাদন করিবে] ॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—যাজ্ঞবল্ক্যোতি . হোবাচেতি পূর্ব্ববৎ । কতয়মত্যাধ্ব-
র্যুয়স্মিন্ যজ্ঞ আহতীহোম্যতীতি—কতি আহুতিপ্রকারাঃ ? তিস্র ইতি । কত-
মাতাঃ তিস্র ইতি পূর্ব্ববৎ । ইতর আহ—যা হতা উজ্জলন্তি সমিদাভ্যাহতয়ঃ,
যা হতা অতিনেদন্তে অতীব শব্দং কূর্কন্তি মাংসাত্যাহতয়ঃ, যা হতা অধিশেরতে
অধি—অধোগম্য ভূমে: অধিশেরতে পয়ঃসোমাত্যহতয়ঃ । কিং তাভিজ্জয়তীতি ;
তাভিরেবং নির্কর্ত্তিতাভিরাহুতিভিঃ কিং জয়তীতি ।

যা আহতয়ো হতা উজ্জলন্তি উজ্জলনযুক্তা আহতয়ো নির্কর্ত্তিতাঃ,—ফলঞ্চ
দেবলোকাখ্যং উজ্জলমেব ; তেন সামাশ্বেন যা ময়া এতা উজ্জলন্ত্য আহতয়ো
নির্কর্ত্ত্যমানাঃ, তা এতাঃ—সাক্ষাদেবলোকস্য কর্ম্মফলস্য রূপং দেবলোকাখ্যং
ফলমেব ময়া নির্কর্ত্ত্যতে—ইত্যেবং সম্পাদয়তি । যা হতা অতিনেদন্তে আহতয়ঃ,
পিতৃলোকমেব তাভিজ্জয়তি, কুৎসিতশব্দকর্ত্ত্বসামাশ্বেন ; পিতৃলোকসম্বন্ধায়াং

হি সংঘমিত্তাং পূর্যাং বৈবস্বতেন যাত্যমানানাং 'হা হতাঃ স্বঃ, মুঞ্চ মুঞ্চ' ইতি শব্দো ভবতি ; তথা অবদানাহতঃ ; তেন পিতৃলোকসামান্যং, পিতৃলোক এব ময়া নিরুপ্ত্যতে—ইতি সম্পাদয়তি । যা হতা অধিশেরতে, মনুষ্যলোকমেব তাভি-
র্জয়তি, ভূহ্যপরিসম্বন্ধসামান্যং ; অথ ইব হি অথ এব হি মনুষ্যলোকঃ উপরিতনান্ সাধ্যান্ লোকানপেক্ষ্য, অথবা অধোগমনমপেক্ষ্য ; অতো মনুষ্যলোক এব ময়া নিরুপ্ত্যতে—ইতি সম্পাদয়তি পয়ঃসোমাহতিনিরুপ্তনকালে ॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

টীকা।—প্রথমঃ সংখ্যাবিবরণে দ্বিতীয়স্ত সংখ্যাবিবরণঃ প্রথম ইতি বিভাগং লক্ষয়তি—
পূর্ববদিত । তেন সামান্ত্রেনোচ্ছলনেনেতি যাবৎ । উক্তমর্থং সজ্জিপ্যাহ—দেবলোকাত্য-
নিত । কথং মাংসাত্তাহতীনাং পিতৃলোকেন সহ যথোক্তং সামান্ত্রমত আহ—পিতৃলোকেতি ।
অধোগমনমপেক্ষ্যতি—অন্তি হি সোমাত্তাহতীনামধত্তান্যমনন্, অন্তি চ মনুষ্যলোকস্ত পাপ-
প্রচুরস্ত ভাদৃগ্গমনং, তদপেক্ষ্যত্যর্থঃ । অতঃ সামান্ত্রাদিতি যাবৎ ॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—‘যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ’ এ কথার অর্থ পূর্ববৎ । ‘কতি
অয়ম্ অস্ত অধ্বর্যুঃ অশ্বিন্ যজ্ঞে হোম্যতি ইতি’ [এই বাক্যে জিজ্ঞাসা করা
হইল যে,] আহতি কত প্রকার ? [উত্তর হইল—] তিন প্রকার ; [পুনঃ প্রশ্ন
হইল—] সেই তিনটি আহতি কি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দ্রুত ও সমিং-
প্রভৃতি দ্রব্যময় যে সমস্ত আহতি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রজ্জলিত হয়, এবং
মাংসাদিদ্রব্যাত্মক যে সমস্ত আহতি অগ্নিতে অর্পিত হইয়া অতীব শব্দ করে, আর
দ্রুত ও সোমরসাদি দ্রব্যাত্মক যে সমস্ত আহতি অগ্নিতে অর্পিত হইয়া ভূগর্ভে
বাইয়া স্থিতিলাভ করে, [সেই আহতিত্রয়ের দ্বারা] । [পুনর্বার জিজ্ঞাসা করি-
লেন—] সেই তিনটি আহতি দ্বারা কোন্ কোন্ ফল হয় করে ? অর্থাৎ উক্তপ্রকারে
সম্পাদিত সেই আহতিসমূহ দ্বারা কোন্ কোন্ ফল লাভ করে ? [উত্তর হইল—]

যে সমস্ত আহতি অগ্নিতে অর্পিত হইয়া প্রজ্জলিত হয় ; সম্পাদিত সেই
আহতিসমূহ যেমন উজ্জলনযুক্ত, তাহার ফলও তেমনি উজ্জল—দেবলোক (স্বর্গ-
লোক) । ফল ও আহতিগত এই প্রকার উজ্জলতা-ধর্মের সাম্য থাকায় যজ্ঞমান
মনে করিবে যে, আমার সম্পাদিত যে, এই সমস্ত উজ্জল আহতি, এই আহতি-
সমূহই সাক্ষাৎ দেবলোকরূপ আহতি-ফলস্বরূপ, এবং এই আহতি সম্পাদনেই
দেবলোকনামক কর্মফলও আমার সম্পাদিত হইল ; যজ্ঞমান এইরূপে কর্মসম্পাদ
নির্বাহ করিয়া থাকেন । আর যে সমস্ত আহতি অতিমাত্র শব্দ করিয়া থাকে,
কুংসিত (বিকট) শব্দ-করণরূপ ধর্মের সাম্য থাকায়, সে সমস্ত আহতি দ্বারা
নিশ্চয়ই পিতৃলোক হয় করে । পিতৃলোকের সহিত সমভবনের সম্বন্ধ আছে ;

সেই সমুদ্রগত বাহারা গমন করে, তাহারা সমরাজকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ‘আমরা ম’লেম, ছাড়—ছাড়’ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে ; মাংসাদির আহতি হইতেও ঐরূপ বিকট শব্দ উথিত হইয়া থাকে ; পিতৃলোকের সহিত এইরূপ শব্দমায়া থাকায়, বজ্রমান মনে করিবেন যে, এই আহতি-সম্পাদনেই আমার পিতৃলোক প্রাপ্তিরূপ কৰ্ম্ম-ফলও সম্পাদিত হইতেছে ; বজ্রমান এইরূপে সম্পৎ-কৰ্ম্ম নির্বাহ করিয়া থাকেন । আর যে সমস্ত আহতি গলিয়া ভূমিগত হয়, সেই সমস্ত আহতি দ্বারা মনুষ্যলোকই জয় করিয়া থাকে ; কারণ, ভূমির উপরে অবস্থিতরূপ-ধর্ম্মটি উভয়েরই সমান ; কেন না, কৰ্ম্মলভ্য উপরিস্থ অপরাপর লোক অপেক্ষা মনুষ্যলোকটি যেন অধঃ—নিম্নবর্তী বলিয়াই মনে হয় ; অথবা নিম্নগামিত্ব ধর্ম্মের তুলনায়ও ঐরূপ প্রতীতি হয় ; অতএব দ্রুগ ও ঘৃতাদিময় আহতি সম্পাদনকালে,—‘আমি এই আহতি দ্বারা মনুষ্যলোকই সম্পাদন করিতেছি’—এইরূপে সম্পদ-কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১৫০ ॥ ৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ, কতিভিরয়মগ্ন ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি, কতমা সৈকেতি, মন এবোত্য-নন্তং বৈ মনোহনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১৫১ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—[অখলঃ পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্যোতি সম্বোধন] উবাচ হ—অয়ং ব্রহ্মা অগ্ন (যজ্ঞানুষ্ঠানকালে) দক্ষিণতঃ (অগ্নেদক্ষিণভাগে আসনে উপবিষ্টঃ সন্) কতিভিঃ (কিয়ৎসংখ্যাকাভিঃ) দেবতাভিঃ যজ্ঞং গোপায়তি (রক্ষতি) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] একমা (দেবতয়া) ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] সা (ত্বত্বত) একা দেবতা কতমা ? (সা নামতঃ স্বরূপতশ্চ কা?) ইতি । [উত্তরম্—] মনঃ (অন্তঃকরণং) এব ইতি ; বৈ (যতঃ) মনঃ অনন্তং, (বৃত্তীনামানন্ত্যাং মনসোহনন্তমিত্যাশয়ঃ), বিশ্বে দেবাঃ (সজ্জবৃত্তয়ঃ দেবতাভেদাঃ) [অপি] অনন্তাঃ (সংখ্যাতোহপরিমেয়াঃ) ; [অতঃ] সঃ (ব্রহ্মা) তেন (মনসা) অনন্তম্ এব লোকং (ফলং) জয়তি (লভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫১ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ।—অখল পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মা (একজন ঋত্বিক) আজ দক্ষিণ ভাগে নিজের আসনে বসিয়া [হোতার দক্ষিণে ব্রহ্মার আসন থাকে], কোন্ কোন দেবতা দ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] একটি

দেবতা দ্বারা । [অশ্বশ জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই একটি দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সেই দেবতাটি হইতেছে—মন ; কেন না, মনও অনন্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট, আর বিশ্বে দেবগণও অনন্ত ; অতএব ব্রহ্মা এই মনো-দেবতা দ্বারা অনন্ত লোক জয় করেন, অর্থাৎ অনন্ত ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৫১ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচেতি পূর্ববৎ । অয়ম্ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনে স্থিত্বা যজ্ঞং গোপায়তি । কতিভির্দেবতাভিঃ গোপায়-
তীতি প্রাসঙ্গিকমেতদ্ বহুবচনম্, একস্মা হি দেবতয়া গোপায়ত্যসৌ ; এবং জ্ঞাতে
বহুবচনেন প্রমো নোপপত্ততে স্বয়ং জ্ঞানতঃ ; তস্মাৎ পূর্বয়োঃ কণ্ডিকয়োঃ প্রশ্ন-
প্রতিবচনেষু—কতিভিঃ কতি, তিস্তিত্তিস্তিঃ—ইতি প্রশ্নং দৃষ্ট্বা ইহাপি
বহুবচনেনৈব প্রশ্নোপক্রমঃ ক্রিয়তে ; অথবা প্রতিবাদিযাম্যোহর্থং বহুবচনম্ ।
ইতর আহ—একস্মেতি ; একা সা দেবতা, যয়া দক্ষিণতঃ স্থিত্বা ব্রহ্মাসনে যজ্ঞং
গোপায়তি । কতমা সা একেতি—মন এবেতি, মনঃ সা দেবতা ; মনসা হি ব্রহ্মা
ব্যাপ্রিয়তে ধ্যানেনৈব, “তস্মৈ যজ্ঞস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্জনী, তয়োঃ স্ততরাং মনসা
সংস্করোতি ব্রহ্মা” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ; তেন মন এব দেবতা, তস্মা মনসা হি গোপা-
য়তি ব্রহ্মা যজ্ঞম্ । তচ্চ মনো বৃত্তিভেদেনানন্তম্ ; বৈশ্বকঃ প্রসিদ্ধাবগোতকঃ ;
প্রসিদ্ধং মনস আনন্ত্যম্ ; তদানন্ত্যাভিমানিনো দেবাঃ, অনন্তা বৈ বিশ্বে দেবাঃ,
“সর্কে দেবা যঠেকং ভবন্তি” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ, তেনানন্ত্যসামান্যাদনন্তমেব স
তেন লোকং জয়তি ॥ ১৫১ ॥ ৯ ॥

টীকা ।—দক্ষিণত আহবনীরন্তেতি শেষঃ । প্রাসঙ্গিকং বহুবচনমিত্যুক্তং এবটরতি—
একস্মা হীতি । তচ্চকথা প্রস্তুতেতি হ্রি নিধায় বহুভেদেঃ স্ততরাং—অথবেতি । মনসো
দেবতাস্থঃ সাধরতি—মননেতি । বর্জনী বর্জনী, তয়োঃ স্ততরাং মনসা
মনসা মনেন ব্রহ্মা সংস্করোতি, বাহিসর্গে প্রায়শ্চিত্তবিধানাদিতি শ্রুত্যন্তরার্থঃ । তথাপি
কথং সম্পদঃ সিদ্ধিশ্চগ্রাহ—তচ্চেতি । দেবাঃ সর্কে যস্মিন্ মনশ্চেকং ভবন্ত্যভিন্নং প্রতিপদ্যন্তে,
তস্মিন্ বিশ্ববদৃষ্টাঃ ভবতানন্তলোকপ্রাপ্তিরিতি শ্রুত্যন্তরার্থঃ । অনন্তমেবেত্যাদি ব্যাচষ্টে—
তেনেতি । উক্তেন প্রকারেণেতি যাবৎ । তেন মনসি বিশ্ববদৃষ্টাখ্যাসেনেত্যর্থঃ । স
ইত্য়াশাসকোক্তিঃ ॥ ১৫১ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ’ কথার অর্থ—পূর্ববৎ ।
ঋত্বিকরূপে বৃত্ত ব্রহ্মা সাধারণতঃ হোতার দক্ষিণভাগে স্থীর আসনে উপবেশনপূর্বক
যজ্ঞরক্ষা করিয়া থাকেন । এই ঋত্বিক্ ব্রহ্মা আশ্র কতগুলি দেবতা দ্বারা যজ্ঞ

রক্ষা করিতেছেন? পূর্বে পূর্বে প্রাণে বহুবচনের প্রয়োগ থাকায় প্রসঙ্গক্রমে এখানেও দেবতা-শব্দের পর বহুবচনের (‘দেবতাভিঃ’) প্রয়োগ করা হইয়াছে; কেন না, ব্রহ্মা যে, একটিমাত্র দেবতা দ্বারা যজ্ঞরক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা যখন অশ্বলের জানাই আছে, তখন তাহার পক্ষে একত্ব-জ্ঞান সবে বহুবচনে (দেবতাভিঃ) প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত দুইটি ঋতিবাক্যে ‘কতিভিঃ, কতি, এবং তিস্থিভিঃ, তিস্থিঃ’ এইরূপ বহুবচনে প্রয়োগ ও প্রতিবচন থাকায় এখানেও প্রসঙ্গক্রমে বহুবচনেই প্রসারিত করা হইতেছে; অথবা প্রতিবাদীর বুদ্ধি-ভ্রম সমুৎপাদনের অর্থও বহুবচন প্রদত্ত হইতে পারে।

প্রশ্নোত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—একটি দেবতা দ্বারা; অর্থাৎ ব্রহ্মা দক্ষিণভাগে আসনে উপবেশনপূর্বক যাহা দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা করেন, সেই দেবতাটি এক (অনেক নহে)। [পুনঃ প্রশ্ন—] সেই একটি দেবতাই বা কে? [উত্তর—] মনই—সেই দেবতাটি হইতেছে মন; কারণ, ‘মন ও বাক্ হইতেছে সেই যজ্ঞের দুইটি বস্তু’, ব্রহ্মা মানসিক সংকল্প বা মৌনব্রত দ্বারা তদুভয়ের এক একটিকে পরিস্ফুট করেন; অভিপ্রায় এই যে, চক্ষুর দুই পার্শ্বে দুইটি কোণ আছে, চক্ষুর পীড়াদায়ক তৈলাদি কোন বস্তু চক্ষুতে পড়িলে, তাহা সাধারণতঃ ঐ দুইটি কোণে (বস্বে) আশ্রয় লয়; এবং লোকে কল্প-সম্বর্দ্ধন দ্বারা যেমন চক্ষুর সেই দুইটি কোণকে পরিকার করিয়া থাকে, তেমনি যজ্ঞকালে যদি বাক্য ও মনের যাহা কিছু দোষ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মা ধ্যান-প্রভাবে সেই সকল দোষ বিদূরিত করেন।’ এইরূপ অর্থ ঋতি হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্মা কার্যকালে মানস ধ্যানেই ব্যাপ্ত থাকেন; অতএব মনই ইহার দেবতা; সেই মনোদেবতার সাহায্যেই ব্রহ্মা যজ্ঞ রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই মন আবার স্বীয় বৃত্তিভেদে—ধ্যানাদি ব্যাপারানুসারে অনন্ত; বৈ-শব্দটি প্রসিদ্ধিছোতক, অর্থাৎ মনের বৃত্তি-সংখ্যা যে, অনন্ত, ইহা লোক-প্রসিদ্ধ; বিশ্বদেবগণও মনের সেই বৃত্তিগত আনন্ত্যাভিমাত্রী; অতএব তাঁহারাও অনন্ত; ‘সমস্ত দেবতা যাহাতে—যে মনেতে একীভাব প্রাপ্ত হন’ এই ঋতিস্মরণও এ বিষয়ে প্রমাণ। অতএব উভয়ের মধ্যে ‘অনন্তত্ব’ ধর্মের সাম্য থাকায় সেই যজ্ঞমান ঐরূপ সম্পৎ-ক্রিয়া দ্বারা অনন্ত লোকই জয় করেন অর্থাৎ অনন্ত ফল লাভ করেন ॥ ১৫১ ॥ ২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতায়মছোদগাতাগ্নিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ
স্তোয়াতীতি, তিস্থ ইতি, কতমাস্তাস্তিস্থ ইতি, পুরোহনুবাচ্য্য চ

যাজ্ঞ্য চ শস্যৈব তৃতীয়া, কতমাস্তাঃ, যা অধ্যাত্মমিতি, প্রাণ এব পুরোহনুবাक्याংপানো যাজ্ঞ্য, ব্যানঃ শস্তা, কিং তাভিজ্জয়তীতি, পৃথিবী-লোকমেব পুরোহনুবাक्या। জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্ঞ্য। ছ্যলোকংশস্তয়া ; ততো হ হোতাশ্চ উপররাম ॥ ১৫২ ॥ ১০ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্চ

প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[অথল পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্যোতি সম্বোধন] উবাচ হ— অয়ম্ উদগাতা (সামবেদজ্ঞঃ ঋত্বিক্) অগ্নিন্ যজ্ঞে কতি (কিয়ৎসংখ্যাকাঃ) স্তোত্রিয়াঃ (স্তোত্রযোগ্যাঃ ঋচঃ) স্তোম্যতি (পঠিষ্যতি)? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তিস্রঃ (ত্রিৎসংখ্যাকাঃ ঋচঃ) ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] তাঃ (বৃহজ্ঞাঃ) তিস্রঃ কতমাঃ (কিম্নামধেয়াঃ)? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] পুরোহনুবাक्या চ, যাজ্ঞ্য চ, তৃতীয়া শস্তা এব । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] তাঃ (বৃহজ্ঞাঃ ঋচঃ) কতমাঃ? (কিংস্বরূপাঃ?) যাঃ (ঋচঃ) অধ্যাত্মং (দেহে ভবন্তি) ইতি । [অত্রোত্তরম্—] প্রাণঃ (উর্দ্ধগমনাত্মকঃ) এব পুরোহনুবাक्या; অপানঃ [এব] যাজ্ঞ্য, ব্যানঃ [এব] শস্তা (তদাখ্যা ঋক্) । তাভিঃ (উক্তাভিঃ ঋগ্ভিঃ) কিং জয়তি (কিং ফলং লভতে)? ইতি প্রশ্নঃ; [উত্তরম্—] পুরোহনুবাक্যা পৃথিবীলোকম্ এব জয়তি, যাজ্ঞ্যন্তরিক্ষলোকং, শস্তয়া চ ছ্যলোকং [জয়তীতি শেষঃ] । ততঃ (অতঃপরং) হোতা অথলঃ হ (ঐতিহ্যে) উপররাম (প্রশ্নাৎ বিরতো বভূব ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫২ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ—অথল পুনশ্চ সম্বোধনপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই উদগাতা আজ এই যজ্ঞে কতগুলি স্তোত্রিয় (স্তবযোগ্য) ঋক্ দ্বারা স্তব করিবেন? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তিনটি ঋকের দ্বারা । [পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই তিনটি ঋক্ কি কি? [উত্তর হইল—] সেই তিনটি ঋক্—পুরোহনুবাक्या, যাজ্ঞ্য ও তৃতীয় ঋক্ শস্তা । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] দেহসম্বন্ধী সেই তিনটি কি কি? [উত্তর—] প্রাণই পুরোহনুবাक्या, অপানই যাজ্ঞ্য, এবং ব্যানই শস্তা । ভাল, সেই তিনটি ঋকের দ্বারা কোন্ কোন্ ফল লাভ করেন? [উত্তর—] পুরোহনুবাक্যা দ্বারা পৃথিবী লোক, যাজ্ঞ্য দ্বারা

অন্তরিক্ষলোক, এবং শস্তা দ্বারা দ্যুলোক জয় করেন। ইহার পর হোতা অশ্বল প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৫২ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম-ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচেতি পূর্ববৎ । কতি স্তোত্রিয়াঃ স্তোত্র্যতীতি অয়মুদগাতা । স্তোত্রিয়া নাম ঋক্-সামসমুদায়ঃ কতিপয়ানামুদাম্ । স্তোত্রিয়া বা শস্তা বা যাঃ কাশ্চন ঋচঃ, তাঃ সর্বাঃ তিস্র এবোত্যাঃ ; তাস্চ ব্যাখ্যাতাঃ—পুরোহম্বাক্যা চ যাজ্ঞা চ শশ্বেব তৃতীয়েতি । তত্র পূর্বমুক্তম্—যৎ কিঞ্চিদং প্রাণভূৎ সর্বং জয়তীতি ; তৎ কেন সামান্তেনেতি উচ্যতে । ১

কতমাস্তিস্ত্র ঋচঃ, যা অধ্যাত্মং ভবন্তীতি ; প্রাণ এব পুরোহম্বাক্যা, পশব্-সামান্তাৎ ; অপানো যাজ্ঞা, আনন্তর্য্যাৎ—অপানেন হি প্রস্তুং হবির্দেবতা গ্রাসন্তি, যাগশ্চ প্রদানম্ ; ব্যানঃ শস্তা, “অপ্রাণন্নপানন্ ঋচমভিব্যাহরতি” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । কিং তাভিজ্জয়তীতি ব্যাখ্যাতম্ ; তত্র বিশেষসম্বন্ধসামান্তমমুক্তমিহোচ্যতে ; সর্ব-মন্ত্রাখ্যাতম্ । লোকসম্বন্ধসামান্তেন পৃথিবীলোকেমেব পুরোহম্বাক্যায়াজয়তি ; অন্ত-রিক্ষলোকং যাজ্ঞয়া, মধ্যমত্সামান্তাৎ ; দ্যুলোকং শশ্বেয়া, উর্দ্ধত্সামান্তাৎ । ততো হ তস্মাদাত্মনঃ প্রশ্ননির্গমাৎ অসৌ হোতা অশ্বল উপন্ন্যাস—নায়মস্মদগোচর ইতি ॥ ১৫২

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমমশ্বল-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

টীকা ।—পূর্ববদিতাভিমুখীকরণার্থেতাব্যঃ । প্রতিবচনমুপাদস্তে—স্তোত্রিয়া বেতি । প্রগীত-মৃগ্ভাতং স্তোত্রম্, অপ্রগীতং শস্তম্ । কতমাস্তিস্ত্র ইত্যাদেস্তাৎপর্ধ্যমাহ—তাশ্চেতি । প্রশ্নান্তরং বৃত্তম্নুচোপাদস্তে—তত্রোতি । যজ্ঞাধিকারঃ সমুদ্যতঃ । পুরোহম্বাক্যাদিনা লোক-ত্রয়জয়লক্ষণং ফলং কেন সামান্তেনেত্যপেক্ষায়াং সংখ্যাবিশেষেণেত্যুক্তং স্মারয়তি—তদिति । অধিগন্তে ত্রয়মুক্তং স্মারয়িত্বাংখ্যাস্ত্রবিশেষং দর্শয়িতুমুত্তরো গ্রন্থ ইত্যাহ—উচ্যত ইতি । প্রাণাদৌ পুরোহম্বাক্যাদৌ চ পৃথিব্যাদিলোকদৃষ্টিরिति প্রশ্নপূর্বকমাহ—কতম ইতি । অপানে যাজ্ঞা-দৃষ্টৌ হেতুস্তরমাহ—অপানেন ইতি । ইত্যাদানব্যাপারেণেতি যাবৎ । প্রাণাপানব্যাপার-ব্যতিরেকেণ শস্ত্রপ্রয়োগস্ত শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধবাদ্ ব্যানে শস্তা দৃষ্টিরিত্যাহ—অপ্রাণমিতি । তত্র পুরোহম্বাক্যাদিষু চেতি যাবৎ । ইহেত্যানন্তরব্যাক্যোক্তিঃ । সর্বমন্ত্রমিতি সংখ্যাসামান্তোক্তিঃ । কিং তদ্বিশেষসম্বন্ধসামান্তং, তদাহ—লোকেতি । পৃথিবীলক্ষণেন লোকেন সহ প্রথমত্বেন সম্বন্ধসামান্তং পুরোহম্বাক্যায়ামন্তি, তেন তয়া পৃথিবীলোকেমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । অশ্বলস্ত তুকাভাবং ভক্ততোহভিপ্রায়মাহ—নায়মিতি ॥ ১৫২ ॥ ১০ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদাস্তটীকারাং তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমমশ্বলব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ’ এই অংশের অর্থ পূর্ববৎ । এই উদগাতা কতগুলি স্তোত্রিয় পাঠ করিবেন ? সামাকারে পরিণত কতকগুলি

মহুসমষ্টির নাম স্তোত্রিয়া ঋক্ । স্তোত্রিয়া অথবা শস্তা নামে যে কোন ঋক্ আছে, সে সমস্তকে তিন বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন, এবং পুরোহনুবাচ্য, বাজ্য ও তৃতীয় শস্তা—এই কথায় সেই অর্থই বিবৃত করিয়াছেন । ১

ইতঃপূর্বে অধিযজ্ঞ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, ‘এই যাহা কিছু প্রাণিমণ্ডল, সে সমুদায়কে জয় করেন’, এবং কিরূপ ধর্মসাম্যে জয় করেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে ; এখন অধ্যাত্ম যজ্ঞসম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন । [প্রশ্ন হইল—] অধ্যাত্মবিষয়ে প্রয়োগার্হ (প্রয়োগের উপযুক্ত) সেই তিনটি ঋক্ কি কি ? [উত্তর হইল—] প্রাণই পুরোহনুবাচ্য ; কারণ, উভয়েতেই প-অক্ষরটি সমান ; অপান হইতেছে বাজ্য ; কারণ, আনন্তর্য্য ধর্ম উভয়েতেই সমান ; কেন না, যাগ অর্থ—দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য প্রদান ; সেই প্রদানকার্য্যটি অপানবায়ু দ্বারাই নির্কাহিত হয় । অগ্রে অপান দ্বারা হোমীয় দ্রব্য প্রদত্ত হয়, অনন্তর দেবতাগণ সেই হবিঃ ভোজন করেন ; স্তুরাং উভয়েতেই আনন্তর্য্য ধর্মের সাম্য রহিয়াছে । ব্যান হইতেছে শস্তা ; কারণ, শ্রুতান্তরে আছে—‘প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া ব্যানবায়ু দ্বারা ঋকের উচ্চারণ করিয়া থাকে’ (১) । ২

যজমান সে সমস্ত ঋকের দ্বারা কি ফল লাভ করে, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সেখানে সম্বন্ধগত সাম্যপ্রভৃতি যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এখন এখানে কেবল তাহাই বলা হইতেছে ; ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । পৃথিবী-লোকের সহিত সম্বন্ধগত সাম্য থাকায় পুরোহনুবাচ্য দ্বারা পৃথিবী লোকই জয় করে, মধ্যবর্ত্তিরূপ ধর্মসাম্য থাকায় বাজ্য দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং উর্দ্ধত (সর্কোপরি স্থিতিক্রপ), ধর্মের সাম্য থাকায় শস্তা ঋকের দ্বারা ত্র্যলোক (স্বর্গলোক) জয় করে । তাহার পর—আপনার প্রপ্লোত্তর লাভের পর, সেই হোতা অখল বিরত হইলেন—এ ব্যক্তি আমাদের পরাধেয় নহে বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫২ ॥ ১০ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

(১) তাৎপর্য্য—হালোগ্যোপনিষদে আছে—“বঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ, স ব্যানঃ,” অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর যে সন্ধি অর্থাৎ সন্ধিস্থান, তাহার নাম—ব্যান । ইহা হইতে বুঝাইতেছে যে, ব্যানবৃত্তির সময়ে প্রাণ ও অপানের ব্যাপার স্থগিত থাকে ; যতকিছু কষ্টসাধ্য গুরুতর কাজ, তৎসমস্তই এই ব্যান বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । বরাহি-সম্বিত ঋকের উচ্চারণও শ্রমসাধ্য ; স্তুরাং তাহাও ব্যান বায়ুর সাহায্যেই সম্পাদিত হয় ।

द्वितीयं आश्रयम् ।

आभासशब्दम्।—आध्यायिकसम्बन्धः प्रसिद्ध एव । मृत्योरति-
मुक्तिर्याध्याता काललक्षणां कर्मलक्षणात् । कः पुनरसौ मृत्युः, यन्मादतिमुक्ति-
र्याध्याता? स च स्वाभाविकानासङ्गात्पदः अध्यायाधिभूतविषयपरिच्छिन्नो
ग्रहातिग्रहलक्षणो मृत्युः । तस्यां परिच्छिन्नरूपां मृत्योरतिमुक्तस्य रूपाणि अग्रा-
दितादीनि उक्तौप्यप्रकरणे व्याख्यातानि, अथलप्रश्ने च तद्गतो विशेषः कश्चित् ;
तच्छेत्तुं कर्मणां ज्ञानसहितानां फलम् । एतस्यां साध्यसाधनरूपां संसार-
मोक्षः कर्तव्यः—इत्येतो बन्धनरूपस्य मृत्योः स्वरूपमुच्यते ; बन्धस्य हि मोक्षः
कर्तव्यः । १

यदप्यतिमुक्तस्य स्वरूपमुक्तम्, तत्रापि ग्रहातिग्रहाभ्यामविनिर्मुक्त एव मृत्यु-
रूपाभ्याम् ; तथाचोक्तम्—“अशनाया हि मृत्युः”, “एव एव मृत्युः” इति आदि-
त्यस्य प्रकृत्यमङ्गीकृत्याह ; “एको मृत्युर्ब्रह्मा” इति च ; तदाम्नाभावापन्नो हि
मृत्योरप्राप्तिमतिमुच्यते इत्युच्यते । न च तत्र ग्रहातिग्रहो मृत्युरूपो न स्तः ;
“अथैतस्य मनसो श्रोः शरीरं श्रेयातीरूपमसावादिताः”, “मनश्च ग्रहः, स
कामेनातिग्राहेण गृहीतः” इति, वक्ष्यति—“प्राणो वै ग्रहः, सोऽपानेनाति-
ग्राहेण” इति—“वायुश्च ग्रहः, स नाम्नातिग्राहेण” इति च । तथा अन्नविभागे
व्याध्यातमन्नाभिः ; स्विचारितं चेतं—यदेव प्रवृत्तिकारणं, तदेव निवृत्ति-
कारणं न भवतीति । २

केचित्तु सर्वमेव निवृत्तिकारणं मत्तुम् । अतः कारणं—पूर्वस्यां पूर्वस्यां
मृत्योर्मुच्यते—उत्तरमुत्तरं प्रतिपद्यमानः—व्यावृत्त्यर्थमेव प्रतिपद्यते ; न
तु तदर्थम्—इत्यत आ दैतकस्यां सर्वं मृत्युः, दैतकस्य तु परमार्थतो मृत्यो-
राप्तिमतिमुच्यते ; अतश्चापेक्षिकी गोपी मुक्तिरस्त्युक्ते । ३

सर्वमेतदेवम् अवाह्यद्वारण्यकम् । ननु सर्वैकस्य मोक्षः, “तस्यां तं सर्व-
मभवत्” इति श्रुतेः । वाच्यं, भवत्येतदपि, न तु “ग्रामकामो यजेत” “पशुकामो
यजेत” इत्यादिश्रुतीनां तदर्थम् ; यदि हि अद्वैतार्थस्येवासाम् ग्रामपशु-
स्वर्ग्याद्यर्थं नान्तीति ग्रामपशुस्वर्गादयो न गृह्यन्तः ; गृह्यन्ते तु कर्मफलवैचित्र्य-
विशेषाः ; यदि च वैदिकानां कर्मणां तदर्थमेव, संसार एव नाविविद्यते । ४

अथ तदर्थेऽपि अनुनिष्पादित-पदार्थस्वभावः संसार इति चेत्, यथा च

রূপদর্শনার্থ আলোকে সর্বোহপি তত্রস্থঃ প্রকাশ্যত এব ; ন, প্রমাণানুপপত্তে ;
অদ্বৈতার্থে বৈদিকানাং কৰ্ম্মণাং বিজ্ঞাসহিতানাম্ অজ্ঞানানুনিষ্পাদিতত্ত্বে প্রমাণ-
ানুপপত্তিঃ—ন প্রত্যক্ষং, নানুমানম্, অতএব চ ন আগমঃ । উভয়মেकेन বাক্যেন
প্রবৃণ্ত ইতি চেৎ—কুল্যাপ্রণয়নালোকাদিবৎ ; তন্ম, এবম্ বাক্যধৰ্ম্মানুপপত্তে ;
ন চৈকবাক্যগতস্বার্থস্ত প্রবৃ্ত্তিনিবৃদ্ধিধনত্বমবগন্তুং শক্যতে ; কুল্যাপ্রণয়নালো-
কাধাবৰ্ণস্ত প্রত্যক্ষবাদদোষঃ । ৫

যদপ্যুচ্যতে—মদ্রা অস্মিন্নর্থে দৃষ্টা ইতি ; অয়মেব তু তাবদর্থঃ প্রমাণাগম্যঃ ;
মদ্রাঃ পুনঃ কিমস্মিন্নর্থে অহোহিহিতস্মিন্নর্থো ইতি ন্যূয়মেতৎ । তস্মাদ্গ্ৰহাতি-
গ্রহলক্ষণো মৃত্যুর্স্বকঃ, তস্মান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যত ইদমারভ্যতে । ৬

ন চ জানীমো বিষয়সন্ধাবিবাস্তুরালেহবস্থানমর্কজরতীয়াং কৌশলম্ । যত্ন-
মৃত্যোরতিমুচ্যত ইত্যুক্তা গ্রহাতিগ্রহাবুচ্যতে, তৎস্বর্থস্বক্যাং ; সর্বোহয়ং সাধ্য-
সাধনলক্ষণো স্বকঃ, গ্রহাতিগ্রহাবিনিম্বোকাং ; নিগড়ে হি নির্জাতে নিগড়িতস্ত
মোক্ষায় যত্নঃ কৰ্ত্তব্যো ভবতি, তস্মাত্তাদর্থেন্যারম্ভঃ । ৭

টীকা ।—ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়মাখ্যায়িকা কিমর্থোতি শব্দমানঃ প্রত্যাহ—আখ্যায়িকোতি ।
যাজ্ঞবল্ক্যো হি বিচ্যাপ্রকৰ্ণবশাদত্র পুত্ৰাভাগী লক্ষ্যতে নার্তভাগঃ, তথা বিচ্যামান্যঃ, অতো
বিচ্যাপ্তভার্থেয়মাখ্যায়িকোক্তার্থঃ । ইদানীং ব্রাহ্মণার্থং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—মৃত্যোরতি ।
মৃত্যুরূপং পৃচ্ছতি—কঃ পুনরসাবিতি । তৎস্বরূপনিরূপণার্থং ব্রাহ্মণমুবাণয়তি—স চেতি ।
মৃত্যুরিতি সৰ্ব্বকঃ । ষাভাবিকং নৈসর্গিকমনাদিসিদ্ধমজ্ঞানং, তস্মাদাসঙ্গঃ স আপ্দমিবাঙ্গদং
বস্ত স তথোতি বিগ্রহঃ । তস্ত বিষয়মুক্ত্যব্যাপ্তিমাহ—অখ্যায়োতি । তস্ত স্বরূপমাহ—গ্রহেতি ।
যথোক্তমৃত্যুব্যাপ্তিমগ্নানীনাং কথয়তি—তস্মাদিতি । তান্তপি গ্রহাতিগ্রহগৃহীতান্তেবার্থোল্লিঙ্গ-
সংসদিশ্যাদিত্যর্থঃ । তদগতো বিশেষোঃখ্যাতিগতো দৃষ্টভেদ ইতি যাবৎ । কশ্চিৎখ্যাতি ইতি
সৰ্ব্বকঃ । হুতস্তাপি মৃত্যুগ্রন্থমভিপ্রোক্ত্যাহ—তচ্চেতি । অগ্ন্যাদিত্যাচ্চাস্বকং সৌত্রং পদমিতি
যাবৎ । কলং যথোক্তমৃত্যুগ্রন্থমিতি শেষঃ । কিমিতি মৃত্যুর্কল্লনরূপস্ত স্বরূপমুচ্যতে,
তত্রাহ—এতস্মাদিতি । নহু মোক্ষে কৰ্ত্তব্যো বন্ধনরূপোপবৰ্ণনমুপযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বন্ধস্ত
হীতি । ১

অগ্ন্যানীনাং যথোক্তমৃত্যুব্যাপ্তিমুখ্যং ব্যতীকরোতি—যদপীতি । অবিনিমুক্ত এবাতি-
মুক্তোহপীতি শেষঃ । তথাপি কথং হুতস্ত যথোক্তমৃত্যুব্যাপ্তিমুখ্যাহ—তথা চেতি । তথাপি
কথমগ্ন্যানীনাং মৃত্যুব্যাপ্তিঃ, ন হি তত্র প্রমাণমভি, তত্রাহ—এক ইতি । বহবা ইতি চ্ছান্দসম্ ।
তথাপি বিহুবো মৃত্যোরতিমুক্তস্ত ন তদাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদাচ্চেতি । সৌত্রে পদে মৃত্যুব্যাপ্তি-
প্রকারান্তরেণ একটয়তি—ন চেতি । মনসি কথ্যকরণরূপেণ দিব্যাদিত্যন্ত চৈক্যমন্ত, তথাপি
কথং গ্রহাতিগ্রহগৃহীতং হুতস্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—মনশ্চেতি । বাগাদেবকল্যাদেশে গ্রহেহেতিগ্রহে
চ হিরণ্যগর্ভে কিমায়তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথোতি । কৰ্ম্মফলস্ত সংসারত্বাচ্চ তৎফলং সৌত্রং পদং

মৃত্যুশ্রমেবেত্যাহ—হবিচারিতং চেতি । যদেব কৰ্ম বহুপ্রবৃত্তিশ্রবোজকং, তদেব বহুনিবৃত্তেন কারণমতঃ কৰ্মকলাং হৈরণ্যগৰ্ভং পদং বন্ধনমেবেত্যর্থঃ । ২

ষমতমুক্তা মতান্তরমাহ—কেচিৎপ্রতি । সৰ্বমেব কৰ্ম্মেতি শেষঃ । স্বর্গকামবাক্যে দেহান্ধব-
নিবৃত্তিগোদোহনবাক্যে স্বতন্ত্রাধিকারনিবৃত্তিনিত্যনৈমিত্তিকবিধিধর্মাস্তরোপদেশেন স্বাভাবিক-
প্রবৃত্তিনিরোধে নিষেধে সাংসারিক নৈসর্গিকপ্রবৃত্তয়ো নিরূপ্যন্তে, তদেবঃ সৰ্বমেব কৰ্ম্মকাণ্ডং
নিবৃত্তিবারেণ মোক্ষপরমিত্যর্থঃ । নহু শাস্ত্রীয়াং কৰ্ম্মণো হেতোরুত্তরমুত্তরং কাৰ্য্যকরণসম্বাত-
মতিশয়বন্তমাহংপ্রজ্ঞাং প্রতিপত্তমানঃ সম্বাতাং পূৰ্ব্বম্ভান্ মুচ্যন্তে, তং কুতো নিবৃত্তিপূরণং কৰ্ম্ম-
কাণ্ডন্তেজ্যাতাশশ্যাহ—অতঃ কারণাদিতি । যদ্বাদমুত্তরমুত্তরং সাতিশয়ং ফলং প্রাপ্যাপত্যং পদং,
তদপি প্রাসাদারোহণক্রমেণ ব্যাবৃতিবারা মোক্ষমবতারয়িতুং, ন তু তদৈব প্রাপ্যাপত্যে, পদে
ক্ৰতেত্যংপৰ্য্যং ; তস্তাপি নিরতিশয়ফলত্বাবাদিত্যর্থঃ । কলিতমাহ—ইত্যত ইতি । যস্মাৎ
পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং পরিতাজ্যোত্তরমুত্তরং প্রতিপত্তমানত্তরনিবৃত্তিবারা মুক্ত্যর্থমেব তত্ত্বংপ্রতিপত্তন্তে, ন তু
তত্ত্বংপদপ্রাপ্যর্থমেব বাক্যং পৰ্য্যবসিতং, তস্তান্তবধেনাফলত্বাৎ । তস্মাৎ বৈতক্যপৰ্য্যন্তঃ
সর্বোহপি ফলবিশেষো মৃত্যুশ্রুত্যাং প্রাসাদারোহণস্তায়েন মোক্ষার্থোহবতিষ্ঠতে, হিরণ্যগৰ্ভপদ-
প্রাপ্ত্যা বৈতক্যে তু বহুতো মৃত্যোরাপ্তিমতীত্য পরমায়ুস্বরূপেণ হিতো মুক্তো ভবতি । তথা চ
মহুত্বতাবাদুর্দ্ধমর্কাক্ চ পরমায়ুতাবান্ মধ্যে যা তত্ত্বংপদপ্রাপ্তিঃ, সা খবাপেক্ষিকী সতী সৌমী
মুক্তিমুখ্যা তু পূর্বোক্তেবেত্যর্থঃ । ৩

সৰ্বমেতদ্রুংপ্রেক্ষামাত্রোপারচিতং, ন তু বৃহদারণ্যকস্ত শ্রুতান্তরস্ত বার্থ ইতি দুষয়তি—
সৰ্বমেতদিতি । সৰ্বৈকত্বলক্ষণো মোক্ষো বৃহদারণ্যকার্য্য এবাম্মাভিক্রচ্যতে, তৎকথমন্ত্রদ্রুত-
মবাহারণ্যকমিতি শব্দতে—নহিতি । অঙ্গীকরোতি—বাচ্যমিতি । অঙ্গীকৃতমংগং বিশদয়তি—
ভবতীতি । এতৎ সৰ্বৈকত্বমারণ্যকার্য্যে ভবতাপীতি যোগনা । কথং তর্হি সৰ্বমেতদবাহারণ্যক-
মিত্যুক্তং, তত্রাহ—ন হিতি । বহুত্বয়া রীত্যা কৰ্ম্মশ্রুতীনাং যথোক্তমোক্ষার্থং ঘটতে, তেন
সৰ্বমেতদৌংপ্রেক্ষিকং, ন শ্রোতমিত্যুক্তমিত্যর্থঃ । কৰ্ম্মশ্রুতীনাং মোক্ষার্থত্বাৎ সমর্থয়ন্তে—
যদি হীতি । তস্মাত্তাসাং ন মোক্ষার্থতেতি শেষঃ । কিঞ্চ সংসারতাবন্ধমাদর্শহেতুকং, তৌ চ
বিধিনিষেধাবীনৌ, তয়োশ্চেৎ বহুত্বরীত্যা মোক্ষার্থং, তদাহেতুতাবাং সংসার এব ন স্তাদিত্যাহ
—যদি চেতি । ৪

বিধিনিষেধোনিবৃত্তিবারা মুক্ত্যর্থংহপি বিধাদিচ্ছানাদমুনিম্পাদিতো যঃ কৰ্ম্মপদার্থঃ, তস্তায়াং
যজ্ঞাবো যদ্রুত কৰ্ত্তারনর্থেন সংযুক্তীতি চোদয়তি—অথেনিতি । মোক্ষার্থমপি কৰ্ম্মকাণ্ডং
সংসারার্থং ভবতীতি সদৃষ্টান্তমাহ—অথেনিতি । প্রমাণাতাবেন পরিহরতি—নেতি । তদেব
বান্ধি—অথৈতাব্যর্থ ইতি । অন্তস্ত বহুত্বেনিতি যাবৎ । অনুপপত্তিঃ ক্ষোরয়তি—ন প্রত্যক্ষ-
মিতি । কৰ্ম্মশ্রুতিবাক্যস্তাবান্তরত্বংপৰ্য্যং যথাক্রমেতৎ গৃহ্যন্তে, নিবৃত্তিবারা মুক্তৌ তু মহা-
তাৎপৰ্য্যমিত্যঙ্গীকৃত্য শব্দতে—উভয়মিতি । কৃত্রিমাঃ মৃত্যুঃ সরিতঃ কুল্যাস্তাসাং প্রণয়নং
নানার্থং পানীয়ার্থমচমনীয়াত্বং চ, প্রদীপশ্চ প্রানাদশোভার্থং কৃতো গমনাদিহেতুরপি ভবতি,
বৃক্ষমূলে চ সেচনমনকার্য্যং, তথা কৰ্ম্মকাণ্ডমনেকার্থমিত্যুপপাদয়তি—কুল্যোতি । একস্ত বাক্যস্ত
যথাক্রমেনার্থনার্থবধে সম্ভবতি নাশ্চ তৎপৰ্য্যং কল্প্য কল্পকাতাবাং, ন চ বহুত্বয়া রীতান্-

কার্যবলক্ষণে ধর্মো বাক্যন্তেকতোপপত্তে, অর্থেকত্বাদেকং বাক্যমিতি জ্ঞানাদিতি পরিহরতি—
তদ্রৈবমিতি । বাক্যস্তানেকার্থতাব্যেহপি তদর্থস্ত কৰ্ম্মণো বন্ধমোক্ষাখ্যানেকার্থত্বং স্তাদিত্যা-
দিক্যাহ—ন চেতি । পরোক্তং দৃষ্টাণ্ডং বিবটয়তি—কুলোতি । ৫

বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চেত্যাদয়ো মত্ৰাঃ সমুচ্চরণরা দৃষ্টাঃ, সমুচ্চক্ষে কৰ্ম্মকাণ্ডস্ত নিবৃতিবারা
মোক্ষার্থবিশিষ্টান্নিগ্নপ্ৰেথি সিধ্যতীতি শব্দতে—বদপীতি । কৰ্ম্মকাণ্ডোক্তরীত্য্য মোক্ষার্থত্বে নাস্তি
এমাণমিতি পরিহরতি—অয়মেবেতি । মত্ৰাণাং সমুচ্চরণরত্বাণ্ডস্ত চ বধোক্তার্থাক্ষেপকত্বাৎ
কুতোহস্তার্থস্ত এমাণাগম্যতেত্যাহ—মত্ৰাঃ পুনরিতি । ওৎবাৎ ন সমুচ্চরণরতেত্যগ্রে
ব্যক্তৌভবিত্ব্যতীত্যর্থঃ । পরমতাসত্তবে স্বমতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । বন্ধনিরূপণমমুপযোগী-
ত্যাশঙ্কাহ—তস্মাচ্চোক্ত ইতি । ৬

বত্ কৰ্ম্মকাণ্ডং বন্ধায় মুক্তয়ে বা ন ভবতি, কিন্তুস্তরাবস্থানকারণমিতি, তদুদ্বয়তি—ন চেতি ।
যথা ন জাগতি ন অপিতীতি বিষয়গ্রহণচ্ছিন্নেহস্তরালেহবস্থানং দুর্ঘটং, যথা চার্চ্চ কুতুচ্যাঃ
পাকার্থমর্দ্ধং চ এসবায়তি কৌশলং নোপলভ্যতে, তথা কৰ্ম্মকাণ্ডং ন বন্ধায় নাপি সাক্ষাচ্চো-
ক্ষয়েতি ব্যাখ্যানং কর্ত্ত্বং ন জানীম ইত্যর্থঃ । বত্ শ্রুতিরেনোত্তরোত্তরপদশাণ্ডাভিধানব্যাঞ্চে-
ন মোক্ষে পুরুষমবতারয়তীতি, তত্রাহ—ববিতি । মৃত্যোরাক্তিমতীত্য মুচ্যত ইত্যুক্ত্য । বদেতদ্-
গ্রহাতিগ্রহবচনং, তদয়ং সৰ্ব্বঃ সাধ্যসাধনলক্ষণো বন্ধ ইত্যেনাভিপ্রায়েণোচ্যতে, তস্তার্থেন
মৃত্যুপদার্থেনাথয়দর্শনাদিতি যোজন্য । অর্থদৃষ্ট্যাদিত্যুক্তং শ্রুটয়তি—গ্রহাতিগ্রহাবিনির্দোকা-
দিতি । এষা হি শ্রুতিরীক্যমেব প্রতিপাদয়তি ন তু মোক্ষে পুরুষমবতারয়তীতি ভাবঃ । নম্
পুরুষস্তাপেক্ষিতো মোক্ষঃ প্রতিপাচ্চতাং, কিমিত্যনর্থান্না বন্ধঃ প্রতিপাচ্চতে, তত্রাহ—নিগড়ে
হীতি । বন্ধজ্ঞানং বিনা ততো বিদ্যেযাযোগান্ মুমুক্শোঃ সপ্রযোজকবন্ধজ্ঞানার্থভেদানন্তর-
ব্রাহ্মণপ্রবৃতিরিভূতাপসংহরতি—তস্মাদিতি । ৭

আভাস-ভাষ্যানুবাদ ।—আখ্যায়িকার সহিত প্রকৃত বিষয়ের যে, কিরূপ
সম্বন্ধ বা উপযোগিতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে । ইতঃপূর্বে কাল ও কৰ্ম্মরূপ মৃত্যু
হইতে অতিমুক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে ; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই মৃত্যু
পদার্থ টি কি, যাহা হইতে অতিমুক্তি বর্ণিত হইয়াছে । হাঁ, তাহা হঠতেছে
স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞানময় আসক্তির অধিকারভুক্ত এবং অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন গ্রহ ও অতিগ্রহাত্মক মৃত্যু । সেই পরিচ্ছিন্নাত্মক মৃত্যু হইতে যে
লোক অতিমুক্ত হয়, তাহার অগ্নি ও আদিত্যাদিময় রূপপ্রাপ্তি ইতঃপূর্বে
উদগীথপ্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং অশ্বলের প্রশ্নেও তৎসম্পর্কিত কোন
কোন বিশেষ কথা বর্ণিত হইয়াছে । সে সমস্তই হইতেছে জ্ঞানসহ অল্পাঙ্কিত কৰ্ম্মের
ফল, (শুদ্ধ কৰ্ম্মের ফল নহে) । সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই মৃত্যুময় সংসার হইতে
জীবকে মুক্ত করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে এখন জীবের বন্ধনাত্মক মৃত্যুর স্বরূপ
অভিহিত হইতেছে ; কারণ, বন্ধ ব্যক্তিরই বন্ধনবিমোচন করা আবশ্যক হয় । ১

আর পূর্বে যে, অতিমুক্তের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেও মৃত্যু-রূপী গ্রহ ও অতিগ্রহ হইতে বিমুক্তির কথা অমুক্তই রহিয়াছে। দেখ, অতঃ উক্ত হইয়াছে—আদিত্য-মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—‘অশ-নান্নাই (ভোজননোছাই) মৃত্যু’ এবং ‘একই মৃত্যু বহুপ্রকার’ ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন যে, সেই আদিত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে। অবশ্য, একথাও বলা যাইতে পারে না যে, গ্রহ ও অতিগ্রহ মৃত্যুর স্বরূপই নয়; কারণ, শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—‘দ্যুলোক হইতেছে এই মনের শরীর, এই আদিত্য হইতেছে জ্যোতির্ময় রূপ’, এবং ‘মন একটি গ্রহ, সে আবার কামরূপী অতিগ্রহ দ্বারা চালিত হয়’। পরেও বলিবেন—‘প্রাণ হইতেছে গ্রহ, তাহা আবার অপানরূপ অতিগ্রহ দ্বারা পরিগৃহীত, এবং বাক্ হইতেছে গ্রহ, সে আবার নাম-রূপী অতিগ্রহ দ্বারা পরিগৃহীত’। অন্নত্রয়ের বিভাগস্থলেও আমরা এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছি। বিশেষতঃ যাহা প্রবৃত্তির কারণ, তাহা যে, কখনও নিবৃত্তির কারণ হইতে পারে না, আমরা উত্তমরূপে বিচারপূর্বক সে সীমাংসা করিয়াছি। ২

কেহ কেহ কিন্তু সমস্ত কর্মকেই নিবৃত্তিসাধন বলিয়া মনে করেন। এই কারণে লোকে পূর্ব পূর্ব মৃত্যুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া আবার পর পর মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়; তাহা হইতে বিমুক্তিলাভই এই সকলের উদ্দেশ্য, কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত থাকা কখনই উহার উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে দ্বৈতসম্বন্ধ বিধ্বস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর্ম, তৎসমস্তই মৃত্যুপদবাচ্য। দ্বৈতক্ষয় হইলেই যথার্থ মৃত্যুর অধিকার হইতে বিমুক্তি লাভ হয়; এই জ্ঞাই বলিতে হয় যে, ইহার মধ্য-বর্তী যে মুক্তি, তাহা আপেক্ষিক—গৌণ মুক্তি (যথার্থ মুক্তি নহে)। ৩

তাহাদের এ সমস্ত কথা নিশ্চয়ই বৃহদারণ্যক-সম্মত কথা নহে। কেন? সর্ব-পদার্থের সহিত একত্ব বা অভিন্নভাব প্রাপ্তিই ত মোক্ষ; কারণ, শ্রুতি বলিতে-ছেন—‘তিনি সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রভাবে সর্বাশ্রয়তাব প্রাপ্ত হইলেন’ ইতি। হাঁ, ইহা কতকটা সত্য বটে, অর্থাৎ এরূপও কল্পনা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তা বলিয়া, ‘গ্রামাভিলাষী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে’ ‘পশুকামনার যজ্ঞ করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিরও মোক্ষসাধকতা কল্পনা করা যাইতে পারে না। এই সমস্ত শ্রুতিরও যদি অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রতিপাদনই তাৎপর্য্য হইত, আর গ্রাম, পশু ও স্বর্গাদির প্রতিপাদন যদি উদ্দেশ্য-বহির্ভূত হইত, তাহা হইলে এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে কখনই গ্রাম, পশু ও স্বর্গাদি ফলের উল্লেখ থাকিত না; অথচ সমস্ত শ্রুতিবাক্যেই বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মফলের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, কেবল অদ্বৈত-

তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই যদি বেদোক্ত সমস্ত কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ত কর্মফলাত্মক এই সংসারেরই আবির্ভাব অসম্ভব হইত । ৪

যদি বল, অদ্বৈত-তত্ত্বসাধনে কর্মের তাৎপর্য্য হইলেও, তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব হইতে সংসারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে । যেমন, কোন একটি বস্তুর প্রকাশনের জন্য আলোক প্রজ্জ্বলিত হইলেও, তদ্রূপে অপরাপর সমস্ত বস্তুই তাহা দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ; না—এরূপ কথা হইতে পারে না ; কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ; জ্ঞান-সহকারে অমুষ্ঠিত বৈদিক কর্মসমূহের অদ্বৈততত্ত্ব-সিদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও যে, তদতিরিক্ত সংসার তাহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, দ্বিতীয়তঃ অনুমানও হইতে পারে না ; স্মৃতরাং আগম বা শব্দ-প্রমাণেরও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না । যদি বল, কুল্যাখনন ও প্রদোপ প্রজ্ঞাননের জ্ঞান, ত্রিদাবিধায়ক একই বাক্যে উভয়ই—মোক্ষ ও স্বর্গাদি ফল প্রদর্শিত হইতে পারে (১) ; না—এরূপও হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে বাক্যের স্বাভাবিক রীতি রক্ষা পায় না ; কারণ, একই বাক্যে প্রবৃত্তি-সাধনতা (প্রবর্তকতা) ও নিবৃত্তি-সাধনতা, এই উভয় ধর্ম্ম কখনই প্রতীত হইতে দেখা যায় না ; কুল্যানির্মাণ ও আলোক-প্রজ্ঞানন স্থলে অবশ্য এ দোষ ঘটে না ; কারণ, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; [প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কোন যুক্তির্কই স্থান পায় না] । ৫

আরও যে বলা হইয়াছে—এ বিষয়ে বহুতর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় । তোমার সে কথাটিও অপ্রামাণিক ; কেন না, সেই মন্ত্রগুলি কি তোমার অভিমত অর্থেরই প্রকাশক, না অত্থার্থের প্রকাশক, প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যিক ; [স্মৃতরাং এরূপ অপ্রামাণিক কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে পারা যায় না] । অতএব (স্বীকার করিতে হইবে যে,) গ্রহ ও অতিগ্রহ-রূপী মৃত্যুই বন্ধন ; সেই বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় নির্দেশ করা একান্ত আবশ্যিক হইয়াছে, সেই অবশ্য-কর্তব্য বিষয়ের নিরূপণার্থই এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । ৬

(১) তাৎপর্য্য—মুদ্র জলাশয়কে “কুল্যা” বলে । শতক্ষেত্রে জল দিবার জন্য কুল্যা খনন করিলেও, তাহাতে যেমন নান-পানাদি কার্য্য সম্পাদিত হয়, এবং গৃহশোভার্থ—আলোক স্থাপন করিলেও, তদ্বারা যেমন বস্তুরূপন ও পথগমনাদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তেমনি বেদবিহিত কর্মগুলি অবৈত তত্ত্ব বা মুক্তির উদ্দেশ্যে বিহিত হইলেও তদ্বারা প্রসঙ্গতঃ সাংসারিক স্বর্গাদি ফল সম্পাদিত হইতে পারে ।

বিষয়-সঙ্কিতে অর্থাৎ না জাগরণ, না নিদ্রা—এইরূপ মধ্যবর্তী অবস্থায় অবস্থান যেমন হ্রস্ব, তেমনি অর্দ্ধজরতীয় স্থায়—বৈদিক কৰ্ম বন্ধেরও কারণ নয়, আবার সাক্ষাৎ মোক্ষেরও কারণ নয়—এরূপ মধ্যাবস্থায় অবস্থানের কৌশল আমরা জানি না । (১) তবে যে, প্রথমে মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির কথা বলিয়া, পরে গ্রহাতি-গ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য । অভিপ্রায় এই যে, যত কিছু বন্ধন আছে, তৎসমস্তই গ্রহ ও অতিগ্রহ পরিত্যাগ না করার ফল ; অথচ নিগড় বা বন্ধনশৃঙ্খলের তত্ত্ব (স্বরূপ) পরিজ্ঞাত থাকিলেই নিগড়িতের (বদ্ধ ব্যক্তির) বন্ধনচ্ছেদনে যত্ন করা সম্ভব হইতে পারে ; সেই উদ্দেশ্যেই এখন গ্রহাতিগ্রহের কথা আরম্ভ হইতেছে । ৭

অথ হৈনং জারৎকারব আর্ন্তভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ, কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি । অর্চৌ গ্রহা অর্চাবতিগ্রহা ইতি, যে তেহর্চৌ গ্রহা অর্চাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি ॥ ১৫৩ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[অতঃ পরং গ্রহাতিগ্রহলক্ষণং মৃত্যোরতিমুক্তিং বক্তৃশূপ-ক্রমতে—অথ হেত্যাदिना ।] অথ (অশ্বল-বিরামানন্তরং) জারৎকারবঃ (জরৎ-কারবংশীয়ঃ) আর্ন্তভাগঃ (ঋতভাগস্থাপত্যং, তন্নামা বা ঋত্বিক্) এনং (যাজ্ঞ-বল্ক্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) হ । [সঃ] যাজ্ঞবল্ক্যেতি [সম্বোধনন্] উবাচ হ—গ্রহাঃ কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ) ? অতিগ্রহাঃ [চ] কতি ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—] গ্রহাঃ অর্চৌ, অতিগ্রহাঃ [চ] অর্চৌ ইতি । [আর্ন্তভাগ আহ—] যে তে অর্চৌ গ্রহাঃ, অর্চৌ অতিগ্রহাঃ [ত্বয়া উক্তাঃ], কতমে (কিংস্বরূপাঃ) তে ? ইতি ॥ ১৫৩ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ ?—অশ্বল প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, জরৎ-কারবংশীয় আর্ন্তভাগনামক ঋত্বিক্ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কতগুলি এবং অতিগ্রহই বা কতগুলি ? [যাজ্ঞবল্ক্য

(১) তাৎপর্য—বিপক্ষ বলিয়াহিল—বেদোক্ত কৰ্মগুলি বদ্ধ মোক্ষ কিছুই কারণ নয়, কেবল বদ্ধ মোক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থায় স্থিতির কারণমাত্র, একথা বলিলে দোষ কি ? শুদ্বন্তরে ভাস্ক্যকার বলিতেছেন—ইহা হইতেছে—‘অর্দ্ধজরতীয়’ স্থায় ; যেমন একই লোকের এক অর্ধেক জরাগ্রস্ত, অপরাধ যৌবনাবস্থা, অথবা একই লোক না যুবা, না বৃদ্ধ, পরন্তু মাঝামাঝি অবস্থায় বর্তমান ; ইহা যেমন নিতান্ত অসম্ভব, তেমনি বদ্ধ-মোক্ষের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকারও অসম্ভব, এইরূপ অসম্ভাবনা প্রকাশনহলে ‘অর্দ্ধজরতীয়’ স্থায়টি প্রযোজ্য হয় ।

বলিলেন—] গ্রহ আটটি, এবং অতিগ্রহও আটটি । [আত্মভাগ পুনর্ব্যায় প্রশ্ন করিলেন—] সেই আটটি গ্রহ কি কি ? এবং সেই আটটি অতি-গ্রহই বা কি কি ? ॥ ১৫৩ ॥ ১ ॥

শাক্তরভ্যাস্তম্—অথ হৈনম্—হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ । অথ অনন্তরং, অথলৈ উপরতে, প্রকৃতং যাজ্ঞবল্ক্যং অরংকার-গোত্রঃ আরংকারবঃ, ঋতভাগস্তা-পত্যমার্তভাগঃ পপ্রচ্ছ । যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচেতি অভিমুখীকরণায় । পূর্ববৎ প্রশ্নঃ—কতি গ্রহাঃ কত্যাতিগ্রহাঃ । ইতি-শব্দো বাক্যপরিসমাপ্ত্যর্থঃ । ১

তত্র নিজর্জাতেষু বা গ্রহাতিগ্রহেষু প্রশ্নঃ স্ম্যৎ, অনিজর্জাতেষু বা ? যদি তাবদ্ গ্রহা অতিগ্রহাশ্চ নিজর্জাতাঃ, তদা তদগতস্তাপি গুণস্ত সন্ধ্যায় নিজর্জাতত্বাৎ কতি গ্রহাঃ কত্যাতিগ্রহা ইতি সন্ধ্যাবিষয়ঃ প্রশ্নো নোপপত্ততে ; অথ অনিজর্জাতাঃ, তদা সন্ধ্যাবিষয়প্রশ্নঃ—ইতি কে গ্রহাঃ কে অতিগ্রহাঃ ইতি প্রষ্টব্যম্, ন তু কতি গ্রহাঃ কত্যাতিগ্রহা ইতি প্রশ্নঃ । অপি চ, নিজর্জাতসামান্যকেষু বিশেষবিজ্ঞানায় প্রশ্নো ভবতি,—যথা কতমেত্ৰ কঠাঃ, কতমেত্ৰ কালাপা ইতি । ন চাত্র গ্রহাতিগ্রহা নাম পদার্থাঃ কেচন লোকে প্রসিদ্ধাঃ, যেন বিশেষার্থঃ প্রশ্নঃ স্ম্যৎ । নহু চ ‘অতি-মুচ্যতে’ ইত্যুক্তম্, গ্রহগৃহীতস্ত হি মোক্ষঃ “স মুক্তিঃ, সাতিমুক্তিঃ” ইতি হি দ্বিরুক্তম্ ; তস্মাৎ প্রাপ্তা গ্রহা অতিগ্রহাশ্চ । ২

নহু তত্রাপি চত্বারো গ্রহা অতিগ্রহাশ্চ নিজর্জাতাঃ—বাকচক্ষুঃ প্রাণমনাংসি, তত্র কতীতি প্রশ্নো নোপপত্ততে, নিজর্জাতত্বাৎ ; ন, অনবধারণার্থত্বাৎ ; ন হি চতুর্ভুঃ তত্র বিবক্ষিতম্ ; ইহ তু গ্রহাতিগ্রহাদর্শনে অষ্টক-গুণবিবক্ষয়া কতীতি প্রশ্ন উপপত্তত এব ; তস্মাৎ “স মুক্তিঃ, সাতিমুক্তিঃ” ইতি মুক্ত্যতিমুক্তী দ্বিরুক্তে ; গ্রহাতিগ্রহা অপি সিদ্ধাঃ । অতঃ কতিসন্ধ্যাকা গ্রহাঃ ; কতি বা অতিগ্রহা ইতি পৃচ্ছতি । ইতর আহ—অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টাবতিগ্রহা ইতি । যে তেহষ্টৌ গ্রহা অভিহিতাঃ, কতমে তে নিয়মেন গ্রহীতব্যা ইতি ॥ ১৫৩ ॥ ১ ॥

টীকা ।—কতি গ্রহা ইত্যাদিঃ প্রথমঃ সন্ধ্যাবিষয়ঃ প্রশ্নঃ, কতমে ত ইতি দ্বিতীয়ঃ সন্ধ্যাবিষয়ঃ, ইত্যাহ—পূর্ববদ্বিতি । সস্ত্রীতি প্রথমাক্ষিপতি—তত্রৈত্যাদিনা । আত্ম প্রথমাক্ষিপা দ্বিতীয়মাক্ষিপতি—অপি চেতি । বিশেষতন্মাজ্ঞাতেষ্বিতি চণ্ডকার্থঃ । মুক্ত্যতিমুক্তিপদার্থবৎ-প্রতিযোগিনো বন্ধনাখ্যো গ্রহাতিগ্রহৌ সামান্তেন প্রাপ্তৌ, প্রশ্নস্ত বিশেষবুভূৎসামান্যমিতি প্রট্টা চোদয়তি—নহু চেতি । ২

তত্রাপি প্রশ্নব্রহ্মমুপপন্ননিভ্যাক্ষেপ্তা ক্রতে—নহু তত্রৈতি । বাইষজন্ত হোত্রেত্যাধাবিত যাবৎ । নিজর্জাতত্বাংশেষত্বেন শেষঃ । অতিন্যাক্ষোপদেশেন ত্গাদেবপি স্মৃতিত্বাৎ ত্বে

চতুঃস্থানিকারণাবিশেষেণ প্রপন্নেষু বাগাদিষু বিশেষবুভুংসামাং সধ্যাদিবিষয়েষু প্রশস্তোপ-
পদার্থভ্রাক্ষ্যকেপোপপত্তিরিতি সমাধস্তে—নানবধারণার্থ্যাদিতি । তদেব স্পষ্টয়তি—ন হীতি ।
তত্র পূৰ্বব্রাক্ষ্যেণ বাগাদিষিতি যাবৎ । ফলিতাঃ প্রথমপ্রমোপপত্তিঃ কথয়তি—ইহ যিতি ।
ননু গ্রহাণামেব পূৰ্বপ্রোপদেশাতিদেশাভ্যাং প্রতিপন্নভ্যাং তেষু বিশেষবুভুংসামাং কতি গ্রহা
ইতি প্রশ্নঃপ্যতিগ্রহাণামপ্রতিপন্নভ্যাং কথং কত্যাতিগ্রহা ইতি প্রশ্নঃ স্তাদন্ত আহ—তন্মাদিতি ।
পূৰ্ব্বমাদ্ ব্রাক্ষ্যাদিতি যাবৎ । বাগাদয়ো বক্তব্যাদয়শ্চ চত্বারো গ্রহাশ্চাতিগ্রহাশ্চ যতপি বিশেষতো
নিজ্জাতিভ্যঃ, তথাংপ্যতিদেশপ্রাপ্তান্তভারো বিশেষতো ন জ্ঞায়ন্তে, তেন তেষু বিশেষতো জ্ঞান-
সিদ্ধয়ে প্রশ্ন ইত্যভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—নিয়মেনেতি । ১৫৩ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—শ্রুতির হ-শব্দটি ঐতিহাসিক, অর্থাৎ পুরাবৃত্তছোতক ।
অনন্তর—অঞ্চল নিবৃত্ত হইলে পর, জরৎকারুগোত্রীয় আর্ভভাগ—ঋতভাগের পুত্র
সেই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জ্ঞ প্রথমে
তাঁহাকে সন্ধান করা হইয়াছে । পূর্বের গ্রাম প্রশ্ন হইল—গ্রহ কতটি, এবং
অতিগ্রহ কতটি ? ইতি শব্দটি বাক্যসমাপ্তিচক । ১

এখন জিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, গ্রহ ও অতিগ্রহসমূহ বিজ্ঞাত থাকিলেই তদ্বিষয়ে
প্রশ্ন করা সম্ভব হয় ? কিংবা অবিজ্ঞাত থাকিলেই সম্ভব হয় ? তন্মধ্যে, গ্রহ
ও অতিগ্রহ যদি বিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে গ্রহাতিগ্রহের গুণও—সংখ্যাও
বিজ্ঞাতই আছে ; সূত্ররাং এক্ষে ‘গ্রহ ও অতিগ্রহ কতগুলি ?’ এইরূপ
সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন সম্ভব হইতে পারে না ; আর যদি গ্রহ ও অতিগ্রহ অবিজ্ঞাতই
থাকে, তাহা হইলেও সংখ্যায় (যাহার সংখ্যা করা হয়, সেই) গ্রহ ও অতি-
গ্রহের স্বরূপসম্বন্ধেই প্রশ্ন করা উচিত হয়, কিন্তু গ্রহ ও অতিগ্রহের সংখ্যা
সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত হয় না । বিশেষতঃ যে বিষয় সামান্যাকারে জানা
থাকে, সেই বিষয়েই কোন কিছু বিশেষ জানিবার জ্ঞ প্রশ্ন হইয়া থাকে ; যেমন
—‘এখানে কঠশাখাধ্যায়ী কত জন, এবং এখানে কলাপাধ্যায়ী কত জন ?’
আলোচ্য স্থলে কিন্তু গ্রহ ও অতিগ্রহনামে কোন পদার্থ জগতে প্রসিদ্ধ নাই,
বাহাতে তদগত বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জ্ঞ প্রশ্ন হইতে পারে । কেন, ‘অতি-
মুচ্যতে’ কথাতেই ত ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে ; কারণ, যে লোক মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত
হয়, তাহার পক্ষেই মুক্তিলাভ আবশ্যক হয় ; এই জ্ঞাই ‘স মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ’
বাক্যে একথা দ্বার করিয়া বলা হইয়াছে ; অতএব বলিতে হইবে যে, ইতঃ-
পূর্বেই গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে ; সূত্ররাং তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা অসম্ভব
হইতেছে না । ২

তাল কথা, সেখানেই ত বাক্, চক্ষুঃ, প্রাণ ও মন, এই চারিটি গ্রহ ও অতি-

এই বিজ্ঞাত হইয়াছে ; সুতরাং গ্রহাতিগ্রহের সংখ্যা নিশ্চিত থাকায় এখানে আবার সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না । না,—একথাও হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে ইহার কোন সংখ্যা-বিশেষ নির্ণীত হয় নাই ; কেননা, চতুঃসংখ্যা নির্দেশ করা সেখানে ঋতির অভিপ্রেত ছিল না ; কাজেই এখানে গ্রহ ও অতিগ্রহ নিদর্শনস্থলে উহাদের অষ্টত্র-সংখ্যা নির্দেশ আবশ্যক হইতেছে ; এজন্ত এখানে ‘কতি?’ বলিয়া সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করা সুসঙ্গতই হইয়াছে । অতএব পূর্বে “স মুক্তিঃ, সা অতিমুক্তিঃ” বলিয়া মুক্তি ও অতিমুক্তির দুইবার নির্দেশ করায়—কলে গ্রহ ও অতিগ্রহের অস্তিত্বও প্রতীত হইয়াছে । কাজেই এখানে সংখ্যাবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন । তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গ্রহ ও অতিগ্রহ আটটি । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই যে আটটি গ্রহ ও অতিগ্রহ উক্ত হইয়াছে ; কোন্ কোন্ বস্তুকে সেই গ্রহ ও অতিগ্রহ বলিয়া নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ? ॥ ১৫৩ ॥ ১ ॥

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোহপানেন
হি গন্ধান্ জিহ্বতি ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[গ্রহাতিগ্রহাণাং স্বরূপনির্দিষ্টারবিষয়া যাজ্ঞবল্ক্য আহ—]
প্রাণঃ (প্রকরণাৎ প্রাণোহত্র বায়ুসহিতঃ ভ্রাণো মন্তব্যঃ), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), গ্রহঃ
(গৃহীতীতি গ্রহঃ—ধারণকঃ); সঃ (প্রাণঃ) অপানেন (প্রকরণাৎ গন্ধেন)
অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ (আশ্রিতঃ); হি (যস্মাৎ) [সর্বৌ লোকঃ] অপানেন
(অপানসাহায্যেন) গন্ধান্ জিহ্বতি (ভ্রাণেন অনুভবতি) ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—প্রাণ অর্থাৎ ভ্রাণেন্দ্রিয় হইতেছে গ্রহ, তাহা
আবার অপান-পদবাচ্য গন্ধ দ্বারা পরিগৃহীত; কারণ, অপান বায়ুর সাহা-
য্যেই প্রাণিগণ ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে । [এখানে অপান
অর্থ—প্রশ্বাস, যাহা নাসারন্ধ্র দ্বারা দেহমধ্যে প্রবেশ করে] ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—তত্রাহ—প্রাণো বৈ গ্রহঃ—প্রাণ ইতি ভ্রাণমুচ্যতে,
প্রকরণাৎ ; বায়ুসহিতঃ সঃ ; অপানেনেতি গন্ধেনেত্যেতৎ ; অপানসচিবত্বাদপানো
গন্ধ উচ্যতে ; অপানোপহৃতং হি গন্ধং ভ্রাণেন সর্বৌ লোকৌ জিহ্বতি ; তদেতদু-
চ্যতে—অপানেন হি গন্ধং জিহ্বতীতি ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

টীকা ।—দ্বিতীয়ে প্রশ্নে পরিহারমুখাপত্তি—তত্রাহেতি । প্রাণশব্দস্ত ভ্রাণবিষয়কে
পূর্বোক্তগ্রহস্বার্থোপাদীনাং প্রকৃতং হেতুমাহ—প্রকরণাদিতি । তন্ত গন্ধেন গৃহীত্বসিদ্ধার্থঃ

বিশিনষ্টি—বায়ুসহিত ইতি । অপানশব্দস্ত গন্ধবিষঃস্বঃ গন্ধস্তাপানেনাবিনাভাবং হেতুমাহ—
অপানেতি । তত্রৈব হেতুগুরমাহ—অপানোপকৃতং ইতি । অপবাসোহাপানশব্দার্থঃ ।
উক্তেহর্থঃ বাক্যং পাতয়তি—ভদেতদিতি ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—তদন্তরে যান্ত্রবক্ষ্য বলিলেন—প্রাণই গ্রহ; এখানে
ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থাকায় প্রাণ-শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নির্দেশ বুঝিতে হইবে । [বায়ু
সহযোগেই তাহা গন্ধগ্রাহী হইয়া থাকে; এই জন্ত বলিলেন যে,] সেই ঘ্রাণও
আবার বায়ুসম্বন্ধিত । অপান দ্বারা অর্থাৎ গন্ধ দ্বারা অপানবায়ু গন্ধ-গ্রহণের
সাহায্য করে, এই নিমিত্ত গন্ধকে অপান বলা হইয়াছে; কেননা, প্রাণিগণ অপান
বায়ু দ্বারা সমাহৃত গন্ধই আশ্রয় করিয়া থাকে; “অপানেন হি গন্ধান্ জিঘ্রসতি”
কথায় ঐরূপ অর্থই ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥ ১৫৪ ॥ ২ ॥

বাঐ গ্রহঃ, স নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্ভ-
বদতি ॥ ১৫৫ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—বাক্ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) গ্রহঃ, সঃ (বাগ্ রূপঃ গ্রহঃ) [স্ব-
বিষয়েণ] নাম্না (শব্দাত্মকেন) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ (বশীকৃতঃ); হি (যতঃ)
বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ) নামানি (শব্দান্) অভিবদতি (ব্যাহরতি)
[লোকঃ] ॥ ১৫৫ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—বাগিন্দ্রিয় হইতেছে—গ্রহ, তাহা স্ব-বিষয়ী-
ভূত নামরূপ অতিগ্রহ দ্বারা কবলিত হয়; কারণ, লোকে বাগিন্দ্রিয়ের
সাহায্যেই বিবিধ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে ॥ ১৫৫ ॥ ৩ ॥

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ, স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি
রসান্ বিজানাতি ॥ ১৫৬ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—জিহ্বা বৈ (প্রসিদ্ধৌ) গ্রহঃ, সঃ (জিহ্বারূপঃ গ্রহঃ)
রসেন (জিহ্বাগ্রাহ-মাধুর্যাদিনা) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ]
জিহ্বয়া রসান্ (মধুরান্নাদিকান্) বিজানাতি (বিশেষণ—প্রত্যক্ষতঃ
অনুভবতি) ॥ ১৫৬ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ।—জিহ্বা হইতেছে—গ্রহ; তাহা আবার
রসরূপ অতিগ্রহ দ্বারা বশীকৃত; কেননা, লোকজিহ্বা দ্বারাই মধুরান্নাদি
রস প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৫৬ ॥ ৪ ॥

চক্ষুর্বে গ্রহঃ, স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি
পশ্চতি ॥ ১৫৭ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ।—চক্ষুঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ (চক্ষুরূপঃ গ্রহঃ) রূপেণ
(শ্বেতপীতাদিরূপেণ) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] চক্ষুষা
(করণেন) রূপাণি (শ্বেতপীতাদীনি) পশ্চতি ॥ ১৫৭ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদঃ ১—চক্ষুঃ হইতেছে—গ্রহ, সেই চক্ষুরূপ গ্রহটি
আবার শ্বেত-পীতাদি রূপাত্মক অতিগ্রহ দ্বারা আয়ত্তীকৃত; কারণ,
লোকে চক্ষু দ্বারাই বিবিধ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৫৭ ॥ ৫ ॥

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ, স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ
হি শব্দান্ শৃণোতি ॥ ১৫৮ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ।—শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ শব্দেন
অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হিঃ (যতঃ) [লোকঃ] শ্রোত্রেণ (করণেন) শব্দান্
(ধ্বনিরূপান্ বর্ণরূপাংশ্চ) শৃণোতি ॥ ১৫৮ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ ১—শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেছে—গ্রহ, তাহা আবার
শব্দরূপী অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত; কারণ, লোকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই
নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১৫৮ ॥ ৬ ॥

মনো বৈ গ্রহঃ, স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি
কামান্ কাময়তে ॥ ১৫৯ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ।—মনঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ কামেন (সংকল্পাত্মকেন)
অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] মনসা কামান্ (প্রার্থনীয়ান্)
কাময়তে (অভিলাষতি) ॥ ১৫৯ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ ১—মন হইতেছে গ্রহ, তাহা কামরূপ অতিগ্রহ
দ্বারা গৃহীত; কেন না, লোকে মনের সাহায্যেই প্রার্থনীয় বিষয়
পাইতে অভিলাষ করে ॥ ১৫৯ ॥ ৭ ॥

হস্তো বৈ গ্রহঃ, স কর্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি
কর্ম্ম করোতি ॥ ১৬০ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ।—হস্তো (করো) বৈ (প্রসিদ্ধো) গ্রহঃ, সঃ (হস্তরূপঃ

গ্রহঃ) কর্শণা (ক্রিয়াক্রপেণ) অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] হস্তাভ্যাং (করণাভ্যাং) কর্শ (ক্রিয়াং) কৰোতি (সম্পাদয়তি) ॥ ১৬০ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ১—হস্তদ্বয় হইতেছে গ্রহ, উহারা আবার কর্শ বা ক্রিয়াত্মক অতিগ্রহ দ্বারা কবলিত; কারণ, লোকে হস্তদ্বয়ের সাহায্যেই ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১৬০ ॥ ৮ ॥

ত্বধৈ গ্রহঃ, স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্ বেদয়তে ইত্যোতেহর্ষৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ১৬১ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ।—ত্ব (ত্বগিন্দ্রিয়ং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) গ্রহঃ, সঃ (ত্বগাত্মকঃ গ্রহঃ) স্পর্শেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ; হি (যতঃ) [লোকঃ] ত্বচা (ত্বগিন্দ্রিয়েণ) স্পর্শান্ (শীতোষ্ণাদিরূপান্) বেদয়তে (অনুভবতি); ইতি (যথোক্তাঃ) এতে অষ্টৌ (অষ্টবিধাঃ) গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ [৮ ব্যাখ্যাতা ইতি শেষঃ] ॥ ১৬১ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ১—ত্বগিন্দ্রিয় হইতেছে গ্রহ, তাহা আবার শীতোষ্ণাদি-স্পর্শরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত; কেন না, লোকে সাধারণতঃ ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৬১ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্।—বাধৈ গ্রহঃ—বাচা হি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্নয়া আসন্ন-বিষয়াস্পদয়া অসত্যান্তাসভ্য-বীভৎসাদিবচনেষু ব্যাপৃতয়া গৃহীতঃ লোকঃ অপ-হৃতঃ, তেন বাক্ গ্রহঃ; স নাম্না অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ—স বাগাখ্যা গ্রহঃ, নাম্না বক্তব্যেন বিষয়েণ অতিগ্রাহেণ—অতিগ্রাহেণেতি দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্; নাম বক্তব্যার্থা হি বাক্; তেন বক্তব্যেনার্থেন তাদর্শেন প্রযুক্তা বাক্ তেন বশীকৃত্য; তেন তৎ-কার্যমকৃত্বা নৈব তস্তা মোক্ষঃ; অতো নাম্নাতিগ্রাহেণ গৃহীতা বাগিত্যুচ্যতে; বক্তব্যাসদেন হি প্রযুক্তা সর্দানর্থৈর্যুজ্যতে। সমানমন্তঃ। ইত্যোতে ত্বক্পর্য্যস্তা অষ্টৌ গ্রহাঃ, স্পর্শপর্য্যস্তাচ এতেহষ্টাবতিগ্রহা ইতি ॥ ১৫৫—১৬১ ॥ ৩—৯ ॥

টীকা।—বাচো গ্রহব্রূপপাদয়তি—বাচা ইতি। আসন্নস্ত বিষয়ঃ শব্দাদিরেবাস্পদং হস্তা বাচন্তয়েতি বিগ্রহঃ। তৎসিদ্ধার্থমধ্যাক্ষপরিচ্ছিন্নয়েতি বিশেষণম্। অসত্যং পরপীড়াকরং মিথ্যাবচনং, তদেব বদৃষ্টমাবিরোধান্বতং, বিপরীতং বা। আদিপদেনেষ্টানিষ্টোক্তিগ্রহঃ। বাচি প্রকৃতায়াং স নায়েতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—ন বাগাখ্যা ইতি। বক্তব্যেন বাচো বশীকৃত্বং সাধয়তি—বক্তব্যার্থেতি। তাদর্শেন বচনকরণঙ্কেনেতি বাবং। বচনার্থে বাচো বক্তব্যেন বশীকৃত্ত্বং কলিতমাহ—তেনেতি। তৎকার্যং বচনং মোক্ষচাসাধারণে দেবতাস্ত্রনি পর্য্যবসানম্। বক্তব্যার্থোক্তিং বিনা বাচোহপর্য্যবসানে সিদ্ধমর্থমাহ—অন্ত ইতি। বাচোহতিগ্রহগৃহীতব্রূমহু-

ভবেন সাধরতি—বক্তব্যোতি । বাণ হীত্যাশ্রয়পানেন হীত্যাশ্রয়তুল্যার্থভাষ্যার্থোক্তমাহ—
সমানমিতি । ভ্রাণং বাণ্ জিহ্বা চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো হস্তৌ হৃদিভ্যস্তান্ গ্রহাঙ্গিগময়তি—ইত্যেত
ইতি । গচ্ছো নাম রসো রূপং শব্দঃ কামঃ কৰ্ম্ম স্পর্শ ইত্যতিগ্রহানপি নিগময়তি—স্পর্শ-
পর্যন্ত্যশ্চেতি ॥ ১৫৫—১৬১ ॥ ৩—২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—স্বাভাবিক অমুরাগাস্পদ শব্দাদি বিষয় হইতেছে দেহাব-
চ্ছিন্ন বাগিন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় (বিষয়) ; সেই বাগিন্দ্রিয় সর্বদা অসত্য (পরপীড়াকর
মিথ্যা বাক্য), অনৃত (প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ), অসত্য (সত্যের অযোগ্য) ও নিমিত্তাদি
বাক্য প্রয়োগে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণিগণকে অপহরণ (বিমোহিত) করে ;
এইজন্য বাগিন্দ্রিয় ‘গ্রহ’-পদবাচ্য ; তাহাও আবার নাম বা শব্দরূপ
অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত, অর্থাৎ সেই বাগিন্দ্রিয়নামক গ্রহটিও আবার নাম—
বক্তব্য-বিষয়রূপ অতিগ্রহ দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া থাকে । বৈদিক প্রয়োগ
বলিয়া ‘অতিগ্রহ’ শব্দের অকার দীর্ঘ (অতিগ্রাহ) হইয়াছে ; প্রকৃতপক্ষে
শব্দটি হইবে ‘অতিগ্রহ’ । বক্তব্য শব্দই বাগিন্দ্রিয়ের মুখ্য বিষয় ; এই
জন্য—বক্তব্য বিষয়ের উচ্চারণেই নিযুক্ত থাকে বলিয়াই বাগিন্দ্রিয়কে ঐ বক্তব্য
বিষয় দ্বারা বর্ণীকৃত বলা হইয়াছে ; কেন না, শব্দোচ্চারণ না করিয়া বাগিন্দ্রিয়ের
কখনই নিস্তার নাই ; এই কারণেই বাগিন্দ্রিয়কে নামরূপী অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত
বলা হইল ; বস্তুতঃ বক্তব্য বিষয়ে আসক্তি থাকাতেই বাগিন্দ্রিয় সেই সমস্ত বক্তব্য
বিষয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়, এবং তাহার ফলেই নানাবিধ অনর্থে জড়িত
হয় । পরবর্তী অষ্টাঙ্গ ঋতির অর্থও এই প্রকার । কথিত ত্বক্পর্যন্ত আটটি ইন্দ্রিয়
‘গ্রহ’-পদবাচ্য, আর স্পর্শপর্যন্ত আটটি বিষয় ‘অতিগ্রাহ’-পদবাচ্য ইতি ॥ ১৫৫—
১৬১ ॥ ৩—২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং, কা স্মিৎ
সা দেবতা যন্তা মৃত্যুরন্নমিত্যয়িকৈর্ষ মৃত্যুঃ সোহপানন্নমপ
পুনর্মৃত্যুং জয়তি ॥ ১৬২ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ।—[আর্ন্তভাগঃ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যোতি সন্দোধয়ন] উবাচ হ—
যৎ ইদং (তুল্যস্বল্পবস্তুরাতং) মৃত্যোঃ (বিনাশস্ত) অন্নং (বিনাশগ্রস্তং), কা
স্মিৎ (স্মিৎ-শব্দঃ কামপ্রবেশনে,) সা দেবতা, যন্তাঃ (দেবতারাঃ) মৃত্যুঃ [অপি]
অন্নম্ ? [সর্বং হি জায়মানং বস্ত্র মৃত্যুনা কবলীকৃতং দৃশ্যতে, সঃ মৃত্যুরপি কেন-
চিৎ কবলীকৃতম্ভে ন বা ? মৃত্যোরপি মৃত্যুরস্তি নাস্তি বা ইতি প্রশ্নার্থঃ] ।
[যাজ্ঞবল্ক্যঃ একৈকশো বিভজ্য তদ্বত্তরমাহ—] অগ্নিঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) মৃত্যুঃ

(সৰ্ববিনাশকঃ), সঃ (অগ্নিরূপঃ মৃত্যুঃ) অপাং (জলানাম্) অন্নং (ভক্ষ্যং—
আপোহি অগ্নেঃ মৃত্যুরিতি ভাবঃ) । [যঃ এবং বেত্তি ; সঃ] পুনঃ মৃত্যুং অপ-
জয়তি (মৃত্যু পুনর্ন ব্রিয়তে, অমৃতত্বং লভতে ইত্যশয়ঃ) ॥ ১৬২ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ ১—আৰ্ত্তভাগ সম্বোধনপূৰ্বক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা
করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, উৎপত্তিশীল সমস্ত পদার্থই মৃত্যুর বশীভূত ;
[জিজ্ঞাসা করি,] এমন দেবতা কে আছে, মৃত্যুও যাহার ভক্ষণীয় হয়
—অর্থাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটায় ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অগ্নি হইতেছে
একটি প্রসিদ্ধ মৃত্যু (সৰ্ববিস্তৃত-বিক্ষেপকারী), তাহাও আবার জলের অন্ন
—ভক্ষ্য—বিনাশ হয়, অর্থাৎ জল হইতেছে মৃত্যুরূপী অগ্নিরও মৃত্যু-
স্বরূপ । যে লোক এই তত্ত্ব জানে, সে লোক পুনর্মৃত্যু জয় করে, অর্থাৎ
অমৃতত্ব লাভ করে ॥ ১৬২ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—উপসংহতেষু গ্রহাতিগ্রহেষু আহ পুনঃ—যাজ্ঞ-
বল্ক্যোতি হোবাচ । যদিদং সৰ্বং মৃত্যোরন্নং—যদিদং ব্যাকৃতং সৰ্বং
মৃত্যোরন্নম্—সৰ্বং জায়তে বিপত্তিতে চ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণেন মৃত্যুনা প্রস্তুম্ ।
কা স্থিং কা মু স্তাং সা দেবতা, যস্থা দেবতায়্য মৃত্যুরপ্যন্নং ভবেৎ “মৃত্যুর্যজ্ঞোপ-
সেচনম্” ইতি শ্রুত্যন্তরাং । অন্নমভিপ্রায়ঃ প্রেষ্টুঃ—যদি মৃত্যোর্মৃত্যুং বক্ষ্যতি,
অনবস্থা স্তাং ; অথ ন বক্ষ্যতি, অস্মাদ্ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণাং মৃত্যোর্যোক্ষো
নোপপত্ততে । গ্রহাতিগ্রহমৃত্যুবিনাশে হি যোক্ষঃ স্তাং ; স যদি মৃত্যোরপি
মৃত্যুঃ স্তাং, ভবেৎ গ্রহাতিগ্রহলক্ষণম্ মৃত্যোর্বিনাশঃ ; অতো দ্বর্ষচনং প্রশ্নং
মদ্বানঃ পৃচ্ছতি—কা স্থিং সা দেবতেতি । অস্তি তাবৎ মৃত্যোর্মৃত্যুঃ ।
নন্বনবস্থা স্তাং—তস্মাপ্যাত্তো মৃত্যুরিতি ; ন অনবস্থা, সৰ্বমৃত্যোর্মৃত্যুরানুপ-
পত্তেঃ । কথং পুনরবগম্যতে—অস্তি মৃত্যোর্মৃত্যুরিতি ? দৃষ্টত্বাং,—অগ্নি-
স্তাবৎ সৰ্বম্ দৃষ্টো মৃত্যুঃ, বিনাশকত্বাং ; সোহস্তিভিক্ষ্যতে,—সোহগ্নিরপ্যন্নম্ ;
গৃহাণ তর্হি—অস্তি মৃত্যোর্মৃত্যুরিতি ; তেন সৰ্বং গ্রহাতিগ্রহজাতং ভক্ষ্যতে
মৃত্যোর্মৃত্যুনা ; তস্মিন্ বন্ধনে নাশিতে মৃত্যুনা ভক্ষিতে সংসারাং যোক্ষ উপপন্নো
ভবতি । বন্ধনং হি গ্রহাতিগ্রহলক্ষণমুক্তম্ ; তস্মাচ্চ যোক্ষ উপপত্ততে—ইত্যেতৎ
প্রসিদ্ধিতম্ ; অতো বন্ধনমোক্ষায় পুরুষপ্রয়াসঃ সফলো ভবতি ; অতোহপজয়তি
পুনর্মৃত্যুম্ ॥ ১৬২ ॥ ১০ ॥

টীকা ।—প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—বহির্মুখিতি । যদিদং ব্যাকৃতং জগৎ সৰ্বং মৃত্যোরন্নমিতি

বোজন। তত্ত ভদ্রং সাধয়তি—সৰ্গমিতি । মৃত্যোরন্নত্বসম্ভাবনারাৎ ত্রত্যন্তরং সংবাদয়তি—
মৃত্যুরিতি । মৃত্যোমৃত্যুমধিকৃতা শ্রমস্ত করটদন্তনিরূপণবদশ্রয়োজনত্বমাশঙ্ক্যাহ—অন্নমিতি ।
সত্যেব গ্রহাতিগ্রহনক্ষণে মৃত্যৌ মোক্ষো ভবিষ্যতীতি চেদ্নেত্যাহ—গ্রহেতি । অস্ত তর্হি
গ্রহাতিগ্রহনাশে মুক্তিরিত্যত আহ—স যদীতি । ন চ মৃত্যোমৃত্যুরন্তানবস্থানাদিত্যুক্তমিতি
ভাবঃ । পক্ষেহনবস্থানান্ পক্ষে চামুক্তেরিত্যতঃ শকার্থঃ । অস্তি-পক্ষং পরিগৃহ্যতি—অস্তি
তাবদিতি । মৃত্যোমৃত্যুঃ ব্রহ্মস্নানাকাংক্ষারো বিবক্ষিতঃ, তস্তাপ্যস্তো মৃত্যুরস্তি চেদনবস্থা,
নাস্তি চেৎ, তদ্বৎজ্ঞানস্তাপি স্থিতেরমুক্তিরিতি শব্দতে—নদ্বিতি । তত্রাপ্তিপক্ষং পরিগৃহ্য পরি-
হরতি—নানবস্থেতি । যথোক্তস্ত মৃত্যোঃ স্বপ্নবিবোরোধিত্বান্ন কিঞ্চিদবশ্যমিতিত্বঃ । উক্তং পক্ষং
প্রদ্বায্যা প্রমাণাক্রমং করোতি—কথমিতি । দৃষ্টং স্পষ্টমিতি—অগ্নিত্বাবদ্বিতি । দৃষ্টত্বল-
লাচষ্ট—গৃহাণেতি । তস্ত কার্য্যং কথয়তি—তেনেতি । অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীত্যন্ত পাতনিকাং
করোতি—তন্নিমিত্তি । উক্তমেব বাস্তীকরোতি—বন্ধনং হীতি । প্রসাধিতং মৃত্যোরপি
মৃত্যুরতীতি প্রদর্শনেনেতি শেষঃ । মোক্ষোপপত্তৌ ফলিতমাহ—অত ইতি । পুরুষপ্রাসঃ
শ্রমাদিপূর্ব্বকপ্রবণাদিঃ । তৎফলস্ত জ্ঞানস্ত ফলং দর্শনং বাক্যং যোগয়তি—অত ইতি । জ্ঞানং
পঞ্চমার্থঃ । ১৬২ । ১০ ।

ভাষ্যাশুবাদ ।—গ্রহ ও অতিগ্রহের কথা পরিসমাপ্ত হইলে পর,
আর্ন্তভাগ পুনশ্চ সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যৎ ইদং সৰ্গং
মৃত্যোঃ অন্নম্” ইত্যাদি । উৎপত্তিশীল এই বাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই মৃত্যুর
অন্ন (ভক্ষ্য), অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ ই জন্মে, আবার উক্ত গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ মৃত্যু
দ্বারা কবলিত হইয়া বিপন্নও হয়—বিনষ্টও হয় । এখন জিজ্ঞাসা করি, এমন
কোনও দেবতা আছেন কি, এই মৃত্যুও যে দেবতার অন্ন—ভক্ষণীয় হয় ? ‘মৃত্যু
যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ ব্যঞ্জনাদিস্বরূপ’ এই ত্রুটিবাক্যে তাহার অস্তিত্ব
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় । প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য
যদি বলেন—মৃত্যুরও মৃত্যু আছে, তাহা হইলে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইবে,
আর যদি বলেন—মৃত্যুর মৃত্যু নাই, তাহা হইলেও যথোক্ত গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যু
হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতি লাভ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ; কেননা,
পূর্বে যে সৰ্গগানী গ্রহাতিগ্রহনামক মৃত্যুর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গ্রহাতি-
গ্রহরূপী মৃত্যুর বিনাশ হইলেই তাহা হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইতে পারে ; যদি
মৃত্যুরও মৃত্যু সম্ভব হয়, তবেই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুরও বিনাশ সম্ভবপর হয়, নচেৎ
নহে ; কাজেই আপনার প্রশ্নটি দ্রুতর মনে করিয়া আর্ন্তভাগ জিজ্ঞাসা
করিলেন—“কা স্মিৎ সা দেবতা” ইতি । ১

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হাঁ,] মৃত্যুরও মৃত্যু আছে । ভাল কথা, তাহা হইলে
যে, ‘তাহারও অন্ন মৃত্যু, তাহারও অন্ন মৃত্যু’ এইরূপে অনবস্থা-দোষ ঘটে ?—

অর্থাৎ মৃত্যুচিন্তার আর কোথাও বিশ্রাম হইতে পারে না? না, অনবস্থা দোষ ঘটে না; কারণ? যেহেতু সর্বসংহারকরূপে কল্পিত চরম মৃত্যুর আর অপর মৃত্যু থাকা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুরও যে, মৃত্যু আছে, ইহা কোন্ প্রমাণবলে জানা যাইতেছে? [উত্তর—] প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেই (জানা যাইতেছে),—প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমতঃ অগ্নি হইতেছে সকলের মৃত্যু; কারণ, অগ্নিতে সকল বস্তুই ভস্মীভূত হইয়া যায়; সেই সর্বসংহারক অগ্নিও আবার জল দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং উক্ত অগ্নি হইতেছে জলের অন্ত—বিনাশ; [সুতরাং জলকে অগ্নির মৃত্যুস্বরূপ বলা যাইতে পারে;] এইরূপে ধরিয়া লও যে, মৃত্যুরও মৃত্যু আছে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সেই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুসমূহও অপর মৃত্যুকর্তৃক কবলিত হয়। মৃত্যুর মৃত্যুকর্তৃক সেই গ্রহাতিগ্রহরূপী বন্ধন ছিন্ন হইলে পর, জীবেরও সংসার হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর হয়; গ্রহ ও অতিগ্রহই যে, জীবের প্রধানতম বন্ধন, একথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন হইতে যে, কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইল; অতএব বন্ধন ছেদনের জন্য যে, জীবের প্রযত্ন, তাহারও সাফল্য প্রদর্শিত হইল। এবং বিধ বিজ্ঞানের ফলে জীব পুনর্মৃত্যু ভয় করে, অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করে। পুনর্বার আর তাহাকে সংসারী হইতে হয় না ॥ ১৬২ ॥ ১০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ত্রিয়ত উদ-
স্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো ও নেতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞ-
বল্ক্যোহত্রৈব সমবনীয়ন্তে, স উচ্ছ্রয়ত্যাধ্বায়ত্যাধ্বাতো যতঃ
শেতে ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—[পরমাত্মদর্শনেন মৃত্যুনা মৃত্যৌ ভঙ্কিতে সতি বিমুক্তং পুরুষমধিকৃত্য পৃচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যোতি]। [আর্ত্তভাগঃ পুনশ্চ] যাজ্ঞবল্ক্যোতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—অয়ং (ঋতুঃ মৃত্যুঃ) পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) ত্রিয়তে (দেহং পরিত্যজতি), [তদা] প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ গ্রহাঃ) অস্মাৎ (মুক্তপুরুষাৎ) উৎক্রামন্তি (উর্দ্ধং গচ্ছন্তি)? আহো (অথবা) ন [উৎক্রামন্তি]? ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—ন—(ন উৎক্রামন্তি) ইতি; [অপি তু] অত্র (অস্মিন্ স্বকারণে) এব (নিশ্চয়ে) সমবনীয়ন্তে (অবিভাগং একতাং গচ্ছন্তি)। নঃ (তদবস্থঃ পুরুষদেহঃ) উচ্ছ্রয়তি (ক্ষীতো ভবতি), আধ্বায়তি (বাহুবান্ধুনা

পূর্ণো ভবতি) ; [ততশ্চ] আত্মাতঃ (বাহ্যবায়ুনা পূর্ণঃ) মৃতঃ (সন্) শেতে
(নিশ্চেষ্টঃ তিষ্ঠতি) ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদঃ ১—আত্মভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে
যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহাতিগ্রহবিমুক্ত পুরুষ যখন মরে—দেহ ত্যাগ করে, তখন
তঁাহার প্রাণসমূহ (বাকপ্রভৃতি গ্রহগণ) এখান হইতে উর্দ্ধগামী হয় ?
অথবা হয় না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, উর্দ্ধগামী হয় না ; পরন্তু
এখানেই স্বকারীগীভূত পরমাত্মাতেই বিলয়—অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয় । এই
দেহ তখন স্ফীত হয়, বাহ্য বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, এবং বায়ুপূর্ণ অবস্থায়
মরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—পরেণ মৃতানা মৃত্যৌ ভক্ষিতে পরমাত্মদর্শনেন,
বোহর্নৌ মুক্তো বিদ্বান্, সোহয়ং পুরুষঃ যত্র যস্মিন্ কালে ম্রিয়তে, উৎ—উর্দ্ধম্,
অস্মাদ্বক্ষ্যমিহো ম্রিয়মাণাং, প্রাণা বাগাদয়ো গ্রহাঃ নামাদয়শ্চ অতিগ্রহা বাসনা-
রূপা অন্তঃস্থাঃ সপ্রযোজকাঃ ক্রামস্তি উর্দ্ধং উৎক্রামস্তি, আহোশ্মিন্নেতি ? নেতি
হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন উৎক্রামস্তি, অত্রৈব অস্মিন্নেব পরেণাত্মনা অবিভাগং
গচ্ছস্তি—বিদ্বষি কার্য্যণি করণানি চ স্ববোর্নৌ পরব্রহ্মসত্যে সমবনীয়ন্তে একী-
ভাবেন সমবস্থল্যন্তে প্রলীয়ন্ত ইত্যর্থঃ—উর্ধ্য ইব সমুদ্রে । তথা চ ক্রত্যন্তরং
কলাশঙ্কবাচ্যানাং প্রাণানাং পরস্মিন্মাত্মনি প্রলয়ং দর্শয়তি—“এবমেবাস্থ পরিদ্রষ্টু-
রিমাঃ বোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি” ইতি পরেণাত্মনা
অবিভাগং গচ্ছন্তীতি দর্শিতম্ । ন তর্হি মৃতঃ ? ন হি ; মৃতশ্চায়ম্, যস্মাং স
উচ্ছুরতি উচ্ছূনতাং প্রতিপত্ততে, আত্মায়তি বাহেন বায়ুনা পূর্য্যতে দৃতিবৎ,
আত্মাতো মৃতঃ শেতে নিশ্চেষ্টঃ । বন্ধননাশে মুক্তশ্চ ন কচিদ্ গমনমিতি
বাক্যার্থঃ ॥ ১৬৩ ॥ ১১ ॥

টীকা ।—সম্যজ্ঞানস্থাপ পুনরুত্থাং জয়তীত্যুক্তং ফলং বিশদীকর্তুং প্রমাত্তরমুখাপমতি—
পরেণেতি । পরেণ মৃতানা পরমাত্মদর্শনেনেতি সৰ্ব্বকঃ । গ্রহাতিগ্রহলক্ষণো বন্ধঃ সপ্তমার্থঃ ।
গ্রহশব্দেন প্রযোজ্যায়ণিগৃহীতঃ । নামাদীনাম্ মূলানাম্ বহিষ্ঠৎসেন বরসত্যুক্তবাং কথং তদ্বৎ-
ক্রান্তিঃ পৃচ্ছাতে, তত্রাহ—বাসনারূপা ইতি । তেষামনুৎক্রান্তৌ মুক্ত্যসম্ভবং ম্রিয়তি—
প্রযোজকা ইতি । উৎক্রান্তিপক্ষে “ক্রমং জন্ম মৃতশ্চ চ” ইতি স্ত্রায়াং পুনরুৎপত্তিঃ স্ত্রাং, অমৃত-
ক্রান্তিপক্ষে মরণপ্রসিদ্ধির্বিবৃদ্ধ্যতোভেতি ভাবঃ । দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ পরিহরতি—নেতি হোবাচেত্যো-
দিনা । কার্য্যণি করণানি চ সর্কাণি পরেণাত্মনা সহাবিভাগং গচ্ছন্তি সন্ত্যাস্নেব বিদ্বষি
সমবনীয়ন্ত ইতি সৰ্ব্বকঃ । তেষাং বিদ্বষি বিলয়ে হেতুমাহ—স্ববোনাবিতি । বিদ্বানেব হি

পূৰ্ণমবিভক্ত্য তেবাং বোনিরাসীৎ, তস্মিন্ বিভাদনায়াং তদ্বাদ্যবিভক্ত্যামপনীত্যাং পরিপূৰ্ণে ভবে
তেবাং পৰ্য্যবসানং সম্ভবতীত্যর্থঃ । কারণে কাৰ্ধ্যাণাং এবিলয়ে দুষ্টান্তমাহ—উৰ্দ্ধং ইতি ।
প্রাণাধীনং কারণস্যসর্গাখ্যো লয়শ্চেৎ পুনরুৎপত্তিঃ শ্রাদিত্যাপক্য জ্ঞানে সত্যজ্ঞানধ্বংসান্নৈব
বিত্যভিপ্রেত্যা—তথা চেতি । সবিসম্যাগ্যেকাদশেল্লিয়াণি বারবশ্ত গকেতি বোড়শ কলাঃ, তাসাং
স্বাতন্ত্র্যমাত্রান্তরং চ বারবস্তি—পুরুষারণা ইতি । তাসাং নিবৃতিশ্চ পুরুষব্যতিরেকেণ নাতীতি
হুচরতি—পুরুষং প্রাপোতি । প্রাণাশ্চেন্নোৎক্রামন্তি, তর্হি মৃতো ন ভবতীতি প্রতীতিবিরোধ
শঙ্কিত্য পরিহরতি—ন তর্হীত্যাदिना । দৃতিশ্চেন্নো ভদ্রাবিবরঃ । একুতং বাক্যং প্রত্যক্ষসিদ্ধ-
দেহমরণানুবাদকমিত্যভিপ্রেত্যা—বন্ধনেতি ॥ ১৩৩ ॥ ১১ ॥

ভাস্মানুবাদ ।—পরমাত্মদর্শনরূপ অপর মৃত্যুকর্তৃক গ্রহাতিগ্রহরূপী
মৃত্যু ভক্তি হইলে পর, যে পুরুষ বিজ্ঞাবলে বিমুক্ত হন, সেই এই পুরুষ যে
সময়ে দেহ ত্যাগ করেন, সে সময়ে বাসনারূপে দেহমধ্যবর্তী প্রাণসমূহ—বাগাদি
গ্রহগণ ও নামপ্রভৃতি অতিগ্রহগণ এই আসন্নমৃত্যু ব্রহ্মবিদ পুরুষ হইতে নির্গত
হইয়া কি উর্দ্ধে গমন করে? অথবা গমন করে না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—
না—উর্দ্ধে—লোকান্তরে গমন করে না; পরন্তু এখানেই পরমাত্মার সহিত
অবিভাগ প্রাপ্ত হয়,—বিদ্বান্ পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ—সমুদ্রোখিত তরঙ্গ-
সমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি স্বকারণীভূত পরব্রহ্মে বিলীন হয়—
এক—অভিন্নরূপে অবস্থান করে । অপর ঋতিও কলা-নামে অভিহিত প্রাণ-
সমূহের পরব্রহ্মে বিলয়নের কথা বলিতেছে—‘ঠিক এইরূপই আত্মদর্শীর পুরুষাশ্রিত
(দেহস্ত) এই বোড়শ কলা (১) পুরুষকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া
বিলীন হয়,’ এখানে দেখান হইয়াছে যে, প্রাণসমূহ পরমাত্মার সহিত অবিভাগ
প্রাপ্ত হয় । ভাল কথা, তাহা হইলে ত পুরুষের আর মৃত্যু হইল না; না—
তাহা নহে, এই পুরুষ মৃত্যু বটে; কারণ, সেই দেহ তখন উচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হয়—
ক্ষীত হয়, এবং আত্মাত হয় অর্থাৎ চর্মনির্মিত ভদ্রার চায় বাহিরের বায়ু দ্বারা
পরিপূর্ণ হয়; সেই অবস্থাতে মৃত হইয়া শয়ন করে—নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে ।
ঋতির তাৎপর্যার্থ এই যে, বন্ধ-ধ্বংসের পর সেই বিদ্বান্ পুরুষের প্রাণসমূহ আর
অন্ত্র কোথাও গমন করে না, (এখানেই শেষ হইয়া যায়) ॥ ১৩৩ ॥ ১১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়াং পুরুষো ত্রিয়তে কিমেনং

(১) তাৎপর্য—‘বোড়শকল’—কলা অর্থ—অংশ বা অবয়ব, একাদশ প্রকার বিষয়ের
সহিত শ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয়, আর প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান—এই গুরু বায়ু,
এই সম্মিলিত বোড়শটি পদার্থ পুরুষের ভোগোপযোগী ‘বলিয়া’ ‘কলা’ শব্দবাচ্য হয়, তাই
পুরুষকেও ‘বোড়শকল’ বলা হয় ।

ন জহাতীতি, নামেতি, অনন্তং বৈ নাগানন্তা বিশ্বে দেবা
অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

সরসার্থঃ।—[অর্থভাগঃ পুনশ্চ বাজ্রবক্ষ্যেতি সঙ্ঘোধয়ন্] উবাচ হ—
অয়ং (গ্রহাতিগ্রহমুক্তঃ) পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) ত্রিযতে, [তদা] এনং
(মৃতং পুরুষং) কিং (কিন্নামকং বস্তু) ন জহাতীতি? (ন পরিত্যজতি? এনং
অমুবর্ততে ইতি ভাবঃ) ইতি। [বাজ্রবক্ষ্য আহ—] নাম—ইতি (সংজ্ঞা এব
কেবলম্ এনং ন জহাতীত্যর্থঃ)। বৈ (যতঃ) নাম অনন্তং (আনন্ত্যগুণবৎ),
বিশ্বে দেবাঃ [অপি] অনন্তাঃ (অসংখ্যেয়াঃ); সঃ (বিদ্বান্) তেন (আনন্ত্য-
বিজ্ঞানেন) অনন্তম্ এব লোকং জয়তি ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদঃ।—অর্থভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে
বাজ্রবক্ষ্য, সেই গ্রহাতিগ্রহবিমুক্ত পুরুষ মরিলে পর, কে তাহাকে
পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ কে তাহার অনুগমন করে? [বাজ্রবক্ষ্য
বলিলেন—] নাম—[তাহাকে ত্যাগ করে না]; নামও অনন্ত,
বিশ্বদেবগণও অনন্ত; যিনি এই আনন্ত্য দর্শন করেন, তিনি সেই
বিজ্ঞানবলে অনন্ত ফল লাভ করেন ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাস্যম্।—মুক্তস্ত কিং প্রাণা এব সমবনীয়ন্তে? আহো স্বিং
তৎপ্রবোধকমপি সৰ্বম্? অথ প্রাণা এব, ন তৎপ্রবোধকং সৰ্বম্; প্রবোধকে
বিद्यमाने পুনঃ প্রাণানাং প্রসঙ্গঃ। অথ সৰ্বমেব কামকর্মাণি; ততো নোক্ষ
উপপদ্যতে—ইত্যেবমর্থ উত্তরঃ প্রশ্নঃ।

বাজ্রবক্ষ্যেতি হোবাচ—যত্রায়ং পুরুষো ত্রিযতে, কিমেনং ন জহাতীতি?
আহ ইতরঃ—নামেতি; সৰ্বং সমবনীয়ত ইত্যর্থঃ, নামমাত্রং তু ন লীযতে,
আকৃতিসম্বন্ধাৎ; নিত্যং হি নাম; অনন্তং বৈ নাম; নিত্যত্বমেবানন্ত্যং নাম্নঃ।
তদানন্ত্যাদিকৃতো অনন্তা বৈ বিশ্বে দেবাঃ; অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি,
তদানন্ত্যাদিকৃতান্ বিদ্বান্ দেবানাস্থত্বেনোপেত্য তেনানন্ত্যদর্শনেন অনন্তমেব
লোকং জয়তি ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

টীকা।—প্রাণা নোক্তমতীতি বিশেষবাদিত্য প্রস্তুতরমায়ত্তে—মুক্তস্তেতি। পক্ষবদেহপি
প্রয়োজনং কথরতি—অথেষ্যাদিনা। যৎ পুত্রক্ষেত্রাদিত্বং, তদধুনা নামমাত্রাবশেষমিত্যুক্তে
নাবশিষ্টঃ কিকিদিতি বধাহবসম্যাতে, তথাহত্রাপি নামমাত্রং ত্রিমাণং বিদ্বাংসঃ ন জহাতীত্যুক্তে,
ন কিকিবশিষ্টমিতি দৃষ্টঃ স্তাদিতি প্রত্যুক্তিত্যাৎপর্ধ্যমাহ—সৰ্বমিতি। বধাহবসমর্থবাদিত্য

প্রত্যস্তিঃ ব্যাচষ্টে—নামমাত্রঃ স্থিতি । বিহ্বলো নামনিত্যস্বৈ হেতুস্তরমুত্তরবাক্যাবষ্টেন দর্শয়তি—
নিভাঃ হীতি । অনন্তশব্দায়াস্মৈ ব্যক্তিপ্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠাতি কৃতো নিত্যতেত্যান্যক্যাহ—
নিত্যস্বমেবেতি । ব্যক্তিস্তেন্দ্র্য অনিচ্ছদ্বাঙ্গ তদন্তব্যং, ব্রহ্মবিদঃ স্বদৃষ্টা নামাণি ন শিষ্টতে
পরদৃষ্টা তদবশেষোক্তিঃ—তু কো মুক্ত ইত্যাদিব্যাপদেশদর্শনাৎ, অতো নামনিত্যস্ব ব্যবহারিক-
মিতি ভাষঃ । ব্রহ্মস্মীতি দর্শনেন বিদ্বান্ দেবানাস্বয়নোপগম্যানন্তঃ লোকঃ জয়তীতি
সিদ্ধান্তবাদেরো ব্রহ্মবিদ্যাং স্তোতুমিত্যাভিপ্রৈত্যানন্তরবাক্যমানন্তে—তদানন্তোতি । তদ্ ব্যাচষ্টে—
তদ্রামানন্তোতি । ১৬৪ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মুক্ত পুরুষের কেবল প্রাণসমূহই
কি এখানে বিলীন হয় ? অথবা তৎসম্পর্কিত সমস্তই লীন হয় ? যদি কেবল
প্রাণসমূহই বিলীন হয়, তৎসম্পর্কিত আর কিছু বিলীন না হয়, তাহা হইলে, যে
कारणे প্রাণসমাগম হইয়াছিল, তাহা বিজ্ঞান থাকায় পুনর্বারও প্রাণ-সম্বন্ধের
সম্ভাবনা থাকে ? আর যদি দেহ-প্রযোজক কাম-কর্মাদি সমস্তই বিলীন হইয়া
যায়, তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভবপর হইতে পারে ; এই উদ্দেশ্যেই
পরবর্তী প্রশ্নের অবতারণা করা হইতেছে । ১

অর্থাভাগ বিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ যখন মৃত হয়, তখন কে
ইহাকে ত্যাগ করে না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—নাম (সংজ্ঞা) ; অর্থাৎ অপর সমস্তই
এখানে বিলীন হইয়া যায়, কেবল নামই একমাত্র বিলীন হয় না ; কেননা,
নামের কেবল দৈহিক আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, দেহের সহিত নহে । নাম হইতেছে
নিত্য এবং অনন্ত ; নিত্যত্বই নামের অনন্তত্ব ; সেই অনন্ত নামের অধিপতি
বিশ্বদেবগণও অনন্ত ; বিদ্বান্ পুরুষ এইরূপ বিজ্ঞানে নিশ্চয়ই অনন্ত ফল লাভ
করেন,—নামের আনন্ত্যাধিপতি বিশ্বদেবতাগণকে আত্মস্বরূপে অধিগত হইয়া সেই
আনন্ত্য বিজ্ঞানের ফলে বিজ্ঞাতাও অনন্ত ফলই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬৪ ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃতস্ত্যাগিৎ
বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং
পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মোষধীলৌমানি বনস্পতীন্ কেশা অঙ্গু
লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে, কায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর
সোম্য হস্তমার্তভাগ, আবামেবৈতস্ত বেদিম্যাবো ন নাবেতৎ-
সজন ইতি ।

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রযাঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কশ্ম হৈব

তদূচতুরথ যৎ প্রশশংসতুঃ কৰ্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ পুণ্যে
বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপং পাপেনেতি, ততো হ জ্ঞান-
কারব আৰ্ত্তভাগ উপররাম ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ২১

সরলার্থঃ ।—[আৰ্ত্তভাগঃ পুনশ্চ সম্বোধয়ন্ পৃচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যেতি ।] হে
যাজ্ঞবল্ক্য, যত্র (যস্মিন্ কালে) অশ্ব (যথোক্তশ্ব) মৃতশ্ব পুরুষশ্ব বাক্ অগ্নিম্ অগ্নেতি
(প্রাপ্নোতি), প্রাণঃ বাতঃ (বায়ুঃ), চক্ষুঃ আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), মনঃ চন্দ্রঃ,
শ্রোত্রঃ দিশঃ, শরীরঃ পৃথিবীঃ, আত্মা আকাশঃ, লোমানি ওষধীঃ (তৃণলতাঃ),
কেশাঃ বনস্পতীন্ (অপুষ্প-ফলশালিনঃ বৃক্ষান্) [অপিস্বস্তি], তথা, লোহিত্য
(রক্তং) চ রেতঃ (শুক্লং) চ অপস্ন (জলেষু) নিধীয়তে (বিলীয়তে), তস্মৈ
অন্নং (মৃতঃ) পুরুষঃ ক্ব (কুত্র) ভবতি (তিষ্ঠতি)? ইতি ।

[যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সোম্য আৰ্ত্তভাগ, হস্তং আহর (হস্তং অর্পয়) আবাহ
(ত্বং অহং চ) এব এতশ্চ (প্রপ্লশ্য) [তৎস্বং] বেদিষ্যাবঃ (জ্ঞাত্যাবঃ), তৌ
(আবাহং) [অপি] এতৎ (এতস্মিন্) সজ্জনে (জনবহলে স্থানে ইত্যর্থঃ) ন।
[ইত্যাঙ্ক] তৌ (যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ) উৎক্রম্য (তস্মাৎ স্থানাৎ বহির্নিগম্য)
মস্ত্রয়াঞ্চক্রাতে (বিচারিতবন্তৌ); তৌ হ (ঐতিহ্যে) যৎ উচতুঃ (উক্তবন্তৌ),
তৎ হ (খলু) কৰ্ম্ম এব উচতুঃ । যৎ প্রশশংসতুঃ, কৰ্ম্ম হ এব প্রশশংসতুঃ; বৈ
(যতঃ) পুণ্যেন কৰ্ম্মণা পুণ্যঃ (পুণ্যাত্মা) ভবতি, পাপেন (কৰ্ম্মণা) পাপঃ
(পাপাত্মা) ভবতি, ইতি । ততঃ (এবং প্রশ্নোত্তরশ্রবণাৎ পরং) জ্ঞানং কারবঃ
আৰ্ত্তভাগ উপররাম (প্রশ্নাৎ বিরতো বভূব) ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ১—আৰ্ত্তভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে
যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ মরিলে পর, যখন তাহার বাক্ অগ্নিকে, প্রাণ
বায়ুকে, চক্ষু আদিত্যকে, মন চন্দ্রকে, শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্‌সমূহকে, শরীর
পৃথিবীকে, আত্মা আকাশকে, লোমসমূহ তৃণলতাপ্রভৃতিকে, কেশরাশি
বনস্পতিক (বিনাপুষ্পে ফলদায়ক বৃক্ষসমূহকে) প্রাপ্ত হয়, এবং রক্ত
ও শুক্ল জলে বিলীন হয়, তখন এই পুরুষ কোথায় থাকে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সোম্য আৰ্ত্তভাগ, হস্তপ্রদান কর, অর্থাৎ
তিনি আৰ্ত্তভাগের হাত ধরিয়া বলিলেন যে, এই প্রশ্নের রহস্য আমরা

দু'জনেই জানিব, কিন্তু এই জনবহুল সভাক্ষেত্রে নহে ; [এই কথা বলিয়া আৰ্ত্তভাগের হস্তধারণপূর্বক] তাহারা দু'জনে উঠিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে কৰ্ম্মের কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে কৰ্ম্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন,—পুণ্য কৰ্ম্মদ্বারা জীব পুণ্যাত্মা হয়, আর পাপ কৰ্ম্ম দ্বারা পাপী হয় । ইহার পর জারৎকারব আৰ্ত্তভাগ প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

শাক্তরশ্ম্যম্ ।—গ্রহাতিগ্রহরূপং বন্ধনমুক্তং মৃত্যুরূপম্ ; তস্মৈ চ মৃত্যোর্মৃত্যু-সদ্বাবৎ মোক্ষোপপত্ততে ; স চ মোক্ষঃ গ্রহাতিগ্রহরূপাণামিহৈব প্রলয়ঃ, প্রলীপ-নির্সারণবৎ ; যতদ্ গ্রহাতিগ্রহাখ্যং বন্ধনং মৃত্যুরূপম্, তস্মৈ যৎ প্রযোজকম্, তৎ-স্বরূপনির্দারণার্থমিদমারভ্যতে—যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ । ১

অত্র কেচিদ্ বর্ণয়ন্তি,—গ্রহাতিগ্রহস্য সপ্রযোজকস্য বিনাশেহপি কিম্ ন মূচ্যতে ; নামাবশিষ্টেঃ অবিদ্যায়া উষরস্থানীয়য়া স্বাভ্যপ্রভবয়া পরমাত্মনঃ পরিচ্ছিন্নো ভোজ্যাত্ত জগতো ব্যাবৃত্তঃ উচ্ছিন্নকামকৰ্ম্মা অন্তরালে ব্যবতিষ্ঠতে ; তস্মৈ পরমাত্মৈকত্বদর্শনেন দ্বৈতদর্শনমপনেতব্যমিতি—অতঃ পরং পরমাত্মদর্শনমারব্ধবাম্—ইতি ; এবমপবর্ণাপ্যামস্তুরালাবস্থায় পরিকল্প্যোক্তরগ্রহসম্বন্ধং কুর্কস্তু । ২

তত্র বক্তব্যম্—বিশীর্ণেষু করণেষু বিদেহস্য পরমাত্মদর্শনশ্রবণমননিদি-ধ্যাসনানি কথমিতি ; সমবনীতপ্রাণস্য হি নামমাত্রাবশিষ্টশ্চেতি তৈরুচ্যতে ; “মৃতঃ শেতে” ইতি হ্যুক্তম্ ; ন মনোরথেনাপ্যেতদ্রূপপাদয়িতুং শক্যতে । অথ জীবন্তেবাবিষ্টামাত্রাবশিষ্টো ভোজ্যাদপাবৃত্ত ইতি পরিকল্প্যতে, তত্ত্ব কিংনিমিত্তমিতি বক্তব্যম্ । সমস্তদ্বৈতৈকত্বাত্মপ্রাপ্তিনিমিত্তমিতি যদ্ব্যচ্যোত, তৎ পূৰ্ব্বেমেব নিরাকৃতম্ ; কৰ্ম্মসহিতেন দ্বৈতৈকত্বাত্মদর্শনেন সম্পন্নো বিদ্বান্ মৃতঃ সমবনীতপ্রাণঃ জগদাত্মত্বং হিরণ্যগৰ্ভস্বরূপং বা প্রাপ্নুদ্যাৎ, অসমবনীতপ্রাণঃ ভোজ্যাৎ জীবন্তেব বা ব্যাবৃত্তো বিরক্তঃ পরমাত্মদর্শনাভিমুখঃ স্ত্যাত্ । ৩

ন চোভয়মেকপ্রযত্ননিপাত্তেন সাধনেন লভ্যম্ ; হিরণ্যগৰ্ভপ্রাপ্তিসাধনং চেৎ, ন ততো ব্যাবৃত্তিসাধনম্ ; পরমাত্মাভিমুখীকরণস্য ভোজ্যাভ্যাবৃত্তেঃ সাধনং চেৎ, ন হিরণ্যগৰ্ভপ্রাপ্তিসাধনম্ ; ন হি যদগতিসাধনম্, তৎ নিবৃত্তেরপি । অথ মৃত্যু হিরণ্যগৰ্ভং প্রাপ্য ততঃ সমবনীতপ্রাণো নামাবশিষ্টঃ পরমাত্মজ্ঞানে অধিক্রিয়তে,

ততোহশ্বদাত্ত্বং পরমাত্মজানোপদেশোহনর্থকঃ স্মাৎ ; সৰ্ব্বেষাং হি এককিা
পুরুষার্থায়োপদিষ্টতে—“তদ্ যো যো দেবানাং” ইত্যাত্মা শ্রুত্যা । তস্মাদিত্য
নিকৃষ্টা শাস্ত্রবাহৈবেয়ং কল্পনা ; প্রকৃতং তু বৰ্ত্তয়িষ্যামঃ । ৪

তত্র কেন প্রযুক্তং গ্রহাতিগ্রহলক্ষণং বন্ধনম্—ইত্যেতন্নির্দিষ্টধারয়িষ্যাম্ । আহ—
অশ্ব পুরুষস্য অসম্যগ্দর্শিনঃ শিরঃপাণ্যাদিমতো মৃতস্ত বাক্ অগ্নিমপ্যেতি, বাজ
প্রাণোহপ্যেতি, চক্ষুরাদিত্যমপ্যেতি—ইতি সৰ্বত্র সম্বধ্যতে ; মনঃ চন্দ্রঃ, দিগ্
শ্রোত্রম্, পৃথিবীং শরীরম্, আকাশমাত্মা ইত্যত্র আত্মাধিষ্ঠানং হৃদয়াকাশমুচ্যতে ;
স আকাশমপ্যেতি ; ওষধীরপিষন্তি লোমানি, বনস্পতীন্ অপিয়ন্তি কেশাঃ ; অগ্ন
লোহিতং চ রেতশ্চ নিদীয়তে ইতি—পুনরাদাননিধম্ । সৰ্বত্র হি বাগাদিশব্দে
দেবতাঃ পরিগৃহ্যন্তে ; ন তু করণাত্তেব অপক্রামন্তি প্রাক্ মোক্ষাৎ । তত্র দেবতা
ভিন্ননধিষ্ঠিতানি করণানি তন্তদাত্ত্বাদ্রূপমানানি, বিদেহশ্চ কৰ্ত্তা পুরুষঃ অশ্বজ
কিমাশ্রিতো ভবতীতি পৃচ্ছ্যতে—কায়ং তদা পুরুষো ভবতীতি—কিমাশ্রিতজ
পুরুষো ভবতীতি ; যমাশ্রয়মাশ্রিত্য পুনঃ কার্য্যকরণসজ্জাতমুপাদত্তে, যেন গ্রহাতি
গ্রহলক্ষণবন্ধনং প্রযুজ্যতে, তৎ কিমিতি প্রশ্নঃ । ৫

অত্রোচ্যতে—স্বভাব-যদৃচ্ছা-কাল-কৰ্ম্ম-দৈব-বিজ্ঞানমাত্র-শূন্যানি বাদিভিঃ পরি
কল্পিতানি ; অতঃ অনেকবিপ্রতিপত্তিস্থানত্বাৎ নৈব জল্পনায়ৈন বস্তুনির্নয়ঃ ; অ
বস্তুনির্নয়ঞ্চৈদৃচ্ছসি, আহর সোম্য হন্তম্ আৰ্ত্তভাগ হে, আবামেব এতস্য ত্বৎপৃষ্ঠ
বেদিতব্যং যৎ, তদ্বেদিষ্যাবঃ নিরূপয়িষ্যাবঃ । কস্মাৎ ? ন নৌ আবরোঃ এতদ্ব
সম্মনে জনসমুদায়ে নির্ণেতুং শক্যতে ; অত একান্তং গমিষ্যাবঃ বিচারণায় । ৬

তৌ হেত্যাদি শ্রুতিবচনম্ । তৌ যাজ্ঞবল্ক্যার্ভভাগৌ একান্তং গত্বা কিং
চক্রেতুরিত্যুচ্যতে—তৌ হ উৎক্রম্য সন্ধানাদেশাৎ মন্ত্রযাজ্ঞক্ৰাতে ; আদৌ লৌকিক-
বাদিপক্ষাণামেকৈকং পরিগৃহ্য বিচারিতবন্তৌ । তৌ হ বিচার্য্য যদ্ উচ্যতুঃ অপোহ
পূৰ্ব্বপক্ষান্ সৰ্ব্বানেব—তৎ শৃণু ; কৰ্ম্ম হৈবাপ্রশ্নং পুনঃ পুনঃ কার্য্যকরণোপাদানহেতুং
তৎ তত্র উচ্যতুঃ উক্তবন্তৌ—ন কেবলম্ ; কালকৰ্ম্মদৈবেষ্বরেষুভূগপগতেষু হেতুেষু যৎ
প্রশশংসতুন্তৌ, কৰ্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ—যস্মাৎ নির্দ্বারিতমেতৎ কৰ্ম্মপ্রযুক্তং
গ্রহাতিগ্রহাদিকার্য্যকরণোপাদানং পুনঃ পুনঃ, তস্মাৎ পুণ্যো বৈ শাস্ত্রবিহিতেন
পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, তদ্বিপরীতেন বিপরীতো ভবতি পাপঃ পাপেন—ইত্যেবং
যাজ্ঞবল্ক্যেন প্রশ্নেষু নির্ণীতেষু ততোহশ্বক্যপ্রকম্প্যত্বাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য হ জারংকারব
আৰ্ত্তভাগ উপরাম ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়মার্ভভাগ-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

টীকা।—যত্রোক্ত্যাদেত্তাৎপর্যং বৃত্তানুবাদপূর্বকং কথয়তি—গ্রহাতিগ্রহরপমিত্যাदिन।।
 কিমেনমিত্যাদিবাক্যন্ত যথাযথানুভূত্বং যত্রোক্ত্যাদেত্তাৎপর্যং চোক্তম্ । ইদানীং ভৰ্তৃপ্রপঞ্চগ্রহান-
 নুপায়তি—অত্রোক্তি । কিমেনমিত্যাদিবাক্যন্ত যাবৎ । সমুচ্চরানুষ্ঠানাদেহরোঃ সপ্রযোজকরো-
 নান্বেহপি পুংসো মুক্তির্ন চেৎ, তর্হি তন্ত বন্ধত্বাযোগাৎ কামসৌ দশমবলব্ধতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—
 নামাবশিষ্ট ইতি । কিত্তেরবদবদবহিতান্নাবিচয়া পরমাৎ পরিচ্ছিন্নশ্চেদান্না, তর্হি বন্ধপক্ষস্তৈব
 ভ্রাৎ, ন তু ভোজ্যাজ্ঞপ্তো ব্যাবৃন্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উচ্ছিন্নেতি । সর্বস্ত কৰ্ম্মাদিফলস্ত হৃত্যননঃ
 সমুচ্চরাসাদিতস্ত ভোগাদপ্রাপ্যার্থাভাবাৎ কামাসিদ্ধ্যা কৰ্ম্মাভাবাৎ প্রযোজকরাশেৰ্ছাভা-
 রিতার্থঃ । কিমেনমিত্যাদাবস্তরানাবহস্ত বিচাধিকারিণো নির্ধারণান্তদপেক্ষিত বিচাশেষযে-
 নোবন্তপ্রদ্যাদেয়ারভঃ সম্ভাবয়তি—তত্ত্বোতি । ইতি-শব্দো বর্ণরচীত্যানেন সম্বধ্যতে । তর্হি
 যত্রোক্তপ্রদ্যাদৌ ব্রহ্মবিভোদ্যোক্তে, তন্তৈবায়ত্তো বৃত্তঃ, যত্রোক্ত্যাদিহ বৃত্তেত্যশঙ্ক্য ফলবিচা-
 প্রাপ্তিশেষত্বেন নিবর্তা-মৃত্যুপ্রয়োজকনির্ধারণার্থে যত্রোক্ত্যাদিরিত্যভিপ্রেত্যাহ—এবমিতি । ১

হিরণ্যগর্ভাদিত্যোহনন্তো বা বিচাধিকারী? এতদেহপি, মৃতস্ত জীবতো বা বিচাধিকারো
 বিবক্ষিতব্রুয়তি পূছতি—তত্ত্বোতি । তত্রাত্মাক্ষিপতি—বিশীর্ণোদ্বিষতি । আক্ষেপং ক্ষুটরিভূৎ
 তদীয়াসুক্ষ্মমুদবদতি—সমবনীতেতি । নামমাত্রাবশিষ্টস্তাধিকারো বিচায়ামিতি শেবঃ ।
 সমবনীতপ্রাপ্তেত্যত্র ঐতিং সংবাদয়তি—মৃত ইতি । কথমেতাবতা যথোক্তাক্ষেপসিদ্ধিত্তাহ
 —ন মনোরথেনেতি । উপসংহতপ্রাপ্ত্যন্ত অবগাঢ়ধিকারিত্বমেতচ্ছকার্থঃ । দ্বিতীয়ং শব্দতে—
 অথেনি । অপাবৃত্তো বিচাধিকারীতি শেবঃ । জীবতো ভোজ্যাব্যাবর্তনং সম্যঙ্গিরং বিনা
 দুঃশকমিতি মত্যা পূছতি—তত্ত্বোতি । অপ্রাপ্তে কামো ভবতি, প্রাপ্তে নিবর্তত ইতি প্রসিদ্ধের-
 পরবিচয়া কৰ্ম্মসমুচ্চিত্তয়া হৈরণ্যগর্ভপদপ্রাপ্তিরেব নিবৃত্তিকারণমিতি, শব্দতে—সমন্তেতি ।
 অপরবিচাসমুচ্চিত্তং কৰ্ম্ম হৈরণ্যগর্ভভোগপ্রাপকং ন ভোগ্যানিবৃত্তিসাধনমিতি তৃতীয়ে যুগপাদিত-
 মিতি পরিহরতি—তৎ পূর্বমেবেতি । উক্তমেব ব্যস্তীকূৰ্ণন বিভজ্যতে—কৰ্ম্মসহিতেনেতি । ২

অধৈক্যমেব সমুচ্চিত্তং কৰ্ম্মোত্তমার্থং কিং ন স্তাদন্ত আহ—ন চেতি । উত্তমার্থত্বাভাবং
 সমর্থয়তে—হিরণ্যগর্ভেত্যাদিনা । সমুচ্চিত্তং কৰ্ম্ম নোত্তমার্থমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—ন ইতি ।
 হিরণ্যগর্ভো বিচাধিকারীতি পক্ষং নিক্ষিপতি—অথেনি । দ্বয়মিতি—তন্ত ইতি । নমু মহানু-
 ভাবানামম্মবিশিষ্টানামেব ব্রহ্মবিভোপদিষ্টমানা মোক্ষং ফলয়তি, নান্নাক্ষমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
 সর্বেষামিতি । ন চ ত্বমন্তেহপি যদ্বারা অবগাদি কৃত্বা বিভোদয়ঃ, তদ্বারৈব চিদান্নো মুক্তিসিদ্ধৌ
 কৃতমিতরজ্ঞ অবগাদিনেতি বাচ্যম্ । দ্বারভেদস্তানুষ্ঠাতৃবিভাগাধীনপ্রবৃত্তিপ্রবৃত্ত-প্রয়োজনবহিছো-
 দয়স্ত চ কালনিকষেণ যথাপ্রতিতি ব্যবহোপপত্তেঃ । বস্ততো নির্বিশেষে চিদান্নো নাবিচা-
 বিধে, বন্ধ-মুক্তী চেত্যভিপ্রেত্যা পরপক্ষনিরাকরণমুপসংহত্য ঐতিব্যাখ্যানং প্রোক্তোতি—
 তদ্বাদিতি । ৩

কর্তব্যে ঐতিব্যাখ্যানে যত্রোক্ত্যাক্ষাপূর্বকমবতারয়তি—তত্ত্বোতি । তত্র পুরুষশব্দেন
 বিশ্বাসুক্তোহনন্তরবাক্যে তৎসন্নিধেয়িত্যাশঙ্ক্য বক্ষ্যমাণকৰ্ম্মাশ্রয়ত্বলিঙ্গেন বাধ্যঃ সন্নিধিরিত্যাভি-
 প্রোক্ত্যাহ—অসম্যাক্ষর্পণ ইতি । সন্নিধিবাদে লিঙ্গান্তরমাহ—নিধীয়ত ইতি । তন্ত হি পুনরা-
 দানযোগ-দ্রব্যনিধানেন প্রয়োগদর্শনাদিহাপি পুনরাদানং লোহিতাদেয়াভ্যতি, অতঃ প্রসিদ্ধঃ

সংসারিগোচর এবাং প্রশ্ন ইত্যর্থঃ । অবিদুৰ্বো বাগাদিলগ্নাভাবাভাঙ্মনসি দর্শনাদিত্তি স্মার্য
চাত্ৰ শ্রুতবিরহানেব পুরুষন্তদীয়কলাবিলয়ন্ত শ্রুতিপ্রসিদ্ধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৰ্ব্বত্র ইতি ।
অগ্ন্যাভ্যাশানাং বাগাদিশক্তিতানামপক্রমণেহপি করণানাং তদভাবে তদধিষ্ঠানন্ত দেহতাপি
ভাবেন ভোগসম্ভবার প্রশ্নাবকাশোহস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—তদ্ব্রুতৈতি । দেবতাংশেষুপসংহ্রুতোঁষতি যাবৎ ।
তেবাং ভাভিরনধিষ্ঠিতেষু সত্যত্রিয়াক্ষমহৎ ফলতীত্যাহ—শ্রুতৈতি । করণানামধিষ্ঠাতৃদীনাম
ভোগহেতুত্বাভাবেহপি কথমাশ্রয়প্রশ্নো ভোক্তৃঃ স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিদেহশ্চেতি । প্রশ্নং বিয়ুগোচি
—বমাশ্রয়মিতি । ৪

আহরেত্যাদিপরিহারমবতারয়তি—অত্রৈতি । শীমাংসকা লোকায়তা জ্যোতির্বিবদৌ বিদিতা
দেবতাকাণ্ডীয়া বিজ্ঞানবাদিনো মাধ্যমিকাস্চেত্যনেকে বিপ্রতিপত্তারঃ । ভজন্ত্যায়েনপদ-
প্রচলিতমাত্রপৰ্য্যন্তেন বিচারেণেতি যাবৎ । অত্রৈতি প্রশ্নোক্তিঃ । ৫

নমু প্রষ্টার্তভাগো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ প্রতিবক্তেতি দ্বাবিহোপলভ্যেতে । তথা চ তৌ হেত্যা-
বচনমমুক্তং, তৃতীয়স্মাত্তাভাবাদত আহ—তৌ হেত্যাদীত । তত্রৈত্যেকান্তে স্থিত্বা বিচারায়ত-
মিতি যাবৎ । ন কেবলং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যুঃ, কিন্তু তদেব কালাদিষু হেতুত্বভূতাপগন্তেযু সখ
প্রশংসতুঃ । অতঃ প্রশংসাবচনাং কৰ্ম্মণঃ প্রাধান্তং গম্যতে, ন তু কালাদীনানক্ষেরু
তেবাং কৰ্ম্মধরপনিপত্তৌ কারকভয়া গুণভাবদর্শনাং ফলকালেহপি তৎপ্রাধান্তেন
তদ্বৈতবসম্ভবাদিত্যাহ—ন কেবলমিতি । পুণ্যো বৈ পুণ্যেনেত্যাদি ব্যাচষ্টে—যশ্চা-
ন্যাদিনা । ১৬৫ । ১৩ ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যাক্ষীকার্যং তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়মার্তভাগব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যামুবাদ ।—গ্রহ ও অতিগ্রহরূপী মৃত্যুরূপ বন্ধনের কথা ইতঃপূর্বে কথিত
হইয়াছে, এবং সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুরও মৃত্যু থাকা সম্ভবপর বলিয়া মোক্ষলাভ
যে সম্ভবপর হইতে পারে, এ কথাও অভিহিত হইয়াছে । প্রদীপ নির্বাণের স্তায়
গ্রহ ও অতিগ্রহরূপী মৃত্যুর যে, এখানেই বিলয়, তাহাই পূর্বোক্ত মোক্ষ-শব্দে
অর্থ । এখন সেই যে, গ্রহ ও অতিগ্রহসংজ্ঞক মৃত্যুস্বরূপ বন্ধন, তাহার প্রযোজক
বা কারণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণার্থ “যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ” ইত্যাদি শ্রুতি
আরম্ভ হইতেছে । ১

এখানে কেহ কেহ এক্রপও তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, গ্রহাতিগ্রহ
ও তৎপ্রবর্তক অবিত্তা বিনষ্ট হইলেও পুরুষের মুক্তিলাভ হয় না ; পরন্তু তাহা
দ্বারা কেবল উষরভূমি-স্থানীয় (ক্ষারমৃত্তিকা-স্থানবর্তী) স্বাভা-সমুদ্ভূত অবিত্তা
দ্বারা পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এবং ভোগ্য জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া
কামকর্ম্মবিরহিতভাবে মধ্যবর্তী অবস্থায় বর্তমান থাকে মাত্র । তাহার পরেও
পরমাত্মার সহিত একত্বদর্শনরূপ বিত্তা দ্বারা তাহার দ্বৈতদর্শন আপনয়ন করা
আবশ্যক হয় ; এইজন্য অবশিষ্ট পরমাত্ম-দর্শনের উপদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে ।

তাহারা এইরূপ একটি অপবর্ণনামক মধ্যাবস্থা কল্পনা করিয়া পরবর্তী গ্রন্থের সহিত এই অংশের সম্বন্ধ বা সঙ্গতি সংস্থাপন করিয়া থাকেন । ২

[এখানে আমাদের বক্তব্য এই,] যে সময় পুরুষের সমস্ত করণবর্গ বিশীর্ণ হইয়া স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, সে সময় দেহবিহীন সেই পুরুষের যে, পরমাত্ম-বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন কিপ্রকারে হইতে পারে, একথার জবাব দেওয়া তাহাদের আবশ্যক । তাহারাই বলিয়া থাকেন যে, প্রাণ-বিনাশের পর পুরুষ কেবল নামমাত্রাবশিষ্ট হইয়া থাকে ; স্বয়ং শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, ‘মৃত্যুবস্থায় দেহটি পড়িয়া থাকে’, (সে অবস্থায় দেহেজিয়াদি সাধনসমূহের অভাবেও) যে, বিজ্ঞানিকার থাকিতে পারে, ইহা মনোরথ দ্বারাও উপপাদন করিতে পারা যায় না । আর যদি এরূপ কল্পনা কর যে, সেই পুরুষ জীবিতাবস্থায়ই নামমাত্রাবশিষ্ট থাকে, এবং ভোগোপযোগী সমস্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হয় । [জিজ্ঞাসা করি,] কি কারণে যে, এরূপ সংঘটন হয়, তাহা তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে । যদি বল, তখন সমস্ত দ্বৈত পদার্থের সহিত আত্মার একত্ব বা অভিন্নভাব হইয়া যায়, এইজন্তই এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় ; পূর্বেই এ কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ; [স্মরণ্য এখানে আর বিরূতি করা অনাবশ্যক] । [এখন জিজ্ঞাসা করি—] কক্ষ্মামুষ্ঠানের সম-কালীন দ্বৈতাভিন্নরূপে পরমাত্মদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ যে, মৃত্যুর পর জগদাত্মকতা কিংবা হিরণ্যগর্ভ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কি তাঁহার প্রাণ বিলীন হইবার পরে ? অথবা প্রাণ বিলীন হইবার পূর্বেই—জীবদবস্থাতেই ভোগ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৈরাগ্য বলে পরমাত্মদর্শন বিষয়ে অগ্রসর হন । ৩

অথচ একই পুরুষের একই চেষ্টা দ্বারা যে সাধন নিষ্পাদিত হয়, সেই সাধন দ্বারা ঐ দুইপ্রকার ফল লাভ করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, উহা যদি হিরণ্যগর্ভ-পদপ্রাপ্তিরই সাধন হয়, তাহা হইলে, উহা কখনই ভোগ-নিবৃত্তিকর বৈরাগ্যের সাধন হইতেই পারে না । যদি বল, ঐ সাধনটি যখন পুরুষকে পরমাত্মার দিকে লইয়া যায়, তখন কাজেই উহাকে ভোগনিবৃত্তিরও সাধন বলিতে হইবে । ভাল কথা, তাহা হইলে কখনই উহাকে হিরণ্যগর্ভ-পদপ্রাপ্তির সাধন বলিতে পার না ; [কেননা, হিরণ্যগর্ভপদ কখনই ভোগবিবর্জিত নহে] ; বাহা গতি-সাধন, তাহাই আবার গতিনিবৃত্তিরও (স্থিতিরও) সাধন বা উপায় হইতে পারে না । আর যদি বল, মৃত্যুর পর প্রথমে হিরণ্যগর্ভ-পদ প্রাপ্ত হন, পরে তাহার প্রাণ বিলীন হয়, তাহার পর নামমাত্রাবশিষ্ট থাকিয়া পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের অধিকারী হন, তাহা হইলেও, আমাদের মত লোকের জ্ঞান পরমাত্মজ্ঞান

লাভের উপদেশ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে ; অথচ ‘দেবতাগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল’ ইত্যাদি ঋতি কিন্তু ব্যক্তি-নির্কিংশেবে সকলের সম্বন্ধেই পরম পুরুষার্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন ; অতএব এই প্রকার শাস্ত্রার্থ কল্পনা করা সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট । আমরা এখন ঋতির বার্থ তাৎপর্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব । ৪

গ্রহ ও অতিগ্রহ কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া পুরুষের বন্ধন ঘটায়, তাহা নির্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে আর্ন্তভাগ দ্বিজ্ঞান করিলেন—হস্তমন্তুকাদি-সম্পন্ন অসম্যগদর্শী (আত্মজ্ঞানরহিত) পুরুষ যে সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার বাগিস্থি অগ্নিতে বিলীন হয়, প্রাণ বায়ুতে লীন হয়, চক্ষুঃ সূর্য্যদেবকে প্রাপ্ত হয় ; সর্বত্রই ‘অপ্যোতি’ (প্রাপ্ত হয়) ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে । মন চন্দ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয় পূর্বা দিকে, শরীর পৃথিবীতে, এবং আত্মা—এখানে আত্মা-শব্দে আত্মার অভিব্যক্তি-স্থান হৃদয়াকাশ বুঝাইতেছে—সেই হৃদয়াকাশ চূতাকাশে, লোমসমূহ ওষধিতে (তৃণ লতা প্রভৃতিতে), কেশসমূহ বনস্পতিসমূহে [বিলীন হয় । যে সমস্ত বৃক্ষ পুষ্প ব্যতিরেকে ফল প্রসব করে, সেই সমস্ত বৃক্ষকে বনস্পতি কহে,] এবং লোহিত (রক্ত) ও শুক্র জলে নিহিত (রক্ষিত) হয় । এখানে ‘নিদীয়তে’ পদ-প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, অজ্ঞাত নিহিত (গচ্ছিত) বস্তু যেমন পুনরায় গ্রহণ করা যায়, তেমনি এই শুক্র-শোণিতাদি পদার্থেরও পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুনরায় তাহার সংসারে সমাগম সম্ভবপর হয় । এখানে সর্বত্রই বাগাদি-শব্দে তদভিমানী দেবতার লয় বৃত্তিতে হইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়েরই লয় বৃত্তিতে হইবে না ; কারণ, মুক্তিলাভের পূর্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কখনই আত্মাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় না । সে সময় কেবল নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ হস্তচ্যুত অস্ত্রের স্তায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, এবং কর্তা পুরুষও দেহ বিনষ্ট হওয়ার অব্যাহীন হইয়া পড়ে ; [মৃতরাং কোন কার্য্য করিতে পারে না] ; এই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন হইল—“কায়ং তদা পুরুষো ভবতি”—পুরুষ (আত্মা) তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ?—যে আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া সে পুনর্বার নূতন করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করে, এবং বাহার দরুণ উক্ত গ্রহ ও অতিগ্রহাত্মক বন্ধন সংঘটিত হয়, সেই বস্তুটি কি ? ইহা হইল আর্ন্তভাগের প্রশ্ন । ৫

এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এ বিষয়ে বিস্তারিত মতভেদ আছে—বিভিন্ন বাদিগণ এখানে স্বভাব, বদৃচ্ছা (আকস্মিক সংঘটন), কাল, কর্ম্ম, দৈব,

বিজ্ঞানমাত্র ও শূন্যকে কারণরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন ; (১) অতএব, এ বিষয়ে বহুতর বিরুদ্ধ মতভেদ বিद्यমান থাকায়, ছন্ন-কথার নিয়মানুসারে [তত্ত্বনির্ণয়পর কথাকে 'ছন্ন' কথা বলে ।] এই বিষয়টি নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না ; আর্ন্তভাগ, তুমি যদি এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে হস্ত প্রসারণ কর—(অথবা আমার হস্ত গ্রহণ কর), আমরা উভয়েই তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যাহা সারতত্ত্ব, তাহা নিরূপণ করিব ; কারণ ? যেহেতু আমাদের এই বিজ্ঞেয় বিষয়টি সম্বন্ধে—বহুজনসমাকীর্ণ স্থানে নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে । অতএব বিচারের প্রহর চল, আমরা উভয়ে নিভৃত স্থানে গমন করি । ৬

‘তোঁ হ’ ইত্যাদি কথাগুলি ঋতির উক্তি । সেই যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্ন্তভাগ নিভৃত স্থানে যাইয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—যে সমস্ত লোক লোকসিদ্ধ বিষয়সমূহ অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধান্তবিশেষ সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রথমে তাঁহারা তাঁহাদের সেই সমস্ত মতের এক একটি বিষয় ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন আলোচনার পর, তাঁহারা অত্যাশ্রয় বাদিগণের মতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ; তাঁহারা বারংবার দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধাত্মক সংসারের হেতুভূত কৰ্ম্মের কথাই বলিয়াছিলেন ; কেবল যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; পরন্তু কাল, কৰ্ম্ম, দৈব ও ঈশ্বরের কারণতা স্বীকারের পর, যাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে কৰ্ম্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন ; কেন না, যেহেতু পুনঃ পুনঃ যে, গ্রহাতিগ্রহাদিময় কার্য্য-করণ গ্রহণ (শরীরধারণরূপ সংসারলাভ), কৰ্ম্মকেই তাহার প্রধান প্রযোজক (হেতু) বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন ; কারণ, মানুষ্য শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর তদ্বিপরীত পাপ কৰ্ম্ম দ্বারা পাপী হয় । যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে প্রস্তোত্তর প্রদান করিলে পর জ্ঞানৎকারব আর্ন্তভাগ বুঝিলেন যে, বিচারে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করা, আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তখন তিনি প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৬৫ ॥ ১৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় আর্ন্তভাগ ব্রাহ্মণের

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—লোকায়ত্ত নাস্তিকগণ স্বভাব ও যদৃচ্ছাকে, জ্যোতির্বিদগণ কালকে, কৰ্ম্মমীমাংসকগণ কৰ্ম্মকে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বুদ্ধিবিজ্ঞানকে কারণ বলেন, আর মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যকেই কারণ বলিয়া নির্দেশ করে ।

তৃতীয়ে ভ্রাক্ষণম্।

আভাস-ভাষ্যম্।—অথ হৈনং ভুক্ত্যর্গাহারনিঃ পপ্রচ্ছ। গ্রহাতি-
গ্রহলক্ষণং বন্ধনমুক্তম্; যস্মাৎ সপ্রযোজকাং মুক্তো মুচ্যতে, যেন বা বন্ধঃ
সংসরতি, স মৃত্যুঃ; তস্মাচ্চ মোক্ষ উপপদ্যতে, যস্মাৎ মৃত্যোর্মৃত্যুরস্ति।
মুক্তস্ত চ ন গতিঃ কচিৎ, সর্কোৎসাদো নামমাত্রাবশেষঃ প্রদীপনির্কীর্ণবদिति
চাবধৃতম্। তত্র সংসরতাং মুচ্যমানানাঞ্চ কার্য্যকরণানাং স্বকারণ-সংসর্গে সমানে
মুক্তানামত্যস্তমেব পুনরুপাদানম্, সংসরতাস্ত পুনঃ পুনরুপাদানং যেন প্রযুক্তানাং
ভবতি, তৎ কর্ম্মেত্যবধারিতং বিচারণপূর্ব্বকম্; তৎক্ষয়ে চ নামাবশেষেণ
সর্কোৎসাদো মোক্ষঃ। ১

টীকা।—ভ্রাক্ষণান্তরবত্যাধ্য বৃত্তঃ কর্ত্তয়তি—অপেত্যাধিনা। উক্তমেব তত্ত্ব মৃত্যুত্বং ব্যক্তী-
করোতি—বস্মাদিতি। অগ্নির্কৈ মৃত্যুরিত্যাদাবৃত্তং স্মারয়তি—তস্মাদিতি। যত্রায়মিত্যাदा-
বৃত্তমমুদ্রবতি—মুক্তস্ত চেতি। যত্রান্তেত্যাদৌ নির্ণাতমমুদ্রাবতে—ভদ্রেতি। পূর্ব্বভ্রাক্ষণস্ত্রৈ।
ঐহঃ সপ্তমর্থঃ। তত্ত্ব চাবধারিতমিচ্ছানেন সম্বন্ধঃ। সংসরতাং মুচ্যমানানাং চ যানি কার্য্যকরণানি
তেষামিতি বৈয়ধিকরণম্। অমুপাদানমুপাদানমিত্যভ্যত্র কার্য্যকরণানামিতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণো
ভাবাভাবাত্মাং বন্ধমোক্ষাবৃত্তৌ, ভাবাভাববাহা। কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বং শৃটয়তি—তৎক্ষয়ে চেতি।

তচ্চ পুণ্যপাপাধ্য কৰ্ম্ম “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন”
ইত্যবধারিতত্বাৎ; এতৎকৃতঃ সংসারঃ। তত্রাপুণ্যেন স্বাবরজজন্মেষু স্বভাব-
দুঃখবহুলেষু নরকতির্য্যাক্প্রেতাदिषু চ দুঃখমমুভবতি—পুনঃপুনর্জায়মানো
ত্রিয়মাণশ্চ—ইত্যেতদ্ রাজবত্বাৎ সৰ্ললোকপ্রসিদ্ধম্। যন্ত শাস্ত্রীয়ঃ পুণ্যো বৈ
পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, তত্রৈবাদয়ঃ ক্রিয়তে ইহ ত্রুত্যা; পুণ্যমেব চ কৰ্ম্ম
সৰ্লপুরুষার্থসাধনমিতি সৰ্কে ত্রুতিস্বতিবাদাঃ। মোক্ষস্তাপি পুরুষার্থত্বাৎ
তৎসাধ্যতা প্রাপ্তা; যাবদ্বাবৎ পুণ্যাকৰ্ম্মঃ, তাবত্তাবৎ ফলোৎকৰ্ম্মপ্রাপ্তিঃ;
তস্মাদুত্তমেন পুণ্যাকৰ্ম্মেণ মোক্ষো ভবিষ্যতীত্যাদি শ্রুত্যা; সা নিবর্ত্তয়িতব্য।
জ্ঞানসহিতস্ত চ প্রকৃষ্টস্ত কৰ্ম্মণ এতাবতী গতিঃ, ব্যাকৃত-নামরূপাস্পদত্বাৎ কৰ্ম্মণ
তৎফলস্ত চ; নতু অকার্য্যে নিভ্যে অব্যাকৃতত্বমিহি অনামরূপাত্মকে ক্রিয়াকারক-
ফলস্বভাববৰ্জ্জিতে কর্ম্মণো ব্যাপারোহিতি। যত্র চ ব্যাপারঃ, স সংসার
এবেত্যস্তার্থস্ত প্রদৰ্শনায় ভ্রাক্ষণমারভ্যতে। ২

পুণ্যপাপয়োক্তয়োরাপি সংসারফলদাবিশেষাৎ পুণ্যফলবৎ পাপফলমপ্যত্র বক্তব্যমস্তথা ততো

বিরাগাযোগানিত্যাশকা বস্তুভ্রমণস্ত তাৎপর্যং বক্তুং ভূমিকাং কৰোতি—তদ্বৈতি । পুণ্যে-
পুণ্যে চ নিৰ্দ্ধারণার্থী সপ্তমী স্বতাবদুঃখবহলেবিত্যুত্তরতঃ সধ্যতে । তর্হি পুণ্যকলমপি সর্ব-
লোকপ্রসিদ্ধতান্নাং বক্তব্যমিত্যাশকাহ—যাতি । শাস্ত্রীঃ স্বধাতুভবমিত শেখঃ । ইহেতি
ব্রাহ্মণোক্তিঃ । শাস্ত্রীঃ কর্ম সর্বমপি সংসারফলমেবেতি বক্তুং ব্রাহ্মণমিত্যুক্ত্য শঙ্কোত্তরতেনাপি
তদবতারংতি—পুণ্যমেবেত্যাदिना । মোক্ষস্ত পুণ্যসাধ্যত্বং বিধাতুরেণ সাধয়তি—যাবদ্ব্যব-
দিত্তি । কথং তস্তা নিবর্তনমিত্যাশকাহ—জ্ঞানসহিতস্তোতি । সমুচ্চিতমপি কর্ম সংসার-
ফলমেবেত্যত্র হেতুমাং—ব্যাকুতেতি । মোক্ষেহপি স্বর্গাদাবিব পুরুষার্থত্বাবিশেষাৎ কর্মণো
ব্যাপারঃ স্তাদিত্যাশকাহ—ন ত্বিত্তি । অকার্যত্বমুৎপত্তিহীনত্বম্ । নিত্যত্বং নাশশূন্যত্বম্ ।
অব্যাকৃতত্বম্ভিৎ ব্যাকৃতনামরূপরাহিত্যম্ । ‘অশরম্পর্শম্’ ইত্যাদি শ্রুতিমাত্রিত্যাহ—অনা-
মেতি । ‘নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্’ ইত্যাদিশ্রুতিমাত্রিত্যাহ—ক্রিয়মেতি । চতুর্কিঞ্চিদ্রিয়ফলবিলক্ণে
মোক্ষে কর্মণো ব্যাপারো ন সম্ভবতীতি ভাবঃ । নহু আ স্বাগোরা চ এজাপতেঃ সর্বত্র কর্ম-
ব্যাপারঃ কথং মোক্ষে এজাপতিভাবলক্ণে তদ্ব্যাপারো নাতি, তত্রাহ—যত্র চেতি । কর্ম-
কলস্ত সর্বস্ত সংসারত্বমেবেতি কৃতঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—ইত্যন্তেতি । ২

যত্ কৈশ্চিদ্রূঢ়তে—বিদ্যাসহিতং কর্ম নিরতিসন্ধি বিষ-দধ্যাদিবৎ
কার্য্যান্তরমারভত ইতি ; তদ্ব, অনারভ্যত্বং মোক্ষস্ত । বন্ধননাশ এব হি
মোক্ষঃ, ন কার্য্যভূতঃ ; বন্ধনঞ্চ অবিচ্ছেদ্যবোচ্যাম । অবিদ্যাসাশ্চ ন কর্মণা
নাশ উপপত্ততে, দৃষ্টবিষয়ত্বাচ্চ কর্মসামর্থ্যাত্ম, —উৎপত্ত্যাপ্তি-বিকার-সংস্কারা
হি কর্মসামর্থ্যাত্ম বিষয়াঃ ; উৎপাদয়িতুং প্রাপয়িতুং বিকল্পুং সংস্কল্পুং চ সামর্থ্যং
কর্মণঃ, নাতো ব্যতিরিক্তবিষয়োহস্তি কর্মসামর্থ্যাত্ম, লোকেহপ্রসিদ্ধত্বাৎ ; ন
চ মোক্ষ এবাং পদার্থানামন্ততমঃ ; অবিদ্যামাত্রব্যবহিতইত্যবোচ্যাম । ৩

বিদ্যাসহিতমপি কর্ম সংসারফলং বিচৈব মোক্ষার্থেতি স্বপক্ষপক্ষার্থং বিচারয়ন পূর্বপক্ষয়তি
—যতি । যথাকৈবলং বিষদধ্যাদি মরণজরাদিকরমপি মরণশরাদিভুক্তং জীবনপুণ্ড্রাত্মরভতে,
তথা স্বতো বন্ধফলমপি কর্ম ফলাভিলাষমন্তরেণানুষ্ঠিতং বিদ্যাসমুচ্চিতং মোক্ষায় ক্ষমমিত্যর্থঃ ।
মুক্তে: সাধ্যত্বাদীকারে সমুচ্চিতকর্মসাধ্যত্বং স্তাৎ, ন তু তস্তাং সাধ্যত্বং ধীমাত্মরত্ত্বাদিত্যুত্তরমাং
—তদ্বৈতি । হেতুমেব সাধয়তি—বন্ধনেতি । কিং তদ্বন্ধনং, তদাহ—বন্ধনং চেতি । অবিদ্যা-
নাশোহপি কর্মারম্ভো ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ—অবিদ্যারান্ধেতি । মোক্ষে ন কর্মসাধ্যোহ-
বিভাস্তমরত্বাদ্রবিভাস্তমরবদিত্যর্থঃ । তত্রৈব হেতুত্তরমাং—দৃষ্টবিষয়ত্বাচ্চেতি । ন কর্মসাধ্যা
মুক্তিরিতি শেখঃ । তদেব স্পষ্টয়তি—উৎপত্তীতি । উক্তমেব কর্মসামর্থ্যবিষয়মরব্যতিরেকাত্যাং
সাধয়তি—উৎপাদয়িতুমিতি । অপ্রসিদ্ধত্বাদিত্তি চ্ছেদঃ । উৎপত্ত্যানীনা মন্ততমত্বান্ন মোক্ষশ্রুপি
কর্মসামর্থ্যবিষয়তা স্তাদিত্তি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি । নিত্যত্বান্নত্বাৎ কূটস্থান্নিত্যভুক্তত্বান্নি-
ত্বগত্বাচ্চেত্যর্থঃ । আন্তত্বতো যথোক্তো মোক্ষস্তর্হি কিমিতি সর্বেষাং ন প্রথত । ইত্যশকাহ—
অবিচ্ছেদিত্তি । ৩

বাঢ়ম্ ; ভবতু কেবলশ্চৈব কৰ্মণ এবং স্বভাবতা ; বিদ্যাসংযুক্তস্ত তু নিরতি-
সকর্ভবতি অত্রথা স্বভাবঃ ; দৃষ্টং হি অত্রশক্তিভেদে নিক্তাতানামপি পদার্থানাং
বিষ-দধ্যাদীনাং বিদ্যা-মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানামত্রবিষয়ে সামর্থ্যম্ ; তথা কৰ্ম্মণো-
হ্যপ্যস্তি চেৎ ; ন ; প্রমাণাভাবাৎ,—তত্র হি কৰ্ম্মণ উক্তবিষয়ব্যতিরেকেণ
বিষয়ান্তরে সামর্থ্যাস্তিভেদে প্রমাণম্—ন প্রত্যক্ষং, নানুমানম্, নোপমানম্, নার্থা-
পত্তিঃ, ন শব্দোহস্তি । ৪

উক্তং কৰ্ম্মসামর্থ্যং পূর্ব্বাভঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি । অঙ্গীকারমেব ফোররতি—ভবতিতি ।
এবং স্বভাবতোৎপাদনাদৌ সমর্থতা । কা তর্হি বিপ্রতিপত্তিস্তত্রাহ—বিদ্যাসংযুক্তস্তেতি ।
অত্রথা স্বভাবকত্ববিশিষ্টকালবিলম্বকণেহপি মোক্ষে সমর্থতেতি যাবৎ । উৎপত্তাদৌ সমর্থস্ত
কৰ্ম্মণো বিদ্যাসংযুক্তস্ত তবিলম্বকণেহপি মোক্ষে সামর্থ্যমন্তীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—দৃষ্টং হীতি । উক্ত-
দৃষ্টান্তবশাৎ কৰ্ম্মণোহপি কেবলস্ত সংসারকলস্ত বিদ্যাসংযোগানুমুক্তিকলত্বমপি শ্রাদিত্যাহ—
তথেন্ধি । সমাধস্তে—নেত্যাদিনা । ৪

নহু ফলাস্তরাভাবে চোদনাত্তথানুপপত্তিঃ প্রমাণমিতি । ন হি নিত্যানাং
কৰ্ম্মণাং বিশ্বজিগ্মাস্যেন ফলং কল্যাতে ; নাপি ফ্রুতং ফলমস্তি ; চোচ্ছস্তে
চ তানি ; পারিশেষ্যাৎ মোক্ষস্তেবাং ফলমিতি গম্যতে, অত্রথা হি পুরুষা
ন প্রবর্তেরন । ৫

অতীন্দ্রিয়বাৎ কৰ্ম্মণো মুক্তিসাধনত্বে এতাক্ষাত্তসত্তবেহ্যপ্যর্থপত্তিরন্তীতি শকতে—নহিতি ।
নিত্যেযু কৰ্ম্মসু মোকাতিরিক্তস্ত ফলস্ত ফ্রুতস্তাভাবে সতি তদুপলভ্যমানচোদনারা মোক্ষফলত্বং
বিনানুপপত্তিস্তেবাং তৎসাধনত্বে মানমিত্যর্থঃ । নহু বিশ্বজিতা যজ্ঞেতেত্যত্র যাগকর্তব্যতারূপো
নিয়োগোহবগম্যতে, তস্ত নিযোজ্যসাপেক্ষত্বাৎ “স স্বর্গঃ, স্ত্রাৎ সর্বান্ প্রত্যাবিশিষ্টত্বাৎ” ইতি
স্ত্রায়েন স্বর্গকামো নিযোজ্যোহঙ্গীকৃতঃ, তথা নিত্যেহপি কৰ্ম্মসু ভবিষ্যতি স্বর্গো নিযোজ্যাবিশেষণম্,
অত আহ—ন হীতি । জীবন্ জুহুয়াদিতি জীবনবিশিষ্টস্ত নিযোজ্যস্ত লাভার নিত্যেযু স্বর্গো
নিযোজ্যাবিশেষণমিত্যর্থঃ । নহু জীবনবিশিষ্টোহপি ফলাভাবে ন নিযোজ্যঃ স্ত্রান্ত্বাচ “কৰ্ম্মণা
পিতৃলোকঃ” ইতি ফ্রুতং ফলং তেযু কল্লভিত্তে, নেত্যাহ—নাপীতি । নিত্যবিধিপ্রকরণে পিতৃ-
লোকবাক্যস্তাত্ত্রাবণামিত্যর্থঃ । তর্হি ফলাভাবাচ্চোদনৈব মা ভূদিত্তি চেত্নেত্যাহ—চোচ্ছস্তে
চেতি । তথাপি ফলাস্তরঃ কল্যাত্মিত্যাপেক্ষা কল্যাভাবান্ মৈবমিত্যাভিপ্রোক্তাহ—পারি-
শেষ্যাদিতি । মুক্তেৎ কল্লকং তদেব ফলাস্তরস্তাপি কিং ন স্ত্রাৎ, ইত্যাপেক্ষা তস্ত নিরতিশয়ফল-
বিষয়বান্ মুক্তিকল্লকত্বমেবেত্যভিপ্রোক্তাহ—অন্তথেন্ধি । ৫

নহু বিশ্বজিগ্মাস্য এবাস্তাতং, মোক্ষস্ত ফলস্ত কল্লিতত্বাৎ ; মোক্ষে
চাত্তম্বিন্ বা ফলেহকল্লিতে পুরুষা ন প্রবর্তেরন—ইতি মোক্ষঃ ফলং কল্যাতে
ফ্রুতার্থাপত্তা, যথা বিশ্বজিতি । নহু এবং সতি কথমুচ্যতে, বিশ্বজিগ্মাস্যো ন
ভবতীতি ; ফলং চ কল্যাতে, বিশ্বজিগ্মাস্যচ ন ভবতীতি বিপ্রতিষিদ্ধমভিধীয়তে ।

মোক্ষঃ ফলমেব ন ভবতীতি চেৎ ; ন, প্রতিজ্ঞাহানাৎ ; কৰ্ম্ম কার্যাস্তরং বিষ-
দধ্যাদিবদারভত ইতি হি প্রতিজ্ঞাতম্ ; ন চেন্মোক্ষঃ কৰ্ম্মণঃ কার্যং ফলমেব ন
ভবতি, সা প্রতিজ্ঞা হীয়েত । কৰ্ম্মকার্যদে চ মোক্ষস্ত স্বর্গাদিফলেভ্যো বিশেষো
বক্তব্যঃ । ৬

অমুপপত্ত্যা চেন্নিবোজ্যলাভায় নিত্যে ফলং কল্পান্তে, কথং তর্হি বিষজিহ্মারো ন আপ্রো-
ভীতি সিদ্ধান্তী প্রতাহ—নদ্বিতি । উক্তমেব বিবৃণোতি—মোক্ষে চেতি । অকল্পিতে সতীতি
হেদঃ । প্রতীতিপত্ত্যা বিধেঃ প্রতস্ত এবর্তকত্বামুপপত্তোতি যাবৎ । বিষজিত্বীবি নিত্যে
মোক্ষে ফলে কল্পমানেন সতি কলিতমাহ—নধেবমিতি । কথমিত্যুক্তামমুপপত্তিম্বেব স্মৃটয়তি—
ফলং চেতি । ফলকল্পনায়াং বিষজিহ্মারোহবতরতি, মোক্ষস্ত বরুপহিত্তিভেনামুৎপাতত্যাং
ফলমেব ন ভবতীতি শকন্তে—মোক্ষ ইতি । নিগ্রহমুদ্ভাবঃ স্তরমাহ—নেতি । প্রতিজ্ঞাহানং
একটয়তি—কর্মেত্যাदिना । কৰ্ম্মকার্যদং মুক্তেরূপেত্যোক্তং, তদেবাস্তুক্তিমিত্যাহ—কৰ্ম্মকার্যদে
চেতি । ৬

অথ ‘কৰ্ম্ম-কার্যং ন ভবতি নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং ফলং মোক্ষঃ’ ইত্যস্তা বচন-
ব্যক্তেঃ কোহর্থ ইতি বক্তব্যম্ । ন চ কার্য-ফলশব্দভেদমাত্রেন বিশেষঃ শক্যঃ
কল্পয়িতুন্ । অফলঞ্চ মোক্ষঃ, নিতৈশ্চ কৰ্ম্মভিঃ ক্রিয়তে,—নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং ফলং
ন কার্যমিতি চ—এবোহর্থো বিপ্রতিষিদ্ধোহভিধীয়তে—যথাগ্নিঃ শীত ইতি । ৭

ফলদেহপি কৰ্ম্মকার্যদং ন মুক্তেরত্তীত্বাং দোষঃ পরিহর্ষু চোদয়তি—অধেতি । প্রতিজ্ঞা-
বিরোধেন প্রতিবিধন্তে—নিত্যানামিতি । ফলত্বমসীকৃত্য কার্যদেহনসীকৃতে কথং ব্যাঘাত
ইত্যাশক্যাহ—ন চেতি । বিশেষোহর্থগত ইতি শেবঃ । ফলত্বমসীকৃত্য কার্যদানসীকারে
ব্যাঘাতমুক্ত্যৈব পরীত্যোহপি তং ব্যুৎপাদয়তি—অফলং চেতি । আত্মং ব্যাঘাতং দৃষ্টান্তেন
স্মৃটয়তি—নিত্যানামিতি । ৭

জ্ঞানবদिति চেৎ, যথা জ্ঞানস্ত কার্যং মোক্ষঃ জ্ঞানেনাক্রিয়মাণোহপ্যুচ্যতে,
তদ্বৎ কৰ্ম্মকার্যদমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞান-নিবর্তকত্যাং জ্ঞানস্ত ; অজ্ঞানব্যবধান-
নিবর্তকত্যাং জ্ঞানস্ত মোক্ষো জ্ঞানস্ত কার্যমিত্যুপচর্য্যতে ; ন তু কৰ্ম্মণা নিবর্তয়ি-
তব্যমজ্ঞানম্ ; ন চাজ্ঞানব্যতিরেকেণ মোক্ষস্ত ব্যবধানান্তরং কল্পয়িতুং শক্যম্,
নিত্যাত্মোক্ষস্ত সাধকস্বরূপাব্যতিরেকাচ্চ—যৎ কৰ্ম্মণা নিবর্তেত্য । ৮

দৃষ্টান্তেন ব্যাঘাতং পরিহরন্নশকন্তে—জ্ঞানবদिति চোদয়তি । তদেব স্মৃটয়তি—অধেতি ।
দৃষ্টান্তঃ বিষটয়তি—নেতি । জ্ঞানস্ত মোক্ষ-ব্যবধিভূতাজ্ঞাননিবর্তকত্যাং মোক্ষন্তেনাক্রিয়মাণো-
হপি তৎকার্যমিতি ব্যপদেশভাগু ভবতীত্যর্থঃ । তদেব স্মৃটয়তি—অজ্ঞানেতি । দার্ষ্টান্তিকং
নিরাচষ্টে—ন দ্বিতি । যৎ কৰ্ম্মণা নিবর্তেত্য, তদ্বোক্তস্ত ব্যবধানান্তরং কল্পয়িতুং ন তু শক্যমিতি
সব্ধকঃ । ব্যবধানবৎসে কৰ্ম্মণোগ্রবেশেহপি মুক্তাবেব তৎপ্রবেশঃ শ্রাদ্ধিতি চেন্নেত্যাহ—
নিত্যাদিতি । ৮

অজ্ঞানমেব নিবর্তয়তীতি চেৎ ; ন, বিলক্ষণত্বাৎ,—অনভিব্যক্তিরজ্ঞানম্
অভিব্যক্তিলক্ষণেন জ্ঞানেন বিরূধ্যতে ; কৰ্ম তু নাজ্ঞানেন বিরূধ্যতে ; তেন
জ্ঞানবিলক্ষণং কৰ্ম । যদি জ্ঞানাভাবঃ, যদি সংশয়জ্ঞানম্, যদি বিপরীতজ্ঞানং
বা উচ্যতে অজ্ঞানমিতি ; সৰ্ব্বং হি তদজ্ঞানেনৈব নিবর্তেত, ন তু কৰ্মণা,
অন্ততমেনাপি বিরোধাভাবাৎ । ৯

নিত্যকৰ্মনিবর্তাৎ ব্যবধানান্তরং মা ভূৎ, অজ্ঞানমেব তদ্বিবর্তাৎ ভবিষ্যতি, তথা চ মোক্ষস্ত
কৰ্মকাৰ্য্যবৎ শকাবুপচরিতুমিতি শব্দে—অজ্ঞানমেবেতি । কৰ্মণো জ্ঞানাবিলক্ষণত্বাজ্ঞান-
নিবর্তকত্বমিত্যুত্তরমাহ—ন বিলক্ষণত্বাদিতি । বৈলক্ষণ্যমেব একটরতি—অনভিব্যক্তিরিতি ।
ইতচ্চ জ্ঞাননিবর্ত্যমেবাজ্ঞানমিত্যাহ—যদীতি । অন্ততমেন নিত্যাদিনা বাস্তব সমস্তেন বা
শ্রোতেন স্মার্তেন বেদার্থঃ । কৰ্মাজ্ঞানরোরবিরোধো হেতুর্হঃ । ৯

অথাদৃষ্টং কৰ্মণামজ্ঞাননিবর্তকত্বং কল্পমিতি চেৎ ; ন, জ্ঞানেনাজ্ঞাননিবর্ত্যে
গম্যমানায়ামদৃষ্টনিবৃত্তিকল্পনানুপপত্তেঃ ; যথা অবধাতেন ত্রীহীণাং ত্বনিবর্ত্যে
গম্যমানায়াম্ অগ্নিহোত্রাদি-নিত্যকৰ্মকাৰ্য্যা অদৃষ্টা ন কল্পাতে ত্বনিবৃত্তিঃ, তদ্বদ্
অজ্ঞাননিবৃত্তিরপি নিত্যকৰ্মকাৰ্য্যা অদৃষ্টা ন কল্পাতে । জ্ঞানেন বিরুদ্ধত্বঞ্চ
অসংক্ৰং কৰ্মণামবোচাম ; যদবিরুদ্ধং জ্ঞানং কৰ্মভিঃ, তদেব লোকপ্রাপ্তিনিমিত্ত-
মিত্যুক্তম্, “বিষ্ণুরা দেবলোকঃ” ইতি শ্রুতেঃ । ১০

অজ্ঞাননিবর্তকত্বং কৰ্মণো নাহয়ব্যতিরেকসিদ্ধং, কিন্তুদৃষ্টমেব কল্পমিতি শব্দে—অথেনি ।
দৃষ্টে সত্যদৃষ্টকল্পনা ন স্ত্যথেনি পরিহরতি—ন জ্ঞানেনেতি । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন বুদ্ধাবারোপয়তি
—যথেন্যাদিনা । অদৃষ্টেতি ত্বেবঃ । অস্ত জ্ঞানদজ্ঞানধ্বন্তিঃ, কিন্তু কৰ্মসমুচ্চিতাদিত্যাশকাহ
—জ্ঞানেনেতি । নমু কৰ্মভিরবিরুদ্ধমপি হিরণ্যগর্ভাদিজ্ঞানমতি, তথা চ সমুচ্চিতং জ্ঞানমজ্ঞান-
ধ্বংসি ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—যদবিরুদ্ধমিতি । ১০

কিঞ্চাত্বৎ, কল্পো চ ফলে নিত্যানাং কৰ্মণাং শ্রুতানাম্, যৎ কৰ্মভিঃবিরূধ্যতে
—দ্রব্যগুণকৰ্মণাং কাৰ্য্যমেব ন ভবতি,—কিং তৎ কল্পাতাম্, যস্মিন্ কৰ্মণঃ
সামর্থ্যমেব ন দৃষ্টম্ ? কিংবা যস্মিন্ দৃষ্টং সামর্থ্যম্ ? যচ্চ কৰ্মণাং ফলমবিরুদ্ধম্,
তৎ কল্পাতামিতি । পুরুষপ্রবৃত্তিজননায় অবশ্যং চেৎ কৰ্মফলং কল্পয়িতব্যম্—
কৰ্মাবিরুদ্ধবিষয় এব শ্রুতার্থাপত্তেঃ ক্ষীণত্বাৎ, নিত্যো মোক্ষঃ ফলং কল্পয়িতুং ন
শক্যঃ, তদ্ব্যবধানাজ্ঞাননিবৃত্তিৰ্কা, অবিরুদ্ধত্বাদ্ দৃষ্টসামর্থ্যবিষয়ত্বাচ্ছেতি । ১১

নিত্যানাং কৰ্মণাং সমুচ্চিতানামনসমুচ্চিতানাং চ ধরুণহিতৌ মোক্ষে তৎপ্রতিবন্ধকাজ্ঞান-
ধ্বন্তৌ বা নাদৃষ্টং সামর্থ্যং কল্পমিত্যুক্তম্, ইদানীং তৎকল্পনামসীকৃত্যপি দূষয়তি—কিঞ্চেতি ।
কৰ্মণাং নাতি মোক্ষে সামর্থ্যমিত্যেতদ্বক্তাদেব কাৰণম্ ভবতি, কিং বস্তুচ কাৰণং তত্রাতী-
ত্যর্থঃ । তদেব দর্শয়িতুং বিচারয়তি—কল্পো চেতি । বিরোধনভিনয়তি—দ্রব্যেনি । কাৰ্য্যত্বা-

ভাবঃ সমর্থয়তে—যস্মিন্নিতি । পক্ষান্তরমাহ—কিং বেতি । সামর্থ্যবিষয়ঃ বিশদয়তি—যচেতি ।
কথমিহ নির্ণয়ন্তত্ৰাহ—পুরুষেতি । কল্পয়িতব্যং ফলমিতি সৰ্ব্বকঃ । উৎপত্তাদীনামমুতমো
হি কর্মভিরবিরুদ্ধো বিষয়ঃ । তত্রৈব নিত্যকর্মগোদনানুপপত্তেকপশান্তত্বান্নিত্যকর্মফলত্বেন
মোক্ষস্তব্যবধানাজ্ঞাননিবৃত্তির্বা ন শক্যতে কল্পয়িতুন্ম । কর্মাজ্ঞানয়োর্কিরোধাত্ৰাবং দৃষ্টং
সামর্থ্যং যস্মিন্ ৎপত্ত্যাদৌ, তদ্বিষয়ত্বাচ্চ কর্মণঃ, তদ্বিলক্ষণে মোক্ষে ন ব্যাপারঃ । তথা চ নিত্য-
কর্মবিধিবশাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিসম্পাদনায় ফলং চেৎ কল্পয়িতব্যং, তর্হি তদ্বৎপত্তাদীনামমুতমমেব
তদবিরুদ্ধং কল্প্যমিত্যর্থঃ । ইতি-শব্দঃ শ্রুতার্থাপত্তিপরিহারসমাপ্ত্যর্থঃ । ১১

পারিশেষ্যাত্মায়াং মোক্ষ এব কল্পয়িতব্য ইতি চেৎ—সর্বেষাং হি কর্মণাং সর্বং
ফলম্ ; ন চাত্মং ইতরকর্মফলব্যতিরেকেণ ফলং কল্পনায়োগ্যমস্মি ; পরিশিষ্টে
মোক্ষঃ ; স চেষ্টে বেদবিদাং ফলম্ ; তস্মাৎ স এব কল্পয়িতব্য ইতি চেৎ ; ন,
কর্মফলব্যক্তীনামানন্ত্যাং পারিশেষ্যাত্মানুপপত্তেঃ ; ন হি পুরুষেচ্ছাবিষয়াণাং
কর্মফলানামেতাবৎ নাম কেনচিদসর্বজ্ঞেনাবধৃতম্, তৎসাধনানাং বা পুরুষে-
চ্ছানাং বা অনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাৎ পুরুষেচ্ছাবিষয়সাধনানাঞ্চ পুরুষেষ্টফল-
প্রযুক্তত্বাৎ ; প্রতিপ্রাণি চ ইচ্ছানৈচিত্র্যাং ফলানাং তৎসাধনানাং চানন্ত্যসিদ্ধিঃ ;
তদানন্ত্যাচ্চ অশক্যমেতাবৎ পুরুষৈর্জ্ঞাতুন্ম ; অজ্ঞাতে চ সাধনফলেতাবত্তে কথং
মোক্ষস্ত পরিশেষসিদ্ধিরিতি । ১২

মোক্ষ এব নিত্যানাং কর্মণাং ফলত্বেন কল্পয়িতব্যঃ পারিশেষ্যাত্মাদিতি শব্দতে—পারি-
শেষ্যেতি । পারিশেষ্যাত্ম্যমেব বিশদয়তি—সর্বেষামিতি । সর্বং স্বর্ণপশুপুত্রাদীতি যাবৎ ।
তথাপি মোক্ষাদমুতমেব নিত্যকর্মফলং কিং ন জ্ঞাতত্ৰাহ—ন চেতি । মোক্ষস্তাপীতরকর্মফল-
নিবেশমাশঙ্ক্যাহ—পরিশিষ্টেচেতি । তন্ত ফলত্বমেব কথং সিদ্ধং, তত্ৰাহ—স চেতি । পরি-
শেষ্যাত্মমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি । পারিশেষ্যাসিদ্ধ্যা দুষয়তি—নেতি ।

কর্মফলব্যক্ত্যানন্ত্যমুক্তং বানন্তি—ন ইতি । ফলবৎ ফলসাধনানাং ফলবিষয়েচ্ছানাং চানন্ত্যাং
কথয়তি—তৎসাধনানামিতি । তদানন্ত্যে হেতুর্মাহ—অনিয়তেতি । ইচ্ছাত্তানন্ত্যে হেতুস্তর-
মাহ—পুরুষেতি । এতাৎকং নাম নাতীতুস্তরম্ সৰ্ব্বকঃ । পুরুষস্তেইং ফলং শোভনাধ্যাস-
বিষয়ত্বং, তত্র বিষয়িণাং শোভনাধ্যাসেন প্রযুক্তত্বাদিতি হেতুর্কঃ । ইচ্ছাত্তানন্ত্যে প্রাণিভেদেষু
দর্শয়িত্বা তদানন্ত্যমেকৈকস্মিন্নপি প্রাণিনি দর্শয়তি—প্রতিপ্রাণি চেতি । ইচ্ছাত্তানন্ত্যে কলিত-
মাহ—তদানন্ত্যাচেতি । সাধনাদিষেতাবৎজ্ঞানেইপি কিং জ্ঞাতং, তদাহ—অজ্ঞাতে চেতি ।
ইতি-শব্দঃ পারিশেষ্যাত্মপত্তিসমাপ্ত্যর্থঃ । ১২

কর্মফল-জ্ঞাপি পারিশেষ্যমিতি চেৎ—সত্যপীচ্ছাবিষয়াণাং তৎসাধনানাঞ্চানন্ত্যে
কর্মফলজ্ঞাপিত্বং নাম সর্বেষাং তুল্যম্, মোক্ষস্ত অকর্মফলত্বাৎ পরিশিষ্টে জ্ঞাতং,
তস্মাৎ পরিশেষাৎ স এব যুক্তঃ কল্পয়িতুমিতি চেৎ ; ন, তস্মাপি নিত্যকর্ম-
ফলত্বাভ্যাগমে কর্মফলসমানজ্ঞাতীয়েত্বোপপত্তেঃ পরিশেষানুপপত্তিঃ । তস্মাদন্ত-

ধাপ্যপপত্তেঃ ক্ষীণা ঋতার্থাপত্তিঃ ; উৎপত্ত্যপ্তি-বিকার-সংস্কারাগামতমমপি
নিত্যানাং কর্মণাং ফলবুপপত্তত ইতি ক্ষীণা ঋতার্থাপত্তিঃ । ১৩

প্রকারান্তরেণ পারিশেষ্য শব্দে—কর্মেতি । তামেব শব্দাং বিশদয়তি—সত্যসীতি ।
তথাহি কথং মোক্ষস্ত পরিশিষ্টং, তদাহ—মোক্ষব্রিতি । পরিশেষফলমাহ—তস্মাদিতি ।
শব্দিতঃ পরিশেষঃ দুষয়তি—নেত্যাदिना । অর্থাপত্তিপরিশেষো পরাকৃত্যর্থাপত্তিপরাकरण
প্রকরিত্বং প্রতীতি—তস্মাদিতি । অষ্টথাঃপ্যপপত্তিঃ প্রকটয়তি—উৎপত্তীতি । ১৩

চতুর্গামতম এব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ন তাবদুৎপাতঃ, নিত্যত্বাৎ ; অতএব
অবিকার্যঃ, অসংস্কার্যশ্চ, অতএব অসাধনদ্রব্যাদ্বকত্বাচ্—সাধনাদ্বকং হি দ্রব্যং
সংক্রিয়তে, যথা পাত্রাজ্যাদি প্রোক্ষণাদিনা ; ন চ সংক্রিয়মাণঃ সংস্কারনির্কর্তো
বা—যুগাবিবৎ ; পারিশেষ্যাধাপ্যঃ শ্রাৎ ; নাপ্যেহপি, আত্মস্বভাবত্বাদেকত্বাচ্ ।
ইতরৈঃ কর্মভির্বেলক্ষণ্যাং নিত্যানাং কর্মণাম্, তৎফলেনাপি বিলক্ষণেন ভবিতব্য-
মিতি চেৎ ; ন, কর্মত্বসালক্ষণ্যাং, সলক্ষণং কস্মাৎ—ফলং ন ভবতি ইতরকর্মফলৈঃ ;
নিমিত্তবেলক্ষণ্যাদিতি চেৎ ; ন, কামবত্যাদিভিঃ সমানত্বাৎ ; যথা হি গৃহদাহাদৌ
নিমিত্তে কামবত্যাধীষ্টঃ, যথা “ভিন্নে জুহোতি, ক্ষণে জুহোতি” ইত্যেবমাদৌ
নৈমিত্তিকেষু কর্মসু ন মোক্ষঃ ফলং কল্প্যতে—তৈশ্চাবিশেষাৎ নৈমিত্তিকত্বেন,
জীবনাদিনিমিত্তে চ শ্রবণাৎ, তথা নিত্যানামপি ন মোক্ষঃ ফলম্ । ১৪

নিত্যানামুৎপত্তাদিকলভ্যেহপি মোক্ষস্ত তৎফলতঃ সিধ্যতীতি শব্দে—চতুর্গামিতি । তত্র
মোক্ষস্তোৎপাততঃ দুষয়তি—ন তাবদিতি । উভয়ভ্রাতঃশব্দো নিত্যত্বপরামর্শা । অসংস্কার্যত্বে
হেতুত্বমাহ—অসাধনেতি । তদেব ব্যতিরেকমুদেন বিবৃণোতি—সাধনাদ্বকং হীতি ।
ইতচ্চ মোক্ষস্তাসংক্রিয়মাণত্বমিত্যাহ—ন চেতি । যথা যুগপ্তক্ষণাষ্ট্রীকরণশাস্ত্রনাদিনা
সংক্রিয়তে, যথা চাহবনীয়ঃ সংস্কারেণ নিষ্পাদ্যতে, ন তথা মোক্ষঃ, নিত্যশুদ্ধত্বাদিগুণত্বাচ্চ-
ত্যাঃ । পক্ষান্তরনমুভাস্ত দুষয়তি—পারিশেষ্যাদিভ্যাদিনা ।

একত্বং পূর্ণত্বং সাধনবেলক্ষণ্যং ফলবেলক্ষণ্যং কল্পয়তীতি শব্দে—ইতরৈরিতি । হেতু-
বেলক্ষণ্যাসিন্দৌ কল্পকাতাব্যং ফলবেলক্ষণ্যাসিদ্ধিরিতি দুষয়তি—ন কর্মত্বেনিতি । নিমিত্তকৃতহেতু-
বেলক্ষণ্যবশাৎ ফলবেলক্ষণ্যাসিদ্ধিরিতি শব্দে—নিমিত্তেনিতি । নিমিত্তবেলক্ষণ্যং ফলবেলক্ষণ্যস্তা-
নিমিত্তমিতি পরিহরতি—ন কামবত্যাদিভিরিতি ।

তদেব প্রকরয়তি—যথা হীতি । “যস্তাহিত্যগ্নেয়গ্নির্গৃহান্ দহেৎ, অগ্নয়ে কামবতে
পুরোডাশনষ্টকপালঃ নির্কপেৎ” ইত্যত্র দহেদিতি বিধিবিহত্যা অসিদ্ধার্থ-বজ্রকোপহিতয়া
গৃহদাহাশ্চনিমিত্তপদার্থনার্থে কামবতে পুরোডাশমিত্যাদিনা কামবতী বিধীয়তে ।
“যস্তোভ্যঃ নির্কপেদিতি বিধাশ্রম্যাননির্কপনিমিত্তং হবিষ্যতিবনুত নির্কপো বিধীয়তে । ভিন্নে
জুহোতি ক্ষণে জুহোত্যশ যন্ত পুরোডাশো ক্ষীয়তন্ত বজ্রং বক্রণো গৃহ্যতি, যদা তদ্বিত্তিষ্ঠেতাশ
তদেব হবির্নির্কপেৎ । যজ্ঞো হি যজ্ঞস্ত প্রাশস্তিত্ব, ইতি চ ভেদনাদিনিমিত্তং প্রাশস্তিত্বমুক্তং,

ন চ তনুজ্ঞিকলং, তথা নিমিত্তভেদেহপি ন নিত্যং কৰ্ম মুক্তিফলমিত্যর্থঃ । কামবত্যাতিদুঃখাৎ নিত্যকৰ্মণাং কুতো লক্ষ্মিত্যাশঙ্কাহ—তৈশ্চেতি । কামবত্যাতিভিরিতি যাবৎ । অবিশেষে হেতুনৈমিত্তিকভেদেনিতি । তদেব কথমিতি চেৎ, তত্রাহ—জীবনাদিতি । দাষ্টান্তিকং স্পষ্টয়তি—তথ্যেতি । ১৪

আলোকস্ত সৰ্কেৰাং রূপদৰ্শনসাধনত্বে, উলূকাদয় আলোকেন রূপং ন পশু-
স্তীতি উলূকাদিচক্ষুৰ্ণো বৈলক্ষণ্যাদিতরলোকচক্ষুৰ্ভিঃ ন রসাদিবিষয়ত্বং পরি-
কল্প্যতে ; রসাদিবিষয়ে সামর্থ্যস্তাদৃষ্টত্বাৎ, সূদূরমপি গতা যদ্বিষয়ে দৃষ্টং সামর্থ্যম্,
তত্রৈব কশ্চিদ্ভিষেযঃ কল্পয়িতব্যঃ । ১৫

নিত্যং কৰ্ম কৰ্মাস্তরাদ্বিলক্ষণমপি ন মোক্ষফলমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—আলোকত্বেতি ।
চক্ষুরন্তরৈকলুকাদিচক্ষুৰ্ণো বৈলক্ষণ্যেহপি ন রসাদিবিষয়ত্বমিত্যত্র হেতুমাহ—রসাদীতি ।
বৈলক্ষণ্যং তর্হি কুতোপযুক্ত্যতে, তত্রাহ—সূদূরমপীতি । মনুশ্চান্ বিহাঙ্গোলুকাদৌ গতাপীতি
যাবৎ । যদ্বিষয়ে রূপাদাবিত্যর্থঃ । বিশেষো দূরমুশ্মাদিরতিশয়ঃ । ১৫

যৎ পুনরুক্তম্, বিদ্যা-মন্ত্ৰ-শৰ্করাদিসংযুক্তবিষ-দধ্যাদিবৎ নিত্যানি কার্যাস্ত-
রমারমন্ত ইতি, আরভ্যতাং বিশিষ্টং কার্যম্, তদিষ্টত্বাদবিরোধঃ ; নিরভিসন্ধেঃ
কৰ্মণো বিদ্যাসংযুক্তস্ত বিশিষ্টকার্যাস্তরারমন্তে ন কশ্চিদ্ভিষেযঃ, দেবযাজ্ঞায়-
যাজিনোরাত্মযাজিনো বিশেষশ্রবণাৎ—“দেবযাজিনঃ শ্রেয়ানাত্মযাজী” ইত্যাদৌ,
“বদেব বিদ্যয়া কৰোতি” ইত্যাদৌ চ । ১৬

দাষ্টান্তিকং পূর্ববাদানুবাদপূর্বকমালচে—যৎ পুনরিত্যাদিনা । তৎ তত্রোতি যাবৎ ।
তদেব বিবৃণোতি—নিরভিসন্ধেহিতি । বিদ্যাসংযুক্তং কৰ্ম বিশিষ্টকার্যকরমিত্যত্র শতপথশ্রুতিং
প্রমাণয়তি—দেবযাজীতি । তদাহরিত্যুপক্রম্য দেবযাজিনঃ শ্রেয়ানিত্যাদৌ কাব্যকৰ্ত্তৃদেব-
যাজিনঃ সকাশাদাত্মযাজী কৰ্ম কুর্কন্নাত্মযাজী শ্রেয়ানিত্যাত্মযাজিনো বিশেষশ্রবণাৎ সর্বত্রুত-
যাজিনামাত্মযাজী বিশিষ্টত্ব ইতি স্মৃতেষু বিশিষ্টত্ব কৰ্মণো বিশিষ্টকার্যারমন্তকত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ।
ছান্দোগ্যেহপি বিদ্যাসংযুক্তস্ত কৰ্মণো বিশিষ্টকার্যারমন্তকত্বং দৃষ্টমিত্যাহ—যদেবেতি । ১৬

যন্ত পরমাত্মদৰ্শনবিষয়ে মনুনোক্তঃ আত্মযাজি-শব্দঃ—“সমং পশুন্নাত্মযাজী”
ইত্যত্র, সমং পশুন্নাত্মযাজী ভবতীত্যর্থঃ ; অথবা, ভূতপূর্বগত্যা আত্মযাজী আত্ম-
সংস্কারার্থং নিত্যানি কৰ্ম্মানি কৰোতি, “ইদং মেহনেনাশ্রং সংক্লিরতে” ইতি
শ্রুতেঃ । তথা “গাঠৈর্হোমৈঃ” ইত্যাদিপ্রকরণে কার্য্যকরণসংস্কারার্থত্বং নিত্যানাং
কৰ্ম্মণাং দৰ্শয়তি ; সংস্কৃতশ্চ বা আত্মযাজী তৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সমং দ্রষ্টং সমর্থো ভবতি,
তস্ত ইহ বা অন্তান্তরে বা সমমাত্মদৰ্শনমুৎপত্ততে ; সমং পশুন্ স্বারাজ্যমধি-
গচ্ছতীত্যেবোহর্থঃ । আত্মযাজিশব্দস্ত ভূতপূর্বগত্যা প্রযুক্ত্যতে জ্ঞানবৃদ্ধানাং
নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তিসাধনত্বপ্রদৰ্শনার্থম্ । ১৭

কিঞ্চাত্তং,—

“ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ ।

উত্তমাং সাত্বিকীমেতাং গতিমার্হস্মনীষিণঃ ॥”

ইতি চ । দেবসৃষ্টিব্যতিরেকেণ ভূতাপ্যয়ং দর্শয়তি—“ভূতাত্তপ্যোতি পঞ্চ বৈ ।”
“ভূতাত্তপ্যোতি” ইতি পাঠঃ যে কুর্বন্তি, তেবাং বেদবিষয়ে পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিত্বাদ-
দোষঃ । ১৮

নদ্বাস্ত্বযাজিশকো নিত্যকর্মানুষ্ঠায়িবিষয়ো ন ভবতি—

“সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাস্মিন ।

সম্পশুন্নাস্ত্বযাজী বৈ স্বারাজামধিগচ্ছতি ॥”

ইত্যত্র পরমাস্ত্বর্শনবিষয়ে তত্ত্ব প্রযুক্তহাং, অত আহ—যথিতি । যদি সমং পশুন্ ভবেৎ, তদা
পরেণাস্ত্বর্শনকীভুতং স্বরাড্ ভবতীত্যাস্ত্বজ্ঞানন্ততিরত্র বিবক্ষিতা । মহতী হীয়াং ব্রহ্মবিভা, যদ-
ব্রহ্মবিদেবাস্ত্বযাজী ভবতি । ন হি তত্ত্ব তদনুষ্ঠানং পৃথগপেক্ষতে । ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃদিতি চ
বক্ষ্যতীত্যর্থঃ । পরদর্শনবত্যাশ্বযাজিশকস্ত গত্যন্তরমাহ—অথ বেতি । ভূতা যা পূর্বস্থিতিঃ,
তানপেক্ষ্যাস্ত্বযাজিশকো বিদ্বতীত্যর্থঃ ।

তদেব প্রপঞ্চয়তি—আস্মেতি । তেবাং তৎসংস্কারার্থং প্রমাণমাহ—ইদমিতি । তত্রৈব
দ্রুতিঃ প্রমাণয়তি—তথ্যেতি । গর্ভনয়ক্ৰিতিহোমৈশ্রোঞ্জীনিবন্ধনাদিভিচ বৈজিকমেবৈনঃ
শময়তীতাপিন্ প্রকরণে নিত্যকর্মণাং সংস্কারার্থং নিশ্চিতমিত্যর্থঃ । সংস্কারোহপি কুত্রোপ-
যুক্ত্যতে, তত্রাহ—সংস্কৃত্যেতি । যো হি নিত্যকর্মানুষ্ঠায়ী, স তদনুষ্ঠানজনিতাপূর্ববশাৎ,
পরিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সম্যাকীযোগো ভবতি,

‘মহাযজ্ঞেচ্চ যজ্ঞেচ্চ ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তনুঃ ।’

ইতি দ্রুতেরিত্যর্থঃ । কদা পুনরেবা সম্যাকীকরণপদ্ধতে, তত্রাহ—তন্ত্বেতি । উৎপন্নস্ত সম্যগ্-
জ্ঞানস্ত ফলমাহ—সমমিতি । কথং পুনঃ সম্যগ্জ্ঞানবত্যাশ্বযাজিশক ইত্যশঙ্ক্য পূর্বোক্তং
দ্রাৱয়তি—আস্মেতি । কিমিতীহ ভূতপূর্বগতিরাপ্রতিতেতি, তত্রাহ—জ্ঞানযুক্তানামিতি ।
ঐহিকৈরানুষ্ঠিতকৈরা কৰ্ম্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ অবগাদিবিশাদৈক্যজ্ঞানং মুক্তিকলমুদেতি । কর্ম্ম তু
বিদ্যাসংযুক্তমপি সংসারফলমেবেতি ভাবঃ । ১৭

তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—কিঞ্চতি । বিদ্যায়ুক্তমপি কর্ম্ম বজ্রায়ৈবেত্যত্র ন কেবলমুক্তমেব
কারণং, কিঞ্চিচ্চ তদ্রূপপাদকনভীত্যর্থঃ । তদেব দর্শয়তি—ব্রহ্মেতি । সাত্বিকী সমগুণপ্রসূত-
জ্ঞানসমুচ্চিতকর্ম্মফলভূতামিতি ধাবৎ । অত্র হি বিদ্যায়ুক্তমপি কর্ম্ম সংসারফলমেবেতি হুচ্যতে ।

‘এব সর্বঃ সমুদ্ভিষ্টপ্রকারস্ত কর্ম্মণঃ ।

ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংসারঃ সার্বভৌতিকঃ ।’

ইত্যুপসংহারাদিতি চকারার্থঃ । ‘কিঞ্চ—

‘প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেবা দেবানামেতি সৃষ্টিতান্ ।’

ইতি কর্ম্মফলভূতদেবতাসদৃশৈবর্ণ্যপ্রাপ্তিমুক্তা তদতিরেকেণ—

‘নিবৃত্তং দেবমানন্ত ভূতান্ত্যোতি পঞ্চ বৈ ।’

ইতি ভূতেশ্যায়বচনান্ন সমুচ্চয়ন্তু মুক্তিফলতেত্যাহ—দেবমাসীতি ।

‘নিবৃত্তং দেবমানন্ত ভূতান্ত্যো(তো)তি পঞ্চ বৈ ।’

ইতি পাঠান্ মুক্তিরেব সমুচ্চয়ন্তুষ্ঠানাদিবিক্টিতেতি চেৎ, নেত্যাহ—ভূতানীতি । জ্ঞানমেব মুক্তিহেতুরিতি প্রতিপাদকোপনিষদ্বিরোধোদ্বারায় পাঠঃ সাধীমান্তিার্থঃ । ১৮

ন চার্চবাণত্বম্—অধ্যায়ন্ত ব্রহ্মাস্ত-কর্মবিপাকার্থন্ত তদ্ব্যতিরিক্তাঅজ্ঞানার্থন্ত চ কর্মকাণ্ডোপনিষদ্ব্যাং তুর্গ্যার্থত্বদর্শনাৎ ; বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধকর্মণাঞ্চ স্বাবর-শ্ব-স্বকরাদিফলদর্শনাৎ, বাস্তাশ্রাদিপ্রেতদর্শনাচ্চ । ১৯

নমু বিগ্রহবতী দেবতৈব নাশ্চি, মন্ত্রময়ী হি সা দেবতা-শব্দপ্রত্যয়ালম্বনম্, অতো ব্রহ্ম বিগ্রহজ ইত্যাদেবর্থবাদত্বান্ন তদ্ব্যনেন নিত্যকর্মণাং মুক্তিসাধনত্বং নিরাকর্ষ্য শক্যম্, অত আহ—ন চেতি । জ্ঞানার্থন্ত সম্প্রদায়ব্রাহ্মণীত্যাদেবিরিতি শেষঃ । কিঞ্চ—

“অকুর্ক্বন্ বিহিতং কর্ম নিশ্চিতং চ সমাচরন্ ।

প্রমজ্জং শ্চেল্লিয়ার্থে নরঃ পতনমুচ্ছতি ।

শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্গাতি হাবরতাং নরঃ ।

বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥

শ্বস্বকরথরোষ্ট্রাণাং গোজাবিমৃগপক্ষিণাম্ ।

চণ্ডালপুংসানাং চ ব্রহ্মহা যোনিমুচ্ছতি ।”

ইত্যাদিবাক্যৈঃ প্রতিপাদিতফলানাং প্রত্যক্ষোপাঙ্গি দর্শনাৎ, যথা তত্র নাত্ত্বার্থবাদত্বং, তথা যথোক্তাধ্যায়স্তাপি নাত্ত্বার্থবাদতেত্যাহ—বিহিতেতি । কিংচ, ব্রহ্মাদিদেবে হৃদিতাত্মাদি-প্রতানাং প্রত্যক্ষবাদধারনরহিতানামপি দ্বীশূদ্রাদীনাং বেদোচ্চারণদর্শনে ব্রহ্মগ্রহসম্ভাব-গমাচ্চ ন ব্রহ্মাদিবাক্যন্ত্যর্থবাদতেত্যাহ—বাস্তেতি । ১৯

ন চ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত-প্রতিষিদ্ধব্যতিরেকেণ বিহিতানি বা প্রতিষিদ্ধানি বা কর্ম্মানি কেনচিদবগন্তং শক্যন্তে, যেবামকরণাদনুষ্ঠানীচ্চ প্রেত-শ্ব-স্বকরস্বাবরাদীনি কর্ম্মফলানি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামুপলভ্যন্তে । ন চৈবামকর্ম্মফলত্বং কেনচিদভ্যুপ-গম্যতে ; তন্মাদ্বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধসেবানাং যথৈতে কর্ম্মবিপাকাঃ প্রেততির্যাক্-স্বাবরাদয়ঃ, তথা উৎকৃষ্টেষুপি ব্রহ্মাস্তেষু কর্ম্মবিপাকত্বং বেদিতব্যম্ । তস্যাং “স আত্মনো বপামুদধিৎ” “সোহরোদীৎ” ইত্যাদিবৎ নাত্ত্বার্থবাদত্বম্ । ২০

নমু স্বাবরাদীনাং শ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্মফলদ্ব্যভাবান্ন তদ্ব্যনেন বচনানাং ভূতার্থত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্, তত আহ—ন চেতি । সেবাদিদৃষ্টাকরণনাম্যেহপি ফলবৈষম্যোপলভ্যদবশ্যমতীল্লিয়ার কারণং বাচ্যম্ । ন চ তত্র শ্রুতিস্মৃতি বিহায়ান্ত্রান্নমতি । তথা চ শ্রোতস্মার্ত্তকর্ম্মকৃতান্তেব স্বাবরাদীনি ফলানীত্যর্থঃ । সন্নিহিতাসন্নিহিতেষু স্বাবরাদিষু প্রত্যক্ষানুমানয়োর্থধাবাগঃ প্রবৃত্তিকল্পেয়া । স্বাবরাণাং জীবন্তবাদকর্ম্মফলত্বমিতি কেচিৎ, তান্ প্রত্যাহ—ন চেবামিতি । অন্মাদিবদেব ব্রহ্মাদীনাং ব্রহ্মাদিদর্শনাৎ সজীবত্বপ্রসিদ্ধেস্তস্যাৎ পশুতি পাদপা ইত্যাদিপ্ররোগাচ্চ তেষাং

কৰ্মফলত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । স্বাবরাধীনাং কৰ্মফলত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তন্মাদিতি । ব্রহ্মাধীনাং
পুণ্যকৰ্মফলত্বেপি প্রকৃতে কিং ত্বাং, তদাহ—তন্মাদিতি । ২০

তত্রাপি অভূতার্থবাদত্বং মা ভূদিতি চেৎ ; ভবত্বেবম্ ; ন চৈতাবতা অশু শ্রায়শু
বাধো ভবতি, ন চান্নংপক্ষে বা দ্রুয়তি । ন চ “ব্রহ্মা বিশ্বম্ভূঃ” ইত্যাদীনাং কাম্য-
কৰ্মফলত্বং শক্যং বক্তুং, তেবাং দেবসৃষ্টিভায়ঃ ফলশ্চোক্তত্বাৎ । তন্মাং সাত্ৰি-
সন্ধীনাং নিত্যানাং সৰ্ব্বমেধাধমেধাধীনাং চ ব্রহ্মজাদীনি ফলানি । যেবাং পুনর্নি-
ত্যানি নিরভিসন্ধীনি আত্মসংস্কারার্থানি, তেবাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানি তানি, “ব্রাহ্মীন্মৎ
ক্রিয়তে তন্মুঃ” ইত্যাদি-স্মরণাৎ ; তেযামারূপকারকত্বাৎ মোক্ষসাধনাত্তপি কৰ্ম্মাণি
ভবন্তীতি ন বিরুদ্ধ্যন্তে । যথা চায়মর্থঃ, যঠে জনকাখ্যায়িকাসমাপ্তৌ বক্ষ্যামঃ । ২১

কৰ্মবিপাকপ্রকরণস্তাত্ত্বার্থবাদত্বাভাবে দৃষ্টান্তেহপি তত্র শ্রাদিতি শব্দে—তত্রাপিতি ।
অস্মীকরোতি—ভবতিতি । কথং তর্হি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তসিদ্ধিরত আহ—ন চেতি । বৈধর্ম্যাদৃষ্টান্ত-
ভাবমাত্রাণে কৰ্মবিপাকাদ্ব্যায়শু নাভূতার্থবাদতেত্যশু শ্রায়শু নৈব বাধঃ, সাধর্ম্যাদৃষ্টান্তাদপি
তৎসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । নমু ‘প্রজাপতিরায়নো বপামৃষিদং’ ইত্যাদীনাংভূতার্থবাদত্বাভাবে
কথমর্থবাদাদিকরণং ঘটয়্যতে, তত্রাহ—ন চেতি । শুদঘটনায়ামপি নান্নংপক্ষকতিস্তবৈব তদ-
ভূতার্থবাদত্বং ত্যজতন্তুদ্বিরোধাদিত্যর্থঃ । নমু কৰ্মবিপাকপ্রকরণস্তাত্ত্বার্থবাদত্বাবেহপি ব্রহ্মাধীনাং
কাম্যকৰ্মফলত্বাৎ জ্ঞানসংযুক্তনিত্যকৰ্মফলত্বং, ততো মোক্ষ এব তৎফলমিত্যত আহ—ন চেতি ।
তেবাং কাম্যানাং কৰ্ম্মণামিতি যাবৎ । দেবসৃষ্টিভায়ঃ দেবৈরিত্রাদিভিঃ সমানৈষধ্যপ্রাপ্তেয়িত্যর্থঃ ।
উক্তবাং ‘প্রবৃত্তং কৰ্ম সংসেব্য দেবানামেতি সৃষ্টিভায়ঃ’ ইত্যত্রোতি শেষঃ । নমু বিদ্যাসংযুক্তানাং
নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং ফলং ব্রহ্মাদিত্যবশ্চেৎ, কথং তানি জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থাত্মাহীয়েত্বে, তত্রাহ—
তন্মাদিতি । কৰ্ম্মণাং মুক্তিফলত্বাভাবন্তচ্ছদার্থঃ । নাভিসংধীনাং দেবতাভাবে ফলেহমুদ্যোগবতা-
মিতি যাবৎ ।

নিত্যানি কৰ্ম্মাণি শ্রোতানি স্মৃত্তানি চায়িহোত্রসঙ্খ্যোপাসনপ্রভৃতানি নিরভিসংধীনি
কন্যাভিলাষবিকলানি পরমেষ্বরার্পণবুদ্ধা ক্রিয়মাণানি । আত্মশব্দো মনোবিষয়ঃ । কৰ্ম্মণাং
চিহ্নভঙ্গিয়ারা জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বে প্রমাণমাহ—ব্রাহ্মীতি । কথং তর্হি কৰ্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বং
কেচ্চিচ্চক্ষতে, তত্রাহ—তেষামিতি । সংস্কৃতবুদ্ধীণামিতি যাবৎ । কৰ্ম্মণাং পরম্পরয়া মোক্ষ-
সাধনত্বং কথং সিদ্ধবদ্ব্যভাভে, তত্রাহ—যথা চেতি । অয়মবস্তুথেতি শেষঃ । ২১

যত্ন বিধ-বধ্যাদিবিদিত্যুক্তম্, তত্র প্রত্যক্ষানুমানবিষয়ত্বাদিবিরোধঃ । যন্ত
অত্যন্তশব্দগম্যোহর্থঃ, তত্র বাক্যত্বাভাবে তদর্থপ্রতিপাদকশ্চ ন শক্যং কল্পয়িতুং
বিষয়বধ্যাদি-সাধর্ম্যম্ । ন চ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থবিষয়ে শ্রুতে: প্রামাণ্যং কল্প্যতে,
যথা নীতোহয়িঃ ক্লেদয়তীতি । শ্রুতে তু তাদর্থ্যে বাক্যশ্চ, প্রমাণান্তরত্বাভা-
সত্বম্ ; যথা ‘খতোতোহয়িঃ’ ইতি, ‘তলমলিনমস্তুরিক্ষম্’ ইতি বালানাং যৎ
প্রত্যক্ষমপি, তদ্বিষয়-প্রমাণান্তরশ্চ অযথার্থত্বে নিশ্চিতে নিশ্চিতার্থমপি বালপ্রত্যক্ষ-

মাসীভবতি । তস্মাদ্বেদপ্রামাণ্যম্ভাব্যভিচারায় তদর্থো সতি বাক্যস্ত তথাহং
শ্রাৎ, ন তু পুরুষমতিকৌশলম্; ন হি পুরুষমতিকৌশলাৎ সবিতা রূপং ন
প্রকাশয়তি, তথা বেদবাক্যাত্তপি ন অত্থার্থানি ভবন্তি; তস্মান্ন মোক্ষার্থানি
কৰ্ম্মাণীতি সিদ্ধম্ । অতঃ কৰ্ম্মফলানাং সংসারত্বপ্রদর্শনান্নৈব ব্রাহ্মণমারভ্যতে—

নিরন্তমপাখিকবিবক্ষয়া পুনরনুবদতি—যদ্বিতি । বিষাদের্মমাদিসহিতস্ত জীবনাদিহেতুত্বং
প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধম্, অতো দৃষ্টান্তে কার্ধ্যারম্ভকথো বিয়োধো নাস্তীত্যাহ—তত্রোতি । কৰ্ম্মণো
বিভাসঃযুক্তস্ত কার্ধ্যাস্তরারম্ভকত্বলক্ষণোহর্থঃ শব্দেনৈব গম্যতে । ন চ তত্র মানান্তরমস্তি । ন চ
সমুচ্চিতস্ত কৰ্ম্মণো মোক্ষারম্ভকত্বপ্রতিপাদকং বাক্যমূলভ্যতে, তদভাবে কৰ্ম্মণি বিভাযুক্তোহপি
বিষদধ্যাদিসাধর্ম্ম্যং কল্পয়িতুং ন শক্যমিত্যাহ—যদ্বিতি । কৰ্ম্মসাধনোহে চ মোক্ষস্তানিত্যতা
স্তাদিত্তি ভাবঃ ।

‘অপান সোমমমৃত্য অজুন’ ইত্যাদিশ্রুতৈর্মোক্ষস্ত কৰ্ম্মসাধ্যস্তাপি নিত্যত্বমিতি চেৎ, নেত্যাহ—ন
চেতি । যৎ কৃতকং তদনিত্যমিত্যনুমানানুগৃহীতং যদ্ব্যথোহেত্যাদিবাক্যং, তদ্বিরোধেনার্থবাদ-
শ্রুতঃ স্বার্থেহপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ, প্রমাণান্তরবিরুদ্ধেহর্থঃ প্রামাণ্য শ্রুতৈর্নোচ্যতে চেদ্বৈতশ্রুতেরপি
কথং প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধে স্বার্থে প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রুতে বিতি । তত্ত্বমস্তাদিবাক্যস্ত
যদ্বিধতাৎপৰ্যলক্ষণৈঃ সদবৈতপরত্বে নির্ধারিতে সন্তেদবিষয়স্ত প্রত্যক্ষাদেবোভাসত্বং ভবতীত্যর্থঃ ।
তদেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যথেষ্টাদিনা । যদবিরেকিনাং যথোক্তং প্রত্যক্ষং, তদ্ব্যতপি প্রথম-
ভাবিনেন এবলং নিশ্চিত্যর্থঃ চ, তথাহপি তস্মিন্নেবাকাশার্শো বিষয়ে প্রযুক্তান্তবাক্যা-
দেমানান্তরস্ত যথার্থত্বে সতি তদ্বিরুদ্ধং পূর্বোক্তমবিরেকিপ্রত্যক্ষমপ্যাত্মসীভবতি, তথেষ্টং
বৈতবিষয় প্রত্যক্ষান্তবৈতাগমবিরোধে ভবত্যাভাস ইত্যর্থঃ ।

নমু তাৎপৰ্য্যং নাম পুরুষস্ত মনোধর্ম্মন্তরশাচ্ছেদবৈতশ্রুতের্ধার্থত্বং, তর্হি প্রতিপুরুষমন্তত্বেব
তাৎপৰ্য্যদর্শনান্তবশাদন্তত্বেব শ্রুত্যাঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য দাষ্টান্তিকং নিগময়ন্তুরমাহ—তস্মাদিত্যা-
দিনা । তাদর্থ্যমর্থপরত্বং, তথাহং যথার্থ্যং, শব্দধর্ম্মস্তাৎপৰ্য্যং, তচ্চ যদ্বিধলিঙ্গগম্যং, তথা চ
শব্দস্ত পুরুষাভিপ্রায়বশান্নান্তার্থত্বমিত্যর্থঃ । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—ন হীতি । বিচারার্থ-
মুপসংহরতি—তস্মাদিতি । বিভাসঃযুক্তস্তাপি কৰ্ম্মণো মোক্ষারম্ভকত্বাসংভবসুচ্ছকার্থঃ । মা
ভুং কৰ্ম্মণাং মোক্ষার্থত্বং, কিং ভাবতেত্যশঙ্ক্য ব্রাহ্মণ্যরম্ভং নিগময়তি—অত ইতি ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর, ভূজ্যানামক লাহায়নি (মহের
পুল) প্রশ্ন করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে গ্রহ ও অতিগ্রহাত্মক বন্ধনের কথা
বলা হইয়াছে ; গ্রহাতিগ্রহাত্মক যে বন্ধন ও তৎপ্রযোজক কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া
জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এবং বাহা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারী হইয়া
থাকে, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু বা মৃত্যুর নিদান ; যেহেতু মৃত্যুরও মৃত্যু থাকা মুক্তি-
সিদ্ধ, সেই হেতু পূর্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহাত্মক মৃত্যু হইতেও জীবের বিমুক্তিলাভ
সম্ভবপর হয় । মুক্ত পুরুষের অথ কোনও লোকান্তরে গতি হয় না এবং প্রদীপ

নির্দীপিত হইলে যেমন তাহার নাম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, তেমনি মুক্ত পুরুষেরও অপর সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এ সমস্ত বিষয় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেই অবধারিত হইয়াছে । অধিকন্তু, দেহেন্দ্রিয়াদি সাধন-সমুদয়ের নিষ্ফল নিষ্ফল কারণে বিলীন হওয়া সংসারী ও মোক্ষ্যমাণ (দেহপাতের পর যাহাদের মুক্তি হইবে, তাহারা), উভয়ের পক্ষে সমান হইলেও মুক্ত পুরুষদিগকে আর কখনও শরীর ধারণ করিতে হয় না; কিন্তু সংসারীদিগকে তাহা করিতে হয়; যাহার প্রেরণায় শরীর ধারণ করিতে হয়, তাহা যে কৰ্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাও বিচারপূর্বক সেখানেই অবধারিত হইয়াছে, এবং সেই কৰ্ম্মের ক্ষয় হইলে পর যে, নামমাত্র অবশিষ্ট থাকায় দেহেন্দ্রিয়াদি-সৰ্ব্বধর্মের উচ্ছেদাত্মক মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, এ কথাও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । ১

সংসার-প্রবেশের কারণীভূত সেই কৰ্ম্মের নাম হইতেছে—পুণ্য ও পাপ, কারণ, “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন” এই শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইয়াছে । সেই পুণ্যপাপাখ্য কৰ্ম্মই জীবের সংসার-সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা পাপ কৰ্ম্ম করে, তাহারা সেই পাপের ফলে স্থাবরজঙ্গমাধি দেহে, অথবা স্বভাবতঃ দুঃখবহুল নারকী, পশু-পক্ষী ও প্রেতযোনিতে বারংবার জন্ম ও মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহা রাজমার্গের ত্রায় অর্থাৎ রাজপথ যেমন সৰ্বলোকের পরিজ্ঞাত, ইহাও ঠিক তেমনি সৰ্বলোকের নিকট সুপরিচিত । যাহা শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কৰ্ম্ম, “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি” শ্রুতিতে যাহার প্রশংসা রহিয়াছে, স্বয়ং শ্রুতিও তদ্বিষয়েই আদর প্রদর্শন করিতেছেন । আর সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র সমন্বরে বলিতেছেন যে, পুণ্য-কৰ্ম্মই পুরুষের সৰ্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়; মোক্ষও যখন পুরুষার্থ—পুরুষের একান্ত অভীষ্ট, তখন বুঝা যাইতেছে যে, তাহাও পুণ্য কৰ্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইবার যোগ্য; অতএব, যে পরিমাণে পুণ্যের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইবে, সেই পরিমাণেই তৎফলেরও উৎকর্ষ সম্পন্ন হইবে; ইহা হইতে আশঙ্কা হইতে পারে যে মোক্ষফলও পুণ্যের চরম উৎকর্ষ-সাধন দ্বারাই লাভ করিতে হইবে; এখন সেই আশঙ্কা নিবারণ করা আবশ্যক হইতেছে । [সেই জন্ত বুঝাইতে হইবে যে,] কৰ্ম্ম যতই উত্তমরূপে অগুপ্তিত হউক না কেন, অধিক কি, জ্ঞানসহযোগে অগুপ্তিত হইলেও তাহার ফল কখনই পরিচ্ছিন্ন বৈ অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; কেন না, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল দুই জগতের উপরই সম্ভবপর হয়, কিন্তু নামরূপ-বিবর্জিত এবং ক্রিয়া কারক ও

ফলভাবরহিত অনতিব্যক্ত নিত্য বস্তু বিষয়ে কর্মের কোনও অধিকার নাই, অর্থাৎ কর্ম দ্বারা কখনই নিত্য ফল লাভ করা যায় না। [বুঝিতে হইবে,] যাহার উপর কর্মের ব্যাপার বা কার্য্যকারিতা সম্ভব হয়, তাহা সংসার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমস্ত বক্তব্য বিষয় প্রদর্শনার্থ এই তৃতীয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে। ২

কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন—ফলামুসন্ধান না করিয়া (নিকাম ভাবে) অথবা জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত কর্মও বিঘ ও দধিপ্রভৃতি বস্তুর দ্বারা (১) ভিন্ন ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সে কথাও হইতে পারে না; যে হেতু মোক্ষ কোনও কর্মেরই ফল নহে; কেন না, জীবের অজ্ঞান-কল্পিত বন্ধন-চ্ছেদনই মোক্ষ, তাহা কস্মিন্ কালেও কার্য্য বা জ্ঞান পদার্থ হইতে পারে না; আর জীবের বন্ধন যে, অবিজ্ঞান-কল্পিত মিথ্যা অবস্তুমাত্র, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কর্ম দ্বারা কখনও সেই অবিজ্ঞান বিনাশ করা সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ উৎপত্তাদি বিষয়েই কর্মের সামর্থ্য বা অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়; [সুতরাং অবিজ্ঞানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কর্ম-সাধ্য হইতেই পারে না।] কেন না, উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্থারসাধনেই কর্মের (ক্রিয়ার) শক্তি পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ);—সাধারণতঃ কোন বিষয় উৎপাদন করিতে, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুকে সংযোজিত করিতে, একাকার বস্তুকে অষ্টাকারে পরিণত করিতে (বস্তুর বিকার ঘটাইতে) কিংবা বস্তুবিশেষের দোষণরূপ বা গুণাধান করিতে কর্মের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, কিন্তু এতদতিরিক্ত কোনও বিষয়ে কর্মের সামর্থ্য নাই, এবং তাহা লোকপ্রসিদ্ধও নহে। আলোচ্য মোক্ষপদার্থ ত উক্ত উৎপত্তি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে; কারণ, মোক্ষ যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম, এবং কেবল অজ্ঞানে আচ্ছাদিত হইয়া অপ্রাপ্তবৎ প্রতীত হয় মাত্র; একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ৩

(১) তাৎপৰ্য্য—‘বিঘ ও দধি প্রভৃতির দ্বারা’ কথার অভিপ্রায় এইঃ—বিঘ যে প্রকারই হউক না কেন, মুতুসাধন করাই তাহার কার্য্য; কিন্তু সেই বিষই আবার বস্তুবিশেষের সংযোগে অনুভূতময় রসায়নে পরিণত হইয়া মুতু নিবারণ করিয়া থাকে। দধিও সাধারণতঃ স্নেহাদি বৃদ্ধি করিয়া দেহের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে; কিন্তু শর্করাদি বস্তুবিশেষ সহযোগে সেবন করিলে সেই দধিই আবার দেহের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এইরূপ শাস্ত্রোক্ত ষাণ্‌দশাদিক্রিয়ানিচয় সাধারণতঃ জীবের বন্ধনকর হইলেও নিকামভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহাই আবার জীবের সর্বকল্যাণকর মুক্তির সাধন হইতে পারে।

[বাদী এতদ্ব্যন্তরে বলিতেছেন] হাঁ, তোমার কথা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু সর্বতোভাবে স্বীকার্য্য নহে। কেননা, জ্ঞানরহিত কর্মেরই ঐরূপ স্বভাব, কিন্তু জ্ঞানসহকারে অমুষ্ঠিত ফলাকাজ্জ্বারহিত নিকাম কর্মের স্বভাব অল্পপ্রকার; কেন না, বিষ ও দধি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থের সচরাচর যেরূপ শক্তি বা কার্য্য-কারিতা লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সমস্ত দধি-বিষাদি পদার্থও যখন বিত্তা, মস্ত ও শর্করাদি পদার্থান্তরের সহিত সন্মিলিত হয়, তখন তাহাদেরই অল্পপ্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; কর্মের সম্বন্ধেও সেইপ্রকার হউক; না—একথাও বলিতে পার না; কারণ, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। উপপত্তি প্রভৃতি যে চারিটি বিষয়ে কর্মের সামর্থ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত বিষয়েও যে, তাহার সামর্থ্য আছে, বা থাকিতে পারে, তদ্বিশয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি (১) অথবা আগম—কোন প্রমাণই নাই। ৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞানসহকারে অমুষ্ঠিত নিকাম কর্মের যদি অল্প কোন ফল না-ই থাকে, তাহা হইলে ত তাহার বিধান করাই নিষ্ফল হইয়া পড়ে, ইহাই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নহে? দেখ, শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্মগুলির ‘বিশজিৎ’ যাগের দ্বারা (২) ফলকল্পনা করা যাইতে পারে না, এবং বিধিবাক্যেও কোন ফলের উল্লেখ দেখা যায় না; অথচ সেই নিত্য কর্মগুলিরও শাস্ত্রে বিধান

(১) তাৎপৰ্য্য—‘অর্থাপত্তি’ একপ্রকার প্রমাণ; তাহার লক্ষণ—“উপপাদ্য-জ্ঞানেন উপপাদককল্পনম্ অর্থাপত্তিঃ”। (বেদান্তপরিভাষা)। ইহার অর্থ এই যে, কোনরূপ কর্ম-বিশেষ ধর্ম্মনে যে, অবিজ্ঞাত ভুৎকারণের কল্পনা করা, তাহার নাম অর্থাপত্তি। যেমন—‘স্থলকার এই ব্যক্তি দিনে ভোজন করে না’। এহলে, সূর্য্যের উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কালকেও ‘দিন’ বলা হয়, আবার উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কালকেও দিন বলা হয়; এমন অবস্থার—ভোজন ব্যতীত যখন দেহের স্থলতা সম্ভব হয় না, তখন এখানে উদয়াবধি অন্তপর্য্যন্ত সময়কেই দিনরূপে ধরিয়া সেই সময়ে ভোজন করে না, অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে, এইরূপই অর্থ কল্পনা করিতে হয়। এই কল্পনাকেই অর্থাপত্তি বলে।

(২) তাৎপৰ্য্য—যেদোক কর্মমাত্রেরই একটা ফল থাকা আবশ্যক; বিফল কর্মের বিধান করিলে বেদবাক্যের উপর লোকের বিশ্বাস থাকিতে পারে না, অথচ “বিশজিতা যজ্ঞেত” এই শ্রোত বিধিতে কোন ফলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “স বর্গঃ স্ত্রাং সর্দান্ প্রত্যাবিশেষাৎ” যে সমস্ত বিধিবাক্যে ফলবিশেষের উল্লেখ নাই, সে সমস্ত হলে অবিশেষে বর্গ ফল কল্পনা করিতে হইবে, কারণ, বর্গফল সকলের পক্ষেই শ্রিয়। এই একারে যে, অশ্রুত ফলের কল্পনা করা, তাহাই ‘বিশজিৎ’ স্ত্রাণের হান।

রহিয়াছে ; সুতরাং ‘পরিশেষ’ নিয়মামুসারে (১) বুঝা যায় যে, মোক্ষই সে সমস্ত কৰ্ম্মের (নিত্যকৰ্ম্মের) একমাত্র ফল ; তাহা না হইলে—কোনরূপ ফল না থাকিলে কোন পুরুষই সে সমস্ত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না । ৫

ভাল কথা, তাহা হইলে ত সেই ‘বিশ্বজিৎ’ ত্রায়ই আসিয়া পড়িল ; যেহেতু তোমাকেও নিরুপায় হইয়া মোক্ষ-ফল কল্পনা করিতে হইতেছে ; কেন না, ‘শ্রুতার্থাপত্তি’ প্রমাণ বলে (২) যদি ‘বিশ্বজিৎ’ যজ্ঞের ত্রায় নিত্যকৰ্ম্মেও মোক্ষ কিংবা তদনুরূপ কোনও ফলবিশেষের কল্পনা না করা যায়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না ; এইরূপেই যদি ফলবিশেষ কল্পনা করিতে হয়, তবে আর ‘বিশ্বজিৎ ত্রায়’ হইতেছে না বলিতেছ কিপ্রকারে ? অশ্রুত ফলেরও কল্পনা করা হইতেছে, অথচ ‘বিশ্বজিৎ’ যাগের মতও হইতেছে না, ইহা ত বিরুদ্ধ কথা হইতেছে । যদি বল, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নহে ; না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহা বলিলে তোমার পূৰ্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না ; প্রথমে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষ ও দধিপ্রভৃতির ত্রায় কৰ্ম্মও বিত্যানহবোগে , অম্লষ্ঠিত হইলে স্বতন্ত্র একপ্রকার ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; এখন সেই মোক্ষ যদি কৰ্ম্ম-ফলই না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পূৰ্ব্বপ্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া পড়িতেছে । পক্ষান্তরে, মোক্ষকে কৰ্ম্ম-ফল বলিলেও, স্বর্গাদি ফল হইতে মোক্ষফলের বৈলক্ষণ্য কতটুকু, তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে । ৬

তুমি যে, বলিয়াছ—মোক্ষ নিত্যকৰ্ম্মের ফল বটে, কিন্তু তাহা কোন ক্রিয়া-জ্ঞাত নহে । তোমার এ কথাটির অর্থ কি, তাহা বলিতে হইবে । কেবল, ‘কার্য্য’ ও ‘ফল’ এই শব্দগত প্রভেদ দ্বারা অর্থগত কোনও প্রভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না ; কেন না, ‘অগ্নি শীতল’ এ কথা যেরূপ বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক, মোক্ষ

(১) তাৎপর্য্য—‘পরিশেষ’ নিয়মটি এই প্রকার :—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে যে, ফলে অবশিষ্ট বিষয়টির প্রাপ্তি, এই রকমে প্রাপ্তিকল্পনাকে ‘পরিশেষ’ ত্রায় বা ‘পারিশেষ্য’ বলে ।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতার্থাপত্তিও অর্থাপত্তি প্রমাণেরই একটি প্রভেদ মাত্র । কোন শব্দ শ্রবণ করিলে পর, তাহার অর্থসঙ্গতির অনুসন্ধানে যদি ঐ শব্দের অপেক্ষিত কোনও অশ্রুত পদার্থ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলা হয় । যেমন—‘দ্বারং’ বলিলে তদান্যজ্ঞিত ‘পিবেহি’ ক্রিয়া উহা করিয়া লইতে হয়, তেমনি কৰ্ম্ম শ্রুতিতে ফলের উল্লেখ না থাকিলে, তদনুরূপ কোন একটি ফলবিশেষ কল্পনা করিয়া লইতে হয় । এখানেও নিত্যকৰ্ম্মগুলির কোন ফলোন্মেষ না থাকিলেও যে, অবিশেষে মোক্ষ-ফল কল্পনা করা, তাহাও উক্ত শ্রুতার্থাপত্তিরই বিষয় ।

কোন ক্রিয়ার ফল নয়, অথচ নিত্য কর্মদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যকর্মের ফল বটে, কিন্তু নিত্যকর্ম হইতে জন্মে না,—ইত্যাদি কথাও ঠিক তদ্রূপই বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হইতেছে । ৭

যদি বল, জ্ঞানের জ্ঞান ইহারও উপপত্তি হইতে পারে—যেমন জ্ঞান দ্বারা মোক্ষের উৎপত্তি না হইলেও, মোক্ষকে জ্ঞানের ফল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে, ‘কর্ম-কার্য্য’ কথাটিও ঠিক সেইরূপই হইতে পারে । না—একথা বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি সাধন করে বলিয়াই মোক্ষকে জ্ঞানের কার্য্য বা জ্ঞান-ফল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে ; কিন্তু কর্ম দ্বারা ত আর সে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না ; অথচ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মোক্ষের প্রতিবন্ধক বলিয়াও কল্পনা করিতে পারা যায় না, যাহা কর্মদ্বারা নিবারিত হইতে পারে ; কারণ, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ, এবং উহা সাধকের (মুয়ুক্ষুর) আত্মরূপ ভিন্ন স্বতন্ত্র নহে । ৮

যদি বল, কর্ম কেবল অজ্ঞানেরই ধ্বংস সাধন করে মাত্র, (আর কিছুই করে না) । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । দেখ, অজ্ঞান হইতেছে আত্মস্বরূপের অনভিব্যক্তি, আর জ্ঞান হইতেছে তাহার অভিব্যক্তি বা স্মৃতিপ্রতীতি ; সুতরাং অনভিব্যক্তিরূপ অজ্ঞানের সহিত অভিব্যক্তিরূপ জ্ঞান স্বতই বিরুদ্ধ ; কিন্তু কর্ম কখনও অজ্ঞানের বিরোধী নহে ; কাজেই জ্ঞান ও কর্ম একরূপ নহে, পরস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি । পক্ষান্তরে অজ্ঞানকে যদি জ্ঞানের অভাব, সংশয়জ্ঞান, কিংবা বিপরীতজ্ঞান (ভ্রম) বলিয়াই স্বীকার কর, সকল প্রকারেই কেবল জ্ঞান দ্বারাই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব হয় ; কিন্তু কর্মদ্বারা নহে ; কারণ, যথোক্তপ্রকার অজ্ঞানের মধ্যে কোনটির সঙ্গেই কর্মের বিরোধ নাই । ৯

যদি বল, কর্মে যে, অজ্ঞান-নিবৃত্তি করে, ইহা অল্পদৃষ্ট না হইলেও, নিত্যকর্মের সম্বন্ধে সেরূপ শক্তি কল্পনা করিব । না, সেরূপ কল্পনাও করিতে পার না ; কারণ, জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি যখন লোকপ্রসিদ্ধ এবং অমুভবগম্যও বটে, তখন নূতন করিয়া কর্মকেও নিবৃত্তি-সাধন বলিয়া কল্পনা করা সমুচিত হয় না । উদাহরণ—যেমন ‘ব্রাহ্মীন্ অবহন্তি’ এই শ্রুতিতে ধাত্তে মুখল-প্রহারের বিধান আছে, সেখানে ধাত্তের তুঘনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফল সত্ত্বে, মুখল-প্রহারের আর অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা হয় না, (তেমনি এখানেও অজ্ঞাননিবৃত্তিকে অদৃষ্টফল বলিয়া কল্পনা করিতে

পার না) । জ্ঞান যে, অজ্ঞানের বিরোধী, এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি । আর ‘বিজ্ঞাপ্রভাবে (জ্ঞানদ্বারা) দেবলোক লাভ হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, যে সমস্ত জ্ঞান বা উপাসনা কর্মের সহিত বিরুদ্ধ নহে, উপাসক সে সমস্ত জ্ঞান বা উপাসনা দ্বারা দেবলোকরূপ (স্বর্গলোক) ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১০

আরও এক কথা, যদি নিত্য কর্মের ফলকল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও যাহা কর্মের সহিত বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহা কখনও দ্রব্য, গুণ বা কর্ম হইতে উৎপন্ন হয় না, যে বিষয়ে কস্মিন্কালেও কর্মের উৎপাদন-সামর্থ্য পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাই কল্পনা করা উচিত ? না, যে বিষয়ে কর্মের সামর্থ্য দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যেরূপ ফল কর্মের বিরোধী নয়, সেইরূপ ফল কল্পনা করাই উচিত ? বলা বাহুল্য যে, অবি-
রুদ্ধ ফল কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত । কস্মীমুঠানে লোকের প্রবৃত্তি-সমুৎপাদনের জন্য যদি কর্মের ফল কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও মোক্ষকে কিংবা মোক্ষ-প্রতিবন্ধক অজ্ঞাননিবৃত্তিকে ফলরূপে কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, তোমার অভিমত শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণটি কর্মের অবিরুদ্ধ ফল কল্পনা করিয়াই চরিতার্থ (পরিসমাপ্ত) হয় ; [সুতরাং তাহার অমুরোধেও কর্মবিরোধী মোক্ষফল কল্পনা করা যাইতে পারে না ।] কারণ, উহার সহিত কর্মের কোনরূপ বিরোধ নাই, অথচ উৎপত্ত্যাদি বিষয়েই কর্মের সামর্থ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ, (যথোক্ত বিষয়ে নহে) । ১১

যদি বলা, আমরা ‘পারিশেষ্য’ নিয়মামুসারে মোক্ষ-ফল কল্পনা করিব ;—সমস্ত কর্ম হইতেই সমস্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে ; তন্মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অত্যাশ্রিত কর্মের ফলরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই সমস্ত বিষয়কেই আবার নিত্যকর্মেরও ফলরূপে কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না । মোক্ষই একমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে ; বেদবিদ লোকমাত্রেয়ই মোক্ষফল বিশেষ প্রিয় ; সুতরাং তাহাই নিত্যকর্মের ফলরূপে কল্পনা করিতে হইবে । না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, কর্মের ফল যখন ব্যক্তিগত ভাবে অনন্ত বা অসংখ্য, তখন তৎসম্বন্ধে ‘পারিশেষ্যত্বায়’ প্রযোজ্যই হইতে পারে না । দেখ, যে লোক সর্বজ্ঞ নয়, এমন কোন লোকই বিভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছামুযায়ী কর্মফলের, অথবা তৎসাধন কর্মসমূহের কিংবা পুরুষগত বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছার ইয়ত্তা বা পরিমাণ অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না ; কেন না, যে সমস্ত দেশ-কালাদিরূপ নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া কর্ম ও তৎফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, প্রথমতঃ সে সমুদয়ের একটা স্থিরতা নাই ; তাহার পর, যে বিষয়ে লোকের

অভিরুচি থাকে, সেই বিষয়ে ও তৎসাধনোদ্দেশ্যেই লোকের ইচ্ছা হইয়া থাকে । প্রত্যেক প্রাণীতে বিভিন্নপ্রকার রুচি অনুসারে ইচ্ছাও অনেকপ্রকার হইয়া থাকে ; কাজেই ফল ও ফলসাধন কর্মের আনন্ত্য সিদ্ধ হইতেছে ; আনন্ত্য নিবন্ধনই তাহার পরিমাণ বা সংখ্যা পুরুষ-পরিগণনার বিষয় হইতে পারে না ; ফল ও তৎসাধনেরই যদি পরিমাণ অবধারিত না হইল, তবে আর মোক্ষ-ফলে পারিশেষ্য সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে ? । ১২

যদি বল, কর্মফলের ব্যক্তিগত পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকিলেও তাহার আতিগত বা সমষ্টিগত পরিমাণ ধরিয়া পারিশেষ্য-নিয়ম নির্দেশ করিতে পারা যায় । অভি-প্রায় এই যে, ইচ্ছার বিষয় (অভীষ্ট কর্মফল) ও তৎসাধনসমূহ অনন্ত হইলেও কর্মফলরূপ আতিটি সর্বত্রই তুল্য বা সমান ; [সুতরাং কর্মফলরূপে সমস্ত বিষয়ই পরিগণিত হইতেছে,] একমাত্র মোক্ষই অবশিষ্ট রহিয়াছে ; কারণ, উহা অপর কোনও কর্মের ফলরূপে কল্পিত হয় নাই ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় (পারিশেষ্য নিয়মানুসারে) মোক্ষকেই নিত্যকর্মের ফলরূপে কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে । না—উহাকেও নিত্যকর্মের ফল বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাও কর্মফলেরই সজ্জাতীয় হওয়া উচিত ; সুতরাং এমতেও পারিশেষ্য নিয়ম সিদ্ধ হইতেছে না । অতএব প্রকারান্তরেও যখন নিত্যকর্মের সাফল্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তখন তাহাতেই ‘শ্রুতার্থাপত্তি’ চরিতার্থতা লাভ করিবে, অর্থাৎ উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার, এই চতুর্বিধ ফলের যে কোন একটি ফল নিত্যকর্মের সম্বন্ধেও সম্ভবপর হইতে পারে ; (১) সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তিরও সার্থকতা ব্যাহত হইতেছে না । ১৩

যদি বল, মোক্ষই উক্ত চতুর্বিধ ফলের অন্ততম ফল । না, তাহাও বলিতে পার না ; কেননা, মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহা উৎপাদ্য হইতে পারে না ; এই

(১) তাৎপর্য—সাধারণতঃ কর্মের (ক্রিয়ার) ফল চারিপ্রকার—(১) উৎপত্তি, (২) প্রাপ্তি, (৩) বিকার ও (৪) সংস্কার । তন্মধ্যে অবিচ্ছিন্ন পদার্থকে জন্মান—উৎপত্তি ; অগ্রাপ্ত পদার্থের সহিত সংযোগ সাধন করা—প্রাপ্তি ; একরূপ বস্তুকে অপররূপে পরিণত করা—বিকার ; আর বিচ্ছিন্ন বস্তুর দোষণনয়ন বা তাহাতে গুণোৎপাদনের নাম—সংস্কার । ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন যে, নিত্যকর্মও যখন ক্রিয়া, তখন তাহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাও নিশ্চয়ই উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার, ইহার যে কোন একটির অন্তর্গত হইবে ; সুতরাং নিত্যকর্মবিধারক শাস্ত্রের নিষ্পত্তা হইতেছে না ; এবং ‘শ্রুতার্থাপত্তি’ প্রমাণানুসারে যে, একটা ফল-কল্পনা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাও সিদ্ধ হইল ; সুতরাং এই ভাবে শ্রুতার্থাপত্তিরও প্রমাণা-ব্যাঘাত হইল না ।

জ্ঞানই উহা বিকার্য (বিকৃত হইবার যোগ্য) বা সংস্কার্যও হইতে পারে না । যাহা ক্রিয়াসাধ্য দ্রব্য, তাহারই বিকার ও সংস্কার হইতে পারে, যেমন যজ্ঞীয় পাত্র ও ঘৃতাদি দ্রব্য জলপ্রোক্ষণাদির দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হয়, ইহা ত তেমন নহে, যজ্ঞীয় এবং যুপাদির গ্রাহ্য সংস্কার্যইও নহে ; কাজেই মোক্ষকে অবশিষ্ট প্রাপ্য ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় ; না—মোক্ষ প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ, উহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ এবং অভিন্নাত্মক । যদি বল, নিত্য কর্মগুলি যখন অপরাপর কর্ম অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতি, তখন তাহার ফলেও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকা অস্বাভাবিক হয় না ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, কর্মত্ব ধর্ম যখন সকল কর্মেরই সমান, তখন তাহার ফলও অপরাপর কর্মফলের তুল্যস্বভাবই বা হইবে না কেন ? যদি বল, নিত্য কর্মরূপ নিমিত্ত বা কারণের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন তাহার ফলেও বৈলক্ষণ্য হওয়াই গ্রাহ্য ; আমরা বলি, না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, ‘ক্ষামবতী’ কর্মের (যাগের) সঙ্গে ইহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে,—যেমন গৃহদাহাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ‘ক্ষামবতী’ নামক ইষ্টি (যাগ) করিতে হয় । যেমন—‘যজ্ঞপাত্র ভাঙ্গিলে হোম করিতে হয়’, ‘স্নান হইলে (ফাট ধরিলে) হোম করিতে হয়’ ইত্যাদি । এই জাতীয় নৈমিত্তিক কর্মের স্থলে যেমন কেহই মোক্ষফল কল্পনা করে না, তেমনি নিত্যকর্মগুলিও যাবজ্জীবনের জ্ঞাত বিহিত বলিয়া নৈমিত্তিক কর্মের তুল্যরূপ ; স্মরণ্য তাহারও ফল মোক্ষ হইতে পারে না । ১৪

অপিচ, নীলপীতাদি কোনপ্রকার রূপ দেখিতে হইলেই আলোকের আবশ্যক হয় ; আলোকই সকলের পক্ষে রূপ-দর্শনের সাধারণ উপায় ; কিন্তু পেচক প্রভৃতি এমন কতগুলি প্রাণী আছে, যাহারা রূপদর্শন কালে আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে না ; কারণ, পেচকাদির চক্ষু আর অপর সকল প্রাণির চক্ষু একপ্রকার নহে,—উহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে ; বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়াই পেচক রূপ গ্রহণ করে না ; কিন্তু তা বলিয়াই যে, পেচকাদির চক্ষু রসাদি গুণ গ্রহণ করে, এরূপ ত কল্পনা করিতে পারা যায় না ; কারণ, রসাদি-গ্রহণ বিষয়ে চক্ষুর সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব কল্পনার সাহায্যে যতদূরই যাওয়া যাউক না কেন, যাহার যে বিষয়ে সামর্থ্য বা কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই বিষয়েই কোনপ্রকার বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হইবে, (অভিনব কল্পনা করিলে চলিবে না) । ১৫

আরো যে, বলিয়াছ—দধি ও বিষ যেরূপ বিত্তা, মত্ত ও শর্করাদির সহযোগে

অন্তপ্রকার ফল প্রদান করে, তদ্রূপ নিকামভাবে অহুষ্ঠিত নিত্য কর্মগুলিও স্বতন্ত্র ফল প্রদান করিবে। ভাল, স্বতন্ত্র ফল প্রদান করে, করুক ; উহা যদি ঈশ্পিত ফল হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। নিকাম কর্মগুলি বিছা বা উপাসনার সহযোগে অহুষ্ঠিত হইয়া বিশিষ্ট ফল জন্মাইলেও কোন ক্ষতি নাই ; কারণ, শাস্ত্রে দেবযাজী (দেবতার উপাসক) ও আত্মযাজী (আত্মার উপাসক), এতদ্বয়ের মধ্যে আত্মযাজীর শ্রেষ্ঠতা উক্ত আছে ; যথা, ‘দেবযাজী অপেক্ষা আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ’ এবং ‘বিভাসহকারে যাহা করে, তাহাই উত্তম’ ইত্যাদি। ১৬

তবে মনু যে, পরমাত্মদর্শন বিষয়ে “সমং পশুন্ আত্মযাজী” এই বাক্যে ‘আত্মযাজী’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—সর্বভূতে সমতা দর্শনকারী লোক ‘আত্মযাজী’ নামে উক্ত হয় ; অথবা ভূতপূর্ব গতি অনুসারে অর্থাৎ সাধকের পূর্বাবস্থা ধরিয়া লইলেও এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যায় যে, যিনি আত্মশুদ্ধির অন্ত নিত্যকর্মের অহুষ্ঠান করেন, (তিনি আত্মযাজী); কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন ‘এই নিত্যকর্মের দ্বারা আমার অঙ্গ সংস্কৃত (বিশোধিত) হইতেছে’, এবং স্মৃতিশাস্ত্রও ‘গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা’ ইত্যাদি প্রকরণে দেহেন্দ্রিয়াদি-গত সংস্কারের অহুষ্ঠি নিত্যকর্মের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে। ঐরূপে সংস্কৃত বা পরিশোধিত হইয়া, যে আত্মযাজী সেই সমস্ত কর্ম্মাহুষ্ঠানের ফলে সর্বত্র সমদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার ইহ জন্মেই হউক বা পর জন্মেই হউক, সর্ববিধ বৈষম্যবর্জিত আত্মদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ঐরূপ সমদর্শন করিলেই স্বাধী (মুক্তি) লাভের অধিকারী হয়। জ্ঞানসহযোগে অহুষ্ঠিত নিত্যকর্ম যে, আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বা সাধন, সেই অভিপ্রায় প্রকাশনার্থই ভূতপূর্ব গতি (যাহা পূর্বে হইয়া গিয়াছে, সেই অবস্থা) অবলম্বন করিয়াও ‘আত্মযাজী’ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। ১৭

আরও এক কথা,—‘মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মা, বিশ্বব্রহ্মা, ধর্ম (যম), মহান্ (মহৎ-তত্ত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) ও অব্যক্ত (প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত), ইহারা সকলে সাত্বিক কর্মের উৎকৃষ্ট ফল’, ‘এবং নিকাম কর্মে পঞ্চভূত প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যগুলি ইন্দ্রাদি-দেবতাব প্রাপ্তি ছাড়া পঞ্চভূতে বিশিষ্ট্রণকেও নিকাম কর্মের ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ‘ভূতানি অপ্যোতি’র স্থলে, বাহারা ‘ভূতানি অতোতি’ পাঠ পরিকল্পনা করিয়া কর্ম হইতেও মুক্তিফল-প্রাপ্তি সমর্থন করেন ; বুঝিতে হইবে, বেদবিষয়ে তাহাদের বুদ্ধি বড় অল্প ; সুতরাং তাহাদের অল্পবুদ্ধি-প্রসূত অসৎ কল্পনা দোষাবহ বলিয়া গ্রাহ্য নহে, (উহা উপেক্ষণীয়)। ১৮

আর এই ‘ভূতাপ্য’ বাক্যটি যে, অর্থবাদ—নিরর্থক বাক্য, তাহাও নহে; কারণ, যে অধ্যায়ে এই বচনটি সন্নিবিষ্ট আছে, সেই অধ্যায়ে কেবল দুইটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ আছে—একটি হইতেছে কর্মফলের শেব সীমা—ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি, আর অপরটি হইতেছে কর্মসম্বন্ধ-রহিত আত্মজ্ঞান; সুতরাং উক্ত দুইটি বিষয় যথাক্রমে কর্মকাণ্ডোক্ত ও উপনিষদুক্ত বিষয়ের সহিত তুল্য এবং অবিরুদ্ধ। বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করায়, এবং নিবিদ্ধ কর্মের সেবা করায় ফলতঃ স্থাবর, কুকুর ও শূকরাদি যোনিতে জন্মধারণ করিতে হয়; (১) এবং বাস্তবোজ্জী একপ্রকার প্রেতদেহও দেখিতে পাওয়া যায়; [সুতরাং ঐ সমস্ত বাক্যকে ‘অর্থবাদ’ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায় না]। ১৯

বিশেষতঃ ঋতি ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিহিত ও নিবিদ্ধ কর্ম ছাড়া অগ্রপ্রকার যে, বিহিত বা নিবিদ্ধ কর্ম আছে, তাহা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, যে সকলের অকরণে ও করণে প্রেত-শূকরাদিভাবপ্রাপ্তিরূপ নিকৃষ্ট ফল প্রত্যক্ষতঃ বা অনুমানের সাহায্যে অনুভব করা যাইতে পারে। আর পুরোক্ত প্রেত শূকরাদি ভাব যে, কর্মফলই নয়, একথাও কেহ স্বীকার করে না; অতএব উক্ত প্রেত, পশুপক্ষী ও স্থাবরাদিভাব যেরূপ বিহিত কর্মের অকরণ ও প্রতি-বিদ্ধ কর্মচারণের ফল, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদিপদ-প্রাপ্তিও ঠিক তদ্রূপই কর্মফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই কারণেই ‘তিনি আপনার বপা (হৃদয়ের মেদ) কাটিয়া দিয়াছিলেন’, এবং ‘তিনি রোদন করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যের হ্রায় উক্ত “ভূতানি অপ্যোতি পঞ্চ বৈ” ইত্যাদি বাক্যকেও অযথার্থবাদী অর্থবাদ বলিতে পারা যায় না। ২০

যদি বল, এখানে যদি অভূতার্থবাদ না হয়, তবে কর্ম-বিপাকপ্রকরণোক্ত

(১) তাৎপর্য—“অকুর্ভব্ বিহিতং কর্ম নিলিতক সমাচরন্। এসম্ভ্রংশ্চেল্লিয়ার্থে নরঃ পতনমুচ্ছতি।” অর্থাৎ মহুগণ শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম (সম্ব্যাদি) না করিলে, পক্ষান্তরে নিলিত কর্ম (হ্রাপান প্রভৃতি) করিলে এবং ইন্দ্রিয়-সংযম না করিলে অধোগামী হয়। ক্রমে তাহার ফল নির্দেশ করিতেছেন—“শারীরজৈঃ কর্মদোষৈর্বাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষি-মৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্। য-শূকর-খরোষ্ট্রাণাং গোজাবি-মৃগপক্ষিণাম্। চণালপুন্ডমানাক ব্রহ্মা যোনিমুচ্ছতি।” অর্থাৎ কেবল শরীরমাত্রনিপাত্ত অসৎকর্ম দ্বারা স্থাবরত্ব (বৃক্ষ পাষাণাদি দেহ) প্রাপ্ত হয়। বাচিক পাপদ্বারা—পশুপক্ষি-যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং মানসিক পাপদ্বারা চণালাদি অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হয়; বিশেষতঃ, ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি কুকুর, শূকর, গর্দভ, গো, অশ্ব, মেঘ, মৃগ, পক্ষী, চাণাল ও পুন্ড (নিকৃষ্ট জাতি) জাতি প্রাপ্ত হয়।

কথাগুলিও অভূতার্থবাদ (সত্যবাদ) না হউক? ভাল কথা,—না হয়, না হউক; শুধু সে কথায় ত আর অত্রত্য যুক্তির বাধা হইতে পারে না, কিংবা আমাদের অবলম্বিত পক্ষেরও (সিদ্ধান্তেরও) কোন দোষ ঘটিতে পারে না। তাহার পর, “ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্ণঃ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত ব্রহ্মাদিভাব প্রাপ্তিকে কাম্য কর্মের ফল বলিয়াও কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেন না, সেখানে দৈবসৃষ্টিই সেই সকল কাম্য কর্মের ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; অতএব বলিতে হইবে যে, যাহারা সাভিসন্ধি—কর্মফলের অভিলাষী, তাহাদের অগুষ্ঠিত নিত্য কর্মের ও সর্বমেধ-অখমেধাদি কাম্য কর্মের ফল হয়—ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তিপ্রভৃতি, আর যাহারা ফলাভিলাষরহিত—কেবল চিন্তাশুদ্ধির জ্ঞান নিত্যকর্মসমূহান করিয়া থাকেন, তাহাদের সেই সমস্ত নিত্যকর্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—‘নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্য করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি। সেই সমস্ত নিত্য কর্ম ও পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তিলাভেরই সাহায্য করিয়া থাকে; এই জ্ঞান সে সমুদয় কর্মকেও ‘মুক্তি-সাধন’ বলিলে কোনও বিরোধ হয় না; ইহাই যে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে জনকের আখ্যায়িকা উপলক্ষে প্রবর্শন করিব। ২১

আর যে, বিব ও বধি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়াছ, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; স্মৃতরাং সে বিষয়ে কোনও বিরোধ বা বিসংবাদ নাই; কিন্তু যাহা একমাত্র শব্দগম্য, সে বিষয়ে তৎপ্রতিপাদক স্পষ্ট শব্দ না থাকিলে, কেবল বিব ও বধ্যাদির তুলনায় অলৌকিক সামর্থ্য কল্পনা করিতে পারা যায় না। যে বিষয়ে বিরুদ্ধ প্রমাণান্তর রহিয়াছে, সেরূপ বিষয়ে কখনও শ্রুতির প্রামাণ্য কল্পনা করা যায় না; যেমন—‘অগ্নি শীতল ও রুদ্ধ জন্মান্ন’ ইত্যাদি বাক্যের। পক্ষান্তরে, বেরূপ অর্থ-বিশেষে শ্রুতির তাৎপর্য স্পষ্টতঃ অবধারিত হয়, সেরূপ অর্থ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সে সমুদয় প্রমাণকে প্রমাণাভাস (যাহা আপাততঃ প্রমাণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক প্রমাণ নহে) বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন—ধৃতোতকে (জোনাকি পোকাকে) অগ্নি বলিয়া মনে করা হয়, এবং আকাশকে তল ও মলিন বলিয়া জ্ঞান করা হয়। এই ছাতীর যে, অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ, তাহা অনুভবাত্মক হইলেও তদ্বিষয়ে যখন অপরাপর প্রমাণের সত্যতা বা অসত্যতা হ্রিতর রহিয়াছে, তখন পূর্বোক্তপ্রকার অজ্ঞানের প্রত্যক্ষটি নিষ্সঙ্গাত্মক হইলেও প্রমাণান্তর দ্বারা আভাসীকৃত (অপ্রমাণীকৃত) হইয়া যায়; অতএব বেদের প্রামাণ্য যখন অব্যভিচারী—অস্বীকার

করিবার উপায় নাই, তখন যে বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য নির্ণীত হয়, তাহা সেই-রূপ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ; সেখানে মানুষের বুদ্ধিকৌশল কাজে লাগে না। লোকের বুদ্ধিকৌশল প্রভাবে স্বয়ং প্রকাশমান সূর্য্যের প্রকাশ যেমন ব্যাহত হয় না, তেমনি লোকবুদ্ধির কল্পনাকৌশলে বেদবাক্যেরও অর্থান্তর সিদ্ধ হয় না। অতএব কোন কৰ্ম্মই যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষসাধন নহে, ইহা প্রমাণিত হইল। অতএব কৰ্ম্মফল যে, সংসারের অতিরিক্ত নহে, পরন্তু সংসারেরই অন্তর্গত, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই এই পরবর্তী ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদ) আরম্ভ হইতেছে।—

অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ ।
মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম, তে পতঞ্চলস্ত কাপ্যস্ত গৃহানৈম ;
তস্মাসীদুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা, তমপৃচ্ছাম—কোহসীতি, সোহ-
ব্রবীৎ সুধবাহুঙ্গিরস ইতি, তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথে-
নমক্রম—ক পারিক্ষিতা অভবন্মিতি ক পারিক্ষিতা অভবন্,
স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য, ক পারিক্ষিতা অভবন্মিতি ॥ ১৬৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—অথ (অর্তিভাগস্য বিয়মানন্তরম্), ভুজ্যুঃ (তন্মামকঃ) লাহায়নিঃ (লহস্য অপত্যন্ লাহঃ, তস্যাপত্যং লাহায়নিঃ) পপ্রচ্ছ (প্রষ্টুং প্রববুতে)। [প্রবৃত্তশ্চ] হে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি [সম্বোধনম্] উবাচ (উক্তবান্) হ—[বয়ং কদাচিত্] চরকাঃ (অধ্যয়নার্থং ব্রতচরণপরাঃ সন্তঃ) মদ্রেষু (মদ্রদেশে) পর্য্যব্রজাম (পর্য্যটনপরাঃ অভূম)। তে (বয়ং) কাপ্যস্ত (কপি-গোত্রস্ত) পতঞ্চলস্ত (পতঞ্চলনামঃ গৃহস্থস্ত) গৃহান্ (ভবনং) ঐম (গতবন্তঃ); তস্ত (পতঞ্চলস্ত) দুহিতা (কন্যা) গন্ধর্ব্বগৃহীতা (গন্ধর্ব্বো নাম দেবযোনিবিশেষঃ, তেন আবিষ্টা) আসীৎ। তং (গন্ধর্ব্বং) অপৃচ্ছাম (পৃষ্টবন্তঃ)—কঃ অসি (ত্বং কিমাশা কিংস্বরূপশ্চ অসি)? ইতি। সঃ (গন্ধর্ব্বঃ এবং পৃষ্টঃ সন্) অবব্রবীৎ (উক্তবান্)—আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগোত্রোৎপন্নঃ) সুধবা (সুধবনামা) [অস্মি] ইতি। তং (গন্ধর্ব্বং) যদা লোকানাং (ভুবনানাং) অন্তান্ (অবসানানি—সীমানঃ) অপৃচ্ছাম, অথ (তদা) এনং (গন্ধর্ব্বং) অক্রম (পৃষ্টবন্তঃ বয়ম্); [কিম্?] পারিক্ষিতাঃ (পরিতো দুরিতং ক্ষীয়তে যেন, স পরিক্ষিত—অশ্বমেধঃ, তদ্যাজিনঃ—পারিক্ষিতাঃ) ক (কুত্) অভবন্—পারিক্ষিতাঃ ক অভবন্ ইতি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (গন্ধর্ব্বাৎ লব্ধ-নির্গমঃ অহং) ত্বা (ত্বাং) পৃচ্ছামি—পারিক্ষিতাঃ ক অভবন্? ইতি ॥ ১৬৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ১—জারৎকারব আৰ্ত্তভাগ প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, ভুজ্ঞানামক লহপৌত্র যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতচরণপরায়ণ হইয়া মদ্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলাম । সেই সময়ে একদা কপিবাংশীয় পতঞ্চলনামক গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম ; তাহার একটি কন্যা গন্ধর্ব্বকর্তৃক আবিষ্টা ছিল । আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে ? সে বলিল, অগ্নিরাবংশে আমার জন্ম, নাম সুধম্বা । আমরা তাহাকে যখন ভুবনকোশের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসান বা সীমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল ?—পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল ? হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল ? [অভিপ্রায় এই যে, প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমরা গন্ধর্ব্বের নিকট হইতে জানিয়াছি ; সুতরাং এ বিষয়ে তুমি আমাদেরকে ভুল বুঝাইয়া পার পাইবে না] ॥ ১:৬৬ ॥ ১ ॥

শাক্তরশ্মাশ্রম ১—অথানন্তরম্ উপরতে আরৎকারবে, ভুজ্ঞারিতি নামভঃ, লহস্তাপত্য লাহঃ, তদপত্যং লাহায়নিঃ পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ—আদ্যাব্যুত্থানমধমদর্শনম্, সমষ্টিব্যষ্টিফলশ্চ অখমমেধঃ ক্রতুঃ “জ্ঞানসমুচ্ছিতো বা কেবল-জ্ঞানসম্পাদিতো বা সর্ব্বকর্্মণাং পরা কাষ্ঠা ; “ক্রণহত্যাখমমেধাভ্যাং ন পরং পুণ্য-পাপয়োঃ” ইতি হি স্মরন্তি ; তেন হি সমষ্টিং ব্যষ্টিশ্চ প্রাপ্নোতি । তত্র ব্যষ্টয়ো নিষ্ঠাভা অণান্তরবিষয়া অখমমেধ-বাগ-ফলভূতাঃ ; “মৃত্যুরশ্মায়া ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি” ইত্যুক্তম্ । ১

মৃত্যুশ্চ অশনায়ালগণো বুদ্ধায়া সমষ্টিঃ প্রথমজ্ঞো বায়ুঃ সূত্রং সত্যং হিরণ্য-গর্ভঃ ; তস্মা ব্যাক্তো বিষয়ঃ—বদায়কং সর্ব্বং দ্বৈতৈকত্বম্, যঃ সর্ব্বভূতান্তরায়া লিঙ্গমমূর্ত্তরসঃ, বদান্তিতানি সর্ব্বভূতকর্্মণি, যঃ কর্্মণাং কর্্মসম্বন্ধানাঞ্চ বিজ্ঞানান্য পরা গতিঃ—পরং ফলম্ । তস্মা কিয়ান্ গোচরঃ, কিরতী ব্যাপ্তিঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলীভূতা, সা বক্তব্য্যা । তস্মামুক্তায়াং সর্ব্বঃ সংসারো বন্ধনগোচর উক্তো ভবতি । তস্মা চ সমষ্টি-ব্যষ্ট্যাদ্বদর্শনশ্যালৌকিকত্বপ্রদর্শনার্থমাখ্যায়িকাম্ আয়ানো বৃত্তাং প্রকুৰ্ত্ততে ; তেন চ প্রতিবাদিবুদ্ধিং ব্যামোহয়িত্বানীতি মন্ততে । ২

মদ্রেষু—মদ্রা নাম জনপদাঃ, তেষু চরকা অধ্যয়নার্থং ব্রতচরণাৎ চরকাঃ
অধ্যায়বো বা, পর্য্যব্রজাম পর্য্যটিতবন্তঃ । তে পতঞ্চলশ্চ—তে বয়ং পর্য্যটন্তঃ
পতঞ্চলশ্চ নামতঃ কাপাশ্চ কপিগোত্রশ্চ গৃহান্ ঐম গতবন্তঃ । তস্তাসীদুহিতা
গন্ধর্ষগৃহীতা—গন্ধর্ষেণ অমায়ুৰ্বেণ সন্তেন কেনচিদাবিষ্টা ; গন্ধর্ষো বা খিষ্ণোহয়িঃ
ঋত্বিগ্ দেবতা বিশিষ্টবিজ্ঞানত্বাদবসীয়তে ; ন হি সত্ত্বমাত্রশ্চৈদৃশং বিজ্ঞানমুপ-
পত্ততে । তং সর্কে বয়ং পরিবারিতাঃ সন্তঃ অপূচ্ছাম—কোহসীতি—কন্তুমসি
কিংনামা কিংসতত্ত্বঃ । সোহব্রবীদ্ গন্ধর্ষঃ—সুধবা নামতঃ, আদ্বিরসঃ গোত্রতঃ ।
তং যদা যস্মিন্ কালে লোকানাম্ অন্তান্ পর্য্যবসানানি অপূচ্ছাম—অথ এনং গন্ধর্ষ-
মক্রম—ভুবনকোশ-পরিমাণজ্ঞানায় প্রবৃত্তেযু সর্কেষু আত্মানং প্রাধ্বয়ন্তঃ পৃথিবন্তো
বয়ম্ । কথম্ ? ক পারিক্ষিতা অভবন্বিতি । স চ গন্ধর্ষঃ সর্কমশ্নাত্যম্ অব্রবীৎ ;
তেন দিব্যোভ্যো ময়া লক্ষং জ্ঞানম্, তৎ তব নাস্তি ; অতো নিগৃহীতোহসীত্যভি-
প্রায়ঃ । সোহহং বিদ্যাসম্পন্নো লক্ষাগমো গন্ধর্ষাৎ, ত্বা ত্বাং পূচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য,
ক পারিক্ষিতা অভবন্, তৎ ত্বং কিং জ্ঞানাসি ? হে যাজ্ঞবল্ক্য, কথয়, পূচ্ছামি—ক
পারিক্ষিতা অভবন্বিতি ॥ ১৬৬ ॥ ১ ॥

টীকা ।—ব্রাহ্মণাঃ সন্তমেষ প্রতিপাদ্য তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অধেতি । যাজ্ঞবল্ক্যমভিমুখীকৃত্য
ভূত্বাঃ স্বস্ত পূর্বনিবৃত্তাঃ কথং কথংস্তান্মবতারয়িতুমর্থমেধস্বরূপং তৎকলং চ বিভজ্য দর্শয়তি—
আদ্যাবিতি । ক্রতুরক্ত ইতি পূর্বেণ সংবন্ধঃ । ক্রতোবৈ বিধ্যমাহ—জ্ঞানেতি । অথগেথশ্চ
দ্বিবা বিভক্তশ্চ সর্ককর্ণোৎকর্ষমূলিরতি—সর্ককর্ণগামিতি । তস্ত পূণ্যশ্রেষ্ঠত্বে মানমাহ—স্বপ-
হতোতি । সমষ্টিব্যাপ্তিলশ্চেতুর্ভুক্তং স্পষ্টয়তি—তেনেতি । অথমেধেন সহকারি-কামনাভেদেন
সমষ্টঃ সমনুগতরূপাঃ, ব্যাপ্তিচ ব্যাবৃত্তরূপা দেবতাঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । কাঃ পুনর্ব্যষ্টয়ো বিবক্ষ্যন্তে,
তত্রাহ—তদ্রেতি । অগ্নিরাদিত্যো বায়ুরিত্যাত্মা ব্যষ্টয়ো দেবতাঃ—সোহগ্নিরভবদিত্যাদাবগন্ত-
বর্জিতোহর্থমেধকলভূতা দর্শিতা ইত্যর্থঃ । কা তর্হি সমষ্টর্দেবতেতুর্ভুক্তে তত্রৈবোক্তং স্মারয়তি—
মুত্মারিতি । ১

তামেব সমষ্টরূপাঃ দেবতাঃ প্রপঞ্চয়িতুমিদং ব্রাহ্মণমিতি বক্তৃং পাতনিকাং করোতি—
মুত্মাশ্চেতি । প্রাণায়কবুদ্ধিধর্মেহংশনয়া কথং মুত্যোল্লংগং, তত্রাহ—বুদ্ধ্যাস্মেতি । তর্হি
বুদ্ধ্যেষ্টিয়ানুভূত্বাণি তথা ত্রাদিত্যাশকাহ—সমষ্টিরিতি । প্রাণেব বাষ্ট্র্যংপত্তেকুংপন্নত্বেন
সমষ্টিঃ সাধয়তি—প্রথমজ ইতি । সর্কপ্রয়ঃ দর্শয়তি—সুত্রমিতি । তত্র বায়ুর্বে গৌতমেত্যাদি
বাক্য প্রমাণমিতি হৃচয়তি—বায়ুরিতি । তথাহপি কথং প্রথমজঃ, ভূতানাং প্রথমমুৎপত্তেরিত্যা-
শকাহ—সত্যমিতি । হিরণ্যগর্ভস্তোক্তলক্ষণত্বেহপি কিমাত্মাঃ মুত্যোরিত্যাশকাহ—হিরণ্যগর্ভ
ইতি । জগদেব সমষ্টিব্যাপ্তিরূপং ন সুত্রমিত্যাশকাহ—ব্রাহ্মণমিতি । বৈতঃ ব্যাপ্তিরূপম্, একত্বং
সমষ্টিরূপং, তৎসর্কং ব্রাহ্মণকং, তন্তুতি সম্বন্ধঃ । তন্তোক্তপ্রমাণং একটয়তি—যঃ সর্কেতি ।
বিজ্ঞানান্বানং ব্যাবর্তয়তি—লিঙ্গমিতি । 'তাস্ত হেব রসঃ' ইতি ঋতিমহুহত্যাহ—অমূর্তেতি ।

তস্ত সাধনাশ্রয়ঃ দর্শয়তি—যদাশ্রিতানীতি । তন্ত্ৰৈব ফলাশ্রয়মাহ—যঃ কৰ্মণামিতি । পরা
গতিরিত্যন্তৈব ব্যাখ্যানং পরং ফলমিতি । এবং ভূমিকামারচয়ানন্তরত্রাক্ষণমবতারয়তি—
তন্ত্ৰেতি । প্রথমং প্রকটয়তি—কিয়তীতি । সৰ্ব্বতঃ পরিতো মণ্ডলভাবমাস্তা হিত্তেতি
যাবৎ । নহু কিমিতি সা বক্তব্য, তত্ত্বামুক্তাশ্রমপি বক্তব্যসংসারাবশেষাদাক্ষাণবিশ্রান্ত্য-
ভাবাদত আহ—তত্ত্বামিতি । ইমান্ বহ্নো নাথিকো নুনো বেতাশ্রবাবচ্ছেদেন বন্ধপরিমাণ-
পরিচ্ছেদার্থঃ কৰ্ম্মফলব্যাপ্তিরত্রোচ্যতে, তৎপরিচ্ছেদশ্চ বৈরাগ্যদ্বারা মুক্তিহেতুরিতি ভাবঃ ।
ত্রাক্ষণশ্চৈব প্রবৃত্তাবপি কিমিতি ভুজাঃ স্বস্ত পূৰ্ণনিবৃত্তাং কথামাহেত্যশঙ্ক্যাহ—তস্ত চেতি ।
সমষ্টিব্যাভাষদর্শনত্বানৌকিকত্বপ্রদর্শনেন বা কিং স্তাৎ, তদাহ—তেন চেতি । ইতি মন্ত্ৰতে
ভুজুরিতি শেষঃ । জন্মে পরপরাজ্ঞেনোজ্জয়ন্তেইহাদিত্যর্থঃ । ২

বিজ্ঞানমগ্নেরপাত্তম্ । ‘অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা’ ইতি ঋতিমাশ্রিত্যাহ—
ঋত্বিগিতি । যথোক্তগন্ধর্বগন্ধার্বংগ্রহে লিঙ্গমাহ—বিশিষ্টেতি । তত্ত্বানুধাসিক্ণি দৃষয়তি—
ন হীতি । অধৈনমিত্যাদেবং বিবৃণোতি—ভূবনেতি । ভবত্বেব গন্ধর্বং প্রতি ভবন্তঃ প্রঃ,
তথাপি কিমায়তঃ, তদাহ—স চেতি । তেন গন্ধর্ববচনেনেতি যাবৎ । দিব্যোভ্যো গন্ধর্বেষাঃ
সকাশাদিত্যেতৎ । এতজ্জ্ঞানাতাবে জ্ঞানমপ্রতিভা ত্রিকিষ্টপ্রতিজ্ঞাহানিশ্চেত্যাহ—অত
ইতি । এষ্টে রতিপ্রায়মুক্ত, প্রশ্নাকরাণি ব্যাচটে—সোহহমিতি । প্রথমা ভাবং ক পারিক্ষিতা
অভবব্রিত্ত্যুক্তিগন্ধর্বপ্রার্থা । দ্বিতীয়া ভদনুরূপপ্রতিবচনার্থা । যো হি ক পারিক্ষিতা অভবব্রিতি
এনো গন্ধর্বঃ প্রতি কৃতস্তস্ত প্রত্যুক্তিঃ সৰ্ব্বাং নোহস্মভ্যমব্রবীদিতি তত্র বিবক্ষ্যতে, তৃতীয়া তু মুনিঃ
প্রতি প্রশ্নার্থেতি বিভাগঃ । ১৬১ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—ঋতির ‘অথ’ অর্থ—অনন্তর, অর্থাৎ আরংকারব আর্ভ-
ভাগ প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, ভূজ্ঞানামক লাহারনি—লহের পুত্র—লাহ,
তাহার পুত্র—লাহারনি যাক্ষবদ্যাকে সম্বোধনপূর্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ইতঃপূর্বে
অখমেধ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে । অখমেধ যজ্ঞের ফল দ্বিবিধ—সমষ্টি ও ব্যষ্টি,
অর্থাৎ অমুষ্ঠানবিশেষে সমস্ত ফলও হয়, আবার অমুষ্ঠানবিশেষে পৃথক্ পৃথক্
ফলও হয় । জ্ঞানসহকারেই অমুষ্ঠিত হউক, কিংবা কেবল জ্ঞানদ্বারাই সম্পাদিত
হউক, অখমেধ যজ্ঞ হইতেছে সমস্ত কৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠ কৰ্ম্ম ; স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ
বলিয়াছেন, ‘জগহত্যার বেশী পাপ নাই, আর অখমেধ অপেক্ষা পুণ্য নাই’ ।
লোকেও অখমেধদ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে
সমস্ত বিষয় প্রতীতিগোচর হয়, সে সমস্ত বিষয়ই হইতেছে অখমেধের
ব্যষ্টি ফল । ১

[অতঃপর সমষ্টি ফলের কথা বলা হইতেছে ।] পূর্বেই কথিত হইয়াছে
যে, ‘মৃত্যু ইহার আত্মা হয়, তিনি এই সমুদয় দেবতার অন্ততম হন’ ইত্যাদি ।
অশনান্নালক্ষণ অর্থাৎ সংহারাত্মক মৃত্যুই সমষ্টি-বুদ্ধিগত প্রথমোৎপন্ন পুরুষ ;

বায়ু, হুত্রাঙ্গা, সত্য ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি তাহার নামান্তর। সমস্ত দ্বৈত জগৎ যাঁহা হইতে অপৃথক্ বা যদাত্মক, যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, হৃদয়দেহ-সমষ্টিতে অভিব্যক্ত ও অমৃতরস অর্থাৎ হৃদয় পদার্থের সারভূত ও সর্বভূতের সর্বপ্রকার কর্মনিচয় যাঁহাতে আশ্রিত, এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম ও কর্মাদ্ব-বিজ্ঞানের (উপা-সনার) যিনি চরম ফল, দৃশ্যমান জগৎসমষ্টি তাঁহারই ভোগ্য বিষয়। সেই সমষ্টিভূত হিরণ্যগর্ভের ভোগ্য বিষয়ের পরিমাণ ও সর্বদিগব্যাপী বিস্তারই বা কত, এখন তাহা বলা আবশ্যক। তাহা বলিলেই ফলে ফলে জীবের বন্ধনক্ষেত্র সমস্ত সংসারের পরিমাণও উক্ত হইয়া যাইবে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ফলাত্মক আত্ম-জ্ঞানের অলৌকিকতা জ্ঞাপনের জন্ত প্রশ্নকর্তা আত্মবৃত্তান্তবটিত একটি আখ্যান-িকার অবতারণা করিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে, এই প্রশ্নদ্বারাই প্রতি-বাদী যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধিভ্রম সমুৎপাদন করিব। ২

মদ্র একটি প্রসিদ্ধ দেশ ; আমরা এক সময় সেই দেশে অধ্যয়নার্থ 'চরক' হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণপূর্ব্বক পর্য্যটনপরায়ণ হইয়া, অথবা অধ্বয্যুরূপে (যজুর্বেদ-বিদ্রূপে) পর্য্যটন করিতেছিলাম। [সেই সময় আমরা] কপিবংশীয় পতঞ্জল-নামক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পতঞ্জলের একটি কন্যা গন্ধর্ব্ব-গৃহীতা ছিল—গন্ধর্ব্ব অর্থ—মনুষ্যের জীব, তৎকর্তৃক আবিষ্টা (আক্রান্ত) ছিল। অথবা গন্ধর্ব্বটির যাদৃশ বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানে গন্ধর্ব্ব অর্থ—গৃহস্থের উপাস্ত অগ্নিরূপী ঋত্বিকদেবতাবিশেষ ; তাহা না হইলে, সাধারণ একটা প্রাণিমাত্রের এরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা সকলে তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে?—তোমার নাম কি? এবং পরিচয় কি? তিনি বলিলেন—আমার নাম সুধবা, অঙ্গিরার বংশে জন্ম। আমরা যখন তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত—শেষ-সীমা সন্নিহিত প্রশ্ন করি, তখন সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কি প্রকার? না, পারিক্ষিতগণ কোথায় থাকেন?

প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় এই যে, সেই গন্ধর্ব্ব আমাদের সকলকে সমস্ত কথা বলিয়া-ছিলেন; আমরা এইরূপ দিব্য পুরুষের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি; তুমি কিন্তু তাহা পাও নাই; অতএব নিশ্চয়ই তুমি পরাজিত হইবে। হে যাজ্ঞবল্ক্য, গন্ধর্ব্ব হইতে লব্ধোপদেশ ও বিদ্যাসম্পন্ন সেই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—পারিক্ষিতগণ কোথায় থাকেন, তাহা তুমি জান কি? হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল দেখি, পারিক্ষিতগণ কোথায় থাকেন? ॥ ১৬৬ ॥ ১ ॥

স হোবাচোবাচ বৈ সোহগচ্ছন্ বৈ তে তদ্যত্রাশ্বমেধযাজিনো
গচ্ছন্তীতি, ক্ব অশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি ? দ্বাত্রিংশতং বৈ
দেবরথাহ্ন্যন্তয়ং লোকস্তৎ সমস্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্য্যেতি,
তাৎসমস্তং পৃথিব্যং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পর্য্যেতি, তদ্যাবতী ক্ষুরস্ত
ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রম্, তাবানন্তরেণাকাশস্তানিদ্ৰঃ
স্থপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রায়চ্ছৎ, তান্ বায়ুরাত্নানি ধিত্বা তত্রাগমদ্
যত্রাশ্বমেধযাজিনোহভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশত্বে,স,
তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্বাযুঃ সমষ্টিরপ পুনর্মুতু্যং জয়তি য এবং বেদ,
ততো হ ভুজুর্লোহায়নিরুপররাম ॥ ১৬৭ ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ।—সঃ (এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—সঃ (যুস্মৎপৃষ্টঃ
গন্ধর্ব্বঃ) উবাচ (উক্তবান্) বৈ; (বৈ-শব্দঃ স্মারণার্থঃ, যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্ববচনেন
ভূজুং গন্ধর্ব্বোক্তিং স্মারয়তীত্যর্থঃ),—তে (পারিক্ফিতাঃ) তৎ (তত্র) বৈ
(প্রসিদ্ধৌ) অগচ্ছন্। [কুত্র ?] যত্র (স্থানে) অশ্বমেধযাজিনঃ (অশ্বমেধ-
যজ্ঞকর্ত্তারঃ) গচ্ছন্তি—ইতি। [ভূজুঃ পুনরাহ—] হু ভো যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বমেধ-
যাজিনঃ ক্ব (কুত্র) গচ্ছন্তি ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অয়ং (অশ্বদগোচরঃ
লোকালোক-গিরিণা পরিচ্ছিন্নঃ) লোকঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) দ্বাত্রিংশতং
দেবরথাহ্ন্যানি (দেবস্ত সবিতুঃ আহ্নিক্যা গত্যা যাবৎ স্থানং পরিচ্ছিত্ততে,
তৎ দেবরথাহ্ন্যম্, তদেব দ্বাত্রিংশদৃগুণিতং সৎ দেবরথাহ্ন্যানি, তৎপরিমিতঃ
অয়ং লোক ইত্যর্থঃ); পৃথিবী তৎ লোকং সমস্তং (সমস্তাৎ) দ্বিঃ
(তদ্বৈগুণ্যেন) পর্য্যেতি (পরিতো ব্যাপ্নোতি)। সমুদ্রঃ তাবৎ তাং পৃথিবীং
সমস্তং দ্বিঃ (তদ্বৈগুণ্যেন) পর্য্যেতি (পরিগতঃ)। [অধুনা যেন বিবরণে
অশ্বমেধযাজিনঃ বহির্নিগচ্ছন্তি, তদ্বৎ-কপালয়োঃ বিবরণপরিমাণমুচ্যতে—] তৎ
(তত্র) ক্ষুরস্ত ধারা (প্রান্তভাগঃ) যাবতী (যাবৎপরিমাণা হুস্তা), মক্ষি-
কায়াঃ পত্রম্ (পক্ষপত্রং) বা যাবৎ, অন্তরেণ (অণ্ডকপালরোর্মধ্যে) তাবান্
(যাবৎপরিমাণঃ) আকাশঃ (ছিদ্রং অস্তি); [তেন ছিদ্রেণ প্রাপ্তান্ পারি-
ক্ফিতান্] ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) স্থপর্ণঃ (পক্ষী) ভূত্বা বায়বে প্রায়চ্ছৎ (দন্তবান্);
বায়ুঃ তান্ (পরমেশ্বরপিতান্) আত্নানি ধিত্বা (সংস্থাপ্য) তত্র অগমৎ, যত্র

অশ্বমেধযাজিনঃ অভবন্ (স্থিতাঃ), ইতি—এবম্ ইব সঃ (গন্ধর্ব্বঃ) বায়ুম্ এব প্রশংস ; তস্মাৎ (গন্ধর্ব্বপ্রশংসনাৎ হেতোঃ) বায়ুঃ এব ব্যাষ্টিঃ, বায়ুঃ সমষ্টিঃ (ব্যাষ্টি-সমষ্টিফলাত্মকঃ) । যঃ এবং (যথোক্তগুণসম্পন্নং) বায়ুং বেদ (বিজ্ঞানাতি), সঃ (বিদ্বান্) পুনঃ মৃত্যুং অপজয়তি (সৰুৎ মৃত্যু পুনঃ ন ত্রিয়তে ইত্যশংসঃ) । ভূজ্যঃ লাহার্যনিঃ ততঃ (যাজ্ঞবল্ক্যপ্রদত্তোত্তরশ্রবণাৎ পরং) উপরাম (বিরতো বভূব) ॥ ১৬৭ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন—অশ্বমেধ-যজ্ঞকারিগণ যেখানে গমন করেন, সেই পারিক্ৰিতগণও সেইস্থানেই গমন করেন । [ভূজ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] অশ্বমেধযাজিগণই বা কোথায় গমন করেন ? [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সূর্য্যদেব একদিনে স্বীয় রথের দ্বারা যে পরিমাণ স্থান ভ্রমণ করেন, তাহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থান হইল এই লোক, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণযুক্ত এই পৃথিবী আবার সেই লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ; সমুদ্র আবার দ্বিগুণ পরিমাণে সেই পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে । [এখন ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডদ্বয়ের মধ্যগত রন্ধ্রের পরিমাণ কথিত হইতেছে—] ক্ষুরের ধারা বা প্রান্তভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম, অথবা মক্ষিকার পাখা যেরূপ সূক্ষ্ম, ব্রহ্মাণ্ড-কপাল-দ্বয়ের মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্রপরিমাণ ছিদ্র আছে ; ইন্দ্র—পরমেশ্বর (হিরণ্যগর্ভ) পক্ষিরূপী হইয়া সেখানে উপস্থিত পারিক্ৰিতগণকে বায়ুর নিকট সমর্পণ করেন ; বায়ু তাহাদিগকে আপনার উপরে স্থাপন করিয়া, অশ্বমেধ-যাজিগণ যেখানে আছেন, সেখানে লইয়া যান । তুমি মনে করিয়া দেখ, সেই গন্ধর্ব্ব এইরূপেই যেন বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন । অতএব বায়ুই ব্যাষ্টি ও সমষ্টি কৰ্ম্মফল ; যে ব্যক্তি এইরূপ তত্ত্ব অবগত হন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর মরেন না—অমৃতত্ব লাভ করেন ॥ ১৬৭ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ; উবাচ বৈ সঃ—বৈ-শব্দঃ স্মরণার্থঃ, উবাচ বৈ স গন্ধর্ব্বস্তভ্যম্ । অগচ্ছন্ বৈ তে পারিক্ৰিতাঃ, তৎ তত্র ; ক ? যত্র যস্মিন্ অশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তি—ইতি নির্ণাতে প্রপ্নে আহ—ক হু কস্মিন্ অশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি । তেবাং গতিবিবক্ষয়া ভুবনকোশ-পরিমাণমাহ—

দ্বাত্রিংশতং বৈ, যে অধিকে ত্রিংশৎ—দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্মানি, দেবঃ
আদিত্যঃ, তস্য রথো দেবরথঃ, তস্য রথস্ত গত্যা অহ্না যাবৎ পরিচ্ছিত্ততে দেশপরি-
মাণম্, তৎ দেবরথাহ্মাম্, তদ্বাত্রিংশদগুণিতং দেবরথাহ্মানি, তাবৎপরিমাণোহয়ং
লোকঃ লোকালোকগিরিণা পরিক্ষিপ্তঃ—যত্র বৈরাজ্যং শরীরম্, যত্র চকৰ্ম-
ফলোপভোগঃ প্রাণিনাম্; স এষ লোকঃ এতাবান্ লোকঃ, অতঃ পরমলোকঃ;
তং লোকং সমস্তং সমস্ততঃ লোকবিস্তারাদ্ দ্বিগুণপরিমাণবিস্তারেণ পরিমাণেন
তং লোকং পরিক্ষিপ্তা পর্যোতি পৃথিবী; তাং পৃথিবীং তথৈব সমস্তং দ্বিস্তাবদ্
দ্বিগুণেন পরিমাণেন সহস্রঃ পর্যোতি, যং যনোদমাচক্ষতে পৌরাণিকাঃ । ১

তত্র অণ্ড-কপালয়ৌর্বিবরপরিমাণমুচ্যতে, যেন বিবরেণ মার্গেণ বহির্নিগচ্ছন্তো
ব্যাপ্তবন্তি অশ্বমেধযাজিনঃ । তত্র যাবতী যাবৎপরিমাণা ক্ষুরস্ত ধারা অগ্রম্,
যাবদ্বা সৌন্দর্যেণ যুক্তং মক্ষিকায়াঃ পত্রম্, তাবান্ তাবৎপরিমাণঃ—অন্তরেণ মধ্যে
অণ্ড-কপালয়ৌঃ, আকাশঃ ছিদ্রম্, তেনাকাশেনেত্যেতৎ; তান্ পারিক্ষিতা-
নশ্বমেধযাজিনঃ প্রাপ্তান্ ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ—যোহশ্বমেধেহ্মিশ্চিতঃ, স্পর্শঃ—
যদ্বিষয়ং দর্শনমুক্তং—“তস্য প্রাচী দিক্ শিরঃ” ইত্যাদিনা, স্পর্শঃ পক্ষী ভূত-
পক্ষপ্চ্ছাত্তাত্মকঃ স্পর্শণো ভূত্বা বারবে প্রাযচ্ছৎ—যুৰ্ত্তহ্মান্ধ্যাত্মনো গতিস্তত্তেতি ।
তান্ পারিক্ষিতান্ বায়ুরাশ্বনি যিহ্মা স্থাপয়িত্বা স্বাত্মভূতান্ কৃত্বা, তত্র তস্মিন্
অগময়ৎ । ক ? যত্র পূর্বে অতিক্রান্তাঃ পারিক্ষিতা অশ্বমেধযাজিনোহভবন্বিতি । ২

এষমিব বৈ—এবমেব স গন্ধর্ব্বঃ বায়ুমেব প্রশশংস পারিক্ষিতানাং গতিম্ ।
সমাপ্তা আধ্যায়িকা । তন্নিবৃত্তং তু অর্থম্ আধ্যায়িকাতোহপসৃত্য স্মেন ঋতিরূপে-
ণৈব আচষ্টেহ্মভ্যম্ । যদ্বাদ্বায়ুঃ স্থাবরজঙ্গমানাং ভূতানামন্তরাশ্চা, বহিষ্চ স এব,
তদ্বাদধ্যাত্মাধিত্বাধিষেবভাবেন বিবিধা বা অষ্টিঃ ব্যাণ্ডিঃ, স বায়ুরেব; তথা
সমষ্টিঃ কেবলেন সূত্রাশ্বনা বায়ুরেব । এবং বায়ুমাশ্বানং সমষ্টিব্যষ্টিরূপাত্মক-
ত্বেনোপগচ্ছতি, য এবং বেৎ । তস্য কিং ফলমিত্যাহ—অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি—
সক্লং মৃত্যু পুনর্ন ত্রিযতে । ততঃ আশ্বনঃ প্রগ্ননির্গম্নাং ভুজুর্গাহ্মানিঃ
উপরব্রাহ্ম ॥ ১৬৭ ॥ ২ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বি তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ং ভূজুর্গাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

টীকা।—অজ্ঞানাদিনিগ্রহঃ পরিহরম্ভূতরমাহ—স হোবাচেতি । শ্রবণার্থে গন্ধর্ব্বান্নকৃত
জ্ঞানস্তেতি শেবঃ । কিম্বাচেত্যপেক্ষারমাহ—অগচ্ছতি । অহোরাত্রমাদিত্যরথগত্যা যাবান্
পহা মিতঃ, তাবান্বেশো দ্বাত্রিংশদগুণিতত্ত্বকিরণব্যাপ্তঃ । স চ চন্দ্রদ্বিবিদ্যাগুণেন দেশেন সাকং
পৃথিবীভূত্যাতে ।

“রবিচন্দ্রমসৌৰ্ণাৰম্ভুখৈৰবভাস্ততে ।

সসমুদ্রপরিচ্ছৈলা ভাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥”

ইতি স্মৃতেৰিত্যাহ—দ্বাত্রিংশতমিত্যাदिना । अयं लोक इत्यन्तार्थमाह—तावदिति । तत्र लोकभागः विभज्यते—यत्रेति । उक्तं लोकमन्तर्भावशिष्टलोककथमाह—अन्तर्भावमिति । तमिति प्रतीकमादाय व्याचष्टे—लोकमित्यादिना । अयं दर्शयितुं तं लोकमिति पुनरुक्तिः । तत्र पौरोगणिकसंमतिमाह—यं मनोदमिति । उक्तं हि—

“अवशास्तु समस्तान् सन्निविष्टौ नूतोदधिः ।

समस्तान्नतोरেন धार्यमाणः स तिष्ठति” ॥ इति । १

तद्व্যবतीत्यादेशাৎপর্যমাহ—তত্রৈতি । লোকাদিপরিমাণে যথোক্তরীত্যা স্থিতে সতীতি বাবৎ । কপালবিবরস্তামুপযুক্তত্বাৎ কিং তৎপরিমাণচিত্তয়েতাশঙ্ক্যাহ—যেনেতি । ব্যবহারভূমিঃ সপ্তমার্থঃ । পরমাত্মানং ব্যাবর্তয়তি—যোহথমেধ ইতি । স্থপর্ণশব্দস্তু শ্বেনসাদৃশ্যমাত্রিত্য চিত্তোহগৌ প্রবৃত্তিঃ দর্শয়তি—বদ্বিষয়মिति । উক্তার্থঃ পদমমুবদতি—স্থপর্ণ ইতি । ভূত্বৈতান্ত্যর্থমাহ—পক্ষেতি । নহু চিত্তোঃপ্রিরিণ্ডাঘহিরন্মধযাজিনো গৃহীত্বা স্বয়মেব গচ্ছতু, কিমिति তান্ বায়বে প্রযচ্ছতি, তত্রাহ—মূর্ত্যাদिति । আত্মনশ্চিত্যস্তাশ্নেয়রिति বাবৎ । তত্রৈতাৎপাৰ্হদেদোক্তিঃ । ইতি যুক্তং বায়বে প্রদানমिति শেষঃ । আখ্যায়িকাসমাপ্তাবিশিষ্টকঃ । পরিতো দ্রুতং ক্রীয়েতে যেন, স পরিষ্কিং—অথমেধঃ, তদ্ব্যাজিনঃ পারিষ্কিতান্তেষাং গতিং বায়ুমिति সংবন্ধঃ । ২

মূনিবচনে বর্তমানে কথমাখ্যায়িকাসমাপ্তিস্তত্রাহ—সমাপ্তেতি । বায়ুপ্রশংসায়াং হেতুমাহ—বদ্যাদिति । কিং পুনর্নথোক্তবায়ুস্তত্ত্ববিজ্ঞানফলং, তদাহ—এবমिति । ১৬৭ । ২ ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাদ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ং ভূজ্যব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ । ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এইরূপ জিজ্ঞাসার পর যজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন । বৈশ্বকটি স্মরণার্থক ; তাহার কথা স্মরণ করিয়া দেখ । সেই পারিষ্কৃতগণ সেই স্থানে গিয়াছিলেন । কোথায় ? অশ্বমেধযাজিগণ যেখানে যাইয়া থাকেন । এইরূপ গন্ধর্ব্ব-প্রশ্ন নির্ণীত হইলে পর, ভূজ্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—বল, সেই অশ্বমেধযাজীরাইবা কোথায় গমন করেন ? অশ্বমেধযজ্ঞকারীদিগের গন্তব্য স্থান নিরূপণের উদ্দেশ্যে এখন ভুবনকোশের (ব্রহ্মাণ্ডের) পরিমাণ বলিতেছেন—‘দ্বাত্রিংশৎ’ অর্থ—ত্রিশ আর দুইটি অধিক—বত্রিশ ; ‘দেবরথাহ্যানি’ অর্থ—দেব অর্থ আদিত্য, তাঁহার রথ—দেবরথ ; সেই দেবরথের প্রাত্যহিক গতিতে যে পরিমাণ স্থান পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম—‘দেবরথাহু’ ; তাহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া ‘দ্বাত্রিংশতং দেবরথাহ্যানি’ বলা হইয়াছে । ঐ প্রকার পরিমাণবিশিষ্ট এই পৃথিবী লোকটি আবার ‘লোকালোক’ নামক পর্কতে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ; ইহারই মধ্যে বৈরাট শরীর (বিরাটপুরুষের শরীর) সন্নিবিষ্ট আছে, এবং ইহারই মধ্যে প্রাণি-

গণ নিজ নিজ কৰ্মফল উপভোগ করিয়া থাকে । যথোক্ত পরিমাণবিশিষ্ট এই স্থানটি ‘লোক’ নামে অভিহিত ; তাহার পরবর্তী স্থান ‘অলোক’ নামে কথিত । উক্ত ‘লোক’ স্থানটিকে আবার তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃতিবিশিষ্ট এই পৃথিবী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে (১) ; পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সমুদ্র আবার চতুর্দিকে এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে । পৌরাণিকগণ এই সমুদ্রকে ‘ঘনোদ’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন (২) । ১

এখন অণু-কপাল-দ্বয়ের মধ্যগত বিবর বা রক্তের পরিমাণ কথিত হইতেছে (৩) । অশ্বমেধ যজ্ঞকারিগণ ঐ বিবরপথে বহির্গত হইয়া অভীষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকেন । ক্ষুরের ধারা বা প্রান্তভাগের বতটুকু পরিমাণ, কিংবা মক্ষিকার পক্ষ যেরূপ অতিশয় হৃদয়, উক্ত অণু-কপাল-দ্বয়ের মধ্যে ঠিক সেই পরিমাণ আকাশ (ছিদ্র) অর্থাৎ ফাঁক আছে, পারিক্ষিতগণ সেই হৃদয় ছিদ্রপথে অশ্বমেধযজ্ঞকারীদিগের নিকট উপস্থিত হন । তাহার পর ইন্দ্র—পরমেশ্বর (উত্তম ঐশ্বর্যাসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ, কিন্তু পরব্রহ্ম নহে),—যিনি পূর্বকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং প্রথমেই “তস্ম প্রাচী দিচ্ শিরঃ” ইত্যাদি বাক্যে বাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞার উপদেশ করা হইয়াছে, তিনিই স্বর্ণ হইয়া—পক্ষ-পুচ্ছযুক্ত পক্ষিরূপী হইয়া সেই পারিক্ষিত-গণকে হৃদয় বায়ুর হস্তে সমর্পণ করেন ; [এখানে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত পরমেশ্বর-পদবাচ্য হিরণ্যগর্ভও] নুর্ভ অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট ; স্মৃতরাং স্থূল ; স্থূল বলিয়াই তাঁহারও সেখানে (হৃদয় ছিদ্রে) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবেশের অধিকার নাই ;

(১) তাৎপৰ্য্য—ভগবান্ হৃদ্যদেব স্বীয় রথ দ্বারা একদিনে যে পরিমাণ স্থান পরিভ্রমণ করেন, তাহার বত্রিশগুণ অধিক স্থান তাঁহার কিরণে প্রকাশমান থাকে, এবং চন্দ্রকিরণেও আশোষিত হইয়া থাকে, সেই সমস্তটা স্থানের নাম হইল ‘পৃথিবী’ । পৃথিবীর প্রান্তবর্তী পর্কটটির যে অংশ সৌর কিরণে উদ্ভাসিত হয়, তাহার নাম ‘লোক’, আর যে অংশে হৃদ্যকিরণ আনৌ পড়ে না, সে অংশের নাম—‘অলোক’ । এই পৃথিবী উক্ত ‘লোক’ নামক অংশের অপেক্ষা বত্রিশগুণ বড় ; পৃথিবীবেষ্টন সমুদ্র আবার পৃথিবী অপেক্ষাও বত্রিশগুণ বৃহৎ ইত্যাদি । এ সমস্ত বিবর পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, সেখানে অনুসন্ধান করা আবশ্যক ।

(২) তাৎপৰ্য্য—‘ঘনোদ’ শব্দের অর্থ টীকার দ্রষ্টব্য ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—চতুর্দুর্ধ ত্রকা যে স্বর্ণময় অণু মধ্যে ভ্রমণান্ত করেন, সেই অণুটি ত্রকার আবির্ভাব কালে দুই ভাগে বিভক্ত হয় ; তাহার উপরের ভাগকে বলে উর্দ্ধ কটাহ, আর নিম্নভাগকে বলে ‘অধঃকটাহ’ (কটাহ অর্থ কড়া) । ঐ দুই ভাগের মধ্যবর্তী স্থানকে ‘দুবনকোশ’ ও ‘ত্রকাও’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয় । ঐ দুই ভাগকে আবার অণু-কপালও বলা হয় ।

তিনি [এইজন্তই স্বল্প বায়ুর নিকট সমর্পণ করেন ।] বায়ু সেই পারিক্ৰিতগণকে আপনায় শরীরে সংস্থাপন করিয়া অর্থাৎ নিজেরই অমুরূপ করিয়া সেখানে লইয়া যান । কোথায় লইয়া যান ? না, পূর্ববর্তী পারিক্ৰিত—অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে গিয়াছেন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] সেই গন্ধর্ব্ব এইরূপেই পারিক্ৰিত-দিগের অভীষ্ট স্থানপ্রাপ্তির সহায়ভূত বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন । ২

আখ্যায়িকা বা গল্পটি এইস্থানেই সমাপ্ত হইল । উক্ত আখ্যায়িকার যাহা তাৎপর্য্যার্থ, ঋষি তাহা আমাদিগকে আখ্যায়িকার ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া দিতেছেন,—যেহেতু বায়ুই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের অন্তরে আত্মাস্বরূপ, এবং বাহিরেও তদ্রূপ [স্থিতিসাধন] ; অতএব জগতে যে, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূতরূপে নানাবিধ ব্যাষ্টি বা বিভিন্ধাকার বস্তু রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা বায়ুই (বায়ু হইতে পৃথক্ নহে), এবং সমষ্টিরূপে যে, কেবল স্বস্মাত্মা হিরণ্যগর্ভভাব, তাহাও বায়ুই, (তদ্ভিন্ন নহে) । যে লোক এই বায়ুকে যথোক্তপ্রকারে সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে জানে—প্রাপ্ত হয়, তাহার ফল কি হয়, বলিতেছেন—তিনি পুনর্নরণ ভয় করেন, অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর তাহার মৃত্যু হয় না (মুক্ত হন) । ভূজ্য লাহায়নি আপনায় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদত্ত হইল দেখিয়া প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৬৭ ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় ভূজ্যব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ ব্রাহ্মণম্ :

আভাস-ভাষ্যম্।—অথ হৈনমুত্তরচাক্রাণঃ পপ্রচ্ছ। পুণ্যাপ-
প্রযুক্তৈর্গ্ৰহাতিগ্রহৈর্গ্ৰহীতঃ পুনঃপুনর্গ্ৰহাতিগ্রহান্ তাজ্জন উপাদদৎ সংসরতী-
ভুক্তম্। পুণ্যস্ত চ পর উৎকর্ষো ব্যাখ্যাতে ব্যাকৃতবিষয়ঃ সমষ্টিব্যাপ্তিরূপঃ
দৈতৈকত্বাপ্রাপ্তিঃ। যন্ত গ্রহাতিগ্রহৈর্গ্ৰহীতঃ সংসরতি, সঃ অস্তি বা, নাস্তি ?
অস্তিত্বে চ কিংলক্ষণঃ—ইতি আত্মন এব বিবেকাবগমায় উত্তরপ্রশ্ন আরভ্যতে।
তস্ত চ নিরূপাধিস্বরূপস্ত ক্রিয়াকারকবিনির্মুক্তিস্বভাবস্ত অধিগমাদ্ যথোক্তাদ্বন্ধনাদ্-
বিমুচ্যতে সপ্রযোজ্যকাং। আখ্যায়িকাসম্বন্ধস্ত প্রসিদ্ধঃ।

টীকা।—ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—অর্থেতি। তস্তাপুনরুক্তমর্থং বক্তৃমার্গভাগপ্রশ্নে বৃত্তং
কীর্তয়তি—পুণ্যোতি। ভূতাপ্রশ্নান্তে সিন্ধুমর্থমুদ্রবতি—পুণ্যস্ত চেতি। নামরূপাত্ম্যং ব্যাকৃতং
জগদ্বিগ্ৰহণগর্তায়কং, তাৎপৰ্যমুৎকর্ষং বিশিনষ্টি—সমপীতি। কথং যথোক্তোৎকর্ষস্ত পুণ্যকর্মফলত্বং,
তদ্রাহ—ইতি। সংপ্রত্যন্তরব্রাহ্মণস্ত বিবরণং দর্শয়তি—যদ্বিতি। মাধ্যমিকানাংমন্ত্ৰেভ্যঃ
চাত্তো বিবাদঃ কিংলক্ষণঃ—দেহাদীনামম্মতমন্ত্ৰেভ্যো বিলক্ষণো বেতি যাবৎ। ইত্যেবং
বিমুক্ত্যন্তনো দেহাদিভ্যো বিবেকেনাধিগম্যেদং ব্রাহ্মণমিত্যাহ—ইত্যাত্মন ইতি। বিবেকাধি-
গমস্ত শ্রেয়জ্ঞানত্বেনানর্থকরত্বমাশঙ্ক্য কহোলপ্রশ্নতাৎপর্যং সংগৃহীতি—তস্ত চেতি। ব্রাহ্মণ-
সংবন্ধনুত্, আখ্যায়িকাসংবন্ধমাহ—আখ্যায়িকেনিতি। বিভ্রান্তত্বার্থা হৃথাববোধার্থা চাখ্যায়ি-
কেত্যর্থঃ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ।—‘অতঃপর উত্তরনামক চাক্রাণ (চক্র-নামক
ঋষির পুত্র) উক্ত রাজবন্দ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন’ ইত্যাদি। পূর্বে কথিত
হইয়াছে যে, পুণ্য ও পাপদ্বারা পরিচালিত জীবগণ গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা
বশীভূত হইয়া গ্রহ ও অতিগ্রহসমূহকে বারংবার পর্যায়ক্রমে ত্যাগ ও গ্রহণ
করত সংসারভোগ করিয়া থাকে ; এবং পুণ্যকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট ফল নির্দেশ করা
হইয়াছে যে, ব্যক্তভাবাপন্ন সমষ্টি ও ব্যাপ্তিরূপ দৈত জগতের সহিত একত্ব প্রাপ্তি।
এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, বাহা গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সংসারে
প্রবেশ করে ; প্রকৃত পক্ষে সেরূপ কোনও পদার্থ (স্থায়ী আত্মা) আছে কিনা ?
যদি থাকে, তাহা হইলেই বা তাহার লক্ষণ ও স্বরূপ কিরূপ ?—এই প্রকারে
আত্মার স্বার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য উত্তর-প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে ;
কেন না, স্বভাবতঃ ক্রিয়াকারকাদি-বিনির্মুক্ত সর্বোপাধিবিবর্জিত সেই আত্মতত্ত্বের
উপলব্ধি হইলে, পূর্বোক্ত গ্রহাতিগ্রহস্বরূপ বন্ধন ও তাহার প্রবর্তক কর্মাদিকার

হইতে অনাগ্রাসেই জীবের বিমুক্তি হইতে পারে। আধ্যাত্মিকার সহিত বিচার যে, কি প্রকার সম্বন্ধ বা উপযোগিতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ বিভাস্ত্বতি প্রভৃতি যে সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে; এই আধ্যাত্মিকার উদ্দেশ্যও তাহাই—অন্তরূপ নহে।

অথ হৈনমুযন্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ, যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরন্তং মে ব্যাচক্ষেতি, এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যোহপানেনাপানীতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানীতি স ত আত্মা সর্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্বান্তর এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ ॥ ১৬৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ।—[যঃ খলু যথোক্তেন গ্রহাতিগ্রহলক্ষণেন মৃত্যুনা গৃহীতঃ স্ত্রাৎ, স এব আত্মা অস্তি নাস্তি বা ইতি সংশয়ে, তদ্বিকল্পণায় অয়মুযন্তপ্রশ্নঃ—অথ হৈনমিত্যাदिঃ।]

অথ (ভুক্ত্যবিরামান্তরম্) উযন্তঃ (তন্মাকঃ) চাক্রায়ণঃ (চক্রশ্চ পুত্রঃ) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, —ইতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ (উক্তবান্)—যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ (অপরোক্ষং—প্রত্যক্ষচেতস্তাত্মকং) ব্রহ্ম, যঃ [চ] সর্বান্তরঃ (সর্বেষাম্ অভ্যন্তরত্বঃ) আত্মা, তৎ (আত্মানং) মে (মহ্যং) ব্যাচক্ষ (বিস্পষ্টং বর্ণয়), [যেনাহং স্মথেন গ্রহীতুং শঙ্কুয়ামিতি ভাবঃ] ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [হে উযন্ত,] এষঃ (ময়া নির্দিষ্টমানঃ) সর্বান্তরঃ (পঞ্চভ্যঃ কোশেভ্যঃ পরঃ) তে (তব—দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতাত্মনঃ) আত্মা । [উযন্তঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ সঃ সর্বান্তরঃ ? (স্থূল-সূক্ষ্মসৌহৃদয়-চিদাত্মস্থ মধ্যে তদ্ব্যপদিষ্ট আত্মা কঃ ?) [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ প্রাণেন (সুখনাসিকাসংচারিণ্য) প্রাণিতি (প্রাণনব্যাপারং সম্পাদয়তি—বিজ্ঞানাত্মা), সঃ তে (তব) সর্বান্তরঃ আত্মা ; যঃ অপানেন (পায়ুপ্রভৃতি-স্থানবর্তিনা) অপানীতি (অপান-ব্যাপারং করোতি), সঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) তে (তব) সর্বান্তরঃ আত্মা ; যঃ ব্যানেন (দেহব্যাপিনা বায়ুনা) ব্যানীতি (দেহব্যাপিনীং চেষ্টাং করোতি), সঃ (বিজ্ঞানাত্মা) তে সর্বান্তরঃ আত্মা ;

উদানেন (উর্দ্ধগামিনা উৎক্রমণবায়ুনা) উদানিতি (উৎক্রমণব্যাপারং করোতি), সঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) তে সর্বাস্তরঃ আত্মা, 'এবঃ তে আত্মা সর্বাস্তরঃ' ইতি (উক্তোপসংহারঃ স্ববচোদ্যট্যায় ইতি ভাবঃ।) ['অপানীতি' ইতি 'ব্যানীতি' ইতি চ দীর্ঘছান্দসঃ] ॥ ১৬৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ ১—গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত কেহ আছে কি না, তাহা নিরূপণের জন্ত “অথ হৈনম্” ইত্যাদি শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে। ভুজ্য ঋষি প্রশ্ন হইতে বিরত হইলে পর, চক্রপুত্র (চাক্রায়ণ) উষস্তনামক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিলেন ; তিনি সম্বোধনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন— হে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্বাস্তর সর্বদেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা, তাহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যাখ্যা কর। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ইনিই তোমার সর্বাস্তর আত্মা। [উষস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সেইটি কে—তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] যিনি (বুদ্ধি-সাক্ষী বিজ্ঞানাত্মা) প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করেন, তিনিই এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিভূত তোমার সর্বাস্তর আত্মা ; যিনি অপানবায়ুর সাহায্যে অপান-ব্যাপার নির্বাহ করিয়া থাকেন, তিনিই (বিজ্ঞানাত্মাই) তোমার সর্বাস্তর আত্মা ; যিনি ব্যানবায়ু দ্বারা দেহব্যাপী ব্যাপার করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার সর্বাস্তর আত্মা ; যিনি উদানবায়ু দ্বারা উদান—উৎক্রমণাদি ব্যাপার করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার সর্বাস্তর আত্মা ; এই বিজ্ঞানাত্মাই তোমার সর্বাস্তর আত্মা ॥ ১৬৮ ॥ ১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্।—অথ হ এনং প্রকৃতং যাজ্ঞবল্ক্যম্ উষস্তো নামতচ্চক্র-
পাত্যং চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ,—যদ্ ব্রহ্ম সাক্ষাদব্যবহিতং কেনচিদ্ ভেদরূপরোক্ষাদ-
গৌণম্, ন শ্রোত্রব্রহ্মাদিবং । কিং তৎ ? ব আত্মা—আত্মশব্দেন প্রত্যগাত্মোচ্যতে,
তত্রাত্মশব্দস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ ; সর্বস্তাভ্যন্তরঃ সর্বাস্তরঃ ; যদ্-যঃ-শব্দাভ্যাং প্রসিদ্ধ আত্মা
ব্রহ্মেতি, তন্মান্বানং মে মহ্যং ব্যাচক্ষেতি—বিস্পষ্টম্—শূদ্রে গৃহীতা যথা গাং
শরতি, তথা আত্মা—সোহয়মিত্যেবং কথয়ন্তেত্যর্থঃ । ১

এবমুক্তঃ প্রত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—এব তে তব আত্মা সর্বাস্তরঃ সর্বস্তাভ্যন্তরঃ ;